প্রথমাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ পাদঃ

বিশ্বং বিভর্ত্তি নিঃস্বং যঃ কারুণ্যাদেব দেবরাট্।
মমাসৌ পরমানন্দো গোবিন্দস্তনুতাং রতিম্॥

॥ প্রথমাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥

ভক্তিহীনান্ জনান্ সদ্যঃ স্বনামামৃতসেবয়া। স্বপদং প্রাপিতং যেন তস্মৈ গৌরাত্মনে নমঃ॥

অথ পরম করুণাময় শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুচরণাঃ স্বেষ্টদেব সবিধে স্বরতিং প্রার্থয়ন্তি—বিশ্বমিতি। যঃ পরম করুণাময়-ভক্তবৎসলঃ শ্রীগোবিন্দদেবঃ কারুণ্যাদেব কারুণ্যহেতোঃ নিস্বং নির্দ্ধনম্ সর্ব্বপ্রকার ভক্তিসাধনরহিতম্, বিশ্বং—বিশ্ববর্ত্তিজীববৃন্দম্ বিভর্ত্তি—শ্রীভক্তিধর্ম্ম প্রদানেন ধারয়তি অধঃপতনাদিতি। তথা স্বসেবা—দর্শনাদি প্রদানেন পালয়তি বা। যদ্বা—"স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ" ইতি (১৮।৪৬)। ইতি গীতোক্তেঃ স এব সর্ব্বেষাং জীবানাং স্বকর্ম্মানুরূপ ফলপ্রদ ইতি।

ননু—ইন্দ্রাদয়ো দেবা এব জীবানাং কর্ম্মানুরূপং ফলং যচ্ছন্তি ইতি শ্রুতং তৎ কথং অসৌ এব দদাতি ইতি চেত্তত্রাহ—দেবরাট্ সুরেশ্বরঃ, দেবা ইন্দ্রাদয়ঃ তেষাং রাজা দেবরাট্।

॥ প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদ ॥

যে পরম করুণাময় শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব ভক্তিহীন মানবদিগকেও নিজ নামামৃত সেবার দ্বারা সদ্য তৎক্ষণাৎ নিজ নিত্যধাম প্রাপ্ত করান সেই গৌরবিগ্রহ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবকে নমস্কার করি।

অনন্তর পরম করুণাময় শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদ নিজ ইষ্টদেবতার নিকটে শ্রীভগবদ্‌রতি প্রার্থনা করিতেছেন—বিশ্ব ইত্যাদি। যে দেবরাজ কারুণ্যবশতঃ এই নিঃস্ব বিশ্বকে পালন করিতেছেন, সেই পরমানন্দময় শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব তাঁহার বিষয়ে আমার রতি বিস্তার করুন। অর্থাৎ যে পরম করুণাময় ভক্তবৎসল শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব কারুণ্যবশতঃ নিঃস্ব-নির্ধন-সর্ব্বপ্রকার ভক্তিসাধন রহিত বিশ্বকে—বিশ্ববাসিজীববৃন্দকে বিভর্ত্তি—শ্রীভক্তি ধর্ম্ম প্রদানের দ্বারা অধঃপতন হইতে ধারণ করেন, অথবা নিজ প্রেমসেবা দর্শনাদি প্রদান করিয়া পালন করেন। কিম্বা—"নিজ কর্ম্মের দ্বারা তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া মানবগণ সিদ্ধিলাভ করে" এই শ্রীগীতাবাক্য প্রমাণ বলে সেই শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবই সকল জীবগণের স্বকর্ম্মানুরূপ ফল প্রদাতা।

শঙ্কা—যদি বলেন—ইন্দ্রাদি দেবগণই সকল জীবগণের কর্ম্মানুরূপ ফল প্রদান করেন, এই প্রকার শাস্ত্রে শ্রবণ করা যায়, অতএব কি প্রকারে কর্ম্মের ফল শ্রীশ্রীকৃষ্ণই প্রদান করেন?

সমাধান—এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন তিনি দেবরাজ, সুরেশ্বর, ইন্দ্রাদি সকল দেবতা,

১ ।। দ্যুভ্বাদ্যধিকরণম্ ।।

অথ তৃতীয়ে পাদে বিস্পষ্ট জীবাদিলিঙ্গকানাং কেষাঞ্চিদ্বাক্যানাং তস্মিন্ ব্রহ্মণি সমন্বয়শ্চিন্ত্যতে ।

তথাহি—মাণ্ডুক্যে—৬, "এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞঃ" ঐতরেয়োপনিষদি চ—৫।৩, "এষ ব্রহ্মা এষ ইন্দ্র এষ প্রজাপতিরেতে সর্ব্বে দেবাঃ" বৃহদারণ্যকে চ—৪।৪।২২, "এষ সর্ব্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপালঃ" তস্মাৎ শ্রীভগবদনুকম্পিতাঃ তে ইন্দ্রাদয়ো দেবা মানবেভ্যঃ কর্ম্মানুরূপং ফলং যচ্ছন্তীতি ।

কিঞ্চ ভক্ত্যারাধিতঃ সন্ স্বভক্তেভ্যঃ স্বরূপ—সেবানন্দং চ দত্ত্বা তান্ বিভর্ত্তীতি । অসৌ শ্রীরাধাপ্রাণবন্ধুঃ শ্রীগোবিন্দদেবঃ মম রতিং—তদ্ বিষয়কমনুরাগং তনুতাম্—বিস্তার্য্যতাম্ । যতঃ পরমানন্দ স্বরূপোঽয়ং শ্রীব্রজরাজনন্দন-শ্রীশ্যামসুন্দরো মম চিত্তবৃত্তিং তচ্চরণারবিন্দে আকর্ষয়তু ।

১ ॥ দ্যুভ্বাদ্যধিকরণম্—

অথ ত্রিচত্বারিংশৎ সূত্রৈকাদশাধিকরণ সংযুক্তং তৃতীয়পাদং ব্যাখ্যাতুমারভ্যন্তে শ্রীমদ্ভাষ্যকার চরণাঃ—অথেতি । পূর্ব্বত্র দ্বিতীয়ে পাদে শ্রীগোবিন্দদেবস্য মনোময়-অত্তা-অক্ষিপুরুষ-অন্তর্য্যামি-বৈশ্বানরত্বাদি ধর্ম্ম প্রতিপাদিতম্, অথ তৃতীয়ে পাদে তস্যৈব ভূমা—অক্ষরত্বাদি ধর্ম্ম প্রতিপাদ্যন্তে শ্রীমদ্ভাষ্যকারচরণাঃ । ইতি পাদসঙ্গতিঃ ।

তাঁহাদের যিনি রাজা তিনি দেবরাজ ।

শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব যে রাজা এই বিষয়ে মাণ্ডুক্য উপনিষৎ বাক্য প্রমাণ রূপে উদ্ধৃতি করিতেছেন "ইনি সর্ব্বেশ্বর, ইনি সর্ব্বজ্ঞ" ইত্যাদি । ঐতরেয় উপনিষদে বর্ণিত আছে—ইনি ব্রহ্মা, ইনি ইন্দ্র, ইনি প্রজাপতি এবং ইনিই এই সকল দেবতা, বৃহদারণ্যকোপনিষদে এই প্রকার বর্ণনা করিয়াছেন—ইনি সর্ব্বেশ্বর, ইনি ভূতাধিপতি, ইনি ভূতপাল, ইত্যাদি প্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীভগবানের দ্বারা অনুকম্পিত হইয়া ইন্দ্রাদি দেবতাগণ মানবদিগকে কর্ম্মানুরূপ ফল প্রদান করিতে সমর্থ হয় । আরও—শ্রীভক্তিযোগের দ্বারা আরাধিত হইয়া তিনি স্বভক্তদিগকে, নিত্য সিদ্ধ স্বরূপ ও সেবানন্দ প্রদান করিয়া ভক্তগণকে প্রতিপালন করেন । সেই রাধাপ্রাণবন্ধু শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব আমার রতি—তাঁহার বিষয়ে অনুরাগ বিস্তার করুন । অর্থাৎ—পরমানন্দস্বরূপ এই শ্রীব্রজরাজনন্দন শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর আমার চিত্তবৃত্তিকে তাঁহার শ্রীচরণারবিন্দে আকর্ষণ করুন । এই প্রকার মঙ্গলাচরণ পদ্যের ব্যাখ্যা ।

১ ॥ দ্যুভ্বাদ্যধিকরণ—

অনন্তর দ্যুভ্বাদ্যধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন । তেচল্লিশ সংখ্যক সূত্র ও একাদশ অধিকরণ সংযুক্ত তৃতীয়পাদ ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিতেছেন শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদ—অথ ইত্যাদির দ্বারা ।

মুণ্ডকে শ্রূয়তে (২।২।৫) "যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরীক্ষমোতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ

বিষয়ঃ—অথ প্রথমাধ্যায়স্য তৃতীয়পাদস্য বিষয়বাক্যমবতারয়ন্তি—মুণ্ডক ইতি। বাৎসল্যময়ী মাতেব পরমকরুণাময়ী শ্রুতিরপি মুমুক্ষুজনান্ প্রতি উপদিশতি—যস্মিন্ ইতি। যস্মিন্ পরব্রহ্মণি সর্ব্বাধারে শ্রীগোবিন্দদেবে দ্যৌঃ অনন্তবৈকুণ্ঠলোকম্, অন্তরীক্ষম্—ভুবর্লোকমারভ্য ব্রহ্মলোক পর্য্যন্তম্।

পৃথিবী—ভূরারভ্য অতলাদি সপ্তপাতালম্। ওতম্—সমর্পিতম্। তথাহি শ্রীভাগবতে - ২।৫। ৩৮-৪১, "ভূর্লোকঃ কল্পিতঃ পদ্ভ্যাং ভুবর্লোকোঽস্য নাভিতঃ। হৃদা স্বর্লোক উরসা মহর্লোকো মহাত্মনঃ॥ গ্রীবায়াং জনলোকশ্চ তপোলোকঃ স্তনদ্বয়াৎ। মূর্দ্ধভিঃ সত্যলোকস্তু ব্রহ্মলোকঃ সনাতনঃ॥ তৎ কট্যাঞ্চাতলং কৢপ্তমূরুভ্যাং বিতলং বিভোঃ। জানুভ্যাং সুতলং শুদ্ধং জঙ্ঘাভ্যাং তু তলাতলম্॥ মহাতলং তু গুল্ফাভ্যাং প্রপদাভ্যাং রসাতলম্। পাতালং পাদতলত ইতি লোকময়ঃ পুমান্॥"

কিঞ্চ—মনঃ, প্রাণ ইতি - প্রাণেন্দ্রিয়বন্তো জীবাঃ, "চ"কারাৎ—তন্মাত্রাহঙ্কার-মহদব্যক্তানি

পূর্ব্বে দ্বিতীয়পাদে শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের মনোময়, অত্তা, অক্ষিপুরুষ, অন্তর্য্যামী, বৈশ্বানরত্বাদি ধর্ম্মসকল প্রতিপাদন করা হইয়াছে। এই তৃতীয় পাদে তাঁহারই ভূমা অক্ষর প্রভৃতি ধর্ম্মসকল শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদ প্রতিপাদন করিতেছেন, এই প্রকার পাদ সঙ্গতি প্রদর্শিত হইল। অতঃপর এই তৃতীয়পাদে যাহা স্পষ্ট নহে সেই রূপ বিস্পষ্টরূপে জীব প্রতিপাদক কতকগুলি শ্রুতিবাক্যের সেই পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবে সমন্বয়ের বিচার করিতেছেন।

বিষয়—অনন্তর প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয়পাদের বিষয়বাক্যের অবতারণা করিতেছেন—মুণ্ডক ইত্যাদি। মুণ্ডক উপনিষদে বর্ণিত আছে—যাঁহাতে দ্যৌ পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, সকল প্রাণের সহিত মন ওতপ্রোত রহিয়াছে, একমাত্র তাঁহাকেই জানিবে অন্য বাক্য পরিত্যাগ কর, ইনি অমৃতের সেতু। অর্থাৎ—বাৎসল্যময়ী জননীর সমান পরম করুণাময়ী শ্রুতি জননীও মুমুক্ষুজনগণকে উপদেশ করিতেছেন—যাঁহাতে ইত্যাদি। যে পরব্রহ্ম সর্ব্বাধার শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবে দ্যৌ-অনন্তবৈকুণ্ঠলোক, অন্তরীক্ষ—ভুবর্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত।

পৃথিবী—ভূলোক হইতে আরম্ভ করিয়া অতলাদি সপ্তপাতাল লোকাদি, ওত—সমর্পিত আছে। ইহা শ্রীভাগবতে এই প্রকার বর্ণিত আছে—মহাত্মা বিরাট পুরুষ শ্রীভগবানের চরণদ্বয়ে ভূলোকের কল্পনা করা হইয়াছে, নাভিমণ্ডলে ভুবর্লোক, হৃদয়ে স্বর্গলোক, বক্ষঃস্থলে মহর্লোক, গ্রীবামণ্ডলে জনলোক, স্তনদ্বয়ে তপোলোক, মস্তকে সত্যলোক, যাহাকে ব্রহ্মলোক সনাতন বলে। সেই বিরাট পুরুষের কটিদেশে অতললোক, উরুদ্বয়ে বিতললোক, জানুদ্বয়ে সুতললোক, জঙ্ঘাদ্বয়ে তলাতল লোক, গুল্ফদ্বয়ে মহাতল লোক এবং পার্ষ্ণিদ্বয়ে রসাতল লোক তথা পদতলে পাতাল লোক বিদ্যমান আছে, এই প্রকার বিরাটপুরুষই সর্ব্বলোকময়।

সূর্ব্বৈঃ। তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথ অমৃতস্যৈষ সেতুঃ" ইতি।

তত্র সংশয়ঃ—কিমিহ দ্যুভ্বাদ্যায়তনং প্রধানম্? কিম্বা জীবঃ? উত ব্রহ্মেতি?

বোধ্যানি। তং কীদৃশমিত্যপেক্ষায়ামাহ—একম্। স্বেতরসর্ব্বনিয়ামকম্ যদ্বা—সর্ব্বেষাং জীবানাং একমেবাশ্রয়ং পরমারাধ্যম্, যদ্বা—চিদচিদ্ব্রহ্মাণ্ডানাং সর্ব্বেষাং পরমাশ্রয়ম্, তং জানথ, তং পরমারাধ্যং শ্রীগোবিন্দদেবং জানীত, অন্যা বাচঃ—শ্রীগোবিন্দদেবস্য—শ্রীনাম-রূপ-গুণাদি বর্ণনরূপাদন্যাঃ বার্ত্তা দূরতঃ পরিত্যজত। তথাহি—শ্রীভাগবতে—২।৩।১৭, "আয়ুর্হরতি বৈ পুংসামুদ্যন্নস্তং চ যন্নসৌ। তস্যর্ত্তে যৎ ক্ষণো নীত উত্তমশ্লোক বার্ত্তয়া॥" ইতি অন্যা বাচ আয়ুক্ষীণমাত্রত্ব শ্রবণাৎ।

নন্বু কিমর্থং তস্যোপাসনমিত্যপেক্ষায়ামাহ—অমৃতমিতি। পরমমোক্ষপ্রদত্বাৎ শ্রীভগবানেবোপাস্যমিতি। সেতুঃ—প্রাপকঃ দুর্ব্বারসংসার মহাপারাবার পারকর্ত্তা ইতি। ইতি বিষয়বাক্যম্।

সংশয়ঃ—অত্র মুণ্ডকবাক্যে সংশয়মবতারয়ন্তি—তত্রেতি। ইহ দ্যুভ্বাদ্যায়তনং প্রধানম্? কিং বা জীবঃ? উত ব্রহ্মেতি? ইতি ত্রিবিধং সংশয়বাক্যম্।

আরও সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক মন, প্রাণ অর্থাৎ প্রাণেন্দ্রিয়যুক্ত জীবসকল, "চ" কারের দ্বারা পঞ্চতন্মাত্র, অহঙ্কার, মহৎ, অব্যক্ত প্রভৃতি সকলকে গ্রহণ করিতে হইবে। সেই সর্ব্বাধার সর্ব্বাশ্রয় শ্রীভগবান্ কি প্রকার? এই প্রকার জিজ্ঞাসার অপেক্ষায় বলিতেছেন—এক, স্বেতর সর্ব্বনিয়ামক, অথবা—সকল জীবগণের পরমাশ্রয় ও পরমারাধ্য। অথবা—চিৎ ও অচিৎ ব্রহ্মাণ্ডসকলের পরমাশ্রয়। যিনি এই প্রকার সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বারাধ্য তাঁহাকে জান অর্থাৎ সেই পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবকে জান এবং অন্য বাক্য পরিত্যাগ কর, অর্থাৎ শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের শ্রীনাম-রূপ-গুণাদি বর্ণনারূপ বাক্য হইতে অন্য বাক্য দূরে পরিবর্জ্জন কর।

এই বিষয়ে শ্রীভাগবতের প্রমাণ এই প্রকার—এই সহস্র কিরণ সূর্য্য উদয় ও অস্তরূপে গমন করিয়া মানব সকলের কেবল পরমায়ু মাত্রই হরণ করেন, কিন্তু যে সময়টি উত্তমশ্লোক শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের রূপ-গুণ-লীলা ও নাম কীর্ত্তনে অতিবাহিত করা হয়, সূর্য্য তাহা হরণ করিতে পারেন না। সুতরাং শ্রীভগবানের গুণানুবাদ ভিন্ন অন্য বাক্যসকল মানবের কেবল আয়ুক্ষীণই করিয়া থাকে, এই প্রকার শ্রবণ করা যায়, অন্য বাক্য পরিত্যাগ করা উচিত।

যদি বলেন—কি কারণে শ্রীভগবানের উপাসনা করিবেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—এই শ্রীভগবান অমৃতের সেতু, প্রাপক অর্থাৎ পরম মোক্ষ প্রদান কর্ত্তা হওয়ার জন্য শ্রীভগবানই উপাস্য এবং দুর্ব্বার সংসার মহাপারাবার পারকারী। ইহাই বিষয় বাক্য।

সংশয়—এই প্রকার মুণ্ডক উপনিষদের বাক্যে সংশয়ের অবতারণা করিতেছেন—তত্র ইত্যাদি। এই দ্যুভ্বাদ্যায়তন শব্দের দ্বারা কি জড় প্রধানকে প্রতিপাদন করিতেছেন? কিম্বা জীবাত্মাকে? অথবা

তত্র প্রধানমিতি তাবৎ প্রাপ্তম্, সর্ব্ববিকারকারণত্বেন তদায়তনত্বোপপত্তেঃ। অমৃতসেতুশ্চ তদেব বৎসবিবৃদ্ধয়ে ক্ষীরমিব পুংবিমুক্তয়ে প্রধানং প্রবর্ত্ততে ইত্যঙ্গীকারাৎ। আত্মশব্দস্তু প্রীতিপ্রদে তস্মিন্নুপচরিতঃ বিভুত্বযোগাদ্বা। জীবো বা স্যাৎ, ভোক্তৃত্বেন ভোগ্য প্রপঞ্চায়তনত্বযোগাৎ, মনঃ প্রাণবত্বাদেস্তত্র প্রসিদ্ধেশ্চ, ইতি প্রাপ্তৌ পঠতি—

পূর্ব্বপক্ষঃ—ইত্যেবং সংশয়ে সমুৎপন্নে পূর্ব্বপক্ষমবতারয়ন্তি—প্রধানমিতি। প্রধানমেব দ্যুভ্বাদ্যায়তনং ভবতি, কুতঃ? সর্ব্ববিকার-কারণত্বাৎ প্রধানস্য। তথাহি সাংখ্যকারিকায়াম্—২২ "প্রকৃতের্মহাংস্ততোঽহঙ্কারস্তস্মাদ্ গণশ্চ ষোড়শকঃ। তস্মাদপি ষোড়শকাৎ পঞ্চভ্যঃ পঞ্চ ভূতানি॥ সূত্রে চ—১।৭৬, "পরিচ্ছিন্নং ন সর্ব্বোপাদানম্" অমৃতসেতুশ্চ-সূত্রে—২।১, "বিমুক্ত—বিমোক্ষার্থং স্বার্থং বা প্রধানস্য। বৎস বিবৃদ্ধিরিতি—সূত্রে—২।৩৭, "ধেনুবদ্ বৎসায়" কিঞ্চ—সত্ত্বদ্বারা পুরুষং প্রীণয়তি ইতি প্রিয়ো হি মমায়মাত্মা ইতি। "ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি আত্মনস্তু কামায় পতি প্রিয়ো ভবতি" ৫।৫।৬ ইতি বৃহদারণ্যকোক্তে আত্মা হি প্রিয়ো বস্তু। তস্মাৎ দ্যুভ্বাদ্যায়তনং প্রধানমেব। জীবো বা দ্যুভ্বাদ্যায়তনং স্যাৎ। তথাহি—শ্রীগীতাসু ১৩।২০ "পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে।

পরব্রহ্মকে প্রতিপাদন করিতেছেন? এই প্রকার ত্রিবিধ সন্দেহ বাক্য নিরূপণ করা হইল।

পূর্ব্বপক্ষ—এই প্রকার সংশয় সমুৎপন্ন হইলে বাদিগণ পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিতেছেন—প্রধান ইত্যাদি। এই স্থানে দ্যুভ্বাদ্যায়তন বলিতে প্রধানকেই বুঝিতে হইবে, কারণ সকল বিকারের কারণস্বরূপ হওয়ার নিমিত্ত দিব ও পৃথিবী আদির আধার প্রধানই হইবে, ইহাই স্বাভাবিক।

এই বিষয়ে সাংখ্যকারিকায় এই প্রকার নিরূপণ করা আছে—প্রকৃতি হইতে মহান, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কারের উৎপন্ন হয়, অহঙ্কার ষোড়শগণ অর্থাৎ একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চতন্মাত্রা, তথা পঞ্চ তন্মাত্রা হইতে পঞ্চমহাভুতের উৎপত্তি হয়। সুতরাং প্রধান বা প্রকৃতিই সকলের কারণ। সাংখ্য সূত্রেও এই প্রকার বর্ণনা আছে—এই প্রধানই সমগ্র বিশ্বের উপাদান, কারণ প্রকৃতি পরিচ্ছিন্ন বা পরিমিত নহে।

মুণ্ডকোপনিষদের বিষয় বাক্যে যে অমৃত সেতুর কথা বলা হইয়াছে তাহা প্রধানই হইবে, কারণ সাংখ্যসূত্রে তাহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন—বিমুক্ত পুরুষের প্রকৃতি সংসর্গ হেতু যে দুঃখ তাহা নিবৃত্তি করার নিমিত্তই প্রকৃতি সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হয়, সুতরাং প্রকৃতিই সর্ব্বকর্ত্রী, আমরা অর্থাৎ সাংখ্যবাদীরা বৎস বিবৃদ্ধির নিমিত্ত যেমন স্তন দুগ্ধ ক্ষরিত হয়, প্রধানও সেই প্রকার জড় অচেতন হইয়াও পুরুষের মুক্তির নিমিত্ত প্রবর্ত্তিত হয়, এই বিষয়ে এইরূপ সাংখ্যসূত্র আছে—দুগ্ধবতী ধেনু যেমন বৎসের নিমিত্তই দুগ্ধ ক্ষরণ করে সেই প্রকার প্রধানও সৃষ্টি করে। এই প্রকার অঙ্গীকার করি।

আরও বিশেষ কথা এই যে—আত্মা শব্দ প্রীতি প্রদ অর্থে তাহাতে উপচার করা হয়, অর্থাৎ সত্ত্বগুণ দ্বারা প্রধান পুরুষকে প্রীতি প্রদান করে, অতএব "আমার আত্মা অতিশয় প্রিয়" এই প্রকার শব্দ

ওঁ ॥ দ্যুভ্বাদ্যায়তনং স্বশব্দাৎ ॥ ওঁ ॥ ১।৩।১।১।

ব্রহ্মৈব কিল তদায়তনম্। কুতঃ? স্বশব্দাৎ "অমৃতস্যৈষ সেতুঃ" (মু° ২।২।৫) ইতি তদসাধারণশব্দসত্ত্বাদিত্যর্থঃ। সিনোতের্ব্বন্ধনার্থত্বাৎ সেতুরমৃতস্য প্রাপকঃ, সেতুরিব

সিদ্ধান্তঃ—ইত্যেবং পূর্ব্বপক্ষে সমুদ্ভাবিতে সিদ্ধান্তমাহ—ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—দ্যুভ্বাদীতি। যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চ অন্তরীক্ষম্" ইত্যত্র দ্যুভ্বাদীনাম্ আয়তনত্বেন শ্রূয়মানং পরব্রহ্মৈব, অত্র আকাশ-পৃথিব্যাদীনাম্ আয়তনম্ আধারং পরব্রহ্মৈব ভবিতুমর্হতি নান্যঃ, কুতঃ? স্বশব্দাৎ, "তমেবৈকং জানথ আত্মানম্" ইতি হি অবিশেষেণ শ্রূয়মাণম্ আত্মশব্দঃ পরমাত্মানমেব গময়তি, ন তু জীবাদীন্।

তস্মাৎ আকাশ—পৃথিব্যাদীনামাধারং পরব্রহ্ম এব। ব্রহ্ম এব—এব কারেণ প্রধানাদীনাং ব্যাবৃত্তিঃ। পরব্রহ্ম এব জীবানাং সংসারদুঃখমোচকত্বে প্রমাণমাহুঃ—তমিতি। তং সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্বেশ্বরং

প্রয়োগ দেখা যায়, কারণ—অরে মৈত্রেয়ি! পতির প্রীতির নিমিত্ত পতি প্রিয় হয় না, আত্মার প্রীতির নিমিত্তই পতি প্রিয় হয়" ইত্যাদি প্রমাণের দ্বারা আত্মাই পরম প্রিয় বস্তু, অতএব—প্রধানই দ্যুভ্বাদ্যায়তন, অন্য কেহ নহে।

অথবা দ্যুভ্বাদ্যায়তন জীবই হইবে, যে হেতু ভোক্তৃত্বরূপে ভোগ্য প্রপঞ্চের আয়তন বা আধার জীবই হয়, কারণ শ্রীগীতায়—সুখ ও দুঃখ ভোগের হেতু জীবকেই বলিয়াছেন এবং জীবের মধ্যে মন প্রাণাদি সকলে অবস্থান করে, অতএব সে আধার তথা আত্মাও হয়। সুতরাং দ্যুভ্বাদ্যায়তন জীবাত্মাই হইবে।

সিদ্ধান্ত—বাদিগণ কর্ত্তৃক এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ সমুদ্ভাবিত করিলে ভগবান্ বাদরায়ণ শ্রীসূত্রকার সিদ্ধান্ত করিরেছেন- দ্যুভ্বাদি ইত্যাদি। আকাশ পৃথিবী প্রভৃতির আধার পরব্রহ্ম কারণ—তাঁহাকে স্ব-শব্দের দ্বারা প্রতিপাদন করা হইয়াছে। অর্থাৎ—"যাহাতে দ্যৌ -পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ অবস্থান করে" এই স্থানে দ্যুভ্বাদি প্রভৃতির আয়তন রূপে যাঁহাকে শ্রবণ করা যায়, তিনি পরব্রহ্মই, আকাশ ও পৃথিবী প্রভৃতির আয়তন—আধার পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবই হইবেন, অন্য কেহ হইতে পারিবে না, কারণ 'স্ব' শব্দ প্রয়োগ করা হেতু। "সেই একমাত্র আত্মাকেই জান" ইত্যাদির দ্বারা অবিশেষে শ্রূয়মাণ আত্মশব্দ পরমাত্মা শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবকেই বোধ করায়, কিন্তু জীব আদিকে করায় না, সুতরাং আকাশ পৃথিবী ইত্যাদির আধার পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবই, অন্য কেহ নহে।

ভাষ্যে যে 'ব্রহ্মৈব' এই 'এব' কার প্রয়োগ করিয়াছেন তাহার দ্বারা আকাশাদির আধার রূপে প্রধানাদিকে ব্যাবৃত্ত করা হইল। এই আকাশাদির যিনি ধারক তিনি অমৃতের সেতু' ইত্যাদি শ্রীভগবানের বিশেষণে অসাধারণ শব্দ বিদ্যমান আছে।

সেতুরিতি বা। স যথা নদ্যাদিষু কূলস্যোপলম্ভকস্তথায়ং সংসারপারভূতস্য মোক্ষস্যেতি তথৈবায়ং শব্দঃ। শ্রুতিশ্চৈবমাহ (শ্বে° ৩।৮) "ত্বমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি" ইত্যাদ্যা ॥ ১ ॥

সংসারদুঃখমোচকং শ্রীগোবিন্দদেবং বিদিত্বা শ্রীগুরুমুখাৎ তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা অতিমৃত্যোঃ পারং গচ্ছতি জীবেতি শেষঃ। কিঞ্চ শ্বেতাশ্বতরাণামপি—৫।১৩ "অনাদ্যনন্তং কলিলস্য মধ্যে বিশ্বস্য স্রষ্টারমনেকরূপম্। বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ ॥ শ্রীগীতাসু—৮।১৫, "মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্। নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥ শ্রীদশমে—৫১।২০, "বরং বৃণীস্ব ভদ্রং তে ঋতে কৈবল্যমদ্য নঃ। এক এবেশ্বরস্তস্য ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয়ঃ ॥ শ্রীহরিবংশে, ভবিষ্যপর্ব্বণি—৮০।৩০, "মুক্তিং প্রার্থয়মানং

অনন্তর সেতু শব্দের অর্থ করিতেছেন—সিনোতে ইত্যাদি। "সিঞ্" ধাতুর অর্থ বন্ধন করা, উণাদি প্রকরণে "সিঞাদেস্তু" (শ্রীহ° না° ব্যা°—৫।৩৬৭) সূত্রের দ্বারা কর্ত্তৃবাচ্যে 'তু' প্রত্যয় হইলে সেতু' পদ সিদ্ধ হয়। সুতরাং সিঞ্ ধাতুর বন্ধন অর্থ হওয়ার কারণ তিনি সেতু, নদী প্রভৃতির পরপারে গমনের জন্য যেমন সেতুর প্রয়োজন, সেই প্রকার সংসার সাগর পার হইবার নিমিত্ত শ্রীভগবান্ সেতু স্বরূপ, সেতু অর্থাৎ অমৃতের প্রাপক।

অথবা সেতুর সদৃশ সেতু। যেমন নদী প্রভৃতির পরপার লাভের নিমিত্ত সেতুর প্রয়োজন, কিম্বা সেতু যেমন পরপারের প্রাপক, সেইরূপ সংসারের পরপারে অবস্থিত যে পরম মোক্ষপদ তাহার প্রাপক, অতএব সেতু শব্দের দ্বারা শ্রীভগবানকেই বুঝায়।

পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবই জীবগণের সংসার দুঃখ মোচনকর্ত্তা এই বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন ত্বমেব ইত্যাদি। তাঁহাকে জানিয়া জীবগণ অতিমৃত্যু লাভ করে' অর্থাৎ—সেই সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বেশ্বর, সংসার দুঃখমোচনকারী শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবকে জানিয়া, অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবের নিকটে তত্ত্বতঃ জ্ঞানলাভ করিয়া অতিমৃত্যু, জীব জন্মমরণরূপ মহা আবর্ত্তের পরপারে গমন করে।

এই বিষয়ে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে এই প্রকার বর্ণিত আছে—যিনি অনাদি, অনন্ত, কার্য্যের মধ্যে অবস্থিত, নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা, অনেক রূপধারী, সমগ্র বিশ্বব্যাপক তাঁহাকে জানিয়া জীব সকল প্রকার পাশ হইতে মুক্ত হয়। শ্রীভগবানের আরাধনার দ্বারা যে জীব জন্মমৃত্যু রহিত হয় তাহা শ্রীগীতাবাক্যে প্রতিপাদন করিতেছেন—শ্রীভগবান্ কহিলেন—হে অর্জ্জুন! পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত মহাত্মাগণ আমাকে লাভ করিয়া পুনরায় আর দুঃখের নিদান জন্মমৃত্যুরূপ সংসার প্রাপ্ত হয় না। শ্রীদশমে মুচুকুন্দ উপাখ্যানে বর্ণিত আছে—মুচুকুন্দ বলিলেন—হে ভগবন্! দেবতাগণ আমাকে বলিলেন—হে রাজন্! আপনার মঙ্গল হউক মুক্তি বিনা আমাদের নিকটে বর গ্রহণ করুন, কারণ একমাত্র অব্যয় সর্ব্বেশ্বর ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুই মুক্তি প্রদান করিতে সমর্থ হয়েন, অন্য দেবতাগণ মুক্তি দিতে পারেন না। শ্রীহরিবংশের ভবিষ্যপর্ব্বে নিরূপিত আছে—ঘণ্টাকর্ণ বলিলেন—আমি বার বার মুক্তি প্রার্থনা করিলে ত্রিলোচন শ্রীশঙ্কর

ইতোঽপীত্যাহ—

ওঁ ॥ মুক্তোপসৃপ্য ব্যপদেশাৎ ॥ ওঁ ॥ ১।৩।১২।

মাং পুনরাহ ত্রিলোচনঃ। মুক্তিপ্রদাতা সর্ব্বেষাং বিষ্ণুরেব ন সংশয়ঃ॥ শ্রীআদিত্যপুরাণে চ—"বহুনাত্র কিমুক্তেন যাবদ্ বিষ্ণুং ন গচ্ছতি। যোগী তাবৎ ন মুক্তঃ স্যাদেষ শাস্ত্রস্য নির্ণয়ঃ॥

ন চ প্রধান জ্ঞানেন কোঽপি মুক্তো ভবতি, ন চ—তস্য উপাসনা কুত্রাপি দৃশ্যতে। ন চ – জড়স্য প্রধানস্য জীবানুদ্ধর্তুং শক্তিরস্তি। ন চ জীব জ্ঞানেনাপি তথা। তস্মাৎ আকাশ-পৃথিব্যাদীনাং পরমাশ্রয়ং পরব্রহ্ম এব, ন বা প্রধানং ন বা জীবঃ॥ ১॥

অথ প্রকারান্তরেণাপি দ্যুভ্বাদ্যায়তনং পরব্রহ্ম এব ইতি প্রতিপাদয়ন্তি—ইতোঽপীতি। অস্মাৎ কারণাদপি সর্ব্বাধারঃ শ্রীগোবিন্দদেব এব। অথ সঙ্গতি মুখেন শ্রীভগবতঃ সর্ব্বাধারত্বং প্রতিপাদয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—মুক্তেতি। মুক্তঃ—শ্রীভগবদারাধনেন নিবৃত্ত ভগবদিতর বাসনঃ, তস্য উপসৃপ্যং প্রাপ্যং, ব্যপদেশাৎ কথনাৎ।

কহিলেন—হে দানব! সকল জীবের মুক্তি প্রদানকারী একমাত্র শ্রীবিষ্ণু. ইহাতে কোন প্রকার সংশয় নাই। আদিত্যপুরাণে বর্ণনা আছে—বহুপ্রকার কথা বলিবার কোন প্রয়োজন নাই, যোগিবৃন্দ যত দিন পর্য্যন্ত শ্রীবিষ্ণুর বৈকুণ্ঠধামে গমন না করে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহারা মুক্ত হয় না, ইহাই সকল শাস্ত্রের নির্ণয় বা সিদ্ধান্ত।

অদ্যাপি প্রধান জ্ঞানের দ্বারা কেহ মুক্ত হয় না এবং কোন শাস্ত্রে প্রধানের উপাসনাও দেখা যায় না, তথা জড় প্রধানের জীবগণকে উদ্ধার করিবার শক্তিও নাই এবং জীবজ্ঞানের দ্বারাও কাহারও মুক্তি হয় না, জীবের উপাসনাও শাস্ত্রে নিরূপিত নাই। অথবা জীব জীবগণকে উদ্ধার করিতেও পারিবে না। অতএব আকাশ পৃথিবী প্রভৃতির পরম আশ্রয় পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবই হয়েন। কিন্তু দ্যুভ্বাদ্যায়তন প্রধান বা জীব নহে॥ ১॥

অনন্তর প্রকারান্তরেও দ্যুভ্বাদ্যায়তন যে পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন ইহা হইতেও ইত্যাদি। এই কারণ হইতেও সর্ব্বাধার শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব। অতঃপর সঙ্গতি মুখে ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ শ্রীভগবানের সর্ব্বাধারত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন—মুক্ত ইত্যাদি। মুক্তগণের প্রাপ্য কথন হেতু দ্যুভ্বাদ্যায়তন পরব্রহ্ম. অর্থাৎ মুক্ত—শ্রীভগবানের আরাধনার দ্বারা যে সাধকের শ্রীভগবান্ ভিন্ন অন্য সকল বাসনা নিবৃত্ত হইয়াছে, সেই প্রকার সর্ব্ববিধ বাসনা পরিত্যাগী সাধকের উপসৃপ্য—প্রাপ্য শ্রীভগবান্, এই প্রকার শাস্ত্রে ব্যপদেশ নিরূপণ করা হেতু দ্যুভ্বাদ্যায়তন পরব্রহ্মই। মুক্তগণ কর্ত্তৃক প্রাপ্যত্বরূপে শ্রুতি সকলে শ্রীভগবানকে নিরূপণ করিয়াছেন।

"যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণম্" (মু: ৩।১।৩) ইত্যাদৌ "নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি" (মু: ৩।১।৩) ইতি মুক্ত প্রাপ্যত্বেনোক্তেশ্চ ব্রহ্মৈব তৎ ॥ ২ ॥

ওঁ ॥ নানুমানমতচ্ছব্দাৎ ॥ ওঁ ॥ ১।৩।১।৩।

মুক্তগণৈঃ প্রাপ্যত্বেন শ্রুতিষু নিরূপণাৎ। অথাত্র শ্রুতি প্রমাণমাহুঃ—যদেতি। পশ্যঃ—শ্রী-ভগবদারাধকঃ মুক্তপুরুষঃ, যদা যস্মিন্ কালে, রুক্মবর্ণং—পরম কমনীয়রূপং শ্রীভগবন্তং পশ্যতে সাক্ষাদনুভবং করোতি, তদা নিরঞ্জনঃ—প্রাকৃত দেহ সম্বন্ধ-লক্ষণোপাধিরহিতঃ সন্, পরমং সাম্যং সাধনাবির্ভাবিতগুণাষ্টকো ভবতি ইত্যর্থঃ।

ব্রহ্মৈব তদিতি—দ্যুভ্বাদ্যায়তনং, মুমুক্ষুপ্রাপ্যঞ্চ। এবমেবাহ—মুণ্ডকে—২।২।৯ "ভিদ্যন্তে হৃদয়-গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥ শ্বেতাশ্বতরে চ—৩।৮, "ত্বমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥ তস্মাৎ মুক্তোপসৃপ্যত্বাদ্ দ্যুভ্বাদ্যায়তনং পরব্রহ্ম শ্রীগো-বিন্দদেব এব॥ ২॥

অথ প্রকারান্তরেণ প্রধানং নিবার্য্য দ্যুভ্বাদ্যায়তনং পরব্রহ্ম এব প্রতিপাদয়তি—ভগবান্ শ্রীবাদ-রায়ণঃ—নানুমানমিতি। অন্তরীক্ষ—পৃথিব্যাদের্ধারকং নানুমানং—সাংখ্যপরিকল্পিতম্ অচেতনং প্রধানং ন

এই বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ নিরূপণ করিতেছেন—যদা ইত্যাদি। যে কালে জীব রুক্মবর্ণ পুরুষকে দর্শন করে, এই প্রারম্ভ করিয়া—সেই সাধক নিরঞ্জন হইয়া পরম সাম্য লাভ করে। অর্থাৎ পশ্য—শ্রী-ভগবদারাধক মুক্ত পুরুষ, যদা যে কালে রুক্মবর্ণ পরম কমনীয় স্বরূপ শ্রীভগবানকে সাক্ষাৎ অনুভব করে, সেই কালে নিরঞ্জন প্রাকৃত দেহ সম্বন্ধ লক্ষণ উপাধি রহিত হইয়া পরম সাম্য—সাধনাবির্ভাবিত গুণাষ্টক যুক্ত হয় ইহাই অর্থ।

এই প্রকার মুক্ত প্রাপ্যত্বরূপে নিরূপণ করা হেতু তাহা পরব্রহ্মই। তাহা পরব্রহ্মই অর্থাৎ শ্রী-ভগবানই দ্যুভ্বাদ্যায়তন এবং মুমুক্ষুগণের প্রাপ্য। এই বিষয়ে মুণ্ডক শ্রুতি বর্ণনা করিয়াছেন—সেই পরাৎ-পর শ্রীভগবানকে কোন সাধক দর্শন করিলে তাঁহার হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হয়, সকল সংশয় ছেদন হয় এবং কর্ম্ম সকল ক্ষয় হয়। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বর্ণিত আছে—তাঁহাকে জানিলেই অতিমৃত্যু হইতে পার হয়, আর অন্য কোন পন্থা নাই। অতএব মুক্তোপসৃপ্য হেতু দ্যুভ্বাদ্যায়তন পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবই হয়েন, জীব বা প্রধান নহে॥ ২॥

অনন্তর প্রকারান্তরের দ্বারা প্রধানকে নিবারণ করিয়া দ্যুভ্বাদ্যায়তন যে পরব্রহ্ম তাহা প্রতি-পাদন করিতেছেন ভগবান শ্রীবাদরায়ণ—নানুমান ইত্যাদি দ্বারা। দ্যুভ্বাদ্যায়তন অনুমান—প্রধান নহে, কারণ অতৎ শব্দ বিদ্যমান হেতু। প্রধানের বোধক শব্দকে তৎ শব্দ বলে, যে স্থলে প্রধান বোধক শব্দ

স্মার্ত্তং প্রধানমিহ ন গ্রাহ্যম কুতঃ ? অতচ্ছব্দাদচেতন প্রধানবাচক শব্দাভাবাৎ ॥ ৩ ॥

ওঁ ॥ *প্রাণভৃচ্চ* ॥ ওঁ ॥ ১।৩।১।৪।

নেত্যনুবর্ত্ততে হেতুশ্চ (১।৩।১।৩)। নাপ্যাত্মশব্দাৎ প্রাণভৃদ্ গ্রহণাশাত্র সম্ভবতি।

সম্ভবেৎ, কুতঃ—অতচ্ছব্দাৎ। প্রধানস্য বোধকস্তচ্ছব্দঃ, ন তচ্ছব্দোঽতচ্ছব্দঃ, তস্মাৎ প্রধান প্রতিপাদকঃ শব্দঃ অস্মিন্ প্রকরণে নাস্তীত্যর্থঃ। শব্দাভাবাদিতি। প্রত্যুত অচেতন—প্রধানবিরোধী শব্দোঽস্তীতি। তথাহি মুণ্ডকে—২।২।৭, "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্যৈষ মহিমা ভুবি। দিব্যে ব্রহ্মপুরে হ্যেষ ব্যোম্ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ॥" শ্রীভাগবতে চ—২।৫।১৩, "বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া। বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ॥" তস্মাৎ প্রকরণেঽস্মিন্ দ্যুভ্বাদ্যায়তনম্ অচেতনং প্রধানং ন প্রতিপত্তব্যম্॥ ৩॥

নন্ু তত্র মুণ্ডক বাক্যে প্রাণ শব্দ শ্রবণাৎ "প্রণৈশ্চ সর্বৈঃ" ইতি, অতঃ প্রাণান্ বিভর্ত্তীতি প্রাণভৃৎ,জীব ইতি শঙ্কাং নিরাকরোতি ভগবান্ শ্রীসূত্রকার—প্রাণেতি। প্রাণভৃৎ জীবঃ জীবাত্মা এব দ্যুভ্বাদ্যায়তনং ইতি ন, জীবাত্মা দ্যু-পৃথিব্যাদেরাধারঃ ভবিতুং নার্হতি, কুতঃ ? অতচ্ছব্দাদিতি ভাবঃ।

"নানুমানমতচ্ছব্দাৎ" (১।৩।১।৩) ইতি সূত্রতো 'ন' ইতি অনুবর্ত্তনীয়ম্, হেতুরিতি 'অতচ্ছব্দাৎ'

নাই তাহাকে অতৎ শব্দ বলে। সুতরাং প্রধান প্রতিপাদক শব্দ এই দ্যুভ্বাদ্যাদি প্রকরণে নাই ইহাই অর্থ। অচেতন প্রধান শব্দের সর্ব্বথা এই প্রকরণে অভাব হেতু শ্রীভগবানই দ্যুভ্বাদ্যায়তন।

শব্দের অভাব—অর্থাৎ দ্যুভ্বাদ্যাদি প্রকরণে প্রধান শব্দের উল্লেখ নাই, কিন্তু অচেতন প্রধান বিরোধী শব্দ ঐ স্থানে বর্ত্তমান রহিয়াছে। যেমন মুণ্ডক উপনিষদে—যিনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিৎ যাঁহার মহিমা পৃথিবীতে সর্ব্বদা বিদ্যমান আছে, এই পরমব্রহ্ম শ্রীভগবান দিব্য ব্রহ্মপুর নামক আকাশমণ্ডলে বিদ্যমান আছেন। শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে—যে মায়া শ্রীভগবানের ঈক্ষণ পথের গোচরে অবস্থান করিতে অত্যন্ত লজ্জিতা হয়, সেই মায়ার দ্বারা বিমোহিত হইয়া জীব দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ আমি আমার এই প্রকার অভিমান করে। অতএব মুণ্ডকোপনিষদের প্রকরণে দ্যুভ্বাদ্যায়তন অচেতন প্রধান নহে, কিন্তু পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব॥ ৩॥

যদি বলেন মুণ্ডকোপনিষদ বাক্যে প্রাণ শব্দ শ্রবণ করা যায় "সকল প্রাণের সহিত' এই প্রকার, অতএব যে প্রাণসকলকে ভরণ করে, সে প্রাণভৃৎ, অর্থাৎ জীব সুতরাং প্রাণভৃৎ জীবই দ্যুভ্বাদ্যায়তন। এই আশঙ্কা নিবারণের নিমিত্ত ভগবান্ সূত্রকার শ্রীবাদরায়ণ সূত্রের অবতারণা করিতেছেন—প্রাণ ইত্যাদি। প্রাণভৃৎ জীব দ্যুভ্বাদ্যায়তন নহে। অর্থাৎ প্রাণভৃৎ জীবাত্মাই দ্যুভ্বাদ্যায়তন হইতে পারে না, কারণ জীবাত্মার আকাশ পৃথিবী প্রভৃতি ধারণ করিবার যোগ্যতা নাই, যে হেতু তাহার প্রমাণের অভাব। 'ন' কার ও হেতুর অনুবর্ত্তন করিতে হইবে। অর্থাৎ পূর্ব্বসূত্র 'নানুমানতচ্ছব্দাৎ' হইতে 'ন' কার অনুবর্ত্তন

"অততি" ইতি ব্যুৎপত্তেঃ সর্ব্বব্যাপকে ব্রহ্মণ্যেব মুখ্যত্বাৎ, "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ" (মু° ১।১ ৯) ইত্যাদিরুপরিতনস্তু তত্রৈব বর্ত্ততে অতো জীববাচক শব্দাভাবাৎ, ন তস্যাপ্যত্র গ্রহণং যোগ্যমিতি ॥ ৪ ॥

ইত্যপি তস্মাদনুবর্ত্তনীয়ম্। আত্মা—ইতি অৎ—সাতত্যগমনে অততি সাতত্যেন গচ্ছতীতি 'মন্' প্রত্যয় নিষ্পন্নঃ। তথাহি প্রমেয়রত্নাবল্যাম্—১।১১, "বিজ্ঞান-সুখরূপত্বমাত্মশব্দেন বোধ্যতে। অনেন মুক্তগম্যত্বং ব্যুৎপত্তেরিতি তদ্‌বিদঃ ॥" কিঞ্চ—সর্ব্বজ্ঞত্ব-সর্ব্বকারণত্ব-সর্ব্বান্তর্য্যামিত্ব-সর্ব্বাধারত্বাদয়ো গুণাঃ শ্রীভগবত্যেব বর্ত্তন্তে নান্যত্র, ইত্যত আহুঃ—য ইতি। তস্মাদত্র মুণ্ডক বাক্যে জীববাচক—শব্দাভাবাৎ, তস্য চ সার্ব্বজ্ঞ্যা-দিগুণাভাবাৎ দ্যুভ্বাদ্যায়তনং পরব্রহ্মৈব ন তু তস্মাদন্য ইতি।

কিঞ্চ ভাবার্থদীপিকায়াং—১১।২।৪৫ "আততত্বাৎ প্রমাতৃত্বাদাত্মা হি পরমো হরিঃ" অতো ন দ্যুভ্বাদ্যায়তনং জীবঃ। "নানুমানমতচ্ছব্দাৎ, প্রাণভৃচ্চ" ইতি সূত্রদ্বয়ং শ্রীভাষ্যে "নানুমানমতচ্ছব্দাৎ প্রাণ-ভৃচ্চ" ইত্যেকমেব পঠন্তি ॥ ৪ ॥

করিতে হইবে এবং হেতু—"অতৎ শব্দাৎ" এই শব্দটিও অনুবর্ত্তন করিতে হইবে। সারার্থ এই প্রকার হইবে—দ্যুভ্বাদ্যায়তন প্রাণভৃৎ জীবাত্মাও নহে, কারণ ঐ প্রকরণে জীবের নাম গ্রহণ করা হয় নাই।

যদি বলেন—দ্যুভ্বাদ্যধিকরণের বিষয়বাক্যে আত্মা শব্দ বিদ্যমান আছে এবং এই আত্মা শব্দের দ্বারা জীবকেই গ্রহণ করা উচিত, তদুত্তরে বলিতেছেন—এইস্থলে প্রাণভৃৎ জীবগ্রহণের আশার সম্ভাবনাও নাই। এই আত্মা শব্দ 'অততি' এই ব্যুৎপত্তির দ্বারা সর্ব্বব্যাপক পরব্রহ্মেই মুখ্যরূপে প্রয়োগ হয়।

আত্মা—অর্থাৎ 'অৎ' ধাতুর অর্থ সতত গমন করা, অততি—সর্ব্বদা গমন করে, তাহার উত্তরে 'মন' প্রত্যয় করিয়া আত্মা শব্দ নিষ্পন্ন হয়। এই বিষয়ে প্রমেয়রত্নাবলীতে উল্লেখ আছে—আত্ম শব্দের দ্বারা বিজ্ঞানসুখস্বরূপ পরব্রহ্মকে বোধ করায়, এই শব্দের দ্বারা "মুক্তগণ কর্ত্তৃক যিনি গম্য প্রাপ্ত হয়েন" আত্মবিদ্‌গণ এই প্রকার ব্যুৎপত্তি প্রকাশ করিয়া তাহা সিদ্ধ করেন।

আরও—সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বকারণত্ব, সর্ব্বান্তর্য্যামিত্ব,সর্ব্বাধারত্বাদি গুণ সকল শ্রীভগবানেই বিদ্যমান আছেন অন্যত্র নাই। অতএব বলিতেছেন—য ইত্যাদি। যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ" ইত্যাদি উপরিতন বাক্যের দ্বারা আত্মা শব্দ মুখ্যরূপে শ্রীভগবানেই বিদ্যমান আছে, অতএব এই মুণ্ডক বাক্যে জীববাচক শব্দের অভাব হেতু এবং জীবে সার্ব্বজ্ঞ্যাদি গুণের নিতান্ত অভাব বশতঃ দ্যুভ্বাদ্যায়তন পরব্রহ্মই,কিন্তু অন্য কেহ নহে, সুতরাং এই স্থলে জীবকে গ্রহণ করা উচিত নহে।

এই বিষয়ে শ্রীশ্রীধর স্বামিপাদ ভাবার্থদীপিকায় বলিয়াছেন—আত্মা আততত্ব এবং প্রমাতৃত্ব হেতু শ্রীহরি পরমাত্মা, সুতরাং দ্যুভ্বাদ্যায়তন জীব নহে ॥ ৪ ॥

শ্রীভাষ্যে এই দুইটি সূত্রকে এক সঙ্গে পাঠ করেন।

ইতোঽপ্যত্র প্রাণভৃদ্‌গ্রহণং নেত্যাহ—

ওঁ ॥ ভেদব্যপদেশাচ্চ ॥ ওঁ ॥ ১।৩।১৫।

"তমেবৈকং জানথ" (মুং ২।২।৫) ইত্যাদিনা, তস্মাত্তস্য ভেদোক্তেশ্চ ॥ ৫ ॥

ওঁ ॥ প্রকরণাৎ ॥ ওঁ ॥ ১।৩।১৬।

অথ প্রকারান্তরেনাসঙ্গতিং প্রতিপাদয়ন্তি—ইত ইতি। অথ "অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ" ইত্যাদি শ্রুত্যা ভেদব্যপদেশাৎ—আরাধ্য-আরাধকাদি ভেদেন সমুল্লেখাৎ প্রাণাধারো জীবো ন দ্যুভ্বাদ্যায়তনম্। তমেবৈকমিতি—তং সর্ব্বাধারং সর্ব্বনিয়ামকং সর্ব্বজ্ঞং স্বশক্ত্যেকসহায়ং একমেবাদ্বয়ং শ্রীগোবিন্দ দেবং জানথ ইতি।

অত্র জ্ঞেয়াৎ জ্ঞাতৄণাং জীবানাং ভেদনির্দ্দেশাৎ নাত্র দ্যুভ্বাদ্যায়তনং জীবঃ। আদিপদাৎ—"ধ্যায়থ আত্মানং স্বস্তি বঃ পরায় তমসঃ পরস্তাৎ" মুং ২।২।৬ তস্মাৎ প্রাপ্য-প্রাপকঃ, জ্ঞেয়-জ্ঞাতা, আরাধ্য-আরাধকাদি ভেদ শ্রবণাৎ পৃথিব্যাদের্ধারকো ন জীবঃ কিন্তু পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবঃ ॥ ৫ ॥

অথ প্রকারান্তরেণাপি সর্ব্বাধারত্বং পরব্রহ্মণঃ সাধয়তি ভগবান্ শ্রীসূত্রকারঃ—প্রকরণাদিতি।

আকাশ ও পৃথিবীর আধার যে জীবাত্মা নহে তাহা প্রকারান্তরের দ্বারা অসঙ্গতি প্রতিপাদন করিতেছেন ইহার দ্বারাও দ্যুভ্বাদ্যায়তন শব্দে প্রাণভৃৎ জীব গ্রহণ করা অসঙ্গত হইবে।

কি প্রকারে অসঙ্গত হইবে তাহা ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ প্রদর্শিত করিতেছেন—ভেদ ইত্যাদি। ভেদব্যপদেশ হেতু জীব দ্যুভ্বাদ্যায়তন নহে। অর্থাৎ—একজন মায়া কর্ত্তৃক বিমোহিত হইয়া শোক করে" ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণের দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের ভেদ নিরূপণ করা হেতু, অর্থাৎ আরাধ্য-আরাধক, বৃহৎ অণু, সর্ব্বজ্ঞ অল্পজ্ঞ ইত্যাদি ভেদ উল্লেখ থাকা হেতু প্রাণাধার জীব আকাশ এবং পৃথিবীর আধার নহে। জীব এবং পরব্রহ্মের যে ভেদ তাহা শ্রুতি প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ করিতেছেন—"একমাত্র তাঁহাকেই জান" ইত্যাদি।

অর্থাৎ সেই সর্ব্বাধার, সর্ব্বনিয়ামক, সর্ব্বজ্ঞ, স্বশক্ত্যেক সহায়, একমাত্র, দ্বিতীয় শূন্য শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবকে জান। এই স্থলে জ্ঞেয় পরব্রহ্ম হইতে জ্ঞাতা জীবগণের ভেদ নির্দ্দেশ হেতু, কোন প্রকারেই জীব দ্যুভ্বাদ্যায়তন হইতে পারে না।

আদি পদের দ্বারা মুণ্ডক বাক্য গ্রহণ করিতে হইবে—যেমন—আত্মাকে ধ্যান কর, তোমাদের মঙ্গল হউক, ঘোর অন্ধকারের পরপারে গমন করিবার নিমিত্ত ধ্যান কর। অতএব প্রাপ্য-প্রাপক, জ্ঞেয়-জ্ঞাতা, আরাধ্য আরাধক ইত্যাদি ভেদ শ্রবণ হেতু পৃথিবী প্রভৃতির ধারক জীব নহে, কিন্তু পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব ॥ ৫ ॥

"কস্মিন্ নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি" (মু° ১।১।৩) ইতি ব্রহ্মণঃ প্রকৃতত্বাচ্চ তথা ॥ ৬ ॥

ওঁ ॥ স্থিত্যদনাভ্যাঞ্চ ॥ ওঁ ॥ ১।৩।১।৭।

দ্যুভ্বাদ্যায়তনং প্রকৃত্য "দ্বা সুপর্ণা সজুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।

মুণ্ডকোপনিষদঃ প্রকরণাদপি দ্যুভ্বাদ্যায়তনং শ্রীভগবানেব, ন তু জীবঃ। কস্মিন্ —ইতি,"শৌনকো হ বৈ মহাশালোহঙ্গিরসং বিধিবদুপসন্নঃ পপ্রচ্ছ, কস্মিন্ নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি" মু° ১।১।৩, ইতি সর্ব্ববিজ্ঞানাকরং পৃষ্টে সতি, অঙ্গিরসস্তু প্রাকৃতেন্দ্রিয়াগ্রাহ্যং, প্রাকৃত কর-চরণাদি রহিতঃ সর্ব্ব-গতং সর্ব্বব্যাপকং সর্ব্বাধারং সর্ব্বস্রষ্টারং সর্ব্বজ্ঞং ব্রহ্ম উপদিদেশ, ন তু জীবঃ, ন বা প্রধানম্। তস্মাৎ প্রকরণমিদং পরব্রহ্মণঃ, নতু জীবস্য, ন বা প্রধানস্য ॥ ৬ ॥

অথ সঙ্গতিমুখেন সর্ব্বাধারত্বং পরব্রহ্মণঃ প্রতিপাদয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—স্থিতীতি। স্থিত্য-দনাভ্যাম্" ইতি পঞ্চমীদ্বিবচনম্। স্থিতিত্বাৎ, অদনাৎ চ সর্ব্বাধারং জীবো ন।

অথ মুণ্ডকোপনিষদ্ বক্তা মহর্ষিঃ অঙ্গিরা দ্যুভ্বাদ্যায়তনং প্রকৃত্য এবং পঠতি 'দ্বা' ইতি। দ্বা

পুনরায় প্রকারান্তরে পরব্রহ্মের সর্ব্বাধারত্ব ভগবান্ শ্রীসূত্রকার সাধন করিতেছেন—প্রকরণ ইত্যাদি। প্রকরণের দ্বারাও অর্থাৎ মুণ্ডকোপনিষদের প্রকরণ হইতেও জানা যায় যে দ্যুভ্বাদ্যায়তন শ্রী-ভগবানই, জীব নহে।

মুণ্ডকোপনিষদের প্রকরণ এই প্রকার—হে ভগবন্! কাহাকে জানিলে এই সকল বস্তুকে বিশেষ ভাবে জানা যায়" ইত্যাদির দ্বারা পরব্রহ্মেরই প্রকৃত বা বিষয় বর্ণন করা হেতু শ্রীভগবানই দ্যুভ্বা-দ্যায়তন। অর্থাৎ—শৌনক নামে ব্রাহ্মণকুমার, মহাগৃহস্থ মহর্ষি অঙ্গিরসের নিকটে বিধিপূর্ব্বক উপসন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—হে ভগবন্! কাহাকে জানিলে এই সকল বস্তুর বিশেষ ভাবে জ্ঞান হয়? এই প্রকার সকল পদার্থের জ্ঞানকারী বস্তুকে জিজ্ঞাসা করিলে, মহর্ষি অঙ্গিরা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাঁহাকে গ্রহণ করা যায় না, যিনি প্রাকৃত কর-চরণাদি রহিত, সর্ব্বগত, সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বাধার সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা, সর্ব্বজ্ঞ, পরব্রহ্মের উপদেশ প্রদান করিলেন, কিন্তু জীব অথবা প্রধানকে উপদেশ করেন নাই। সুতরাং এই প্রকরণটি পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবেরই· জীব বা প্রধানের নহে ॥ ৬ ॥

অনন্তর সঙ্গতিমুখে পরব্রহ্মের সর্ব্বাধারত্ব ভগবান শ্রীবাদরায়ণ প্রতিপাদন করিতেছেন—স্থিতি ইত্যাদি। স্থিতি এবং অদনের দ্বারাও পরব্রহ্মই দ্যুভ্বাদ্যায়তন। অর্থাৎ "স্থিত্যদনাভ্যাম্" এই শব্দটি পঞ্চমী বিভক্তির দ্বিবচন, স্থিতি—অবস্থান হইতে এবং অদন—ভোজন হইতেও পরব্রহ্ম তথা জীবের ভেদ নিরূপণ করার জন্য সর্ব্বাধার জীব হইতে পারে না।

তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি অনশ্নন্নন্যোঽভি চাকশীতি ॥ (মু° ৩।১।১, শ্বে° ৪।৬) ইতি পঠ্যতে। তয়োর্দীপ্যমানস্যাব্রহ্মত্বং তদা স্যাৎ যদি দ্যুভ্বাদ্যায়তনস্য পূর্ব্বং ন তৎ প্রতিপাদয়েৎ। ইতরথাকস্মিকী তদুক্তিরশ্লিষ্টা স্যাৎ। জীবোক্তিস্তু ন তথা লোক প্রসিদ্ধস্য তস্যাত্রানুবাদমাত্রত্বাৎ। তস্মাদ্ ব্রহ্মৈব তদিতি ॥ ৭ ॥

সুপর্ণা' ইতি ছান্দসম্ দ্বৌ সুপর্ণৌ পক্ষিণৌ, সজুজৌ—সহযোগবন্তৌ সখায়ৌ–মিত্রে ভবতঃ। তৌ সমানমেকং দেহলক্ষণং বৃক্ষং,পরিষস্ব পরিস্বজ্য তিষ্ঠতঃ। তয়োঃ পক্ষিনোরন্যঃ একঃ সুপর্ণো জীবঃ পিপ্পলং দেহনিষ্পন্নকর্ম্মফলং স্বাদু মধুরং "ইদমেব জীবানাং পরমাস্বাদ্যং" ইতি মত্বা অত্তি ভক্ষয়তি। অন্যঃ সুপর্ণঃ সর্ব্বাধারঃ সর্ব্বজ্ঞঃ পরমাত্মা তু তৎ কর্ম্মফলং অনশ্নন্—অভক্ষয়ন্, অভিচাকশীতি—দেদীপ্যতে।

এবমেব শ্বেতাশ্বতরেঽপি দৃশ্যতে। তদুক্তিরিতি ব্রহ্ম প্রতিপাদিকোক্তিঃ, অশ্লিষ্টা অসঙ্গতা, তথা চ যদি দ্যুভ্বাদ্যায়তনং জীবঃ স্যাৎ তদা শ্রুতিবাক্যমসঙ্গতং স্যাৎ, কিন্তু শ্রীভগবতঃ তথাত্বে সর্ব্বমেব সঙ্গতমিতি।

সূত্রস্থ 'চ' শব্দাৎ—শ্বে°—১।৬, "পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি। পুনঃ—শ্বে°—৪।৭, "সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ। জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য

অতএব মুণ্ডকোপনিষদের বক্তা মহর্ষি অঙ্গিরা দ্যুভ্বাদ্যায়তন বর্ণনা করিতে প্রারম্ভ করিয়া এই প্রকার বলিয়াছেন—'দ্বা' ইত্যাদি। দ্বা সুপর্ণা' এ'টি বৈদিক প্রয়োগ। দুইটি সুপর্ণ পক্ষী, সহযোগ যুক্ত সখা হয় এবং তাহারা সমান ধর্ম্ম একটি দেহ লক্ষণ বৃক্ষকে পরিস্বজ্য—অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিতেছে। ঐ উভয় পক্ষীর মধ্যে অন্য একটি পক্ষী অর্থাৎ জীবাত্মা পিপ্পল—দেহ নিষ্পাদিত কর্ম্মফল সকল স্বাদু-মধুর "এই শুভাশুভ কর্ম্মফল ভোগেই জীবগণের পরম আস্বাদনের বস্তু" এই রূপ মনে করিয়া ভক্ষণ করে, তথা ঐ বৃক্ষাশ্রয়ী অন্য একটি সুপর্ণ-পক্ষী, অর্থাৎ সর্ব্বাধার, সর্ব্বজ্ঞ, পরমাত্মা কিন্তু দেহ দ্বারা নিষ্পাদিত কর্ম্ম অনশ্নন্ ভক্ষণ না করিয়া পরম শোভাসম্পন্ন হইয়া বিরাজ করেন। এই স্থানে বিবেচ্য এই যে—এই উভয় পক্ষীর মধ্যে যে দীপ্যমান পক্ষী আছে তাহার ব্রহ্মত্ব সিদ্ধ হয় না, যদি দ্যুভ্বাদ্যায়তনের পূর্ব্বে প্রতিপাদন করিতেন না, সুতরাং প্রকাশমানের ব্রহ্মত্ব সিদ্ধ হওয়ায় তিনিই দ্যুভ্বাদ্যায়তন।

যদি আকাশাদির আধার পরব্রহ্ম না হয়েন, তাহা হইলে অকস্মাৎ এই প্রকার সর্ব্বাধার নিরূপণ করা বাক্য অশ্লিষ্ট হইবে, অর্থাৎ পরব্রহ্ম প্রতিপাদক বাক্যগুলি অসঙ্গত হইবে, যদি দ্যুভ্বাদ্যায়তন জীবকে স্বীকার করা যায় তাহা হইলে শ্রুতিবাক্য অসঙ্গত হয়, কিন্তু শ্রীভগবানকে দ্যুভ্বাদ্যায়তন স্বীকার করিলে সকল বাক্যের সঙ্গতি হয়।

যদি বলেন—তাহা হইলে এই স্থলে জীব নিরূপণের কারণ কি? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে—কর্ম্মফল ভোগকর্ত্তা জীব দ্যুভ্বাদ্যায়তন নহে, কিন্তু চেতনরূপে এবং পরসহচর রূপে প্রসিদ্ধ হেতু এই

২ ।। ভূমাধিকরণম্ ।।

মহিমানমিতি বীত শোকঃ॥ শ্রীভাগবতে চ—১১।১১।৬. "সুপর্ণাবেতৌ সদৃশৌ সখায়ৌ যদৃচ্ছয়ৈতৌ কৃত-নীড়ৌ চ বৃক্ষে। একস্তয়োঃ খাদতি পিপ্পলান্নমন্যো নিরন্নোঽপি বলেন ভূয়ান্॥ তস্মাদ্ দ্যুভ্বাদ্যায়তনং পরং ব্রহ্মৈবেতি।

দ্যুভ্বাদ্যায়তনং বিষ্ণু র্ন প্রধানং ন জীবকঃ। মুণ্ডকোপনিষদ্বাক্যে নির্ণিতং ঋষিণা খলু॥ ৭॥

॥ ইতি দ্যুভ্বাদ্যধিকরণং প্রথমম্॥ ১ ॥

২ ॥ ভূমাধিকরণম্—

পূর্ব্বাধিকরণে সর্ব্বাধার অমৃতত্বাদিলিঙ্গেন আত্মশব্দস্য শ্রীবিষ্ণুপরত্বং যথা সুঘটং তথা অত্র ভূমাধিকরণে ন সম্ভবেৎ ভূমশব্দস্য জীব প্রতিপাদকত্বাৎ' ইতি প্রত্যুদাহরণ সঙ্গতিঃ। অথবা—দ্যুভ্বাদ্যধি-

---

প্রকরণে তাহার অনুবাদ পুনঃ কথনমাত্র করা হইয়াছে। অতএব আকাশ ও পৃথিবী প্রভৃতির আশ্রয় পরব্রহ্ম, জীব অথবা প্রধান নহে।

সূত্রে যে 'চ' শব্দ আছে তাহার দ্বারা অন্যান্য শ্রুতি স্মৃতি প্রমাণ সকলও গ্রহণ করিতে হইবে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বর্ণিত আছে—জীবাত্মাকে এবং প্রেরণকর্ত্তা শ্রীভগবানকে পৃথক্ মনে করিয়া আরাধনা করিলেই অমৃতত্ব লাভ করা যায়। পুনঃ শ্বেতাশ্বতরে নিরূপণ করিয়াছেন—সমানধর্ম্মযুক্ত একটি বৃক্ষে দুইটি পক্ষী জীবাত্মা ও পরমাত্মা নিবাস করেন, তন্মধ্যে জীবাত্মা মায়া কর্ত্তৃক বিমোহিত হইয়া শোক করে, যখন জীব অন্য ঈশ্বরকে সেবা করিয়া প্রসন্ন করতঃ অবলোকন করে, তখন শ্রীভগবানের মহিমা লাভ করিয়া শোক রহিত হয়। শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে—এই দুইটি সুপর্ণ সমান চেতন ধর্ম্মযুক্ত সখ্য ভাবাপন্ন যদৃচ্ছা ক্রমে একটি বৃক্ষে নীড় করিয়া অবস্থান করিতেছে, তন্মধ্যে একটি পক্ষী জীবাত্মা কর্ম্মফলরূপ পিপ্পলান্ন ভোজন করে, অন্য পক্ষী পরমাত্মা কোন প্রকার কর্ম্মফল ভোজন না করিয়াই অতিশয় বলবান হইয়া বিদ্যমান থাকেন।

সুতরাং এই জীব ও ব্রহ্মের ভেদ নির্দ্দেশ হেতু আকাশ পৃথিবী পর্য্যন্ত সর্ব্বাধার পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবই হয়েন, প্রধান অথবা জীব নহে।

সর্ব্বব্যাপক শ্রীবিষ্ণুই দ্যুভ্বাদ্যাধার, প্রধানও নহে এবং জীবও নহে, ইহা ঋষি অঙ্গিরা কর্ত্তৃক মুণ্ডক উপনিষদ্ বাক্যে নির্ণয় করা হইয়াছে॥ ৭॥

এই প্রকার প্রথম দ্যুভ্বাদ্যধিকরণ সমাপ্ত হইল॥ ১॥

২ ॥ ভূমাধিকরণ—

অনন্তর ভূমাধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন। পূর্ব্বে দ্যুভ্বাদ্যধিকরণে সর্ব্বাধার-অমৃতত্বাদি লিঙ্গের

ছান্দোগ্যে শ্রীনারদেন পৃষ্টং শ্রীসনৎকুমারস্তং প্রতি নামাদীনুপদিশ্যাহ - "ভূমাত্বেব

করণে পরব্রহ্মণঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য পৃথিব্যাদি সর্ব্বাধারত্বং, তদ্‌বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানং চ প্রতিপাদিতম্, অত্র চ সর্ব্ববিজ্ঞানাধারং কীদৃশমিত্যপেক্ষায়াং ভূমাধিকরণারম্ভ ইত্যধিকরণসঙ্গতিঃ।

বিষয়ঃ—অথ ভূমাধিকরণস্য বিষয়বাক্যমবতারয়ন্তি—ছান্দোগ্য ইতি। ছান্দোগ্যোপনিষদঃ সপ্তমাধ্যায়স্য প্রথমখণ্ডাদারভ্য সমাপ্তিং যাবৎ শ্রীনারদ-সনৎকুমার সংবাদ বর্ণনমস্তি।

অথৈকদা দেবর্ষি নারদঃ শ্রীভগবদবতার সনৎকুমারান্তিকং গত্বা বিনম্রো ভূত্বা চ ইদং যাচিতবাম্—"অধীহি ভগবঃ" শ্রীসনৎকুমারঃ শ্রীনারদমুবাচ—যজ্জানাসি তদ্ বদ "ততস্ত ঊর্দ্ধং বক্ষ্যামীতি" ততঃ সেতিহাস-পুরাণ-বেদাদি সর্ব্ববিদ্যাধ্যয়নং কৃতমিতি নারদেনোক্তম্। "সোঽহং ভগবো মন্ত্রবিদেবাস্মি নাত্মবিৎ" সোঽহং ভগবঃ শোচামি, তং মাং ভগবান্ শোকস্যপারং তারয়তু" ইতি এবমুক্তে সতি "যদ্বৈ কিঞ্চৈতদধ্যগীষ্ঠা নামৈবৈতৎ" ইতি কথিতম্। শ্রীনারদঃ—অস্তি ভগবো নাম্নো ভূয় ইতি ?

দ্বারা আত্মা শব্দের শ্রীবিষ্ণুপরত্ব নিরূপণ করিতে যেমন সুঘট অর্থাৎ সহজ সাধ্য হয়, সেই প্রকার এই ভূমাধিকরণে সম্ভব হইবে না. কারণ ভূমা শব্দের দ্বারা জীবই প্রতিপাদন করা হইয়াছে, এই প্রকার প্রত্যুদাহরণ সঙ্গতি প্রদর্শিত হইল।

অথবা দ্যুভ্বাদ্যধিকরণে পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের পৃথিবী আকাশ প্রভৃতি সর্ব্বাধারকত্ব এবং তাঁহার বিজ্ঞানের দ্বারা সকল বস্তুর বিশেষ জ্ঞান হয় এই প্রকার প্রতিপাদন করিয়াছেন, এই স্থলে সেই সর্ব্ববিজ্ঞানাধার শ্রীভগবান কি প্রকার ? এই জিজ্ঞাসার নিবৃত্তির জন্য ভূমাধিকরণ আরম্ভ করিতেছেন, ইহাই অধিকরণসঙ্গতি।

বিষয়—অতঃপর ভূমাধিকরণের বিষয়বাক্যের অবতারণা করিতেছেন—ছান্দোগ্য ইত্যাদি। ছান্দোগ্য উপনিষদের সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম খণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া সমাপ্ত পর্য্যন্ত শ্রীনারদ এবং শ্রীসনৎকুমারের সংবাদ বর্ণন আছে।

উক্ত প্রসঙ্গ এই প্রকার—একদা দেবর্ষি নারদ ভগবদবতার শ্রীসনৎকুমারের নিকটে গমন করিয়া বিনম্র হইয়া এই প্রকার যাচনা করিলেন—হে ভগবন্ ! আমাকে উপদেশ করুন। এই প্রকার শ্রবণ করিয়া শ্রীসনৎকুমার দেবর্ষি নারদকে কহিলেন—হে নারদ ! আপনি যাহা জানেন তাহা বর্ণন করুন, তদনন্তর আপনি যাহা জানেন না তাহা বলিব। তাহার পর শ্রীনারদ বলিলেন—আমি ইতিহাস, পুরাণ, বেদাদি সকল বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছি, সুতরাং আমার মন্ত্র বিষয়ে জ্ঞান বর্ত্তমান আছে, কিন্তু আত্মবিৎ নহি, অর্থাৎ আমার আত্মা বিষয়ে কোন জ্ঞান নাই, অতএব হে ভগবন্॥ আমি শোক করিতেছি, আমাকে শোক সাগরের পরপারে গমন করান, অর্থাৎ শোকরহিত করুন।

দেবর্ষি নারদ এই প্রকার বলিলে—শ্রীসনৎকুমার কহিলেন—হে দেবর্ষে ! আপনি যাহা

বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি, ভূমানং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি" ছা॰ ৭।২৩।১) "যত্র নান্যৎ পশ্যতি

শ্রীসনৎকুমারঃ—বাগ্‌, বাব নাম্নো ভূয়সী ইতি। শ্রীনারদঃ—অস্তি ভগবো বাচো ভূয় ইতি, তন্মে ভগবান্ ব্রবীতু ইতি? "মনো বাব বাচো ভূয় ইতি· মনো হি ব্রহ্ম মন উপাস্ব ইতি। শ্রীনারদঃ—অস্তি ভগবো মনসো ভূয়ঃ, তন্মে ভগবান্ ব্রবীতু ইতি? শ্রীকুমারঃ—সঙ্কল্পো বাব মনসো ভূয়ান্" শ্রী-নারদঃ—অস্তি ভগবঃ সঙ্কল্পাদ্ ভূয় ইতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীতু ইতি। শ্রীকুমারঃ—চিত্তং বাব সঙ্কল্পাদ্ ভূয়ঃ"
শ্রীনারদঃ—অস্তি ভগবশ্চিত্তাদ্ ভূয়ঃ? শ্রীকুমারঃ—ধ্যানং বাব চিত্তান্ ভূয়ঃ, ধ্যানমুপাস্ব ইতি।
শ্রীনারদঃ—অস্তি ভগবো ধ্যানাদ্ ভূয়ঃ? শ্রীকুমারঃ—বিজ্ঞানং বাব ধ্যানাদ্ ভূয় ইতি,
শ্রীনারদঃ—অস্তি ভগবো বিজ্ঞানান্ ভূয়ঃ? তন্মে ভগবান্ ব্রবীতু ইতি। শ্রীকুমারঃ—বলং বাব বিজ্ঞানাদ্ভূয়ঃ
শ্রীনারদঃ—অস্তি ভগবো বলাদ্ ভূয়ঃ? শ্রীকুমারঃ—অন্নং বাব বলাদ্ ভূয়ঃ।
শ্রীনারদঃ—অস্তি ভগবোঽন্নাদ্ ভূয় ইতি? শ্রীকুমারঃ—আপো বাব অন্নাদ্ ভূয় ইতি।
শ্রীনারদঃ—অস্তি ভগবোঽদ্ভ্যো ভূয় ইতি? শ্রীকুমারঃ—তেজো বাব অদ্ভ্যো ভূয়ঃ।
শ্রীনারদঃ—অস্তি ভগবস্তেজসো ভূয় ইতি? শ্রীকুমারঃ—আকাশো বাব তেজসো ভূয়ান্।

অধ্যয়ন করিয়াছেন তাহা 'নাম' বলিয়া কথিত হয়। শ্রীনারদ জিজ্ঞাসা করিলেন—হে ভগবন্! এই নাম হইতে শ্রেষ্ঠ বস্তু আছে কি? শ্রীসনৎকুমার বলিলেন বাক্য নাম হইতে শ্রেষ্ঠ হয়।

শ্রীনারদ—হে ভগবন্! এই বাক্য হইতে যদি কোন শ্রেষ্ঠ বস্তু থাকে তাহা আমাকে বলুন?
শ্রীসনৎকুমার—মন বাক্য হইতে শ্রেষ্ঠ বস্তু, মনই ব্রহ্ম, মনকেই উপাসনা করুন।
শ্রীনারদ—হে ভগবন্! এই মন হইতে কোন শ্রেষ্ঠ বস্তু যদি থাকে আমাকে বলুন?
শ্রীসনৎকুমার—হে নারদ! সঙ্কল্প এই মন হইতে শ্রেষ্ঠ বস্তু তাহার উপাসনা করুন।
শ্রীনারদ—হে ভগবন্! এই সঙ্কল্প হইতে শ্রেষ্ঠ বস্তু আছে কি? আমাকে বলুন?
শ্রীসনৎকুমার—চিত্ত সঙ্কল্প হইতে শ্রেষ্ঠ বস্তু। শ্রীনারদ—চিত্ত হইতে শ্রেষ্ঠ বস্তু আছে কি?
শ্রীসনৎকুমার—ধ্যান চিত্ত হইতে শ্রেষ্ঠ বস্তু, ধ্যানের উপাসনা করুন।
শ্রীনারদ—হে ভগবন্! ধ্যান হইতে শ্রেষ্ঠ কে? শ্রীসনৎকুমার—বিজ্ঞান ধ্যান হইতে শ্রেষ্ঠ বস্তু।
শ্রীনারদ—হে ভগবন্! এই বিজ্ঞান হইতে যদি কোন শ্রেষ্ঠ বস্তু থাকে তাহা আমাকে বলুন?
শ্রীসনৎকুমার—বল বিজ্ঞান হইতে শ্রেষ্ঠ বস্তু।
শ্রীনারদ—বল হইতে শ্রেষ্ঠ কে? শ্রীসনৎকুমার—বল হইতে অন্ন শ্রেষ্ঠ।
শ্রীনারদ—হে ভগবন্! অন্ন হইতে কে শ্রেষ্ঠ? শ্রীসনৎকুমার—জল অন্ন হইতে শ্রেষ্ঠ বস্তু।
শ্রীনারদ—কে জল হইতে শ্রেষ্ঠ? শ্রীসনৎকুমার—জল হইতে তেজঃ শ্রেষ্ঠ বস্তু।
শ্রীনারদ—হে ভগবন্! তেজঃ হইতে শ্রেষ্ঠ কে? শ্রীসনৎকুমার—তেজঃ হইতে শ্রেষ্ঠ আকাশ।

নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্ বিজানাতি স ভূমা অথ যত্রান্যৎ পশ্যত্যন্যচ্ছৃণোত্যন্যদ্বিজানাতি তদল্পম্" (ছা০ ৭।২৪।১) ইতি।

শ্রীনারদঃ—অস্তি ভগব আকাশাদ্ ভূয়ঃ ? শ্রীকুমারঃ—স্মরো বাব আকাশাদ্ ভূয়ঃ।
শ্রীনারদঃ—অস্তি ভগবঃ স্মরাদ্ ভূয় ইতি ? শ্রীকুমারঃ—আশা বাব স্মরাদ্ ভূয়ঃ।
শ্রীনারদঃ—অস্তি ভগব আশায়া ভূয় ইতি ? শ্রীকুমারঃ—প্রাণো বা আশায়া ভূয়ান্।

অথ প্রাণবিদোঽতিবাদিত্বং কথয়তি—"স বা এষ এবং পশ্যন্ এবং মন্বান্ এবং বিজানন্নতিবাদী ভবতি" অথ শ্রীনারদঃ সর্ব্বাতিশয়ং সর্ব্বাত্মানং প্রাণং শ্রুত্বা নাতঃ পরম্—"অস্তি ভগবঃ প্রাণাৎ ভূয়ঃ" ইতি জিজ্ঞাসয়ামাস। কিন্তু পরম করুণ শ্রীগুরুদেবঃ পরমার্থ বস্তু উপদিদিক্ষুঃ স্বয়মেব তং সুযোগ্যতমং শিষ্যং দৃষ্ট্বা কথয়তি—"এষ তু বা অতিবদতি যঃ সত্যেনাতিবদতি" ইতি।

তৎ সত্যস্বরূপং জ্ঞানার্থং বিজ্ঞানং—তদ বিষয়িনী বুদ্ধিঃ, মননম্, শ্রদ্ধা, নিষ্ঠাদেরাবশ্যকত্বাত্তদবশ্যমেব প্রয়োজনমিতি তদুক্ত্বা "যদা বৈ সুখং লভতেঽথ করোতি" করোতীতি শ্রীভগবচ্চরণে মনস একাগ্রতা করোতি তদা সুখং লভতে। তস্য সুখস্য কিং স্বরূপমিত্যপেক্ষায়ামাহ—"যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে

শ্রীনারদ—হে ভগবন্ ! এই আকাশ হইতে শ্রেষ্ঠ কে ? শ্রীসনৎকুমার—স্মর আকাশ হইতে শ্রেষ্ঠ।
শ্রীনারদ—স্মর হইতে শ্রেষ্ঠ কে ? শ্রীসনৎকুমার স্মর হইতে আশা শ্রেষ্ঠ বস্তু।
শ্রীনারদ—হে ভগবন্ ! কে আশা হইতে শ্রেষ্ঠ ? শ্রীসনৎকুমার প্রাণই আশা হইতে শ্রেষ্ঠ।

শ্রীসনৎকুমার প্রাণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিপাদন করতঃ যিনি প্রাণকে জানেন তাঁহার অতিবাদিত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন—সেই প্রাণবিৎ এই প্রকার অবলোকন করিয়া, এই প্রকার মানিয়া, এইরূপে জানিয়া অতিবাদী হয়েন। এইরূপে শ্রীনারদ সর্ব্বাতিশয় সুখস্বরূপ, সকলের আত্মা প্রাণের মহিমা শ্রবণ করিয়া আর তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ আছে কিনা মনে বিচার করিয়া পুনঃ—"হে ভগবন্ ! এই প্রাণ হইতে কেহ শ্রেষ্ঠ আছে কি ? এই ভাবে জিজ্ঞাসা করেন নাই। কিন্তু পরম করুণাময় শ্রীগুরুদেব পরমার্থ বস্তু উপদেশ করিবার ইচ্ছা করিয়া স্বয়ং শ্রীনারদকে সুযোগ্যতম শিষ্য দেখিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন—সেই যথার্থ অতিবাদী, যে সত্যস্বরূপকে জানে।

সেই সত্যস্বরূপকে জানিবার নিমিত্ত বিজ্ঞান, সত্য বিষয়িনী বুদ্ধি, মনন, শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা ইত্যাদির অবশ্য প্রয়োজন আছে, সুতরাং ঐ সকল বস্তু নিরূপণ করিয়া "সাধক যখন নিষ্ঠা করে তখন সুখ লাভ করে," অর্থাৎ যে কালে শ্রীভগবানের চরণে মনের একাগ্রতা সম্পাদন করে তখন পরম সুখ লাভ করে। শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদ এই প্রকরণে বিষয়বাক্যরূপে অবতারণা করিতেছে—ছান্দোগ্যোপনিষদে শ্রীনারদ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া শ্রীসনৎকুমার তাঁহাকে "নাম" প্রভৃতি বর্ণনা করিয়া সুখের বিষয়ে বলিলেন। সেই সুখের স্বরূপ কি প্রকার তাহার জন্য বলিতেছেন যিনি ভূমা তিনি সুখ স্বরূপ, অল্পে সুখ নাই,

ইহ ভূমশব্দেন বহুত্বসংখ্যা নাভিধীয়তে, কিন্তু বৈপুল্যরূপা ব্যাপ্তিরেব। "যত্রান্যৎ পশ্যতি তদল্পম্" (ছা॰ ৭।২৪।১) ইত্যল্পত্বপ্রতিদ্বন্দ্বিকত্বোক্তেঃ। অল্পশব্দনিগদিত ধর্ম্মিপ্রতিদ্বন্দ্বি

সুখমস্তি ভূমৈব সুখম্" ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি, য ইতি—ভূমা সর্ব্বব্যাপকঃ, সর্ব্বাধারঃ, সর্ব্বান্তর্য্যামী, স এব সুখস্বরূপমিত্যর্থঃ।

ভূমৈব সুখমিতি—অল্পে পরিচ্ছিন্নে সুখং নাস্তি ভূমৈব—সর্ব্বব্যাপকঃ শ্রীহরিরেব পরমসুখরূপমিতি। অনন্তাপরিচ্ছিন্ন নিত্যসুখমিচ্ছতা জনেন স এব জিজ্ঞাস্যঃ। অথ জিজ্ঞাস্যস্য ভূম্নো লক্ষণমাহ-যত্রেতি। যত্র—যস্মিন্ সর্ব্বব্যাপকে ভূমনি অনুভূতে সতি নান্যৎ পশ্যতি, সর্ব্বত্র স এব স্ফুরতীত্যর্থঃ।

তথাহি শ্রীগীতাসু—৫।২০-৩০ং "সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি। ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥ যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি। তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥ তস্মাৎ—উত্তম ভাগবতস্য লক্ষণমিদমিতি। ভূমা শ্রীহরিস্তস্মিন্ বিজ্ঞাতে সতি সর্ব্বং জানাতি, নান্যৎ পশ্যতি, নান্যদ্ বিজানাতি, নান্যৎ শৃণোতি। আদত্তে হরিহস্তেন হরিদৃষ্ট্যৈব পশ্যতি। গচ্ছেচ্চ হরিপাদাভ্যাং মুক্তস্যৈষা স্থিতির্ভবেৎ॥ ইতি স্মৃতে॥

ভূমাই সুখ। সেই সুখস্বরূপ ভূমাকেই বিশেষ ভাবে জিজ্ঞাসা করিবেন।" অর্থাৎ—যিনি ভূমা সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বাধার, সর্ব্বান্তর্য্যামী, তিনিই সুখ স্বরূপ ইহাই অর্থ।

ভূমাই সুখ—অর্থাৎ—অল্পে পরিচ্ছিন্নে সুখ নাই, ভূমা—সর্ব্বব্যাপক শ্রীহরিই পরম সুখস্বরূপ। অতএব অনন্ত—অপরিচ্ছিন্ন নিত্যসুখের অভিলাষী সাধক পরম সুখময় ভূমাপুরুষ শ্রীহরিকেই জিজ্ঞাসা করিবে। জিজ্ঞাসার বস্তু যে ভূমা তাহার লক্ষণ নিরূপণ করিতেছেন—যত্র ইত্যাদি। সাধক যাহাকে জানিয়া অন্য দর্শন করে না, অন্য শ্রবণ করে না, অন্য জানে না সেই ভূমা, অর্থাৎ যে সর্ব্বব্যাপক ভূমাকে অনুভব করিলে সাধকের নিকটে অন্য কোন বস্তু দর্শন হয় না, কেবল ভূমাই স্ফুরিত হয়।

ভূমা সাধকের অবস্থা শ্রীগীতায় এই প্রকার শ্রীভগবান্ বর্ণনা করিয়াছেন—হে অর্জ্জুন! যোগযুক্তাত্মা সমদর্শী আমার ভক্ত আমাকে সকল ভূতের মধ্যে অবস্থান করিতে দেখে এবং আমাতে সকল ভূতকে অবস্থান করিতে দেখে। যে সাধক আমাকে সর্ব্বত্র দর্শন করে, তথা সকল বস্তু আমাতে অনুভব করে, তাহার নিকটে আমি অদৃশ্য থাকি না এবং সেও আমার অদৃশ্য থাকে না। অতএব এইটি উত্তম ভাগবতের লক্ষণ।

অর্থাৎ ভূমা শ্রীহরিকে বিশেষভাবে জানিলে সেই সাধক সকল বস্তু জানে এবং সেই কালে অন্য কোন বস্তু দর্শন করে না, অন্য জানে না, অন্য শ্রবণ করে না। সেই অবস্থায় সাধক শ্রীহরির হস্তের দ্বারাই গ্রহণ করেন, শ্রীহরির নয়নের দ্বারাই দর্শন করেন, শ্রীহরির চরণদ্বয়ের দ্বারাই গমন করেন, মুক্তপুরুষগণের এই স্থিতি হয়। স্মৃতি শাস্ত্রে এই প্রকার নিরূপিত আছে।

প্রতিপত্তেরেব ভূমগুণবান্ ধর্ম্মী স ইতি নির্ণীয়তে।

অত্র বিচিকিৎসা—ভূমা প্রাণো? বিষ্ণুর্ব্বা ইতি।

অতঃ শ্রীভূমারাধকঃ দর্শনশ্রবণাদিকং শ্রীহরিদ্বারেণৈব করোতীত্যর্থঃ। যস্তু অন্যৎ পশ্যতি শৃণোতি জানাতি তদল্পম্। নন্থ—"বহো র্ভূঃ" ইত্যনুশাসনাৎ বহুত্বসংখ্যা নির্দ্দিশতি চেত্তত্রাহ ইহেতি। "যত্রান্যৎ পশ্যতি……তদল্পম্" অত্র ভূম্ন অল্প প্রতিযোগিত্ব শ্রবণাৎ। অল্পশব্দ—নির্দ্দিষ্ট-ধর্ম্মিপ্রতিযোগি প্রতিপাদন পরত্বাৎ তস্য ধর্ম্মিপরশ্চ নিশ্চীয়তে, ন তু ধর্ম্মপরমিতি॥ তস্মাদ্ "ভূমা" ইতি বিপুল ইত্যর্থঃ। ইতি বিষয়বাক্যম্।

সংশয়ঃ—ইত্যেবং ছান্দোগ্যোপনিষদো ভূমা প্রকরণে সংশয়মবতারয়ন্তি—অত্রেতি। অত্র শ্রী-সনৎকুমারঃ "ভূমা" শব্দেন প্রাণঃ প্রাণসচিব জীবাত্মা নিরূপয়তি? অথবা বিপুলৈশ্বর্য্যযুক্তঃ সর্ব্বানন্দময়ঃ শ্রীগোবিন্দদেব ইতি সংশয়বাক্যম্।

সুতরাং শ্রীভূমাসাধকের দর্শন শ্রবণ গমন ইত্যাদি শ্রীহরির দ্বারাই সম্পাদন হয়। সাধক যে স্থানে অন্য দর্শন করেন, অন্য শ্রবণ করেন, অন্য জানেন তাহা অল্প, অর্থাৎ ভূমা পুরুষ শ্রীহরি বিনা জীবের যাহা কিছু দর্শন শ্রবণ এবং জ্ঞান তাহাই অল্প, ক্ষণস্থায়ী।

যদি বলেন—"বহুসংখ্যার স্থানে ভূ আদেশ হয়" এই অনুশাসনের দ্বারা 'ভূমা' শব্দ অনেব বস্তুকে বোধ করায়, একমাত্র শ্রীহরিকে নহে, তদুত্তরে বলিতেছেন—এই স্থলে অর্থাৎ শ্রীসনৎকুমার নারদ সংবাদে 'ভূমা' শব্দের দ্বারা অনেক সংখ্যা নিরূপণ করেন নাই, কিন্তু বিপুলরূপা ব্যাপ্তি ঐ স্থানে বর্ত্তমান আছে। ব্যাপ্তির প্রকার এইরূপ—যে স্থানে অন্য দর্শন, শ্রবণ ও অনুভব হয় তাহা অল্প বা দুঃখ প্রদান-কারী এবং যে স্থানে শ্রীহরি বিনা অন্য কোন বস্তুর দর্শন শ্রবণ এবং অনুভবাদি হয় না, তাহাই ভূমা, বা বিপুল সুখ প্রদানকারী।

এই প্রকার ভূমা অল্পের প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, অর্থাৎ ভূমা অল্পের প্রতিযোগী। অল্প শব্দটি ধর্ম্মীবাচক, ভূমা শব্দ যখন তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছে তখন তাহা ধর্ম্মবাচক হইতে পারে না, কিন্তু ভূমা গুণ বিপুলগুণযুক্ত ধর্ম্মী শব্দ ইহা নির্ণীত হইয়াছে। অর্থাৎ ভূমা শব্দকে অল্পশব্দনির্দ্দিষ্ট যে অল্প-ধর্ম্মী তাহার প্রতিযোগী রূপে প্রতিপাদন করার জন্য, ভূমা শব্দও ধর্ম্মী শব্দ, তাহা ধর্ম্মপ্রতিপাদক শব্দ নহে। অতএব ভূমা শব্দটি অনেক সংখ্যাবাচক না হইয়া বিপুলতাই প্রতিপাদন করিতেছে। সুতরাং বিপুল সুখময় ভূমা পুরুষ শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবকেই জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন। ইহাই অর্থ। এই প্রকার বিষয়বাক্য নিরূপণ করা হইল।

সংশয়—এই প্রকার ছান্দোগ্যোপনিষদের ভূমা প্রকরণে বাদিগণ সংশয়ের অবতারণা করিতে-ছেন—অত্র ইত্যাদি। এই স্থানে শ্রীসনৎকুমার 'ভূমা' শব্দের দ্বারা প্রাণকে অর্থাৎ প্রাণসচিব জীবাত্মাকে

তত্র "প্রাণো বা আশায়া ভূয়ান্" (ছা০ ৭।১৫।১) ইতি সন্নিধানাৎ, পুনঃ প্রশ্নোত্তরয়োরভাবাচ্চ প্রাণো ভূমা। প্রাণশব্দো হি প্রাণসচিবং জীবমভিধত্তে, ন বায়ুবিকারমাত্রম্। "তরতি শোকমাত্মবিৎ" (ছা০ ৭।১।৩) ইত্যুপক্রমাৎ "আত্মৈব এবেদং সর্ব্বম্" (ছা০ ৭।২৬।১) ইত্যুপসংহারাচ্চ। তেনান্তরালিকো ভূমাপি স এব ভবিতুমর্হতি। "যত্র নান্যৎ পশ্যতি" (ছা০

পূর্ব্বপক্ষঃ—ইত্যেবং দ্বিকোটিকে সংশয়বাক্যে সমুৎপন্নে পূর্ব্বপক্ষমবতারয়ন্তি—তত্র ইতি। অত্র ভূমাশব্দেন প্রাণো গ্রাহ্যম্।

অথ সিদ্ধান্তমাহুঃ—ছান্দোগ্যবাক্যেন,প্রাণ আশায়া ভূয়ান্, শ্রেষ্ঠতর ইতি। আশাতঃ প্রাণঃ শ্রেষ্ঠ ইতি ভাবঃ। সন্নিধানাৎ—ভূমা শব্দেন সহ সম্বন্ধযুক্তাৎ। এবং প্রাণ মহিমা শ্রবণানন্তরং পুনঃ প্রশ্ন-জিজ্ঞাসোত্তরয়োরভাবাৎ।

নন্থ "প্রাণোঽপানঃ সমানশ্চোদানব্যানৌ চ বায়বঃ, শরীরস্থ ইমে" অ০ কো০ ১।১।৬৩ ইত্যমর শাসনাৎ, কথং "ভূমা" শব্দবাচ্যত্বং প্রাণশব্দস্য ইত্যপেক্ষয়ামাহুঃ—প্রাণশব্দো হি। এবমুপক্রমোপসংহারেঽপি প্রাণসচিব জীব এব প্রতিপাদয়ন্তি—তরতীতি। যঃ খলু প্রাণসচিবং জীবাত্মানং জানাতি স শোকসাগরস্য পারং তরতি, মুক্তো ভবতীত্যর্থঃ।

নিরূপণ করিতেছেন? অথবা বিষ্ণুকে? অর্থাৎ বিপুল ঐশ্বর্য্যযুক্ত সর্ব্বানন্দময় শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবকে প্রতিপাদন করিতেছেন। এই দ্বিপাক্ষিক বাক্য সন্দেহের অবতারণা হইল।

পূর্ব্বপক্ষ—এই ভাবে দ্বিকোটিরূপ সন্দেহ বাক্য উপস্থিত হইলে বাদিগণ পূর্ব্বপক্ষের সমুদ্ভাবনা করিতেছেন—তত্র ইত্যাদি। ভূমা শব্দে প্রাণকে গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ ছান্দোগ্য উপনিষদের বাক্য—"আশা হইতে প্রাণ শ্রেষ্ঠতর" এই প্রকার প্রাণ শব্দ ভূমা শব্দের সন্নিধান হেতু, পুনরায় প্রশ্নোত্তর করার অভাব বশতঃ প্রাণই ভূমা।

সন্নিধান হেতু—প্রাণ শব্দ ভূমা শব্দের সন্নিধানে পাঠ করা হেতু প্রাণই ভূমা এবং প্রাণের মহিমা শ্রবণ করার পর দেবর্ষি নারদ আর জিজ্ঞাসা করেন নাই, তথা শ্রীসনৎকুমারও উত্তর প্রদান করেন নাই, সুতরাং প্রাণই ভূমা।

শঙ্কা—যদি বলেন—প্রাণ, অপান, সমান, উদান এবং ব্যান এই সকল বায়ু মানবশরীরে অবস্থান করে, এই প্রকার অমরকোষে বর্ণিত আছে, সুতরাং কি প্রকারে প্রাণ শব্দ ভূমা শব্দের বাচ্য হইবে?

সমাধান—এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—প্রাণ শব্দ, প্রাণ শব্দের দ্বারা প্রাণ সচিব জীবাত্মাকে অভিহিত করিতেছেন, কেবল বায়ুবিকারমাত্র যে প্রাণ তাহা নহে। এই ভূমা প্রকরণের উপক্রম এবং উপসংহারের দ্বারাও প্রাণ সচিব জীবাত্মাকেই প্রতিপাদন করিতেছেন—তরতি ইত্যাদির দ্বারা।

উপক্রম বাক্যে বলিতেছেন—"আত্মবিৎ শোকের পরপারে গমন করে" অর্থাৎ যে সাধক

৭।২৪।১) ইত্যাদিকমপ্যস্মিন্ পক্ষে সঙ্গচ্ছতে। সুষুপ্তৌ প্রাণগ্রস্তেষু ইন্দ্রিয়েষু তত্র দর্শনাদি-বিনিবৃত্তেঃ "যো বৈ ভূমা তৎ সুখম্" (ছা০ ৭।২৩।১) ইত্যপ্যবিরুদ্ধম্। তস্মাৎ "সুখমহমস্বাপ্সম্" ইতি সুখ শ্রবণাৎ। এবং জীবাত্মনি নির্ণীতে বাক্যশেষেঽপি তদনুকূলতয়ৈব নেয় ইত্যেবং প্রাপ্তে ব্রবীতি

আত্মতঃ—জীবাত্মনতঃ সর্ব্বমিদং পরিদৃশ্যমানং জগৎ সমুৎপদ্যতে। তস্মাদুপক্রমোপসংহারয়োর্জীবকথনাৎ তদন্তরালিকো ভূমাপি স এব জীব এব ভবিতুমর্হতি। ননু তথাত্বে "যত্র নান্যৎ" ইত্যস্য কা গতিরিতি চেত্তত্রাহুঃ—অস্মিন্ পক্ষে—জীবপক্ষে সঙ্গচ্ছতে। তথাহি—প্রশ্নোপনিষদি—৪।৯, "এষ হি দ্রষ্টা" ইতি জীবস্যৈব দ্রষ্টৃত্বাদি। ন তু ব্রহ্মণঃ, তস্য "অপাণিপাদম্" ইতি ইন্দ্রিয়নিষেধপর বচন শ্রবণাৎ।

অথ প্রকারান্তরেণ অন্যদ্রষ্টৃত্বং নিষেধয়ন্তি—সুষুপ্তাবিতি। গাঢ়নিদ্রাবস্থায়াং সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং প্রাণেঽবস্থানাৎ চক্ষুরাদীনাং দর্শনাদেরসম্ভবাৎ। এবমেবাহ শ্রুতিঃ–কৌষিতকী ৪।১০ "যদা সুপ্তঃ স্বপ্নং ন কঞ্চন পশ্যতি অথাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতি"। ননু ভবতু তথা' কিন্তু সুখরূপত্বং তস্য কথং সঙ্গতিঃ স্যাত্তত্রাহুঃ—যো বৈ' ইতি। তস্মাৎ সুষুপ্তৌ সুখানুভবশ্রবণাৎ, অন্যান্যপি বাক্যানি তদনুকূলতয়া জীববিষয়রূপেণ নেতব্যানি ইতি পূর্ব্বপক্ষম্।

প্রাণ সচিব জীবাত্মাকে জানেন তিনি শোকসাগরের পরপারে গমন করেন, মুক্ত হয়েন, ইহাই অর্থ।

এই প্রকার উপক্রম করিয়া—উপসংহার বাক্যে বলিতেছেন—"আত্মা হইতেই সকল হয়" অর্থাৎ জীবাত্মা হইতে এই পরিদৃশ্যমান সকল জগৎ উৎপন্ন হয়। এতদ্দ্বারা এই প্রকরণের অভ্যন্তরস্থ ভূমা শব্দও জীবাত্মা হওয়া উচিত। অর্থাৎ—উপক্রম এবং উপসংহার বাক্যের দ্বারা প্রাণ সচিব জীবাত্মাকে নিরূপণ করা হেতু তদন্তরালিক ভূমা শব্দ জীবাত্মাই হইবে, অন্য নহে।

যদি বলেন—ভূমা শব্দের দ্বারা প্রাণ সচিব জীবাত্মাকেই নিরূপণ করিতেছে তাহা হইলে "যাহাকে দর্শন করিলে অন্য দর্শন করে না" ইত্যাদি বাক্যের কি গতি হইবে? 'যত্র নান্যৎ পশ্যতি' এই বাক্যটিও এই জীবপক্ষে সুসঙ্গত হয়। কারণ প্রশ্নোপনিষদে বর্ণিত আছে—এই জীবই নিশ্চিত রূপে দ্রষ্টা" এই ভাবে জীবাত্মারই দর্শন কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু ব্রহ্মের দর্শন কর্ত্তৃত্ব নাই, কারণ "তাঁহার কর চরণাদি নাই" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা শ্রীভগবানের ইন্দ্রিয়াদি নিষেধ পর বাক্য শ্রবণ করা যায়। সুতরাং জীবই ভূমা।

অনন্তর প্রকারান্তরে অন্যদ্রষ্টৃত্ব নিষেধ করিতেছেন—সুষুপ্ত ইত্যাদি। সুষুপ্তি অবস্থায় ইন্দ্রিয়সকল প্রাণে অবস্থান করিলে দর্শনাদির বিনিবৃত্তি হয়। অর্থাৎ গাঢ়নিদ্রাকালে সকল ইন্দ্রিয়গণের প্রাণে অবস্থান করা হেতু চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সকলের দর্শন শ্রবণাদির সম্ভাবনা থাকে না। এই বিষয়ে কৌষিতকী শ্রুতি বর্ণনা করিয়াছেন—জীব যখন সুপ্ত হয়, কোন প্রকার স্বপ্ন দর্শন করে না সেই কালে ইন্দ্রিয়সকল

ওঁ ॥ ভূমা সম্প্রসাদাদধ্যুপদেশাৎ ॥ ওঁ ॥ ১।৩।২।৮।

শ্রীবিষ্ণুরেবায়ং ভূমা, ন প্রাণসচিবো জীবঃ। কুতঃ? সমিতি। "যো বৈ ভূমা তৎসুখম্" (ছা০ ৭।২৩।১) ইতি বিপুলসুখরূপত্ব শ্রবণাৎ সর্ব্বেষামুপর্য্যুপদেশাচ্চ। "এষ

সিদ্ধান্তঃ ইত্যেবং পূর্ব্বপক্ষে সমুদ্ভাবিতে সিদ্ধান্তয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—"ভূমা" ইতি। ছান্দোগ্যোপনিষদুক্তভূমা শ্রীগোবিন্দদেব এব নান্যঃ, কুতঃ? সম্প্রসাদাৎ সম্প্রসাদশব্দবাচ্যাজ্জীবাৎ, অধি-অধিকতয়া ভেদেন ভূয়ঃ উপদেশাৎ কথনাৎ তস্য পরব্রহ্মণঃ তুরীয়ত্ব কথনাৎ।

অথ যদুক্তং "প্রাণো বা আশায়া ভূয়ান্" ইতি ভূমশব্দেন প্রাণসচিবো জীব ইতি, তন্ন, ভূমশব্দস্যার্থং বিশদয়ন্তি—শ্রীতি। সর্ব্বেষামিতি-নামারভ্য-প্রাণান্তপর্য্যন্তানাং সর্ব্বেষাং উপরি—পরমশ্রেষ্ঠরূপত্বে

প্রাণে একধা—একত্রিত হয়। অতএব প্রাণসচিব জীবই দ্রষ্টা।

যদি বলেন—জীবই দর্শনকর্ত্তা এবং ভূমা, ইহা না হয় স্বীকার করিলাম, কিন্তু ভূমাকে যে সুখস্বরূপ বলা হইয়াছে, তাহা যদি জীব হয় তবে জীবের কি প্রকারে সুখরূপত্ব সিদ্ধ হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—যো বৈ ইত্যাদি। 'যে ভূমা সেই সুখ স্বরূপ' এই বাক্যেও কোন প্রকার বিরোধ নাই। কারণ জীবের সুষুপ্তি অবস্থায় সুখানুভব শ্রবণ করা যায় "আমি সুখে নিদ্রাগত হইয়াছিলাম কিছুই জানিতে পারি নাই" ইত্যাদি বাক্য বিদ্যমান আছে। এই প্রকার ভূমা প্রকরণে শ্রীসনৎকুমার নারদ সংবাদে ভূমা প্রভৃতি শব্দের দ্বারা জীবাত্মাকে নিরূপণ করিলে, অন্যান্য যে সকল বাক্য আছে তাহা তাহার—জীব প্রতিপাদনের অনুকূল রূপে গ্রহণ করিতে হইবে। এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ প্রদর্শিত হইল।

সিদ্ধান্ত—বাদিগণ কর্ত্তৃক এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ সমুদ্ভাবিত করিলে ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত করিতেছেন—ভূমা ইত্যাদি। শ্রীবিষ্ণুই ভূমা, সম্প্রসাদ জীব হইতে অধিকরূপে উপদেশ করা হেতু। ছান্দোগ্যোপনিষদুক্ত ভূমা পুরুষ শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবই, আর অন্য কেহ নহে, কারণ? সম্প্রসাদ—সম্প্রসাদ শব্দবাচ্য জীব হইতে 'অধি' অধিকরূপে উভয়ের ভেদের দ্বারা পুনঃ পুনঃ উপদেশ করার নিমিত্ত, সেই পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের তুরীয়ত্ব নিরূপণ করা হইয়াছে, অতএব ভূমা জীব নহে।

বাদিগণ! আপনারা যে বলিয়াছেন—প্রাণ আশা হইতে শ্রেষ্ঠ" এই প্রকার ভূমা শব্দের দ্বারা প্রাণসচিব জীবাত্মাকে গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ ভূমা শব্দের বিশদ অর্থ এই প্রকার হইবে—সর্ব্বব্যাপক শ্রীবিষ্ণুই এই ভূমা, কিন্তু প্রাণসচিব জীব নহে। তাহার কারণ—সম্প্রসাদ ইত্যাদি। শ্রীবিষ্ণুই যে ভূমা তাহার কারণ এই যে—'যিনি ভূমা তিনি পরম সুখ স্বরূপ' এই প্রকার বিপুল সুখস্বরূপ শ্রবণ হেতু এবং সকলের উর্দ্ধে - অর্থাৎ নাম হইতে আরম্ভ করিয়াছেন, এই সকলের উর্দ্ধে ভূমা পুরুষের পরম শ্রেষ্ঠত্বরূপে উপদেশ করা হেতু শ্রীবিষ্ণু ভূমা, জীব নহে।

সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায়" (ছা॰ ৮।৩।৪) ইতি শ্রৌত প্রসিদ্ধেঃ সম্প্রসাদঃ প্রাণ-সচিবো জীবঃ, তস্মাদধিকতয়া ভূমগুণবৈশিষ্ট্যেনাভিধানাদিতি বা।

অয়মর্থঃ—পূর্ব্বং নামাদ্দিকমুপদিশ্য "স বা এষ এবং পশ্যন্নেবং মন্বান এবং বিজানন্নতি-বাদী ভবতি" (ছা॰ ৭।১৫।৪) ইতি প্রাণবিদোঽতিবাদিত্বমুক্ত্বা "এষ তু বা অতিবদতি যঃ সত্যে-

---

উপদেশাৎ। অথ সম্প্রসাদশব্দস্য ব্যাখ্যানমাহুঃ—এষ ইতি। এষ—নিত্যাবির্ভাবিত গুণাষ্টকালঙ্কৃত—শ্রীগোবিন্দদেবস্যারাধকঃ, সম্প্রসাদঃ--শ্রীভগবদ্ধ্যানাদৌ সম্যক্ প্রসীদতীতি সম্প্রসাদঃ।

অস্মাচ্ছরীরাৎ—সাধকশরীরাৎ, সমুত্থায়—অস্যাশক্তিং ত্যক্ত্বা শ্রীভগবৎসেবোপযোগিদিব্যপার্ষদ-তনুং লব্ধ্বা তং সেবতে। তস্মাৎ শ্রীভগবদনুগ্রহপাত্রমুক্তজীবঃ সম্প্রসাদঃ। তস্মাদপি অধ্যুপদেশাৎ—ভূমগুণবিশিষ্টেন—সর্ব্বজ্ঞ - সর্ব্বশক্তিমৎ - সর্ব্বাশ্রয়-সর্ব্বনিয়ামক-সর্ব্বপ্রকাশক-সর্ব্বপালক-সর্ব্বকামনাপূরক ইত্যাদি নিত্যানন্তাচিন্ত্য বিপুলগুণ বৈশিষ্ট্যেনাভিধানাৎ।

অথ ভূমাধিকরণস্য, ছান্দোগ্যোক্ত-ভূমা প্রকরণস্য বা যাথার্থ্যং নিরূপয়ন্তি—অয়মর্থ ইতি। "স বা" ইতি। এষ—প্রাণবিদ্ এবং যথোক্তপ্রকারেণ পশ্যন্ প্রাণ এব পিতৃ মাতৃরূপেণ বিলোকয়ন্ এবং মন্বানঃ—সযুক্তিকং মননং কৃত্বা। এবং বিজানন্—প্রাণস্য সর্ব্বাধারত্বং বিশেষেণ জ্ঞাত্বা, অতিবাদী ভবতি-স্বোপাস্যদেবতা পারম্যবাদশীলঃ—অতিবাদী।

অনন্তর সম্প্রসাদ শব্দের ব্যাখ্যা করিতেছেন—এষ ইত্যাদি। এই সম্প্রসাদ জীব এই শরীর হইতে সমুত্থিত হইয়া" এই প্রকার শ্রুতি শাস্ত্রে প্রসিদ্ধি বিদ্যমান হেতু প্রাণসচিব জীব, অতএব এই প্রাণ-সচিব জীব হইতে অধিকরূপে শ্রীভগবানের ভূমগুণ বৈশিষ্ট্যের দ্বারা অভিহিত হওয়া হেতু জীব ভূমা শব্দ বাচ্য নহে। অর্থাৎ—নিত্যাবির্ভূতগুণাষ্টকালঙ্কৃত শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের আরাধক সম্প্রসাদ—শ্রীভগবানের ধ্যান অর্চ্চনাদির দ্বারা সম্যক প্রকারে যে প্রসন্ন হয় সে সম্প্রসাদ জীব।

এই শরীর হইতে অর্থাৎ সাধক শরীর হইতে সমুত্থিত, এই প্রাকৃত শরীরের আসক্তি পরিত্যাগ করতঃ শ্রীভগবানের সেবার উপযুক্ত দিব্য পার্ষদ শরীর লাভ করিয়া তাঁহাকে সেবা করে। অতএব শ্রীভগবানের অনুগ্রহ পাত্র মুক্তজীবই সম্প্রসাদ। আরও—অধ্যুপদেশাৎ—অর্থাৎ ভূমগুণ বৈশিষ্ট্যের দ্বারা সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বনিয়ামক, সর্ব্বপ্রকাশক, সর্ব্বপালক, সর্ব্বকামনা পূর্ণকারী ইত্যাদি নিত্য অনন্ত অচিন্ত্য বিপুল গুণবৈশিষ্ট্যের দ্বারা বিশেষভাবে নিরূপণ করা হেতু শ্রীভগবানই ভূমা। অনন্তর ভূমাধিকরণের, অথবা ছান্দোগ্য উপনিষৎ বর্ণিত ভূমা প্রকরণের যথার্থতা প্রতিপাদন করিতেছেন—অয়মর্থ ইত্যাদি। দেবর্ষি নারদ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া শ্রীসনৎকুমার নাম, বাক্য ইত্যাদি উপদেশ করিয়া পরে কহিলেন--সেই প্রাণবিৎ এই প্রকার দর্শন করিয়া, এই প্রকার মনে করিয়া, এইরূপ জানিয়া অতিবাদী হয়" অর্থাৎ···এই প্রাণবিৎ এবং যথোক্ত প্রকারে দেখিয়া— অর্থাৎ প্রাণকেই পিতা মাতা রূপে

নাতি বদতি" (ছাঃ ৭।১৬।১) ইতি ভিন্নোপক্রমার্থকেন 'তু' শব্দেনাতিবাদিত্বহেতুং প্রকৃতাং প্রাণোপাস্তিং ব্যাবর্ত্ত্য মুখ্যাতিবাদিত্বহেতোর্বিষ্ণোঃ "সত্য" শব্দেন পৃথগুপক্রমাৎ প্রাণাদর্থান্তর-মধিকশ্চ "ভূমা" ইতি নিশ্চীয়তে। প্রাণস্যৈব ভূমত্বে তস্মাদূর্দ্ধং তদুপদেশো ন সম্ভবেৎ।

অথ সর্ব্বাতিশয়ং সর্ব্বাত্মানং প্রাণং শ্রুত্বা নাতঃ পরং কিমপি বস্তু বিদ্যতে" ইতি মনসি কৃত্বা "অস্তি ভগবো প্রাণাৎ ভূয়ঃ" ইতি অপৃষ্ট্বা এব—বিররাম। এবং জীবজ্ঞানেন পরিতুষ্ট হৃদয়ং নারদং বিলোক্য অপৃচ্ছতোঽপি পরমার্থ সত্যাতিবাদিত্বং প্রতিপাদয়িতুং স্বয়মেবাহ ভগবান্ শ্রীসনৎকুমারঃ—এষ তু' ইতি। সত্যেন—পরব্রহ্ম সম্বন্ধেন, তেন শ্রীভগবৎ সম্বন্ধযুক্তেন হেতুনা যোঽতিবদতি এষোঽতিবাদী পূর্ব্বস্মাৎ প্রাণাতিবাদিনো বিশিষ্টঃ পরমশ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ। বিশেষস্তু ভাষ্যে দ্রষ্টব্যম্।

নন্ সম্প্রসাদস্য—মুক্তজীবস্য ভূমান্যত্বে প্রাণসচিবত্বং কথং সঙ্গতিস্তস্মাৎ প্রাণ এব ভূমা ইতি চেত্তত্রাহঃ প্রাণস্য ইতি। শ্রীভগবল্লোকগমনাবসরে মুক্তজীবস্য অষ্টাবরণভেদপর্য্যন্তং প্রাণসাহিত্যাৎ।

অবলোকন করিয়া এই প্রকারে যুক্তির সহিত মনন করিয়া, এই প্রকারে জানিয়া প্রাণের সর্ব্বাধারত্ব বিশেষ ভাবে জানিয়া অতিবাদী হয়, অর্থাৎ নিজ উপাস্য দেবতার পারম্যবাদী হওয়া স্বভাব যাহার সেই অতিবাদী। এই প্রকার প্রাণবিদের অতিবাদিত্ব প্রতিপাদন করিয়া বলিতেছেন—সেই মুখ্য অতিবাদী, যে সত্যের দ্বারা বা সত্যের সম্বন্ধযুক্ত হইয়া বলে।

অর্থাৎ দেবর্ষি নারদ শ্রীসনৎকুমারের নিকটে সর্ব্বাতিশয়, সকলের আত্মা প্রাণের বিষয়ে শ্রবণ করিয়া এই প্রাণ হইতে আর কোন শ্রেষ্ঠ বস্তু নাই, এই প্রকার মনে ধারণা করিয়া "হে ভগবন্! এই প্রাণ হইতে শ্রেষ্ঠ কে? ইহা জিজ্ঞাসা না করিয়াই বিরমিত হইলেন। শ্রীসনৎকুমার জীবজ্ঞানের দ্বারাই পরিতুষ্ট হৃদয় শ্রীনারদকে অবলোকন করিয়া জিজ্ঞাসা না করিলেও পরমার্থ সত্য বিষয়ে অতিবাদিত্ব প্রতি-পাদন করিবার নিমিত্ত স্বয়ং বলিতে আরম্ভ করিলেন—এষ তু ইত্যাদি। সত্যের দ্বারা অর্থাৎ পরব্রহ্ম সম্বন্ধের দ্বারা সেই শ্রীভগবৎ সম্বন্ধ যুক্ত হেতু যে অতিবাদ করে সেই অতিবাদী, পূর্ব্বকথিত প্রাণাতিবাদী হইতে বিশিষ্ট পরম শ্রেষ্ঠ অতিবাদী ইহাই অর্থ।

ভাষ্যের অর্থ এই প্রকার—"এষ তু বা" এই বাক্যে যে—'তু' শব্দ রহিয়াছে তাহা ভিন্নোপক্র-মার্থক সুতরাং এই ভিন্নোপক্রমার্থ 'তু' শব্দের দ্বারা অতিবাদিত্বের বর্ণনা প্রারম্ভ করিয়া প্রাণোপাসনা হইতে ব্যাবৃত্ত-পৃথক্ করিয়া, মুখ অতিবাদিত্বের হেতু শ্রীবিষ্ণুশব্দের 'সত্য' শব্দের দ্বারা পৃথক্ উপক্রম করা হেতু প্রাণ হইতে পৃথক্ এবং অধিক মহিমা যুক্ত 'ভূমা' এই প্রকার নিশ্চয় করা হইতেছে।

শঙ্কা—যদি বলেন সম্প্রসাদ মুক্তজীব যদি ভূমা হইতে অন্য হয় তবে তাহার প্রাণসচিবতা কি প্রকারে সঙ্গতি হইবে, অতএব প্রাণই ভূমা। সমাধান—আপনাদের এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—প্রাণের ইত্যাদি। যদি প্রাণকেই ভূমা বলিয়া অঙ্গীকার করেন, তাহা হইলে প্রাণ হইতে উর্দ্ধে আর

নামাদেরাপ্রাণাদূর্দ্ধমুপদিষ্টং বাগাদি তস্মাদর্থান্তরং বীক্ষ্যতে। এবং প্রাণাদূর্দ্ধমুপদিষ্টো ভূমাপি তথা।

"সত্য" শব্দঃ খলু পরব্রহ্মণি শ্রীবিষ্ণৌ প্রসিদ্ধঃ। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" তৈং

তথাহি শ্রীশুকঃ—২।২।২৯, "ঘ্রাণেন গন্ধং রসনেন বৈ রসং রূপং তু দৃষ্ট্যা শ্বসনং ত্বচৈব। শ্রোত্রেণ চোপেত্য নভো গুণত্বং প্রাণেন চাকূতিমুপৈতি যোগী॥ তস্মাৎ প্রাণস্য ভূমাত্বে প্রাণাদূর্দ্ধং ভূমোপদেশো ন সম্ভবেৎ, তস্যৈব চরম স্বরূপত্বাৎ।

নামাদেরিতি—যথা নামাদেরূর্দ্ধমুপদিষ্টত্বাৎ প্রাণস্য তেষু শ্রেষ্ঠং পৃথক্ চ গম্যতে, এবং প্রাণাদূর্দ্ধমুপদেশহেতোর্ভূমাপি প্রাণাৎ শ্রেষ্ঠং পৃথক্ চ জ্ঞাতব্যম্। নন্তু সত্যশব্দঃ খলু শ্রীবিষ্ণুপ্রতিপাদকো ন সম্ভবেৎ, যদ্ "এষ তু বা অতিবদতি যঃ সত্যেনাতিবদতি" ইত্যাদিনা তস্য পৃথগারম্ভাবকল্পেত তদবিচারিতাভিধানম্, কুতঃ? প্রাণস্যাপি সত্যত্ব নিরূপণাৎ। তথাহি বৃহদারণ্যকে—২।১।২০, "সত্যস্য সত্যমিতি প্রাণা বৈ সত্যম্"।

ভূমার উপদেশ করা সম্ভব হইত না, সম্প্রসাদ মুক্ত জীবের প্রাণসচিবত্ব এই প্রকারে সিদ্ধ হয়—শ্রীভগবদ্ধামে গমন কালে মুক্তজীবের অষ্টম আবরণ ভেদ করার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রাণ তাহার সঙ্গে অবস্থান করে। এই বিষয়ে শ্রীভাগবতে শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—সাধক যে কালে স্থূল আবরণ ভেদ করিয়া গমন করেন সেই কালে তাঁহার সকল ইন্দ্রিয় সূক্ষ্ম অধিষ্ঠানে লীন হইয়া যায়, যেমন—ঘ্রাণেন্দ্রিয় গন্ধতন্মাত্রায় লীন হয়, রসনা রসতন্মাত্রায়, নেত্র রূপতন্মাত্রায়, স্পর্শ তন্মাত্রায় ত্বচা, শ্রোত্র শব্দতন্মাত্রায় লীন হয় এবং প্রাণ শব্দে কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল গ্রহণ করিতে হইবে, তাহারা নিজ নিজ ক্রিয়া শক্তিতে মিলিত হইয়া স্ব স্ব সূক্ষ্মরূপ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং মুক্তসাধকের সহিত প্রাণ অবস্থান করে না। অতএব প্রাণকে ভূমা বলিয়া স্বীকার করিলে প্রাণ হইতে আর ঊর্দ্ধে উপদেশ করা সম্ভব নহে, কারণ যাহাকে চরমে উপদেশ করা হয় সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তু।

যেমন নাম হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাণের ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত উপদেশের অন্তর্গত বাগাদির যে উপদেশ করিয়াছেন তাহা নাম প্রভৃতি হইতে পৃথক্ দেখা যায়, এই প্রকার প্রাণের ঊর্দ্ধে উপদিষ্ট ভূমাকেও বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ যে প্রকার নামাদির ঊর্দ্ধে উপদেশ করা হেতু প্রাণ বাগাদি হইতে শ্রেষ্ঠ এবং পৃথক্ প্রতীতি হয়, সেই প্রকার প্রাণের ঊর্দ্ধে উপদেশ করা হেতু ভূমাও প্রাণ হইতে শ্রেষ্ঠ এবং পৃথক্ বলিয়া জানিতে হইবে।

শঙ্কা—যদি বলেন—সত্যশব্দ শ্রীবিষ্ণু প্রতিপাদক শব্দ হওয়া সম্ভব নহে কারণ—এই ব্যক্তি যথার্থ অতিবাদী, যে সত্যাতিবাদী" ইত্যাদি দ্বারা যে এই প্রকরণের পৃথগারম্ভ অবকল্পনা করেন, তাহা বিচাররহিত বর্ণনা, কারণ—প্রাণকেও সত্য বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। বৃহদারণ্যকে এই প্রকার বর্ণনা

২।১।২) ইত্যাদৌ, "সত্যং পরং ধীমহি" (শ্রীভা° ১।১।১) ইত্যাদৌ চ। "সত্যেন" (ছা° ৭।১৬।১) ইতি হেতৌ তৃতীয়া।

তস্মাৎ "সত্যেনাতিবদতি" ইতি প্রাণোপাসক এব সত্যাতিবাদী, ইতি চেৎ তত্রাহুঃ—সত্যমিতি। শ্রীভগবতঃ সত্যত্বে শ্রুতিস্মৃতী প্রমাণমাহুঃ—সত্যমিতি। পরমিতি—তদেবং সর্ব্বসত্তাপ্রদং সর্ব্বাধিষ্ঠানং সর্ব্বদোষাস্পৃষ্টং স্বরূপসিদ্ধ-সর্ব্বজ্ঞানাদি-সমবেতং সর্ব্ব-কর্ত্ত-মোক্ষদাতৃ চ সত্যানন্ত জ্ঞানস্বরূপং পরং (পরমেশ্বরং) ধ্যেয়মিতি" ইতি শ্রীমদাচার্য্যচরণাঃ।

আদি পদেন ছান্দোগ্যে—৮।৩।৪, "তস্য হ বা এতস্য ব্রহ্মণো নাম সত্যমিতি" শ্রীভারতে অনুশাসন পর্ব্বণি—১৪৯।৩৬. "গুরুর্গুরুতমো ধাম সত্যঃ সত্যপরাক্রমঃ" ইতি শ্রীবিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্রাৎ। শ্রীমহাভারতে উদ্যম° প°—৭০।১২, সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ কৃষ্ণঃ সত্যমত্র প্রতিষ্ঠিতম্। সত্যাৎ সত্যঞ্চ গোবিন্দস্তস্মাৎ সত্যো হি নামতঃ॥ ইত্যুদম-পর্ব্বণি সঞ্জয়কৃত—শ্রীকৃষ্ণনাম্নাং নিরুক্তৌ চ তথা শ্রুতত্বাৎ,—এতেন তদাকারস্যাব্যভিচারিত্বং দর্শিতম্" ইতি শ্রীক্রমসন্দর্ভঃ, (১।১।১) নন্নু "সত্যেন" ইতি অপ্রধানে তৃতীয়া। তথাহি শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণে—৪।১১১, "সহার্থৈরপ্রধানে তৃতীয়া" তস্মাৎ সত্যেন সহ প্রাণবিদ এব

করিয়াছেন—'সত্যেরও সত্য প্রাণই পরম সত্য' অতএব 'সত্যেনাতিবদানি' ইহার দ্বারা প্রাণোপাসকই যথার্থ সত্যাতিবাদী ইহাই প্রমাণিত হইতেছে।

সমাধান—যদি আপনারা এই প্রকার আশঙ্কা করেন, তদুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে—সত্য ইত্যাদি। সত্য শব্দ নিশ্চিতরূপে পরব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপক শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবেই প্রসিদ্ধ আছে, অন্যত্র নাই। শ্রীভগবানের সত্যত্বে শ্রুতিস্মৃতি প্রমাণ প্রদর্শিত করিতেছেন—সত্য ইত্যাদি।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে শ্রীভগবানকে সত্যস্বরূপ, জ্ঞানময় ও অনন্ত বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে—পরম সত্যকে ধ্যান করি" অর্থাৎ—পরম্—এই প্রকার সর্ব্বসত্ব প্রদায়ক, সর্ব্বাধিষ্ঠান স্বরূপ, সকল দোষের স্পর্শশূন্য, স্বরূপসিদ্ধ, সর্ব্বজ্ঞানাদি সমবেত, সর্ব্বকর্ত্তা, মোক্ষদাতা, সত্য-অনন্ত জ্ঞানস্বরূপ পরং পরমেশ্বরকে ধ্যান করি"। এই ব্যাখ্যাটি শ্রীমদাচার্য্যদেবের। ইত্যাদি বর্ণনা করিয়াছেন।

আদি পদের দ্বারা অন্যান্য শাস্ত্র প্রমাণ গ্রহণ করিতে হইবে—ছান্দোগ্যোপনিষদে বর্ণিত আছে—সেই প্রসিদ্ধ এই ব্রহ্মের নাম সত্য। শ্রীমহাভারতে অনুশাসন পর্ব্বে—গুরু, গুরুতম, ধাম, সত্য এবং সত্যপরাক্রম। এই প্রকার শ্রীবিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্রে দেখা যায়। পুনঃ শ্রীভারতে উদ্যমপর্ব্বে—সত্যে শ্রীকৃষ্ণ প্রতিষ্ঠিত আছেন, সত্যও শ্রীকৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত আছে। সত্য হইতেও শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব সত্য, অতএব তাঁহার নাম সত্য। এই প্রকার উদ্যমপর্ব্বে সঞ্জয়কৃত শ্রীশ্রীকৃষ্ণ নামের নিরুক্তিতে দেখা যায়। এতদ্দারা শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের অব্যভিচারিত্ব প্রদর্শিত হইল। ইহা শ্রীক্রমসন্দর্ভব্যাখ্যা।

শঙ্কা—যদি বলেন—'সত্যেন' এই শব্দটি অপ্রধানে তৃতীয়া বিভক্তি হইয়াছে, কারণ এই বিষয়ে

সত্যেন পরব্রহ্মণা নিমিত্তেন যোঽতিবদতীতি ভাবঃ। প্রাণস্য নামাদ্যাশাবসানোপাস্যাপেক্ষয়া উৎকর্ষোঽতস্তদ্বিদোঽতিবাদিত্বম্। শ্রীবিষ্ণোস্তু তস্মাদপ্যুৎকর্ষাত্তদ্বিদস্তন্মুখ্যমিতি প্রাণাতিবাদিনঃ সত্যাতিবাদী শ্রেয়ানিতি বিস্ফুটম্। অতএব "সোঽহং ভগবঃ সত্যেনাতিবদানি" (ছা০ ৭।১৬।১) ইতি শিষ্যোঽভ্যর্থয়তে। গুরুরপ্যাহ—"সত্যং ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্"

অতিবাদী, ইতি চেত্তত্রাহুঃ—"সত্যেন" ইতি। অত্র "সত্যেন" ইতি হেতৌ তৃতীয়া,তথাহি তত্রৈব—৪।১৩০ "হেতোস্তৃতীয়া" বিবক্ষান্তর—রহিতঃ ফলসিদ্ধৌ যোগ্যো হেতুঃ তস্মাৎ সত্যেনেতি।

নন্বু শ্রীভগবদভিজ্ঞস্যাতিবাদিত্বে কথম্—"প্রাণো হ্যেবৈতানি সর্ব্বাণি ভবতি, স বা এষ এবং পশ্যন্নেবং মন্বান এবং বিজানন্নতিবাদী ভবতি" ছা০ ৭।১৫।৪,ইতি প্রাণবিদ অতিবাদিত্বমিত্যপেক্ষায়ামাহুঃ—"প্রাণস্য" ইতি।

অথ সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মবিদঃ সর্ব্বশ্রেষ্ঠাতিবাদিত্বং শ্রুত্বা শ্রীনারদঃ প্রার্থয়তি—সোঽহমিতি।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণে "সহার্থে অপ্রধানে তৃতীয়া বিভক্তি হয়" এই প্রকার অনুশাসন পরিদৃষ্ট হয়। সুতরাং সত্যের সহিত প্রাণবিদই যথার্থ অতিবাদী। সমাধান—আপনারা যদি এইপ্রকার আশঙ্কা করেন, তদুত্তরে বলিতেছেন—সত্যেন ইত্যাদি। এই স্থলে 'সত্যেন' এই পদটি হেতুতে তৃতীয়া বিভক্তি হইয়াছে। শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণে অনুশাসন এই প্রকার বিদ্যমান আছে—হেতুর স্থানে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। বিবক্ষার কোন অন্তর রহিত ফলসিদ্ধি বিষয়ে যে যোগ্যতা তাহাকে হেতু বলে। অতএব সত্যেন এই পদটি হেতু অর্থে তৃতীয়া বিভক্তি হইয়াছে, অপ্রধানে নহে। সত্যের দ্বারা অর্থাৎ পরব্রহ্ম নিমিত্তের দ্বারা যে সাধক বিজ্ঞ হয়েন তিনিই অতিবাদী ইহাই ভাবার্থ।

শঙ্কা—যদি বলেন শ্রীভগবদভিজ্ঞ সাধক যদি অতিবাদী হয়েন তবে—প্রাণই সকল বস্তু হইয়াছে, সেই ব্যক্তি এই প্রকার দর্শন করিয়া, এই প্রকার মনন করিয়া, এই প্রকার জানিয়া অতিবাদী হয়" এই রূপে প্রাণবিদের কি প্রকারে অতিবাদিত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন ?

সমাধান—এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—প্রাণস্য ইত্যাদি। নাম হইতে আরম্ভ করিয়া আশা পর্য্যন্ত উপদেশ করেন পরে শ্রীসনৎকুমার প্রাণ উপাসনার শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়া প্রাণের উৎকর্ষ বর্ণনা করিয়াছেন, অতএব প্রাণবিদের অতিবাদিত্ব সিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু সর্ব্বব্যাপক শ্রীবিষ্ণুর প্রাণ হইতেও উৎকর্ষ হেতু শ্রীবিষ্ণুবিৎ মুখ্য অতিবাদী, এই ভাবে প্রাণাতিবাদী হইতে সত্যাতিবাদী পরম শ্রেষ্ঠ ইহাই বিস্ফুট প্রকটিত করা হইল।

অতএব শ্রীনারদ বলিলেন— হে ভগবন্! সেই আমি সত্যের দ্বারা অতিবাদী হইতে পারিব ? এই শিষ্য প্রার্থনা করিলে, শ্রীসনৎকুমার বলিলেন—সত্যকেই বিশেষ ভাবে জান, সত্যের উপাসনা কর" উপদেশ করিলেন। সুতরাং সত্যাতিবাদীই যথার্থ শ্রেষ্ঠ অতিবাদী। অর্থাৎ সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মবিদের

(ছাঃ ৭।১৬।১) ইতি। ন চ পুনঃ প্রশ্নোত্তরাভাবাৎ প্রাণবিষয়মতিবাদিত্বং পরত্রানুকর্ষনীয়মিতিবাচ্যম্, অনবরোধাৎ। তথাহি প্রাণাদূর্দ্ধমপৃচ্ছতোঽয়মাশয়ঃ—নামাদ্যাশাবসানেষ্বচেতনেষূপাস্যেষু পূর্ব্ব পূর্ব্বস্মাদুত্তরোত্তরং ভূয়স্ত্বেনোপদিশ্য তত্তদ্বিদোঽতিবাদিত্বং গুরুণা নোক্তম্। প্রাণশব্দিত জীবাত্ম যাথাত্ম্যবিদস্তু তদুক্তমিতি অত্রৈবোপেদেশস্য পরাকাষ্ঠা ইতি। অতঃ পুনঃ প্রশ্নাভাবঃ। গুরুস্তত্র তমনঙ্গীকুর্ব্বংস্তদভ্যধিক শ্রীবিষ্ণুস্বরূপযাথাত্ম্যাবগমে সত্যেব স ইতি

সোঽহং ত্বাং প্রপন্নো ভগবন্ সত্যেন পরব্রহ্ম সম্বন্ধ বাক্যেন বদানি, তথা মাং নিযুনক্তু যথাহং সদৈব শ্রীভগবদ্ গুণানেব গাস্যামীতি।

ইত্যেবং শিষ্যপ্রার্থনং শ্রুত্বা শ্রীকুমারঃ কথয়তি—হে শ্রীনারদ! সত্যং—সর্ব্বেশ্বরং পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবমেব তু সর্ব্বং ত্যক্ত্বা, এব—নিশ্চিতমেব জিজ্ঞাসিতব্যম্। তস্মাৎ প্রাণাতিবাদিনঃ সত্যাতিবাদী পরমশ্রেষ্ঠ ইতি শ্রুতেরভিপ্রায়ঃ।

নন্বু যথা "অস্তি ভগব আশায়া ভূয়ঃ? ইতি বৎ কথম্—"অস্তি ভগবঃ প্রাণাদ্ ভূয়ঃ? ইতি ন জিজ্ঞাসিতমিত্যপেক্ষায়ামাহুঃ—ন চেতি। তথাহীতি—প্রাণাতিবাদিত্বং শ্রুত্বা শ্রীনারদস্যায়মাশয় ইতি।

সর্ব্বশ্রেষ্ঠাতিবাদিত্ব শ্রবণ করিয়া শ্রীনারদ শ্রীসনৎকুমারকে প্রার্থনা করিলেন—সেই আমি ইত্যাদি। সেই আমি আপনার শরণাগত হইলাম, হে ভগবন্! সত্যের—পরব্রহ্ম সম্বন্ধ বাক্যের দ্বারা বলিব, আপনি সেই ভাবে আমাকে নিয়োগ করুন, যেন আমি সর্ব্বদাই শ্রীভগবানের গুণসকলই কীর্ত্তন করি।

এই প্রকার শিষ্যের প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া শ্রীসনৎকুমার কহিলেন—হে শ্রীনারদ! সত্যকে অর্থাৎ সর্ব্বেশ্বর পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবকেই সকল পরিত্যাগ করিয়া 'এব' অর্থাৎ নিশ্চিতরূপে জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য। অতএব প্রাণাতিবাদী হইতে সত্যাতিবাদী পরম শ্রেষ্ঠ ইহাই শ্রুতির অভিপ্রায়।

শঙ্কা—যদি বলেন—যেমন "হে ভগবন্! আশা হইতে শ্রেষ্ঠ কে? এই প্রকার যেমন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সেই প্রকার—হে প্রভো! প্রাণ হইতে শ্রেষ্ঠ কে" কেন জিজ্ঞাসা করেন নাই?

সমাধান—এই প্রকার আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—ন চ ইত্যাদি। যদি বলেন—প্রাণাতিবাদির শ্রেষ্ঠতা শ্রবণ করিয়া শ্রীনারদ এবং শ্রীসনৎকুমারের প্রশ্ন ও উত্তরের অভাব হেতু প্রাণ বিষয়ে যে অতিবাদিতা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা পরে অর্থাৎ সত্য বিষয়ে অনুকর্ষণ করা হইবে না"। আপনারা এই প্রকার বলিতে পারেন না. কারণ সে বিষয়ে আপনাদের বোধই নাই। প্রাণবিদই অতিবাদী এই প্রকার শ্রবণ করিয়া দেবর্ষি নারদের 'প্রাণ হইতে কোন শ্রেষ্ঠ বস্তু আছে কি না?' এই প্রকার জিজ্ঞাসা না করিবার অভিপ্রায় এই—নাম হইতে আরম্ভ করিয়া আশা পর্য্যন্ত উপদেশ করিয়া অবসান করেন, কিন্তু সেই সকল অচেতন উপাস্যবর্গের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব হইতে উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ বলিয়া শ্রীসনৎকুমার উপদেশ করতঃ তৎ তদ্ বিদ্ অর্থাৎ নামবিৎ, আশাবিৎ প্রভৃতির অতিবাদিত্ব বর্ণনা করেন নাই, কিন্তু প্রাণ শব্দবাচ্য

স্বয়মেব "এষ তু" (ছা০ ৭।১৬।১) ইত্যাদিভিরুপদিশতি। শিষ্যশ্চ সর্ব্বোৎকৃষ্টে শ্রীবিষ্ণৌ তস্মিন্নুপদিষ্টে তদুপাসন তদুপায় তৎস্বরূপ যাথাত্ম্য প্রতিপিৎসয়া "সোঽহং ভগবঃ সত্যেনাতি বদানি" (ছা০ ৭।১৬।১) ইত্যাদিকমভ্যর্থয়তে।

নচোপক্রমাদ্দিদৃষ্ট আত্মশব্দঃ প্রাণসচিবং জীবমাহ' ইতি শক্যং বদিতুম্. তস্য পরস্মিন্নেব মুখ্যে ব্যুৎপন্নত্বাৎ। "আত্মতঃ প্রাণঃ" (ছা০ ৭।২৬।১) ইত্যগ্রিম বাক্যবিরোধাচ্চ। এবং সতি "যত্রনান্যৎ" (ছা০ ৭।২৪।১) ইত্যাদি বাক্যসঙ্গতি দর্শিতাপি নিরস্তা। যত্র ভূমন্যনুভূয়মানে সতি অনুভবিতুঃ তদাবিষ্টস্যান্যদর্শনাদিকং নিষিধ্যতে। সৌষুপ্তিকং সুখং ত্বস্বয়মিতি সুষুপ্তস্য

ননু এতৎ প্রকরণস্য উপক্রমবাক্যে—"তরতি শোকমাত্মবিৎ" ছা০ ৭।১।৩. ইতি প্রাণসচিবাত্মশব্দঃ কথনাৎ সৈব "ভূমা" ইতি চেত্তত্রাহ— ন চেতি। অত্র আত্মশব্দেন প্রাণসচিব জীবগ্রহণে অগ্রিমবাক্য বিরোধঃ স্যাদিতি প্রদর্শয়ন্তি—আত্মতঃ ইতি। আত্মতঃ প্রাণঃ" ইতি আত্মশব্দিতস্য পরব্রহ্মণঃ সকাশাৎ সর্ব্বেষাং পদার্থানাং আবির্ভাব-তিরোভাবৌ ভবত ইতি সিদ্ধান্তঃ। যত্তু "সুখমহমস্বাপ্সম্" ইত্যাদিনা নিদ্রিতস্য জীবস্য ভূমাত্বং প্রতিপাদিতং তদাত্মনঃ সর্ব্ব কারণত্ব প্রতিপাদনাৎ নিরস্তং বেদিতব্যমিতি।

জীবাত্মার বিষয়ে যথার্থ জ্ঞানিরই অতিবাদিত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন, এই প্রকার এই স্থানেই উপদেশের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং শ্রীনারদ আর পুনরায় প্রশ্ন করেন নাই।

শ্রীগুরুদেব সনৎকুমার তাহা অঙ্গীকার না করিয়া প্রাণশব্দ জীবাত্মা হইতে সর্ব্বপ্রকারে অধিক বা শ্রেষ্ঠ সর্ব্বব্যাপক শ্রীবিষ্ণুস্বরূপ যাথাত্ম্য অবগমে স্বয়ং শ্রীসনৎকুমার 'এই সেই শ্রেষ্ঠ অতিবাদী' উপদেশ করিলেন। সর্ব্বোৎকৃষ্ট শ্রীবিষ্ণুবিষয়ে শ্রীনারদকে উপদেশ করিলে পরে শিষ্য শ্রীনারদও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রীভগবানের উপাসনা, তাঁহার উপায়, তাঁহার স্বরূপ যাথাত্ম্য বিশেষরূপে জানিবার ইচ্ছা করিয়া বলিলেন হে ভগবন্! সেই আমি সত্য সম্বন্ধের দ্বারা অতিবাদী হইতে পারিব? ইত্যাদি জানিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়াছেন।

শঙ্কা—যদি বলেন—এই ভূমা প্রকরণের উপক্রম বাক্যে "যিনি আত্মজ্ঞানী তিনি শোকের পরপারে গমন করেন" এই প্রকার প্রাণসহচর জীবাত্মা শব্দ কথন হেতু সেই জীবাত্মাই ভূমা হউক, সমাধান—আপনারা এই প্রকার বলিতে পারেন না, উপক্রমে ঐরূপ বাক্য পরিদর্শন করিয়া আত্মা শব্দ প্রাণসচিব জীব এই কথা বলিতে পারিবেন না। কারণ আত্মা শব্দ পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবেই মুখ্যরূপে ব্যুৎপাদিত করা হইয়াছে। এই প্রকরণে আত্মা শব্দের দ্বারা প্রাণসহচর জীবাত্মাকে গ্রহণ করিলে অগ্রিম বাক্যের যে প্রকার বিরোধ হইবে তাহা প্রদর্শন করাইতেছেন—আত্মা ইত্যাদি। আত্মা হইতে প্রাণ হয়" অর্থাৎ আত্মা শব্দবাচ্য পরব্রহ্ম হইতে সকল পদার্থের আবির্ভাব এবং তিরোভাব হয় ইহাই সিদ্ধান্ত। অতএব জীবাত্মা হইতে সকল পদার্থে উৎপত্তি হয় না, সুতরাং এই স্থলে বিরোধ হইয়া যায়।

প্রাণিনঃ ভূমরূপত্বং বদন্ নুপহাসাস্পদম্। তস্মাৎ শ্রীবিষ্ণুরেব ভূমা ॥ ৮ ॥

ওঁ ॥ ধর্ম্মোপপত্তেশ্চ ॥ ওঁ ॥ ১।৩।২।৭।

অস্মিন্ ভূম্নি যে ধর্ম্মাঃ পঠ্যন্তে তে পরব্রহ্মণি শ্রীবিষ্ণাবেবোপপদ্যন্তে নান্যত্র। "যো

সঙ্গতিঃ—এবং সিদ্ধান্তং প্রদর্শ্য সঙ্গতিং নিরূপয়ন্তি—তস্মাদিতি। ভূমরূপত্ব-সত্যরূপত্ব-তদারাধক-স্যাতিবাদিত্ব-সম্প্রসাদোপাস্যত্ব-সর্ব্বাধারত্ব-সর্ব্বপালকত্ব-সর্ব্বসংহর্ত্তৃত্ব-সর্ব্বারাধ্যত্বাদি অস্মিন্ শ্রীনারদ-সনৎকুমারসংবাদে প্রতিপাদনাৎ শ্রীগোবিন্দদেব এব ভূমা ইতি ভাষ্যার্থঃ ॥ ৮ ॥

অথ সঙ্গতিমুখেন দিব্যাপ্রাকৃতগুণগণপরিপূর্ণঃ শ্রীভগবানেব ভূমা ইতি প্রতিপাদয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—ধর্ম্মেতি। ছান্দোগ্যোপনিষদি ভূমপ্রকরণে যে দিব্যধর্ম্মা বর্ণিতাঃ তে ভূমধর্ম্মাঃ শ্রীবিষ্ণৌ এব উপপত্তির্দৃশ্যতে ন তু অন্যত্র।

অথ সর্ব্বব্যাপকে শ্রীগোবিন্দদেবে ভূমপ্রকরণোক্তান্ গুণান্ সঙ্গময়ন্তি—'য' ইতি। অমৃতমিতি শ্রীভাগবতে—৮।১২।৭, "ত্বং ব্রহ্ম পূর্ণমমৃতম্" শ্রীষষ্ঠে চ—৯।৩৩, "আত্মলোকে স্বয়মুপলব্ধ নিজসুখানুভবো

এই প্রকার "যে স্থানে অন্য শ্রবণ করা যায় না" ইত্যাদি বাক্য জীববিষয়ে সঙ্গতি প্রদর্শিত করা হইয়াছিল, তাহা উপর্য্যুক্ত সমালোচনার দ্বারাই নিরস্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এই বাক্যের সারার্থ এই যে—যে ভূমাপুরুষ শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবকে অনুভব করিলে অনুভবকারী সাধকের অন্য দর্শনাদি নিষেধ করা হইয়াছে। ভূমাই সুখস্বরূপ' এই সুখ সুষুপ্তি সুখ, সুতরাং সুপ্ত জীবই ভূমা, এই প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়া আপনারা কেবল উপহাসের পাত্র হইয়াছেন। অর্থাৎ 'আমি সুখে ঘুমাইয়াছিলাম' ইত্যাদির দ্বারা নিদ্রাভিভূত জীবের যে ভূমাত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে, তাহা পরমাত্মার সর্ব্বকারণত্ব প্রতিপাদন হেতু নিরস্ত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে।

সঙ্গতি—এই প্রকার সিদ্ধান্ত প্রদর্শিত করিয়া সঙ্গতি নিরূপণ করিতেছেন—অতএব সর্ব্বব্যাপক শ্রীবিষ্ণুই ভূমা। শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবকে ভূমাস্বরূপ, সত্যস্বরূপ, তাঁহার আরাধকই মুখ্য অতিবাদী, সম্প্রসাদ উপাস্য, সর্ব্বাধার, সর্ব্বপালক, সর্ব্বসংহারকর্ত্তা, সকলের পরমারাধ্য ইত্যাদি এই শ্রীনারদ-সনৎকুমার সংবাদে প্রতিপাদন করা হেতু শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবই ভূমা, ইহাই এই ভাষ্যের যথার্থ অর্থ ॥ ৮ ॥

অনন্তর সঙ্গতি প্রদর্শনমুখে দিব্য-অপ্রাকৃত গুণগণ পরিপূর্ণ শ্রীভগবানই ভূমা এই প্রকার ভগবান শ্রীবাদরায়ণ প্রতিপাদন করিতেছেন—ধর্ম্ম ইত্যাদি। সকল ধর্ম্মের উপপত্তি হেতু শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবই ভূমা। অর্থাৎ ছান্দোগ্যোপনিষদে ভূমা প্রকরণে যে দিব্য ধর্ম্মসকল বর্ণিত হইয়াছে, সেই সকল ভূমা ধর্ম্ম শ্রীবিষ্ণুতেই যথাযথ ভাবে উপপত্তি দেখা যায়, অন্যত্র নহে।

এই ছান্দোগ্য উপনিষদের শ্রীনারদ-সনৎকুমার সংবাদে ভূমাতে যে সকল ধর্ম্ম প্রতিপাদন

বৈ ভূমা তদমৃতম্" (ছা° ৭।২৪।১) ইতি স্বাভাবিকমমৃতত্বম্। "স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি স্বে মহিম্নি" (ছা° ৭।২৪।১) ইত্যনন্যাধারত্বম্। "স এবাধস্তাৎ" (ছা° ৭।২৫।১) ইত্যাদিনা

ভবান্ ইতি। তস্মাৎ স্বাভাবিকমমৃতস্বরূপং শ্রীগোবিন্দদেবঃ।

অথ অনন্যাধারত্বে সতি সর্ব্বাধারত্বং প্রতিপাদয়তি শ্রুতিঃ—'স' ইতি। অত্র শ্রীনারদঃ—সর্ব্বাতিশয় সুখস্বরূপং ভূমানং শ্রুত্বা, তন্মহিমানমবগত্য চ পৃচ্ছতি —হে ভগবন্! স ভূমা কস্মিন্ স্থানে কালে বা প্রতিষ্ঠিতো ভবতি? অবস্থানং করোতীত্যর্থঃ। তত্র উত্তরয়তি শ্রীকুমারঃ—স্বে মহিম্নি" স্বে স্বকীয়ে, অসাধারণ মাহাত্ম্যে, ন তু কস্মিন্নপি অন্যাধারে। এবমেবাহুঃ শ্বেতাশ্বতরাঃ— ৩।৯, "যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ যস্মান্নানীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কশ্চিৎ। বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকস্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বম্॥ শ্রীভাগবতে চ—১।১।১, "স্বরাট্" স্বেনৈব রাজতে যস্তমিতি টীকা" কিঞ্চ সর্ব্বাশ্রয়ত্বমিতি—"স এবাধস্তাৎ স

করিয়াছেন সেই ধর্ম্মসকল পরব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপক শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবেই উপপত্তি হয়, অন্যত্র নহে।

অতঃপর সর্ব্বব্যাপক শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবে ভূমপ্রকরণে কথিত গুণসকল সঙ্গতি করিতেছেন—যে ইত্যাদি। "যিনি ভূমা তিনি অমৃত" তিনি যে অমৃত এই বিষয়ে শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে— দেবাদিদেব মহাদেব শঙ্কর শ্রীভগবানকে কহিলেন—হে প্রভো! তুমি ব্রহ্ম পূর্ণশক্তিমান এবং অমৃতস্বরূপ।

শ্রীভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে দেবতাগণ শ্রীভগবানকে কহিলেন—হে পরমেশ্বর! আপনার দিব্য বৈকুণ্ঠাদি আত্মলোকে স্বয়ং নিজ সুখ উপলব্ধি করেন। অতএব স্বাভাবিক অমৃতস্বরূপ পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব।

অনন্তর শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের অন্য কোন প্রকার আধাররহিত হইয়াও সর্ব্বাধারত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন —সে ইত্যাদি। হে ভগবন্! সেই ভূমা কোথায় প্রতিষ্ঠিত আছেন? উত্তর—নিজ মহিমাতেই। অর্থাৎ সর্ব্বাতিশয় সুখস্বরূপ ভূমার বিষয় শ্রবণ করতঃ এবং তাঁহার মহিমা অবগত হইয়া শ্রীনারদ জিজ্ঞাসা করিলেন—হে ভগবন্! আপনি যে ভূমার কথা বলিলেন সেই ভূমা কোন স্থানে, অথবা কোন কালে প্রতিষ্ঠিত হয়েন? অবস্থান করেন? এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীসনৎকুমার কহিলেন তিনি নিজ মহিমাতে অবস্থান করেন। অর্থাৎ স্ব স্বকীয় অসাধারণ মাহাত্ম্যে শ্রীভূমাপুরুষ অবস্থান করেন, কিন্তু অন্য কোন আধারে অবস্থান করেন না।

এইপ্রকার ভূমাপুরুষের অনন্যাধারত্ব প্রতিপাদন করা হইল। এই বিষয়ে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ এইরূপ নিরূপণ করিয়াছেন —মন্ত্রের 'পর' শব্দ উৎকৃষ্ট প্রতিপাদক এবং অপর শব্দ 'অন্য' বাচক। যাঁহা হইতে অন্য কোন বস্তু কিঞ্চিতও উৎকৃষ্ট নাই, যাঁহা হইতে কোন সূক্ষ্মবস্তু আর দ্বিতীয় নাই তথা বিরাট বস্তুও কেহ নাই, যিনি একমাত্র নিজ চিন্ময়ধামে বৃক্ষের সদৃশ অপ্রণত অবস্থায় একাকী অবস্থান করেন, সেই সর্ব্বব্যাপক অনন্যাধার পুরুষ শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব কর্ত্তৃক এই সকল পরিপূর্ণ রহিয়াছে।

সর্ব্বাশ্রয়ত্বম্। "আত্মতঃ প্রাণঃ" (ছা° ৭।২৬।১) ইত্যাদিনা সর্ব্বকারণত্বঞ্চেত্যাদয়ঃ ॥ ৭ ॥

উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ স এবেদং সর্ব্বমিতি সম্পূর্ণা শ্রুতিঃ।

সর্ব্বকারণত্বমিতি—"আত্মতঃ প্রাণ আত্মত আশাত্মতঃ স্মর আত্মত আকাশ আত্মতস্তেজ আত্মত আপ আত্মত আবির্ভাবতিরোভাবৌ" ইতি। এতৌ তু শ্রীভগবত্যেব পঠ্যতে তথাহি—শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াম্—৫।৫১, "অগ্নির্মহী গগনমম্বু মরুদ্দিশশ্চ কালস্তথাত্ম মনসীতি জগত্রয়াণি। যস্মাদ্ ভবন্তি বিভবন্তি বিশন্তি যঞ্চ গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি॥ অপি চ—৫।১, ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥ শ্রীগীতাসু—১০।৮, "অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে॥ শ্রীভাগবতে—৮।৬।১০, "ত্বষ্যগ্র আসীৎ ত্বয়ি মধ্য আসীৎ ত্বয্যন্ত আসীদিদমাত্ম-তন্ত্রে। ত্বমাদিরন্তো জগতোঽস্য মধ্যং ঘটস্য মৃৎস্নেব পরঃ পরস্মাৎ॥ তৈত্তিরীয়কে চ—৩।১।১, "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব, তদ্ ব্রহ্মেতি।

শ্রীভাগবতেও তাঁহাকে অনন্যাধার প্রতিপাদন করিয়াছেন—তিনি স্বরাট্ অর্থাৎ যিনি স্বীয় মহিমাতেই বিরাজিত আছেন তিনি স্বরাট্, এই প্রকার শ্রীস্বামিটীকায় নিরূপণ করিয়াছেন। কিন্তু এই ভূমাকে সর্ব্বাশ্রয়ও বর্ণনা করা হইয়াছে, তিনি অধোদেশে ইত্যাদি। অর্থাৎ—তিনি সকলের অধোদেশে, তিনি ঊর্দ্ধদেশে, তিনি পশ্চাতে, তিনি নিকটে, তিনি দক্ষিণ দিকে, তিনি উত্তর দিকে, তিনি এই সকল পদার্থ, ইহা সমগ্র শ্রুতিবাক্য, সুতরাং ভূমাপুরুষ সকল বস্তুর পরম আশ্রয়।

আরও এই ভূমাপুরুষ সকলের পরম কারণ যেহেতু এই প্রকরণে বর্ণিত আছে—ভূমা শব্দবাচ্য আত্মা হইতে প্রাণ উৎপন্ন হয়, আত্মা হইতে আশা উৎপন্ন হয়, আত্মা হইতে স্মর উৎপন্ন হয়, আত্মা হইতে আকাশ, আত্মা হইতে তেজঃ, আত্মা হইতে জল এবং আত্মা হইতেই সকল বস্তুর আবির্ভাব ও তিরোভাব হয়। সকল পদার্থের আবির্ভাব, তিরোভাব কিন্তু শ্রীভগবানেতেই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া শ্রুতি পাঠ করেন। এই বিষয়ে শ্রীব্রহ্মসংহিতায় বর্ণিত আছে—অগ্নি, পৃথিবী, আকাশ, জল পবন, দিক সকল, কাল তথা আত্মা, মন, জগত্রয় যাঁহা হইতে উৎপন্ন হয়, বৃদ্ধি হয় এবং যাহাতে প্রবেশ করে সেই আদিপুরুষ শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবকে আমি আরাধনা করি।

তিনি যে পরম কারণ এই বিষয়ে আরও বলিয়াছেন—সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীশ্রীকৃষ্ণ পরম ঈশ্বর, তিনি আদি, তাঁহার কেহ আদি নাই সেই শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবই সকল কারণের কারণ। শ্রীগীতায় বলিয়াছেন—আমি সকলের উৎপত্তি স্থান, আমা হইতেই সকল বস্তু প্রবর্ত্তিত হয়। শ্রীভাগবতে ব্রহ্মা শ্রীভগবানকে বলিলেন—হে সর্ব্বকারণ! আত্মতন্ত্র আপনি, আপনাতে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ লীন ছিল, মধ্যেও আপনাতেই অবস্থান করিতেছে, অন্তকালে আপনাতেই বিলীন হইয়া যাইবে, সুতরাং আপনিই জগতের আদি, মধ্য এবং অন্ত্য যে প্রকার মৃত্তিকা ঘটের আদি, মধ্য ও অন্ত্য।

৩ ॥ অক্ষরাধিকরণম্ ॥

বৃহদারণ্যকে পঠ্যতে (৩ ৮।৭ ৮) "কস্মিন্ নু খল্বাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি, সহো-

---

তস্মাদ্ ভূমপ্রকরণোক্ত গুণানাং শ্রীগোবিন্দদেব এব বিদ্যমানত্বাৎ ভূমাত্র শ্রীগোবিন্দদেবঃ, ন তু প্রাণসচিবজীব ইত্যধিকরণার্থঃ ॥ ৯ ॥

॥ ইতি ভূমাধিকরণং দ্বিতীয়ং সম্পূর্ণম্ ॥ ২ ॥

৩ ॥ অক্ষরাধিকরণম্—

পূর্ব্বত্র ভূমাধিকরণে "স এব অধস্তাৎ" ইত্যাদিনা সর্ব্বাশ্রয়ত্বং পরব্রহ্মণঃ প্রতিপাদিতং পুনরক্ষরাধিকরণে তস্য আকাশান্ত—সর্ব্বাধারত্বং প্রতিপাদয়ন্তীতি অধিকরণ সঙ্গতিঃ। যদ্বা পূর্ব্বত্র ভূমাধিকরণে ভূমশব্দস্য ব্রহ্মত্বসাধকঃ সত্যশব্দো বিদ্যতে, তথাত্র অক্ষরপ্রকরণে তৎ প্রতিপাদকঃ শব্দাভাবাৎ নাত্র ব্রহ্ম-প্রতিপাদয়তীতি প্রত্যুদাহরণ সঙ্গতিঃ।

বিষয়ঃ—অথ অক্ষরশব্দস্য ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদনেঽধিকরণমারভ্য বিষয়বাক্যং কথয়ন্তি—বৃহদারণ্য-কেতি। অত্রেয়মাখ্যায়িকা বৃহদারণ্যকে দৃশ্যতে—আসীৎ কিল বিদেহানাং রাজা জনকঃ, স তু বহুদক্ষিণেন

তৈত্তিরীয় উপনিষদে বর্ণিত আছে—যাঁহা হইতে এই ভূতসকল জাত হয়, যাঁহার দ্বারা জাত হইয়া জীবিত থাকে, প্রলয়কালে যাঁহাতে প্রবেশ করে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি ব্রহ্ম।

অতএব ভূমা প্রকরণ বর্ণিত দিব্যগুণ সকলের শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবেই বিদ্যমান থাকা হেতু শ্রীশ্রীগোবিন্দ দেবই ভূমা কিন্তু প্রাণসচিব জীব নহে, ইহাই এই অধিকরণের অর্থ ॥ ৯ ॥

॥ এই দ্বিতীয় ভূমাধিকরণ সমাপ্ত হইল ॥ ২ ॥

৩ ॥ অক্ষরাধিকরণ—

অতঃপর অক্ষরাধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন। পূর্ব্বে ভূমাধিকরণে "তিনিই অধোদেশে" ইত্যাদির দ্বারা পরব্রহ্মের সর্ব্বাশ্রয়ত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন, ইদানীং পুনরায় অক্ষরাধিকরণে সেই পর-ব্রহ্মের সর্ব্বাধারত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন, এই প্রকারে অধিকরণ সঙ্গতি সিদ্ধ হয়। অথবা—পূর্ব্বে ভূমাধিকরণে ভূমা শব্দের ব্রহ্মত্ব সাধক 'সত্য' শব্দ বর্ত্তমান আছে, সুতরাং ভূমা শব্দে পরব্রহ্মকেই বুঝায়। কিন্তু এই অক্ষর প্রকরণে ব্রহ্মপ্রতিপাদক শব্দের নিতান্ত অভাব হেতু এই প্রকরণে ব্রহ্মপ্রতিপাদন করি-তেছে না, এই প্রকার প্রত্যুদাহরণ সঙ্গতি।

বিষয়—অনন্তর অক্ষর শব্দের ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদনের নিমিত্ত অধিকরণ আরম্ভ করিয়া বিষয়-বাক্য কহিতেছেন—বৃহদারণ্যকে পাঠ করেন ইত্যাদি। এই আকাশ কাহাতে ওতপ্রোত রহিয়াছে ? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিলেন—যাহাতে আকাশ ওতপ্রোত রহিয়াছে তাহা এই প্রসিদ্ধ অক্ষর, হে

বাচ এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি! ব্রাহ্মণা অভিবদন্ত্যস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘমলোহিতমস্নেহমচ্ছায়ম্" ইত্যাদি।

যজ্ঞেন ঈজে। তত্র সমবেতানাং ব্রাহ্মণানাং মধ্যে "কঃ স্বিদেষাং ব্রাহ্মণানামনুচানতমঃ" ইতি জনকস্য বিজিজ্ঞাসা বভূব। অথ গো সহস্রং বদ্ধা তেষাং শৃঙ্গয়োঃ পাদানাং বিংশতিঃ স্বর্ণং নিবদ্ধয়ামাস।

উবাচ চ—ভো ব্রাহ্মণাঃ! যো বো ব্রহ্মিষ্ঠঃ স এতা গা গৃহ্নাতু"। তে হ ব্রাহ্মণা ন সাহসঞ্চক্রুঃ। তেষু যাজ্ঞবল্ক্যঃ স্বশিষ্যমাদিশ্য তা গ্রাহয়ামাস, কিন্তু ব্রাহ্মণাশ্চুক্রুধুঃ। যাজ্ঞবল্ক্যঃ কথং নো ব্রহ্মিষ্ঠ ইতি। ইত্যেবং সর্বে ব্রাহ্মণাঃ প্রশ্নকর্ত্তুমারব্ধাঃ। অথৈতৎ প্রশ্নক্রমে বচক্নোর্দুহিতা বাচক্নবী গার্গী নামতো ব্রাহ্মণকন্যা জিজ্ঞাসিতবতী—কস্মিন্ নু" ইতি। যাজ্ঞবল্ক্য হোবাচ—"যদূর্দ্ধং গার্গি দিবো যদবাক্ পৃথিব্যা যদন্তরা দ্যাবা পৃথিবী ইমে যদ্‌ভূতং চ ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চ ইত্যাচক্ষত আকাশ এব তদোতং চ প্রোতং চেতি" ইত্যুক্তে যাজ্ঞবল্ক্যে পৃচ্ছতি গার্গী—কস্মিন্ পূর্ববৎ কস্মিন্ স্থানে কালে বা স আকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ

গার্গি! বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ এই অক্ষরকে অস্থূল, অনণু, অহ্রস্ব, অদীর্ঘ, অলোহিত, অস্নেহ, অচ্ছায় ইত্যাদি রূপে বলিয়া থাকেন।

এই প্রসঙ্গে বৃহদারণ্যক উপনিষদে একটি আখ্যায়িকা দেখা যায় পুরাকালে বিদেহ দেশবাসী জনগণের জনক নামে একজন রাজা ছিলেন। একদা রাজা জনক বহুদক্ষিণাযুক্ত একটি যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন, সেই যজ্ঞে সমবেত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের মধ্যে "কে এই ব্রাহ্মণগণের মধ্যে অনুচান—বেদজ্ঞ শ্রেষ্ঠ" ? এই প্রকার রাজা জনকের জিজ্ঞাসার উদয় হইল। তাহা নিশ্চয় করিবার নিমিত্ত রাজা এক হাজার গাভী আবদ্ধ করতঃ তাহাদের শৃঙ্গদ্বয়ের মধ্যে বিংশতি পাদ সুবর্ণ নিবদ্ধ করিলেন।

এই প্রকার করিয়া ব্রাহ্মণ সকলকে বলিলেন—ভো ব্রাহ্মণগণ! আপনাদের মধ্যে যিনি ব্রহ্মজ্ঞ তিনি এই গাভীসকলকে গ্রহণ করুন। রাজা জনকের এইপ্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণগণ সাহস করিলেন না। ব্রাহ্মণগণের ঐ প্রকার অবস্থা পরিদর্শন করিয়া মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য নিজশিষ্যবৃন্দকে আদেশ করিয়া গাভীগণকে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণগণ মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের ঐ ব্যবহার সহ্য করিতে না পারিয়া ভয়ানক ক্রোধ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন—এই যাজ্ঞবল্ক্য কি প্রকারে আমাদের সকলের হইতে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞ? এইভাবে সমস্ত ব্রাহ্মণগণ যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর এই প্রশ্নক্রমে বচক্নু নামে মুনির দুহিতা বাচক্নবী—গার্গী নামে ব্রাহ্মণকন্যা মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কোথায় এই ইত্যাদি। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—হে গার্গি! যাহা দ্যুলোকের উর্দ্ধে অবস্থিত, যাহা নিম্নে অবস্থিত, যাহা পৃথিবীর মধ্যে এবং যাহা আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে, যাহা অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ ইত্যাদি বলে। এই সকল আকাশে ওতপ্রোত হইয়া অবস্থান করে।

যাজ্ঞবল্ক্য এই প্রকার বলিলে, গার্গী জিজ্ঞাসা করিলেন—হে ব্রহ্মন! কোন স্থানে অথবা কোন

তিষ্ঠতি? তত্রাদৌ কালত্রয়াতীতত্বাদাকাশং তাবদ্ দুর্ব্বাচ্যমেব, তদাধারত্বাৎ ততোঽপি দুর্জ্ঞেয়মক্ষরং যস্মিন্নাকাশমোতঞ্চ প্রোতঞ্চ, তস্মাদবাচ্যমিতি মনসি কৃত্বা ন প্রতিপাদ্যতে সা তু অপ্রতিপত্তির্নাম নিগ্রহস্থানম্। যদি অবাচ্যমপি বক্ষ্যতি তথাত্বে বিপ্রতিপত্তির্নাম নিগ্রহস্থানমিতি, অতো দুর্ব্বচনমিতি দুঃখেনাপি বক্তুং ন শক্যতে যাজ্ঞবল্ক্য ইতি গার্গ্যা আশয়ঃ।

তদাশয়ং জ্ঞাত্বা উত্তরয়তি ব্রহ্মবিদ্ যাজ্ঞবল্ক্যঃ স হোবাচ" ইতি। হে গার্গি! যৎ ত্বং পৃচ্ছসি এতদ্বৈতৎ অক্ষরং—যন্নক্ষীয়তে, ন ক্ষরতীতি বা। তথাহি শ্রীগীতাসু—৮।৩, "অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম" ইতি ব্রাহ্মণাঃ বেদার্থতত্ত্বজ্ঞাঃ, অভিবদন্তি—জানন্তি প্রচারয়ন্তি চ। তস্মাৎ ব্রাহ্মণাভিবদনকথনেন অহং নাবাচ্যং বক্ষ্যামি, অতস্ত্বয়া শঙ্কা রহিতয়া ভবিতব্যমিতি।

অত্রৈবং প্রশ্নোত্তরে—গার্গি-যাজ্ঞবল্ক্যয়োঃ। গার্গী—কথয়তু কিং তদক্ষরং যদ্‌ব্রাহ্মণা অভিবদন্তীতি। যাজ্ঞবল্ক্যঃ—অস্থূলম্, স্থূলাদন্যম্। গার্গী—তর্হি অণুরেবাস্তু স্থূলাভাবাৎ? যাজ্ঞবল্ক্যঃ—অনণুঃ, স্থূলপ্রতিযোগিরণুরপি তদক্ষরং ন ভবতি। গার্গী—অস্তু তর্হি হ্রস্বং তদক্ষরম্? যাজ্ঞবল্ক্যঃ—তদপি ন

কালে আকাশ ওতপ্রোত হইয়া অবস্থান করে? এই স্থলে বাচক্নবী গার্গীর হৃদয়ের অভিপ্রায় এই প্রকার—প্রথমতঃ কালত্রয়ের অতীত বস্তু হওয়া হেতু আকাশই দুর্ব্বাচ্য হইতেছে এবং ঐ আকাশেরর আধার হেতু আকাশ হইতেও দুর্জ্ঞেয় অক্ষর, যে অক্ষরে আকাশ ওতপ্রোত রহিয়াছে। অতএব এই অক্ষর অবাচ্য' এই প্রকার মনে করিয়া যদি তাহা প্রতিপাদন না করেন, তাহা হইলে কিন্তু ঐ অবাচ্য 'অপ্রতিপত্তি' নামে নিগ্রহ স্থান হইবে। যদি অক্ষর অবাচ্য হইলেও যাজ্ঞবল্ক্য বর্ণনা করেন তাহা হইলে উহা 'বিপ্রতিপত্তি' নামে নিগ্রহ স্থান হইবে। অতএব আকাশ কাহাতে ওতপ্রোত আছে তাহা দুর্ব্বাচ্য অর্থাৎ যাজ্ঞবল্ক্য অত্যন্ত দুঃখেও বলিতে সমর্থ হইবেন না, সুতরাং ইনি শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞও হইবেন না। ইহাই গার্গীর প্রশ্ন করিবার আশয়।

ব্রহ্মবিৎ শ্রেষ্ঠ মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীর ঐ হৃদয়ের অভিপ্রায় জানিয়াই উত্তর প্রদান করিতেছেন—তিনি বলিলেন ইত্যাদি। যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন—হে গার্গি! তুমি যাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ তাহা এই প্রসিদ্ধ অক্ষর অর্থাৎ যাঁহার কোন প্রকার ক্ষয় নাই, বা যিনি ক্ষর নহেন।

এই বিষয়ে শ্রীগীতায় বলিয়াছেন—অক্ষরই পরম ব্রহ্ম, এই প্রকার ব্রাহ্মণগণ—বেদার্থতত্ত্বজ্ঞবৃন্দ বিশেষ ভাবে জানেন এবং প্রচার করেন, অতএব যাহা ব্রাহ্মণ সকলে বলিয়াছিলেন আমি তাহাই বলিতেছি, সুতরাং এই বর্ণনের দ্বারা আমি কোন প্রকার অবাচ্য বস্তু বলিতেছি না, অতএব তোমার কোন প্রকার আশঙ্কা করা উচিত নহে, আমি যাহা বলিতেছি তাহা শ্রবণ কর।

এই স্থলে গার্গী এবং যাজ্ঞবল্ক্যের এই প্রকার প্রশ্ন এবং উত্তর হইয়াছিল। গার্গী জিজ্ঞাসা করিলেন—হে ভগবন্! বলুন সেই অক্ষর কি? যাহা ব্রাহ্মণগণ বলিয়া থাকেন?

তত্র সংশয়ঃ—কিমক্ষরং প্রধানং ? কিম্বা জীবঃ ? উত ব্রহ্ম ইতি ?
তত্র ত্রিষ্বপ্যক্ষরশব্দপ্রয়োগাদনির্ণয়ঃ স্যাদিতি প্রাপ্তৌ—

অহ্রস্বম্। গার্গী—ননু তর্হি দীর্ঘমস্তু ? যাজ্ঞবল্ক্যঃ—নাপি দীর্ঘং এবমেতশ্চতুর্ভিঃ পরিণাম প্রতিষেধাৎ দ্রব্যধর্ম্মঃ প্রতিষেধঃ। তস্মাৎ কিমপি দ্রব্যং ন তদক্ষরম্। গার্গী—ননু দ্রব্য প্রতিষেধাৎ গুণোঽস্তু লোহিতো গুণঃ, আগ্নেঃ গুণো লোহিতঃ, যাজ্ঞবল্ক্যঃ—অলোহিতম্। গার্গী—ভবতু তর্হি স্নেহগুণযুক্তম্ ? যাজ্ঞবল্ক্যঃ—তদপি ন, অস্নেহম্। গার্গীঃ—অস্তু তর্হি ছায়া ? যাজ্ঞবল্ক্যঃ—ছায়াপি ন, অচ্ছায়াম্। ইতি গার্গিযাজ্ঞবল্ক্যসংবাদে অক্ষরমীমাংসা দরীদৃশ্যতে। "ইতি বিষয়বাক্যম্"।

সংশয়ঃ—অথ বৃহদারণ্যকোক্ত—বিষয়বাক্যে ভবতি সংশয়ঃ কিমিতি।

পূর্ব্বপক্ষঃ—ইত্যেবং ত্রিবিধং সংশয়ং সমুৎপন্নে পূর্ব্বপক্ষমবতারয়ন্তি—তত্রেতি। ত্রিষ্বপি প্রধান জীব-ব্রহ্মেষু। "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" (মু° ২।১।২) ইতি প্রধানে অক্ষরশব্দ প্রয়োগদর্শনাৎ। জীবে

যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর প্রদান করিলেন—ঐ অক্ষর অস্থুল, অর্থাৎ তাঁহার কোন প্রকার স্থুলতা নাই।

গার্গী—তাহা হইলে ঐ অক্ষর অণু হউক, কারণ তাহাতে স্থুলতা নাই ?

যাজ্ঞবল্ক্য – তিনি অনণু, অর্থাৎ স্থুল প্রতিযোগী যে অণু, অক্ষর সেই অণুও নহেন।

গার্গী—অক্ষর যদি অণু নহে তবে হ্রস্ব হউক ? যাজ্ঞবল্ক্য—তাহাও নহে, তিনি অহ্রস্ব।

গার্গী—তাহা হইলে অক্ষর দীর্ঘ হউক ? যাজ্ঞবল্ক্য—অক্ষর দীর্ঘও নহে।

এই প্রকার চারিটি বিশেষণের দ্বারা অক্ষরের পরিণাম নিষেধ করা হেতু, তাঁহার দ্রব্যধর্ম্মতাও প্রতিষেধ করা হইল, অতএব অক্ষর কোন দ্রব্য নহেন।

গার্গী কহিলেন—অক্ষরের দ্রব্যত্ব নিষেধ করা হেতু, গুণ হউক, লোহিত গুণ, এই গুণ অগ্নির, যাজ্ঞবল্ক্য—অক্ষর লোহিতগুণ রহিত। গার্গী—তাহা হইলে স্নেহগুণযুক্ত হউক ? যাজ্ঞবল্ক্য—তাহাও নহে, তিনি স্নেহরহিত। গার্গী—তবে অক্ষর ছায়া হউক ? যাজ্ঞবল্ক্য—অক্ষর ছায়াও নহেন, অছায়া। এই প্রকার গার্গী এবং যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদে অক্ষর বিষয়ে মীমাংসা দেখা যায়। এই প্রকার বিষয়বাক্য নিরূপিত হইল।

সংশয়—অনন্তর বৃহদারণ্যক উপনিষদ বর্ণিত গার্গী-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদরূপ বিষয়বাক্যে সন্দেহ উৎপন্ন করিতেছেন—তত্র ইত্যাদি। এই বৃহদারণ্যক নিরূপিত অক্ষর কি প্রধান ? কিম্বা এই অক্ষর জীব ? অথবা—সর্ব্বাধার পরব্রহ্ম ? এই প্রকার এই তিনটিই অক্ষর শব্দবাচ্য হওয়ায়, সংশয় উপস্থিত হইতেছে। ইহা সংশয় নির্ণয় করা হইল।

পূর্ব্বপক্ষ—এই প্রকার ত্রিবিধ সংশয় সমুৎপন্ন হইলে বাদী পক্ষের অবতারণা করিতেছেন—তত্র ইত্যাদি। এই বিষয়বাক্যে তিনটি বস্তুতে অক্ষর শব্দ প্রয়োগ হেতু কোন একটির নির্ণয় করা অসম্ভব,

ওঁ ॥ অক্ষরমম্বরান্তধৃতেঃ ॥ ওঁ ॥ ১।৩।৩।১০।

অক্ষরং ব্রহ্মৈব। কুতঃ? অম্বরেতি। "এতস্মিন্ নু খল্বক্ষরে গার্গ্যাকাশ ওতশ্চ

অক্ষর শব্দ প্রয়োগস্ত—শ্রীগীতাসু – ১৫।১৬, "ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে" ব্রহ্মণি—অক্ষর-শব্দ প্রয়োগস্তাবৎ—বৃ০ ৩।৮।৯, "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ" এতেষু ত্রিষু বস্তুষু অক্ষরশব্দপ্রয়োগবিদ্যমানত্বাৎ, তেষু কোঽপি এক এব স্যাৎ, যদ্বা নিশ্চয়াভাবাৎ নির্ণয়াভাবঃ স্যাদিতি পূর্ব্বপক্ষঃ।

সিদ্ধান্তঃ – ইত্যেবম্ অনিশ্চয়াত্মকে পূর্ব্বপক্ষে সমুদ্ভাবিতে সিদ্ধান্তমবতারয়তি—ভগবান শ্রীবাদরায়ণঃ—অক্ষরমিতি। বৃহদারণ্যকোক্তমক্ষরশব্দনির্দ্দিষ্টং বস্তু পরব্রহ্ম এব, কুতঃ? অম্বরম্—আকাশঃ, অন্তঃ—তস্য কারণম্, আকাশোৎপাদকং প্রধানং তস্য ধৃতেঃ প্রধানস্যাপি কারণ ভূতত্বাৎ অক্ষরং পরমেশ্বর এব, নান্য ইত্যক্ষরার্থঃ।

বাজসনেয়িনঃ যাজ্ঞবল্ক্য-গার্গী প্রশ্নে যদক্ষরমভিহিতং তৎ পরব্রহ্ম এব। কস্মাদ্ধেতুঃ? তত্রাহ

অতএব অক্ষর শব্দের দ্বারা কোন বস্তু নিশ্চয় হইতেছে না। অর্থাৎ—প্রধান, জীব, ব্রহ্মে অক্ষর শব্দের প্রয়োগ এই প্রকার দেখা যায়—মুণ্ডকে বর্ণিত আছে - অক্ষর হইতে শ্রেষ্ঠ পুরুষ" এই প্রকার প্রধানে অক্ষর শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়।

জীবে অক্ষর শব্দের প্রয়োগ শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে—এই ভূতসকল ক্ষর এবং কূটস্থ জীবাত্মাকে অক্ষর বলে। পরব্রহ্মে অক্ষর প্রয়োগ বৃহদারণ্যকোপনিষদে দেখা যায়—হে গার্গি! এই অক্ষরের প্রশাসনে সূর্য্য এবং চন্দ্রমা বিধৃত হইয়া অবস্থান করে। এই প্রকার উপর্য্যুক্ত তিনটি বস্তুতে—প্রধান, জীব, ব্রহ্মেতে অক্ষর শব্দের প্রয়োগ বিদ্যমান হেতু তাহাদের মধ্যে কোন একটি হইবে, অথবা—কোন একটির নিশ্চয় রূপে স্থির করার অভাবে অনির্ণয় ভাবেই থাকিবে। এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ প্রদর্শিত হইল।

সিদ্ধান্ত—এই প্রকার অনিশ্চয়াত্মক পূর্ব্বপক্ষের সমুদ্ভাবন করিলে ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্তের অবতারণা করিতেছেন—অক্ষর ইত্যাদি। পরব্রহ্মই অক্ষর শব্দ বাচ্য, কারণ আকাশাদি ধারণ হেতু। অর্থাৎ—বৃহদারণ্যকোপনিষৎ কথিত অক্ষর শব্দ নির্দ্দিষ্ট বস্তু পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবই।

কারণ—অম্বর—আকাশ, অন্ত—তাহার কারণ, অর্থাৎ আকাশের উৎপাদক প্রধান তাহার ধারক হেতু। অর্থাৎ প্রধানেরও সৃষ্টিকর্ত্তা হওয়ার নিমিত্ত, অক্ষর শ্রীপরমেশ্বরই, অন্য কেহ নহে, ইহাই সূত্রাক্ষর যোজনা।

অক্ষর শব্দ ব্রহ্মকেই বুঝায়, অর্থাৎ বাজসনেয়ির যাজ্ঞবল্ক্য-গার্গী সংবাদে যে বস্তুকে অক্ষর বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে তাহা পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব। কি হেতু অক্ষর পরব্রহ্ম? তাহা বলিতেছেন—

প্রোতশ্চেতি" (বৃ০ ৩।৮।১১) ইত্যাকাশপর্য্যন্তস্য সর্ব্বস্য ধারণাৎ ॥ ১০ ॥

ননু সা প্রধানেঽপি স্যাৎ, সর্ব্ববিকার কারণত্বাৎ। জীবে চ ভোগ্যভূত সর্ব্বাচিদস্ত আশ্রয়ত্বাদিতি চেত্তত্রাহ –

— অম্বরান্তধৃতেঃ। অস্মিন্ অক্ষরাভিধে পরব্রহ্মণি শ্রীগোবিন্দদেবে আকাশঃ সর্ব্বদা বিধৃতস্তিষ্ঠতি। তস্মাদাকাশপর্য্যন্তস্য সর্ব্ববিকারজাতস্য প্রপঞ্চস্য ধারণাৎ শ্রীগোবিন্দদেব এব অক্ষরশব্দবাচ্যঃ। তথাহি শ্রীভাগবতে—১০।১৫।৩৫ "নৈতচ্চিত্রং ভগবতি হ্যনন্তে জগদীশ্বরে। ওতপ্রোতমিদং যস্মিংস্তন্তুষ্বঙ্গ যথা পটঃ॥ অথ ষষ্ঠে—শ্রীযমঃ—৬।৩।১২, পরো মদন্যো জগতস্তস্থুষশ্চ ওতং প্রোতং পটবদ্ যত্র বিশ্বম্॥ শ্রীঅষ্টমে—৩।২১, "ত্বমক্ষরং ব্রহ্ম পরং পরেশমব্যক্তমাধ্যাত্মিক-যোগ গম্যম্। অতীন্দ্রিয়ং সূক্ষ্মমিবাতিদূরং অনন্তমাদ্যং পরিপূর্ণমীড়ে॥ তস্মাৎ সর্ব্বাধারত্বাৎ পরব্রহ্মৈব অক্ষরশব্দবাচ্যো নান্য ইতি॥ ১০॥

অথ যত্তু "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" ইত্যাদিনা অক্ষর শব্দেন প্রধানং নিরূপিতং তদাশঙ্ক্য পরিহরন্তি ননু' ইত্যাদিনা। প্রধানস্য সর্ব্ববিকারিত্বং তথাহি সাং কা০ ৩, "মূল প্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতি-বিকৃতয়ঃ সপ্ত। ষোড়শকস্তু বিকারো ন প্রকৃতি র্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ॥

অম্বরান্ত ধারণ করা হেতু। এই বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ নিরূপণ করিতেছেন—হঙ্ ইত্যাদি। এই অক্ষরে নিশ্চিতরূপে হে গার্গি! আকাশ ওতপ্রোত রহিয়াছে। অর্থাৎ এই অক্ষরাভিধ পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবে এই বিশাল আকাশ ধৃত হইয়া অবস্থান করে। এই প্রকার আকাশ পর্য্যন্ত সর্ব্ববিকার জাত প্রপঞ্চের ধারণ করা হেতু শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবই অক্ষর শব্দ বাচ্য, প্রধান অথবা জীব নহে।

এই বিষয়ে শ্রীভাগবতে বর্ণনা করিয়াছেন—অনন্ত শক্তিমান্ জগদীশ্বর ভগবান্ শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবে এই সকল কিছুই বিচিত্র নহে, কারণ যেমন তন্তু সকলের মধ্যে পট ওতপ্রোত থাকে, সেই প্রকার এই বিশ্ব তাঁহাতে ওতপ্রোত ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে।

শ্রীষষ্ঠে শ্রীযম বলিয়াছেন—হে দূতগণ! আমা হইতে পরম শ্রেষ্ঠ শ্রীভগবান্ আছেন, এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্ব যাঁহাতে পটের ন্যায় ওতপ্রোত রহিয়াছে। শ্রীঅষ্টমে দেবতাগণ বলিলেন—হে ভগবন্! আপনি অক্ষর, ব্রহ্ম, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, পরমেশ্বর, অব্যক্ত, আপনাকে আধ্যাত্মিক যোগের দ্বারা জানা যায়, আপনি অতীন্দ্রিয়, সূক্ষ্ম, অতি দূরে অবস্থানকারী, অনন্ত, আদিপুরুষ, সর্ব্বশক্তি পরিপূর্ণ, আপনাকে স্তব করি। অতএব সকলের পরম আধার হেতু পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবই অক্ষর শব্দ বাচ্য, অন্য কেহ নহে॥ ১০॥

অনন্তর যাঁহারা "অক্ষর হইতে শ্রেষ্ঠ পুরুষ" এই বাক্যের দ্বারা অক্ষর শব্দে প্রধানকে নিরূপণ করেন, শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদ আশঙ্কা করিয়া পরিহার করিতেছেন—ননু ইত্যাদি।

শঙ্কা—যদি বলেন—প্রধানেও সেই ধৃতি বা ধারণা সম্ভব হইবে, যে হেতু সকল বিকারবস্তুর

ওঁ ॥ সা চ প্রশাসনাৎ ॥ ওঁ । ১।৩।৩।১১।

সাম্বরান্তধৃতির্ব্রহ্মণ্যেব। কুতঃ? প্রেতি। "এতস্য বাক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যা-

---

তস্মাৎ সমস্তবিকারজাতস্য উৎপত্তিস্থানত্বাৎ সর্ব্বাধার প্রকৃতিরেব অক্ষরশব্দবাচ্যঃ। কিঞ্চ জীবো বা ভবেৎ, তস্য সর্ব্ববিকারাশ্রয়ত্বং, তথাহি কৈবল্যোপনিষদি—১২, "স এব মায়া পরিমোহিতাত্মা শরীরমাস্থায় করোতি সর্ব্বম্। স্ত্রিয়ন্নপানাদি-বিচিত্রভোগৈঃ স এব জাগ্রৎ পরিতৃপ্তিমেতি॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রাকৃতবস্তুনামাশ্রয়ত্বাৎ জীব এব অক্ষর শব্দ বাচ্য ইতি।

ইত্যেবং শঙ্কায়াং সঙ্গতিমুখেন সিদ্ধান্তয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—সা চেতি। সা চ অম্বরান্তধৃতিঃ, প্রশাসনং চ প্রকৃষ্টং শাসনং অপ্রতিহতাজ্ঞতা, ন তু পরিমিতশক্তেঃ জীবস্য অপ্রতিহতাজ্ঞারূপা ধৃতিঃ সম্ভবতি, ন চ প্রধানস্য, তস্মাৎ তাদৃশঃ শাসনং ধারণঞ্চ পরব্রহ্মণঃ সম্ভবতি, অতঃ সর্ব্বধারকঃ সর্ব্বপ্রশাসকঃ অক্ষরশব্দবাচ্যঃ শ্রীগোবিন্দদেবঃ।

"এতস্য" ইতি এতাবৎ কালং বহুধা যুক্ত্যা পরব্রহ্ম অক্ষরং বোধয়িত্বা, অথ যথা সর্ব্বেষাং লোকানাং

কারণ হওয়ার জন্য। প্রধানের সর্ব্ববিকারিতা সাংখ্যকারিকায় এই প্রকার নিরূপণ করিয়াছে—মূল প্রকৃতি বিকার রহিতা, মহদাদি সাতটি বস্তু প্রকৃতি ও বিকৃতি এবং ষোড়শটি পদার্থ কেবল বিকার, পুরুষ কিন্তু কাহারও প্রকৃতিও নহে এবং বিকৃতিও নহে। অতএব সকল বিকারি পদার্থের উৎপত্তি স্থান হওয়ার জন্য সর্ব্বাধার-প্রকৃতিই অক্ষর শব্দবাচ্য। এই ভাবে প্রধান কারণবাদিগণের মত প্রদর্শিত হইল।

অতঃপর জীবকারণবাদিগণের সিদ্ধান্ত বলিতেছেন—জীবেও অক্ষর শব্দ প্রয়োগ করিতে পারি। কারণ—জীব ভোগ্যভূত সকল অচিদ্ বস্তুর আশ্রয় হওয়া হেতু। অর্থাৎ—অক্ষরশব্দবাচ্য জীবই হইবে, কারণ জীবের সর্ব্ববিকারি বস্তুর আশ্রয়ত্ব কৈবল্য উপনিষদে বর্ণিত আছে—সেই জীবই মায়া দ্বারা বিমোহিত আত্মা হইয়া শরীরকে আশ্রয় করতঃ সকল কার্য্য করিয়া থাকে এবং সেই জীবই স্ত্রী অন্ন, পান প্রভৃতি বিচিত্র ভোগোপকরণের দ্বারা জাগ্রৎ অবস্থায় পরিতৃপ্তি লাভ করে। অতএব সকল প্রাকৃতবস্তুগণের আশ্রয় হওয়ার জন্য জীবই অক্ষর শব্দবাচ্য।

এই প্রকার আশঙ্কা হইলে পরে ভগবান্ শ্রীবাদরারণ সঙ্গতিমুখে সিদ্ধান্ত করিতেছেন - সা চ ইত্যাদি। সেই সর্ব্বধারণক্রিয়া ব্রহ্মেরই, কারণ তিনি অপ্রতিহতাজ্ঞ হওয়া হেতু। অর্থাৎ সেই আকাশাদি ধারণ ও প্রশাসন-প্রকৃষ্টশাসন অর্থাৎ অপ্রতিহতাজ্ঞতা, এই সকল গুণ পরিমিত শক্তিযুক্ত জীবে সম্ভব হইবে না, কারণ জীবের অপ্রতিহতাজ্ঞতা রূপা ধৃতি সামর্থ্য নাই। আর—অচেতন প্রধানেরও নাই। সুতরাং এতাদৃশ ধারণ এবং শাসন পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবেরই সম্ভব হয়। অতএব সর্ব্বধারক সর্ব্বপ্রশাসক অক্ষরশব্দবাচ্য শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব।

চন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ, এতস্য বাক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাবা পৃথিবী বিধৃতে তিষ্ঠতঃ" (বৃ০ ৩।৮।৯) ইত্যাদি বিদিতস্য প্রশাসনস্য তত্রৈব সম্ভবাদিত্যর্থঃ। নচেদং স্বপ্রশাসনাধীনং সর্ব্ব-

---

বুদ্ধিগম্যং ভবেৎ তথৈব দৃষ্টান্তমুপন্যস্যতি যাজ্ঞবল্ক্য—হে গার্গি ! যন্ময়োক্তং এতস্য পরব্রহ্ম স্বরূপস্য অক্ষরস্য প্রশাসনে সূর্য্যা চন্দ্রমসৌ—সূর্য্যশ্চ চন্দ্রমাচ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ—নিয়ত দেশ-কাল-নিমিত্তোদয়াস্তময়বৃদ্ধি-ক্ষয়াভ্যাং বর্ত্তেতে। এবঞ্চ অস্য অক্ষরস্য প্রশাসনে দ্যাবাপৃথিবী, দ্যৌশ্চ পৃথিবী চ, তৌ সাবয়বত্বাৎ স্ফুটন-স্বভাবে অপি, গুরুত্বাৎ পতন স্বভাবে, পঞ্চিকরণত্বাৎ বিয়োগস্বভাবে, চেতনবদভিমানি দেবতাধিষ্ঠিতত্বাৎ স্বতন্ত্রে আপি এতস্য অক্ষরস্য প্রশাসনে বর্ত্তেতে। তস্মাৎ সর্ব্বেশ্বরত্বাৎ সর্ব্বশাসকত্বাৎ সর্ব্বাধারত্বাৎ সর্ব্ব-ধারকত্বাৎ সর্ব্বনিয়ামকত্বাচ্চ অক্ষরং পরব্রহ্ম এব।

যত্তু প্রধানস্য সর্ব্বাধারত্বং কল্পিতং তন্নিরাকুর্ব্বন্তি ন চেতি। ন চ স্বস্য জড়স্য প্রশাসনাধীনং সূর্য্য-শ্চন্দ্রাদয়ো বর্ত্তন্তে ন চ—পৃথিব্যাকাশাদীনাং সর্ব্বধারণং বা জড়প্রধানস্য সামর্থ্যমস্তি, তস্মাদক্ষরশব্দেন প্রধান গ্রহণমপসিদ্ধান্তাপত্তেঃ।

সেই অম্বরান্তধারণ পরব্রহ্মেই সম্ভব হয় কারণ—তাঁহার প্রশাসন হেতু। এই পরব্রহ্মের প্রশা-সনে যে সকল পদার্থ নিজ নিজ মর্য্যাদায় অবস্থান করিতেছেন মহর্ষি যজ্ঞবল্ক্য তাহাই প্রতিপাদন করি-তেছেন—হে গার্গি ! এই সর্ব্বধারণকর্ত্তা অক্ষরের প্রশাসনে সূর্য্য এবং চন্দ্রমা যথা নিয়মে অবস্থান করিতেছেন এবং হে গার্গি এই সর্ব্বপ্রসিদ্ধ অক্ষরের প্রশাসনে দ্যৌ এবং পৃথিবী নিয়ম উল্লঙ্ঘন না করিয়া অবস্থান করিতেছেন। ইত্যাদি প্রকারে বিদিত শাসনের সেই পরব্রহ্মেই সম্ভব হয়, ইহাই অর্থ। অর্থাৎ—"এতস্য" এই প্রকার এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত নানা প্রকার যুক্তির দ্বারা পরব্রহ্ম অক্ষরকে বুঝাইয়া, অতঃপর যাহাতে সাধারণ সকল লোকের সহজ ভাবে বোধগম্য হয়,মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য সেই প্রকার দৃষ্টান্ত প্রদ-র্শন করিতেছেন—হে গার্গি ! যাহা আমা কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে সেই এই পরব্রহ্ম স্বরূপ অক্ষরের প্রশা-সনে সর্ব্বলোক চক্ষু সূর্য্য এবং লতা ও ঔষধির রাজা চন্দ্র বিধৃত—অর্থাৎ নিয়ত দেশ, কাল, নিমিত্ত উদয় অস্তময় বৃদ্ধি এবং ক্ষয়রূপে অবস্থান করিতেছেন এবং এই অক্ষর পরব্রহ্মের অনুশাসনে দ্যৌ অর্থাৎ আকাশ এবং পৃথিবী সুনিয়মিত ভাবে অবস্থান করিতেছে। অর্থাৎ—এই দ্যৌ ও পৃথিবী সাবয়ব বস্তু হওয়া হেতু তাহারা স্ফুটন স্বভাব বিশিষ্ট, গুরুত্বগুণ যুক্ত হওয়া হেতু পতন স্বভাব যুক্ত, পঞ্চিকরণ কৃত পদার্থ হওয়া হেতু বিয়োগস্বভাব বিশিষ্ট এবং চেতনাভিমানী দেবতাবিশেষ দ্বারা অধিষ্ঠিত হেতু তাহারা স্বতন্ত্র হইয়াও এই পরব্রহ্ম অক্ষরের প্রশাসনে অবস্থান করিতেছে। অতএব—সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বশাসক, সর্ব্বধার, সর্ব্বধারক এবং সর্ব্বনিয়ামক হওয়া হেতু অক্ষর পরব্রহ্মই।

যাঁহারা প্রধানের সর্ব্বাধারত্ব কল্পনা করেন, শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদ সেই কল্পনা নিরাকরণ করিতেছেন—ন চ ইত্যাদির দ্বারা। এই সকল পদার্থ নিজ অনুশাসনের অধীন রাখা এবং সকল বস্তুর

ধারণং জড়ে প্রধানে, বদ্ধমুক্তোভয়বস্থে জীবে চ সমস্তি ॥ ১১ ॥

ওঁ ॥ *অন্যভাবব্যাবৃত্তেশ্চ* ॥ ওঁ ॥ ১।৩।৩।১২।

নন্বু তত্র জীবগ্রহণে কা হানিঃ ? তত্রাহ —জীবস্য স্বকৃত শুভাশুভ-কর্ম্মফল-ভোগায়তন শরীরাদি ধারণশক্তিরস্তি, ন তু আকাশাদীনাম্। নন্বু মাভুৎ বদ্ধজীবস্য প্রশাসনাদিকং মুক্তজীবস্য তু তৎসম্ভবেদেব, সাধনাবির্ভাবিতে গুণাষ্টকে তস্য ধারণাদিশক্তি লাভাৎ। ইত্যত্রাহুঃ—বদ্ধমুক্ত ইতি মুক্তজীবস্য সৃষ্ট্যাদীনামযোগ্যত্বং জগদ্ব্যাপারবর্জম্" (৪।৪।১০।১৭) ইত্যস্মিন্নধিকরণে বক্ষ্যতে।

তস্মাৎ সর্ব্বপ্রশাসকত্বাৎ সর্ব্বধারকত্বাৎ অক্ষরং পরব্রহ্ম এব,ন প্রধানং ন তু বদ্ধজীবো ন বা মুক্তজীব ইতি ভাষ্যার্থঃ ॥ ১১ ॥

অথ সঙ্গতিমুখেন অক্ষরশব্দস্য ব্রহ্মান্যভাবত্বং প্রতিপাদয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ অন্যভাবেতি। অন্যভাবঃ ব্রহ্মাভিন্নত্বমচেতনত্বং, তস্মাৎ ব্যাবৃত্তিঃ পৃথক্তয়া ব্যবস্থাপনং তস্মাদিতি। আকাশান্তস্য আধারং

ধারণ করা জড় প্রধানের সামর্থ্য নহে। অর্থাৎ – অপর জড়প্রধানের প্রশাসনের অধীন সূর্য্য ও চন্দ্র প্রভৃতি অবস্থান করে না, আর পৃথিবী আকাশ আদি সকল পদার্থের ধারণ জড় প্রধানের সামর্থ্য নাই। অতএব অক্ষর শব্দের দ্বারা প্রধানকে গ্রহণ করিলে অপসিদ্ধান্তাপত্তি হইয়া পড়ে।

যদি বলেন—অক্ষর শব্দে জীব গ্রহণ করিলে কি ক্ষতি হইবে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—জীবের স্বকৃত শুভাশুভ কর্ম্মফলের ভোগায়তন শরীরাদি ধারণের শক্তি আছে কিন্তু আকাশ পৃথিবী প্রভৃতির ধারণ করিবার শক্তি জীবের নাই।

শঙ্কা—যদি বলেন বদ্ধজীবের প্রশাসনাদি সামর্থ্য না হউক, মুক্তজীবের তাহা অবশ্য সম্ভব হইবে কারণ—মুক্তজীবের সাধনাবির্ভাবিত গুণাষ্টকের দ্বারা আকাশাদি ধারণের শক্তি লাভ হয়। অতএব অক্ষর শব্দে মুক্তজীবই বোধ্য।

সমাধান—এই প্রকার আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন বদ্ধমুক্ত ইত্যাদি। বদ্ধ অথবা মুক্ত এই উভয় অবস্থাপন্ন জীবেও আকাশাদি ধারণের সামর্থ্য নাই। অর্থাৎ—মুক্তজীবের সৃষ্টি, পালন, ধারণ প্রভৃতি বিষয়ে যোগ্যতার অভাব "জগদ্ ব্যাপার বর্জ্জম্" এই অধিকরণে বর্ণনা করিবেন। অতএব—সকলের প্রশাসক হেতু ও সকলের ধারক হেতু পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবই অক্ষর শব্দবাচ্য, কিন্তু প্রধান নহে, তথা বদ্ধজীবও নহে এবং মুক্তজীবও অক্ষরশব্দবাচ্য নহে ইহাই ভাষ্যার্থ ॥ ১১ ॥

অতঃপর সঙ্গতিমুখে অক্ষর শব্দের ব্রহ্ম হইতে অনন্যভাবত্ব ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ প্রতিপাদন করিতেছেন—অন্য ভাব ইত্যাদি। অন্যভাব ব্যাবৃত্তি হেতু অক্ষরশব্দে পরব্রহ্মই বোধ্য। অর্থাৎ – অন্যভাব—চেতন পরব্রহ্ম ভিন্ন জড় অচেতন, তাহা হইতে ব্যাবৃত্ত অর্থাৎ পৃথকরূপে ব্যবস্থাপনা করা, তাহা হইতে, ইহাই অর্থ।

"তদ্বা এতদক্ষরং গার্গ্যদৃষ্টং দ্রষ্টৃ অশ্রুতং শ্রোতৃ" (বৃ° ৩।৮।১১) ইত্যাদিনা বাক্য-শেষেণাস্যাক্ষরস্য ব্রহ্মান্যত্বব্যাবর্ত্তনাচ্চ ব্রহ্মৈবতৎ। অত্র দ্রষ্টৃত্বাদিনা জড়াত্মক প্রধানভাবো

অক্ষরং শ্রুতিরচেতনাৎ প্রধানাৎ ব্যাবর্ত্তয়তি যতঃ তস্মাদিত্যর্থঃ। অন্যস্য ভাবঃ অন্য ভাবঃ, তস্মাদন্যভাবাদ্ ব্যাবৃত্তিঃ—অন্যভাবব্যাবৃত্তিঃ।

অথ প্রধান-জীবয়োঃ অক্ষরশব্দাৎ ব্যাবৃত্তির্দর্শয়ন্তি—তদ্ বা ইতি। হে গার্গি! এতদক্ষরং পরব্রহ্মস্বরূপং অদৃষ্টং ন কেনচিৎ দৃষ্টং, প্রাকৃতচক্ষুষা গ্রহণাভাবাৎ, কিন্তু স্বয়ং তদক্ষরং দ্রষ্টৃ, দ্রষ্টা, সর্ব্বদর্শন-কারী, এবং অশ্রুতং শ্রবণবিষয়রহিতম্। স্বয়ন্তু শ্রোতৃ—শ্রবণকর্ত্তা।

তথাহি শ্রুতিঃ—প্রশ্ন°—৪।৯, "এষ হি দ্রষ্টা স্প্রষ্টা শ্রোতা"। শ্রীভাগবতে চ—৩।৫।৫০ "ততো বয়ং সৎ প্রমুখা যদর্থে বভূবিমাত্মন্ করবাম কিং তে। ত্বং নঃ স্বচক্ষুঃ পরিদেহি শক্ত্যা দেব ক্রিয়ার্থে যদনুগ্রহাণাম্॥ অতঃ শ্রীভগবতঃ কৃপয়া এব তেষাং দর্শন শ্রবণাদি শক্তিরিতি ভাবঃ।

তস্মাৎ সর্ব্বদর্শন শক্তিমান্ পরব্রহ্ম এব অক্ষরশব্দবাচ্য ইতি প্রতিপাদয়ন্তি—ইত্যাদিনা। অথ প্রধানস্য জড়স্য চেতনধর্ম্মাভাবাৎ অক্ষরাৎ ব্যাবর্ত্তয়ন্তি—অত্রেতি। তথাহি—"নান্যদতোঽস্তি দ্রষ্টৃ নান্যদ-

---

পৃথিবী হইতে আরম্ভ করিয়া আকাশ পর্য্যন্ত সকল বস্তর আধার অক্ষরকে শ্রুতি অচেতন প্রধান হইতে পৃথক্‌ভাবে ব্যবস্থাপন করিতেছেন অতএব তাহা হইতেও অক্ষর শব্দে পরব্রহ্মই বুঝায় ইহাই অর্থ। অন্যের ভাব—অন্যভাব, সুতরাং অন্যভাব হইতে ব্যাবৃত্তি=অন্যভাবব্যাবৃত্তি।

অনন্তর প্রধান ও জীবের অক্ষর শব্দ হইতে ব্যাবৃত্তি প্রদর্শন করাইতেছেন—তদ্ বা ইত্যাদি। হে গার্গি! এই অক্ষর নিজে অদৃশ্য, কিন্তু দর্শন কর্ত্তা, তিনি শ্রবণ বিষয় রহিত কিন্তু শ্রবণকর্ত্তা। অর্থাৎ হে বাচক্নবি! এই পরব্রহ্মস্বরূপ অক্ষর অদৃষ্ট কাহারও কর্ত্তৃক দেখা যায় না, কারণ তিনি প্রাকৃতচক্ষুর গ্রহণযোগ্য নহেন। কিন্তু সেই অক্ষর স্বয়ং দ্রষ্টা সকল দর্শন কর্ত্তা এবং এই অশ্রুত শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয়রহিত কিন্তু সেই অক্ষর শ্রোতা সকল শব্দ শ্রবণকর্ত্তা।

এই বিষয়ে শ্রুতি বলিয়াছেন—ইনি দ্রষ্টা, ইনি স্পর্শকারী, ইনিই শ্রোতা। শ্রীভাগবতে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবতাগণ কহিলেন—হে পরমেশ্বর! মহত্তত্ত্বাদিরূপ আমরা যে কার্য্যের নিমিত্ত উৎপন্ন হইয়াছি, আপনার কোন কার্য্য সম্পাদন করিব, আপনি আমাদের অনুগ্রহকর্ত্তা, অতএব ব্রহ্মাণ্ড রচনার নিমিত্ত করুণা করিয়া আমাদিগকে ক্রিয়া শক্তির সহিত জ্ঞান শক্তিও প্রদান করুন। অতএব শ্রীভগবানের কৃপার দ্বারাই ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবতাগণের দর্শন শ্রবণ গ্রহণ চলন ইত্যাদি শক্তিলাভ হইয়া থাকে। সুতরাং সর্ব্বদর্শনাদি শক্তিমান্ পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবই অক্ষর শব্দবাচ্য ইহাই প্রতিপাদন করিতেছেন ইত্যাদি দ্বারা।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—উপর্য্যুক্ত অন্তিম বাক্যসকলের দ্বারা এই অক্ষরের ব্রহ্মান্যত্ব ব্যাবর্ত্তন—

ব্যাবর্ত্ত্যতে। সর্ব্বৈরদৃষ্টস্য তস্য সর্ব্বদ্রষ্টৃত্বাদ্যপদেশাজ্জীবভাবশ্চেতি ॥ ১২ ॥

তোঽস্তি শ্রোতৃ নান্যদতোঽস্তি মন্তৃ৷" এবং কর্ম্মবশ্যজীবাৎ অক্ষরং ব্যাবর্ত্তয়ন্তি সর্ব্বৈরিতি।

এবঞ্চ—বৃ° ৩।৮।১০, 'যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মিঁল্লোকে জুহোতি যজতে তপস্তপ্যতে বহূনি বর্ষ সহস্রাণ্যন্তবদেবাস্য তদ্ ভবতি, যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মোল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ, অথ য এতদক্ষরং গার্গি ! বিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ" তস্মাৎ প্রাকৃতচক্ষুষা দেবাদীনামপি অদৃষ্টত্বাৎ কিঞ্চ তস্য সর্ব্বারাধ্যত্বাৎ তজ্জ্ঞানস্য জীবানাং পরমেষ্টত্বাৎ সুতরামেব জীবাৎ ব্যাবর্ত্ত্যো ব্রহ্ম ইতি প্রতিপাদয়ন্তি—সর্ব্বদ্রষ্টৃত্বাদিতি।

এবমেবাহ—শ্রীমৈত্রেয়ঃ—৩।১১।৪১, "তদাহুরক্ষরং ব্রহ্ম সর্ব্বকারণ কারণম্। বিষ্ণোর্ধাম পরং সাক্ষাৎ পুরুষস্য মহাত্মনঃ॥ অতঃ অক্ষরশব্দেন পরব্রহ্ম এব স্বীকর্ত্তব্যমিতি—অধিকরণার্থঃ।

অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং মহঃ। অক্ষরশব্দবাচ্যোঽসৌ হ্যধিকরণ-নির্ণয়ঃ ॥ ১২ ॥

॥ ইতি তৃতীয়মক্ষরাধিকরণং সমাপ্তম্ ॥ ৩ ॥

অন্য প্রধান জীবাদি হইতে অক্ষরের বা পরব্রহ্মের পৃথক্‌ভাবে নিরূপণ করা হেতু, অক্ষর পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবই। অনন্তর জড়প্রধানের চেতনধর্ম্মের অভাব বশতঃ অক্ষর হইতে ব্যাবৃত্ত করিতেছেন—অত্র ইত্যাদি। এই স্থলে অক্ষরের দ্রষ্টৃত্বাদি ধর্ম্মের দ্বারা জড় প্রধানভাব হইতে ব্যাবৃত্ত করিতেছেন।

এই বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ এই প্রকার—এই অক্ষর হইতে অন্য কেহ দ্রষ্টা নাই, অন্য কেহ শ্রোতা নাই, অন্য কেহ মন্তা নাই। এই প্রকার কর্ম্মবশ্য জীব হইতে অক্ষরকে ব্যাবর্ত্তিত করিতেছেন সর্ব্বৈঃ, ইত্যাদি। এই পরব্রহ্ম অক্ষর সকল মানবকর্ত্তৃক অদৃষ্ট অর্থাৎ প্রাকৃত চক্ষুর দ্বারা কোন চক্ষুষ্মান জীবই তাঁহাকে দেখিতে পায় না, এই প্রকারে তিনি জীবভাব হইতে ব্যাবর্ত্তিত হইয়াছেন। আরও—যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—হে গার্গি ! যে মানব এই পরব্রহ্ম অক্ষরকে না জানিয়া এই মর্ত্ত্যলোকে অনেক হাজার বৎসর ব্যাপিয়া হবন করে, যজ্ঞ করে তপস্যা করে তাহার ফল কিন্তু নাশবান হয়॥ এবং যে মানব এই পরব্রহ্ম অক্ষরকে না জানিয়া এই মর্ত্ত্যলোক হইতে পরলোকে গমন করে, হে গার্গি ! সে মানব কৃপণ হয়, অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু ভাগী হয়। তথা এই পরব্রহ্ম অক্ষরকে বিশেষভাবে জানিয়া এই মর্ত্ত্যলোক হইতে যে পরলোক গমন করে সে মানব ব্রাহ্মণ হয়, অর্থাৎ পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের মহিমাভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ হয়।

অতএব প্রাকৃত চক্ষুর দ্বারা দেবতাদিগেরও অদৃষ্ট হওয়া হেতু,এবং এই অক্ষর সর্ব্বারাধ্য হওয়ার জন্য, তথা তাহার জ্ঞান জীবগণের পরম ঈপ্সিত বস্তু হওয়ার নিমিত্ত নিশ্চিতভাবে জীব হইতে পৃথক্ পরব্রহ্ম, ইহা প্রতিপাদন করিতেছেন—সর্ব্বদ্রষ্টা ইত্যাদি।

এই অক্ষরের সর্ব্বদ্রষ্টৃত্বাদি দিব্যগুণরাজী বিদ্যমান আছে এইরূপ উপদেশ প্রদান করা হেতু জীবভাব হইতে ব্যাবর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রীভাগবতে শ্রীমৈত্রেয় বলিয়াছেন—হে বিদুর ! সর্ব্বকারণ কারণ

৪ ।। ঈক্ষতিকর্ম্মাধিকরণম্ ।।

প্রশ্নোপনিষদি- (৫।২.৫) "এতদ্বৈ সত্যকাম পরং চাপরঞ্চ ব্রহ্ম যোঽয়মোঙ্কার-স্তস্মাদ্ বিদ্বান্ এতেনৈবায়তনেন একতরমন্বেতি" ইতি প্রকৃত্য "যঃ পুনরেতং ত্রিমাত্রেণোমিত্য-

---

৪ ॥ ঈক্ষতিকর্ম্মাধিকরণম্—

অথ পূর্ব্বাধিকরণে অক্ষরশব্দবাচ্যস্য পরব্রহ্মণঃ সর্ব্বদ্রষ্টৃত্বং, তথা তস্য শক্ত্যৈব সর্ব্বেষাম্ ইন্দ্রিয়াণাং দর্শন শ্রবণাদিশক্তির্জায়তে, এবঞ্চ ঈক্ষতিকর্ম্মস্যাপি স এব কর্ত্তা ইতি অধিকরণ সঙ্গতিঃ।

বিষয়ঃ—অথ ঈক্ষতিকর্ম্মাধিকরণস্য বিষয়বাক্যমবতারয়ন্তি প্রশ্নোপনিষদীতি। অথ শৈবঃ সত্যকামঃ স্বগুরুং পিপ্পলাদং পপ্রচ্ছ—হে ভগবন্! মনুষ্যেষু যো মানবঃ প্রায়ণান্তমাজীবনং ওঙ্কারং ধ্যায়তি, স তেন ধ্যানেন কং লোকং গচ্ছতি?

মহাত্মা পুরুষ শ্রীমহাবিষ্ণুর পরমধাম-অংশিরূপ তিনি পরব্রহ্ম এবং অক্ষর শব্দবাচ্য।

অতএব অক্ষর শব্দের দ্বারা পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবকেই স্বীকার করিতে হইবে, ইহাই এই অধিকরণের অর্থ। অব্যয়, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ব্রহ্ম, শ্রীকৃষ্ণ নামে পরং জ্যোতি এই প্রকরণের অক্ষর শব্দবাচ্য, ইহাই এই অধিকরণের নির্ণয় ॥ ১২ ॥

॥ এই প্রকার তৃতীয় অক্ষরাধিকরণ সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

৪ ॥ ঈক্ষতিকর্ম্মাধিকরণ—

অনন্তর ঈক্ষতিকর্ম্মাধিকরণ ব্যাখ্যা করিতেছেন। পূর্ব্বে অক্ষরাধিকরণে অক্ষর শব্দবাচ্য পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের সর্ব্বদ্রষ্টৃত্ব প্রতিপাদন করতঃ তাঁহার শক্তির দ্বারাই সকল ইন্দ্রিয়গণের দর্শন শ্রবণাদি শক্তি হয় অতএব দর্শন কর্ম্মেরও তিনিই কর্ত্তা, ইহাই অধিকরণ সঙ্গতি।

বিষয়—অতঃপর ঈক্ষতিকর্ম্মাধিকরণের বিষয়বাক্যের অবতারণা করিতেছেন—প্রশ্ন ইত্যাদি। প্রশ্নোপনিষদে বর্ণিত আছে—হে সত্যকাম! যাঁহাকে বেদাদি শাস্ত্রে 'ওঁ'কার বলে তিনিই পর এবং অপর ব্রহ্ম অতএব বিদ্বান্ সাধক এই প্রণবসাধনের দ্বারা যে কোন একটি ব্রহ্মের নিকটে গমন করে।

এই প্রকার আরম্ভ করিয়া—যে সাধক এই ত্রিমাত্রা যুক্ত "ওঁ" এই অক্ষরের দ্বারা পরং পুরুষের আরাধনা করে, সেই সাধক সূর্য্যের সদৃশ তেজ সম্পন্ন হইয়া, যেমন সর্প নিজের ত্বচ পরিত্যাগ করে, সেই প্রকার এই সাধকও সমস্ত পাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া সামাভিমানী দেবতা কর্ত্তৃক ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়। পুনঃ সেই ব্রহ্মলোক হইতে পরাৎপর পুরিশয় পুরুষকে দর্শন করে। অর্থাৎ—শৈব সত্যকাম নিজ গুরুদেব পিপ্পলাদ ঋষির নিকটে গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—হে ভগবন্! এই পৃথিবীতে মনুষ্যের মধ্যে যে মানব আজীবন "ওঁ"কারের সাধনা করে, সে ঐ ধ্যানের দ্বারা কোন লোকে বা স্থানে গমন করে?

নৈনৈবাক্ষরেণ পরং পুরুষমভিধ্যায়ীত স তেজসি সূর্য্যে সম্পন্নো যথা পাদোদরস্ত্বচা বিনির্ম্মুচ্যতে, এবং হ বৈ স পাপ্মভির্বিনির্ম্মুক্তঃ স সামভিরুন্নীয়তে ব্রহ্মলোকং স এতস্মাজ্জীবঘনাৎ পরাৎ-পরং পুরিশয়ং পুরুষমীক্ষতে" ইতি পঠ্যতে।

ইত্যেবং পৃষ্টে সতি উত্তরয়তি পিপ্পলাদঃ—হে সত্যকাম! যদ্ "ওঁ" প্রণবং তৎ খলু ব্রহ্ম এব, কীদৃশং তৎ পরং শ্রীগোবিন্দদেবম্ অপরং চতুর্ম্মুখং, কিঞ্চ প্রণবস্য পরব্রহ্মত্বং মৎস্যকূর্ম্মাদিবৎ শ্রীভগবতাবতারত্বাৎ। তথাহি শ্রীমদাচার্য্যচরণাঃ শ্রীভগ০ সন্দর্ভে—"অবতারান্তরবৎ পরমেশ্বরস্যৈব বর্ণরূপেণাবতারোঽয়মিতি নামনামিনোরভেদ এব" শ্রীভক্তিসন্দর্ভে চ—"ওমিত্যেতদ্ ব্রহ্মণো নেদিষ্ঠং নাম যস্মাদুচ্চামাণ এব সংসার ভয়াত্তারয়তি" শ্রীগীতাসু চ—১৭।২৩ "ওঁ তৎ সদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ। তস্মাদোঙ্কারস্য শ্রীভগবৎ স্বরূপত্বাৎ এতেনৈব আয়তনেন শ্রীভগবৎ প্রাপ্তিসাধনেন, একতরং—পরমপরং বা অন্বেতি—ওঁকার সাধনেন—সঙ্কল্পানুরূপং শ্রীভগবন্তং চতুর্ম্মুখং বা প্রাপ্নোতি সাধকঃ।

ইত্যেবং প্রণবারাধকস্য মহিমানমুক্ত্বা তস্য প্রাপ্য স্থানং নিরূপয়তি—য ইতি। 'ওঁ'কারস্য একমাত্রারাধকস্য জগত্যাভিসম্পদ্যতে, দ্বিমাত্রারাধনেন সোমলোকে বিভূতিমনুভূয় পুনরাবর্ত্ততে।

অথ মাত্রাত্রয়াত্মকেন 'ওঁ'কারেণ—অ-উ-ম্' ইতি অক্ষরত্রয়েণ পরং পুরুষং—পরং সর্ব্বশ্রেষ্ঠং

সত্যকাম এই প্রকার প্রশ্ন করিলে—মহর্ষি পিপ্পলাদ উত্তর প্রদান করিলেন—হে সত্যকাম! এই যে 'ওঁ' বা প্রণব তাহা পরব্রহ্মই, এই পরব্রহ্ম কি প্রকার—পরং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব। অপর ব্রহ্ম—চতুর্ম্মুখ। আরও এই প্রণবের পরব্রহ্মত্ব শ্রীমৎস্যদেব ও শ্রীকূর্ম্মদেব প্রভৃতি শ্রীভগবদবতারের সদৃশ হওয়া হেতু প্রণবও শ্রীভগবদবতার বিশেষ।

এই বিষয়ে শ্রীমদাচার্য্যদেব শ্রীভগবৎসন্দর্ভে বলিয়াছেন—এই 'ওঁ'কার পরমেশ্বর শ্রীভগবানের অন্য অবতারের সদৃশ বর্ণরূপে অবতার স্বরূপ। সুতরাং নাম ও নামী অভেদই। শ্রীভক্তিসন্দর্ভে বলিয়াছেন—'ওঁ' এইটি পরব্রহ্মের নিকটতম নাম, যে হেতু এই প্রণব উচ্চারণ করিলেই সংসারভয় হইতে রক্ষা করেন। শ্রীগীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—'ওঁ' 'তৎ' এবং 'সৎ' পরব্রহ্মের এই তিন প্রকার নাম কথিত হইয়াছে। সুতরাং ওঁকার শ্রীভগবৎ স্বরূপ হওয়া হেতু এই আয়তনের দ্বারা অর্থাৎ শ্রীভগবৎ প্রাপ্তি সাধনের দ্বারা একতর পরব্রহ্ম অথবা অপরব্রহ্ম চতুর্ম্মুখকে প্রাপ্ত করে, 'ওঁ'কার নাম সাধনের দ্বারা সাধক নিজ সঙ্কল্পের অনুরূপ শ্রীভগবান্ অথবা চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাকে লাভ করে।

এই প্রকার প্রণবারাধকের মহিমা বর্ণন করিয়া তাঁহার যে স্থান লাভ হয় তাহা নিরূপণ করিতেছেন—যে ইত্যাদি। ত্রিমাত্রা ওঁকারের যে সাধক এক মাত্রা আরাধনা করে তাহার এই জগতে সম্পত্তি লাভ হয়। মাত্রাদ্বয়ের আরাধনের দ্বারা সাধক চন্দ্রলোকে গমন করতঃ তথায় নানা প্রকার ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া পুনরায় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে।

তত্র সংশয়ঃ—ধ্যানেক্ষয়োর্ব্বিষয়ঃ পুরুষশ্চতুর্ম্মুখঃ ? পুরুষোত্তমো বেতি ?

সর্ব্বাবতারিণম্, পুরুষম্—সর্ব্বনিয়ামকং সর্ব্বান্তর্য্যামিনং শ্রীগোবিন্দদেবম্, অভি সর্ব্বতোভাবেন অনন্যভক্তি-ভাবেন ধ্যায়ীত—আরাধ্যতে, তেন আরাধনেন স সাধকঃ তেজসি সূর্য্যে সূর্য্যলোকে সম্পন্নো ভবতি· সূর্য্য-লোকং গত্বা সূর্য্যান্তর্য্যামিনং শ্রীভগবন্তং প্রাপ্নোতি।

কীদৃশং ? ইত্যপেক্ষয়ামাহ—যথেতি। যথা পাদোদরঃ সর্পঃ ত্বচা বিনির্ম্মুচ্যতে জীর্ণত্বগ্, বিনি-র্ম্মুক্তঃ স নবীনত্বগ্ গৃহ্ণাতি, এবং স সাধকোঽপি পাপ্মনা প্রারব্ধকর্ম্মভিঃ বিনির্ম্মুক্তো ভবতি, সর্ব্বপ্রকার প্রারব্ধকর্ম্মেভ্যঃ বিনির্ম্মুক্তো ভূত্বা পরমশুদ্ধো ভবতি। স পরমশুদ্ধঃ সাধকঃ সামভিঃ—সামাভিনামদেবতাভিঃ ব্রহ্মলোকং সত্যলোকং চতুর্ম্মুখলোকং বা উন্নীয়তে।

অথ চতুর্ম্মুখলোকগমনানন্তরং এতস্মাৎ জীবঘনাৎ হিরণ্যগর্ভাৎ, পরাৎপরং সর্ব্বশ্রেষ্ঠং পুরিশয়ং সর্ব্বান্তর্য্যামিনং পুরুষং সর্ব্বকর্ত্তারং সর্ব্বস্রষ্টারং শ্রীগোবিন্দদেবম্ ঈক্ষতে। ওঁকারেণারাধ্যমানেন পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবম্ ঈক্ষতে—সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষং করোতি লভত ইতি। ইতি পঠ্যতে, ইতি বিষয়বাক্যম্।

সংশয়ঃ—ইত্যেবম্ ঈক্ষতিকর্ম্মাধিকরণস্য বিষয়বাক্যে নির্ণিতে তত্র সংশয়মবতারয়ন্তি— তত্রেতি।

অনন্তর যে সাধক মাত্রাত্রয়াত্মক ওঁকারের অর্থাৎ 'অ-উ-ম্' এই অক্ষর ত্রয়ের দ্বারা পরং পুরুষ, পরং-সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বাবতারি, পুরুষ-সর্ব্বনিয়ামক, সর্ব্বান্তর্য্যামি শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবকে অভি—সর্ব্বতো-ভাবে এবং অনন্য ভক্তিভাবের দ্বারা আরাধনা করে, সেই আরাধনার দ্বারা সেই সাধক সূর্য্যলোকে গমন করে, অর্থাৎ সূর্য্যের সদৃশ দিব্য জ্যোতিযুক্ত হইয়া সূর্য্যলোকে গমন করতঃ সূর্য্যের অন্তর্য্যামিশ্রীভগবানকে প্রাপ্ত করে।

সাধক কি প্রকার হইয়া শ্রীভগবানকে প্রাপ্ত করে, এই অপেক্ষায় তাহা বলিতেছেন—যথা ইত্যাদি। যেমন পাদোদর সর্প ত্বচা বিনির্ম্মুক্ত করে, জীর্ণ চর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নবীন চর্ম্ম গ্রহণ করে, এই প্রকার সেই ওঁকার সাধকও পাপ অর্থাৎ প্রারব্ধকর্ম্ম হইতে বিনির্ম্মুক্ত হয়, সর্ব্বপ্রকার প্রারব্ধকর্ম্ম হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া পরম শুদ্ধ হয়। সেই পরমশুদ্ধ সাধক সাম-সাম নামে দেবতাগণ কর্ত্তৃক ব্রহ্মলোক-সত্য-লোক, অথবা চতুর্ম্মুখলোক আনীত হয়।

এই ভাবে চতুর্ম্মুখলোক গমনানন্তর এই জীবঘন হিরণ্যগর্ভ হইতে পরাৎপর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরীশয় সর্ব্বান্তর্য্যামী পুরুষ সর্ব্বকর্ত্তা সর্ব্বস্রষ্টা শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবকে দর্শন করে। ত্রিমাত্র ওঙ্কারের আরাধনার দ্বারা পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবকে দর্শন করে এবং সাক্ষাৎ সেবাও লাভ করে, এই প্রকার উপনিষদে দেখা যায়। ইহাই বিষয়বাক্য।

সংশয়—এই প্রকার ঈক্ষতিকর্ম্মাধিকরণের বিষয়বাক্য নির্ণীত হইলে তাহাতে সংশয়ের অবতা-রণা করিতেছেন—তত্র ইত্যাদি। এই প্রশ্নোপনিষদের বিষয়বাক্যে যে ধ্যান ও দর্শনের বিষয় পুরুষের

তত্রৈকমাত্রং প্রণবমুপাসীনস্য মনুষ্যলোকম্। দ্বিমাত্রমুপাসীনস্যান্তরীক্ষলোকং ফলং প্রোচ্য, ত্রিমাত্রমুপাসীনস্য ব্রহ্মলোকমাহ, স চ লোকক্রমাচ্চতুর্ম্মুখলোকঃ প্রত্যেতব্যঃ. তদ্গতেন বীক্ষমাণস্য স এবেতি যুক্তেশ্চতুর্ম্মুখঃ স ইতি প্রাপ্তে -

---

পূর্ব্বপক্ষঃ—এবং সংশয়ে সমুৎপন্নে পূর্ব্বপক্ষমবতারয়ন্তি—তত্রেতি। মনুষ্যলোকমিতি—(প্র০ ৫।৩) "স যদ্যেকমাত্রমভিধ্যায়ীত, স তেনৈব সংবেদিতস্তূর্ণমেব জগত্যামভিসম্পদ্যতে" অন্তরীক্ষলোকমিতি —(৫।৪) "অথ যদি দ্বিমাত্রেণ মনসি সম্পদ্যতে সোঽন্তরীক্ষং যজুর্ভিরুন্নীয়তে সোমলোকম্, স সোমলোকে বিভূতিমনুভূয় পুনরাবর্ত্ততে"। ব্রহ্মলোকমিতি -(৫।৫) "স সামভিরুন্নীয়তে ব্রহ্মলোকম্"।

শ্রীভাগবতে চ - ব্রহ্মা - ২।৫।৩৯, "মূর্দ্ধভিঃ সত্যলোকস্তু ব্রহ্মলোকঃ সনাতনঃ"। অথ ব্রহ্মলোক শব্দেন চতুর্ম্মুখলোক এব গ্রাহ্যম্। সচেতি - লোকক্রমাদিতি—লোকগণনাক্রমেণ, প্রথমং মনুষ্যলোকং, দ্বিতীয়ম্—অন্তরীক্ষলোকম্, তৃতীয়ম্—ব্রহ্মলোকমিতি। তদ্গতেন - ব্রহ্মলোকগতেন।

তস্মাৎ ব্রহ্মলোকাপরপর্য্যায়ঃ চতুর্ম্মুখলোকগতস্য ত্রিমাত্রাস্বরূপ—প্রণবসাধকস্য চতুর্ম্মুখ হিরণ্যগর্ভ এব ঈক্ষণবিষয়মিতি, ঈক্ষণকর্ম্মণঃ চতুর্ম্মুখ এব বিষয়মিতি পূর্ব্বপক্ষঃ।

নিরূপণ করিয়াছেন ঐ পুরুষ কি চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা ? অথবা সর্ব্বারাধ্য পুরুষোত্তম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব ? এই প্রকার দ্বিকোটিবাক্য সন্দেহ হয়।

পূর্ব্বপক্ষ—এই প্রকার সংশয় সমুৎপন্ন করিলে বাদী পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিতেছেন—তত্র ইত্যাদি। এই স্থলে একমাত্রা ওঁকারের আরাধকের মনুষ্যলোক, অর্থাৎ সাধক যদি প্রণবের একমাত্রার আরাধনা করে, সেই সাধক ঐ উপাসনার দ্বারা বিজ্ঞ হইয়া শীঘ্রই পৃথিবীতে নানা প্রকার ঐশ্বর্য্য লাভ করে। এবং ওঁঙ্কারের দ্বিমাত্রার আরাধনা করে, সেই সাধক সেই উপাসনার দ্বারা অন্তরীক্ষ লোকে গমন করে অর্থাৎ সেই সাধক যদি প্রণবের দ্বিমাত্রার দ্বারা মনেতে আরাধনা করে, সে যজুঃ নামক দেবতাগণ কর্ত্তৃক সোমলোকে সমানীত হয়। সেই সাধক সোমলোকে নানা প্রকার বিভূতি ভোগ অনুভব করতঃ পুনরায় পৃথিবীতে ফিরিয়া আসে।

ত্রিমাত্র ওঁঙ্কার উপাসকের ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি বর্ণনা করিয়াছেন। অর্থাৎ—সেই সাধক সামাভিমানিদেবতাগণ কর্ত্তৃক ব্রহ্মলোকে সমানীত হয়।

ব্রহ্মলোক সম্বন্ধে শ্রীভাগবতে ব্রহ্মা বলিয়াছেন—এই বিরাট্ পুরুষের মস্তকে সত্যলোক, যাহাকে সনাতন ব্রহ্মলোক বলা হয়। সুতরাং ব্রহ্মলোক শব্দে চতুর্ম্মুখ লোককেই গ্রহণ করিতে হইবে। এই ভাবে ত্রিমাত্র ওঙ্কারের উপাসকের যে ব্রহ্মলোক লাভের কথা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা লোকগণনাক্রমে চতুর্ম্মুখ লোককেই প্রত্যয় করায়। লোকক্রমে অর্থাৎ লোকগণনাক্রমে, প্রথম মনুষ্যলোক, দ্বিতীয় অন্তরীক্ষলোক এবং তৃতীয় ব্রহ্মলোক। সুতরাং ব্রহ্মলোকগত সাধককর্ত্তৃক বীক্ষণবিষয় ব্রহ্মাই, অন্য কেহই

ওঁ ॥ ঈক্ষতিকর্ম্মব্যপদেশাৎ সঃ ॥ ওঁ ॥ ১।৩।৪।১৩।

সঃ পুরুষোত্তম এব ঈক্ষতিকর্ম্ম দর্শনবিষয়ঃ। কুতঃ? ব্যপদেশাৎ। "তমোঙ্কারেনৈবায়তনেনান্বেতি বিদ্বান্ যৎ তচ্ছান্তমজরমমৃতমভয়ং পরঞ্চেতি" (প্রশ্ন° ৫।৭) ইতি ব্রহ্মধর্ম্ম

সিদ্ধান্তঃ–ইত্যেবং পূর্ব্বপক্ষে সমুপস্থিতে সিদ্ধান্তয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—ঈক্ষতীতি। প্রণবারাধন প্রসঙ্গে "পরাৎপরং পুরুষমীক্ষতে" ইতি ঈক্ষণ কর্ম্মবিষয়মুক্তম্ স পরব্রহ্ম এব, কুতঃ? ব্যপদেশাৎ, ব্রহ্মণি যেঽমৃতত্বাদিধর্ম্মাঃ পঠিতাস্তেঽত্রাপি দৃশ্যন্তে, "তমোঙ্কারেণৈবায়তনেনান্বেতি বিদ্বান্। যত্তচ্ছান্তমজরমমৃতমভয়ং পরং চেতি॥ (৫।৭)।

তস্মাৎ 'সঃ' পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব এব তত্র নিত্যধাম-গতানাং শ্রীভগবদ্ভক্তানাং দর্শনবিষয় ইতি তদারাধক-মহানুভাবৈর্দৃশ্যত্বেন ব্যপদেশাৎ সমুপদেশাৎ। ব্যপদেশাদিতি—কিং ব্যপদিষ্টমিত্যপেক্ষায়ামাহ—তং ত্রিমাত্রাত্মকং 'ওঁ'কারং তমেব আয়তনং প্রাপ্তিসাধনং তেন সাধনেন অন্বেতি অনুগচ্ছতি, কিমনুগচ্ছতি তদাহ তৎ বস্তু শান্তং রাগাদিবিবর্জিতম্। অজরম্—ষড়্ভাববিকারাদি রহিতম্। অমৃতম্—মৃত্যুবিবর্জিতম্। যদ্বা পরমমোক্ষস্থানমিতি। অভয়ম্—ভয়রহিতম্, কিঞ্চ তৎ সাধকানামপি ভয়রাহিত্য

নহে। অতএব ব্রহ্মলোকাপর পর্য্যায় চতুর্ম্মুখ লোকগত ত্রিমাত্রা স্বরূপ 'ওঁ'কার সাধকের চতুর্ম্মুখ হিরণ্যগর্ভই দর্শনের বিষয়, অর্থাৎ ইক্ষণকর্ম্মের চতুর্ম্মুখেই বিষয়, অন্য কেহ নহে। এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ নিরূপিত হইল।

সিদ্ধান্ত—বাদিগণ কর্ত্তৃক এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষের উদ্ভাবনা করিলে ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত সূত্রের অবতারণা করিতেছেন—ঈক্ষতি ইত্যাদি। ঈক্ষতি কর্ম্মব্যপদেশ হেতু তিনি পরব্রহ্মই। অর্থাৎ প্রণব আরাধনা প্রসঙ্গে "পরাৎপর পুরুষ দর্শন করে" এই প্রকার পুরুষকে ঈক্ষণ কর্ম্মের বিষয় বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন সেই পুরুষ পরব্রহ্মই, কারণ—ব্যপদেশ হেতু, অর্থাৎ ব্রহ্মের মধ্যে যে অমৃতত্বাদি গুণসকল বিদ্যমান আছে, তাহা এই পুরুষেও বিদ্যমান থাকা হেতু।

"এই ওঁঙ্কার রূপ শ্রীভগবৎপ্রাপ্তি সাধনের দ্বারা বিদ্বান সাধক যাঁহাকে লাভ করেন, তাহা শান্ত অজর, অমৃত, অভয় পরব্রহ্ম" অতএব 'সঃ' অর্থাৎ --পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবই, সেই স্থানে নিত্যধামগত শ্রীভগবদ্ভক্তগণের দর্শনের বিষয়, এই প্রকার শ্রীভগবদারাধক মহানুভবগণ কর্ত্তৃক দৃশ্যমানত্ব রূপে সমুপদেশ করা হেতু। সেই পুরুষোত্তমই ঈক্ষতি কর্ম্ম, অর্থাৎ দর্শনের বিষয়।

কেন তিনি দর্শনের বিষয়? তদুত্তরে বলিতেছেন—ব্যপদেশ হেতু। এই ব্যপদেশ কি প্রকার? সেই অপেক্ষায় বলিতেছেন—তম্ ইত্যাদি। "এই ওঙ্কাররূপ শ্রীভগবৎ প্রাপ্তি সাধনের দ্বারা বিদ্বান সাধক যাঁহাকে লাভ করেন ইত্যাদি। অর্থাৎ—যে ত্রিমাত্রা স্বরূপ ওঁকার, তাহাই আয়তন প্রাপ্তি সাধন, সেই সাধনের দ্বারা অন্বেতি –অনুগমন করেন, কি প্রকার বস্তুর অনুগমন করেন তাহা বলিতেছেন—**শান্ত**—

নির্দ্দেশাৎ। তদেবং নির্ণীতে ব্রহ্মলোকশব্দোঽপি "নিষাদস্থপত্যধিকরণ ন্যায়েন" (মী০ দ০

শ্রবণাৎ। এবমেবাহ শ্রীভাগবতে—শ্রীরুদ্রঃ—৬।১৭।২৮, "নারায়ণ পরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি। স্বর্গাপবর্গ নরকেম্বপি তুল্যার্থ দর্শিনঃ। পরম্ – সর্ব্বশ্রেষ্ঠম্, পরায়ণম্—আশ্রয়ম্।

তস্মাৎ এতে ধর্ম্মাশ্চতুর্ম্মুখে ন বিদ্যন্তে, তস্য জীববিশেষ শ্রবণত্বাৎ। তথাহি শ্রীভাগবতে—৪। ২৩।২৯, "স্বধর্ম্মনিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ পুমান্ বিরিঞ্চতামেতি" কিঞ্চ—যথা পাদোদরস্ত্বচা বিনির্ম্মুচ্যতে এবং হ বৈ স পাপ্মনা বিনির্ম্মুক্তঃ স সামভিরুন্নীয়তে ব্রহ্মলোকম্"। ইতি সকল পাপ রহিতস্য পরমমুক্তস্য প্রাপ্য-রূপেণোচ্যমানং চতুর্ম্মুখলোকং ভবিতুং নার্হতি।

এবঞ্চ—"যত্তচ্ছান্তমজরমমৃতমভয়ম্" ইত্যাদিনা ঈক্ষতি—কর্ম্মণঃ পরব্রহ্মত্বে নিশ্চিতে সতি ঈক্ষিতুঃ শ্রীভগবতঃ স্থানতয়া নির্দ্দিষ্টো ব্রহ্মলোকঃ ক্ষয়িষ্ণুশ্চতুর্ম্মুখলোকো ভবিতুং নার্হতি। তস্মাৎ ওঙ্কারেণারা-ধ্যমানং পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবমেব ন তু চতুর্ম্মুখম্।

নন্থ ব্রহ্মলোকমিতি 'ব্রহ্মণো লোকম্' ইতি ষষ্ঠী সমাসোঽস্তু, তথাত্বে চ ব্রহ্ম এব অজরত্বাদি ধর্ম্মযুক্তো, ন তু তল্লোকমিতি তস্মাৎ ব্রহ্মলোকগতানাং ন কিঞ্চিল্লাভ ইতি শঙ্কায়াঃ নিরসনার্থং অস্য ন্যায়স্যাবতারঃ।

রাগাদি বিবর্জ্জিত। অজর – ষড়্ভাব বিকারাদি রহিত। অমৃত – মৃত্যু বিবর্জ্জিত অথবা পরম মোক্ষ-স্থান। অভয়—ভয় রহিত, এমন কি তাঁহার সাধকগণও সর্ব্বপ্রকার ভয়রহিত এই প্রকার শ্রবণ করা যায়। তাঁহার সেবকগণ যে ভয়রহিত তাহা শ্রীভাগবতে শ্রীরুদ্র বলিয়াছেন—হে দেবি! শ্রীনারায়ণ পরায়ণ বৈষ্ণবগণ কোথাও ভয় করে না, কারণ তাহারা স্বর্গ এবং নরকে সমদর্শী।

পর – সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। পরায়ণ—আশ্রয়। ইত্যাদি সেই পুরুষে ব্রহ্মধর্ম্ম নির্দ্দেশ হেতু পরব্রহ্মই দর্শন বিষয়। সুতরাং এই দিব্যধর্ম্ম সকল চতুর্ম্মুখে বিদ্যমান নাই। এমন কি ব্রহ্মা যে জীববিশেষ তাহাও শ্রবণ করা যায়। এই বিষয়ে শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে—মানব একশত জন্ম শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নিজ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পালন করিলে বিরিঞ্চিতা অর্থাৎ ব্রহ্মার স্থান লাভ করে।

আরও বিশেষ কথা এই যে—যে প্রকার সর্প নিজ পুরাতন চর্ম্ম পরিত্যাগ করে, সেইরূপ এই সাধকও সর্ব্বপ্রকার প্রারব্ধাদি হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া সাম দেবতাগণ কর্ত্তৃক ব্রহ্মলোকে নীত হয়। এই প্রকারে সর্ব্ব পাপ রহিত পরম মুক্তের চরম প্রাপ্যরূপে কথিত এই জীববিশেষ শাসিত চতুর্ম্মুখ লোক কোন প্রকারেই হইতে পারে না। অতএব ত্রিমাত্রা ওঁকারের দ্বারা ধ্যানের বস্তু পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দ দেবই, কিন্তু চতুর্ম্মুখ নহে। এই প্রকার ঈক্ষতি কর্ম্মের বিষয় শ্রীশ্রীকৃষ্ণই এই নির্ণীত হইলে 'ব্রহ্মলোক' শব্দও 'নিষাদস্থপত্যধিকরণ' ন্যায়ের দ্বারা শ্রীবিষ্ণুলোকেরই বাচক সিদ্ধ হয়।

শঙ্কা— যদি বলেন—ব্রহ্মলোক অর্থাৎ ব্রহ্মার লোক, এই প্রকার ষষ্ঠী সমাস হউক, তাহা হইলে

৬।১।১৩।৫১) শ্রীবিষ্ণুলোকস্য বাচকঃ সিদ্ধ্যতি ॥ ১৩ ॥

তথাহি মীমাংসা দর্শনে—৬।১।১৩।৫১, "স্থপতির্নিষাদঃ স্যাচ্ছব্দসামর্থ্যাৎ"শবর ভাষ্যম্—"স্থপতির্নিষাদঃ স্যাৎ, নিষাদ এব স্থপতির্ভবিতুমর্হতি। "সমানাধিকরণ সমাসস্তু বলীয়ান্"।

টুপ্ টীকা চ—কর্ম্মধারয়োঽয়ং ন ষষ্ঠী তৎ পুরুষঃ, এবং পদদ্বয়ং স্বার্থবৃত্তম্, ইতরথা নিষাদশব্দো লক্ষণয়া স্থপতাবদ্ধ্যারোপিতঃ স্যাৎ, সামানাধিকরণ্যসমাস প্রতিপত্ত্যর্থং অত ঐকাধিকরণসামর্থ্যম্, সামর্থ্যাচ্চ সমাসঃ। যদি চ নিষাদশব্দেন নিষাদ এবোচ্যতে স্থপতি শব্দেন স্থপতিরেব, ততো ভিন্নাধিকরণত্বাৎ সামর্থ্যাভাবঃ, সামর্থ্যাভাবাৎ সমাসাভাবঃ। তস্মাৎ—"নিষাদ এব স্থপতিঃ স্যাৎ।"

অতঃ—নিষাদস্থপত্যধিকরণ ন্যায়েন ব্রহ্মলোকঃ শ্রীবিষ্ণুলোকস্য গোলোকস্য বাচক ইতি। তথাহি শ্রীভাগবতে—১০।২৮।১৪-১৫, "ইতি সঞ্চিন্ত্য ভগবান্ মহাকারুণিকো হরিঃ। দর্শয়ামাস লোকং স্বং

ব্রহ্মাই অজরত্বাদি ধর্ম্মযুক্ত হইবে, তাঁহার লোক বা স্থান নহে। সুতরাং ব্রহ্মলোক গত মানব বা সাধকগণের কোন প্রকার সুখ লাভ হইবে না।

সমাধান—এই প্রকার আশঙ্কা নিরসন করিবার নিমিত্তই এই ন্যায়ের অর্থাৎ "নিষাদস্থ পত্যধিকরণ" ন্যায়ের অবতারণা।

পূর্ব্বমীমাংসা দর্শনে বর্ণিত আছে—এই স্থলে স্থপতি নিষাদই হইবে, কারণ শব্দের সেই প্রকারই সামর্থ্য হেতু। শ্রীশবর স্বামীর ভাষ্য এই প্রকার—স্থপতি নিষাদই হইবে, নিষাদই স্থপতি হইবার যোগ্য হয়। কারণ—এই স্থানে সমানাধিকরণ সমাসই বলবান।

এই প্রকরণের শ্রীভট্টকুমারিলের টুপ্ টীকা এই প্রকার—এই স্থানে কর্ম্মধারয় সমাস হইয়াছে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস নহে। অর্থাৎ "নিষাদ এব স্থপতিঃ" এই প্রকার সমাস বাক্য হয়, কিন্তু "নিষাদস্য স্থপতিঃ" এই প্রকার নহে।

সুতরাং কর্ম্মধারয় সমাস হইলেই দুইটি পদেরই স্বার্থ—নিজ নিজ অর্থ সিদ্ধ হয়। অন্যথা এইরূপ স্বীকার না করিলে নিষাদ শব্দ লক্ষণার দ্বারা স্থপতিতে অধ্যারোপ করিতে হইবে। এই স্থলে সামানাধিকরণ্য সমাস প্রতিপত্তির জন্য করা হইয়াছে, অতএব ঐ উভয় পদের একাধিকরণ সামর্থ্যলাভ হইয়াছে এবং একাধিকরণ সামর্থ্য সমাস হইয়াছে। যদি একাধিকরণ স্বীকার না করিয়া নিষাদ শব্দের দ্বারা নিষাদকেই নিরূপণ করে এবং স্থপতি শব্দের দ্বারা স্থপতিকে, তাহা হইলে ভিন্নাধিকরণ হেতু সামর্থ্যের অভাব হইবে। সুতরাং "নিষাদ এব স্থপতিঃ" এই প্রকার সমাস হইবে। অতএব এই নিষাদস্থপত্যধিকরণ ন্যায়ের দ্বারা ব্রহ্মলোক বলিতে 'ব্রহ্ম এব লোকঃ' এই সমাস হইবে, কিন্তু ষষ্ঠী তৎপুরুষ—ব্রহ্মণো লোকঃ, এই প্রকার সমাসবাক্য হইবে না। সুতরাং ব্রহ্মলোক-শ্রীবিষ্ণুলোক বা শ্রীগোলোকেরই বাচক।

এই বিষয়ে শ্রীভাগবতে বলিয়াছেন—পরম করুণাময় ভগবান শ্রীহরি এই প্রকার চিন্তা করিয়া

৫ ॥ দহরাধিকরণম্ ॥

ছান্দোগ্যে শ্রূয়তে (৮।১।১) "অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম

গোপানাং তমসঃ পরম্ ॥ সত্যং জ্ঞানমনন্তং যদ্ ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনম্। যদ্ধি পশ্যন্তি মুনয়ো গুণাপায়ে সমাহিতাঃ ॥ তস্মাৎ ব্রহ্মলোকগতস্য প্রণবারাধকস্য দর্শনবিষয়ঃ পরমসুখস্বরূপঃ, আনন্দময়ঃ শ্রীগোবিন্দদেব এব, ন তু চতুর্ম্মুখ ইতি ভাবঃ ॥ ১৩ ॥

॥ ইতি ঈক্ষতিকর্ম্মাধিকরণং চতুর্থং সমাপ্তম্ ॥ ৪ ॥

৫ ॥ দহরাধিকরণম্ ॥

অথ পূর্ব্বত্রাধিকরণে ব্রহ্মলোক নিবাসিনং পরাৎপরং পরমেশ্বরং শ্রীগোবিন্দদেবং নিরূপিতম্, অত্র দহরাধিকরণে ব্রহ্মপুরং দহরং হৃদয়সরোরুহং তত্র ব্রহ্মপুরে দহরাকাশঃ অন্বেষণীয়ত্বেন নিরূপ্যতে তৎ শ্রীগোবিন্দদেব এব ইতি অধিকরণ সঙ্গতিঃ।

বিষয়ঃ—অথ দহরাধিকরণস্য বিষয়বাক্যমবতারয়ন্তি—ছান্দোগ্য ইতি। ছান্দোগ্যোপনিষদি অষ্টমাঽধ্যায়ে ইদমামনন্তি—অথেতি।

অথ ভূমবিদ্যানন্তরং যদিদং বক্ষ্যমাণং ব্রহ্মপুরে পরব্রহ্মণো নিত্যধাম্নি শ্রীগোবিন্দদেবস্য ভক্তরূপ বিগ্রহে, ভক্তশরীরে ইতি যাবৎ। ব্রহ্মণঃ পুরমিত্যুক্তেঃ, যথা চক্রবর্ত্তিনোঽনেক সেবক বিশিষ্টং পুরং তথা

গোপগণকে অন্ধকারের পরপারে নিজলোক দেখাইলেন, যাহা সত্য, জ্ঞানময়, অনন্ত ব্রহ্ম জ্যোতিস্বরূপ এবং সনাতন, গুণরহিত মুনিগণ সমাহিত মনে যাঁহাকে দর্শন করেন। অতএব ব্রহ্মলোকগত প্রণব আরাধকের দর্শন বিষয় পরম সুখস্বরূপ আনন্দময় শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবই হয়েন। কিন্তু চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা নহে ইহাই ভাবার্থ ॥ ১৩ ॥

॥ এই প্রকার চতুর্থ ঈক্ষতিকর্ম্মাধিকরণ সমাপ্ত হইল ॥ ৪ ॥

৫ ॥ দহরাকিরণ—

অনন্তর দহরাধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন। পূর্ব্বে ঈক্ষতিকর্ম্মাধিকরণে ব্রহ্মলোক নিবাসি পরাৎপর পরমেশ্বর শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবকে নিরূপণ করিয়াছেন। এই দহরাধিকরণে ব্রহ্মপুর দহর হৃদয়-সরোরুহ বিদ্যমান আছে সেই ব্রহ্মপুরে দহরাকাশ অন্বেষণীয়ত্ব রূপে নিরূপণ করা হইয়াছে সেই দহরাকাশ শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবই হয়েন, এই অধিকরণ সঙ্গতি প্রদর্শিত হইল।

বিষয়—অতঃপর দহরাধিকরণের বিষয়বাক্যের অবতারণা করিতেছেন—ছান্দোগ্য ইত্যাদি। ছান্দোগ্যোপনিষদে এইপ্রকার শ্রবণ করা যায়—অনন্তর যে এই ব্রহ্মপুরে দহর সদৃশ পুণ্ডরীক বেশ্ম তন্মধ্যে যে অন্তরাকাশ বিদ্যমান আছে, তাহাতে যিনি আছেন তাঁহাকে অন্বেষণ করিবে, তাঁহাকেই বিশেষভাবে

দহরেঽস্মিন্নন্তরাকাশঃ তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যং তদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্” ইতি।

তত্র সন্দেহঃ—কিময়ং হৃৎপুণ্ডরীকস্থো দহরাকাশো ভূতাকাশঃ? কিম্বা জীবঃ?

ইদমপি অনেকেন্দ্রিয় মনোবুদ্ধ্যাদিভির্জীবস্বার্থসাধকৈর্যুক্তমিতি। তথাহি শ্রীভাগবতে ৯।৪।৬৮, “সাধবো হৃদয়ং মহ্যম্” তস্মিন্ ব্রহ্মপুরে সাধকশরীরে দহরম্ অতি অল্পস্থানং প্রাদেশমাত্রং, তস্মিন্ হৃদয়পুণ্ডরীকে হৃদয়শতদলে বেশ্ম গৃহং শ্রীভগবদ্‌নিবাসগৃহং, অস্মিন্ দহরে বেশ্মনি অন্তরাকাশঃ, তস্মিন্ অন্তরাকাশাখ্যে যদন্তঃ মধ্যস্থলস্থঃ তদন্বেষ্টব্যং, শ্রীগুর্ব্বনুগত্যেন অন্বেষণং কর্ত্তব্যম্, তদ্ বাব জিজ্ঞাসিতব্যম্—শ্রীগুরুসবিধে জ্ঞাতব্যমিতি ভাবঃ।

এবমেবাহ শ্রীভগবান্ শ্রীভাগবতে—২।৯।৩৫ “এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ” শ্রীগীতাসু চ –৪।৩৪, “তদ্ বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥” তস্মাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মমাশ্রিত্য তৎসবিধে শ্রীভগবত্তত্ত্বজ্ঞানং লব্ধা হৃৎপদ্মকোশস্থং শ্রীভগবন্তং ভজনীয়মিতি ভাব ইতি বিষয়বাক্যম্।

সংশয়ঃ—অত্র ছান্দোগ্যবাক্যে ভবতি সংশয়ঃ—কিময়মিতি। ননু হৃৎপুণ্ডরীকস্থ দহরাকাশস্য পরব্রহ্মত্বে কথং সংশয় ইতি চেত্তত্রাহ—আকাশ-ব্রহ্মপুর-শব্দাভ্যামিতি ক্রমঃ। তত্রাকাশশব্দস্য ভূতাকাশে

জিজ্ঞাসা করিবে। অর্থাৎ ছান্দোগ্যোপনিষদে ভূমা বিদ্যা কথনের পরে বলিতেছেন—যে এই বক্ষ্যমান ব্রহ্মপুরে – পরব্রহ্মের নিত্যধামে, অর্থাৎ—শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের ভক্তরূপ বিগ্রহে, শ্রীভক্তশরীরে ইহার অর্থ।

ব্রহ্মের পুর বলিবার তাৎপর্য্য এই যে—যেমন রাজ চক্রবর্ত্তীর অনেক সেবক বিশিষ্টপুর আছে সেই প্রকার অনেক ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি প্রভৃতি জীবের স্বার্থ সাধকগণযুক্ত শ্রীভক্তশরীর।
এই বিষয়ে শ্রীভগবান বলিয়াছেন—সাধুগণই আমার হৃদয়” অতএব সেই ব্রহ্মপুরে সাধক শরীরে দহর অতি অল্প প্রাদেশমাত্র স্থান আছে, সেই হৃদয় পুণ্ডরীকে হৃদয়শতদলে বেশ্ম—শ্রীভগবানের গৃহ বিদ্যমান আছে, এই দহররূপ হৃদয়শতদলে যে অন্তরাকাশ আছে, সেই অন্তরাকাশের মধ্যস্থলে যিনি আছেন তাঁহাকে অন্বেষণ করিবে, অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবের নিকটে নিবাস করতঃ তাঁহার আনুগত্যে অন্বেষণ করিবে, তাঁহাকেই শ্রীগুরুদেবের সবিধে বিশেষভাবে জিজ্ঞাসা করিবেন।

এই বিষয়ে শ্রীভাগবতে শ্রীভগবান এই প্রকার বলিয়াছেন—পরব্রহ্মের তত্ত্বজিজ্ঞাসু সাধকের শ্রীগুরুদেবের নিকটে ইহাই পরম জিজ্ঞাস্য। শ্রীগীতা বলিয়াছেন—হে পার্থ! ব্রহ্মবিৎ শ্রীগুরুদেব দণ্ডবৎ নমস্কার, জিজ্ঞাসা ও সেবার দ্বারা প্রসন্ন হইয়া পরম গোপনীয় শ্রীভগবানের তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করেন। অতএব শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া তাঁহার নিকটে শ্রীভগবানের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতঃ হৃদয়-শতদলে বিরাজিত শ্রীভগবানকে আরাধনা করা কর্ত্তব্য ইহাই ভাবার্থ। এই প্রকার বিষয়বাক্য প্রদর্শিত হইল।

উত শ্রীবিষ্ণুরিতি ?

তত্র প্রসিদ্ধের্ভূতাকাশঃ স্যাৎ। পুরস্বামিত্বাদল্পত্ব প্রত্যয়ত্বাচ্চ জীবো বা ইতি প্রাপ্তে—

প্রসিদ্ধত্বাৎ সন্দেহো জায়তে। কিঞ্চ—ব্রহ্মপুরমিতি, জীবোঽত্র ব্রহ্ম শব্দেনোচ্যতে, তস্য পুরমিদং শরীরং ব্রহ্মপুরম্। তথা আকাশশব্দস্য পরব্রহ্মণ্যপি বহুশঃ প্রয়োগ দর্শনাৎ। তস্মাৎ পক্ষত্রয়ং সন্দেহং জাতমিতি।

পূর্ব্বপক্ষঃ—ইত্যেবং ত্রিবিধং সন্দেহং সমুদ্ভাবিতে সতি পূর্ব্বপক্ষমবতারয়ন্তি—তত্রেতি। তত্র ত্রিষু পক্ষেষু আকাশশব্দস্য ভূতাকাশে প্রসিদ্ধত্বাৎ, প্রতীতি বিষয়ত্বাচ্চ ভূতাকাশ এব। তথাহি তৈত্তিরীয়কে—২।১।৩, "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" ইত্যত্র আকাশশব্দেন পঞ্চীকৃত ভূতাকাশ এব বোধ্যতে। তস্মাৎ ছান্দোগ্যোক্ত দহরাকাশো ভূতাকাশ এব। জীবো বা স্যাৎ।

অস্য শরীররূপ পুরস্য স্বামী, পরিপালকত্বাৎ, অল্পেতি—শ্বেতাশ্বতরে—৫।৮, "আরাগ্রমাত্রোহ্যপ্যপরোঽপি দৃষ্টঃ। প্রশ্নোপনিষদি চ—৩।৬, "হৃদি হ্যেষ আত্মা" অতঃ পুরস্বামিত্বাদল্পত্বাচ্চ হৃৎপুণ্ডরীকস্থো দহরাকাশো জীব এব। অথবা শ্রীপরমেশ্বরো বা ভবেৎ। কিঞ্চ পক্ষস্য বিবাদাস্পদত্বাৎ অনিশ্চয়ো বা স্যাদিতি পূর্ব্বপক্ষমিতি।

সংশয়—এই ছান্দোগ্য উপনিষদের বাক্যে সন্দেহ হইতেছে—এই হৃদয় পুণ্ডরীকস্থ দহরাকাশ কি ভূতাকাশ ? অথবা জীবাত্মা ? কিম্বা সর্ব্বব্যাপক শ্রীবিষ্ণু ?

যদি বলেন—হৃৎপুণ্ডরীকস্থ দহরাকাশের পরব্রহ্মত্বে সংশয় হইবার কারণ কি ? তদুত্তরে বলিব—আকাশ ও ব্রহ্মপুর শব্দের দ্বারাই সন্দেহের উৎপন্ন হইতেছে। প্রথমতঃ—আকাশ শব্দের ভূতাকাশে প্রয়োগ প্রসিদ্ধ হেতু দহরাকাশে ভূতাকাশের সংশয় হইতেছে। দ্বিতীয়তঃ—ব্রহ্মপুর এইস্থানে ব্রহ্মশব্দের দ্বারা জীবকে নিশ্চয় করে, তাহার পুর—ব্রহ্মপুর, অর্থাৎ মানব শরীর অতএব জীবই দহরাকাশ।

এই প্রকার দহরাকাশ শব্দের পরব্রহ্মেও বহু প্রয়োগ দেখা যায়, সুতরাং ব্রহ্মেও সংশয় হয়। এই প্রকার ত্রিবিধ সন্দেহের উৎপত্তি হইল। এইরূপ সংশয় প্রদর্শিত হইল।

পূর্ব্বপক্ষ—এই প্রকার দহরাধিকরণের বিষয়বাক্যে তিন প্রকার সংশয়ের সমুদ্ভব হইলে বাদিগণ পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিতেছেন—তত্র ইত্যাদি। তাহার মধ্যে দহরাকাশ ভূতাকাশই হইবে। অর্থাৎ তিনটি পক্ষের মধ্যে আকাশ শব্দের ভূতাকাশে প্রসিদ্ধি হেতু, আকাশ শব্দে প্রথমতঃ ভূতাকাশে প্রতীতি হেতু দহরাকাশ ভূতাকাশই হইবে। এই বিষয়ে তৈত্তিরীয় উপনিষদে এই প্রকার বলিয়াছেন—সেই প্রসিদ্ধ আত্মা হইতে আকাশ সম্ভূত হয়। এই স্থলে আকাশ শব্দের দ্বারা পঞ্চীকৃত ভূতাকাশকেই বোধ করায়। অতএব ছান্দোগ্যোপনিষৎ কথিত দহরাকাশ ভূতাকাশই, অন্য কিছু নহে।

অথবা জীবই দহরাকাশ হইবে। পুর স্বামীও অল্পপ্রত্যয় হেতু দহরাকাশ জীবই। অর্থাৎ—এই শরীর রূপ পুরের স্বামী, পরিপালক হেতু, শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ অল্প বিষয়ে বলিয়াছেন—আবার

ওঁ ॥ দহর উত্তরেভ্যঃ ॥ ওঁ ॥ ১।৩।৫।১৪।

শ্রীবিষ্ণুরেব দহরঃ কুতঃ? উত্তরেভ্যঃ, বাক্যশেষগতেভ্যো হেতুভ্য ইত্যর্থঃ। তে চ বিয়দুপমত্ব সর্ব্বাধারত্বাপহত পাপ্‌মত্বাদয়ো ভূতাকাশে জীবে চ ন সম্ভবেয়ুঃ। শ্রুতৌ ব্রহ্মপুর-

---

সিদ্ধান্তঃ—ইত্যেবং পূর্ব্বপক্ষে সমুদ্‌ভাবিতে সতি সিদ্ধান্তমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীসূত্রকারঃ—দহরেতি। ছান্দোগ্যোপনিষদি অষ্টমোঽধ্যায়ে দহরবিদ্যায়াং যদ্ দহরাকাশমুক্তম্, তত্তু শ্রীভগবদ্ গোবিন্দ দেবমেব, ন তু জীব-ভূতাকাশৌ। কুতঃ? উত্তরেভ্যঃ।

উত্তরেত্ত্যঃ বাক্যশেষগতেভ্যো হেতুভ্যঃ। তথাহি—ছা০ ৮।১।৫, "এষ আত্মাপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকঃ" ইতি। "অথ য আত্মা স সেতুঃ" ৮।৪।১, তস্মাৎ বাক্যশেষ প্রমাণেভ্যো দহরাকাশঃ শ্রীবিষ্ণুঃ। যেভ্যো বাক্যশেষগতেভ্যো হেতুভ্যঃ শ্রীবিষ্ণুঃ—দহরশব্দবাচ্যঃ, অথ তান্ হেতুন্ দর্শয়ন্তি—তে চ ইত্যাদিনা।

"যাবান্ বা অয়মাকাশস্তাবানেবান্তর্হৃদয়াকাশঃ" ছা০ ৮।১।৩, ইতি উপমানোপমেয়ভাবশ্চ

অগ্রভাগের মাত্রার সমান অপর চেতন শক্তি দেখা যায়। প্রশ্নোপনিষদে দেখা যায়—এই আত্মা হৃদয়ে অবস্থান করে। অতএব শরীররূপ পুরের স্বামী হওয়া হেতু এবং অতি অল্প পরিমাণ হওয়ার নিমিত্ত দহরাকাশ জীব। অথবা—পরমেশ্বরও হইতে পারেন, কিন্তু পক্ষেরই অনিশ্চয় হেতু বিবাদাস্পদই থাকিল অর্থাৎ—অনির্ণীতই হউক। এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ প্রদর্শিত হইল।

সিদ্ধান্ত—বাদিগণ কর্ত্তৃক এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষের উদ্‌ভাবন করিলে ভগবান্ সূত্রকার শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত সূত্রের অবতারণা করিতেছেন—দহর ইত্যাদি। অবশেষে কথিত বাক্যসকলের দ্বারা নিরূপিত দহর শ্রীভগবানই। অর্থাৎ ছান্দোগ্যোপনিষদের অষ্টম অধ্যায়ে দহর বিদ্যায় যে দহরাকাশ কথিত হইয়াছে তাহা কিন্তু শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবই, জীবও নহে এবং ভূতাকাশও নহে।

তাহার কারণ—উত্তর হইতে। অর্থাৎ—উত্তর—বাক্যশেষগত হেতু সকল হইতে। যেমন—এই আত্মা অপহত পাপ্মা, বিজর, বিমৃত্যু, শোকরহিত" "যিনি আত্মা তিনি সেতু" সুতরাং বাক্যশেষ প্রমাণ সকল হইতে জানা যায় দহরাকাশ শ্রীবিষ্ণুই। শ্রীবিষ্ণুই দহরাকাশ, কারণ—বাক্যশেষ গত হেতু সকল হইতে ইহাই অর্থ।

যে সকল বাক্যশেষগত হেতু হইতে সর্ব্বব্যাপক শ্রীবিষ্ণু দহরশব্দবাচ্য, অনন্তর সেই হেতু সকল প্রদর্শিত করিতেছেন—তাহারা ইত্যাদির দ্বারা। সেই হেতু সকল—বিয়দুপমত্ব—আকাশের সহিত উপমা যাহার, সর্ব্বাধারত্ব—সকল বস্তুকে ধারণা করিবার শক্তি আছে যাহার, অপহতপাপ্মত্ব, যাঁহার নামেই সকল প্রকার পাপ নাশের সামর্থ্য আছে, এই সকল গুণ ভূতাকাশে অথবা কর্ম্মাধীন জীবে কোন

মুপাসকস্য শরীরং, তদবয়বভূত হৃদয়পুণ্ডরীকং ব্রহ্মণো বেশ্ম, তত্র ধ্যেয়ং দহরাকাশশব্দং পরং

দহরাকাশস্য ভূতাকাশত্বে নোপপদ্যতে, স্বস্য স্বোপমানত্বে প্রমাণাভাবাৎ, "তদ্ ভিন্নত্বে সতি তদ্গত ভূয়োধর্ম্মবত্ত্বম্" ইত্যুপমানলক্ষণত্বাৎ। সর্ব্বাধারত্বমিতি—"অস্মিন্ দ্যাবা পৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে উভাবগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ সূর্য্যাচন্দ্রমসাবুভৌ বিদ্যুন্নক্ষত্রাণি" (ছা০ ৮।১।৩), অপহতপাপ্মত্বমিতি "এষ অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ" (ছা০ ৮।১।৫) আদিপদাৎ কামাদ্যাধারত্বম্—"অথ য ইহাত্মানমনুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামান্ (ছা০ ৮।১।৬)। অত্রেয়ং পরব্রহ্ম প্রতিপাদিকা—আখ্যায়িকা শ্রীগুরুশিষ্য সংবাদরূপা দৃশ্যতে।

তত্র শিষ্য জিজ্ঞাসা—ময়া কিং কর্ত্তব্যমিতি? এবমেবাহ—শ্রীগুরুঃ—অস্মিন্ সাধকশরীরে হৃদয়সরোরুহে যদন্তঃকরণাকাশঃ, তত্র যো দহরাকাশঃ তদ্ অন্বেষ্টব্যং জিজ্ঞাসিতব্যম্। শিষ্যঃ—ব্রহ্মপুরে হৃদয়কমলে অত্যল্পস্থলে কিং তদ্বস্তু যদ্ বিজিজ্ঞাসিতব্যম্? যৎ শ্রুতিযুক্তিভ্যাং বিচার্য্য ধ্যেয়মিতি দহরমুক্তং তদত্যল্পদোষেণ দহরস্য ধ্যেয়ত্বে শিষ্টৈরাক্ষিপ্তে তত্র কিং সমাধানমিতি? শ্রীগুরুঃ—যাবানিতি।

প্রকারে সম্ভব হইবে না। বিয়দুপমত্ব—"যে প্রকার এই ভূতাকাশ সর্ব্বব্যাপক, সেই প্রকারই সর্ব্বব্যাপক এই অন্তর্হৃদয় তন্মধ্যে দহরাকাশ বিদ্যমান আছে। এই প্রকার যদি দহরাকাশ ভূতাকাশ হয় তাহা হইলে উপমান উপমেয় ভাব উপপত্তি হইবে না।

নিজেই নিজের উপমা হয়, এই বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। কারণ—"তাহা হইতে ভিন্ন হইবে, কিন্তু তাহার অনেক ধর্ম্ম তাহাতে বিদ্যমান থাকিবে" এই প্রকার উপমানের লক্ষণ। সুতরাং একটি বস্তুর উপমান উপমেয় সিদ্ধ হয় না। এই স্থলে ভূতাকাশ উপমান এবং দহরাকাশ উপমেয়।

সর্ব্বাধার—"এই দহরাকাশে অন্তরীক্ষ পৃথিবী সমাহিত আছে, অগ্নি ও বায়ু উভয়ে. সূর্য্য এবং চন্দ্রমা উভয়ে, বিদ্যুৎ, নক্ষত্র সকল সমাহিত আছে" সুতরাং তিনি সকলের আধার, এই সকল ধারণ করিবার সামর্থ্য ভূতাকাশের অথবা জীবের নাই।

অপহত পাপ্মা—"এই আত্মা অপহত পাপ্মা, জরা রহিত, মৃত্যুরহিত, শোকবর্জ্জিত, ক্ষুধারহিত, পিপাসা রহিত, সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প" ইত্যাদি গুণ ভূতাকাশে কিম্বা জীবে নাই। অতএব তাহারা দহরাকাশ শব্দবাচ্যও নহে। আদি পদে কামাদির ধারণকর্ত্তাও দহরাকাশ যেমন—"যে সাধক এই আত্মাকে জানিয়া পরলোকে গমন করে, তাহার তথায় সত্যকামত্ব লাভ হয়" এই সত্যকামত্বের ধারক দহরাকাশই। এই স্থলে শ্রীগুরুশিষ্য সংবাদরূপা ব্রহ্মপ্রতিপাদিকা আখ্যায়িকা দেখা যায়—

তন্মধ্যে প্রথমে শিষ্যের জিজ্ঞাসা—হে শ্রীগুরুদেব! আমি কি করিব? শ্রীগুরুদেব কহিলেন—এই সাধক শরীরে হৃদয়সরোরুহে যে অন্তঃকরণরূপ আকাশ তাহার মধ্যে যে দহরাকাশ তাঁহাকে অন্বেষণ করিবে, জিজ্ঞাসা করিবে। শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন—হে প্রভো! ব্রহ্মপুরে হৃদয়কমলে অতি অল্প স্থানে

ব্রহ্ম, তস্মিন্নন্বেষ্টব্যমপহতপাপ্‌মত্বাদিগুণজাতমিতি ব্যাখ্যেয়ম্ ॥ ১৪ ॥

তথা চ আকাশোপমত্বেন অল্পত্ব দোষ নিরাকরণাদ্—অচিন্তশক্ত্যা বিভুত্বমজহদেব মধ্যমতয়া বিভাতীতি, তাদৃশঃ শ্রীগোবিন্দদেব এব ইতি শ্রীগুরোরভিপ্রায়ঃ।

অথ শ্রুত্যুক্ত ব্রহ্মপুরাদেরর্থং নিরূপয়ন্তি—শ্রুতাবিতি। কিঞ্চ তদজানতো জনস্য দুঃখং ভবতীতি তদাহ শ্রুতিঃ—(ছাং ৮।১।৬) "তদ্ য ইহাত্মানমননুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামাং স্তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু অকামচারো ভবতি" অপিতু তদারাধকস্য পিতৃ প্রভৃতি সর্বলোক গামিত্বং প্রতিপাদয়তি শ্রুতিঃ—ছাং ৮।২।১,"স যদি পিতৃলোককামো ভবতি"। নন্বু "য আত্মাপহতপাপ্মা ৮।৭।১. ইত্যাদি পুনঃ কথনাৎ দহরবিদ্যায়াং যে গুণাঃ দহরাকাশস্য বর্ণিতা তে খলু অনুবাদা এব পুনঃ কথনাৎ" ইতি চেন্ন—তদ্‌গুণানাং মুমুক্ষুমৃগ্যত্ব শ্রবণাৎ।

কি বস্তু আছে? যাঁহাকে বিশেষভাবে জিজ্ঞাসা করিতে বলিতেছেন? আপনি শ্রুতি এবং যুক্তির দ্বারা বিচার করিয়া দহরকে ধ্যান করিতে বলিলেন, তাহা কিন্তু অতি অল্পত্ব দোষের দ্বারা শিষ্ট সাধকগণ ধ্যান করিতে নিষেধ করিয়াছেন, সুতরাং এই বিষয়ে সমাধান কি? অনুগ্রহপূর্ব্বক উপদেশ করুন।

শ্রীগুরুদেব বলিলেন—যাবান্ ইত্যাদি। অর্থাৎ আকাশ উপমার দ্বারা অল্পত্বদোষ নিরাকরণ হেতু দহর ব্রহ্ম স্বীয় অচিন্ত্য শক্তির দ্বারা বিভুত্ব পরিত্যাগ না করিয়াই মধ্যমাকারে প্রতিভাত হয়েন, অতএব এতাদৃশ সর্ববব্যাপক মধ্যমাকার শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবই একমাত্র ধ্যেয়। ইহাই শ্রীগুরুদেবের হৃদয়ের অভিপ্রায়।

অনন্তর শ্রুতিতে যে ব্রহ্মপুরাদি নিরূপণ করিয়াছেন শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদ তাহার ব্যাখ্যা করিতেছেন—শ্রুতি ইত্যাদি। শ্রুতিতে যে ব্রহ্মপুরের বর্ণনা করিয়াছেন তাহা উপাসকের শরীর, ঐ শরীরের অবয়ব বিশেষ হৃদয় পুণ্ডরীক পরব্রহ্মের গৃহ, সেই গৃহের মধ্যে ধ্যান করিবার বস্তু দহরাকাশ শব্দবাচ্য পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব, সেই শ্রীশ্রীকৃষ্ণে যে অপহত পাপ্মত্বাদি গুণসকল আছে তাহাদিগকেই অন্বেষণ করিতে হইবে, এই প্রকার ব্যাখ্যা করা উচিত।

এই দহরাকাশ যে পরব্রহ্ম তাহা বিশেষ ভাবে প্রতিপাদন করিতেছেন—আরও বিশেষ কথা এই যে—যে মানব এই দহরাকাশকে জানে না তাহার মহাদুঃখ হয়. তাহা শ্রুতি বলিতেছেন—যে এই দহরাকাশ আত্মাকে না জানিয়া পরলোকে গমন করে তাহার সকল সত্য, সকল কামনা নাশ হয় এবং কোন লোকেই তাহার কামনা পুর্ণ হয় না"। কিন্তু দহরারাধকের পিতৃ প্রভৃতি সকল লোকে গমনের ক্ষমতা বিদ্যমান আছে, তাহা শ্রুতি প্রতিপাদন করিতেছেন—সেই সাধক যদি পিতৃলোকের কামনা করে, তৎক্ষণাৎ তাহা প্রাপ্ত হয়" ইত্যাদি।

শঙ্কা—যদি বলেন—"যিনি অপহত পাপ্মা আত্মা" ইত্যাদি পুনরায় নিরূপণ করা হেতু

ইতোঽপি দহরঃ শ্রীবিষ্ণুরেবেত্যাহ--

ওঁ ॥ গতিশব্দাভ্যাং তথা দৃষ্টং লিঙ্গঞ্চ ॥ ওঁ ॥ ১৷৩৷৫৷১৫৷

"যথা হিরণ্যনিধিং নিহিতমক্ষেত্রজ্ঞা উপরি সঞ্চরন্তোঽপি ন বিদুঃ, তথেমাঃ সর্ব্বাঃ

কিঞ্চ তাদৃশঃ পরব্রহ্মারাধনেন সর্ব্বান্ লোকানাপ্নোতীতি শ্রুতিরাহ—"স সর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি" (৮৷৭৷১) অপি চ উপসংহারেঽপি—ছা০ ৮৷১২৷৬, "য এতে ব্রহ্মলোকে তং বা এতং দেবা আত্মানমুপাসতে তস্মাত্তেষাং সর্ব্বে চ লোকাঃ আত্তাঃ, সর্ব্বে চ কামাঃ" ইতি। তস্মাৎ সাধকশরীরে হৃদয়-শতদলে দহরাকাশঃ শ্রীগোবিন্দদেব এব ধ্যেয়ঃ ॥ ১৪ ॥

অথ সঙ্গতিমুখেন দহরাকাশ শব্দেন সর্ব্বব্যাপকঃ শ্রীগোবিন্দদেব এব প্রতিপাদয়তি—গতীতি। দহরং প্রকৃত্য তত্র সর্ব্বাষাং প্রজানাং গতি শ্রবণাৎ, ব্রহ্মলোক শব্দেন তদেব প্রতিপাদ্যতে, অতঃ "গতিশব্দাভ্যাং দহরঃ শ্রীবিষ্ণুরেব।

অপি চ শ্রুত্যন্তরেঽপি দৃষ্টং, তস্মাৎ—তথাহি লিঙ্গঞ্চ, দহরশব্দঃ শ্রীবিষ্ণোরেব জ্ঞাপকমিতি। অথ

দহরবিদ্যায় দহরাকাশের যে গুণসকল বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা পুনরায় কথন হেতু অনুবাদ মাত্র, তাহার কোন সর্থকতা নাই।

সমাধান—আপনাদের এই আশঙ্কা করা নিরর্থক, কারণ—দহরাকাশ শব্দবাচ্য পরব্রহ্মের গুণ সকলের মুমুক্ষুগণের মৃগ্যত্ব শ্রবণ করা যায়, অর্থাৎ ঐ গুণসকল মুমুক্ষুগণ অনুসন্ধান করিয়া ধ্যান করেন, সুতরাং তাহা অনুবাদ মাত্র নহে। আরও ঐ গুণাবলি বিমণ্ডিত পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের আরাধনার দ্বারা সাধক সকল লোক লাভ করে, তাহা শ্রুতি বলিতেছেন—"সেই দহর-আরাধক সকললোক লাভ করে" এই দহর বিদ্যার উপসংহারেও—"দেবরাজ ইন্দ্রের উপদেশে যে দেবতাগণ এই আত্মার উপাসনা করেন তাঁহাদের সকল লোক করায়ত্ত হয় এবং সকল কামনা পূর্ণ হয়।" অতএব সাধক শরীরে হৃদয়-শতদলের মধ্যে দহরাকাশ শব্দবাচ্য শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবই একমাত্র ধ্যান করিবার বস্তু ॥ ১৪ ॥

ইহা হইতেও অর্থাৎ যে সকল প্রমাণ ও যুক্তি সকল বর্ণনা করা হইবে তাহা হইতেও দহর শব্দ বাচ্য সর্ব্বব্যাপক শ্রীবিষ্ণুই তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন। অনন্তর সঙ্গতিমুখের দ্বারা দহরাকাশ শব্দে সর্ব্বব্যাপক শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবই তাহা নিরূপণ করিতেছেন—গতি ইত্যাদি! গতি—গমন, শব্দ—শ্রুতিবাক্য সকলেও দৃষ্ট—দেখা যায়, অতএব দহর শব্দ শ্রীবিষ্ণুরই জ্ঞাপক। অর্থাৎ—দহর বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিয়া, সেই দহরাকাশে সকল প্রজাগণের গতি শ্রবণ হেতু ব্রহ্মলোক শব্দের দ্বারা তাহাকেই প্রতিপাদন করিতেছেন। অতএব গতি ও শব্দের দ্বারা দহরাকাশ শ্রীবিষ্ণুই। আরও—শ্রুত্যন্তরে দৃষ্ট অর্থাৎ এই প্রকারই দেখা যায়, এই প্রকার লিঙ্গও দহরশব্দ শ্রীবিষ্ণুর জ্ঞাপক।

প্রজা অহরহর্গচ্ছন্ত্য এতং ব্রহ্মলোকং ন বিদন্ত্যনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ" (ছাঃ ৮।৩।২) ইত্যত্র "এতং" ইতি প্রকৃতং দহরং নির্দ্দিশ্য তত্র প্রজানাং গতিরুক্তা গন্তব্যস্য তস্য ব্রহ্মলোকশব্দ-শ্চোক্তঃ. তাভ্যাং দহরঃ শ্রীবিষ্ণুরেবেতি নিশ্চিতম্। তথাহি "সতা সৌম্য তদা সম্পন্নো

গতি শব্দেন যঃ শ্রীবিষ্ণুর্নির্ণীতং তৎ প্রমাণমাহুঃ—যথেতি। যথা হিরণ্যনিধিং সুবর্ণাকরং নিহিতং পৃথিবী-মধ্যস্থিতং অক্ষেত্রজ্ঞা-সুবর্ণাকরস্থান-জ্ঞানরহিতা উপরি আকরোপরি সঞ্চরন্তং পরিভ্রমন্তমপি ন বিদুঃ ন জানন্তি, তথা এবং প্রকারেণ ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ অহরহঃ গচ্ছন্ত্যঃ রাত্রিন্দিবং পরিভ্রমন্তঃ এতং নিরতিশয়-সুখস্বরূপং নিত্যাবির্ভূত গুণাষ্টকং শ্রীভগবন্তং ব্রহ্মলোক শব্দবাচ্যং ন বিদন্তি। কুতঃ ? হি যস্মাৎ অনৃতেন দেহাদ্যহং বুদ্ধ্যা প্রত্যূঢ়াঃ গ্রস্তাঃ ইত্যর্থঃ।

তথা চ—যথা পৃথিব্যাভ্যন্তর-স্থিত-সুবর্ণাকরং তদুপরি পরিভ্রমন্তোঽপি জ্ঞানরহিতা জনাস্তং ন জানন্তি. এবমেব সর্ব্বদা ব্রহ্মলোকং গচ্ছন্তোঽপি এতং প্রসিদ্ধং পরব্রহ্মং মায়াপিধানজ্ঞানাঃ মানবা ন জানন্তীতি শ্রুতেরভিপ্রায়ঃ।

অথাস্যাঃ শ্রুতেরর্থঃ স্বয়মাহুঃ—এতমিতি। তস্মাৎ সর্ব্বাসাং প্রজানাং তত্র ছান্দোগ্যবাক্যে গতিঃ শ্রবণাৎ নায়ং চতুর্ম্মুখলোক ইতি। অথ শব্দ প্রমাণেন দহরঃ শ্রীবিষ্ণুঃ প্রতিপাদিতং তৎ প্রতিপাদয়ন্তি

অতঃপর গতি শব্দের দ্বারা যে শ্রীবিষ্ণুকে নির্ণয় করা হইয়াছে তাহার শ্রুতিপ্রমাণ বলিতেছেন—যথা ইত্যাদি। যে প্রকার অক্ষেত্রজ্ঞ মানব তাহার উপরে পরিভ্রমণ করিয়াও হিরণ্যনিধি জানে না, সেই প্রকার সকল প্রজা অহরহঃ গমন করিয়াও ব্রহ্মলোককে জানে না, যে হেতু সকলেই অজ্ঞানে মোহিত। অর্থাৎ—যেমন হিরণ্যনিধি সুবর্ণাকর-পৃথিবীর মধ্যে নিহিত স্বর্ণখনি অক্ষেত্রজ্ঞা স্বর্ণখনি স্থানের জ্ঞানরহিত মানব তাহার উপরে পরিভ্রমণ করিলেও ঐ স্বর্ণখনির বিষয়ে কিছুই জানে না, সেই প্রকার এই প্রজাগণ অহরহ দিবারাত্রি পরিভ্রমণ করিয়াও নিরতিশয় সুখস্বরূপ নিত্যাবির্ভূত গুণাষ্টক ব্রহ্মলোক শব্দবাচ্য শ্রী-ভগবানকে জানে না, কারণ—এই প্রজাগণ অনৃতে-দেহাদিতে অহং বুদ্ধির দ্বারা প্রত্যূঢ়-গ্রস্ত আছে ইহাই অর্থ। সারার্থ এই যে—যেমন পৃথিবীর অভ্যন্তরে অবস্থিত সুবর্ণের খনিকে তাহার উপরে পরিভ্রমণ করি-লেও মানব তাহা জানে না যে ইহাই স্বর্ণখনি, সেই রূপ সর্ব্বদা ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াও এই প্রসিদ্ধ পর-ব্রহ্মকে মায়া দ্বারা আবরিত জ্ঞান মানবগণ জানে না ইহাই শ্রুতির অভিপ্রায়।

অনন্তর এই শ্রুতিমন্ত্রের অর্থ শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদ স্বয়ং করিতেছেন—এতম্ ইত্যাদি। উপ-র্যুক্ত শ্রুতিবাক্যে "এতম্" এই প্রকার বলিতে আরম্ভ করিয়া দহরকে নির্দ্দেশ করতঃ সেই দহরে প্রজা-গনের গমন হয়, এই নির্ণয় করিয়া, প্রজাগণের গন্তব্যস্থান যে দহর তাহার ব্রহ্মলোক আখ্যা প্রদান করি-য়াছেন, সুতরাং প্রজাগণের গতি ও ব্রহ্মলোক শব্দের দ্বারা দহরাকাশ শ্রীবিষ্ণুই ইহা নিশ্চিত। অতএব ছান্দোগ্য বাক্যে সকল প্রজাগণের সেই দহরে গতি শ্রবণ হেতু এই দহর কদাপি চতুর্ম্মুখ লোক নহে।

ভবতি" (ছা° ৬।৮।১) ইতি তত্রৈব। অন্যত্র প্রাণানাং পরস্মিন্ গমনং দৃষ্টং তদেব ব্রহ্মলোক শব্দস্য শ্রীবিষ্ণুপরত্বে লিঙ্গং গমকম্। সত্যলোক পরত্বে তু তত্র প্রত্যহং তাসাং সা ন সম্ভবেৎ ॥ ১৫ ॥

—সতা ইতি। হে সৌম্য শ্বেতকেতো! তদা সুষুপ্তিকালে জীবঃ সতা ব্রহ্মণা সহ সম্পন্নো ভবতি তত্র ব্রহ্মণি লীয়তে।

নন্বু ব্রহ্মলোক শব্দেন সত্যলোকমুচ্যতে, তৎ কথং প্রজানাং ব্রহ্মণি লয় ইতি চেৎ তত্রাহ—ব্রহ্ম-লোক শব্দঃ তু পরব্রহ্মণি দৃষ্টঃ। তথাহি বৃহদারণ্যকে—৬।৩।৩৩, "এষ ব্রহ্মলোকঃ সম্রাডিতি হোবাচ" ইতি নন্বু যদি প্রজাঃ প্রত্যহং ব্রহ্মণি লীয়ন্তে তৎ কথং মুক্তা ন ভবন্তি ইতি চেত্তত্রাহ—সত্য ইতি। অন্ত-র্য্যামি ব্রাহ্মণে—বৃ° মাধ্যন্দিনী—৫।৭।২২ "য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মানোঽন্তরো যমাত্মা ন বেদ, যস্যাত্মা শরীরং য আত্মানমন্তরো যময়তি" ইতি।

এবমেবাহ শ্রীভাগবতে শ্রীশ্রুতয়ঃ—১০।৮৭।৩৯ "দুরধিগমোঽসতাং হৃদিগতোঽস্মৃত কণ্ঠমণিঃ" তস্মাৎ দহরাকাশস্য সত্যলোকত্বে প্রজানাং প্রতিদিনং তত্র গতির্ন সম্ভবেৎ, অতো গতি শব্দাভ্যাঞ্চ দহর-শব্দবাচ্যো শ্রীবিষ্ণুরেব ইতি ভাষ্যার্থঃ ॥ ১৫ ॥

অতঃপর শব্দ প্রমাণের দ্বারা দহর যে শ্রীবিষ্ণু প্রতিপাদন করিয়াছেন শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদ তাহা নিরূপণ করিতেছেন—সতা ইত্যাদি। হে সৌম্য! সতের সহিত সেই কালে সম্পন্ন হয়" অর্থাৎ হে সৌম্য! শ্বেতকেতো! তদা—সুষুপ্তিকালে জীব সতা—ব্রহ্মের সহিত সম্পন্ন হয়, ব্রহ্মে লীন হয়।

শঙ্কা—যদি বলেন—ব্রহ্মলোক শব্দে সত্যলোকেরই বোধ হয় সুতরাং প্রজাগণের পরব্রহ্মে কি প্রকারে লয় হইতে পারে? সমাধান—তদুত্তরে বলিতেছেন—এই ছান্দোগ্যের দহরবিদ্যায় অন্যত্র প্রাণ-সকলের পরব্রহ্মে গমন করা দেখা যায় এবং সেই স্থানেই ব্রহ্মলোক শব্দের শ্রীবিষ্ণুপরতা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। ব্রহ্মলোক শব্দ যে পরব্রহ্মের প্রতিপাদক তাহা বৃহদারণ্যকে দৃষ্ট হয়—ইনি ব্রহ্মলোক, ইনি সম্রাট এই প্রকার বলিলেন।

ব্রহ্মলোক শব্দে যদি সত্যলোক গ্রহণ করা হয় তাহা হইলে প্রতিদিন প্রজাগণের গতি সম্ভব হইবে না। শঙ্কা—যদি বলেন—এই প্রজাগণ যদি প্রতিদিন ব্রহ্মের মধ্যে লয় হয়, তবে তাহারা মুক্ত হয় না কেন? সমাধান—এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—সত্য ইত্যাদি।

অন্তর্য্যামী ব্রাহ্মণে মাধ্যন্দিনীয় শাখায় বর্ণিত আছে—যিনি আত্মাতে অবস্থান করিয়া আত্মার অন্তরে আছেন, আত্মা যাঁহাকে জানে না, যাঁহার আত্মা শরীর, যিনি আত্মার অন্তরে অবস্থান করিয়া আত্মাকে নিয়মিত করেন। অতএব পরব্রহ্মকে জীব জানিতে পারে না।

এই বিষয়ে শ্রীভাগবতে শ্রীশ্রুতিগণ বলিয়াছেন হে দেব! আপনি অসৎ-অভক্তগণের দুরধিগম,

ওঁ ॥ ধৃতেশ্চ মহিম্নোঽস্যাস্মিন্নুপলব্ধেঃ ॥ ওঁ ॥ ১।৩।৫।১৬।

"দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশঃ" (ছাং ৮।১।১) ইতি প্রকৃত্য বিয়দুপমা পূর্ব্বকং তত্র সর্ব্বসমানত্বমুক্ত্বাত্মশব্দঞ্চ প্রযুজ্য, উপদিশ্য চাপহতপাপ্মত্বাদি তমেবানতিবৃত্ত প্রকরণং নির্দ্দিশতি

অথ সর্ব্বধারণত্ব গুণেনাপি দহরাকাশঃ শ্রীভগবানেব ইতি প্রতিপাদয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ ধৃতেশ্চেতি। ধৃতেঃ—অস্য পরমেশ্বরস্য জগদ্ বিধারণরূপস্য মহিম্নঃ বিভূতেঃ অস্মিন্ দহরাকাশে উপলব্ধেঃ দহরাকাশঃ পরব্রহ্ম এব।

অথ দহর শব্দবাচ্যো শ্রীভগবতো ধারণাদিকং মহিমানমুপন্যস্যন্তি শ্রীমদ্ ভাষ্যকারচরণাঃ—দহরেতি। যদ্ ভক্তহৃদয়ে শ্রীভগবন্নিবাসস্থলম্ অত্যল্পম্ আকাশং বিদ্যতে, ইত্যারভ্য—বিয়দুপমা—আকাশসদৃশ সর্ব্বব্যাপকং, তত্র দহরাকাশস্য যে গুণাস্তেঽপি পরমাত্মনি দৃশ্যন্তে, সর্ব্বসমানত্বমিতি—পরব্রহ্মণি যে গুণাস্তে দহরাকাশে বিদ্যন্তে, ইতি উক্ত্বা, আত্মশব্দমিতি—ছাং ৮।৭।১, "যস্তমাত্মানমনুবিদ্য" ইতি। অপহত পাপ্মত্বাদীতি - ছাং ৮।৭।১, "য আত্মাপহত পাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্ব্বিশোকোঽবিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্য-

---

অর্থাৎ—মানব যে প্রকার কণ্ঠস্থিত মণি বিস্মৃত হইয়া ইতস্তত অন্বেষণ করিয়া ভ্রমণ করে সেই প্রকার আপনিও ভক্তিহীন মানবগণের অপ্রাপ্য"।

অতএব প্রজাগণ প্রতিদিন ব্রহ্মের মধ্যে লীন হইলেও শ্রীভগবদ্ বিষয়ে বোধ না থাকার জন্য তাহাদের মুক্তিলাভ হয় না। অতএব দহরাকাশকে সত্যলোক বলিয়া স্বীকার করিলে প্রজাগণের প্রতিদিন তথায় গমন করা সম্ভব হইবে না। সুতরাং গতি ও শব্দের দ্বারা দহরাকাশ শব্দবাচ্য সর্ব্বব্যাপক শ্রীবিষ্ণুই, ইহাই এই ভাষ্যের অর্থ॥ ১৫॥

অনন্তর সর্ব্বধারণত্ব গুণের দ্বারাও শ্রীভগবানই দহরাকাশ শব্দবাচ্য ইহা ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ প্রতিপাদন করিতেছেন— ধৃতেশ্চ ইত্যাদি। দহরাকাশে ধারণরূপ মহিমা উপলব্ধি হেতু তাহা পরব্রহ্মই। অর্থাৎ—এই পরমেশ্বর শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের জগদ্ বিধারণ রূপ মহিমা—বিভূতি এই দহরাকাশে উপলব্ধি হওয়া হেতু এই দহর কাশ পরব্রহ্মই।

অতঃপর দহর শব্দবাচ্য শ্রীভগবানের ধারণাদি মহিমা শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদ উপন্যস্ত করিতেছেন—দহর ইত্যাদি। দহর এই হৃদয় পুণ্ডরীকে অন্তরাকাশ" অর্থাৎ শ্রীভক্তহৃদয়ে যে শ্রীভগবানের নিবাস স্থান বিদ্যমান আছে তাহাতে যে আছে" ইত্যাদি বলিতে আরম্ভ করিয়া বিয়দুপমা পূর্ব্বক, অর্থাৎ আকাশের সমান সর্ব্বব্যাপক এবং সকল গুণে সমান বর্ণনা করিয়া, অর্থাৎ সেই দহরাকাশের যে সকল গুণ বিদ্যমান আছে, তাহা পরমাত্মা শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবেও বিদ্যমান আছে।

তথা আত্মা শব্দ প্রয়োগ করিয়া, অর্থাৎ দহরবিদ্যায় "যে এই প্রসিদ্ধ আত্মাকে জানিয়া" ইত্যাদি

"অথ য আত্মা স সেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানামসম্ভেদায়" (ছা০ ৮।৪।১) ইতি। তস্মাদস্ত বিশ্ববিধৃতিরূপস্য মহিম্নোঽস্মিন্ দহরে প্রাপ্তেরয়ং শ্রীবিষ্ণুরেব। "এষ সেতুর্বিধারণ এষাং লোকানামসম্ভেদায়" (বৃ০ ৪।৪।২২) ইত্যন্যত্রাপ্যেষ মহিমা তত্রৈব দৃষ্টঃ ॥ ১৬ ॥

কামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ" ইতি। তমেব—দহরমেব, অনতিবৃত্ত প্রকরণমিতি—অনতিক্রান্ত প্রকরণমিত্যর্থঃ। তথাচ—দহর বিদ্যায়াং শ্রীভগবতোঽপহতপাপ্মত্বাদিগুণমুক্ত্বা তৎ প্রকরণমতিক্রমণমকৃত্বা এবং নির্দ্দিশতি শ্রুতিঃ—অথেতি। অথ যঃ পূর্ব্বোক্তঃ—অপহতপাপ্মত্বাদিগুণবান্ আত্মা—মুমুক্ষুলভ্যঃ পরমেশ্বরঃ, সঃ প্রসিদ্ধঃ শ্রীভগবান্, সেতুঃ—বর্ণাশ্রমাদ্যসঙ্করতাহেতুঃ, বিধৃতিঃ—বিশেষেণ ধারণকর্ত্তা, কিঞ্চ এষাং লোকানাং—ব্রাহ্মণাদিবর্ণানাম্, ব্রহ্মচর্য্যাদ্যাশ্রমাণাং পৃথিব্যাদি দ্রব্যাণাম্, গন্ধ শৈত্যাদি গুণানাম্, অসম্ভেদায়—অসাঙ্কর্য্যায়। অসাঙ্কর্য্যেন নিখিলধারক ইত্যর্থঃ।

অথ সর্ব্বাধারঃ সর্ব্বব্যাপকঃ শ্রীগোবিন্দদেব এব দহরম্ ইতি নিগময়ন্তি—তস্মাদিতি। এষ সর্ব্বেশ্বরঃ সেতুঃ সংসারসাগর পারকর্ত্তা, অপি চ এষাং লোকানামসম্ভেদায় বিধারণঃ, বর্ণাশ্রমাদীনাং সাঙ্কর্য্যনিবারকঃ। তথাহি শ্রীগীতাসু—৩।২৪, উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্। সঙ্করস্য চ কর্ত্তা

নির্ণয় করতঃ অপহত পাপ্মত্বাদি গুণ উপদেশ করিয়া, অপহত পাপ্মত্বাদি অর্থাৎ—"যিনি আত্মা অপহত পাপ্মা, জরা, মৃত্যু, শোক, ক্ষুধা, পিপাসাদি রহিত সত্যকাম এবং সত্যসঙ্কল্প তাঁহাকে অন্বেষণ করিবে" ইত্যাদি উপদেশ করিয়া, তাহাকেই অনতিবৃত্ত প্রকরণের দ্বারা নির্দ্দেশ করিতেছেন অথ ইত্যাদি। অর্থাৎ গুণাষ্টকাসক্ত সেই দহরকেই অনতিবৃত্ত অনতিক্রান্ত প্রকরণের দ্বারা কিম্বা—প্রকরণকে অতিক্রম না করিয়া। ইহাই অর্থ।

সারাংশ এই যে দহর বিদ্যায় শ্রীভগবানের অপহত পাপ্মত্বাদি গুণাবলী বর্ণনা করিয়া ঐ দহরবিদ্যাপ্রকরণ অতিক্রম না করিয়া শ্রুতি এই প্রকার নির্দ্দেশ করিতেছেন - অথ ইত্যাদি। এই প্রকার যিনি আত্মা তিনি সেতু, এই লোক সকলের সাঙ্কর্য্যের ধারণকর্ত্তা। অর্থাৎ যিনি পূর্ব্বোক্ত অপহত পাপ্মত্বাদি গুণবান্ আত্মা—মুমুক্ষুলভ্য পরমেশ্বর শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব, তিনি প্রসিদ্ধ শ্রীভগবান্ সেতু বর্ণাশ্রমাদির অসঙ্করতার হেতু বা কারণ। তিনি বিধৃতি—বিশেষরূপে ধারণকর্ত্তা। আরও তিনি এই লোক সকলের অর্থাৎ—ব্রাহ্মণাদি বর্ণসকলের, ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমসকলের, পৃথিবী প্রভৃতি দ্রব্যসকলের, গন্ধ-শীতলতা প্রভৃতি গুণসকলের অসম্ভেদায়--অসাঙ্কর্য্যের নিমিত্ত,অর্থাৎ অসাঙ্কর্য্য শক্তির দ্বারা নিখিল বস্তুর ধারণকর্ত্তা।

অনন্তর সর্ব্বাধার, সর্ব্বব্যাপক শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবই যে দহর তাহা শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদ নিগমন করিতেছেন—তস্মাদিত্যাদি। অতএব এই বিশ্ববিধারণ রূপ মহিমা এই দহরে প্রাপ্ত হওয়া হেতু দহর শ্রীবিষ্ণুই। এই বিষয়ে বৃহদারণ্যক শ্রুতি প্রমাণিত করিতেছেন এষ ইত্যাদি। এই সর্ব্বেশ্বর শ্রীভগবান্ সেতু—সংসারসাগর পারকর্ত্তা, আরও এই লোকসকলের সাঙ্কর্য্য নিবারক। অর্থাৎ এই

ওঁ ॥ প্রসিদ্ধেশ্চ ॥ ওঁ ॥ ১।৩।৫।১৭।

"কো হ্যেবান্যাৎ" (তৈ° ২।৭।২) ইত্যাদৌ ব্রহ্মণ্যাকাশশব্দস্য খ্যাতেশ্চ ॥ ১৭ ॥

স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ॥ শ্রীভাগবতে চ—১০।৩৩।২৭, "স কথং ধর্ম্মসেতূনাং বক্তা কর্ত্তাভিরক্ষিতা" ইতি। তস্মাৎ সর্ব্বাধারকত্ব-সর্ব্বব্যাপকত্ব-বর্ণাশ্রমাদি সর্ব্বধর্ম্মপালকত্বাদয়ো গুণাঃ তত্রৈব দহরে দর্শনাৎ দহরঃ শ্রী-গোবিন্দদেব ইতি ॥ ১৬ ॥

অথাকাশশব্দস্য ভূতাকাশত্বং নিরাকরোতি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—প্রসিদ্ধেশ্চ। পরব্রহ্মণি আকাশশব্দস্য বিভুত্বগুণতঃ প্রসিদ্ধিরস্তি, তস্মাদপি কারণাৎ দহরাকাশঃ পরব্রহ্মেতি সূত্রার্থঃ।

নন্নু আকাশ শব্দেন ভূতাকাশস্য প্রতীতিরুদয়াৎ অত্র দহরাকাশোঽপি ভূতাকাশ এব, ইতি চেৎ তত্রাহুঃ—'ক' ইতি। অখিলরসামৃতসিন্ধুঃ পরব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীগোবিন্দদেবো যদি পূর্ণানন্দো ন স্যাৎ তদা কঃ অন্যাৎ অপানাদি চেষ্টাং কুর্য্যাৎ, কঃ প্রাণ্যাৎ প্রাণনং কুর্য্যাৎ জীবেদিত্যর্থঃ।

"কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ" ইতি তু কৃৎস্না শ্রুতিঃ। অতঃ

ব্রাহ্মণাদি বর্ণসকলের অসন্তেদের পরম কারণ, এই বিষয়ে শ্রীগীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন—হে অর্জ্জুন! আমি যদি কর্ম্ম না করি, তাহা হইলে লোকসকল উৎসন্ন হইবে, আমি বর্ণসঙ্করের কর্ত্তা বা কারণ হইব এবং সমুদায় জীবজাতিকে নাশ করিব। শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে—"যিনি ধর্ম্মসেতুর কর্ত্তা, সর্ব্বপ্রকারে রক্ষাকারী এবং ধর্ম্মের বক্তা তিনি কি প্রকারে অন্যায় আচরণ করিতে পারেন? সুতরাং শ্রীভগবান্ যে ধর্ম্মসেতু ও ধর্ম্মপ্রতিপালক তাহা নিরূপিত হইল। এই প্রকার অন্যত্র উপনিষদেও দহরের মহিমা দেখা যায়। অতএব সর্ব্বাধারকত্ব, সর্ব্বব্যাপকত্ব, বর্ণাশ্রমাদি সকল ধর্ম্মপালকত্ব প্রভৃতি গুণসকল দহরে দর্শন হেতু দহর শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবই ॥ ১৬ ॥

অনন্তর আকাশ শব্দের ভূতাকাশত্ব ভগবান শ্রীবাদরায়ণ নিরাকরণ করিতেছেন-প্রসিদ্ধ ইত্যাদি প্রসিদ্ধ হেতু দহরাকাশ পরব্রহ্ম। অর্থাৎ পরব্রহ্মে আকাশ শব্দের বিভুত্ব গুণযোগ হেতু প্রসিদ্ধি আছে, অতএব তাহা হইতেও দহরাকাশ পরব্রহ্ম ইহাই সূত্রের অর্থ।

শঙ্কা—যদি বলেন—আকাশ শব্দের দ্বারা ভূতাকাশের প্রতীতি হয়, অতএব এই প্রতীতির উদয় হেতু দহর প্রকরণে দহরাকাশও ভূতাকাশই হউক।

সমাধান—আপনাদের এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—'ক' ইত্যাদি। কে অপানাদি চেষ্টা করিবে? ইত্যাদি বাক্যে পরব্রহ্মেই আকাশ শব্দের খ্যাতি বা প্রসিদ্ধি দেখা যায়। অর্থাৎ অখিলরসামৃতসিন্ধু পরব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব যদি পূর্ণানন্দ স্বরূপ না হইতেন, তবে কে বা অন্যাৎ অপানাদি চেষ্টা করিত? কে প্রাণ্যাৎ—প্রাণধারণ করিত বা জীবিত থাকিত?

ননু "য এষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে এষ আত্মেতি হোবাচ এতদমৃতমেতদভয়মেতদ্ব্রহ্ম" (ছা০ ৮।৩।৪) ইতি দহরবাক্যান্তরালে জীবস্য পরামর্শাৎ স এব দহরঃ স্যাদিতি চেত্তত্রাহ —

ওঁ ॥ ইতরপরামর্শাৎ স ইতি চেন্নাসম্ভবাৎ ॥ ওঁ ॥ ১।৩।৫।১৮।

পূর্ণানন্দঃ পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবোঽত্রাকাশ শব্দো বাচ্য ইতি। এবমেবাহ—ছান্দোগ্যাঃ—৮।১৪।১ "আকাশো হ বৈ নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা, তে যদন্তরা তদ্ব্রহ্ম তদমৃতং স আত্মা" ইতি। তস্মাৎ শ্রৌত প্রসিদ্ধাৎ অত্রাকাশ শব্দো ব্রহ্মপ্রতিপাদকো, ন তু ভূতাকাশ ইতি॥ ১৭॥

এতাবতা প্রবন্ধেন দহরাকাশস্য ভূতাকাশত্বং নিরাকৃত্য অথেদানীং দহরাকাশস্য জীবাত্মত্বমাশঙ্ক্য নিরাকুর্ব্বন্তি শ্রীমদ্ ভাষ্যকার পাদাঃ—নন্বিত্যাদিনা। অত্র শঙ্কা—এষ সম্প্রসাদো জীবঃ অস্মাৎ পাঞ্চভৌতিক শরীরাৎ সমুত্থায় মুক্তো ভূত্বা পরং জ্যোতিঃ উপসম্পদ্য স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে, এষ আত্মা ইতি ব্রহ্মোবাচ, এতদ্ অমৃতম্ এতদভয়ম্ এতদ্ব্রহ্ম ইতি" স এব ইতি দহরবাক্যস্য জীব এবার্থ ইতি চেত্তত্রাহুঃ ইতি। ইত্যেবং শঙ্কায়াং সমুপস্থিতে আশঙ্ক্য সমাদধাতি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—ইতরেতি।

"কে চেষ্টা করিত, কেহ বা জীবিত থাকিত? যদি এই আকাশ সদৃশ সর্ব্বব্যাপক আনন্দময় পরব্রহ্ম না থাকিতেন" ইহাই সম্পূর্ণ শ্রুতিবাক্য।

অতএব পূর্ণানন্দ পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবই এই স্থলে আকাশ শব্দবাচ্য। ছান্দোগ্যোপনিষদে তাহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন—সর্ব্বব্যাপক আকাশই নাম এবং রূপের নির্ব্বাহক, সুতরাং এই নাম ও রূপের যিনি মধ্যস্থলে বিদ্যমান আছেন তিনি ব্রহ্ম, তিনি অমৃত, তিনি আত্মা ইত্যাদি। অতএব শ্রৌত প্রসিদ্ধি হেতু এই স্থলে আকাশ শব্দ পরব্রহ্ম প্রতিপাদক হয়, কিন্তু ভূতাকাশ শব্দবাচ্য নহে॥ ১৭॥

এই পর্য্যন্ত প্রবন্ধের দ্বারা দহরাকাশশব্দের ভূতাকাশত্ব নিরাকরণ করিয়া, ইদানীং দহরাকাশ শব্দের জীবাত্মত্ব আশঙ্কা করিয়া শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদ নিরাকরণ করিতেছেন—নন্ু ইত্যাদি।

শঙ্কা—যদি বলেন—এই সম্প্রসাদ জীব এই পাঞ্চভৌতিক শরীর হইতে সমুত্থিত মুক্ত হইয়া পরম জ্যোতি লাভ করতঃ নিজ স্বরূপে অবস্থান করে, এই আত্মা, ইহা ব্রহ্মা বলিয়াছেন, ইহাই অমৃত, ইহাই অভয়, ইহাই ব্রহ্ম" এই প্রকার দহর বাক্যের অন্তরালে মধ্যে জীবের পরামর্শ হেতু সেই জীবই দহর হউক, অর্থাৎ দহরবাক্যের অর্থ জীবই গ্রহণ করিতে হইবে।

সমাধান—এই আশঙ্কার উপস্থিত হইলে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া সমাধান করিতেছেন—ইতর ইত্যাদি। যদি বলেন-ইতর পরামর্শ হেতু জীবই দহর, এই প্রকার বলিতে পারেন না, তাহা অসম্ভব হয়।

মধ্যে জীব পরামর্শাৎ উপক্রমেঽপি স এবেতি ন শক্যং বক্তুম্। কুতঃ? অসম্ভবাৎ। উপক্রমোক্তস্যাপহতপাপ মত্বাদিগুণাষ্টকস্য জীবেঽনুপপত্তেরিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

স্যাদেতৎ. দহরবিদ্যায়াঃ পরস্মাৎ "য আত্মাঽপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো

"অথ য এষ সম্প্রসাদঃ" ইত্যত্র "সম্প্রসাদঃ" শব্দেন ইতরস্য জীবস্য পরামর্শাৎ স জীব এব দহরাকাশ ইতি চেৎ ন, কুতঃ? অসম্ভবাৎ অপহত পাপ্মত্বাদীনাং প্রাগুক্তধর্ম্মাণাং তস্মিন্ জীবেঽসম্ভবাৎ সো ন দহরাকাশ ইতি।

অথ দহরবিদ্যায়াম্ উপাস্যং নিরূপ্য মধ্যে দহরবিদ্যামধ্যে উপাসকস্য জীবস্য পরামর্শাৎ কথনাৎ, উপক্রমে উপাসনাদৌ স এব জীব এব ইতি গ্রহণম্ অনুচিতমেব। কুতঃ? কথমনুচিতমিত্যতঃ কথয়তি—অসম্ভবাৎ, উপক্রমোক্তস্য—দহরোপাসনায়াঃ প্রারম্ভে কথিতস্য উপাস্যস্য অপহত পাপ্মত্বাদীতি—"এষ আত্মাপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ" ইতি নিত্যাবির্ভূত গুণাষ্টকস্য জীবে উপাসকেঽসম্ভবাৎ, অনুপপত্তেরিতি, জীবো দহর ইতি অযৌক্তিকত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

অথ দহর বিদ্যায়াম্ ইতর পরামর্শাৎ যা জীবাশঙ্কা সমুৎপন্না সা অসম্ভবাদিতি নিরাকৃতা, ইদানীং পুনঃ মৃতস্যেবামৃতসেকবৎ প্রজাপতিবাক্যমবলম্বনং কৃত্বাশঙ্ক্যতে স্যাদেতদিতি।

পূর্ব্বোক্ত দহরবিদ্যায়াং নিত্যাবির্ভূতগুণাষ্টকদহরশব্দবাচ্যঃ 'শ্রীভগবান্' ইতি বদসি চেৎ তদ্

"এই যে সম্প্রসাদ" এই স্থলে সম্প্রসাদ শব্দের দ্বারা ইতর জীবের পরামর্শ হেতু সেই জীবই দহরাকাশ" এই প্রকার ব্যাখ্যা করা উচিত নহে। কেন? অসম্ভব হেতু, অর্থাৎ অপহতপাপ্মত্বাদি যে দিব্য ধর্ম্মসকল পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে ঐ ধর্ম্মসকল এই জীবে অসম্ভব হেতু জীব দহরাকাশ নহে। অর্থাৎ দহরবিদ্যায় উপাস্য নিরূপণ করিয়া মধ্যে দহরবিদ্যা মধ্যে উপাসক জীবের পরামর্শ নিরূপণ থাকায় উপক্রমে বা উপাসনার প্রথম পর্য্যায়ে সেই জীবকেই গ্রহণ করা নিতান্ত অনুচিতই হইবে।

কেন? অর্থাৎ কি প্রকারে জীবগ্রহণ করা অনুচিত হইবে তাহা বলিতেছেন—অসম্ভব হেতু। উপক্রমে বর্ণিত অপহতপাপ্মত্বাদি গুণাষ্টকের জীবে উপপত্তি হয় না। অর্থাৎ—উপক্রমে দহর উপাসনার প্রারম্ভে কথিত উপাস্যের অপহতপাপ্মত্বাদি—"এই আত্মা অপহতপাপ্মা, জরা, মৃত্যু, শোক, ক্ষুধা, পিপাসা বিবর্জ্জিত, সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প" ইত্যাদি নিত্যাবির্ভূত গুণাষ্টকের সাধক বা উপাসক জীবে বিদ্যমান থাকা অসম্ভব, অনুপপত্তি হেতু জীবকে দহর বলা যুক্তিযুক্ত নহে ॥ ১৮ ॥

অনন্তর দহর বিদ্যায় ইতর পরামর্শ হেতু দহর শব্দে যে জীব আশঙ্কা হইয়াছিল, তাহা অসম্ভব বশতঃ নিরাকরণ করা হইয়াছে, ইদানীং পুনরায় মৃত ব্যক্তিতে অমৃত সেচনের ন্যায় প্রজাপতি ব্রহ্মার বাক্য অবলম্বন করিয়া আশঙ্কার উদ্‌ভাবন করিতেছেন—স্যাদেতৎ ইত্যাদি—তাহাই হউক।

বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ" (ছা৹ ৮।৭।১)

ভবতু, কিন্তু পরোক্তঃ প্রজাপতিবর্ণিত-দহরবিদ্যায়াং সো ন সম্ভবেদিতি। কিন্তু জীব এব তং প্রতিপাদয়ন্তি শ্রীমদ্ ভাষ্যকারচরণাঃ পূর্ব্বপক্ষরূপেণ। ছান্দোগ্যোপনিষদি অষ্টমোঽধ্যায়ে প্রথমখণ্ডমারভ্য চতুর্থখণ্ডান্তং দহরবিদ্যাবর্ণিতা। পুনঃ সপ্তমখণ্ডমারভ্য সমাপ্তিং যাবৎ প্রজাপতিপ্রোক্তং দহরোপাসনং বর্ণিতমস্তি।

নন্বু একস্মিন্নেবোপনিষদি, একস্মিন্নেবাধ্যায়ে কথং বারদ্বয়ং একৈব বিদ্যা কথিতা? ইতিচেৎ—বারদ্বয় কথনমত্র বিদ্যায়া গৌরবত্বখ্যাপনায় কিঞ্চ পূর্ব্বত্র পরব্রহ্মণো মহিমানং কথয়তি, উত্তরত্র তু তদারাধনেন আবির্ভূত গুণাষ্টকস্য মুক্তজীবস্যেতি বারদ্বয়ং বর্ণনং সুসঙ্গতমেব, ন তু দ্বিরুক্তিঃ।

অথ প্রজাপতি বাক্যার্থঃ—য ইতি। য আত্মা পরমেশ্বরঃ, অপহপাতপ্মা-সর্ব্বপাপরহিতঃ, বিজরো—জরাদিশূন্যঃ, ষড়্ভাববিকাররহিত ইত্যর্থঃ, বিমৃত্যুঃ—মৃত্যুরহিতঃ, বিশোকঃ—শোকরহিতঃ, বিজিঘৎসঃ—ভোজনেচ্ছাবিবর্জ্জিতঃ, অপিপাসঃ—পিপাসাদিরহিতঃ, সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ তমন্বেষণং কর্ত্তব্যঃ শ্রীগুর্ব্বানুগত্যেন ইত্যর্থঃ, স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ শ্রীগুরুসমীপে জিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য ইতি।

আপনারা দহর শব্দ অবলম্বন করিয়া যাহা বলিতেছেন তাহা না হয় কোন প্রকারে সম্ভব হউক, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত দহর বিদ্যায় নিত্যাবির্ভূত গুণাষ্টক দহরশব্দবাচ্য শ্রীভগবান্ যদি এই প্রকার বলেন তাহা হইতেও পারে। কিন্তু—পরে প্রজাপতি ব্রহ্মা বর্ণিত দহরবিদ্যায় নিরূপিত দহর শ্রীভগবান্ নহে, অপিতু তাহা জীবই, শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদ পূর্ব্বপক্ষরূপে প্রতিপাদন করিতেছেন।

ছান্দোগ্যোপনিষদের অষ্টম অধ্যায়ে প্রথম খণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া চতুর্থ খণ্ড পর্য্যন্ত দহর বিদ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। পুনরায় সপ্তম খণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া সমাপ্তি পর্য্যন্ত প্রজাপতি কথিত দহরোপাসনা বর্ণিত আছে।

শঙ্কা—যদি বলেন—একটি উপনিষদে একই অধ্যায়ে একটিই বিদ্যা দুইবার করিয়া কি অভিপ্রায়ে কথিত হইয়াছে?

সমাধান—এই শঙ্কার উত্তরে বক্তব্য এই যে একই উপনিষদে একটি অধ্যায়ে একই বিদ্যা দুইবার বলিবার অভিপ্রায় এই—দহরবিদ্যার গৌরব প্রখ্যাপনের নিমিত্ত। বিশেষ—পূর্ব্বে পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের মহিমা নিরূপণ করিয়াছেন। উত্তরে বা পরে শ্রীভগবদারাধনের দ্বারা সাধনাবির্ভূত গুণাষ্টক যুক্তজীবের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। সুতরাং দহরবিদ্যা দুইবার বর্ণনা করা সুসঙ্গতই হইয়াছে, দ্বিরুক্তি হয় নাই।

প্রজাপতি বাক্যের এই প্রকার অর্থ—যিনি আত্মা পরমেশ্বর, বিজর—জরাদি শূন্য, ইহার ষড়্-ভাব বিকার রহিত অর্থ, বিমৃত্যু—মৃত্যুরহিত, বিশোক—শোকরহিত, বিজিঘৎস—ভোজনেচ্ছা বিবর্জ্জিত, অপিপাস—পিপাসাদি রহিত, যিনি সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প, শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে সাধকের তাঁহাকেই

ইত্যাদের্জীবপরাৎ প্রজাপতিবাক্যাত্তদষ্টকং দহরবাক্যান্তরালে পঠিতে জীবেঽপি সম্ভবেদতঃ স এব দহর ইত্যাশঙ্ক্য নিরাচষ্টে –

ওঁ ॥ উত্তরাচ্চেদাবির্ভাবস্বরূপস্তু ॥ ওঁ ॥ ১।৩।৫।১৯।

ইত্যতঃ পরম্—"এষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে" ইতি স্বেন রূপেণ আবির্ভূত গুণাষ্টকেন ভূয়তে, এতদ্ গুণাষ্টক বিশিষ্টং জীবস্য নিজ স্বরূপমিতি বাদিনামাশয়ঃ।

তস্মাৎ জীব পরাদিতি। জীবেঽপি অপহতপাপ্মত্বাদি গুণ সম্ভবাৎ অতো দহরশব্দবাচ্যো জীব এব। অথ ইত্যেবং শঙ্কাং নিরাকরণার্থং সূত্রয়তি ভগবান্ শ্রীসূত্রকারঃ—উত্তরাদিতি। উত্তরাৎ "য আত্মা অপহত পাপ্মা" ইত্যাদি রূপাৎ প্রজাপতিবাক্যাৎ দহরশব্দবাচ্যো জীব ইতি চেৎ ন, তু পুনঃ আবির্ভূত-স্বরূপঃ। জীবঃ খলু অবিদ্যা-কাম-কর্ম্মাদিবশাদবলুপ্ত স্বস্বভাব শ্রীভগবদ্দাস্যরূপঃ, পশ্চাত্তদারাধনেন স্ব স্বরূপেণাভিনিষ্পদ্যতে, প্রজাপতিবাক্যে তথাবিধঃ প্রতিপাদিতঃ, দহরাকাশ-শব্দবাচ্য-শ্রীহরিঃ পুনঃ নিত্যাবির্ভূতানন্তকল্যাণগুণরত্নাকর ইতি।

অন্বেষণ করা কর্ত্তব্য ইহাই অর্থ। বিজিজ্ঞাসিতব্য—শ্রীগুরুদেবের সমীপে জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য।

এই বাক্যের পরে—"এই সম্প্রসাদজীব এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া পরমজ্যোতিঃ লাভ করিয়া নিজরূপে অভিনিষ্পন্ন হয়," এই প্রকার স্বেনরূপেণ অর্থাৎ আবির্ভূত গুণাষ্টকের দ্বারা যুক্ত হয়, এই গুণাষ্টক বিশিষ্টই জীবের নিজস্ব স্বরূপ এই প্রকার বাদিগণের অভিপ্রায়।

এই প্রকার জীব পর প্রজাপতি বাক্য হইতে অপহত পাপ্মাদি অষ্টক দহর বাক্যের অন্তরালে পাঠ করা হেতু জীবেও তাহা সম্ভব হইবে, অতএব জীবই দহর। অর্থাৎ জীবেও অপহত পাপ্মত্বাদি সম্ভব হেতু দহর শব্দবাচ্য জীবই, অন্য নহে।

এই প্রকার আশঙ্কা নিবারণের নিমিত্ত ভগবান্ শ্রীসূত্রকার এই সূত্রের অবতারণা করিতেছেন—উত্তর বাক্য হইতে জীবকে দহর বলিয়া স্বীকার করা যাইবে না কারণ তাহা জীবের আবির্ভূত স্বরূপ। অর্থাৎ—উত্তর—"যিনি আত্মা অপহত পাপ্মা" ইত্যাদি রূপ প্রজাপতি বাক্য হইতে দহর শব্দবাচ্য জীব নহে, কিন্তু জীবের আবির্ভূত স্বরূপের কথা বলা হইয়াছে। জীব অবিদ্যা কামনা কর্ম্ম প্রভৃতির বশীভূত হইয়া তাহার শ্রীভগবানের দাস্যরূপ স্বভাব অবলুপ্ত হইয়াছে, সুতরাং পশ্চাৎ তাঁহার আরাধনার দ্বারা নিজ স্বরূপে অবস্থান করে। প্রজাপতি বাক্যে তাহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন, অতএব সাধনাবির্ভাবিত গুণাষ্টক জীব দহর শব্দবাচ্য নহে। দহরাকাশ শব্দবাচ্য শ্রীহরি, সুতরাং তিনি নিত্যাবির্ভূত অনন্ত-কল্যাণগুণরত্নাকর।

শঙ্কাচ্ছেদায় তু শব্দঃ। নেত্যনুবর্ত্ততে, (১।৩।৫।১৮) প্রজাপতিবাক্যে সাধনাবির্ভাবিত

অত্রেয়মাখ্যায়িকা ছান্দোগ্যে বর্ত্ততে—একদা প্রজাপতিরুবাচ—য আত্মাপহতপাপ্মাদি নিত্যাবির্ভূতগুণাষ্টকো ভগবান্ শ্রীহরিঃ, তজ্ জ্ঞানেন সর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামানিতি।

তচ্ছ্রুত্বা দেবাসুরয়োরিন্দ্রবিরোচনৌ তজ্ জ্ঞানায় প্রজাপতি সকাশমুপজগ্মতুঃ সমিৎপাণী। তৌ দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণি ব্রহ্মচর্য্যমূষতুঃ, তৌ প্রজাপতিরুবাচ—কিমিচ্ছন্তৌ অবাস্তম্? তৌ উচতুঃ—ভবদুক্ত-অপহতপাপ্মত্বাদিগুণাষ্টকবিশিষ্টমাত্মজ্ঞানার্থমিতি। তৌ প্রজাপতিরুবাচ—"য এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে এষ আত্মেতি হোবাচৈ তদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্মেতি" তৌ পুনঃ জলাদর্শয়োর্মধ্যে প্রতিবিম্বপুরুষমবেক্ষ্য জিজ্ঞাসিতৌ—কতম এষঃ? এষু সর্ব্বেষু অন্তেষু পরিখ্যায়তে" ইতি হোবাচ। প্রজাপতিঃ চ তৌ উদশরাবে আত্মানং বিলোকয়তুমুপদিদেশ। তৌ চ স্বাধ্বলঙ্কৃতৌ সুবসনৌ পরিবৃতৌ ভূত্বা উদশরাবে আত্মানবলোকিতৌ প্রজাপতিঃ—কিং পশ্যথ? তৌ ইন্দ্রবিরোচনৌ—ভগবঃ স্বাধ্বলঙ্কৃতৌ সুবসনৌ পরিষ্কৃতৌ চ যথাবাং এবমেবেমৌ পশ্যাবঃ। ব্রহ্মা—এষ আত্মেতি। তচ্ছ্রুত্বা তৌ শান্তহৃদয়ৌ স্বগৃহায় প্রবব্রজতুঃ। তদ্দৃষ্ট্বা

ছান্দোগ্যোপনিষদে এই বিষয়ে একটি আখ্যায়িকা বিদ্যমান আছে—একদা প্রজাপতি ব্রহ্মা কহিলেন—যিনি আত্মা অপহত পাপ্মাদি নিত্যাবির্ভূত গুণাষ্টক শ্রীভগবান্, তাঁহার জ্ঞানের দ্বারা সাধক সকল লোক এবং সর্ব্ব প্রকার কামনা প্রাপ্ত করে।

এই শ্রবণ করিয়া দেবতাগণের মধ্যে ইন্দ্র এবং অসুরগণের মধ্যে বিরোচন আত্মজ্ঞান লাভ করিবার নিমিত্ত প্রজাপতির সকাশে গমন করিলেন, ইন্দ্র ও বিরোচন সমিৎপাণি হইয়া প্রজাপতির নিকটে নিবাস করতঃ বত্রিশ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিলেন। বত্রিশ বৎসর পরে প্রজাপতি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমরা কি ইচ্ছা করিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করতঃ আমার নিকটে নিবাস করিতেছ? তাঁহারা দুইজনে বলিলেন—হে ব্রহ্মণ! আপনি যে অপহত পাপ্মত্বাদি গুণাষ্টক বিশিষ্ট আত্মার কথা বলিয়াছেন তাঁহার জ্ঞানের জন্য। প্রজাপতি তাহাদিগকে বলিলেন—এই যে নয়নের মধ্যে পুরুষ দেখা যায় ইনি আত্মা, ইনি অমৃত, ইনিই অভয়, ইনিই ব্রহ্ম ইত্যাদি।

তাঁহারা দুই জনে জলে এবং দর্পণের মধ্যে প্রতিবিম্ব পুরুষকে দেখিয়া প্রজাপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এই উভয়ের মধ্যে আত্মা কে? প্রজাপতি বলিলেন—আমি নেত্রাভ্যন্তরে যে দ্রষ্টা আছেন তাঁহাকেই বলিয়াছি, তিনিই আদি মধ্য অবসানে চতুর্দিকে আছেন আমি জানি।

প্রজাপতি তাঁহাদিগকে উদশরাবে নিজের অবয়ব অবলোকন করিবার নিমিত্ত উপদেশ করিলেন। ব্রহ্মার আদেশে ইন্দ্র ও বিরোচন নিজেকে সুন্দর ভাবে অলঙ্কার ভূষণ মাল্যাদির দ্বারা পরিবৃত হইয়া উদশরাবে নিজ নিজ শরীর অবলোকন করিলেন। প্রজাপতি বলিলেন—তোমরা কি দেখিতেছ? তাঁহারা কহিলেন হে ভগবন্! আমরা নিজেকে সুন্দর অলঙ্কার বসনাদি পরিহিত অনুভব করিতেছি,

প্রজাপতিশ্চিন্তয়ামাস—এতৌ আত্মজ্ঞানমনুপলভ্য গতৌ, পুনরেতৌ যদ্যুপদেক্ষ্যতঃ, তদুপদেশেন দেবা বা অসুরা বা পরা ভবিষ্যন্তীতি। গত্বা চ শান্তহৃদয়-বিরোচনোঽসুরান্ সমুপদিদেশ—ছায়াপুরুষমেবাত্মা তমেবারাধয়ত ইতি।

ইন্দ্রস্তু অপ্রাপ্যৈব দেবান্ তত্র ছায়াপুরুষে ভয়মপশ্যৎ বিচারয়চ্চ—শরীরে সাধ্বলঙ্কৃতে আত্মাপি সাধ্বলঙ্কৃতো ভবতি, সুবসনে সুবসনো ভবতি, কিঞ্চ শরীরে খঞ্জে অন্ধে বৃক্ণে চ আত্মাপি তথৈব ভবতি, শরীরস্য নাশে আত্মাপি নশ্যতি তস্মাৎ অত্র আত্মনি তল্লাভে বা ভোগ্যং ফলং ন পশ্যামীতি।

ইত্যেবং বিচারয়ন্ স সমিৎপাণিঃ পুনরেয়ায়, প্রজাপতিঃ—মঘবন্! শান্তহৃদয়ঃ প্রাব্রাজীঃ বিরোচনেন সার্দ্ধং কিমিচ্ছন্ পুনরাগমঃ?

ইন্দ্রঃ—ভগবন্! অস্মিন্ শরীরে অলঙ্কৃতে সুবসনে বৃক্ণে চ আত্মাপি তথা তথা ভবতি, কিঞ্চ শরীরস্য নাশে তস্যাপি নাশো ভবতি, অতো নাহমত্র কিমপি ফলং পশ্যামীতি।

সেই প্রকার এই উদশরাবেও অবলোকন করিতেছি। ব্রহ্মা কহিলেন ইনিই আত্মা।

প্রজাপতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারা শান্ত হৃদয়ে স্ব স্ব ভবনের প্রতি গমন করিলেন। তাঁহাদিগকে গমন করিতে দেখিয়া প্রজাপতি চিন্তা করিলেন—ইহারা উভয়ে আত্ম জ্ঞান লাভ না করিয়া গমন করিল, পুনরায় যদি ইহারা কাহাকেও এই জ্ঞান উপদেশ করে, তাহারা দেবতা অথবা অসুরই হউক পরাভূত—অধঃপতিত হইবে।

প্রথমতঃ অসুররাজ বিরোচন শান্ত হৃদয়ে স্বদেশে গমন করিয়া অসুরদিগকে উপদেশ করিলেন—হে অসুরগণ! এই ছায়াপুরুষই আত্মা, এই ছায়াপুরুষকেই আরাধনা কর।

কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্র দেবলোকে গমন না করিয়াই ঐ ছায়াপুরুষে ভয় দেখিলেন এবং বিচার করিলেন—এই শরীর যদি সুন্দর অলঙ্কৃত হয়, তাহা হইলে এই আত্মাও সুন্দর অলঙ্কৃত হইবে সুন্দর বসন পরিধান করিলে আত্মাও সুবসন পরিধায়ী হইবে এবং শরীর যদি খঞ্জ, অন্ধ ও হস্ত-পদাদি হীন হয় তাহা হইলে আত্মাও সেই প্রকার হইবে, তথা এই শরীরের নাশ হইলে আত্মাও নাশ হইবে, অতএব এই ছায়া-পুরুষ আত্মায় অথবা তাহার লাভে কোন প্রকার ফল দেখিতেছি না।

এই প্রকার বিচার করতঃ দেবরাজ ইন্দ্র সমিৎপাণি হইয়া পুনরায় ব্রহ্মসদনে আগমন করিলেন। ইন্দ্রকে দেখিয়া প্রজাপতি বলিলেন—হে মঘবন্! বিরোচনের সহিত আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া শান্তহৃদয়ে গমন করিলে, পুনরায় কি ইচ্ছায় ফিরিয়া আসিলে? দেবরাজ কহিলেন হে ভগবন্! এই শরীর যদি আত্মা হয়, তাহা হইলে এই শরীরকে অলঙ্কৃত সুন্দর বস্ত্র পরিহিত, ছেদন করিলে আত্মাও সেই সেই প্রকার হইবে এবং শরীরের নাশে আত্মারও নাশ হইবে, অতএব এই আত্মার জ্ঞানে কোন প্রকার ফল দেখিতেছি না।

ব্রহ্মা—মঘবন্ ! এবমেবৈষ, তে ভূয়োঽনুব্যাখ্যাস্যামি, বসাপরাণি দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণীতি। স দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণ্যুবাস। ব্রহ্মা—"য এষ স্বপ্নে মহীয়মানশ্চরত্যেষ আত্মা। শ্রুত্বা চেন্দ্রঃ শান্তহৃদয়ঃ দেবান্ জগাম। তানপ্রাপ্যৈব তত্র স্বপ্নাত্মনি ভয়মপশ্যৎ। অচিন্তয়চ্চ—যদ্যপ্যয়ং স্বপ্নাত্মা ছায়াত্মাবৎ শরীরধর্ম্ম-রহিতঃ তথাপি ঘ্নন্তি এব রোদিতীব দৃশ্যতে তস্মান্নাহমত্র কিমপি ফলং পশ্যামীতি।

স পুনঃ সমিৎপাণিঃ ব্রহ্মাণমেয়ায়। দৃষ্ট্বা চ তমপৃচ্ছদ্ ব্রহ্মা—হে ইন্দ্র! শান্তহৃদয়ঃ প্রাব্রাজীঃ কিমিচ্ছন্ পুনরাগম ইতি। ইন্দ্রঃ—ভগবন্ ! যদ্যপি স্বপ্নাত্মা চ্ছায়াপুরুষবৎ ন নশ্যতি তথাপি রোদিতীব দৃশ্যতে, তস্মাৎ নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামীতি।

ব্রহ্মা—এবমেব, তে ভূয়োঽনুব্যাখ্যাস্যামি, বসাপরাণি দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণীতি। স দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণ্যুবাস ব্রহ্মসমীপে। ব্রহ্মা—"যত্রৈতৎ সুপ্তঃ সমস্তঃ সম্প্রসন্নঃ স্বপ্নং ন বিজানাত্যেষ আত্মেতি" শ্রুত্বা চ শান্তহৃদয়ো দেবান্ বব্রাজ, অপ্রাপ্যৈব তান্ বিচারয়ামাস—নাহমত্র সম্প্রত্যাত্মানং জানামি অয়মহমস্মীতি,

---

ব্রহ্মা বলিলেন—হে দেবরাজ ! এই ছায়াপুরুষ এই প্রকারই হয়, তোমাকে পুনরায় উপদেশ করিব, সুতরাং আরও বত্রিশ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া আমার নিকটে বাস কর। দেবরাজ ইন্দ্র পুনরায় ব্রহ্মার নিকটে বত্রিশ বৎসর বাস করিলেন। ব্রহ্মা বলিলেম—যিনি স্বপ্নে স্ত্রী প্রভৃতির দ্বারা পূজিত হইয়া বিচরণ করিতেছেন তিনি আত্মা অমৃত, অভয় ব্রহ্ম"। প্রজাপতির এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া ইন্দ্র দেবলোকে গমন করিলেন। কিন্তু দেবলোক প্রাপ্ত না হইয়াই স্বপ্নাত্মায় ভয় দেখিয়া বিচার করিলেন—যদিও এই স্বপ্নাত্মা ছায়াপুরুষের ন্যায় শরীরধর্ম্ম রহিত তথাপি কেহ যেমন তাহাকে বধ করিতেছে এবং এই স্বপ্নাত্মাও যেমন রোদন করিতেছে দেখিতেছি, সুতরাং এই স্বপ্নাত্মা জ্ঞানে কোন প্রকার মঙ্গল দেখিতেছি না।

এই প্রকার চিন্তা করিয়া হস্তে সমিৎ গ্রহণ করতঃ পুনরায় ব্রহ্মার নিকটে আগমন করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করিলেন—হে ইন্দ্র! আমার উপদেশে শান্ত হৃদয় হইয়া প্রস্থান করিয়াছিলে, পুনরায় কি ইচ্ছা করিয়া ফিরিয়া আসিলে ? ইন্দ্র বলিলেন—হে ভগবন্ ! যদিও এই স্বপ্নাত্মা ছায়াপুরুষের সমান নাশ হয় না, তথাপি এই স্বপ্নাত্মা যেন ক্রন্দন করিতেছে সেই প্রকার দেখা যায়, সুতরাং এই আত্মজ্ঞানে কোনরূপ মঙ্গল দেখিতেছি না, অতএব ফিরিয়া আসিয়াছি।

প্রজাপতি বলিলেন—এই স্বপ্নাত্মা এই প্রকারই। তোমাকে পুনঃ উপদেশ করিব, বত্রিশ বৎসর আমার নিকটে বাস কর। দেবরাজ ইন্দ্র পুনঃ ব্রহ্মার নিকটে বত্রিশ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া নিবাস করিলেন। ব্রহ্মা উপদেশ করিলেন—হে ইন্দ্র! যখন প্রসুপ্ত হইয়া সর্ব্বতোভাবে শান্ত হইয়া যায়, তখন আর স্বপ্নও অনুভব করে না তিনি আত্মা অভয় অমৃত ব্রহ্ম। প্রজাপতির উপদেশ শ্রবণ করিয়া ইন্দ্র প্রসন্ন হৃদয়ে দেবলোকে গমন করিলেন, কিন্তু দেবতাগণের নিকটে উপস্থিত না হইয়াই বিচার করিলেন—

নো বেমানি ভূতানি অতো বিনাশমিব দৃশ্যতে, অতো নাহমত্র ভোগ্যং কিমপি ফলং পশ্যামীতি।

স পুনঃ সমিৎপাণিঃ প্রজাপতিমাজগাম। ব্রহ্মা—মঘবন্! যচ্ছান্তহৃদয়ঃ প্রাব্রাজীঃ কিমিচ্ছন্ পুনরাগমঃ। ইন্দ্রঃ—ভগবন্! অয়ং সুপ্তাত্মাপি বিনাশমিব দৃশ্যতে নাহমত্র কিমপি ফলং পশ্যামীতি।

ব্রহ্মা—এবমেবৈষ, তে ভূয়োঽনুব্যাখ্যাস্যামি, বসাপরাণি পঞ্চবর্ষাণীতি। ইন্দ্রোঽপি পুনরপরাণি পঞ্চবর্ষাণ্যুবাস।

অথ তস্মৈ হোবাচ ব্রহ্মা—মঘবন্! মর্ত্ত্যং বা ইদং শরীরম্, আত্তং মৃত্যুনা। অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ। আত্মা তু শরীর-রহিতমিত্যর্থঃ। যথা বায়ুঃ শরীর রহিতোঽপি আকাশাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে, এবমেব এষ জীবাত্মা সম্প্রসাদঃ—শ্রীভগবদারাধনেন সম্যক্ প্রসন্নো ভবতীতি, অয়ং জীবঃ পাঞ্চভৌতিকাৎ শরীরাৎ-ভোগায়তনাৎ শ্রীভগবদারাধনেন সমুত্থায় আসক্তিং পরিত্যজ্য পরং জ্যোতিঃ শ্রীভগবন্তম্ উপসম্পদ্য, ভাবানুরূপসাধনেন শ্রীভগবন্তং প্রাপ্য

ব্রহ্মা যে আত্মা আমাকে উপদেশ করিলেন তাহা সম্প্রতি আমি জানিতে পারিতেছি না, এই আত্মা এই প্রকার অথবা এইরূপ নহে, সুতরাং এই আত্মা বিনাশের সদৃশ অনুভব হইতেছে, এই সুপ্তাত্মাতেও কোন প্রকার ভোগ্য বা ফল অথবা মঙ্গল দেখিতেছি না।

এই প্রকার বিচার করিয়া দেবেন্দ্র পুনরায় সমিৎপাণি হইয়া ভগবান্ ব্রহ্মার নিকটে সমাগমন করিলেন। ইন্দ্রকে দেখিয়া ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করিলেন—হে মঘবন্! এই মাত্র শান্ত হৃদয়ে গমন করিলে পুনরায় কি ইচ্ছা করিয়া আমার নিকটে আসিলে? ইন্দ্র বলিলেন—হে ভগবন্! সুপ্তাত্মাও মৃতের সমান দেখা যাইতেছে, সুতরাং এই আত্মজ্ঞানেও কোনপ্রকার মঙ্গল দেখিতেছি না।

ব্রহ্মা বলিলেন—তুমি যথার্থ-ই অনুভব করিয়াছ, এই সুপ্তাত্মা যথার্থ আত্মা নহে, তোমাকে পুনরায় উপদেশ করিব, অতএব আরও পাঁচ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া আমার নিকটে নিবাস কর। ইন্দ্রও পুনঃ ব্রহ্মার আদেশ পালন করিলেন।

শিষ্যের আচরণে শ্রীগুরুদেব প্রসন্ন হইয়া বলিলেন—হে মঘবন্! এই শরীর মর্ত্ত্য, মৃত্যু কর্ত্তৃক এই দেহ সর্ব্বদা গ্রস্ত, আত্মা কিন্তু অশরীর তাঁহাকে প্রিয় ও অপ্রিয় বস্তু স্পর্শ করিতে পারে না। অর্থাৎ আত্মা শরীর রহিত ইহাই অর্থ।

এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত—যেমন বায়ু শরীর রহিত হইয়াও আকাশ হইতে সমুত্থিত হইয়া পরম জ্যোতিঃ লাভ করতঃ নিজ স্বরূপে অবস্থান করে, সেই প্রকার এই জীবাত্মা সম্প্রসাদ শ্রীভগবানের আরাধনার দ্বারা সম্যক্ প্রকারে প্রসন্ন হয়। অতএব জীব পাঞ্চভৌতিক শরীর হইতে অর্থাৎ ভোগায়তন দেহ হইতে শ্রীভগবানের আরাধনার দ্বারা সম্যক্ প্রকারে উত্থিত হইয়া—আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া পরম জ্যোতিঃ স্বরূপ শ্রীভগবানকে উপসম্পদ্য, অর্থাৎ—নিজ দাস্যাদি ভাবানুরূপ সাধনের দ্বারা শ্রীভগবানকে

স্বরূপস্যোপদেশান্ন তেন নিত্যাবিভূ'তস্বরূপঃ শক্যো গ্রহিতুমিত্যর্থঃ। দহরবাক্যার্থং তদষ্টকং নিত্যাবির্ভূ'তং তথৈব প্রতীয়াৎ। প্রজাপতিবাক্যোক্তং তৎসাধনাবির্ভাবিতম্

স্বেন রূপেণ আবির্ভাব গুণাষ্টকযুক্তেন নিষ্পদ্যতে। ত্যক্ত্বা সর্ব্বমায়িক সম্পর্কং শ্রীভগবৎ পার্ষদো ভবতীতি। "ন" ইতি "ইতর পরামর্শাৎ স ইতি চেৎ ন অসম্ভবাৎ" ইতি পূর্ব্বসূত্রাৎ "ন" কারোঽনুবর্ত্তনীয়মিতি।

উত্তরাদিতি শব্দস্য ব্যাখ্যানমাহুঃ—ছান্দোগ্যোপনিষদি দহরবিদ্যায়াং প্রজাপতিবাক্যে জীবস্য যদ্ গুণাষ্টকাবির্ভাব-কথনং তত্তু সাধনাবির্ভাবিত-গুণাষ্টকযুক্তস্য মুক্তজীবস্য স্বরূপস্য উপদেশাৎ, ন তেন প্রজাপতি বর্ণিত মুক্তজীবমহিমা কথনেন নিত্যাবিভূ'ত স্বরূপঃ পরব্রহ্ম ভগবন্তং শ্রীগোবিন্দদেবং শক্যো গ্রহিতুমিত্যর্থঃ।

অথ দহরবাক্য-প্রজাপতি বাক্যয়োরন্তরং নিরূপয়ন্তি—দহরেতি। প্রজাপতিবাক্যমাহুঃ—এবমিতি। এবং শ্রীভগবদারাধনেন এষ সম্প্রসাদশব্দবাচ্যারাধকো মুক্তজীবোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় "পরং

লাভ করিয়া সাধনাবির্ভাবিত গুণাষ্টকের দ্বারা যুক্ত হইয়া নিজ স্বরূপে অবস্থান করে। অর্থাৎ সকল প্রকার মায়িক সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানের পার্ষদ হয়।

সূত্রের মধ্যে যে 'তু' শব্দ আছে তাহা শঙ্কা নিবারণের নিমিত্ত প্রয়োগ করা হইয়াছে। অর্থাৎ প্রজাপতি বাক্যে ব্রহ্ম প্রতিপাদন করা হইয়াছে এই প্রকার আশঙ্কা করার কোন হেতু নাই।

এই সূত্রে 'ন' কারের অনুবর্ত্তন, অর্থাৎ পূর্ব্বসূত্র "ইতর পরামর্শাৎ স ইতি চেৎ ন অসম্ভবাৎ" হইতে 'ন' কারের অনুবর্ত্তন করিয়া এই সূত্র পাঠ করিতে হইবে।

প্রজাপতি বাক্যে জীবের সাধনাবির্ভাবিত গুণাষ্টক যুক্ত স্বরূপের উপদেশ করা হেতু ঐ বাক্যের দ্বারা নিত্যাবিভূ'ত গুণাষ্টক পরব্রহ্ম স্বরূপ শ্রীভগবানকে গ্রহণ করিতে পারিবেন না, অর্থাৎ উত্তর শব্দের ব্যাখ্যা শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদ করিতেছেন—ছান্দোগ্যোপনিষদে দহরবিদ্যায় প্রজাপতি বাক্যে জীবের গুণাষ্টক আবির্ভাবের বর্ণনা আছে, তাহা শ্রীভগবানের আরাধনার দ্বারা আবিভূ'ত গুণাষ্টক যুক্ত মুক্তজীব স্বরূপের উপদেশ করা হইয়াছে। সুতরাং সেই প্রজাপতি বর্ণিত মুক্ত জীবের মহিমা বর্ণনের দ্বারা নিত্যাবিভূ'ত গুণাষ্টক স্বরূপ পরব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবকে কোন প্রকারে গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

অনন্তর—দহর বাক্য এবং প্রজাপতিবাক্য এই উভয়ের মধ্যে অন্তর বা ভেদ নিরূপণ করিতেছেন—দহর ইত্যাদি। দহর বিদ্যায় তথা দহর শব্দবাচ্য শ্রীভগবানে অপহত পাপ্মত্বাদি দিব্য গুণাষ্টক নিত্যাবিভূ'ত হয়, কারণ পূর্ব্বোক্ত দহরবিদ্যায় সেই প্রকারই প্রতীতি হইতেছে, কিন্তু উত্তরে প্রজাপতি বাক্যে শ্রীভগবানের আরাধনার দ্বারা আবিভূ'ত গুণাষ্টক যুক্ত মুক্তজীবের বর্ণনা করিয়াছেন এই প্রতীতি হয়। দহরবিদ্যায় উভয় প্রকরণে যে ভেদ আছে তাহা নিরূপণ করিতেছেন—এবম্ ইত্যাদি। "এই প্রকার এই

"এবমেবৈষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায়" (ছা• ৮।১২।৩) ইত্যাদিনা তথৈব প্রতীতে-রিত্যুভয়োর্মহদন্তরম্। কিঞ্চ সাধনাবির্ভাবিতগুণাষ্টকেঽপি জীবেঽসম্ভাব্যাঃ। সেতুত্ব জগদ্বিধা-রকত্বাদয়ো গুণা ইতি পরেশত্বং দহরস্য গময়ন্তি॥ ১৯॥

জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে, স উত্তমঃ পুরুষঃ" ইতি বাক্যশেষঃ। অত্র যৎ পরং জ্যোতিঃ-স্বরূপং শ্রীভগবন্তং প্রাপ্নোতি মুক্তজীবঃ স উত্তমঃ পুরুষ ইতি।

এবমেবাহ—শ্রীভাগবতে বিদুরঃ—১।১৩।২৬, "যঃ স্বকাৎ পরতো বেহ জাতনির্ব্বেদ আত্মবান্। হৃদি কৃত্বা হরিং গেহাৎ প্রব্রজেৎ স নরোত্তমঃ॥" ননু "যদস্য পারমার্থিকং স্বরূপং পরং ব্রহ্ম, তদ্রূপতয়া এনং জীবং ব্যাচষ্টে, ন জৈবেন রূপেণ। যত্তৎ পরং জ্যোতিরুপসম্পত্তব্যং শ্রুতং তৎ পরং ব্রহ্ম। তচ্চাপ-হতপাপ্মত্বাদিধর্ম্মকং, তদেব চ জীবস্য পারমার্থিকং স্বরূপং, নেতরদুপাধিকল্পিতমিতি"।

তথাত্বে তস্য সৃষ্ট্যাদিশক্তিরপি সম্ভবেদিতি শঙ্কাং নিরাকুর্ব্বন্তি—কিঞ্চেতি। সেতুত্ব—"য আত্মা

সম্প্রসাদ জীব এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা সেই প্রকারই প্রতীতি হেতু এই উভয় বাক্যের অত্যন্ত ভেদ বিদ্যমান আছে। অর্থাৎ—এই ভাবে শ্রীভগবানের আরাধনার দ্বারা এই সম্প্রসাদ শব্দবাচ্য আরাধক মুক্তজীব এই পাঞ্চভৌতিক শরীর হইতে সমুত্থিত হইয়া, "পরং জ্যোতিঃ লাভ করিয়া—নিজ স্বরূপে অবস্থান করে সেই উত্তম পুরুষ" এই প্রকার বাক্যের শেষে আছে। অর্থাৎ—যে সাধক এই পরম জ্যোতিঃস্বরূপ শ্রীভগবানকে প্রাপ্ত হয় সেই সাধক বা মুক্তজীব উত্তম পুরুষ।

এই বিষয়ে শ্রীভাগবতে শ্রীবিদুর বলিয়াছেন—যে আত্মতত্ত্ব জ্ঞানী নিজ অথবা অপর হইতে দেহ গেহাদিতে নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীহরিকে হৃদয়ে ধারণ করত গৃহ হইতে প্রস্থান করে সেই মানব নরোত্তম বা উত্তম পুরুষ।

শঙ্কা—যদি বলেন—জীবের যে পারমার্থিক স্বরূপ পরমব্রহ্ম স্বরূপ তাহাই যথার্থভাবে বর্ণনা করিতেছেন কিন্তু জীব রূপে নহে, দহরবিদ্যায় যে প্রজ পতি জীবের পরং জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হওয়ার কথা বলিয়াছেন তাহা পরব্রহ্ম জানিতে হইবে, তাহাই অপহত পাপ্মত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট তাহাই জীবের পারমা-র্থিক স্বরূপ, কিন্তু জীবের অন্য কোন প্রকার উপাধিকল্পিত অণুত্বাদি রূপ নাই, অতএব গুণাষ্টক বিশিষ্ট পরব্রহ্ম স্বরূপ জীব হওয়ার কারণ তাহার জগৎ সৃষ্টি করিবার শক্তিরও সম্ভাবনা আছে, অতএব প্রজাপতি বাক্যে জীবের যথার্থ স্বরূপ নিরূপিত হইয়াছে।

সমাধান—এই প্রকার আশঙ্কার উত্তরে শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদ বলিতেছেন—কিঞ্চ ইত্যাদি। কিন্তু আরও বিশেষ কথা এই যে—সাধনের দ্বারা অপহত পাপ্মত্বাদি গুণাষ্টক জীবে প্রকাশ পায়, সেই জীবেও "সেতুত্ব" ধর্ম্মমর্য্যাদা পালন বা ধারণ এবং বিয়দাদি সকল জগৎ বিধারকত্ব প্রভৃতি দিব্য গুণসকল কোন প্রকারে সম্ভব হইবে না।

যদ্যেবং তর্হি তদন্তরালে জীব প্রস্তাবঃ কিমর্থং তত্রাহ—

ওঁ ॥ অন্যার্থশ্চ পরামর্শঃ ॥ ওঁ ॥ ১।৩।৫।২০।

তত্র জীব পরামর্শঃ পরমাত্মা জ্ঞানার্থ এব, যং প্রাপ্য জীবস্তদষ্টকবতা স্বরূপেণাভিনিষ্পদ্যতে, স এব পরমাত্মেতি ॥ ২০ ॥

স সেতুর্ব্বিধৃতিরেষাং লোকানামসম্ভেদায়" ছা০ ৮।৪।১, "এষ সেতুর্ব্বিধারণ এষাং লোকানামসম্ভেদায়" বৃ০ ৪।৪।২২, তস্মাদ্ জগদ্‌বিধারকত্বাদয়ো গুণা জীবেঽসম্ভবাৎ দহর শব্দস্য পরেশত্বং গময়ন্তি ইতি ॥ ১৯ ॥

অথ প্রকারান্তরেণাশঙ্ক্য সমাধানমাহুঃ—যদ্যেবমিতি—দহরশব্দ বাচ্যো নিত্যাবির্ভূতগুণাষ্টকালঙ্কৃতঃ শ্রীগোবিন্দদেবমিতি, তর্হি—তত্র দহরবিদ্যান্তরালে মধ্যে—"অথ য এষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায়" ছা০ ৮।৩।৪, ইত্যনেন জীব প্রস্তাবঃ কিমর্থমিতি ?

ইত্যেবং শঙ্কায়াং সমুদ্‌ভাবিতায়াং সিদ্ধান্তয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—অন্যার্থেতি। অত্র দহরবিদ্যামধ্যে জীবপরামর্শঃ, জীবপ্রতিপাদনঃ অন্যার্থশ্চ—শ্রীভগবৎস্বরূপ প্রতিপাদনার্থঃ, ন তু জীবস্বরূপ প্রতিপাদনার্থ ইতি।

তত্রেতি দহরবিদ্যায়াম্, ভাষ্যন্তু স্পষ্টমিতি। তথাহি শ্বেতাশ্বতরাঃ—২।১৫, "যদাত্মতত্ত্বেন তু ব্রহ্ম

অতএব দহরের পরমেশ্বরত্ব বোধ করাইতেছে। তিনি যে সেতু তাহা ছান্দোগ্যোপনিষদে বর্ণন করিয়াছেন—যিনি আত্মা তিনি সেতু এবং এই লোকসকলের সাঙ্কর্য্যের রক্ষক। বৃহদারণ্যকোপনিষদে নিরূপণ করিয়াছেন—এই পরব্রহ্ম সেতু—সংসারসাগর পারকর্ত্তা এবং লোক সকলের সাঙ্কর্য্য নিবারক. অতএব সত্যকাম সত্যসঙ্কল্প জগদ্‌বিধারকত্বাদি গুণসকল জীবে অত্যন্ত অসম্ভব হেতু দহর শব্দের দ্বারা পরমেশ্বর শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবকেই বুঝায় ॥ ১৯ ॥

অনন্তর প্রকারান্তরে আশঙ্কা করিয়া সমাধান করিতেছেন—যদি এই প্রকারই হয় তাহা হইলে দহর বিদ্যার অন্তরালে কি নিমিত্ত জীবের প্রস্তাব করা হইয়াছে ? অর্থাৎ—দহর শব্দবাচ্য নিত্যাবির্ভূত গুণাষ্টকালঙ্কৃত শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব হয়েন, তবে দহরবিদ্যার মধ্যে "এই সম্প্রসাদ জীব এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া" এই বাক্যের দ্বারা জীব প্রস্তাব কি নিমিত্ত করিয়াছেন ?

এই প্রকার আশঙ্কার উদ্‌ভাবন করিলে ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত করিতেছেন—অন্যার্থ ইত্যাদি। এই স্থলে জীব পরামর্শ অন্যার্থ, অর্থাৎ—এই দহরবিদ্যার মধ্যে জীব পরামর্শ, জীব প্রতিপাদন অন্যার্থের জন্য, অর্থাৎ শ্রীভগবৎস্বরূপ প্রতিপাদনের নিমিত্ত, কিন্তু জীবস্বরূপ প্রতিপাদনের নিমিত্ত নহে।

দহরবিদ্যা প্রসঙ্গে জীব প্রসঙ্গ—জীবের স্বরূপ নিরূপণ পরমাত্মা শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের জ্ঞানের নিমিত্তই করা হইয়াছে, জীবজ্ঞানের জন্য নহে। যে নিত্যাবির্ভূত গুণাষ্টক দহরকে প্রাপ্ত হইয়া জীব

নন্বু "দহরোঽস্মিন্" (ছা৹ ৮।১।১) ইত্যল্পত্ব শ্রবণাত্তদন্তরালে পঠিতো জীব এব পূর্ব্বত্রা পিবোধ্য ইতি চেত্তত্রাহ—

ওঁ ॥ অল্পশ্রুতেরিতি চেত্তদুক্তম্ ॥ ওঁ ॥ ১।৩।৫।২১।

তত্র যৎ সমাধানং তৎপ্রাগেবোক্তম্ "নিচায্যত্বাদেবং ব্যোমবচ্চ" (ব্র৹ সূ৹ ১।২।১।৭) ইত্যনেনে বিভোরপি প্রাদেশমাত্রত্ব তন্মাত্র স্মৃতি"স্থান মানোপচারাৎ। স্মৃতি ভাবাপেক্ষয়াঽবিচিন্ত্যমহিম্নস্তস্য তথা প্রাকট্যাদেব ॥ ২১ ॥

তত্ত্বং দীপোপমেনেহ যুক্তঃ প্রপশ্যেৎ। অজং ধ্রুবং সর্ব্বতত্ত্বৈর্বিশুদ্ধং, জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ ॥" তস্মাজ্জীব জ্ঞানপূর্ব্বকং শ্রীভগবদ্ জ্ঞানার্থমেব তদুক্তিঃ ॥ ২০ ॥

অথ দহরবাক্যে আশঙ্কামবতারয়ন্তি—নন্বিতি। নন্বু "দহরঃ" অল্প—মধ্যম পরিমাণ বিশিষ্টঃ, তদন্তরালে—দহরোপাসনামধ্যে জীবপরামর্শঃ শ্রবণাৎ দহরশব্দবাচ্যো জীব এব ইতি।

ইতি শঙ্কায়ামাবির্ভূতায়াং সমাধানসূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—অল্পেতি। অল্পশ্রুতেঃ "দহরোঽস্মিন্" ইতি অল্পপরিমাণত্বশ্রুতেঃ আরাগ্রমাত্রঃ জীব এব দহরাকাশ-শব্দবাচ্য ইতি চেৎ,

---

সেই সাধনাবির্ভাবিতগুণাষ্টক যুক্ত স্বরূপে অভিনিষ্পন্ন হয়, সেই এই দহরাকাশ শব্দবাচ্য পরমাত্মা শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব। এই বিষয়ে শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে বলিয়াছেন—সাধক যখন আত্মতত্ত্ব-জীবতত্ত্বের সহিত ধ্রুব অজ সকল তত্ত্ব হইতে বিশুদ্ধ, ব্রহ্মতত্ত্বকে উজ্জ্বল প্রদীপের সদৃশ অনুভব করেন এবং সেই লীলা বিলাসি পরব্রহ্মকে জানিয়া সর্ব্বপ্রকার বন্ধন হইতে মুক্ত হয়েন। সুতরাং প্রথমে জীবকে জানিয়া জীবের আরাধ্য সার্ব্বজ্ঞ্যাদ্যনন্তকল্যাণগুণরত্নাকর শ্রীভগবানকে জানিতে হইবে, অতএব ব্রহ্মা এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং দহরাকাশ পরব্রহ্মই ॥ ২০ ॥

শঙ্কা—অনন্তর দহর বাক্যে আশঙ্কার অবতারণা করিতেছেন—নন্বু ইত্যাদি। যদি বলেন "এই স্থানে দহর" এই বাক্যে অল্পত্ব শ্রবণ হেতু, অর্থাৎ দহর—অল্প মধ্যম পরিমাণ বিশিষ্ট, তদন্তরালে—দহরোপাসনা মধ্যে নিরূপিত জীবই পূর্ব্বে দহরবিদ্যার মধ্যে নির্ণয় করিয়াছেন তাহা বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ দহরোপাসনা মধ্যে জীব পরামর্শ শ্রবণহেতু দহর শব্দবাচ্য জীবই হইবে, অন্য নহে।

সমাধান—বাদিগণ এই প্রকার আশঙ্কা আবির্ভূত করিলে ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ সমাধান সূত্রের অবতারণা করিতেছেন—অল্প ইত্যাদি। অতি অল্পস্থান শ্রবণ হেতু দহর জীবই হয়, যদি এই প্রকার বলেন তবে তাহা বলা হইয়াছে। অর্থাৎ—এই অল্পস্থানে দহর এই প্রকার অল্পপ্রমাণত্ব শ্রুতি হেতু আরাগ্রমাত্র জীবই দহরাকাশ শব্দবাচ্য" যদি এই প্রকার আশঙ্কা করেন, তবে ঐ বিষয়ে যাহা সমাধান বক্তব্য তাহা "শ্রুতি অল্পস্থানের উপদেশ প্রদান করায় তিনি পরমেশ্বর নহেন" এই প্রকার বলিতে পারিবেন না, কারণ

ইতশ্চৈতদেবমিত্যাহ—

ওঁ ॥ অনুকৃতেস্তস্য চ ॥ ওঁ ॥ ১।৩।৫।২২।

নিত্যাবিভূ্র্তগুণাষ্টকবিশিষ্টস্য দহরস্য, সাধনাবির্ভাবিত তদষ্টকেন প্রজাপতিবাক্যোক্তেন জীবেনানুকরণাৎ তস্মাদিতরঃ সঃ। পূর্ব্বমনৃতাভিপিহিত স্বরূপঃ পশ্চাদ্ ব্রহ্মোপাসনয়া

তদুক্তম্ অত্র যদুত্তরং বক্তব্যং তৎ "অর্ভকৌকস্ত্বাৎ তদ্ব্যপদেশাচ্চ নেতি চেন্ন নিচাষ্যত্বাদেবং ব্যোমবচ্চ" ব্রং সূং ১।২।১।৭, ইত্যনেনৈবোক্তং নাতঃ পরং কিঞ্চিৎ বক্তব্যমস্তীতি সূত্রকারস্য হৃদয়মিতি। অত্র ভাষ্যার্থস্তু স্পষ্টম্। সিদ্ধান্তস্তু নিচায্যত্বাদি সূত্রে প্রাগভিহিতমিতি দ্বিরুক্তিভিয়া নাত্র বিতায়তে॥ ২১ ॥

কথ দহরবিদ্যানিগদিত—প্রজাপতি নিরূপিতয়োর্ব্বাক্যয়োঃ পরমেশ্বর— জীবয়োর্ভেদমাহুঃ—ইত ইতি। অথ দহরাকাশ-শব্দবাচ্যঃ শ্রীপরমেশ্বরং নিরূপয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—অনুকৃতেরিতি।

তস্য চ নিত্যাবিভূ্র্তগুণাষ্টক বিশিষ্টস্য দহরশব্দবাচ্যস্য শ্রীগোবিন্দদেবস্য, অনুকৃতেঃ, অনুকৃতিঃ অনুকরণং,তস্য দহরাকাশস্য পরমজ্যোতিঃস্বরূপস্য "স তত্র পর্য্যেতি জক্ষন্ ক্রীড়ন্" ইত্যাদৌ মুক্তজীব কর্ত্তৃ-কানুকরণ শ্রবণাৎ জীবো ন দহরশব্দবাচ্য ইতি।

সাধকের হৃদয় প্রাদেশ পরিমিত হওয়ার নিমিত্ত ঐ হৃদয়ে ধ্যান করিবার জন্য সর্ব্বব্যাপক বিভুকে এই প্রকার বর্ণনা করা হইয়াছে। ইত্যাদির দ্বারাই সর্ব্বব্যাপক শ্রীভগবানের প্রাদেশমাত্রত্ব বর্ণনা প্রাদেশ-মাত্র হৃদয়স্থানে স্মরণ করিবার নিমিত্ত এই পরিমাণের উল্লেখ করা হইয়াছে। সাধকের স্মরণ ভাব সাপেক্ষ শ্রীভগবান স্বীয় অচিন্ত্য মহিমা হেতু সেই প্রকারে প্রকট হয়েন।

অতএব এই বিষয়ে আর বিশেষ কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই ইহাই সূত্রকার শ্রীবাদরায়ণের হৃদয়ের অভিপ্রায়। এই স্থানে যাহা কিছু সিদ্ধান্ত বলিবার তাহা পূর্ব্বে "নিচায্যত্বাদ্" ইত্যাদি সূত্রে নিরূ-পণ করা হইয়াছে, অতএব দ্বিরুক্তির ভয়ে এই স্থলে আর বিস্তার ভাবে বর্ণন করা হইল না। সুতরাং শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবই দহরাকাশ শব্দ বাচ্য, জীব নহে ॥ ২১ ॥

অনন্তর ছান্দোগ্যোপনিষদের অষ্টম অধ্যায়ের প্রথম খণ্ড বর্ণিত দহরবিদ্যা নিরূপিত এবং সপ্তম খণ্ডে ইন্দ্র প্রজাপতি সংবাদে বর্ণিত, এই উভয় বাক্যে যে পরমেশ্বর এবং জীবের ভেদ নিশ্চয় করিয়াছেন, তাহা বর্ণন করিতেছেন—ইতশ্চ ইত্যাদি। এই কারণেও দহরাকাশ শব্দবাচ্য শ্রীভগবান্।

অতঃপর দহরাকাশ শব্দের বাচ্য যে শ্রীপরমেশ্বর, ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ তাহা নিরূপণ করিতে-ছেন—অনুকৃতি ইত্যাদি। অনুকরণের দ্বারাও উভয়ে যে পৃথক্ তাহা সিদ্ধ হইতেছে। অর্থাৎ—তাঁহার নিত্যাবিভূ্র্তগুণাষ্টকবিশিষ্ট দহর শব্দবাচ্য শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের অনুকৃতি অনুকরণ অর্থাৎ সেই দহরাকাশ পরম জ্যোতিঃস্বরূপের "জীব পরমধামে চতুর্দ্দিকে ভোজন, ক্রীড়া" ইত্যাদি মুক্তজীব কর্ত্তৃক অনুকরণ শ্রবণ

সং ছিন্নপিধানস্তদ্রূপসম্পত্ত্যাবির্ভাবিত তদষ্টকবিশিষ্টঃ সন্ তৎসমো ভবতীতি প্রজাপতিনিগতিস্তু দহরানুকারঃ। অনুকার্য্যানুকর্ত্রোর্মিথোঽন্যত্বন্তু সুসিদ্ধম্। "পবনমনুহরতে হনুমান্" (শ্রী-হরি॰ ব্যা॰ ৪।২১৮) ইত্যাদিষু। দৃশ্যতে চ মুক্তস্য ব্রহ্মানুকারঃ "নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি" (মু॰ ৩।১।৩) ইতি শ্রুত্যন্তরে ॥ ২২ ॥

সূত্রস্থ "চ" কার অবধৃতৌ। জীবেনানুকরণাৎ, অনুকরণং তৎ সমতয়া বর্ত্তনম্ ইতরঃ স ইতি—নিত্যাবির্ভূতাষ্টগুণবিশিষ্টাৎ শ্রীপরমেশ্বরাৎ দহরশব্দবাচ্যাৎ, সঃ সাধনাবির্ভাবিতগুণাষ্টকযুক্তো জীব ইতরঃ পৃথগিত্যর্থঃ। এবং দ্বয়োঃ স্বরূপেন পার্থক্যং নিরূপয়ন্তি—পূর্ব্বমিতি।

সুসিদ্ধমিতি—তয়োর্ভেদস্তু ব্যাকরণদর্শনস্য প্রমাণেন স্পষ্টয়ন্তি—পবনমিতি। "অনুহরতের্গতি তাচ্ছীল্য ইষ্যতে" ইতি শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ সূত্রম্। ব্যাখ্যা চ—গতেস্তাচ্ছীল্যং গতিতাচ্ছীল্যং তস্মিন্ গম্যমানে অনুপূর্ব্বাৎ হৃঞ্, হরণে ইত্যস্মাদ্ধুত্তরে কর্ত্তর্য্যাত্মনেপদমিষ্যতে। তাচ্ছীল্যং তৎ স্বভাবতা ইতি।

হেতু জীব দহরাকাশ শব্দবাচ্য নহে।

সূত্রে যে 'চ' কার বিদ্যমান আছে তাহা অবধারণের নিমিত্ত বুঝিতে হইবে। নিত্যাবির্ভূত অপহত পাপ্মত্বাদি দিব্যগুণাষ্টক বিশিষ্ট শ্রীভগবানের, সাধনাবির্ভাবিত অপহত গুণাষ্টকযুক্ত প্রজাপতিবাক্য নিরূপিত জীবকর্ত্তৃক অনুকরণ করা হেতু, জীব ইতর দহর শব্দবাচ্য শ্রীপরমেশ্বর হইতে পৃথক্। জীবকর্ত্তৃক অনুকরণ অর্থাৎ—তাঁহার সমানভাবে অবস্থান করা। তিনি পৃথক্ অর্থাৎ—নিত্যাবির্ভূত গুণাষ্টক দহর-শব্দবাচ্য শ্রীপরমেশ্বর হইতে, সেই সাধনাবির্ভাবিত গুণাষ্টক যুক্ত জীব পৃথক্ ইহাই অর্থ। এই প্রকার শ্রীভগবান্ ও জীবের স্পষ্টরূপে পার্থক্য নিরূপণ করিতেছেন—পূর্ব্ব ইত্যাদি।

পূর্ব্বে শ্রীভগবানে বিমুখ অবস্থায় জীব মিথ্যা অহঙ্কারাদি দ্বারা আবরিত স্বরূপ ছিল। পশ্চাৎ শ্রীগুরু করুণায় পরব্রহ্মের উপাসনার দ্বারা সকল আবরণ ছিন্ন হইলে সাধন সম্পত্তির মহিমায় আবির্ভাবিত অপহত পাপ্মত্বাদি গুণাষ্টকবিশিষ্ঠ হইয়া পরব্রহ্মের সমান হয়, ইহাই প্রজাপতি বর্ণিত জীবের দহরানুকরণ। অর্থাৎ অনুকরণকারি জীব পরব্রহ্ম দহরের অনুকরণ করে. ইহাই প্রজাপতি হৃদয়ের অভিপ্রায়।

অনুকার্য্য এবং অনুকর্ত্তার ভেদ সুসিদ্ধরূপেই বর্ত্তমান আছে। অর্থাৎ যিনি প্রথমে কার্য্যাদি করেন তিনি মূলকর্ত্তা. যিনি তাঁহার কার্য্যের অনুকরণ করেন তিনি অনুকরণ কর্ত্তা, সুতরাং মূলকর্ত্তা ও অনুকরণকর্ত্তা এই উভয়ের বা পরস্পরের অন্যত্ব ভেদ সুপ্রসিদ্ধ।

সুসিদ্ধ—অর্থাৎ অনুকার্য্য এবং অনুকর্ত্তার ভেদ ব্যাকরণ দর্শনের প্রমাণ দ্বারা স্পষ্ট করিতেছেন পবন ইত্যাদি। "শ্রীহনুমান পবনের অনুকরন করিতেছেন" "গতির তাচ্ছিল্য অর্থে অনুহরতে আত্মনে পদ হয়" এই প্রকার শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণে সূত্র আছে, এই সূত্রের ব্যাখ্যা—গতির তাচ্ছিল্য—গতি-তাচ্ছীল্য এই প্রকার অর্থবোধ করাইলে 'অনু' উপসর্গ পূর্ব্বে থাকিলে হৃঞ্ হরণে এই ধাতুর উত্তরে

ওঁ ॥ অপি স্মর্য্যতে ॥ ওঁ ॥ ১।৩।৫।২৩।

"ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ। সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন

অত্র হনূমতঃ পবনসদৃশগমনশীলত্বাৎ পবনমনুকরোতি হনুমান্। এবমেতয়ো হনূমৎ পবনয়োঃ সমানগতি-শীলত্বেঽপি ভেদসিদ্ধ এব। এবমত্র দহরবিদ্যায়াং মুক্তজীবস্য ব্রহ্মণাসহ রমণেনাপি তস্মাদন্য এব দহরাজ্জীবঃ।

অত্র শ্রুতিপ্রমাণমাহুঃ—দৃশ্যতে চেতি। নিরঞ্জনঃ—নিবৃত্তসমস্তমায়াবন্ধনঃ সন্ পরমং সাম্যং শ্রী-ভগবৎ সদৃশং ভবতীত্যর্থঃ। তস্মাৎ দহরো ন জীব ইতি ॥ ২২ ॥

অথ নিত্যগুণাষ্টক—সাধনাবির্ভাবিত গুণাষ্টকয়োর্ভেদস্তু স্মৃতিবাক্যেন সমর্থয়ন্তি। স্মৃতিরপি জীবস্য পরব্রহ্মানুকরণং বর্ণয়তি তস্মাৎ দহরো ন জীব ইতি নিরূপয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—অপীতি। স্মৃতি-শাস্ত্রেঽপি তথৈব দৃশ্যতে।

অথ যদুক্তং স্মর্য্যতে তৎ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাবাক্যেন প্রমাণয়ন্তি—ইদমিতি। টীকা চ শ্রীমদ্ভাষ্য-কার প্রভুপাদানাম্—গুরূপাসনয়েদং বক্ষ্যমানং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য প্রাপ্য জনাঃ সর্ব্বেশ্বরস্য মম নিত্যাবির্ভূত-

---

কর্ত্তৃবাচ্যে আত্মনেপদ হইবে। তাচ্ছীল্য—তাহার স্বভাব।

এই স্থলে শ্রীহনুমানের পবনের সমান গমন করা স্বভাব হওয়া হেতু শ্রীহনুমান পবনের অনুকরণ করিতেছেন। এই প্রকার শ্রীহনুমান ও পবনের গতি সমান হইলেও উভয়ের ভেদ স্বতঃ সিদ্ধ। এই দার্ষ্টান্তিক স্থলেও দহরবিদ্যায় মুক্ত জীব পরব্রহ্মের সহিত রমণ করিলেও, ঐ দহর শব্দবাচ্য পরব্রহ্ম হইতে মুক্তজীব ভিন্নই।

এই বিষয়ে শ্রুতিবাক্য প্রমাণিত করিতেছেন—দৃশ্যতে ইত্যাদি। মুণ্ডকোপনিষদে মুক্তজীবের পরব্রহ্মের অনুকরণ করিতে দেখা যায়, নিরঞ্জন—মুক্তসাধক সকল প্রকার মায়ার বন্ধন হইতে নিবৃত্ত বা মুক্ত হইয়া পরম সাম্য শ্রীভগবানের সাদৃশ্য লাভ করে। অতএব দহর কোন প্রকারে জীব হইতে পারে না ॥ ২২ ॥

অনন্তর নিত্যগুণাষ্টকযুক্ত শ্রীভগবান এবং সাধনাবির্ভাবিত গুণাষ্টকযুক্ত মুক্ত জীব, এই উভয়ের ভেদ স্মৃতিবাক্যের দ্বারা সমর্থন করিতেছেন। স্মৃতিশাস্ত্রেও মুক্তজীবের পরব্রহ্মের অনুকরণ করা বর্ণনা করিরাছেন, অতএব জীব দহর নহে, ভগবান শ্রীবাদরায়ণ এই প্রকার নিরূপণ করিতেছেন – অপি ইত্যাদি। স্মৃতিশাস্ত্রেও সেই প্রকার দেখা যায়।

অতঃপর যে "স্মৃতিশাস্ত্রেও দেখা যায়" বলিয়াছেন তাহা শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা বাক্যের দ্বারা প্রমাণিত করিতেছেন—ইদম্ ইত্যাদি। শ্রীভগবান্ কহিলেন—হে অর্জ্জুন! জীব এই জ্ঞান আশ্রয় করিয়া আমার সাধর্ম্ম্য লাভ করিয়া সৃষ্টি কালেও জন্মগ্রহণ করে না এবং প্রলয় কালেও ব্যথা পায় না।

ব্যথন্তি চ" ॥ (শ্রীগী° ১৪।২) ইতি মুক্তানাং ভগবৎসাধর্ম্ম্যলক্ষণঃ স স্মর্য্যতে। তস্মাদ্ দহরঃ শ্রীহরিরেব, ন জীবঃ ॥ ২৩ ॥

৬ ॥ প্রমিতাধিকরণম্ ॥

গুণাষ্টকস্য সাধর্ম্ম্যং সাধনাবির্ভাবিতেন তদষ্টকেন সাম্যমাগতাঃ সন্তঃ সর্গে নোপজায়ন্তে, সৃজিকর্ম্মতাং নাপ্নুবন্তি, প্রলয়ে চ ন ব্যথন্তে—মৃতিকর্ম্মতাঞ্চ ন যান্তীতি জন্মমৃত্যুভ্যাং রহিতা মুক্তা ভবন্তীতি, মোক্ষে জীব-বহুত্বমুক্তম্। "তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ" গো° তা° পু°—৩৯, ইত্যাদি শ্রুতিভ্য-শ্চৈতদবগতম্ ॥ ইতি।

সঙ্গতিঃ—তস্মাৎ শ্রুতি প্রমাণাৎ ছান্দোগ্যোপনিষদুক্ত-দহরবিদ্যা-নিরূপিত-দহরশব্দো শ্রীহরিরেব। ন তু সাধনাবির্ভাবিত-গুণাষ্টকযুক্ত জীব ইতি, তস্য মোক্ষেঽপি শ্রীভগবতঃ পৃথগবস্থানাদিত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

॥ ইতি দহরাধিকরণং পঞ্চমং সমাপ্তম্ ॥ ৫ ॥

৬ ॥ প্রমিতাধিকরণম্ ॥

অথ পূর্ব্বত্র দহরাধিকরণে হৃৎপুণ্ডরীকস্থ দহরাকাশ-শব্দবাচ্যঃ শ্রীবিষ্ণুর্নিরূপিতঃ, তস্য কীদৃশং

এই শ্লোকের শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদের শ্রীগীতাভূষণ ভাষ্য—সাধকগণ শ্রীগুরুদেবের উপাসনার দ্বারা এই আমা কর্ত্তৃক বর্ণিত মদ্‌বিষয়ক জ্ঞান লাভ করিয়া, নিত্যাবির্ভূতগুণাষ্টক সর্ব্বেশ্বর যে আমি, আমার সাধর্ম্ম্য সাধনের দ্বারা আবির্ভূতগুণাষ্টক যুক্ত হইয়া সৃষ্টিকালে সৃজন কর্ম্মতা অর্থাৎ জন্ম লাভ করে না এবং প্রলয় কালেও ব্যথা পায় না, মৃতি কর্ম্মতা মৃত্যু প্রাপ্ত হয় না।

এই প্রকার জন্ম মৃত্যুর দ্বারা রহিত হইয়া মুক্ত হয়, সুতরাং মোক্ষকালেও জীবের বহুত্ব সিদ্ধ হইল। "তাহাই সর্ব্বব্যাপক শ্রীবিষ্ণুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান যাহা মুক্ত বিদ্বানগণ অবলোকন করেন। ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণের দ্বারা উভয়ের ভেদই নিশ্চিত হইল। ইহাই শ্রীপাদের টীকা। এই প্রকার মুক্তগণের শ্রীভগবানের সাধর্ম্ম্যলক্ষণ দ্বারা তাঁহার অনুকরণ করিতে শাস্ত্রে দেখা যায়।

সঙ্গতি—অতএব দহর শ্রীহরিই, জীব নহে। অর্থাৎ—শ্রুতি-স্মৃতি ও সূত্র প্রমাণ হেতু ছান্দোগ্যোপনিষদুক্ত দহরবিদ্যা নিরূপিত দহরশব্দবাচ্য সর্ব্বপাপহারি শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব, কিন্তু সাধনাবির্ভাবিত-গুণাষ্টকযুক্ত জীব নহে, কারণ মোক্ষকালেও মুক্তজীবের শ্রীভগবান হইতে পৃথকভাবে অবস্থান হেতু ইহাই অর্থ ॥ ২৩ ॥

এই প্রকার পঞ্চম দহরাধিকরণ সম্পূর্ণ হইল ॥ ৫ ॥

৬ ॥ প্রমিতাধিকরণ—

অতঃপর প্রমিতাধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন। এই প্রকার পূর্ব্বে দহরাধিকরণে হৃৎ-পুণ্ডরীকস্থ

কঠবল্ল্যাং পঠ্যতে (২।১।১২) "অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্যে আত্মনি তিষ্ঠতি। ঈশানো ভূতভব্যস্য ততো ন বিজুগুপ্সতে॥" ইত্যাদি।

স্বরূপং হৃদি চিন্তনীয়মিত্যপেক্ষায়াং প্রমিতাধিকরণারম্ভ ইত্যধিকরণ সঙ্গতিঃ।

বিষয়ঃ—অথ প্রমিতাধিকরণস্য বিষয়বাক্যমবতারয়ন্তি— কঠেতি। অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ-পরিপূর্ণঃ ষড়্গুণো ভগবান্ আত্মনি শরীরে মধ্যে হৃদি হৃদয়শতদল মধ্যে তিষ্ঠতি বিরাজতে, কীদৃশং শ্রীভগবন্তমিত্যপেক্ষয়ামাহ—ঈশান ইতি। ঈশানঃ—বর্ত্তমানদশাপন্নানাং বস্তূনাং নিয়ন্তা, ভূত-ভব্যস্য—অতীতানাগত পদার্থস্য, তস্মাৎ কালত্রয়বর্ত্তি নিখিল চেতনাচেতনপদার্থানাং নিয়ামক ইত্যর্থঃ।

ততঃ তদারাধনলক্ষণ ভক্তেঃ, তাদৃশং সর্ব্বনিয়ামকস্বরূপং শ্রীভগবন্তং আরাধ্য তদারাধনাৎ ন বিজুগুপ্সতে নিন্দনীয়ো ন ভবতীত্যর্থঃ। যদ্বা শ্রীভগবদারাধনলক্ষণ ভক্তিমার্গাৎ কদাপি পতিতো ন ভবতি। এবমেবাহ ভগবান্ শ্রীপুণ্ডরীক নয়নঃ—শ্রীগীতাসু—৯।৩১, "কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি" শ্রীএকাদশে—২।৩৫, "যানাস্থায় নরো রাজন্ ন প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ। ধাবন্ নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিহ॥ তস্মাৎ ভক্তঃ স্বহৃদয়সরোরুহে অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পরমেশ্বরমারাধয়তি ইতি। ইতি বিষয়বাক্যম্।

দহরাকাশ শব্দবাচ্য শ্রীবিষ্ণুনিরূপণ করা হইয়াছে, তাঁহার কি প্রকার স্বরূপ হৃদয়ে চিন্তা করা কর্ত্তব্য এতদপেক্ষায় প্রমিতাধিকরণ আরম্ভ করিতেছেন এই প্রকার অধিকরণসঙ্গতি প্রদর্শিত হইল।

বিষয়—অনন্তর প্রমিতাধিকরণের বিষয়বাক্যের অবতারণা করিতেছেন—কঠ০ ইত্যাদি। কঠোপনিষদে এই প্রকার বর্ণিত আছে—অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ হৃদয়ের মধ্যে অবস্থান করেন, যিনি ভূত ও ভবিষ্যতের নিয়ামক. তাঁহাকে জানিয়া কেহ নিন্দিত হয় না। অর্থাৎ—অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ পরিপূর্ণ ষড়ৈশ্বর্য্য স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব আত্মনি শরীরের মধ্যে হৃদি হৃদয় শতদল মধ্যে বিরাজিত আছেন। সেই শ্রীভগবান কি প্রকার? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন - ঈশান ইত্যাদি।

ঈশান—বর্ত্তমান দশা প্রাপ্ত বস্তু সকলের নিয়ন্তা। ভূত-ভব্যের-অতীত ও অনাগত বস্তু সকলের নিয়ামক। অর্থাৎ—কালত্রয়বর্ত্তী নিখিল চেতন এবং অচেতন পদার্থ সকলের নিয়ামক ইহাই অর্থ।

ততঃ—শ্রীভগবদারাধনা লক্ষণ ভক্তি হইতে অর্থাৎ তাদৃশ সর্ব্বনিয়ামক স্বরূপ শ্রীভগবানকে আরাধনা করিয়া, তাঁহার আরাধনা হইতে বিজুগুপ্সিত অর্থাৎ নিন্দনীয় হয় না। অথবা শ্রীভগবদারাধনা লক্ষণ ভক্তিমার্গ হইতে কদাপি পতিত হয়েন না। এই বিষয়ে ভগবান্ শ্রীপুণ্ডরীক নয়ন শ্রীগীতায় বলিয়াছেন—হে কৌন্তেয়! তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বল যে আমার ভক্তের কোন দিন নাশ হয় না। শ্রীএকাদশে বলিয়াছেন—হে রাজন্! যে ভাগবত ধর্ম্মসকল অবলম্বন করিয়া সাধক কোন দিন প্রমাদগ্রস্ত হয় না এবং নয়ন নিমীলন করিয়া ধাবিত হইলেও পতিত কিম্বা স্খলিত হয় না। অতএব ভক্ত নিজ হৃদয়-

ইহ বীক্ষা অঙ্গুষ্ঠমাত্রো জীবঃ ? শ্রীবিষ্ণুর্ব্বেতি ?

"প্রাণাধিপঃ সঞ্চরতি স্বকর্ম্মভিরঙ্গুষ্ঠমাত্রো রবিতুল্যরূপঃ" (শ্বে· ৫।৭-৮) ইত্যাদি শ্বেতাশ্বতরবাক্যৈকার্থ্যাজ্জীব ইতি প্রাপ্তে—

সংশয়ঃ—অথাস্মিন্ কঠোপনিষদ্ বাক্যে সংশয়মবতারয়ন্তি—ইহেতি। ইহ ভবতি বীক্ষা বিচারণা বিচিকিৎসা ইতি। কঠোপনিষদ্ বাক্যে যদ্ অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষমুক্তং সঃ কিং জীবঃ ? অথবা সর্ব্বব্যাপকঃ শ্রীবিষ্ণুরিতি সংশয়ঃ।

পূর্ব্বপক্ষঃ—ইত্যেবং দ্বিকোটিকে সংশয়ে সমুৎপন্নে পূর্ব্বপক্ষমাচরন্তি—প্রাণাধিপেতি। অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মানষদেহান্তর্ব্বর্ত্তী জীব এব, ন তু পরমাত্মা· তস্য সর্ব্বব্যাপকত্বাৎ।

অথ সমান শ্রুতিমুদাহরন্তি—প্রাণাধিপ ইতি। প্রাণাধিপঃ—প্রাণাপান সমানোদান ব্যানাখ্যাঃ পঞ্চপ্রাণাঃ তেষামধিপতিঃ। অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ রবিতুল্যরূপঃ স্বকর্ম্মভিঃ সঞ্চরতি নানা যোনিষু ইত্যর্থঃ।

ন তু পরমেশ্বরস্য স্বকর্ম্মভির্নানা যোনিষু ভ্রমণং, ন বা প্রাণাধিপত্বং তস্য। "আপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রঃ" মু· ২।১।২, ইতি নিষেধাৎ। ন চ ত্রৈকালিক নিয়ামকত্বাভাবং তস্য ইতি বাচ্যম্, তথৈব প্রতিপাদনাৎ। কঠ· ২।১।১৩ "অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধূমকঃ। ঈশানো ভূতভব্যস্য স এবাদ্য স উ শ্ব

সরোরুহে অঙ্গুষ্ঠমাত্র শ্রীপরমেশ্বরকে আরাধনা করেন। ইহাই প্রমিতাধিকরণের বিষয়বাক্য।

সংশয়—অনন্তর এই কঠোপনিষদবাক্যে সংশয়ের অবতারণা করিতেছেন—ইহ ইত্যাদি। এই স্থলে বিচারের উদ্ভব হইতেছে! অঙ্গুষ্ঠমাত্র কি জীব? অর্থাৎ—কঠোপনিষদবাক্যে যে অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষের কথা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা কি জীব? অথবা সর্ব্বব্যাপক শ্রীবিষ্ণু? এতদুভয়ের মধ্যে অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ কে?

পূর্ব্বপক্ষ—এই প্রকার দ্বিকোটিক সংশয় বাক্য সমুৎপন্ন হইলে বাদিগণ পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিতেছেন—প্রাণাধিপ ইত্যাদি। কঠবল্লীতে যে অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষের কথা উল্লেখ আছে তাহা মনুষ্যদেহান্তর্বর্ত্তী জীবই· পরমাত্মা নহে, কারণ পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপক।

অনন্তর এই বিষয়ে সমান শ্রুতি উদাহরণ প্রদান করিতেছেন—প্রাণাধিপ ইত্যাদি। প্রাণাধিপ অঙ্গুষ্ঠমাত্র রবিতুল্যরূপ স্বকর্ম্মের দ্বারা সঞ্চরণ করেন। অর্থাৎ—প্রাণাধিপ-প্রাণ· অপান· সমান, উদান এবং ব্যান এই পঞ্চবিধ প্রাণের অধিপতি। অঙ্গুষ্ঠমাত্র পরিমাণ সূর্য্যের সমান প্রকাশমান রূপ বিশিষ্ট জীব নিজ শুভাশুভ কর্ম্মের দ্বারা নানা দেব মানবাদি বিবিধ যোনিতে পরিভ্রমণ করে। কিন্তু পরমেশ্বরের স্বকর্ম্ম দ্বারা নানা যোনিতে পরিভ্রমণ করা সম্ভব নহে, কিম্বা তাঁহার প্রাণাধিপত্যও সিদ্ধ হয় না। কারণ "তিনি প্রাণ রহিত· মন রহিত এবং শুভ্র" শ্রুতিতে তাঁহার প্রাণাদি নিষেধ করিয়াছেন।

যদি বলেন—জীবে ত্রৈকালিক নিয়ামকত্বের অভাব বিদ্যমান আছে"। আপনারা ঐ প্রকার

ওঁ ॥ শব্দাদেব প্রমিতঃ ॥ ওঁ ॥ ১।৩।৬।২৪॥

অঙ্গুষ্ঠপ্রমিতঃ শ্রীবিষ্ণুরেব। কুতঃ? শব্দাদেব। "ঈশানো ভূতভব্যস্য" (কঠং

এতদ্ বৈ তৎ ॥ মহাভারতে বনপর্ব্বণি–২৯৭।১৭,"ততঃ সত্যবতঃ কায়াৎ পাশবদ্ধং বশং গতম্। অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষং বিচকর্ষ যমো বলাৎ"।

ন তু নরকাধিপতির্যমো বলাৎ পরমেশ্বরমাকর্ষিতুং শক্নোতি, যমস্তু শ্রীভগবদধীন এব, তথাহি শ্রীভাগবতে—৫।২৬।৬, "অনুল্লঙ্ঘিত ভগবচ্ছাসনঃ সগণো দমং ধারয়তি" তস্মাৎ হৃদিস্থ—অঙ্গুষ্ঠমাত্র পরিমাণ—জীবাত্মা এব ন তু পরমেশ্বর ইতি পূর্ব্বপক্ষম্।

সিদ্ধান্তঃ—ইত্যেবং পূর্ব্বপক্ষে সমুদ্ভাবিতে সিদ্ধান্তয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—শব্দাদিতি। প্রমিতঃ অঙ্গুষ্ঠ পরিমিতঃ পুরুষঃ কঠবল্ল্যাং যোঽভিহিতঃ স পরমেশ্বর এব, ন তু জীবঃ, কুতঃ শব্দাদেব, ঈশানাদি শব্দাৎ। "ঈশানো ভূতভব্যস্য" ইত্যাদি প্রমাণাদিত্যর্থঃ।

অঙ্গুষ্ঠ পরিমিতঃ শ্রীবিষ্ণুরেব। জীবস্তু নাঙ্গুষ্ঠ পরিমিতঃ কিন্তু অণুপরিমাণঃ, "এষোঽণুরাত্মা

বলিতে পারেন না, যে হেতু শ্রুতি সেই প্রকারই জীবকে প্রতিপাদন করিয়াছেন। কঠোপনিষদ বলেন "ধূমরহিত জ্যোতিস্বরূপ অঙ্গুষ্ঠমাত্র পরিমিত পুরুষ আছেন, তিনি ভূত ও ভবিষ্যতের নিয়ামক এবং তিনি অদ্যও আছেন আগামী কল্যও বর্ত্তমান থাকিবেন" সুতরাং জীবাত্মাকে সর্ব্বনিয়ামক রূপে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। জীবকে অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত রূপে মহাভারতেও নিরূপণ করিয়াছেন— অনন্তর সত্যবানের শরীর হইতে অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষকে ধর্ম্মরাজ যম পাশবদ্ধ নিজ বশীভূত জানিয়া বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিলেন।

এই স্থলে অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত স্বরূপ যদি পরমেশ্বর হয়েন তাহা হইলে নরকাধিপতি যমরাজ বলপূর্ব্বক শ্রীপরমেশ্বরকে আকর্ষণ করিতে পারিবেন না। কারণ যমরাজ শ্রীভগবানের অধীন। এই বিষয়ে শ্রীভাগবতে উল্লেখ আছে - নরকাধিপতি সূর্য্যপুত্র যমরাজ শ্রীভগবানের আজ্ঞা লঙ্ঘন না করিয়া নিজ দূতগণের সহিত পাপাচারি জীবের দণ্ডবিধান করেন। অতএব কঠোপনিষদ ও শ্বেতাশ্বতরের বাক্য সমান হওয়ায় হৃদয়স্থ অঙ্গুষ্ঠমাত্র পরিমাণ জীবাত্মাই হয়, পরমেশ্বর নহেন, ইহাই পূর্ব্বপক্ষবাক্য।

সিদ্ধান্ত—বাদী কর্ত্তৃক এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষের সমুদ্ভাবন করা হইলে ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত করিতেছেন—শব্দ ইত্যাদি। প্রমিত শ্রীবিষ্ণুই, কারণ—শব্দ হইতেই জানা যায়। অর্থাৎ—প্রমিত অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত পুরুষ যাহা কঠবল্লীতে অভিহিত হইয়াছে তিনি শ্রীপরমেশ্বরই, কিন্তু জীব নহে। কেন জীব নহে? শব্দ প্রমাণ হইতে, অর্থাৎ ঈশানাদি শব্দ হইতে। "তিনি ভূত ও ভবিষ্যতের নিয়ামক" ইত্যাদি প্রমাণ হইতে ইহাই অর্থ।

অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত সর্ব্বব্যাপক শ্রীবিষ্ণু, তাহা শব্দ অর্থাৎ ঈশানাদি শ্রুতিবাক্য হইতেই সিদ্ধ হয়।

২।১।২) ইতি শ্রুতেরেবেত্যর্থঃ। নচেদৃগৈশ্বর্য্যং কর্ম্মাধীনস্য জীবস্য সম্ভবেৎ ॥ ২৪ ॥

ননু বিভোস্তৎ প্রমিতত্বং কথং তত্রাহ—

ওঁ ॥ হৃদ্যপেক্ষয়া তু মনুষ্যাধিকারত্বাৎ ॥ ওঁ ॥ ১৷৩৷৬৷২৫৷

'তু' শব্দোঽবধারণে। অঙ্গুষ্ঠমাত্রে হৃদিস্মর্য্যমানত্বাদ্বিভোরপ্যঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বম্। হৃম্মানাপেক্ষয়া

চেতসা বেদিতব্যঃ" ননু তর্হ্যাত্বে মহাভারতবাক্যস্য কা গতিরিতি চেৎ তত্রাহুঃ—ন চেতি। অঙ্গুষ্ঠপরিমিতত্বং জীবস্য তু সূক্ষ্মশরীরস্য, তত্তু সপ্তদশাবয়বযুক্তঃ। অবয়বাস্তু জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চকং কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চকং বায়ুপঞ্চকং বুদ্ধিমনসী চ। অতো জীবস্য লিঙ্গশরীরস্য সপ্তদশাবয়বযুক্তস্য অঙ্গুষ্ঠপরিমিতত্বে ন কাচিৎ বিপ্রতিপত্তিরিতি। তস্মাদঙ্গুষ্ঠপরিমাণঃ শ্রীগোবিন্দদেব এব ॥ ২৪ ॥

অথ পরব্রহ্মণঃ সর্ব্বব্যাপকস্যাঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বে শঙ্কামবতারয়ন্তি—নন্বিতি। ননু সর্ব্বব্যাপক পরমেশ্বরস্য বিভোরঙ্গুষ্ঠপরিমিতত্বং কথং সঙ্গচ্ছতে ইত্যপেক্ষয়ামাহ—ভগবান্ শ্রীসূত্রকার বাদরায়ণঃ—হৃদ্যেতি।

হৃদ্যপেক্ষয়া, হৃদি অপেক্ষয়া, সর্ব্বব্যাপিনোঽপি পরব্রহ্মণ আরাধনার্থং সাধকহৃদয়ে বর্ত্তমানত্বাৎ

জীব কিন্তু অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত নহে, অণুপরিমাণ বিশিষ্ট। এই বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ এই প্রকার—"এই জীবাত্মা অণুস্বরূপ, তাহাকে মনের দ্বারা জানিতে হইবে।

যদি বলেন—জীব যদি অণু পরিমাণ হয় তাহা হইলে মহাভারতের বাক্যের কি গতি হইবে?

এই বাক্যের উত্তরে বলিতেছেন—ন চ ইত্যাদি। এই প্রকার ভূত-ভবিষ্যতের নিয়ামকত্ব প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য কর্ম্মাধীন জীবের সম্ভব নহে, তবে যে মহাভারতে জীবের অঙ্গুষ্ঠপরিমিত স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন তাহা সূক্ষ্মশরীরের। জীবের ঐ সূক্ষ্মশরীর সপ্তদশ অবয়ব যুক্ত, তাহা জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ, কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চ, বায়ুপঞ্চ এবং বুদ্ধি ও মন, এই সপ্তদশ অবয়ব বিশিষ্ট জীবই অঙ্গুষ্ঠপরিমিত। অতএব জীবের সপ্তদশ অবয়ববিশিষ্ট লিঙ্গশরীরের অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ হইলেও কোন আশঙ্কা হইতে পারে না। সুতরাং কঠোপনিষৎ নিরূপিত অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ স্বরূপ শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব, অন্য জীব নহে ॥ ২৪ ॥

অনন্তর সর্ব্বব্যাপক পরব্রহ্মের অঙ্গুষ্ঠমাত্র পরিমাণে আশঙ্কার অবতারণা করিতেছেন—ননু ইত্যাদি। শঙ্কা—বিভু অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত কি প্রকারে হয়েন? অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক শ্রীপরমেশ্বর বিভুর অঙ্গুষ্ঠ পরিমিতত্ব কি প্রকারে সঙ্গত হয়?

সমাধান—এই আশঙ্কার সমাধানের নিমিত্ত ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত করিতেছেন—হৃদি ইত্যাদি। হৃদয়ের পরিমাণ অপেক্ষা করিয়াই শ্রীভগবান্ অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত হয়েন, যে হেতু মনুষ্যকে অধিকার করিয়াই শাস্ত্র উপদেশ করেন। অর্থাৎ—হৃদয়ের অপেক্ষা, প্রাদেশমাত্র মানব হৃদয়ের পরিমাণ হওয়ার জন্য, সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্ম আরাধনার নিমিত্ত সাধক হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকেন এবং ঐ হৃদয়ের প্রাদেশ

তস্মিন্ মানোপচারাৎ, স্মর্ত্তৃভাবাপেক্ষয়া তাদৃশস্যাপি তস্যাচিন্ত্যমহিম্নস্তথা হৃদি প্রাকট্যাদ্বা ইত্যুদিতং প্রাক্। ননু দেহভেদেন হৃন্মানভেদাত্তাবত্ত্বং তস্যাশক্যং সম্পাদয়িতুমিতিচেত্তত্রাহ—মনুষ্যেতি। শাস্ত্রমবিশেষেণ প্রবৃত্তমপি মনুষ্যানধিকরোতি, তেষাং সামর্থ্যাদিজুষামুপাসকত্ব-

---

হৃদয়স্য চ অঙ্গুষ্ঠপরিমিতত্বাৎ হৃদ্যপেক্ষয়া এব সর্ব্বব্যাপকস্য পরব্রহ্মণোঽঙ্গুষ্ঠমাত্রপরিমিতত্বমিতি। তথাহি শ্রীভাগবতে—ব্রহ্মা—২।৬।১৫, "সর্ব্বং পুরুষ এবেদং ভূতং ভব্যং ভবচ্চ যৎ। তেনেদমাবৃতং বিশ্বং বিতস্তি-মধিতিষ্ঠতি॥" সর্ব্বেষাং জীবানামবিশেষণ উপকারায় প্রবৃত্তমপি শাস্ত্রং মনুষ্যানেবাধিকরোতি, অতস্তদ-পেক্ষয়ৈব ইদমুক্তমিত্যাশয়ঃ। ভাষ্যন্ত স্পষ্টমেব॥ ২৫॥

॥ ইতি প্রমিতাধিকরণং ষষ্ঠং সমাপ্তম্॥ ৬॥

বা অঙ্গুষ্ঠতুল্য স্থান হওয়ায় সাধকহৃদয়ের অপেক্ষা করিয়াই সর্ব্বব্যাপক পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের অঙ্গুষ্ঠ পরিমিতত্ব নিরূপিত হইয়াছে।

এই বিষয়ে শ্রীভাগবতে শ্রীব্রহ্মা বলিয়াছেন—এই পুরুষই ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ যাহা আছে সকল, সেই পুরুষ কর্ত্তৃক সকল বিশ্ব আবৃত আছে এবং তিনি বিতস্তি পরিমিত হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন। অতএব তিনি অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত।

যদি বলেন—শাস্ত্র এই প্রকার উপদেশ করেন কেন? উত্তর এই যে—শাস্ত্র সকলজীবের সমভাবে উপকার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াও মানবগণকে অধিকার করিয়াই উপদেশ করেন। অতএব মান-বের হৃদয়কে অপেক্ষা করিয়াই শাস্ত্র এই প্রকার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, ইহাই শ্রীসূত্র-কারের অভিপ্রায়।

সূত্রে যে 'তু' শব্দ আছে তাহা অবধারণের নিমিত্ত। অঙ্গুষ্ঠমাত্র হৃদয়ে স্মরণ করা যায় এই হেতু সর্ব্বব্যাপক শ্রীভগবানও অঙ্গুষ্ঠমাত্র। সাধক হৃদয়ের পরিমাণ অপেক্ষা করিয়াই শ্রীভগবানে ঐ প্রকার পরিমাণের উপচার করা হইয়াছে। অথবা স্মরণকর্ত্তার ভাবের অপেক্ষা করিয়াই তাদৃশ সর্ব্ব-ব্যাপক শ্রীভগবান স্বীয় অচিন্ত্য মহিমায় অঙ্গুষ্ঠপরিমাণে সাধকের হৃদয়ে প্রকট হয়েন, তাহা পূর্ব্বে বর্ণনা করা হইয়াছে।

শঙ্কা—যদি বলেন—এই জগতে দেহভেদের নিমিত্ত হৃদয়পরিমাণেরও ভেদ অবশ্যম্ভাবী, অর্থাৎ পিপীলিকা, গজ, ঘোটক, মনুষ্য প্রভৃতির দেহ সমান পরিমাণ বিশিষ্ট নহে; অতএব তাহাদের হৃদয়ের পরিমাণও এক সমান নহে। অতএব সর্ব্বব্যাপক শ্রীভগবানের তাবত্ত্ব-অঙ্গুষ্ঠ পরিমিতত্ব সম্পাদন করিতে সমর্থ হইবেন না। সুতরাং শ্রীভগবান অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত নহেন, জীবই অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত।

সমাধান—আপনাদের এই প্রকার আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—মনুষ্য ইত্যাদি। শাস্ত্র প্রাণীমাত্রেরই উপকার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া মুখ্যরূপে মনুষ্যকেই অধিকার করিয়াছেন। কারণ—সেই

সম্ভবাৎ। ততশ্চ মনুষ্যবপুষামৈকবিধ্যাত্তদ্বত্ত্বাৎ তদবিরুদ্ধম্। তেন করিতুরগাদি হৃদামঙ্গুষ্ঠ-মাত্রত্বেঽপি ন বিরোধঃ। যত্তু জীবস্যাপ্যঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বমুক্তং তৎ কিল তাবতি হৃদি স্থিতেরেব, ন তু তাবৎ স্বরূপতয়া "বালাগ্রশতভাগে" (শ্বে° ৫।৯) ত্যাদ্যুত্তরবাক্যেন তস্যাণুত্বনিশ্চয়াৎ। তস্মাদিহ শ্রীবিষ্ণুরেবাঙ্গুষ্ঠমাত্র ইতি ॥ ২৫ ॥

৭ ॥ দেবতাধিকরণম্ ॥

ব্রহ্মণোঽঙ্গুষ্ঠপরিমিতত্বসিদ্ধয়ে তদাবেদকং শাস্ত্রং মনুষ্যাধিকারমিত্যুক্তম্। তেন

---

৭ ॥ দেবতাধিকরণম্ ॥

পরব্রহ্মণো হৃদ্যুপাস্যত্বাৎ মনুষ্যাণামেব ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিকার ইতি শাস্ত্রনির্ণয়ঃ, তথাত্বে ইন্দ্রাদি-দেবানাং, ক্রমমুক্ত্যুপাসনয়া দেবত্ব প্রাপ্তানাং মনুষ্যাণাং ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিকারো বিদ্যতে ন বা ইতি বিচি-কিৎসা সমাধানার্থং দেবতাধিকরণমারম্ভঃ। ইত্যধিকরণসঙ্গতিঃ।

সামর্থ্য, বৈরাগ্য ও কামানাদিযুক্ত মানবগণেরই উপাসকত্ব সম্ভব হয়। অর্থাৎ শ্রীভগবানের উপাসনা মনুষ্যই করিতে পারে, পশু পক্ষী প্রভৃতি করিতে পারে না। পৃথিবীতে মনুষ্যশরীর সকলের সমান পরি-মাণ, অতএব মানব হৃদয়ে অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত শ্রীভগবানকে স্মরণ করিতে, অথবা তাঁহার অবস্থানের কোন প্রকার বিরোধ হইবে না। এই কারণেই পিপীলিকা, গজ অশ্ব প্রভৃতির হৃদয়ে শ্রীভগবান্ অঙ্গুষ্ঠ হইলেও কোন বিরোধ হয় না।

যাঁহারা জীবেরও অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত স্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করেন, তাহা কিন্তু অঙ্গুষ্ঠমাত্র পরিমিত হৃদয়ে অবস্থানের নিমিত্তই বুঝিতে হইবে, কিন্তু তাহার স্বরূপ অঙ্গুষ্ঠপরিমিত নহে। জীবের স্বরূপ "কেশের অগ্রভাগকে পুনঃ শতভাগ করিলে তাহার একভাগ সদৃশ" ইত্যাদি শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের উত্তরবাক্য দ্বারা অণু বলিয়া নিশ্চয় করা হইয়াছে। অতএব এই প্রকরণে সর্ব্বব্যাপক শ্রীবিষ্ণুই অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ জীব নহে ॥ ২৫ ॥

এই প্রকার ষষ্ঠ প্রমিতাধিকরণ সমাপ্ত হইল ॥ ৬ ॥

৭ ॥ দেবতাধিকরণ—

অনন্তর দেবতাধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন। পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবকে হৃদয়কমলে উপা-সনা করিতে হয়, সুতরাং মানবগণেরই ব্রহ্মবিদ্যায় অথবা শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের উপাসনায় অধিকার আছে ইহাই শাস্ত্র সকলের নির্ণয়। তাহা হইলে স্বর্গবাসি ইন্দ্রাদিদেবগণের এবং ক্রমমুক্তি উপাসনার দ্বারা দেবত্ব প্রাপ্ত মনুষ্যগণের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে? অথবা নাই? এই প্রকার বিচিকিৎসা সমাধানের নিমিত্ত দেবতাধিকরণ আরম্ভ করিতেছেন, এই প্রকার অধিকরণসঙ্গতি প্রদর্শিত হইল।

মনুষ্যাণামেব তদুপাসকত্বমিতি সমর্থিতমিদানীং তদপবাদেন দেবতাধিকরণমিদং প্রবর্ত্তয়তে।

বৃহদারণ্যকে শ্রূয়তে (১।৪।১০) "তদ্ যো যো দেবানাং প্রত্যবুদ্ধ্যত স এব তদভবৎ তথর্ষীণাং তথা মনুষ্যাণামিতি" "তদ্দেবাজ্যোতিষাং জ্যোতিরায়ুর্হোপাসতেঽমৃতম্" (বৃ° ৪।৪। ১৬) ইতি চ।

বিষয়ঃ—অথ দেবতাধিকরণস্য বিষয়বাক্যমবতারয়ন্তি—ব্রহ্মণ ইতি। ইদানীং তদপবাদেন দেবানাং অধিকারবিশেষ বিধানেন দেবতাধিকরণম্ আরম্ভং ক্রিয়ন্তে ইত্যর্থঃ।

তত্র বৃহদারণ্যকবাক্যং বিষয়বাক্যরূপেণ পঠ্যন্তে—তদিতি। অথ কারণান্তর নিষেধাৎ পরব্রহ্মণঃ পরমকারণত্বং যথা সুসিদ্ধমেব তথা উপাস্যান্তর নিষেধেন পরমোপাস্যত্বং শ্রীগোবিন্দদেবস্য ইত্যাশয়েন তদুপাসন ফলমাহ—য ইতি দেবানাং মধ্যে যো যো দেবঃ পরব্রহ্ম শ্রীভগবান্ প্রত্যবুদ্ধ্যতঃ সম্যক্‌বিজ্ঞাতঃ স এব তজ্‌জ্ঞানানুসারেণ উপাসনানুসারেণ বা তদভবৎ সাধনাবির্ভাবিতগুণাষ্টকোঽভবৎ।

এবং ঋষীণাং মধ্যে য ঋষিস্তং শ্রীভগবন্তমুপাসিতঃ সোঽপি তদারাধনমাহাত্ম্যেন তথৈবাবির্ভূতগুণাষ্টকোঽভবদিতি। কিঞ্চ মনুষ্যাণাং মধ্যেঽপি যো যো মনুষ্যো যথা তদ্‌ব্রহ্ম প্রত্যবুদ্ধ্যতঃ সোঽপি তদভবৎ সাধনাবির্ভাবিতগুণাষ্টকোঽভবদিতি ভাবঃ।

বিষয়—অতঃপর দেবতাধিকরণের বিষয়বাক্যের অবতারণা করিতেছেন—ব্রহ্মের ইত্যাদি। পরব্রহ্মের অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ সিদ্ধির নিমিত্ত পরব্রহ্মের প্রতিপাদক শাস্ত্রসকল মনুষ্যমাত্রেরই তাঁহার উপাসনায় অধিকার আছে তাহা নির্ণয় করিয়াছেন। শাস্ত্রের এই প্রকার নির্ণয়ের দ্বারা মনুষ্যগণই শ্রীভগবানের উপাসক ইহাই সমর্থিত হইল।

ইদানীং সেই অপবাদ অর্থাৎ—দেবতাগণের অধিকার বিশেষ বিধানের দ্বারা, পরবর্ত্তী দেবতাধিকরন আরম্ভ করিতেছেন ইহাই অর্থ।

দেবতাধিকরণে বৃহদারণ্যকবাক্য বিষয়বাক্যরূপে পাঠ করিতেছেন—তৎ ইত্যাদি।সেই পরব্রহ্মকে দেবতাগণের মধ্যে যে যে দেবতা জানিয়াছিলেন তিনি তাহা হইয়াছিলেন এবং ঋষিগণ ও মনুষ্যগণও তাহা হইয়াছিলেন। অর্থাৎ—যে প্রকার কারণান্তর নিষেধ দ্বারা পরব্রহ্মের পরমকারণত্ব শাস্ত্রে সুপ্রসিদ্ধি, সেই প্রকার উপাস্যান্তর নিষেধ দ্বারা পরমোপাস্যত্ব শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের সুপ্রসিদ্ধ, এই অভিপ্রায়েই তাঁহার উপাসনার ফল নির্ণয় করিতেছেন—'যে' ইত্যাদি। স্বর্গবাসি দেবতাগণের মধ্যে যে যে দেবতা পরব্রহ্ম শ্রীভগবানকে সম্পূর্ণরূপে জানিয়াছেন, তিনি সেই জ্ঞানের অনুসারে, অথবা উপাসনার অনুসারে তাহাই হইয়াছেন, অর্থাৎ সাধনাবির্ভাবিত গুণাষ্টকযুক্ত হইয়াছেন এবং পৃথিবীনিবাসি ঋষিগণের মধ্যে যে যে ঋষি শ্রীভগবানকে জানিয়া উপাসনা করিয়াছেন তিনিও তাঁহার সমান সাধনাবির্ভাবিতগুণাষ্টকযুক্ত হইয়াছেন। তথা মনুষ্যগণের মধ্যেও যে যে মনুষ্য সেই পরব্রহ্মকে জানিয়া আরাধনা করিয়াছেন তিনিও সাধনাবির্ভাবিত

ইহ সংশয়ঃ—ইদং ব্রহ্মোপাসনং মনুষ্যেম্বিব দেবেষু সম্ভবেৎ ? ন বেতি। দেহে-ন্দ্রিয়াভাবেন সামর্থ্যাভাবান্ন তেষু তদুপাসনা সম্ভবঃ। মন্ত্রাত্মকাঃ খল্বিন্দ্রাদয়ো দেবাঃ, ন তেষাং

তদ্দেবা ইতি। "যস্মাদর্ব্বাক্ সম্বৎসরোঽহোভিঃ পরিবর্ত্ততে। ইত্যাদ্যপাদঃ। ব্যাখ্যা চ—যস্মাৎ পরমেশ্বরাৎ অর্ব্বাক্ অস্মদ্ ব্যবহার্য্যঃ কালাত্মা সম্বৎসরঃ স্বাবয়বৈরহোভির্মাসদিবসাদিরূপৈঃ পরিবর্ত্ততে কাল পরিচ্ছেদকত্বেন সর্ব্বত্র বর্ত্ততে। স এব সর্ব্বেশ্বর জ্যোতিষাং সূর্য্যাদীনাং জ্যোতিষ্কগ্রহাণাং জ্যোতিঃ প্রকাশকম্। অতঃ সর্ব্বেষাং জনানামায়ুঃ জীবধারণ হেতুভূতম্, কিঞ্চ অমৃতং সর্ব্বেষামারাধ্যং মুক্তিনিলয়ং বা, তস্মাৎ দেবা ইন্দ্রাদয়স্তং সর্ব্বারাধ্যমুপাসতে, সর্ব্বান্ ভোগান্ পরিত্যজ্য তমেব আরাধ্যতে ইত্যর্থঃ। ইতি বিষয়বাক্যম্।

সংশয়ঃ—অথ দেবানাং ব্রহ্মোপাসন বিষয়ে ভবতি সন্দেহঃ, ইদং ব্রহ্মোপাসনং মনুষ্যা যথা স্বভাবানুসারেণ কুর্ব্বন্তি, তেষাং মোক্ষলাভশ্চ ভবতি। তথা ইন্দ্রাদিদেবানাং শ্রীভগবদুপাসনং মোক্ষলাভশ্চ সম্ভবেৎ ন বা ইতি।

পূর্ব্বপক্ষঃ—ইত্যেবং সংশয়ে সমুদ্ভাবিতে পূর্ব্বপক্ষমবতারয়ন্তি—দেহেতি। ইন্দ্রাদিদেবানাং

গুণাষ্টকযুক্ত হইয়াছেন ইহাই ভাবার্থ।

পুনরায় বৃহদারণ্যকোপনিষৎ বাক্য বিষয়রূপে আবৃত্তি করিতেছেন—তদ্দেবা ইত্যাদি। সেই পরব্রহ্মকে যিনি জ্যোতিরও জ্যোতি, আয়ু এবং অমৃত, দেবতাগণ উপাসনা করেন। অর্থাৎ—"যাঁহা হইতে সম্বৎসরাদি পরিবর্ত্তিত হয়" ইহা এই মন্ত্রের প্রথমপাদ।

ব্যাখ্যা—যে শ্রীপরমেশ্বর হইতে অর্ব্বাক্—আমাদের ব্যবহারোপযোগী কালাত্মা সম্বৎসর নিজ অবয়ব সদৃশ মাস দিবসাদিরূপে কালপরিচ্ছেদের দ্বারা সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছে সেই সর্ব্বেশ্বর শ্রীভগবান্ জ্যোতির্গণ-সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কগ্রহগণেরও জ্যোতিঃ প্রকাশক, অতএব সকল প্রাণিগণের আয়ু, জীবনধারণের পরম কারণ এবং তিনি অমৃত সকলের আরাধ্য অথবা মুক্তির স্থান।

অতএব দেবতা ইন্দ্রাদিদেবতাগণ সেই সর্ব্বারাধ্য শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবকে উপাসনা করেন, অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার ভোগ পরিত্যাগ করতঃ তাঁহারই আরাধনা করেন। ইহাই দেবতাধিকরণের বিষয়বাক্য।

সংশয়—এই স্থলে দেবতাগণের পরব্রহ্মোপাসনা বিষয়ে সন্দেহ হইতেছে? এই পরব্রহ্মের উপাসনা মনুষ্যের সমান, অর্থাৎ মানব যেমন নিজ নিজ ভাব অনুসারে উপাসনা করেন এবং মোক্ষ লাভও হয়। সেই প্রকার দেবতাদের ব্রহ্মোপাসনা করা সম্ভব হইবে কি?

ইন্দ্রাদি দেবতাগণের শ্রীভগবানের উপাসনা এবং মোক্ষলাভ করা সম্ভব হইবে কি? অথবা তাঁহাদের শ্রীভগবদুপাসনা ও মোক্ষলাভ হয় না, ইহাই সন্দেহ হইতেছে।

পূর্ব্বপক্ষ—এই প্রকার পক্ষদ্বয়াত্মক সন্দেহ বাক্যের উদ্ভাবন করা হইলে বাদিগণ পূর্ব্বপক্ষের

দেহেন্দ্রিয়াণি সন্তি, তদভাবাদেব সামর্থ্যবৈরাগ্যার্থিত্বানি চ ন, ইত্যেবং প্রাপ্তে—

ওঁ ॥ তদুপর্য্যপি বাদরায়ণঃ সম্ভবাৎ ॥ ওঁ ॥ ১৷৩৷৭৷২৬৷

তদ্ব্রহ্মোপাসনং মনুষ্যাণামুপরি দেবেষু চ স্বীকার্য্যমিতি ভগবান্ বাদরায়ণো মন্যতে। কুতঃ? উপনিষন্মন্ত্রার্থবাদেতিহাস পুরাণ লোকপরিজ্ঞাত বিগ্রহশালিনাং তেষাং সামর্থ্যাদি

দেহেন্দ্রিয়াভাবেন সামর্থ্যাভাবাৎ ন তেষু দেবেষু তদুপাসনা শ্রীভগবদুপাসনা সম্ভবঃ। অথ দেবাদীনাং সামর্থ্যাভাবত্বং প্রতিপাদয়ন্তি—মন্ত্রাত্মকা ইতি।

সিদ্ধান্তঃ—ইত্যেবং পূর্ব্বপক্ষে সমুদ্ভাবিতে সিদ্ধান্তসূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—তদুপর্য্যপীতি। কৃষ্ণদ্বৈপায়নো ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—তদুপরিতো মানবেভ্যঃ উপরি বর্ত্তমানানাং ইন্দ্রাদিদেবানাং ব্রহ্মবিদ্যায়াম্ অস্তি অধিকারঃ।

যদ্বা—অর্থিত্ব-সমর্থত্ব-দেহবত্ত্বাদীনামধিকারহেতু ভূতানাং দেবাদিষ্বপি সম্ভবাৎ, দেবাদীনামপি ব্রহ্মবিদ্যায়ামস্ত্যধিকার ইতি মানবানামুপরি দেবা অপি ব্রহ্মোপাসনং কুর্ব্বন্তীতি ভগবান্ বাদরায়ণঃ স্বীকরোতীতি। কথমেবং মন্যতে—তত্রাহ—উপনিষদিতি।

অবতারণা করিতেছেন—দেহ ইত্যাদি। দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির অভাববশতঃ দেবতাদের সামর্থ্য নাই, সুতরাং তাঁহাদিগের শ্রীভগবানের উপাসনা করাও সম্ভব নহে। অর্থাৎ ইন্দ্রাদি দেবগণের শরীর এবং নয়নাদি ইন্দ্রিয় নাই, তাহার অভাববশতঃ দেবগণের সামর্থ্যও নাই, সুতরাং দেবতাগণের মধ্যে শ্রীভগবানের উপাসনারও কোন প্রকারে সম্ভাবনা নাই।

অনন্তর দেবতাগণের সামর্থ্যাভাব প্রতিপাদন করিতেছেন—মন্ত্রাত্মক ইত্যাদি। স্বর্গলোকে যে ইন্দ্রাদি দেবগণ আছেন তাঁহারা মন্ত্রাত্মক, তাঁহাদের কোন প্রকার দেহ অথবা ইন্দ্রিয়াদি নাই, অর্থাৎ—শব্দাত্মক মন্ত্রই দেবতাগণের স্বরূপ তাঁহাদের পৃথক্ কোন প্রকার শরীর নাই। অতএব শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির অভাব হেতু শ্রীভগবানের উপাসনায় সামর্থ্য বৈরাগ্য ও অর্থিত্বাদি সম্ভব হয় না, অতএব দেবতাগণ শ্রীভগবানের উপাসনা করে না।

সিদ্ধান্ত—এই প্রকার বাদিগণ পূর্ব্বপক্ষের উদ্ভাবন করিলে ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত সূত্রের অবতারণা করিতেছেন—তদুপরেও ইত্যাদি। পরব্রহ্মের উপাসনা মানবগণের উপরে দেবতাদিগেরও সম্ভব হয়, ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ এই প্রকার স্বীকার করেন। অর্থাৎ কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ তদুপরি মানবগণের উপরে বর্ত্তমান ইন্দ্রাদি দেবগণেরও ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে স্বীকার করেন।

অথবা—অর্থিত্ব, সমর্থত্ব, দেহবত্ত্ব প্রভৃতি যে সকল শ্রীভগবদুপাসনার প্রয়োজন অথবা অধিকারের হেতু তাহা ইন্দ্রাদি দেবতাসকলের মধ্যে সম্ভব হওয়ায় দেবতাগণেরও ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে,

সম্ভবাৎ। তদুপাসনে দিব্যদেহেন্দ্রিয়যোগাৎ, নিজৈশ্বর্য্য বিষয়ং বৈরাগ্যঞ্চ। তদৈশ্বর্য্যস্তু

উপনিষৎ—কেন-কঠ-ছান্দোগ্য-বৃহদারণ্যকাঃ, মন্ত্রঃ—"বজ্রহস্তঃ পুরন্দর" ইত্যাদিঃ। অর্থবাদঃ —প্রশংসাবাক্যম্। "বায়ুর্বৈক্ষেপিষ্ঠা" ইতিহাসঃ—মহাভারতাদিঃ। পুরাণাঃ—শ্রীমদ্‌ভাগবতাদয়ঃ। লোকপরিজ্ঞানম্—ঐতিহ্যম্। তত্রাদৌ কেনোপনিষদি – ৩, কদাচিদ্ ব্রহ্মণো বিজয়ে দেবা অহঙ্কারং চক্রুঃ 'অস্মাকমেবায়ং বিজয় ইতি" অথ যক্ষরূপেণাবির্ভবন্তং শ্রীভগবন্তং স্বাহঙ্কারেণ দেবা ন ব্যজানন্তঃ।

তজ্‌জ্ঞানায় তেঽগ্নিং প্রেরয়ামাসুঃ—"জাতবেদ এতদ্ বিজানাহি" তৎ সমীপং গত্বা জাতবেদা তমজানন্নেব নিবৃত্তঃ। অথ তে বায়ুমব্রুবন্—বায়ো! বিজানীহি কিমেতদ্। সোঽপি তত্র গত্বা অজানন্নেব নিববৃতে।

অথ দেবেন্দ্রং সমাগতং বিলোক্য যক্ষঃ তিরোদধে। তস্মাৎ বিগ্রহরাহিত্যে সতি তেষাং জাতবেদ পবন-ইন্দ্রানাং ব্রহ্মজ্ঞানার্থং গমনং স্ববলপ্রদর্শনং তস্মান্নিবর্ত্তনঞ্চ ন সম্ভবেৎ, অতস্তেষাং বিগ্রহবত্ত্বাৎ সামর্থ্যাদি

অতএব মানবগণের উপরে দেবলোকে ইন্দ্রাদিদেবগণও পরব্রহ্মের উপাসনা করেন এই প্রকার ভগবান্ বাদরায়ণ স্বীকার করেন।

পরব্রহ্মের উপাসনা মনুষ্যলোকের উপরে দেবলোকেও স্বীকার করিতে হইবে, এই প্রকার ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ মনে করেন। তিনি কেন এই প্রকার মনে করেন? কারণ—উপনিষৎ, কেন, কঠ, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক প্রভৃতি উপনিষদে দেবতাগণের শরীর বর্ণনা করিয়াছেন। বেদমন্ত্রেও দেবতাগণ শরীরী নিরূপণ করিয়াছেন। অর্থাৎ দেবরাজ পুরন্দরের হস্ত বজ্রের দ্বারা সুশোভিত। ইত্যাদি মন্ত্র।

অর্থবাদ—প্রশংসা বাক্য "বায়ুই ক্ষেপন কর্ত্তা" ইতিহাস—শ্রীমহাভারতাদি। পুরাণ—শ্রীমদ্-ভাগবতাদি। লোক পরিজ্ঞান—ঐতিহ্য· লোকপরম্পরা। ইত্যাদি প্রমাণসকলের দ্বারা বিগ্রহশালি দেবতাগণের সামর্থ্যাদি সম্ভব হেতু তাঁহারা শ্রীভগবানের উপাসনাও করিতে পারেন।

তন্মধ্যে প্রথমতঃ উপনিষদের প্রমাণ দ্বারা দেবতাগণের শরীরবত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন। কেনোপনিষদের তৃতীয়খণ্ডে বর্ণিত আছে—একদা কোন সময়ে পরব্রহ্মের বিজয়ে দেবতাগণ অহঙ্কার করিলেন এবং "এই বিজয় আমাদেরই" বলিয়া মনে ধারণা করিলেন। দেবতাগণের অহঙ্কার নাশ করিবার নিমিত্ত যক্ষরূপে আবির্ভূত শ্রীভগবানকে দেবগণ কোন প্রকারে জানিতে পারিলেন না।

তাঁহাকে জানিবার জন্য দেবগণ প্রথমে অগ্নিকে প্রেরণ করিয়া বলিলেন—জাতবেদা! এই যক্ষ কে? জানিয়া আসুন। সেই যক্ষের নিকটে অগ্নি গমন করিয়া তাঁহাকে না জানিয়াই নিবৃত্ত হইলেন। পুনরায় তাঁহারা বায়ুকে বলিলেন—হে বায়ো! এই যক্ষকে জানিয়া আসুন ইনি কে? বায়ু যক্ষের নিকটে গমন করতঃ তাঁহাকে জানিতে না পারিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

অনন্তর তাঁহাকে জানিবার নিমিত্ত দেবরাজ ইন্দ্রকে আসিতে দেখিয়া ভগবান যক্ষ অন্তর্দ্ধান

সিদ্ধমেব। কঠোপনিষদি যম নচিকেতা সংবাদং সুপ্রসিদ্ধমেব।

ছান্দোগ্য—৮।৭, অপহত পাপ্মত্বাদি-নিত্যাবির্ভূতগুণাষ্টক পরব্রহ্মণো মহিমা শ্রুত্বা 'সর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতীতি' ইন্দ্রো হৈব দেবানামভিপ্রবব্রাজ। "একশতং হ বৈ বর্ষাণি মঘবান্ প্রজাপতৌ ব্রহ্মচর্য্যমুবাস" ছা০ ৮।১১।৩, অত্র বিগ্রহাভাবে ব্রহ্মচর্য্যপালনমিন্দ্রস্য উপহাস্যাস্পদমেব, তস্মাদস্তি বিগ্রহো দেবানাম্। কিঞ্চ বৃহদারণ্যকোপনিষদি চ দেবানাং ব্রহ্মচর্য্যপালনং দরিদৃশ্যতে—৫।২।১ "ত্রয়াঃ প্রাজাপত্যাঃ প্রজাপতৌ পিতরি ব্রহ্মচর্য্যমূষু র্দেবা মনুষ্যা অসুরাঃ" মহাভারতে—আদিপর্ব্বণি—১১০।৯, "সা দদর্শ তমায়ান্তং ভাস্করং লোকপাবনম্। বিস্মিতা চানবদ্যাঙ্গী দৃষ্ট্বা তন্মহদদ্ভূতম্॥" পুনঃ—১২২।৩, "আজগাম ততো দেবো ধর্ম্মো মন্ত্রবলান্নৃপ!। বিমানে সূর্য্যসঙ্কাশে কুন্তী যত্র জপস্থিতা॥" অপি চ—১২২।১১, প্রাহুঃ ক্ষত্রং বলজ্যেষ্ঠং বলজ্যেষ্ঠং সুতং বৃণু। নতস্তথোক্তা ভর্ত্রা তু বায়ুমেবাজুহাব সা॥ ততস্তমাগতো বায়ুমৃগারূঢ়ো মহাবলঃ। কিং তে কুন্তি! দদাম্যদ্য ব্রূহি যত্তে হৃদি স্থিতম্॥ কিং বহুনা ইন্দ্রস্যাগমনোঽপি তত্র দৃশ্যতে—"তং তু কালেন মহতা বাসবঃ প্রত্যপদ্যত। পুত্রং তব প্রদাস্যামি ত্রিষু লোকেষু

হইলেন। অতএব শরীর না থাকিলে তাঁহাদের অর্থাৎ জাতবেদা, পবন পুরন্দরের ব্রহ্মজ্ঞানের নিমিত্ত গমন এবং নিজ নিজ বল প্রদর্শন করা ও তথা হইতে নিবৃত্ত হওয়া সম্ভব হইত না। সুতরাং দেবগণের বিগ্রহ বিদ্যমান থাকা হেতু সামর্থ্যাদিও বর্ত্তমান আছে।

কঠোপনিষদে ধর্ম্মরাজ যম এবং নচিকেতার সংবাদ সুপ্রসিদ্ধই আছে। ছান্দোগ্যোপনিষদে বর্ণিত আছে—অপহত পাপ্মত্বাদি নিত্যাবির্ভূত গুণাষ্টক পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের মহিমা শ্রবণ করিয়া "সকল লোক লাভ করে" ইত্যাদি তাহা জানিবার নিমিত্ত দেবগণের রাজা ইন্দ্র প্রজাপতির নিকটে গমন করিলেন। "একশত এক বৎসর মঘবান্ প্রজাপতির নিকটে বাসকরতঃ ব্রহ্মচর্য্য পালন করিলেন" এই স্থানে ইন্দ্রের শরীরের অভাব হইলে ব্রহ্মচর্য্যাদি পালন করা উপহাস্যাস্পদ হইবে, সুতরাং দেবতাগণের অবশ্যই শরীর আছে।

আরও বৃহদারণ্যকোপনিষদে দেবগণের ব্রহ্মচর্য্য পালনের কথা দেখা যায়—"প্রজাপতির তিন প্রকার সন্তান দেবতা, মনুষ্য ও অসুরগণ প্রজাপতির নিকটে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া নিবাস করিলেন। শ্রীমহাভারত আদিপর্ব্বে দেবগণের শরীরের প্রমাণ পাওয়া যায়—অনন্তর কুন্তী লোকপাবন সূর্য্যকে আসিতে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। পুনঃ—হে নৃপ! ধর্ম্মদেব মন্ত্রবলে আকৃষ্ট হইয়া সূর্য্যের সমান রথে আরোহণ করিয়া জপস্থিতা কুন্তীর নিকটে উপস্থিত হইলেন। আরও—পাণ্ডু বলিলেন—হে কুন্তি! ক্ষত্রিয়গণের বলই জ্যেষ্ঠ, অতএব শ্রেষ্ঠ বলবান্ পুত্র বরণ কর" স্বামী কর্ত্তৃক এই প্রকার আদিষ্টা কুন্তী বায়ুকে আহ্বান করিলেন। অনন্তর মৃগারূঢ় মহাবল বায়ুদেব সমাগত হইলেন এবং বলিলেন—হে কুন্তি! তোমার হৃদয়ের অভিলাষ কি তাহা বল, তোমাকে দান করিব। বিশেষ কি—দেবরাজ ইন্দ্রেরও কুন্তীর

সাবদ্যত্ববিনশ্বরত্বেনানুভূয়মানত্বাৎ। স্মৃতিশ্চ(শ্রীবি·পু·৬।৫।৫০) "ন কেবলং দ্বিজশ্রেষ্ঠ! নরকে দুঃখ পদ্ধতিঃ। স্বর্গেঽপি পাতভীতস্য ক্ষয়িষ্ণোর্নাস্তি নির্বৃতিঃ॥" অতএব ব্রহ্মবিষয়মর্থিত্বঞ্চ,

---

বিশ্রুতম্। তস্মাৎ মহাভারতোক্ত প্রমাণেন দেবানাং সশরীরত্বং গম্যতে, অন্যথা তেষাং পুত্র প্রদানাদি সর্ব্বথাসম্ভাব্যং স্যাৎ।

শ্রীমদ্‌ভাগবতাদি পুরাণেষু দেবানাং সশরীরত্বং বহুশো বিলোক্যতে, অন্যথা তেষাং শ্রীভগবৎ সমীপে প্রার্থনা, মানবেভ্যো বরদানম্ অসুরৈঃ সহ যুদ্ধাদিকং খপুষ্পায়মানং ভবেৎ। কিঞ্চ লোকব্যবহারেঽপি তথৈব সিদ্ধেঃ।

নন্থু ভবতু দিব্যদেহেন্দ্রিয়াদিযোগাৎ ব্রহ্মোপাসনে সামর্থ্যং তেষাং, কিন্তু বৈরাগ্যং বিনা কথং তৎ সম্ভবেদিতি চেত্তত্রাহুঃ—তদৈশ্বর্য্যেতি। অত্র শ্রীবিষ্ণুপুরাণীয়বাক্যেন দেবানাং বৈরাগ্যং নিরূপয়ন্তি—স্মৃতিশ্চেতি। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! কেবলং নরকে যাতনাময়স্থানে যমলোকে ইতি, দুঃখপদ্ধতিঃ, দুঃখভোগনিয়মঃ বিদ্যতে ইতি ন, কিন্তু দুঃখভোগস্তু স্বর্গেঽপি মহর্ষি জৈমিনি নিরূপিত—পরম মোক্ষস্থানে, ইন্দ্রাদি দেবলোকে বা বিদ্যতে।

কীদৃশং দুঃখমিত্যপেক্ষায়ামাহ—পাতভীতস্য। স্বর্গতজনস্য 'স্বর্গক্ষয়িষ্ণুঃ' ইতি জ্ঞানেন পাত-

---

নিকটে আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করা যায়—অনন্তর বহুকাল পরে দেবেন্দ্র বাসব আসিলেন, তিনি বলিলেন—হে কুন্তি! তোমাকে আমি ত্রিলোক বিখ্যাত পুত্র প্রদান করিতেছি" অতএব শ্রীমহাভারতোক্ত প্রমাণের দ্বারা দেবগণের সশরীরত্ব বোধ করায়, অন্যথা তাঁহাদের পুত্রাদি প্রদান করা অসম্ভব হইবে।

শ্রীমদ্‌ভাগবতাদি পুরাণ সমূহে দেবগণের সশরীরত্ব বহুবার বিলোকন করা যায়, অন্যথা তাঁহাদের শ্রীভগবৎ সমীপে প্রার্থনা, মানবগণকে বর প্রদান করা, অসুরগণের সহিত যুদ্ধাদি ক্রিয়া আকাশকুসুমের সমান অলীক হইবে এবং লোকব্যবহারেও সেই প্রকার প্রসিদ্ধি আছে। সুতরাং পরব্রহ্মের উপাসনে দিব্য দেহ ইন্দ্রিয়াদি যোগ হেতু নিজের ঐশ্বর্য্য ত্যাগরূপ বৈরাগ্য সিদ্ধই হইবে।

শঙ্কা—যদি বলেন—দিব্যদেহ ইন্দ্রিয়াদি যোগ হেতু পরব্রহ্মের উপাসনায় দেবগণের সামর্থ্য হউক, কিন্তু বৈরাগ্য বিনা কি প্রকারে শ্রীভগবানের উপাসনা সম্ভব হইবে?

সমাধান—এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—তদৈশ্বর্য্য ইত্যাদি। ইন্দ্রাদি দেবগণের যে ঐশ্বর্য্য সাবদ্য-দোষদুষ্ট, বিনশ্বর—অল্পক্ষণ স্থায়ীরূপে অনুভব করা হেতু তাঁহাদের বৈরাগ্য হওয়া স্বাভাবিক।

এই বিষয়ে শ্রীবিষ্ণুপুরাণীয় বাক্যের দ্বারা দেবগণের বৈরাগ্য নিরূপণ করিতেছেন—স্মৃতি ইত্যাদি। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! কেবল নরকেই দুঃখ আছে তাহা নহে, স্বর্গেও পতনের ভয় ও ক্ষয়ের দুঃখ হইতে নিবৃত্তি নাই। অর্থাৎ—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! কেবল নরকে যাতনাময় স্থান যমলোকে দুঃখপদ্ধতি—দুঃখভোগের নিয়ম আছে তাহা নহে, কিন্তু দুঃখভোগের নিয়ম স্বর্গেও মহর্ষি জৈমিনি নিরূপিত পরম মোক্ষ স্থান ইন্দ্রাদি দেবলোকেও বর্ত্তমান আছে।

তস্য নিরবদ্যনিত্যাপরিমিতানন্দত্বেন শ্রূয়মানত্বাৎ। বিদ্যাগ্রহণায় ব্রহ্মচর্য্যমপি দেবাদীনাং শ্রূয়তে "ত্রয়াঃ প্রাজাপত্যাঃ প্রজাপতৌ পিতরি ব্রহ্মচর্য্যমূষুর্দ্দেবা মনুষ্যা অসুরাঃ" ইতি বৃহদারণ্যকে (৫।২।১)। ইন্দ্রস্য ছান্দোগ্যে (৮।১১।৩) "একশতং হ বৈ বর্ষাণি মঘবা প্রজাপতৌ

ভীতস্য নির্বৃতির্নাস্তি, স্বর্গাৎ অধঃপাতভয়েন কদাপি তদ্ হৃদয়ে সুখলেশোঽপি নাস্তীত্যর্থঃ।

কিং বহুনা কর্ম্মভিঃ স্বর্গতানাং মানবানাং দেবেন্দ্রস্যাপি সুখলবং নাস্তি, তথাহি শ্রীভাগবতে—৬।১৩।১৫, বৃত্রাসুরবধানন্তরং চাণ্ডালীমিব ব্রহ্মহত্যাং বিলোক্য—নভো গতো দিশঃ সর্ব্বাঃ সহস্রাক্ষো বিশাম্পতে। প্রাগুদীচীং দিশং তূর্ণং প্রবিষ্টো নৃপ মানসম্॥ স আবসৎ পুষ্কর নাল তন্তূনলব্ধভাগো যদিহাগ্নিদূতঃ। বর্ষাণি সাহস্রমলক্ষিতোঽন্তঃ স চিন্তয়ন্ ব্রহ্মবধাদ্ বিমোক্ষম্॥ তস্মাত্তেষাং সাবদ্যানিত্যাপরিমিতক্ষয়িষ্ণু স্বর্গসুখানুভবাৎ, ততঃ স্বর্গসুখতঃ তৃষ্ণাবিরহঃ পরব্রহ্মবিষয়মর্থিত্বঞ্চ ইতি।

অথ দেবানাং ব্রহ্মচর্য্যপালনং ব্রহ্মবিদ্যাগ্রহণঞ্চ প্রতিপাদয়ন্তি—বিদ্যেতি। অত্র বৃহদারণ্যকোপনিষৎ প্রমাণমাহুঃ—ত্রয়াঃ ত্রিসংখ্যকাঃ প্রাজাপত্যাঃ প্রজাপতেরপত্যাঃ প্রজাপতৌ পিতরি স্বপিতা ব্রহ্ম সমীপে ব্রহ্মচর্য্যং ব্রহ্মবিদ্যালাভ সাধনরূপং, ব্রহ্মচর্য্যং স্রক্চন্দন বনিতাদি বিষয়ভোগ পরিত্যাগরূপ সাধনং

দেবলোকে কি প্রকার দুঃখ আছে? তাহা বলিতেছেন—পাতভীত ইত্যাদি। স্বর্গে গমনকারিজনের "স্বর্গসুখ ক্ষয়শীল" এই প্রকার জ্ঞানের দ্বারা পতন ভয়ের নিবৃত্তি নাই, অর্থাৎ দেবলোক হইতে অধঃপতন ভয়ের দ্বারা আক্রান্ত স্বর্গবাসি মানবের হৃদয়ে কখনও সুখের লেশ মাত্রও নাই।

কর্ম্মদ্বারা স্বর্গলাভকারি মানবগণের কথা কি বলিব, স্বর্গের রাজা দেবেন্দ্রেরও সুখের গন্ধও নাই, এই বিষয়ে শ্রীভাগবতে এই প্রকার বর্ণনা আছে—ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ করিবার পর চাণ্ডালীর সমান ব্রহ্মহত্যাকে বিলোকন করিয়া—'আকাশে গমন করিলেন, চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইলেন, অন্তকালে হে রাজন্! সহস্রলোচন উত্তরদিকস্থ মানস সরোবরে সত্বর প্রবেশ করিলেন, ইন্দ্র মান সরোবরে পদ্মনালের ভিতরে অবস্থান করিয়া ক্ষুধায় কাতর হইয়া এক হাজার বৎসর অবস্থান করিলেন, কারণ দেবগণের খাদ্যবাহক অগ্নি, তিনি কিন্তু জলে প্রবেশ করিতে পারেন না, অতএব ক্ষুধিত অবস্থায় ব্রহ্মবধের মুক্তি চিন্তা করিয়া জলের ভিতরে বাস করিলেন। অতএব দেবগণের সাবদ্য অনিত্য অপরিমিত ক্ষয়িষ্ণু স্বর্গসুখকে অনুভব করিয়া তদনন্তর স্বর্গসুখ হইতে বিতৃষ্ণা এবং পরব্রহ্ম বিষয়ে কামনাযুক্ত হওয়া স্বাভাবিক।

অনন্তর দেবতাগণের ব্রহ্মচর্য্য পালন ও ব্রহ্মবিদ্যা গ্রহণ করা প্রতিপাদন করিতেছেন—বিদ্যা ইত্যাদি। বিদ্যা গ্রহণের নিমিত্ত দেবতাগণের ব্রহ্মচর্য্য পালন শ্রবণ করা যায়—প্রজাপতির ত্রিবিধ পুত্রগণ তাঁহার নিকটে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া বাস করেন—দেবতা, মানব এবং অসুরগণ। অর্থাৎ—বৃহদারণ্যকোপনিষদে এই প্রকার প্রমাণ বাক্য বিদ্যমান আছে—তিন সংখ্যা বা তিন প্রকার প্রজাপতির পুত্র নিজপিতা প্রজাপতির নিকটে ব্রহ্মচর্য্য—ব্রহ্মবিদ্যালাভের সাধনরূপ ব্রহ্মচর্য্য, অথবা মাল্যচন্দন বনিতাদি

ব্রহ্মচর্য্যমুবাস" ইতি। তস্মাৎ সামর্থ্যাদীনাং সত্ত্বাদধিকারিণো দেবাদয় ইতি ॥ ২৬ ॥

ননু দেবাদীনাং বিগ্রহবত্ত্বে স্বীক্রিয়মানে কর্ম্মণি বিরোধঃ প্রাপ্নুয়াৎ, একস্য পরিচ্ছিন্নস্য বহু যজ্ঞেষু যুগপদাহূতস্য সান্নিধ্যানুপপত্তেরিতি চেত্তত্রাহ—

বা, উষুঃ– নিবাসয়ামাসুঃ। কে তে? তত্রাহ—দেবাঃ, মনুষ্যাঃ, অসুরাশ্চ ইতি। দেবানাং শরীরাভাবে ব্রহ্মচর্য্যপালনমসম্ভবমিতি তেষাং সবিগ্রহত্বং প্রতিপাদিতং ভবতীতি।

কিঞ্চ দেবসামান্যানাং কা কথা দেবরাজ ইন্দ্রস্যাপি ব্রহ্মচর্য্যপালনং দৃশ্যতে ইতি প্রতিপাদয়ন্তি—ইন্দ্রস্যেতি। স্বর্গরাজ্য পালনকর্ত্তা দেবরাজ ইন্দ্রোঽপি নিত্যাবির্ভূতগুণাষ্টক শ্রীভগবন্তং জ্ঞাতুং ব্রহ্মসমীপে একশতং একঞ্চ বর্ষাণি ব্রহ্মচর্য্যমুবাস।

অতঃ স্বর্গনিবাসিনাং ইন্দ্রাদিদেবানাং ইন্দ্রিয়বিশিষ্টশরীরসত্ত্বাৎ বৈরাগ্যং সমুৎপন্নে সতি তে ব্রহ্মচর্য্যাদি পালনং কৃত্বা পরব্রহ্মারাধনং কুর্ব্বন্তীতি রাদ্ধান্তঃ। অথ সঙ্গতিবাক্যমবতারয়ন্তি—তস্মাদিতি ॥ ২৬ ॥

অথ ইন্দ্রাদিদেবানাং শরীর স্বীকারে দোষমুদ্ভাবয়ন্তি—নন্বিতি। কর্ম্মণি—যজ্ঞে, অনেকৈর্যজমানৈর্যুগপদনেকযজ্ঞানাং সমারম্ভে ইন্দ্রস্য তত্র তত্র অবশ্যমেব গমনং ভবিতা, অন্যথা যজ্ঞ—হবির্মন্ত্রাদি সর্ব্বং মিথ্যা ভবেৎ, সশরীরত্ব স্বীকারে তন্ন সম্ভবেৎ, তস্মান্মন্ত্রাত্মকোঽয়মিতি স্বীকার্য্যম্। ন তু দেবানাং বিভুত্বং

বিষয়ভোগ পরিত্যাগরূপ সাধন পালন করিয়া নিবাস করিলেন, তাহারা তিন প্রকার কে কে? তাহা বলিতেছেন—দেবতাগণ মানবগণ এবং অসুরগণ। সুতরাং দেবতাদিগের শরীরের অভাব হইলে ব্রহ্মচর্য্য পালন করা অসম্ভব হয়, সুতরাং দেবতাগণের বিগ্রহবত্ব প্রতিপাদন করা হইল।

আরও দেবতাসকলের কথা কি? সাক্ষাৎ দেবরাজ ইন্দ্রেরও ব্রহ্মচর্য্য পালনের বিষয় প্রমাণ দেখা যায়। তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন—ইন্দ্রেরও ইত্যাদি। ইন্দ্রের ব্রহ্মচর্য্য পালন করার কথা ছান্দোগ্যোপনিষদে পরিলক্ষিত হয়—স্বর্গরাজ্য পালনকর্ত্তা দেবরাজ ইন্দ্রও নিত্যাবির্ভূতগুণাষ্টক শ্রীভগবানকে জানিবার জন্য প্রজাপতি ব্রহ্মার নিকটে একশত এক বৎসর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া নিবাস করেন"। অতএব স্বর্গনিবাসী ইন্দ্রাদিদেবগণের ইন্দ্রিয়যুক্ত শরীরের সদ্ভাব হেতু বিষয়ভোগে বৈরাগ্য উৎপন্ন হইলে তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যাদি পালন করিয়া পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের আরাধনা করেন ইহাই সিদ্ধান্ত।

অতঃপর সঙ্গতিবাক্যের অবতারণা করিতেছেন—অতএব সামর্থ্য শরীর ও পরব্রহ্ম লাভের কামনা ইত্যাদি বিদ্যমান থাকার কারণ পরব্রহ্মের উপাসনায় দেবতাগণ অধিকারী ॥ ২৬ ॥

শঙ্কা—অনন্তর ইন্দ্রাদিদেবতাগণের শরীর স্বীকারে দোষের উদ্ভাবন করিতেছেন—ননু ইত্যাদি। যদি বলেন—দেবতাদিগকে বিগ্রহবান বলিয়া স্বীকার করিলে কর্ম্মে বিরোধ হইবে। অর্থাৎ

ওঁ ॥ বিরোধঃ কর্ম্মণীতি চেন্নানেকপ্রতিপত্তের্দ্দর্শনাৎ ॥ ওঁ ॥ ১।৩।৭।২৭।

শ্রূয়তে, পরিচ্ছিন্নাঃ তে, তস্মাত্তেষাং ন শরীরমিতি শঙ্কাবীজম্। তদেব স্পষ্টয়ন্তি—বিরোধ ইত্যাদিনা।

ইত্যেবং দেবতাধিকরণে পুনঃ পূর্ব্বপক্ষে সমুৎপন্নে সিদ্ধান্তসূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ বিরোধ ইতি। ইন্দ্রাদিদেবানাং বিগ্রহাদিমত্বে একস্য দেবস্য অনেকত্র যুগপৎ সন্নিধানাভাবাৎ হেতোঃ বিদ্যায়াং বিরোধাভাবেঽপি, যজ্ঞাদিকর্ম্মণি বিরোধঃ প্রসজ্যতে, ইতি চেৎ 'ন' ন বক্তব্যমুচিতম্, কুতঃ? অনেক প্রতিপত্তেঃ দর্শনাৎ—যদি যোগসিদ্ধানাং সৌভরিপ্রভৃতিজীবানাং শক্তি বিশেষবলাৎ যুগপৎ অনেক শরীরস্য প্রতিপত্তেঃ গ্রহণস্য শক্তিরস্তি, তথাত্বে দেবানাং কা কথা।

যদ্বা তেষাং দেবানাং অনেকধা প্রতিপত্তেঃ সমাধানস্য সম্ভবাৎ, যথা বিগ্রহাদিমানপি কশ্চিৎ বহুভির্যুগপৎ নমস্যতে, আরাধ্যতে ইত্যর্থঃ।

তৎ স্বীকারেঽপি ইন্দ্রাদিদেবানাং শরীর স্বীকারেঽপি যুগপৎ বহুষু স্থানেষু আহ্বানে কৃতে সতি ন তত্র বিরোধ ইত্যর্থঃ।

কর্ম্মে—যজ্ঞে, অনেক যজ্ঞকর্ত্তা এককালে বহুযজ্ঞের আরম্ভ করিলে দেবরাজ ইন্দ্রের সেই সকল যজ্ঞে অবশ্যই গমন হইবে, অন্যথা যজ্ঞ হবিঃ মন্ত্রাদি সকল মিথ্যা হইবে, অর্থাৎ শরীর বিশিষ্ট হইলে সর্ব্বত্র গমন করা সম্ভব হইবে না, অতএব দেবগণের শরীর স্বীকার না করিয়া মন্ত্রাত্মক দেবতা স্বীকার করাই কর্ত্তব্য।

একজন মাত্র পরিচ্ছিন্ন দেবতার বহুযজ্ঞে এককালে আবাহন করিলে উপস্থিত হওয়া অসম্ভব হইবে, এই দেবতাগণ বিভু বা ব্যাপকও নহেন, তাঁহারা পরিচ্ছিন্ন, অতএব দেবতাগণের শরীর নাই ইহাই আমাদের আশঙ্কার বীজ, তাহা বিরোধ ইত্যাদির দ্বারা স্পষ্ট করা হইল। সুতরাং দেবগণ শরীর বিহীন।

সমাধান—এই প্রকার দেবতাধিকরণে পুনরায় পূর্ব্বপক্ষের উদ্ভাবন করিলে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্তসূত্রের অবতারণা করিতেছেন—বিরোধ ইত্যাদি। যদি বলেন—কর্ম্মেতে বিরোধ হইবে, তাহা হইবে না, কারণ অনেক প্রতিপত্তি দর্শন হেতু। অর্থাৎ—যদি বলেন ইন্দ্রাদি দেবগণের বিগ্রহাদি স্বীকার করিলে এক মূর্ত্তি দেবতার অনেক যজ্ঞস্থলে এককালে আহ্বান করিলে সন্নিধানের অভাব হেতু, অতএব ব্রহ্মবিদ্যায় বিরোধের অভাব হইলেও যজ্ঞাদি কর্ম্মে অবশ্যই বিরোধ হইবে।

এই প্রকার আশঙ্কা করা উচিত নহে, অনেক প্রতিপত্তি অনেক শরীর গ্রহণ করার সামর্থ্য দেবগণের বিদ্যমান আছে। যদি যোগসিদ্ধ সৌভরি প্রভৃতি জীবগণের প্রতিপত্তি গ্রহণের শক্তি আছে, তাহা হইলে দেবতাগণ যে অনেক শরীর গ্রহণ করিবেন এই সন্দেহের কোন কারণই থাকিতে পারে না। অথবা সেই দেবগণের অনেক প্রকার কার্য্য সমাধানের শক্তি বিদ্যমান আছে। তাহা স্বীকার করিলেও কোন

তৎ স্বীকারেঽপি ন তত্র বিরোধঃ। কুতঃ? অনেকেতি। শক্তিমতাং সৌভর্য্যাদীনাং কায়ব্যূহব্যাপ্তিদর্শনাদিত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

অথ বিরোধাভাবং প্রতিপাদয়ন্তি—শক্তেতি। প্রচুর তপঃ শক্তিমতাং সৌভর্য্যাদি যোগেশ্বরাণাং কায়-ব্যূহেতি—তস্মাৎ যে মূর্ত্তয়ঃ প্রাকট্যন্তে তে সর্ব্বে মূলরূপানুরূপমেব আচরন্তি, ন তু স্বতন্ত্রাঃ,শ্রীভগবতস্তু সর্ব্বে স্বরূপাঃ স্বতন্ত্রাচারবন্তঃ।

অত্রেয়মাখ্যায়িকা শ্রীভাগবত-বিষ্ণুপুরাণাদৌ দৃশ্যতে—আসীৎ কিল সৌভরি নাম-যোগিরাট্, স তু যমুনান্তর্বর্ত্তী কালিয়হ্রদে তপশ্চচার, তত্র কস্যশ্চিন্মৎস্যস্য বিহারং দৃষ্ট্বা ক্ষুভিতমনসঃ উদ্বোঢ়ুকামঃ—মান্ধাতারমগচ্ছৎ, স চ রাজা জরা-জর্জরিতদেহমৃষিমালোক্য চিন্তয়ামাস—কথমেতস্মৈ বৃদ্ধায় কন্যাং দাস্যামি, প্রত্যাখ্যাতে চ শাপেন ভস্মী ক্রীয়তে। উবাচ চ—ভো ব্রহ্মন্! অস্মাকং কুলস্থিতিরিয়ং কন্যা স্বয়ম্বরা ভবতি, তদ্ ভবান্! কন্যান্তঃপুরং গচ্ছতু যদি তা ভবন্তং বরিষ্যন্তি তদা ন মে আপত্তিঃ।

জ্ঞাত্বা চ তস্য হৃদয়ং ঋষিঃ চিন্তয়ামাস প্রতারিতোঽস্মি মান্ধাত্রা, তস্মাৎ সুরস্ত্রীণামপীপ্সিতম্

বিরোধ হইবে না। অর্থাৎ—ইন্দ্রাদি দেবগণের শরীর আছে, এই প্রকার স্বীকার করিলেও এক সময়ে অনেক স্থানে আহ্বান করিলেও সেই স্থানে গমন করিতে কোন প্রকার বিরোধ হয় না।

অনন্তর দেবগণের শরীর স্বীকারে কোন বিরোধ হইবে না তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন—শক্তি ইত্যাদি। প্রচুর তপঃ শক্তি যুক্ত সৌভরি প্রভৃতি মহাযোগিগণের কায়-ব্যূহ প্রাপ্তি দর্শন করা যায়, অতএব দেবগণের কায়ব্যূহ রূপে শরীর বিস্তার বা অনেক স্থানে প্রকট হওয়া কোন অসম্ভব নহে।

বিশেষ এই—যোগিদেহ হইতে যে শরীর প্রকট হয় তাহারা সকলে মূল শরীরের অনুরূপ আচরণ করে, তাহাদের কোন প্রকার স্বতন্ত্রতা নাই। কিন্তু শ্রীভগবানের সকল স্বরূপ স্বতন্ত্র আচরণকারী।

এই বিষয়ে একটি আখ্যায়িকা শ্রীভাগবত বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে দেখা যায়—পূর্ব্বে সৌভরি নামে একজন যোগিরাজ ছিলেন, তিনি যমুনার মধ্যস্থিত কালিয়হ্রদে তপস্যা করিতেন। একদা মৎস্যের বিহার দেখিয়া তিনি কামে ক্ষুভিত হইয়া বিবাহ করিবার কামনা করিয়া মহারাজ মান্ধাতার নিকটে গমন করেন। মান্ধাতা জরা জর্জরিত দেহবিশিষ্ট ঋষি সৌভরিকে অবলোকন করিয়া চিন্তা করিলেন—এই বৃদ্ধ জরাতুর ঋষিকে কি প্রকারে কন্যাদান করিব, যদি ঋষিকে প্রত্যাখ্যান করি তাহা হইলে আমাকে সবংশে শাপের দ্বারা ভস্মীভূত করিবেন।

এই প্রকার বিচার করিয়া রাজা মান্ধাতা সৌভরিকে বলিলেন—হে ঋষিবর! আমাদের কুলের রীতি আছে—কন্যা নিজ পতিকে নিজেই বরণ করিবে, অতএব আপনি কন্যান্তঃপুরে গমন করুন আপনাকে কন্যাগণ যদি পতিরূপে বরণ করে তাহা হইলে আমার কোন আপত্তি নাই।

ঋষি সৌভরি মান্ধাতার মনের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন রাজা

ননুক্তহেতোর্দেবতাবিগ্রহত্বাদিনাং কর্ম্মণি বিরোধো মাভূৎ। বেদশব্দে তু স স্যাৎ।

আত্মানং করোমি। ইতি তথৈব রূপেণ কন্যান্তঃপুরং প্রবিষ্টে তং সৌভরিং দৃষ্ট্বা তাসাং রাজকন্যানাং পরস্পরং কলহোঽভূৎ—তথাহি শ্রীবৈষ্ণবে—৪।২।৯৩, বৃতো ময়ায়ং প্রথমং ময়ায়ং গৃহং বিশন্নেব বিহন্যসে কিম্। ময়া ময়েতি ক্ষিতিপাত্মজানাং তদর্থমত্যর্থ-কলির্ব্বভূব॥ দৃষ্ট্বা তাসাং পরস্পরং কলহং স যোগিরাট্ ধৃত্বা পঞ্চাশদ্ রূপং পঞ্চাশৎ কন্যামুবাহ। শ্রীভাগবতে চ—৯।৬।৫২, একস্তপস্ব্যহমথাম্ভসি মৎস্যসঙ্গাৎ পঞ্চাশদাসমুত পঞ্চসহস্রসর্গঃ। নান্তং ব্রজাম্যুভয় কৃত্য মনোরথানাং মায়াগুণৈর্হৃতমতির্বিষয়েঽর্থ ভাবঃ॥

তস্মাৎযোগীনামীদৃশে সামর্থ্যে ইন্দ্রাদিদেবানাং ততোঽপি বহুতর সামর্থ্যমস্তীতি কিং বক্তব্যং, অপিতু প্রচুর যোগশক্তিরস্তি ইন্দ্রস্য, তথাহি শ্রীভাগবতে—৬।১৮।৬১, লব্ধা তদন্তরং শক্রো নিদ্রাপহৃত-চেতসঃ। দিতেঃ প্রবিষ্ট উদরং যোগেশো যোগমায়য়া॥ অতো দেবানাং বিগ্রহত্বে সিদ্ধে নিতরামেব ব্রহ্ম-বিদ্যায়ামধিকার ইতি ভাষ্যার্থঃ॥ ২৭॥

অথ ইত্যেবং দেবানাং স্বশক্ত্যা অনেক শরীরগ্রহণদ্বারেণ বহুযজ্ঞেষু আবির্ভাবাৎ তেষাং সবিগ্রহত্বং

আমাকে প্রতারণা করিতেছেন, অতএব আমি নিজের রূপ সুর-রমণীগণেরও মনোমুগ্ধকর করিব, ঋষি এই প্রকার বিচার করিয়া দিব্যরূপ ধারণ করতঃ কন্যান্তঃপুরে প্রবেশ করিলে সৌভরিকে দর্শন করিয়া রাজার কন্যাগণের মধ্যে মহা কোলাহল উপস্থিত হইল।

কোলাহলের কারণ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে এই প্রকার বর্ণনা করিয়াছেন—কন্যান্তঃপুরে ঋষি প্রবেশ করিলে কন্যাগণ পরস্পর বলিতে আরম্ভ করিল—আমি ইহাকে প্রথমে বরণ করিয়াছি, কেহ বলিল—আমি গৃহে প্রবেশ করার সাথে সাথেই বরণ করিয়াছি, তুমি বৃথা কলহ করিতেছ কেন? কেহ কহিল—আমি বরণ করিয়াছি, না তুমি বরণ কর নাই, এইরূপে সৌভরির নিমিত্ত রাজকন্যাগণের পরস্পর কলহ দেখিয়া পঞ্চাশটি রূপ ধারণকরতঃ মান্ধাতার পঞ্চাশ কন্যাকে বিবাহ করিলেন।

ঋষি সৌভরি শ্রীভাগবতে এই প্রকার বলিয়াছেন—আমি প্রথমে একমাত্র তপস্বী ছিলাম, জলের মধ্যে মৎস্যসঙ্গের প্রভাবে পঞ্চাশ রূপ হইলাম, পুনরায় পাঁচহাজার পুত্ররূপে হইলাম, অতএব আমি মনোরথের অন্ত দেখিতেছি না আমি মায়ার দ্বারা বিমোহ বুদ্ধি হইয়া বিষয়ে অর্থবুদ্ধি করিতেছি।

অতএব যোগিগণের এই প্রকার সামর্থ্য থাকিলে ইন্দ্রাদিদেবগণের তাঁহাদের হইতে বহুতর সামর্থ্য আছে এই বিষয়ে আর বলিবার কি আছে?

বিশেষ কি দেবরাজ ইন্দ্রের প্রচুর যোগশক্তি বিদ্যমান আছে, শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে—ইন্দ্র দিতির ব্রতের বিঘ্ন পাইয়া যোগমায়া আশ্রয় করিয়া নিদ্রিতা দিতির গর্ভে প্রবেশ করিলেন।

সুতরাং দেবগণের বিগ্রহত্ব সিদ্ধ হইলে, অবশ্যই তাঁহাদের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে। ইহাই ভাষ্যার্থ॥ ২৭॥

তদুৎপত্তেঃ পূর্ব্বত্র তদ্বিনাশাৎ, পরত্র চ তদ্বাচকে তস্মিন্ বন্ধ্যাত্মজাদিশব্দবদপ্রামাণ্যলক্ষণো

কিঞ্চ সশরীরত্বাৎ ব্রহ্মবিদ্যাগ্রহণার্থং ব্রহ্মচর্য্যাদি পালনমপি সঙ্গচ্ছতে। অথ দেবানামিন্দ্রাদিবাচকশব্দেহ-নিত্যত্ব শঙ্কামবতারয়ন্তি—নম্বিতি। কর্ম্মণীতি—যজ্ঞেষু একস্যৈব দেবস্যানেক-শরীর সম্পাদন পূর্ব্বকমা-বির্ভাবে নাস্মাকং বিপ্রতিপত্তিঃ, কিন্তু যেন শাস্ত্রেণ দেবানাং বিগ্রহবত্ত্বং ব্রহ্মবিদ্যাদিগ্রহণং প্রতিপাদ্যতে তচ্ছাস্ত্রেঽস্মাকং শঙ্কা জাতা।

কথং শঙ্কা জাতা তত্রাহুঃ—তদুৎপত্তেঃ দেবাদীনামুৎপত্তেঃ পূর্ব্বত্র, পূর্ব্বত্র ইতি—"সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্" (ছা° ৬।২।১) ইতি ছান্দোগ্য বচনাৎ দেবাদীনাং সৃষ্টেঃ প্রাক্ একত্ব শ্রবণাৎ। তদ্‌বিনাশাদিতি – দেবানাং বিনাশাৎ পরত্র মহাপ্রলয়ান্তে পুনরেকত্ব শ্রবণাচ্চ।

তথাহি সুবালোপনিষদি—২।৪, "তমঃ পরে দেবে একী ভবতি" অতস্তদ্ বাচকে দেবানাং বিগ্রহাভিধায়িনি, তস্মিন্ বেদবাক্যে বন্ধ্যাত্মজাদি শব্দবদপ্রামাণ্যলক্ষণো বিরোধঃ। স চ হেত্বাভাসনাম

শঙ্কা এই প্রকার ইন্দ্রাদিদেবগণের নিজ শক্তি বলে অনেক শরীর গ্রহণ করতঃ বহুযজ্ঞস্থলে আবির্ভাব হওয়ার জন্য তাঁহারা শরীর বিশিষ্ট স্বীকার করিলাম, আরও তাঁহাদের শরীর আছে সুতরাং ব্রহ্মবিদ্যাগ্রহণের নিমিত্ত ব্রহ্মচর্য্যাদি পালন শ্রীগুরুগৃহে নিবাস করাও সুসঙ্গত হইল।

অতঃপর দেবগণের ইন্দ্র চন্দ্রাদিবাচক শব্দে অনিত্যত্ব আশঙ্কার উদ্‌ভাবন করিতেছেন—ননু ইত্যাদি। এই স্থলে আমাদের বক্তব্য এই যে—পূর্ব্বকথিত যুক্তি ও প্রমাণাদির দ্বারা যাঁহারা দেবতা-গণের বিগ্রহ স্বীকার করেন তাঁহাদের যজ্ঞাদি কর্ম্মে দেবগণের উপস্থিতির বিরোধ না হউক, কিন্তু বেদ শব্দে বিরোধ উপস্থিত হইতেছে। অর্থাৎ—অনেক যাগাদি কর্ম্মে একজন দেবতার অনেক শরীর সম্পাদন পূর্ব্বক সর্ব্বত্র আবির্ভাবে আমাদের কোন প্রকার বিপ্রতিপত্তি নাই, কিন্তু যে শাস্ত্রের দ্বারা দেবতাগণের শরীরবিশিষ্ট ব্রহ্মবিদ্যা গ্রহণ প্রভৃতি প্রতিপাদন করা হইয়াছে সেই শাস্ত্র বিষয়ে আমাদের আশঙ্কা উৎপন্ন হইতেছে।

কেন আশঙ্কা হইতেছে? দেবগণের উৎপত্তির পূর্ব্বে এবং তাঁহাদের বিনাশের পরে দেবতা বাচকে ও বেদ শব্দে "বন্ধ্যার পুত্র" শব্দের ন্যায় অপ্রামাণ্য লক্ষণ বিরোধ হয়। অর্থাৎ—ইন্দ্রাদি দেব-গণের উৎপত্তির পূর্ব্বে, পূর্ব্বে অর্থাৎ—"হে সৌম্য শ্বেতকেতো! সৃষ্টির পূর্ব্বে পরিদৃশ্যমান জগৎ সৎ এবং একমাত্র অদ্বিতীয় ছিল" ইত্যাদি ছান্দোগ্যোপনিষদের বচন দ্বারা দেবাদির সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র বস্তু ছিল, এই প্রকার শ্রবণ করা যায়।

দেবতাগণের বিনাশের পরে—মহাপ্রলয়ান্তে পুনরায় একত্ব শ্রবণ হেতু দেবগণের নাশ হয়, এই বিষয়ে সুবালোপনিষদের প্রমাণ এই প্রকার—তমঃ পরদেবতায় এক হইয়া যায়"। অতএব দেবতা-গণের বিগ্রহাভিধায়ী বাক্যে এবং তাহার প্রতিপাদক বেদবাক্যে "বন্ধ্যাত্মজ" ইত্যাদি শব্দের ন্যায়

বিরোধঃ "ঔৎপত্তিকস্তু শব্দেনার্থস্য সম্বন্ধঃ" (মী০ দ০ ১।১।৫) ইতি শব্দ তদর্থ তৎ সম্বন্ধানাং যৎ পূর্ব্বতন্ত্রেণ নিত্যত্বমুক্তং তচ্চ বিরুদ্ধং স্যাদিতি চেত্তত্রাহ—

দোষ বিশেষঃ। তথা চ—"সাধ্যবিপর্য্যয়ব্যাপ্তো হেতুঃ" যথা "শব্দো নিত্যঃ কৃতকত্বাৎ" বিমতং—বেদো নিত্যঃ কৃতকত্বাৎ ভারতাদিবৎ" বন্ধ্যাত্মজস্তু—শ্রীমদলঙ্কার কৌ০ ১।৭, কুর্ম্মলোমপটাবৃতঃ শশশৃঙ্গ ধনুর্ধরঃ॥ এষো বন্ধ্যাসুতো ভাতি খপুষ্পকৃতশেখরঃ।

ননু ভগবতা জৈমিনিনা বেদস্য নিত্যত্বং সাধিতম্। সাধ্যতু নাম তচ্চাপি সদোষমিতি তৎ সূত্রেণৈব প্রতিপাদয়তি—ঔৎপত্তিকেতি। "ঔৎপত্তিকস্তু শব্দস্যার্থেন সম্বন্ধস্তস্য জ্ঞানমুপদেশোঽব্যতিরেকশ্চার্থেঽনুপলব্ধে তৎ প্রমাণং বাদরায়ণস্যানপেক্ষত্বাৎ" (১।১।৫) ইত্যত্র।

ব্যাখ্যা চ—ঔৎপত্তিক ইতি নিত্যম্। নিত্যশব্দস্য অর্থেন পদার্থেন সহ সম্বন্ধে নিত্যঃ, তস্য নিত্যসম্বন্ধযুক্তস্য জ্ঞানমুপদেশো হি ভবতি অব্যতিরেকতশ্চ জ্ঞানস্য প্রত্যক্ষাদিনা অনুপলব্ধে অর্থে তৎ বেদবাক্যং প্রমাণম্। অনপেক্ষত্বাৎ—স্বতঃ প্রমাণভূতত্বাৎ, ন হি এবং সতি প্রত্যয়ান্তরমপেক্ষিতব্যমিতি বাদরায়ণস্য—ইদমস্মদভিমতং ভগবতো বাদরায়ণস্যাপি সম্মতমিতি।

অপ্রামাণ্যলক্ষণ বিরোধ হইবে। এই বিরোধ হেত্বাভাস নামক দোষ বিশেষ। অর্থাৎ—সাধ্য নির্ণয় স্থলে হেতুটি বিপর্য্যয়ের দ্বারা পরিব্যাপ্ত যেমন—শব্দ নিত্য কৃতকত্ব হেতু, বাদীর অনুমান—বেদশাস্ত্র নিত্য যে হেতু তাহা প্রস্তুত করা হইয়াছে যেমন মহাভারত সেই প্রকার, এই স্থলে "কৃতকত্ব" হেতুটি নিত্যের পোষক নহে, সুতরাং বিপর্যয়ে পরিব্যাপ্ত। অতএব বেদবাক্যগুলি বন্ধ্যাপুত্রের সমান. অর্থাৎ—এই বন্ধ্যা পুত্র আকাশকুসুমের শেখর (চূড়া) ধারণ করিয়া, কূর্ম্মলোমের বস্ত্রে আবৃত হইয়া এবং শশকের শৃঙ্গের ধনুক ধারণ করিয়া গমন করিতেছে। এইরূপ অপলাপ মাত্র।

শঙ্কা—যদি বলেন—ভগবান জৈমিনি কর্ত্তৃক বেদের নিত্যত সাধন করা হইয়াছে"।

সমাধান—মহর্ষি জৈমিনি বেদের নিত্যতা সাধন করুন, সেই নিত্যতাও কিন্তু দোষ দুষ্ট, তাহা তাঁহার সূত্রের দ্বারাই প্রতিপাদন করিয়াছেন—ঔৎপত্তিক ইত্যাদি। ঔৎপত্তিক শব্দের অর্থের সহিত সম্বন্ধ,তাহার জ্ঞান উপদেশ অব্যতিরেক অর্থের অনুপলব্ধির স্থলে তাহা প্রমাণ হয় ভগবান বাদরায়ণও এই প্রকার স্বীকার করেন।

অর্থাৎ—ঔৎপত্তিক অর্থাৎ নিত্য, নিত্য শব্দের অর্থ—পদার্থের সহিত সম্বন্ধ নিত্য, সেই নিত্যসম্বন্ধযুক্ত পদার্থের জ্ঞান উপদেশ করিতে হয়, এই জ্ঞান ব্যতিরেক রহিত, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা অর্থের অনুপলব্ধি হেতু, অর্থে পদার্থে নিত্যসম্বন্ধযুক্ত জ্ঞানরূপ বেদবাক্যই প্রমাণ। অনপেক্ষত্বাৎ—অর্থাৎ স্বতঃপ্রমাণভূত হওয়া হেতু, স্বতঃ প্রমাণস্বরূপ হওয়ার কারণ কোন প্রত্যয়ান্তর বা প্রমাণান্তর অপেক্ষা করা উচিত নহে। শ্রীবাদরায়ণের—এই আমার-জৈমিনির সিদ্ধান্ত ভগবান শ্রীবাদরায়ণেরও অভিমত বা সিদ্ধান্ত।

ওঁ ॥ শব্দ ইতি চেন্ন অতঃ প্রভবাৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্ ॥ ওঁ ॥ ১।৩।৭।২৮।

তস্মাৎ ইন্দ্রাদিশব্দানাং নিত্যত্বাৎ দেবপিণ্ডবিশেষস্য ইন্দ্রস্যানিত্যত্বাৎ তদবস্থমেব। অতঃ সর্ব্বথা বিরুদ্ধত্বাৎ দেবানাং বিগ্রহ প্রতিপাদকে বেদে, তৎ প্রতিপাদকে শব্দে চ অস্মাকং মহতী শঙ্কা ইতি বাদিনামাশয়ঃ।

ইত্যেবং শঙ্কায়াং সমুদ্ভূতায়াং তন্নিরাসপূর্ব্বকং সিদ্ধান্তমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীসূত্রকার বাদরায়ণঃ—শব্দ ইতি। ননু মাভূৎ দেবানাং যজ্ঞকর্ম্মণি আবির্ভাবে বিরোধ, শব্দে তু বৈদিকশব্দে তু বিরোধঃ বর্ত্ততে এব, বিগ্রহাদিমত্বে হি তেষামুৎপত্তি বিনাশাবশ্যম্ভাবাৎ উৎপত্তেঃ প্রাক্ বিনাশাচ্চ পরং বেদোক্তানাং ইন্দ্রাদি-শব্দানাং অর্থশূন্যত্বমনিত্যত্বং দোষঃ প্রসজ্যতে এব ইতি চেৎ—ন, তন্ন সম্ভবেৎ, কুতঃ? অতঃ প্রভবাৎ অস্মাৎ বৈদিকাদেব শব্দাৎ ইন্দ্রাদেঃ উৎপত্তেঃ। পূর্ব্ব পূর্ব্বেন্দ্রাদি-বিনাশোত্তরং পুনঃ সৃষ্টি-সময়ে সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতিঃ ইন্দ্রাদ্যাকৃতি বিশেষবাচিন-ইন্দ্রাদিশব্দাৎ ইন্দ্রাদ্যাকৃতিবিশেষং মনসি সঙ্কলয্য

অতএব বেদপ্রতিপাদিত ইন্দ্রাদি শব্দসকলের নিত্যত্ব হেতু, দেবতা পিণ্ডবিশেষ ইন্দ্রের অনিত্যতা হওয়ার কারণ দেবগণের শরীরের অনিত্যতা প্রকারান্তরে সিদ্ধ হইল। অতএব পূর্ব্বতন্ত্র দ্বাদশলক্ষণী জৈমিনি দর্শনে যে শব্দ শব্দের অর্থ ও অর্থের সম্বন্ধ প্রভৃতির নিত্যত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে তাহা বিরুদ্ধই হইবে। সুতরাং সর্ব্বথা বিরুদ্ধ হেতু ইন্দ্রাদি দেবতাগণের শরীর প্রতিপাদকে বেদশাস্ত্রে এবং বেদপ্রতিপাদক শব্দে আমাদের মহতী আশঙ্কা বিদ্যমান আছে। অর্থাৎ দেবতাদিগের শরীর প্রতিপাদক বেদই যখন মিথ্যা তখন তাহার প্রতিপাদিত সকলই মিথ্যা। ইহাই পূর্ব্বপক্ষকারিগণের অভিপ্রায়।

এই প্রকার আশঙ্কার উদ্ভব হইলে ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ তাহা নিরাস পূর্ব্বক সিদ্ধান্তের অবতারণা করিতেছেন—শব্দ ইত্যাদি। যদি বলেন—শব্দ অনিত্য হেতু বেদ প্রতিপাদিত ইন্দ্রাদি শব্দও অনিত্য হউক" তদুত্তরে বলিতেছেন—আপনারা ঐ প্রকার বলিতে পারিবেন না, এই বেদ শব্দ হইতেই তাহাদের উৎপত্তি হয়, তাহা প্রত্যক্ষ ও অনুমান সিদ্ধ। অর্থাৎ—যদি বলেন—দেবতাগণের যজ্ঞাদি কর্ম্ম সকলের আবির্ভাবে কোনরূপ বিরোধ না হউক, কিন্তু শব্দে—বৈদিক শব্দে কিন্তু বিরোধ বিদ্যমান আছে, সেই বিরোধ এই প্রকার—যাহাদের শরীর আছে তাহাদের উৎপত্তি এবং বিনাশ অবশ্যই আছে, সুতরাং উৎপত্তির পূর্ব্বে এবং বিনাশের পরে বেদোক্ত ইন্দ্রাদি শব্দের অর্থশূন্যত্ব এবং অনিত্যত্ব দোষ উপস্থিত হয়, আপনারা এই প্রকার বলিবেন না, ঐ প্রকার আশঙ্কা করা সম্ভব নহে। কারণ অতঃ প্রভব হেতু - অর্থাৎ এই বৈদিক শব্দ হইতেই ইন্দ্রাদির উৎপত্তি হইয়াছে। অর্থাৎ—পূর্ব্ব পূর্ব্ব ইন্দ্র বিনাশে উত্তর উত্তর ইন্দ্র সৃষ্টি সময়ে সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতি ইন্দ্রাদি আকৃতি বিশেষ বাচক ইন্দ্রাদি শব্দ হইতে ইন্দ্রাদি আকৃতি

বেদশব্দেঽপি নোক্তলক্ষণে বিরোধঃ। কুতঃ? অতঃ প্রভবাৎ। নিত্যতত্তদাকৃতি বাচকাত্তত্তদ্ বেদশব্দাত্তত্তৎ নিত্যাকৃত্যনুস্মৃত্যা তত্তদ্ বিগ্রহাণামুৎপত্তেরিত্যর্থঃ। আকৃতয়ো নিত্যাঃ সর্ব্বব্যক্তিভ্যঃ পূর্ব্বং স্থিতেঃ। বিশ্বকর্ম্মণা স্বশাস্ত্রে যাঃ প্রোক্তাঃ চিত্রকর্ম্মপ্রসিদ্ধয়ে "যমং দণ্ডপাণিং বরুণং পাশহস্তমিতি তু লিখন্তি" (বিগ্রহবতীং দেবতামুপচরন্তি যমং দণ্ডহস্তমালিখন্তি কথয়ন্তি চ তথা বরুণং পাশহস্তং, ইন্দ্রং বজ্রহস্তম্" মীং দং শবর ভাং ৯।১।৪।৬) দেবাদি বাচকা বেদশব্দা গবাদি শব্দবৎ স্বভাবাদেবাকৃতিষু সঙ্কেতিতা সন্তি। ন চ চৈত্রাদি শব্দবৎ ব্যক্তিমাত্রেষু। তথা চ নিত্যাকৃতিবাচিত্বাদ্ বেদশব্দানাং তদ্বন্নাপ্রামাণ্যং, নাপি পূর্ব্বতন্ত্র

তদ্রূপমপরমিন্দ্রাদিকং সৃজতি, কথমিদমবগম্যতে? প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্। শ্রুতি স্মৃতিভ্যামিত্যর্থঃ।

অথ এতদেব বিশদয়ন্তি শ্রীমদ্ ভাষ্যকারচরণাঃ—বেদশব্দেঽপীতি। দেবাদিবাচকা ইতি—অত্রৈবং বৌদ্ধানাং জাতাশঙ্কা বৈংদং ১।২।৩ ননু গোত্বাদি জাতিস্তু গো-ব্যক্তি সমবায়াৎ, গো-ভিন্নাদশ্বাদিভেদাৎ ন ভিন্নম্। যথা "গোঃ গাবেতর ব্যাবৃত্তম্" অতঃ অতদ্ ব্যাবৃত্ত্যা এব কার্য্য নির্ব্বাহে জাতে কিমনুগতবুদ্ধের্নিয়ামকো ভাবস্বরূপজাতি স্বীকারে? কিঞ্চ গোত্বং কুত্র বর্ত্ততে?

ন তাবৎ গবি, গোত্ববৃত্তেঃ পূর্ব্বং তস্যাভাবাৎ, গোত্বং গোভিন্নে বর্ত্ততে চেৎ বিরোধঃ। অপি চ

বিশেষ মনের মধ্যে সঙ্কল্প করিয়া পূর্ব্বের সমান অপর ইন্দ্র প্রভৃতি সৃষ্টি করেন। যদি বলেন—ইহা কি প্রকারে জানিলেন? উত্তর এই যে প্রত্যক্ষ—শ্রুতি এবং অনুমান—স্মৃতির দ্বারা ইহাই অর্থ।

এই সূত্রের শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদ বিশদ ব্যাখ্যা করিতেছেন—বেদ শব্দে ইত্যাদি। পূর্ব্বোক্ত লক্ষণে বেদশব্দে কোন প্রকার বিরোধ নাই। কেন? বেদ হইতে উৎপন্ন হওয়া হেতু। অর্থাৎ নিত্য ইন্দ্র চন্দ্রাদি আকৃতি বাচক সেই সেই বেদ শব্দ হইতে সেই সেই নিত্য আকৃতি অনুস্মরণ করিয়া সেই সেই আকৃতি বা বিগ্রহের উৎপত্তি হয় ইহাই অর্থ।

আকৃতি প্রভৃতি সকলই নিত্য, ব্যক্তি সকলের পূর্ব্বে তাহারা অবস্থান করে। পরব্রহ্ম ভগবান বিশ্বনির্ম্মাণ কর্ত্তা স্বশাস্ত্রে চিত্রকর্ম্ম প্রসিদ্ধির নিমিত্ত যে ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—ধর্ম্মরাজ যম দণ্ডপাণি, অর্থাৎ তাঁহার হাতে দণ্ড নামক অস্ত্র থাকিবে, জলাধিপতি বরুণ পাশহস্ত, অর্থাৎ পাশ নামে অস্ত্র ধারণকর্ত্তা বরুণ হইবেন ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

সুতরাং দেবাদি বাচক বেদশব্দসকল গবাদি (গো) শব্দের সমান স্বভাবতই আকৃতিতে সঙ্কেতিত হয়। কিন্তু চৈত্রাদি শব্দবৎ ব্যক্তিমাত্রে সঙ্কেত হয় না।

এই স্থলে বৌদ্ধগণের জাতিবিষয়ে এই প্রকার আশঙ্কা হয় যেমন গোত্বাদি জাতি গো ব্যক্তির মধ্যে সমবায় সম্বন্ধে বর্ত্তমান আছে, অর্থাৎ—এই গোত্ব গোভিন্ন অশ্বাদি ভেদ হইতে পৃথক্ নহে, যেমন—গৌ পদার্থ গৌভিন্ন পদার্থ হইতে ব্যাবৃত্ত, গৌ শব্দ গৌ ভিন্ন শব্দে ব্যাবর্ত্তক, পৃথক্ কর্ত্তা। সুতরাং 'অতদ্

বিরোধ ইতি। ইদং কুতঃ? প্রত্যক্ষেতি শ্রুতিস্মৃতিভ্যামিত্যর্থঃ, শ্রুতিস্তাবৎ শব্দ পূর্ব্বাং

—যত্র গোপিণ্ড উৎপদ্যতে তত্র কুত আগত্য গোত্বং বর্ত্ততে? ন তাবৎ তত্রৈবাসীৎ তথাত্বে তস্য দেশস্যাপি গোত্বাপত্তেঃ। নাপি গোত্বমপি গোপিণ্ডেণ সহৈব উৎপন্নম্, তস্য নিত্যত্ব স্বীকারাৎ।

"নিত্যত্বে সতি অনেক সমবেতত্বম্" ইতি তল্লক্ষণাৎ নাপি অন্যতঃ সমাগত্য তত্র প্রবিশতি, নিষ্ক্রিয়ত্বাভ্যুপগমাত্তস্য। ন চ একস্য নিত্যস্য জাতে নানাব্যক্তিবৃত্তিত্বং, একব্যক্তিবৃত্তিত্বং বা বাচ্যম্, বিকল্পাসহাৎ। কিঞ্চ গোত্বাদিজাতেঃ সম্পূর্ণরূপেণ একব্যক্তিত্বমপি ন সম্ভবেৎ, তথাত্বে গবান্তরেষু তৎ প্রতীতেরভাবঃ। ন বা একদেশে বর্ত্ততে, অনেক সমবেতত্বহানেঃ। তস্মাৎ ব্যর্থৈব জাতি কল্পনা।

অত্রোচ্যতে—জাতির্নিত্যা ব্যাপিকা চ, ব্যাপকত্বমপি স্বরূপতঃ সর্ব্বদেশসম্বন্ধত্বম্, ন হি দেশানাং গোত্বাপত্তিঃ, সমবায়েন তদ্ব্যবহারস্যাভ্যুপগমাৎ। ন বা গোপিণ্ডেণ সহৈবোৎপদ্যতে কিন্তু যত্র পিণ্ডোৎ-

ব্যাবৃত্তির' দ্বারাই কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে, অর্থাৎ গোভিন্ন অশ্বাদিতে যে ভেদ বর্ত্তমান আছে তাহাই গোপিণ্ডের বোধক, অতএব অনুগত বুদ্ধির নিয়ামক ভাবস্বরূপ জাতি স্বীকারে কি ফল হইবে?

আপনাদের জিজ্ঞাসা করি? গোত্ব কোথায় অবস্থান করে? গোপিণ্ডের মধ্যে অবস্থান করে না, গোত্ববৃত্তির পূর্ব্বে গোজাতির অভাব হেতু। অর্থাৎ—গো জন্মের পূর্ব্বে গোত্ব কোথায় ছিল? যদি বলেন—গোত্ব গো ভিন্ন স্থানে অবস্থান করে, তাহা হইলে বিরোধ হইবে।

আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করি—যে স্থানে গোপিণ্ড উৎপন্ন হয় সেই স্থানে কোথা হইতে গোত্ব আগমন করিয়া অবস্থান করে? যদি বলেন—গোত্ব সেই স্থানেই ছিল, তাহা হইলে যে স্থানে গোত্ব ছিল সেই স্থানেরও গোত্বাপত্তি হইবে। যদি বলেন—গোত্বও গোপিণ্ডের সহিত উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে জাতির নিত্যতা থাকে না আপনারা তাহার নিত্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

"নিত্যও অনেক বস্তুর মধ্যে অবস্থান করে" এই প্রকার জাতির লক্ষণ বর্ণনা করিয়াছেন। যদি বলেন—গোত্ব অন্যত্র হইতে সমাগত হইয়া গোপিণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করে, এই কথাও যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ আপনারা জাতির নিষ্ক্রিয়ত্ব স্বীকার করিয়াছেন। যদি বলেন—জাতি একটি এবং তাহা নিত্য, কিন্তু তাহার নানা—অনেক ব্যক্তিতে বৃত্তি আছে, অথবা একটি মাত্র ব্যক্তিতে বর্ত্তমান আছে, আপনারা এই প্রকার বলিলে জাতির বিকল্প হয়, এই বিকল্পও আপনাদের সহ্য হইবে না, বিশেষ কথা এই যে গোত্ব জাতির সম্পূর্ণরূপে একটি মাত্র গো ব্যক্তিতে অবস্থান করিবে তাহাও সম্ভব নহে, ঐ প্রকার স্বীকার করিলে গবান্তরে অর্থাৎ অন্য গোপিণ্ডে জাতি প্রতীতির সম্পূর্ণ অভাব হইবে। যদি—"জাতি একদেশে অবস্থান করে" এই প্রকার বলেন, তাহা হইলে জাতিলক্ষণে যে "অনেক সমবেতত্ব" বলিয়াছেন তাহার হানি হইবে। অতএব আপনাদের জাতি বা দেবাদিজাতি কল্পনা করা বৃথাই।

জাতি বিষয়ে বৌদ্ধগণের এই প্রকার আশঙ্কার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে—জাতি নিত্য

শ্রুতিরাহ—"এত ইতি হ বৈ প্রজাপতির্দেবানসৃজত, অসৃগ্রমিতি মনুষ্যান্ ইন্দব ইতি পিতৄংস্তিরঃ

পশ্যতে [illegible] গোত্বং তেন পিণ্ডেন সহ সম্বধ্যতে। গোশরীরোৎপন্নঃ, গোত্বসম্বন্ধশ্চ এককাল এব অভ্যুপগমাৎ। নন্নু গোত্বং কীদৃগাশ্রয়ে বর্ত্ততে? যত্র প্রতীয়তে তত্রৈব বর্ত্ততে। নন্নু গোত্বং কুত্র প্রতীয়তে? যত্র বর্ত্ততে। নন্নু গোত্ববৃত্তেঃ পূর্ব্বং স পিণ্ডঃ কীদৃগাসীৎ? তদা গোপিণ্ড এব নাসীদিতি ভাবঃ প্রাভাকরাদয়স্তু সংস্থানমাত্র ব্যঙ্গমিতি মন্যন্তে। ইতি বৈশেষিকসূত্রোপস্কারকৃচ্ছঙ্করমিশ্রচরণাঃ। তস্মাৎ গোপিণ্ডে গোত্বাদিবৎ ইন্দ্রাদিপিণ্ডেঽপি ইন্দ্রত্বাদিশব্দঃ প্রবর্ত্ততে।

সঙ্কেত ইতি—"সঙ্কেত ঈশেচ্ছা" অং কৌং—২।৫ যস্তু সংকেতমৈশ্বরং ধত্তে স মুখ্যঃ" ইতি। তস্মাৎ গবাদিশব্দবদিতি। এবমেবাহুঃ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যপাদাঃ—ন হি দেবদত্তাদি শব্দবৎ ইন্দ্রাদি শব্দা বৈদিকা ব্যক্তিবিশেষমাত্রে সঙ্কেতপূর্ব্বকাঃ প্রবৃত্তাঃ, অপিতু স্বভাবত এব গবাদি শব্দবৎ আকৃতি বিশেষ বাচিন্বেন। ততশ্চ একস্যাং ইন্দ্রব্যক্তৌ বিনষ্টায়াম্, অতএব বৈদিকাদিন্দ্রশব্দাৎ মনসি বিপরিবর্ত্তমানাদবগত তদ্‌বাচ্যভূতেন্দ্রাদ্যার্থাকারো ধাতা তদাকারমেবাপরমিন্দ্রং সৃজতি, যথা কুলালো ঘটশব্দাৎ মনসি বিপরি-বর্ত্তমানাৎ তদাকারমেব ঘটমিতি।

এবং ব্যাপক, ব্যপকত্ব অর্থাৎ স্বরূপতঃ সকলদেশের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। আপনারা যে দেশের গোত্বাপত্তি হইবে, এই প্রকার আশঙ্কা করিয়াছেন তাহা কল্পনামাত্র কারণ আমরা সমবায় সম্বন্ধের দ্বারা জাতির ব্যবহার অঙ্গীকার করি। আমরা জাতি গো পিণ্ডের সহিত উৎপন্ন হয়, এই প্রকার অঙ্গীকার করি না, কিন্তু যে স্থানে গোপিণ্ডের উৎপত্তি হয়, সেই স্থানে অবস্থানকারী গোত্ব সেই পিণ্ডের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হয়। সুতরাং যে কালে গোশরীর উৎপন্ন হয় সেই কালেই গোত্ব সম্বন্ধ হয়, অর্থাৎ গোপিণ্ডোৎপন্ন ও গোত্ব সম্বন্ধ এককালেই হয়।

যদি বলেন—গোত্ব কি প্রকার আশ্রয়ে অবস্থান করে? তদুত্তরে বলিব—যে আশ্রয়ে গোত্ব প্রতীতি হয়, সেই আশ্রয়েই অবস্থান করে। যদি বলেন—কোথায় গোত্ব প্রতীতি হয়? উত্তরে বলিব যে স্থলে গোত্ব অবস্থান করে। যদি বলেন—গোপিণ্ডে গোত্ব প্রবৃত্তর পূর্ব্বে সেই পিণ্ড কি প্রকার ছিল? আমরা বলিব—সেই কালে গোপিণ্ডই ছিল না ইহাই ভাবার্থ। প্রভাকর প্রভৃতি মীমাংসকগণ সংস্থান মাত্রে জাতি অভিব্যঞ্জিত হয়, এই প্রকার স্বীকার করেন। এই রূপ বৈশেষিক সূত্রের ভাষ্যকার শ্রীশঙ্কর মিশ্র পাদ বলিয়াছেন। অতএব গোপিণ্ডে গোত্বাদিবৎ ইন্দ্রাদি পিণ্ডেও ইন্দ্রাদি শব্দ প্রবর্ত্তিত হয়।

পূর্ব্বে যে দেবাদি বাচক বেদশব্দ গবাদি শব্দের ন্যায় দেবতার আকৃতিতে সঙ্কেতিত হয় এই প্রকার বলা হইয়াছে—সেই স্থানের সঙ্কেত অর্থাৎ ঈশ্বরের ইচ্ছা। যে সঙ্কেত ঈশ্বরের ইচ্ছা পোষণ করে তাহা মুখ্য সঙ্কেত। সুতরাং গবাদি শব্দবৎ ইন্দ্রাদিশব্দও বুঝিতে হইবে। এই বিষয়ে শ্রীমদ্‌রামানুজা-চার্য্যপাদ এই প্রকার বলিয়াছেন—দেবদত্তাদি শব্দের সমান ইন্দ্রাদি বৈদিক শব্দ সকল ব্যক্তি বিশেষ

পবিত্রমিতি গ্রহান্নাসুব ইতি স্তোত্রং বিশ্বানীতি মন্ত্রমভিসৌভগেত্যন্যাঃ প্রজাঃ" ইতি। স্মৃতিশ্চ

তথা চ নিত্যাকৃতি বাচিত্বাদ্ বেদশব্দানাং, নিত্য শব্দানাং নিত্যাকৃতিষু সম্বন্ধাৎ। তদ্‌বদিতি—বন্ধ্যাসুতবদিতি। যত্তু "পূর্ব্বতন্ত্রবিরোধম্" ইত্যুক্তং তৎ পরিহারমাহুঃ—নাপীতি। অথ শব্দস্মরণপূর্ব্বা-সৃষ্টিবিষয়ে শ্রুতিবাক্যমুদাহরন্তি—এত ইতি। এতে অসৃগ্রমিন্দব-স্তিরঃ—পবিত্র-আসুব-বিশ্বানি-সৌভগ-ইত্যেতৈর্মন্ত্রস্থ পদৈর্দেবাদীন্ স্মৃত্বা প্রজাপতিঃ সসর্জ ইত্যর্থঃ।

ব্যাখ্যা চ - প্রজাপতির্ব্রহ্মা-অসৃগ্রম্-রুধির-প্রধানদেহানাং মনুষ্যাণাম্, ইন্দবঃ—চন্দ্রমণ্ডলস্থানাং পিতৃণাম্, তিরঃ—পবিত্রমিতি পবিত্রং সোমং, স্বমধ্যে তিরস্কুর্ব্বতাং—ধারয়তাং গ্রহাণাম্। আসুবঃ—স্তোত্রং, ঋচঃ সুবতাং গানরূপাণাং স্তোত্রাণাম্। বিশ্বানি—মন্ত্রং—বিশ্বদেব সংশনানাং স্তোত্রানন্তরং প্রয়োগং বিশতাং মন্ত্রাণাম্। অভিসৌভগঃ—প্রজাঃ, নিরতিশয়সৌভাগ্যবতীনাং প্রজানাম্। ইত্যেতেষাং স্মরণং কৃত্বা সসর্জ ইতি।

মাত্রে সঙ্কেত পূর্ব্বক প্রবৃত্তি হয় না, কিন্তু স্বভাবতই গবাদি শব্দের ন্যায় আকৃতি বিশেষ বাচিত্বের দ্বারাই প্রবৃত্তি হয়। অতএব একটি ইন্দ্রব্যক্তি বিনষ্ট হইলে. সুতরাং বৈদিক ইন্দ্রশব্দ হইতে মনে বিশেষ ভাবে অবগত হইয়া বিধাতা তদ্‌বাচ্যভূত ইন্দ্র শব্দের অর্থ ও আকার অনুভব করিয়া পূর্ব্ব ইন্দ্রের আকার সদৃশ অপর একজন ইন্দ্র সৃষ্টি করেন। যেমন কুম্ভকার ঘট শব্দ হইতে মনের মধ্যে অনুভবের দ্বারা পূর্ব্বের ঘটের সদৃশই অন্য ঘট নির্ম্মাণ করে, সেই প্রকার।

এই হেতু নিত্য আকৃতি বাচক হওয়ার জন্য বেদ শব্দ সকলের তদ্‌বৎ অপ্রামাণ্য নহে। অর্থাৎ নিত্য দেবাদি আকৃতিবাচক হওয়ার নিমিত্ত নিত্য বেদশব্দ সকলের নিত্য আকৃতি সকলে সম্বন্ধ হেতু বন্ধ্যা-পুত্রবৎ প্রমাণ রহিত বাক্য নহে। আপনারা বলিয়াছেন যে "পূর্ব্বতন্ত্রের বিরোধ হইবে" শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদ পরিহার করিতেছেন—নাপি ইত্যাদি। তাহা অর্থাৎ—উপর্য্যুক্ত সিদ্ধান্ত স্বীকার করিলে পূর্ব্ব-মীমাংসার বাক্যেরও বিরোধ হইবে না। কেন এই প্রকার সিদ্ধান্ত স্বীকার করিব ? তদুত্তরে বলিতেছেন প্রত্যক্ষ ইত্যাদি। প্রত্যক্ষ—শ্রুতিবাক্য, অনুমান—স্মৃতিবাক্য, শ্রুতি-স্মৃতি প্রমাণ হইতে অবগত হওয়া যায়। শ্রুতি সকল শব্দপূর্ব্বিকা সৃষ্টি বর্ণনা করেন। অর্থাৎ শব্দস্মরণপূর্ব্বক সৃষ্টিবিষয়ে শ্রুতিবাক্য উদা-হৃত করিতেছেন—এত ইত্যাদি। এই সকল অসৃগ্রমিন্দব, স্তির, পবিত্র, আসুব বিশ্বানি, সৌভগ ইত্যাদি মন্ত্র সকলের পদের দ্বারা দেবাদি শরীরকে স্মরণ করিয়া প্রজাপতি সকলকে সৃষ্টি করিলেন।

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা—প্রজাপতি ব্রহ্মা অসৃগ্রম্ রুধির প্রধান দেহধারী মনুষ্যগণের। ইন্দব—চন্দ্রমণ্ডলস্থ পিতৃগণের। তিরঃপবিত্র-পবিত্র সোম, নিজের মধ্যে ধারণ করা গ্রহগণের। আসুবঃ—স্তোত্র, ঋচ সুবত-গানরূপ স্তোত্র সকলের। বিশ্বানি—মন্ত্র, বিশ্বদেব প্রশংসা করা স্তোত্র বর্ণনার পর প্রয়োগের যোগ্য মন্ত্রসকলের। অভিসৌভগঃ—প্রজা, নিরতিশয় সৌভাগ্যবান প্রজাগণের। এই সকল

(শ্রীবি০ পু০ ১।৫।৬৪) "নামরূপঞ্চ ভূতানাং কৃত্যানাঞ্চ প্রপঞ্চনম্। বেদশব্দেভ্য এবাদৌ দেবাদীনাঞ্চকার সঃ" ইত্যাদ্যাঃ ॥ ২৮ ॥

তথা চ—"বেদেন রূপে ব্যাকরোৎ—সতা সতী প্রজাপতিঃ" (অষ্ট০ ২।৬২।৭) "স ভূরিতি ব্যাহরৎ স ভূমিমসৃজত স ভুব ইতি ব্যাহরৎ সোঽন্তরীক্ষমসৃজত" (অষ্ট০ ২।২।৪।২২) "স মনসা বাচং মিথুনং সমভবৎ" বৃ০ ১।২।৪, "সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়াৎ" ইতি।

অথ স্মৃতিপ্রমাণমাহুঃ—স্মৃতিশ্চেতি। স সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা সৃষ্ট্যারম্ভে কল্পাদৌ দেবাদীনাং আদি-পদাৎ চতুর্ব্বিধানাং স্বেদজোদ্ভিজ্জজরায়ুজাণ্ডজানাং শরীরসমূহানাং তথা তেষামিন্দ্রাদিনাম্নাং, ভূতানাং রূপং, মনুষ্যাদীনাং কৃত্যানাং শুভাশুভ-প্রদায়কানাং কর্ম্মণাং প্রপঞ্চনং-বিস্তারং বেদশব্দেভ্যঃ-স্বতঃপ্রমাণভূতে বেদে যাদৃশং শব্দং বর্ত্ততে তথৈব মনসি বিচার্য্য চকার বিরচয়ামাস। ইত্যারভ্য—

ঋষিণাং নামধেয়ানি যথা বেদশ্রুতানি বৈ। তথা নিয়োগ যোগ্যানি হ্যন্যেষামপি সোঽকরোৎ" যথর্তু্ষ্বৃতুলিঙ্গানি নানারূপাণি পর্য্যয়ে। দৃশ্যন্তে তানি তান্যেব যথা ভাবা যুগাদিষু॥ করোত্যেবং বিধা সৃষ্টিং কল্পাদৌ স পুনঃ পুনঃ॥ ইতি—বি০ পু০ ১।৫।৬৪।৫, শ্রীভাগবতে—২।৯।৩৮, "সর্ব্বভূতময়ো বিশ্বং সসর্জ্জেদং স পূর্ব্ববৎ" তস্মাৎ দেবাদীনাং শরীরসত্ত্বেঽপি বৈদিক শব্দানাং বেদস্য চ ন অনিত্যত্বাশঙ্কা ইতি ॥২৮

স্মরণ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

এই প্রকার—বেদের দ্বারা রূপের বিস্তার করিয়াছেন প্রজাপতি যাহা ছিল তাহা সৃষ্টি করিলেন। প্রজাপতি ভুব এই প্রকার উচ্চারণ করিয়া অন্তরীক্ষ সৃষ্টি করিলেন। তিনি মনের দ্বারা বাক্য মিথুন উৎপন্ন করিলেন। সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতা সূর্য্য ও চন্দ্রমা পূর্ব্বে যেমন ছিল সেই প্রকারই সৃষ্টি করিলেন।

অনন্তর স্মৃতি বাক্য প্রমাণিত করিতেছেন—স্মৃতি ইত্যাদি। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে—সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা কল্পের প্রারম্ভে দেবতা এবং প্রাণিসকলের বেদানুসারে নাম রূপ তথা কার্য্যবিভাগের নিশ্চয় করিয়া সৃষ্টি করিলেন। অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা সৃষ্টির আরম্ভে কল্পের আদিতে দেবাদির নাম, আদি পদে চতুর্ব্বিধ স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ, জরায়ুজ, অণ্ডজ প্রভৃতির শরীর সকল এবং তাহাদের দেবগণের ইন্দ্রাদি নাম সকলের, ভূতসকলের রূপ, মনুষ্যাদি সকলের কার্য্য—শুভাশুভ প্রদানকারী কার্য্যাকার্য্যসকলের বিস্তার বেদশব্দ হইতে, অর্থাৎ স্বতঃ প্রমাণ ভূত বেদে যে প্রকার শব্দ বর্ত্তমান আছে, সেই প্রকার মনে বিচার করিয়া রচনা করিয়াছেন।

এই প্রকার নিরূপণ করিয়া—অনন্তর প্রজাপতি বেদশাস্ত্র নিরূপিত ঋষিগণের নামসকল এবং যাগাদিতে নিয়োগযোগ্য কর্ম্মসকল প্রকাশ করিলেন। যে প্রকার ঋতু মাস বৎসরাদির লক্ষণ কাল বিপর্য্যয়ের সময় নানা প্রকার লক্ষণ, যে যে যুগে যে প্রকার ধর্ম্মাদি সেই সকল বিধাতা কল্পের আদিতে পুনঃ পুনঃ অর্থাৎ প্রতি কল্পে সৃষ্টি করেন। শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে—লোকসৃষ্টিকারি প্রজাপতি ব্রহ্মা দেব

ওঁ ॥ অতএব চ নিত্যত্বম্ ॥ ওঁ ॥ ১।৩।৭।২৯।

অতো নিত্যাকৃতিবাচিত্বাৎ কর্ত্তুঃ স্মরণাচ্চ নিত্যত্বং বেদস্য সিদ্ধম্। কাঠকাদিসংজ্ঞা তু তত্তদুচ্চারিতত্বেনৈব বোধ্যা ॥ ২৯ ॥

অথ শ্রীভগবদভিন্নস্বরূপ বেদশাস্ত্রস্য নিত্যত্বং প্রতিপাদয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—অতএবেতি। অতঃ নিত্যাকৃতি বাচকত্বং প্রতিপাদনাৎ, কর্ত্তুঃ সৃষ্টিকর্ত্তুর্ব্রহ্মণঃ স্মরণাৎ এব, চকারঃ সমুচ্চয়ে। নিত্যত্বং বেদস্য সিদ্ধমিতি। অতো নিত্যাকৃতি বাচিত্বাৎ—ইন্দ্র-চন্দ্রাদি-নিত্যাকৃতিপ্রতিপাদনাৎ, ন তু ব্যক্তি প্রতিপাদনাৎ, ব্যক্তীনামানন্ত্যাৎ, ব্যক্তিনিত্যত্বস্বীকারে গৌরবাচ্চ, বেদস্য নিত্যতা। কিঞ্চ কর্ত্তুঃ সৃষ্টিকর্ত্তুঃ স্মরণাৎ, সৃষ্ট্যাদৌ সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা বেদস্মরণং কৃত্বা ইন্দ্র-চন্দ্র-সূর্য্যাদীন্ সৃজতি।

ননু তথাত্বে "জন্মাদ্যস্য যতঃ" ইত্যস্য কা গতিঃ? তত্রাহুঃ—শ্রীভাগবতে—২।৬।৩২, "সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহমিতি"।

ননু বেদস্য নিত্যত্বে "কঠেন প্রোক্তং কাঠকং" ইত্যাদি নিরুক্তিঃ কথং সঙ্গচ্ছতে? ইতি চেৎ তত্রাহুঃ—কাঠকাদিসংজ্ঞা তু। ইন্দ্র-চন্দ্র-কঠ-বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রাদিশব্দানাং দেব-ঋষি বাচিনাং তত্তদাকার

মানবাদি পরিপূর্ণ এই বিশ্ব পূর্ব্বের সমান সৃষ্টি করিলেন। অতএব ইন্দ্রাদি দেবগণের শরীর স্বীকার করিলেও বেদোক্ত শব্দ সকলের এবং বেদশাস্ত্রের কোন প্রকার অনিত্যতা শঙ্কা করা উচিত নহে ॥ ২৮ ॥

অনন্তর শ্রীভগবানের অভিন্নস্বরূপ বেদ শাস্ত্রের নিত্যতা ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ প্রতিপাদন করিতেছেন—অতএব ইত্যাদি। অতএব বেদশাস্ত্র নিত্য। অর্থাৎ—নিত্যাকৃতি বাচক প্রতিপাদন হেতু, কর্ত্তা—সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা কর্ত্তৃক স্মরণ করা হেতু বেদ শাস্ত্রের নিত্যতা সিদ্ধ হইতেছে। সূত্রে যে 'চ' কার আছে তাহার অর্থ সমুচ্চয়। অতএব নিত্যাকৃতিবাচি—ইন্দ্র-চন্দ্রাদি নিত্য আকৃতি প্রতিপাদন হেতু বেদ-শব্দ নিত্য, কিন্তু ব্যক্তি প্রতিপাদনপর নহে, কারণ ব্যক্তি অনন্ত, ব্যক্তির নিত্যত্ব স্বীকারে গৌরব হেতু, বেদশাস্ত্র নিত্য। আরও কর্ত্তা, সৃষ্টিকর্ত্তা স্মরণ হেতু, অর্থাৎ সৃষ্টির প্রথমে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা বেদশাস্ত্র স্মরণ করিয়া ইন্দ্র-চন্দ্র-সূর্য্যাদি সৃষ্টি করেন।

যদি বলেন—এই প্রকার স্বীকার করিলে "যাহা হইতে এই জগতের জন্মাদি হয়" ইত্যাদি বাক্যের কি গতি হইবে? তদুত্তরে শ্রীভাগবতে শ্রীব্রহ্মা স্বয়ং বলিয়াছেন—"আমি শ্রীভগবান কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া সৃষ্টি করি" ইত্যাদি।

শঙ্কা—যদি বলেন—কঠ কর্ত্তৃক যাহা কথিত হইয়াছে তাহা কাঠক, বেদ নিত্য স্বীকার করিলে এই নাম নির্ব্বচন কি প্রকারে সঙ্গতি হইবে?

সমাধান—এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—কাঠক ইত্যাদি। বেদবিশেষের যে কাঠকাদি

বাচিত্বং তত্তচ্ছব্দেন তত্তদর্থং তত্তচ্ছরীরঞ্চ স্মৃতিপূর্ব্বিকা তত্তদর্থসৃষ্টিঃ। তথা চ—"মন্ত্রকৃতো বৃণীতে" "নম ঋষিভ্যো মন্ত্রকৃদ্‌ভ্যঃ" (আরণ্য° প্র° ৭।১।১) "সোঽয়মগ্নিরিতি বিশ্বামিত্রস্য সূক্তম্ভবতি" যজুঃ, কা° প্র° ৫।২।৩।৩, ইত্যাদিভির্ব্বশিষ্ঠাদীনাং মন্ত্রকৃত্ত্ব-কাণ্ডকৃত্ত্ব-ঋষিত্বাদৌ প্রত ক্ষমানেঽপি বেদস্য নিত্যত্বং সুসিদ্ধমেব। তথা চ—"মন্ত্রকৃতো বৃণীতে" ইত্যাদিভির্ব্বেদশব্দৈঃ তত্তৎকাণ্ড-সূক্ত-মন্ত্র-কৃতাং ঋষীণাং আকৃতি শক্ত্যাদিকং বিমৃশ্য তত্তদাকারান্ তত্তচ্ছক্তিযুক্তাংশ্চ সৃষ্ট্বা ব্রহ্মা তান্ ঋষীনেব তত্তন্মন্ত্রাদি স্মরণে বিনিযুঙ্‌ক্তে, তে ঋষয়শ্চ প্রজাপতিনা আহিতশক্তয়ঃ তত্তদনুগুণং তপস্তপ্ত্বা নিত্যসিদ্ধান্ পূর্ব্ব পূর্ব্ব বসিষ্ঠাদিঋষিদৃষ্টান্ তানেব বেদমন্ত্রাদীন্ অধ্যয়নমকৃত্বৈব স্বরতো বর্ণতশ্চাস্খলিতান্ পশ্যন্তি, অতো ন তেষাং মন্ত্রস্রষ্টৃত্বং কিন্তু দ্রষ্টৃত্বমেব।

এবমেবাহ—যাস্কঃ—"ঋষের্দর্শনাৎ" মন্ত্রদ্রষ্টৃত্বাত্তেষাং ঋষিত্বমিতি। তস্মাদ বেদস্য নিত্যত্বমিতি সিদ্ধম্॥ অত্রেদং বিচার্য্যম্, অথ শ্রীমৎসায়ণাচার্য্যকৃতা ঋগ্বেদভাষ্যভূমিকানুসারেণ বেদস্য নিত্যত্বংপ্রতিপাদ্যতে।

সংজ্ঞা তাহা কিন্তু ঐ বেদবিশেষের কঠ প্রভৃতি ঋষিগণ কর্ত্তৃক সৃষ্টির প্রথমে উচ্চরিত বা প্রচার করা হইয়াছে, সুতরাং সেই বেদ ভাগ সেই ঋষির নামেই জগতে প্রচলিত হইয়াছে। অর্থাৎ—ইন্দ্র, চন্দ্র, কঠ, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি দেব ও ঋষিবাচক শব্দসকলের, সেই সেই দেবতা ও ঋষিগণের আকার বাচক সেই সেই শব্দের দ্বারা তাহার অর্থ, সকলের শরীর স্মরণ করিয়া পূর্ব্বকল্পের সমান সেই সকল সৃষ্টি করেন। বিশেষ বক্তব্য এই যে—"মন্ত্রকারগণকে বরণ করিতেছেন, মন্ত্রকারি ঋষিগণকে নমস্কার" "সেই এই অগ্নি হয়" এই প্রকার ঋষি বিশ্বামিত্রের সূক্ত হয়। ইত্যাদি প্রমাণের দ্বারা বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিগণের মন্ত্রকর্ত্তা, কাণ্ডকর্ত্তা এবং ঋষিত্ব প্রভৃতি প্রতীতি হইলেও বেদশাস্ত্রের নিত্যত্ব সুপ্রসিদ্ধ।

এই বিষয়ে "মন্ত্রপ্রকটকারি ঋষিগণকে বরণ করিতেছেন" ইত্যাদি বেদশব্দের দ্বারা সেই সেই কাণ্ড, সূক্ত মন্ত্রকারি ঋষিগণের আকৃতি ও শক্তি প্রভৃতি বিচার করিয়া সেই প্রকার আকার এবং সেই সেই শক্তিযুক্ত ঋষিগণকে সৃষ্টি করতঃ ব্রহ্মা সেই ঋষিগণকেই সেই সেই মন্ত্রাদি স্মরণের নিমিত্ত নিযুক্ত করেন। সেই ঋষিগণও প্রজাপতি ব্রহ্মা কর্ত্তৃক আহিত শক্তি হইয়া পূর্ব্বকল্পের ঋষির সমান তপস্যা করিয়া নিত্যসিদ্ধ পূর্ব্ব পূর্ব্ব বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ কর্ত্তৃক পরিদৃষ্ট সেই বেদমন্ত্র সকলেই অধ্যয়ন না করিয়াই তপস্যার প্রভাবে স্বর এবং বর্ণের সহিত কোন প্রকার স্খলিত না হইয়া মন্ত্র সকলকে দর্শন করেন। সুতরাং ঋষিগণ মন্ত্রের স্রষ্টা নহেন, কিন্তু মন্ত্রের দ্রষ্টা বা দর্শন কর্ত্তা।

এই বিষয়ে যাস্ক বলিয়াছেন—নিত্য সিদ্ধ বেদমন্ত্র দর্শন করার নিমিত্ত ইহাদিগকে ঋষি বলা হয়। অর্থাৎ তাঁহারা মন্ত্রদ্রষ্টা অতএব তাঁহারা ঋষি। অতএব বেদের নিত্যতা সিদ্ধ হইল।

বেদ বিষয়ে এই স্থলে বিচার্য্য এই প্রকার হয়। অনন্তর শ্রীমৎ সায়নাচার্য্যপাদ বিরচিত ঋগ্‌-বেদ ভাষ্য ভূমিকার অনুসারে বেদশাস্ত্রের নিত্যতা প্রতিপাদন করিতেছেন।

নন্থু বেদ এব তাবন্নাস্তি, তথাহি কোঽয়ং বেদো নাম ? নহি বেদস্ত লক্ষণং প্রমাণং বা অস্তি। ন চ লক্ষণং প্রমাণং বা ব্যতিরেকেণ কিঞ্চিদ্ বস্তু প্রসিদ্ধ্যতি।

তস্মাৎ প্রমাণ লক্ষণে অবশ্য বক্তব্যে। যতঃ "লক্ষণ প্রমাণাভ্যাং হি বস্তু সিদ্ধিঃ" ইতি সর্ব্বেষাং ন্যায়বিদাং মতম্। ন চ "প্রত্যক্ষানুমানাগমেষু" (সাং০ সূ০ ১।৮৮) প্রমাণবিশেষেষু অন্তিমো বেদঃ" ইতি তল্লক্ষণমিতি বাচ্যম্। মন্বাদিস্মৃতিষু অতিব্যাপ্তেঃ। "সময় বলেন সম্যক্ পরোক্ষানুভব সাধনম্" ইত্যাগম-লক্ষণস্য তাসু স্মৃতিষ্বপি বিদ্যমানত্বাৎ। ন চ "অপৌরুষেয়ত্বে সতি" ইতি বিশেষণাদদোষঃ। তথা চ—অপৌরুষেয়ত্বে সতি সময়বলেন সম্যক্ পরোক্ষানুভব সাধনম্" ইতি বাচ্যম্, বেদস্যাপি পরমেশ্বর নির্ম্মিতত্বেন পৌরুষেয়ত্বাদিতি। "বিমতং বেদবাক্যং পৌরুষেয়ং বাক্যত্বাৎ কালিদাসাদি বাক্যবৎ"। ন চ শরীরধারি-পুরুষ নির্ম্মিতত্বাভাবৎ অপৌরুষেয়ত্বমিতি বাচ্যম্। "সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ" (ঋক্ ১০ ৯০।১) ইত্যাদি শ্রুত্যা ঈশ্বরস্যাপি শরীরিত্বাৎ। ন চ কর্ম্মফলরূপ-শরীরধারি-জীবনির্ম্মিতত্বাভাবমাত্রেণ অপৌরুষেয়ত্বমিতি বাচ্যম্।

চার্ব্বাক বৌদ্ধ প্রভৃতি নাস্তিকগণের বেদ বিষয়ে এই প্রকার আপত্তি—বেদ বলিয়া কোন শাস্ত্রই নাই। সেই বস্তু কি ? যাহার নাম বেদ ? কারণ বেদের কোন প্রকার লক্ষণ বা প্রমাণ নাই, এই জগতে লক্ষণ অথবা প্রমাণ বিনা কোন বস্তু সিদ্ধ হয় না।

আপনারা বেদ বলিয়া যদি কোন বস্তু বা শাস্ত্র স্বীকার করেন, তাহা হইলে বেদের লক্ষণ এবং প্রমাণ নির্ণয় করা উচিত। যেহেতু "প্রমাণ এবং লক্ষণের দ্বারাই বস্তু সিদ্ধ হয়" এই প্রকার সকল নৈয়ায়িকগণের অভিমত। যদি বলেন—"প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম" এই প্রমাণ ত্রয়ের মধ্যে অন্তিম যে প্রমাণ তাহাই বেদ, ইহাই বেদের লক্ষণ, এই প্রকার বেদের লক্ষণ বলিতে পারেন না। এই লক্ষণ মনুস্মৃতি প্রভৃতিতে অতিব্যাপ্তি হইবে। কারণ—সঙ্কেত সামর্থ্যের দ্বারা পরোক্ষ বস্তুর সম্যক্ অনুভবের সাধন যাহা তাহা আগম"। এই আগমের লক্ষণ মনুস্মৃতি প্রভৃতিতেও বিদ্যমান আছে, সুতরাং তাহাও বেদ হইবে।

যদি বলেন—'অপৌরুষেয়ত্ব প্রযুক্ত' এই প্রকার বিশেষণ সংযোজন করিয়া দোষ মুক্ত করিব। অর্থাৎ—যাহা অপৌরুষেয় এবং সঙ্কেত সামর্থ্যের দ্বারা পরোক্ষ বস্তুর সম্যক্ অনুভব করায়" এইরূপ বেদের লক্ষণে কোন প্রকার দোষ হইবে না। আপনারা এই প্রকারও বলিতে পারেন না। যে হেতু—বেদ শাস্ত্রও পরমেশ্বরের নির্ম্মিত বলিয়া পৌরুষেয়। এই বিষয়ে এই প্রকার অনুমান হয়—আপনাদের অভিমত বেদবাক্য পৌরুষেয়, যে হেতু তাহা বাক্য, যেমন মহাকবি কালিদাস প্রভৃতির বাক্য"।

যদি বলেন—শরীরধারি পুরুষ কর্ত্তৃক বেদ নির্ম্মাণ করা হয় নাই অতএব অপৌরুষেয়" এই কথাও বলিতে পারেন না। "যিনি সহস্র মস্তকধারী পুরুষ" ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণের দ্বারা ঈশ্বরেরও শরীর আছে, সুতরাং "অশরীরী পুরুষ নির্ম্মিত বেদ" এই প্রকার বলিতে পারেন না।

যদি বলেন—কর্ম্মফলরূপ শরীর ধারী জীব কর্ত্তৃক নির্ম্মাণের অভাবকে অপৌরুষেয় বলিব,

জীববিশেষৈরগ্নিবায়্বাদিত্যৈর্বেদানামুৎপাদিতত্বাৎ, তথাহি—ঐত০ব্রা০ ৫।৩২, "ঋগ্বেদ এবাগ্নেরজায়ত যজুর্বেদো বায়োঃ সামবেদ আদিত্যাৎ" ইতি শ্রুতেঃ। ন চ "মন্ত্র-ব্রাহ্মণাত্মকঃ শব্দরাশির্বেদঃ" ইতি তল্লক্ষণমিতি বাচ্যম্।

ঈদৃশং ব্রাহ্মণং ঈদৃশো মন্ত্রঃ ইত্যনয়োরদ্যাপ্যনির্ণয়াৎ। তস্মাৎ নাস্তি কিঞ্চিৎ বেদস্য লক্ষণমিতি।

কিঞ্চ বেদস্য সদ্ভাবে ন কিঞ্চিৎ প্রমাণং পশ্যামঃ। ন চ "ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্বেদং সামবেদং আথর্বনং চতুর্থম্" (ছা০ ৭।১।২) ইত্যাদি বাক্যং বেদসদ্ভাবে প্রমাণমিতি বাচ্যম্, তস্যাপি বাক্যস্য বেদান্তঃপাতিত্বেন আত্মাশ্রয়দোষ প্রসঙ্গাৎ। ন খলু কশ্চিৎ নিপুণোঽপি স্ব-স্কন্ধমারোঢুং প্রভবতি। ন চ—"বেদ এব দ্বিজাতীনাং নিঃশ্রেয়সংকরং পরম্" (যা০ স্মৃতি০ ১।৪০) ইত্যাদি স্মৃতিবাক্যং প্রমাণমিতি বাচ্যম্, তস্যাপি বাক্যস্য শ্রুতি মূলত্বেন নিরাকৃতত্বাৎ।

তথা চ বেদস্য প্রমাণসদ্ভাবে প্রত্যক্ষাদিকং প্রমাণং ইতি শঙ্কিতুমপ্যযোগ্যম্। নন্নু—বেদস্য লোকপ্রসিদ্ধত্বাৎ প্রমাণমিতি—চেৎ—লোকপ্রসিদ্ধিঃ সার্ব্বজনীনঃ প্রতীতিঃ "নীলং নভঃ" ইতি ভ্রান্তত্বাৎ।

আপনারা এই কথাও বলিতে পারিবেন না, যে হেতু অগ্নি বায়ু আদিত্য প্রভৃতি জীব বিশেষ কর্ত্তৃক বেদ সকল উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা শ্রবণ করা যায়। যেমন—ঋগ্‌বেদ অগ্নি হইতে জাত হইয়াছে, যজুর্ব্বেদ বায়ু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সামবেদ আদিত্য হইতে জাত হইয়াছে" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য প্রমাণ আছে।

যদি বলেন—মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মক শব্দরাশিই বেদ" ইহাই বেদের লক্ষণ। আপনারা এই প্রকার বেদের লক্ষণ করিতে পারিবেন না, কারণ—এই প্রকার ব্রাহ্মণের লক্ষণ, এই প্রকার মন্ত্র ইত্যাদি অদ্যাবধি আপনারা নির্ণয় করিতে পারেন নাই। অতএব বেদের কোন প্রকার লক্ষণই নাই।

আরও বেদের সদ্ভাবে আমরা কোন প্রমাণ দেখিতেছি না। যদি বলেন—ছান্দোগ্যোপনিষদে বর্ণিত আছে—শ্রীনারদ শ্রীসনৎকুমারকে কহিলেন—হে ভগবন্! আমি ঋগ্‌বেদ অধ্যয়ন করিয়াছি যজুর্ব্বেদ, সামবেদ ও চতুর্থ অথর্ব্ববেদ অধ্যয়ন করিয়াছি" ইত্যাদি বাক্যই বেদের সদ্ভাব প্রমাণ।" আপনারা এই কথা বলিতে পারেন না, কারণ—আপনাদের এই প্রমাণ বাক্যও বেদের অন্তর্গত হওয়ায় আত্মাশ্রয় দোষ প্রসঙ্গ আসিয়া উপস্থিত হয়। বিশেষ কথা এই যে—জগতে কোন অতি নিপুণ ব্যক্তিও নিজে নিজের স্কন্ধে আরোহণ করিতে সমর্থ হয় না। অতএব বেদবাক্যের দ্বারা বেদের প্রামাণিকতা সিদ্ধ হয় না।

যদি বলেন—স্মৃতিশাস্ত্রে উল্লেখ আছে—"এক মাত্র বেদশাস্ত্রই দ্বিজাতিগণের পরম নিঃশ্রেয়স্কর বা মঙ্গলকারী" ইত্যাদি স্মৃতি বাক্যই বেদের সদ্ভাবের প্রমাণ। এই প্রমাণও আপনাদের যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ এই স্মৃতিবাক্যটিও শ্রুতি বা বেদমূলক হেতু নিরাকৃত হইয়াছে বুঝিবেন।

আরও যদি বলেন—বেদের প্রমাণ বিষয়ে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ হইবে" আপনাদের এই প্রকার শঙ্কা করিবারও যোগ্যতা নাই। যদি বলেন—সর্ব্বলোক প্রসিদ্ধ হেতু আমরা বেদশাস্ত্রের প্রমাণ স্বীকার

তস্মাৎ লক্ষণ প্রমাণ রহিতস্য বেদস্য কদাপি সদ্‌ভাবো নাঙ্গীকর্ত্তুং পার্য্যতে অস্মাভিরিতি শেষঃ।

ইত্যেবং নাস্তিকানাং পূর্ব্বপক্ষে সমুপস্থিতে সমাদধাতি শ্রীমদাচার্য্যপাদাঃ—অত্রোচ্যত ইতি। কো নাম ব্রূতে নাস্তি লক্ষণং বেদস্য। "মন্ত্র ব্রাহ্মণাত্মকত্বং বেদস্য লক্ষণম্" ইতি সর্ব্বদোষরহিতং বেদস্য লক্ষণমিত্যাহ—আপস্তম্বঃ—আপ০ পরি০—১।৩৩, "মন্ত্র ব্রাহ্মণয়োর্ব্বেদ নাম ধেয়ম্" যত্তুক্তং "অপৌরুষেয়ত্বম্" ন বেদস্য লক্ষণং পুরুষকৃতত্বাৎ, তদবিচারিতাভিধানম্। অত্র এবং মীমাংসাকৃৎ সূত্রম্—১।১।২৯, "উক্তং তু শব্দ পূর্ব্বত্বম্" তু শব্দো বেদানামনিত্যত্বং বারয়তি, শব্দস্য বেদরূপস্য কঠাদি পুরুষেভ্যঃ পূর্ব্বত্বং অনাদিত্বাৎ। অতঃ সূত্রব্যাখ্যান—প্রমাণত্বান্নিত্যত্বাচ্চ অপৌরুষেয়ত্বং বেদস্য।

যচ্চ শ্রীভগবৎকর্ত্তৃত্বং বেদস্য, তথাত্বেঽপি ন পৌরুষেয়ত্বং কিন্তু তৎ স্বরূপমেব, তথাহি শ্রীভাগবতে ৬।১।৪০, "বেদো নারায়ণঃ সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভূরিতি শুশ্রুম" অপি চ যথা ঘট পটাদি দ্রব্যাণাং স্বপ্রকাশকত্বাভাবেঽপি সূর্য্যচন্দ্রাদীনাং স্বপ্রকাশত্বমবিরুদ্ধম্, তথা মনুষ্যাদীনাং স্বস্কন্ধারোহাসম্ভবেঽপি, অকুণ্ঠিত শক্তের্ব্বে-

---

করিব। আপনাদের এই প্রমাণও দোষদুষ্ট, যেমন—সর্ব্বলোক প্রসিদ্ধ ও সকল লোকের প্রতীতি "নীল আকাশ" ইহা যেমন ভ্রম, সেই প্রকার সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ বেদশাস্ত্রও ভ্রমদোষ কর্ত্তৃক দূষিত। অতএব লক্ষণ এবং প্রমাণরহিত বেদশাস্ত্রের সদ্‌ভাব অথবা অস্তিত্ব-বেদ আছে' এই প্রকার আমরা কোন প্রকারে অঙ্গীকার করিতে পারিতেছি না।

এই প্রকার বেদ বিষয়ে নাস্তিকগণের পূর্ব্বপক্ষ সমুপস্থিত হইলে শ্রীসায়নাচার্য্যপাদ সমাধান করিতেছেন—অত্র ইত্যাদি। এই স্থলে আমাদের বক্তব্য এইরূপ—জগতের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি যে বলেন বেদের লক্ষণ নাই। "মন্ত্র ও ব্রাহ্মণাত্মকত্বই বেদের প্রকৃষ্ট লক্ষণ" ইহা সর্ব্বদোষ রহিত বেদশাস্ত্রের লক্ষণ, মহর্ষি আপস্তম্ব বলিয়াছেন—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের নাম বেদ।

আপনারা যে বলিয়াছেন—"অপৌরুষেয়ত্ব" বেদের লক্ষণ নহে, কারণ তাহা সহস্রমস্তকধারী পুরুষ কর্ত্তৃক রচিত। এই প্রকার আশঙ্কা আপনারা কোন প্রকার বিচার না করিয়াই বলিয়াছেন। এই বিষয়ে পূর্ব্বমীমাংসাকার শ্রীজৈমিনির সমাধান সূত্র এই প্রকার—শব্দ শাস্ত্র বেদের পূর্ব্বত্ব কথিত হইয়াছে। অর্থাৎ—সূত্রস্থ তু শব্দ বেদের অনিত্যতা নিবারণ করিতেছেন। শব্দরূপ বেদশাস্ত্রের কঠাদি পুরুষ হইতে প্রাচীনতা সিদ্ধ হয়, কারণ বেদ অনাদি হওয়ার হেতু। অতএব মীমাংসা সূত্রের ব্যাখ্যা অনুসারে—প্রমাণ নিত্য হওয়ার কারণ বেদশাস্ত্র অপৌরুষেয়।

আমরা বেদশাস্ত্র শ্রীভগবান কর্ত্তৃক বিরচিত স্বীকার করিলেও বেদের পৌরুষেয়ত্ব সিদ্ধ হয় না, কিন্তু বেদ শ্রীভগবানেরই স্বরূপ। এই বিষয়ে শ্রীভাগবতে শ্রীযমদূতগণ বলিয়াছেন—হে বৈষ্ণবগণ! স্বয়ম্ভূ শ্রীনারায়ণই সাক্ষাৎ বেদ' এই প্রকার আমরা শ্রবণ করিয়াছি।

আপনাদের আত্মাশ্রয়দোষ আশঙ্কার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই—যেমন ঘট-পট প্রভৃতি দ্রব্য সকলের স্বপ্রকাশত্ব ধর্ম্মের অভাব হইলেও, কিন্তু সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতির স্বপ্রকাশত্ব ধর্ম্মের কোন প্রকার

দস্য ইতর বস্তু প্রতিপাদকত্ববৎ স্বপ্রতিপাদকত্বমপ্যবিরুদ্ধম্।

কিঞ্চ বেদস্য অকুণ্ঠিত শক্তিত্বং প্রতিপাদয়ন্তি সম্প্রদায়বিদঃ—শা০ ভা০ ১।১।২, "চোদনা হি ভূতং ভবন্তং ভবিষ্যন্তং ব্যবহিতং বিপ্রকৃষ্টমিত্যেবং জাতীয়কমর্থং শক্নোতি অবগময়িতুম্"। তথা সতি বেদমূলায়াঃ স্মৃতেঃ, তদুভয়মূলায়া লোকপ্রসিদ্ধেশ্চ প্রামাণ্যং দুর্ব্বারম্। তস্মাৎ লক্ষণপ্রমাণসিদ্ধো বেদঃ, ন কেনাপি চার্ব্বাকাদিনা অপোঢুং শক্যতে। এতেন ছান্দোগ্যবাক্যমপি ব্যাখ্যাতং ভবতি।

অথ যদুক্তং বেদস্য সদ্‌ভাবে ন কিঞ্চিৎ প্রমাণং পশ্যামঃ" ইতি তদ্ ব্যাখ্যামঃ।

ননু অস্তু নাম বেদার্থঃ কশ্চিৎ পদার্থঃ, তথাপি নাসৌ ব্যাখ্যানমর্হতি, অপ্রমাণত্বেনানুপযুক্তত্বাৎ। ন হি বেদঃ প্রমাণম্, প্রমাণলক্ষণস্য বেদে দুঃসম্পাদত্বাৎ। তথাহি—"সম্যগনুভবসাধনং প্রমাণম্" ইতি কেচিৎ। "অনধিগতার্থগন্তৃ প্রমাণম্" ইত্যপরে। ন চ এতদুভয়ং বেদে সম্ভবতি। ন চ "মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মকো বেদঃ" ইতি বাচ্যম্।

বিরোধ হয় না, সেই প্রকার মানব নিজে নিজের স্কন্ধে আরোহণ করিতে অসমর্থ হইলেও, কিন্তু অকুণ্ঠিত শক্তিমান বেদের অন্য বস্তু প্রতিপাদন করিবার শক্তির সমান নিজকে প্রতিপাদন করিবার অকুণ্ঠিত শক্তি আছে, তাহাতে কোন প্রকার বিরোধ নাই।

আরও বেদের যে অকুণ্ঠিত শক্তি বিদ্যমান আছে তাহা সম্প্রদায়বিৎ শ্রীশবরস্বামিপাদ প্রতিপাদন করিতেছেন—চোদনা—বেদবাক্য অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ ব্যবধানযুক্ত দূরস্থিত এই জাতীয় অর্থ অবগত করাইতে সমর্থ হয়েন। সুতরাং বেদের অব্যাহত শক্তি বর্ত্তমান আছে।

আপনারা যে স্মৃতিশাস্ত্রের এবং লোক প্রসিদ্ধির অপ্রমাণ ও ভ্রম সিদ্ধ করিয়াছিলেন, তদুত্তরে আমরা বলি—বেদ অকুণ্ঠিত শক্তিমান হওয়ার জন্য বেদ মূলা স্মৃতি এবং বেদ ও স্মৃতিমূলক লোকপ্রসিদ্ধিরও প্রামাণ্য দুর্ব্বার, অর্থাৎ কেহ তাহার বিরোধ করিতে পারিবে না। অতএব লক্ষণ ও প্রমাণ সিদ্ধ বেদশাস্ত্র। কোন নাস্তিক চার্ব্বাকাদি কর্তৃক কোন প্রকারে অপলপিত হইবে না। এতদ্দ্বারা ছান্দোগ্যোপনিষদের আশঙ্কাবাক্যের সমাধান-ব্যাখ্যা করা হইল।

এই প্রকার বেদের লক্ষণ ও প্রমাণ প্রতিপাদন করতঃ তাঁহার সদ্‌ভাব প্রতিপাদন করিতেছেন। আপনারা যে বলিয়াছেন—বেদের সদ্‌ভাবে আমরা কোন প্রমাণ দেখিতেছি না" এই বিষয়ের ব্যাখ্যা করিতেছি।

শঙ্কা—আপনারা যদি বলেন—"বেদ নামে কোন পদার্থ আছে" তাহা না হয় স্বীকার করিলাম, তথাপি তাহা ব্যাখ্যা করিবার উপযুক্ত নহে, কারণ তাহার কোন প্রমাণ নাই, অতএব বেদ ব্যাখ্যা করিবার উপযুক্ত নহে। বেদ বলিয়া কোন প্রমাণ নাই, বেদে প্রমাণের লক্ষণ কোন প্রকারে সম্পাদন করিতে পারিবেন না। বেদের লক্ষণ কি? আপনাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন—'সম্যক্ অনুভব সাধনই বেদের প্রমাণ। অপরে বলেন—অনধিগত অর্থ অবগত করায়, ইহাই বেদের প্রমাণ। এই লক্ষণ দুইটি

মন্ত্রাণাং শাব্দবোধরাহিত্যত্বাৎ। তথাহি—অম্যক্ সা ত ইন্দ্র ঋষ্টিঃ" (ঋ০ ১।১৬৯।৩) "যাদৃস্মিন্ ধায়ি তমপস্যয়া বিদৎ" (ঋ০ ৫।৪৪।৮) "সৃণ্যেব জর্ভরী তুর্ফরীতু" (ঋ০ ১০।১০৫।৬) "আপান্ত মন্যুস্তৃপল প্রভর্ম্মা" (ঋ০ ১০।৮৬।৫) ন হি এতৈর্মন্ত্রৈঃ কশ্চিদর্থোঽববুদ্ধ্যতে। এতেষু মন্ত্রেষু অনুভব এব যদা নাস্তি, তদা বেদলক্ষণং সম্যক্ত্বং তদীয় সাধনত্বঞ্চ দুরাপেতম্।

কিঞ্চ "অধঃ স্বিদাসীতদুপরিস্বিদাসীৎৎ, (ঋ০ ১০।১২৯।৫) ইতি মন্ত্রস্য বোধকত্বেঽপি "স্থাণুর্ব্বা পুরুষো বা" ইত্যাদি বাক্যবৎ সন্দিগ্ধত্বাৎ নাস্তি প্রামাণ্যম্। তস্মাৎ 'সম্যগনুভবসাধনং প্রমাণম্' ইতি নিরস্তম্।

যত্তু দ্বিতীয় লক্ষণং তদপি ন প্রমাণযোগ্যম্ তথাহি—"আপ উন্দন্তু" (তৈ০ সং ১।২।১।১) ইতি মন্ত্রো যজমানস্য ক্ষৌরকালে জলেন শিরসঃ ক্লেদনম্। "শুভিকে শির আরোহ শোভয়ন্তি মুখং মম" (আপস্তম্বমন্ত্রপাঠ—২।৮।৯) ইতি মন্ত্রো বিবাহকালে মঙ্গলাচরণার্থং পুষ্পনির্ম্মিতায়াঃ শুভিকায়া বরবধ্বোঃ শিরসি অবস্থানং ব্রূতে, তয়োশ্চ মন্ত্রয়োর্লোকপ্রসিদ্ধানুবাদিত্বাৎ অনধিগতার্থগন্তৃত্বং নাস্তি, তস্মান্মন্ত্রভাগো ন প্রমাণম্।

বেদে সম্ভব হয় না। যদি বলেন—মন্ত্র ব্রাহ্মণাত্মক বেদ' ইহাই বেদের লক্ষণ, আপনারা তাহা বলিতে পারেন না, কারণ বেদমন্ত্র সকলের কোনরূপ শব্দবোধ হয় না। যেমন—

'অম্যক্ সা ত ইন্দ্র ঋষ্টিঃ' 'যাদৃস্মিন্ ধায়ি তমপস্যয়া বিদৎ' 'সৃণ্যেব জর্ভরী তুর্ফরীতু' 'আপান্ত মন্যুস্তৃপল প্রভর্ম্মা' এই সকল মন্ত্রের দ্বারা কোন অর্থেরই বোধ করায় না, সুতরাং এই বেদমন্ত্র সকলে যখন কোন শব্দেরই অনুভব হইতেছে না, তখন বেদলক্ষণের সম্যক্ত্ব এবং বেদের সাধন বা শাব্দবোধ প্রামাণাদি স্বভাবতঃই সুদূরোৎসারিত হইতেছে। আরও বিশেষ কথা এই যে—"যিনি নিম্নে আছেন যিনি ঊর্দ্ধে আছেন" এই মন্ত্রের কোন প্রকারে শাব্দবোধ হইলেও এই মন্ত্র—"এইটি কি স্থাণু? অথবা পুরুষ দাঁড়াইয়া আছে" ইত্যাদি বাক্যের সমান সন্দেহ যুক্ত হওয়ায় বেদের প্রামাণ্যতা সিদ্ধ হইতেছে না। অতএব এই সকল বেদ মন্ত্রের দ্বারা কোনরূপ শাব্দবোধ হইতেছে না, সুতরাং "সম্যক্ অনুভব সাধন" যে বেদের সদ্ভাবে প্রমাণ বলিয়াছেন তাহা নিরস্ত হইল।

আপনাদের যে দ্বিতীয় লক্ষণ অর্থাৎ অনধিগত অর্থ বোধ করায়" তাহাও বেদের সদ্ভাবের প্রমাণ হইতে পারে না। যেমন—'আপ উন্দন্তু' এই মন্ত্র যজমানের ক্ষৌরকালে জলের দ্বারা মস্তক আদ্র করা বুঝায়, পুনঃ—'শুভিকে! শির আরোহ শোভয়ন্তি শিরং মম' এই মন্ত্র বিবাহকালে মঙ্গলাচরণের নিমিত্ত পুষ্প নির্ম্মিত শুভিকার (মালা) বর ও বধুর মস্তকে অবস্থান বোধ করায়। এই মন্ত্রদ্বয়ের লোকপ্রসিদ্ধ ব্যবহার বা বাক্যের পুনঃ কথনমাত্র হওয়ায় এই মন্ত্রদ্বয়ের অনধিগত অর্থ বোধ করার অভাব হইতেছে। সুতরাং মন্ত্র ব্রাহ্মাণাত্মক যে বেদ তন্মধ্যে মন্ত্রভাগের সদ্ভাবে কোন প্রমাণই নাই, অতএব বেদ বলিয়া কোন বস্তুও জগতে নাই।

অথ ইত্যেবং মন্ত্রভাগে আক্ষিপ্তে সমাদধাতি অম্যগাদিমন্ত্রাণামর্থো যাস্কেন নিরুক্তগ্রন্থেঽববোধিতঃ। অতো নিরুক্তপরিচয়রহিতানাং অনববোধো ন মন্ত্রাণাং দোষমাবহতি। অত্রৈবং লৌকিকন্যায়ঃ—নিরুক্তঃ—১।১৬, 'নৈষ স্থাণোরপরাধো যদেনমন্ধো ন পশ্যতি, পুরুষাপরাধঃ স ভবতি' যদুক্তং 'অম্যক্ সা ত ইন্দ্রঃ' 'সৃণ্যেব জর্ভরী তুর্ফরীতু' তত্রোত্তরং' সূত্রয়তি শ্রীমজ্জৈমিনিঃ—১।২।৪১ 'সতঃ পরমবিজ্ঞানম্' শাং ভাং— বিদ্যমান এবার্থঃ প্রমাদালস্যাদিভির্ন বিজ্ঞায়তে। তেষাং নিগম-নিরুক্ত-ব্যাকরণ-বশেন ধাতুতোঽর্থঃ পরিকল্পয়িতব্যঃ। সৃণ্যেব" ইতি। সৃণ্যেব জর্ভরী তুর্ফরীতু নৈতোশেব তুর্ফরী পর্ফরীকা। উদন্যজেব জেমনা মদেরূ তা মে জরায্বজরং মরায়ু॥ আশ্বিনং চেদং সূক্তম্। জর্ভরী—ভর্ত্তারৌ, তুর্ফরীতু—হন্তারৌ। ব্যাখ্যা চ—শবরভাষ্যানুসারেণ—সৃণিঃ—অঙ্কুশঃ, সরণসাধনত্বাৎ তমর্হন্তৌ, তত্র বা সাধূ ইতি সৃণ্যাবর্থাৎ কুঞ্জরৌ, আকারশ্ছন্দসি দ্বিবচনাদেশঃ। তাবিবাত্যর্থং জৃম্ভমানাবষ্টাঙ্গ প্রহরণ ব্যাপৃতৌ, জর্ভরী। তুর্ফরীতু—হিংসন্তৌ। নিতোশতির্বধকর্ম্মা। তৎকারিণৌ নৈতোশৌ যোদ্ধারৌ, তাবিবিতি, তুর্ফরী—ত্বরমাণৌ, হিংসকাবিতি বা। পর্ফরীকা—শোভাযুক্তৌ, উদন্যতিঃ পিপাসার্থঃ তত্র জাতৌ, উদন্যজৌ প্রাবৃষিজৌ চাতকৌ, জেমনৌ উদকবন্তৌ, জেম—শব্দাৎ পামাদিবিহিতো মত্বর্থীয়ো ন প্রত্যয়ঃ। তৌ যথোদকলাভেন

এই প্রকার নাস্তিকগণ কর্ত্তৃক বেদের মন্ত্রভাগের প্রতি আক্ষেপ প্রকাশ করিলে সমাধান করিতেছেন—অম্যক্ প্রভৃতি মন্ত্র সকলের অর্থ আচার্য্য যাস্ক কর্ত্তৃক নিরুক্ত গ্রন্থে এই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সুতরাং যাহাদের শ্রীযাস্ক বিরচিত নিরুক্ত গ্রন্থের সহিত পরিচয় নাই তাহাদের বেদমন্ত্রে শাব্দবোধ হইবে কেন, তাহাদের বোধ না হইলে বেদমন্ত্রের দোষ নাই।

এই বিষয়ে একটি লৌকিক ন্যায় আছে—যেমন, অন্ধপুরুষ যদি স্থাণুকে দেখিতে না পায় তাহা হইলে উহা স্থাণুর দোষ নহে, পুরুষেরই অপরাধ হয়।

আপনারা যে 'অম্যক্' এবং 'সৃণ্যেব' মন্ত্রদ্বয়ের ব্যর্থতা বলিয়াছেন, তদুত্তরে মহর্ষি জৈমিনি এই প্রকার সূত্র করিয়াছেন—বস্তু বিদ্যমান আছে কিন্তু তাহার জ্ঞান নাই। এই সূত্রের শ্রীশবরস্বামী এই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—প্রত্যেক মন্ত্রের অর্থ বিদ্যমান আছে, কিন্তু প্রমাদ, আলস্য ইত্যাদির দ্বারা মূর্খ মানব জানিতে পারে না, এই প্রকার দুরূহ শব্দসকলের নিগম, নিরুক্ত ও ব্যাকরণের অনুশাসনের দ্বারা এবং ধাতু হইতে অর্থ পরিকল্পনা করিতে হইবে, অথবা অবগত হইতে হইবে।

সৃণ্যেব—ইত্যাদি সূক্তের অর্থ এইরূপ—এই মন্ত্রটি অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের বিষয়ে বর্ণনা করা হইয়াছে—শ্রীশবর স্বামী অনুসারে ব্যাখ্যা—সকল শব্দ দ্বিবচনান্ত—, জর্ভরী—ভর্ত্তা, তুর্ফরীতু—হননকর্ত্তা, সৃণি—অঙ্কুশ, সরণসাধনহেতু—অর্থাৎ গমনের সাধন প্রাপ্ত করেন, অথবা তাহাতে অবস্থান করেন, এই অর্থে সৃণৌ অর্থাৎ কুঞ্জর, মদমত্ত হস্তীর ন্যায় জৃম্ভন করতঃ অষ্টাঙ্গ প্রহরণে ব্যাপৃত, এই সমুদায় 'সৃণ্যেব জর্ভরী' অংশের অর্থ। তুর্ফরীতু—হননকর্ত্তা, নিতোশতি—বধকর্ম্ম, যাহারা বধ করে তাহারা নৈতোশ—অর্থাৎ যোদ্ধা, তুর্ফরী—ত্বরাকারী, অথবা হিংসক, পর্ফরীকা—শোভাযুক্ত উদন্যতি—পিপাসার্থ সেই

মত্তৌ ভবতঃ, তথেম্মৌ যৌ মদেরু (মত্তৌ) তৌ মে জরায়ুমরায়ু জরা-মরণধর্ম্মকং অর্থাৎ শরীরমজরমমরং চ কুরুতাম্ ইতি। তথা চ—যাবঙ্কুশ চোদিতাবিব কুঞ্জরৌ সর্ব্বতো জৃম্ভমাণৌ শত্রূণাং নিহন্তারৌ ভবতঃ, হিংস্রাবিব চ হিংসনব্যাপৃতৌ দাক্ষ্যেণ চ শোভেতে, চাতকাবিব চোদকলাভেন মদাৎ প্রীয়েতে, তাবুভাবপি জরামরণয়োঃ কুপিতাবিব অজরত্বস্য অমরত্বস্য বা প্রীতাবজরমমরং মে শরীরং বিধত্তামিতি। এবং "অধঃ স্বিদাসীৎ" ইত্ত্রি মন্ত্রশ্চ ন সন্দেহাত্মকঃ।

কিঞ্চ জগৎকারণস্য পরবস্তুনোঽতি গম্ভীরত্বং নিশ্চেতুমেব প্রবৃত্তঃ, তদর্থমেব হি গুরু-শাস্ত্র-সম্প্রদায় রহিতৈর্দুর্বোধত্বমিতি। ঔষধ্যাদি মন্ত্রেষু অপি চেতনা এব তত্তদভিমানিদেবতাঃ তেন তেন নাম্না সম্বোধ্যতে। অপি চ—যজমানস্য জলাদি দ্রব্যেণ শিরঃ ক্লেদনাদেলোকপ্রসিদ্ধত্বেঽপি তদভিমানিদেবতানুগ্রহস্য অপ্রসিদ্ধত্বাৎ তদ্‌বিষয়ত্বেন অজ্ঞাতার্থ জ্ঞাপকত্বম্। তস্মাল্লক্ষণ সদ্ভাবাদস্তি মন্ত্র ভাগস্য প্রামাণ্যম্।

নন্বু 'অভ্রিরসি নারিরসি' (বাজ০ সং—১১।১০) ইত্যারভ্য—ত্রৈষ্টুভেন ত্বা ছন্দসাদদে' (তৈ০ সং—৪।১।১।৩) ইতি মন্ত্র আম্নাতঃ। পুনঃ—ত্বাং চতুর্ভিরভ্রিমাদত্তে' তৈ০ সং ৫।১।১।৪, তদেতৎ বিধানং ত্বৎ পক্ষে ব্যর্থং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যোত্তরং সূত্রয়তি—(জৈ০ সূ০ ১।২।৩৩) 'গুণার্থেন পুনঃ শ্রুতিঃ' মন্ত্রেণ প্রতী-

---

স্থানে জাত, উদজ্জ, অর্থাৎ বৃষ্টিকালে জাত চাতক পক্ষী বিশেষ। জেমনৌ—উদকবন্ত, জেম শব্দের উত্তরে পামাদি মত্বর্থীয় ন প্রত্যয়। ঐ চাতক পক্ষী যে প্রকার জললাভের দ্বারা মত্ত হয় সেই যে—'মদেরু' মত্ত তাহারা আমার জরায়ুমরায়ু জরামরণধর্ম্ম, অর্থাৎ শরীর অজর অমর করুন। অর্থাৎ—যেমন অঙ্কুশ দ্বারা উত্তেজিত কুঞ্জর দ্বয় চতুর্দ্দিকে জৃম্ভন করতঃ শত্রুগণের হননকর্ত্তা হয়, হিংসকের ন্যায় হিংসন কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে এবং দক্ষতায় শোভাসম্পন্ন হয়, চাতকের সমান জল লাভ করিয়া মদভরে প্রীতিলাভ করে, সেই প্রকার অশ্বিনীকুমারদ্বয় জরা-মরণের প্রতি কোপ করিয়া অজরত্ব ও অমরত্বের বিধান করুন। অথবা প্রীত হইয়া আমার শরীরকে অজর-অমর করুন, ইহাই অর্থ।

এবং আপনারা যে "অধঃ স্বীদাসীৎ" এই মন্ত্র সন্দেহাত্মক বলিয়াছেন, তাহা সেই প্রকার নহে, কারণ এই মন্ত্র জগৎকারন পরব্রহ্ম বস্তুর অতি গম্ভীরতা নিশ্চয় করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন। সুতরাং এই মন্ত্রের অর্থ শ্রীগুরু, শাস্ত্র এবং সম্প্রদায় রহিত নাস্তিকগণের দুর্ব্বোধ।

এই প্রকার 'ঔষধী' ইত্যাদি মন্ত্রেও চেতন ধর্ম্মযুক্ত সেই সেই অভিমানী দেবতাকে সেই সেই নামের দ্বারা সম্বন্ধযুক্ত করা হয়। আরও—যজমানের জলাদি দ্রব্যের দ্বারা মস্তক আদ্র প্রভৃতি লোক-প্রসিদ্ধ হইলেও জলাভিমানী দেবতার যে অনুগ্রহ তাহা লোকে প্রসিদ্ধি নাই, সুতরাং ঐ বিষয়েই বেদের অজ্ঞাত বিষয় জ্ঞাপকতা রূপ লক্ষণ বা প্রমাণ সিদ্ধ হয়। অতএব বেদের মন্ত্রভাগের লক্ষণ সদ্ভাব হেতু প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হইবে।

শঙ্কা—যদি বলেন—অভ্রিরসি—'তুমি খনিত্র কোদাল হও, শত্রু নহ' এই প্রকার আরম্ভ করিয়া 'ত্রৈষ্টুভেন' ইত্যাদি পর্য্যন্ত মন্ত্র বর্ণন করিয়াছেন। পুনরায় 'ত্বাং' ইত্যাদি মন্ত্র বর্ণনা করিয়াছেন, এই

তস্যৈবার্থস্য ব্রাহ্মণে যৎ পুনঃ শ্রবণং তদেতচ্চতুঃ সংখ্যালক্ষণগুণবিধানার্থত্বেন উপযুজ্যতে। এতস্য বিধানস্যাভাবে চতুর্ণাং মন্ত্রাণাং মধ্যে যেন কেনাপ্যেকেন অভ্রিরাদীয়তে। বিস্তরস্তু তত্রৈব দ্রষ্টব্যঃ।

অথ সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে—১।৪, চার্ব্বাকাঃ—ননু পারলৌকিক সুখাভাবে বহুবিত্তব্যয়-শরীরায়াসসাধ্যেঽগ্নিহোত্রাদৌ বিদ্যাবৃদ্ধাঃ কথং প্রবর্ত্তিষ্যন্তে? ইতি চেৎ—তদপি ন প্রমাণকোটিং প্রবেষ্টুমিষ্টে। অনৃত—ব্যাঘাত-পুনরুক্তদোষৈঃ দূষিততয়া বৈদিকম্মন্যৈরেব ধূর্ত্তবকৈঃ পরস্পরং—কর্ম্মকাণ্ড প্রামাণ্যবাদিভিঃ জ্ঞানকাণ্ডস্য, জ্ঞানকাণ্ডপ্রামাণ্যবাদিভিঃ কর্ম্মকাণ্ডস্য চ প্রতিক্ষিপ্তত্বেন, ত্রয্যা ধূর্ত্তপ্রলাপমাত্রত্বেন অগ্নিহোত্রাদেঃ জীবিকামাত্র প্রয়োজনত্বাৎ।

তথা চ আভাণকঃ—'অগ্নিহোত্রং ত্রয়ো বেদাস্ত্রিদণ্ডং ভস্মগুণ্ঠনম্। বুদ্ধিপৌরুষহীনানাং জীবিকেতি বৃহস্পতিঃ॥ এতদেব বিবেচিতং ভগবতা কণাদেন—১।১।৩, 'তদ্ বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যম্' ইতি সূত্রে চার্ব্বাকস্যৈব পূর্ব্বপক্ষানুদ্ধৃত্বা ব্যাখ্যাঞ্চকার।

প্রকার অভ্রি গ্রহণের বিধান আমরা ব্যর্থ মনে করি এবং আপনাদের পক্ষেও ব্যর্থ-ই হইবে।

সমাধান—এই আশঙ্কার উত্তরে মহর্ষি জৈমিনি সমাধান সূত্র করিতেছেন—গুণ বিধানের জন্য পুনঃ শ্রবণ করিতে হয়। অর্থাৎ—মন্ত্রভাগের দ্বারা প্রতীত (জ্ঞাত) অর্থের ব্রাহ্মণভাগে যে পুনরায় বিধান করা হইয়াছে, তাহা চতুঃসংখ্যারূপ গুণের বিধানের নিমিত্তই হইয়াছে, এই চারিটির কোন বিধান না থাকিলে চারিটির মধ্যে যে কোন একটি মন্ত্রের দ্বারা কোদাল গ্রহণ করিতে পারা যায়। বেদ বিষয়ে বিশেষ আশঙ্কা এবং সমাধান জানিতে হইলে শ্রীসায়নাচার্য্যের বেদভাষ্য ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ গ্রন্থে নাস্তিকগণ এই প্রকার আশঙ্কা করিয়াছেন—চার্ব্বাকগণ বলেন—যদি আপনারা বলেন—যদি পারলৌকিক সুখ না থাকে, তাহা হইলে বহুবিত্তব্যয়, অনেক শরীর কষ্ট সাধ্য অগ্নিহোত্রাদি যাগে বিদ্যাবৃদ্ধ মনীষিগণ কেন প্রবর্ত্তিত হইবেন? আপনাদের এই যুক্তির উত্তর এই যে—তথাপি বেদ প্রমাণ কোটির মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না, কারণ—বেদ মিথ্যা ব্যাঘাত ও পুনরুক্ত দোষের দ্বারা দুষ্ট হইয়াছে এবং বৈদিকাভিমানী বকধূর্ত্তগণ কর্ত্তৃক তাহা খণ্ডন করা হইয়াছে, যেমন—কর্ম্মকাণ্ড প্রামাণ্যবাদী বকধূর্ত্তগণ কর্ত্তৃক জ্ঞানকাণ্ডের প্রতিক্ষেপ করা হইয়াছে, তথা জ্ঞানকাণ্ড প্রামাণ্যবাদী বকধূর্ত্তগণ কর্ত্তৃক কর্ম্মকাণ্ডের প্রতিক্ষেপ করা হইয়াছে। সুতরাং পরস্পরে খণ্ডন করা হেতু, বৈদিকধূর্ত্তগণের প্রলাপ মাত্র বেদ এবং অগ্নিহোত্রাদির প্রয়োজন জীবন পালন করা মাত্র, পরলোকের নিমিত্ত নহে।

এই বিষয়ে আমাদের প্রাচীন শ্লোক আছে—অগ্নিহোত্রাদি যাগ বেদসকল সন্ন্যাস গ্রহণ, ভস্মধারণ প্রভৃতি যাহাদের বুদ্ধি ও কোন প্রকার পৌরুষ নাই তাহাদের জীবিকা অর্জ্জন করিবার নিমিত্ত করা হইয়াছে, বৃহস্পতি এই প্রকার বলেন।

ভগবান কণাদ বেদ সম্বন্ধে এই সকল বিবেচনা করিয়াছেন। তিনি "তাঁহার বচন হেতু আম্নায়ের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হইবে" বলিয়াছেন। এই সূত্রে তিনি চার্ব্বাকেরই পূর্ব্বপক্ষ সকলকে

ভগবতা গৌতমেনাপি তথৈব শঙ্কিতম্, "তদপ্রামাণ্যমনৃত-ব্যাঘাত- পুনরুক্ত দোষেভ্যঃ" অত্র বাৎস্যায়ন ভাষ্যম্—(ন্যাং সূং—২।১।৫৬) পুত্রকামেষ্টি হবনাভ্যাসেষু। তস্যেতি শব্দ বিশেষমেবাধিকুরুতে ভগবান্ ঋষিঃ। শব্দস্য প্রমাণত্বং ন সম্ভবতি।

কস্মাৎ—অনৃতদোষাৎ। পুত্রকামেষ্টৌ—পুত্রকামঃ পুত্রেষ্ট্যা যজেত" ইতি নেষ্টৌ সংস্থিতায়াং পুত্রজন্ম দৃশ্যতে। দৃষ্টার্থস্য বাক্যস্য অমৃতত্বাৎ অদৃষ্টার্থমপি বাক্যম্ "অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ" ইত্যন্ত-নৃতমিতি জ্ঞায়তে। বিহিত ব্যাঘাত দোষাচ্চ। হবনে—উদিতে হোতব্যং, অনুদিতে হোতব্যং, সময়াধ্যু-ষিতে হোতব্যং ইতি বিধায়, বিহিতং ব্যাহন্তি—"শ্যাবোঽস্যাহুতিমভ্যবহরতি যোঽনুদিতে জুহোতি,"শবলোঽস্যাহুতিমভ্যবহরতি যোঽহুদিতে জুহোতি"শ্যাবশবলাবস্যাহুতিমভ্যবহরতঃ যঃ সময়াধ্যুষিতে জুহোতি" ব্যাঘা-তাচ্চান্যতরং মিথ্যেতি। পুনরুক্তদোষাচ্চ—অভ্যাসে দেশ্যমানে—"ত্রিঃ প্রথমামন্বাহ ত্রিরুত্তমাম্"ইতি পুনরুক্ত-দোষো ভবতি। পুনরুক্তঞ্চ প্রমত্তবাক্যমিতি। তস্মাদপ্রমাণং শব্দোঽনৃতব্যাঘাত পুনরুক্তদোষেভ্যঃ।

উদ্ধৃত করিয়া তাহাদের সমাধান পূর্ব্বক ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ভগবান গৌতম ঋষিও সেই প্রকারই আশঙ্কা করিয়া সমাধান করিয়াছেন। শব্দ বা বেদ প্রমাণ নহে, কারণ তাহা অনৃত ব্যাঘাত, পুনরুক্ত দোষদ্বারা দুষ্ট হেতু। এই সূত্রের শ্রীবাৎসায়ন ঋষির ভাষ্য এই প্রকার—পুত্রকামেষ্টি, হবন ও অভ্যাসে বেদ প্রমাণ শূন্য। তৎ-তস্য অর্থাৎ ভগবান গৌতম ঋষি তস্য শব্দের দ্বারা শব্দবিশেষ বেদেরই অধিকার স্বীকার করিতেছেন। শব্দের প্রমাণতা স্বীকার করা সম্ভব নহে, কারণ অনৃত মিথ্যা দোষ হেতু।

পুত্রকামেষ্টি যাগে 'পুত্রকামী পুত্রেষ্টিযাগের দ্বারা যজনা করিবে" এই প্রকার বাক্য দেখা যায়, কিন্তু পুত্রেষ্টিযাগ না করিলেও পুত্র জন্ম দেখা যায়, সুতরাং দৃষ্টার্থ বাক্য অনৃত হইল। এই প্রকার দৃষ্টার্থ বাক্য মিথ্যা হওয়া হেতু, অদৃষ্টার্থ বাক্য যেমন—স্বর্গকামী অগ্নিহোত্র যাগে হবন করিবে" এই সকল বাক্যও মিথ্যা বলিয়া জানা যায়।

হবন বিষয়ে—সূর্য্যোদয় হইলে হবন করা উচিত, সূর্য্যোদয় না হইতেই হবন করা উচিত এবং সন্ধিকালে হবন করা উচিত, এই প্রকার বিধান করিয়া, বিহিত বিধান নিষেধ করিতেছেন—যে ব্যক্তি সূর্য্যোদয় কালে আহুতি প্রদান করে শ্যাব নামক কুক্কুর তাহা ভক্ষণ করে, যে মানব সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে আহুতি প্রদান করে শবল নামে কুক্কুর তাহা ভক্ষণ করে এবং যে মানব সন্ধিকালে হবন করে শ্যাবশবল কুক্কুরদ্বয় তাহার আহুতি ভক্ষণ করে। এই প্রকার নিষেধ অর্থাৎ আহুতিত্রয়ের মধ্যে অন্যতরের নিষেধ করা হেতু যে কোন একটি মিথ্যা হইবে। সুতরাং শব্দ মিথ্যা হেতু অপ্রামাণ্য।

এইরূপ অভ্যাস বিষয়ে পুনরুক্তদোষ দেখা যায়—যেমন—প্রথম মন্ত্র তিনবার উচ্চারণ করিবে এবং তিনবার উত্তম মন্ত্র উচ্চারণ করিবে" ইত্যাদি পুনরুক্ত হইয়াছে। প্রমত্ত বাক্যকে পুনরুক্ত বলে, অতএব শব্দ প্রমাণরহিত, কারণ-মিথ্যা, নিষেধ প্রমত্তবাক্য হওয়া হেতু প্রমাণযোগ্য নহে।

অথ সিদ্ধান্তসূত্রম্ "ন কর্ম্ম-কর্তৃ-সাধনবৈগুণ্যাৎ" ২।১।৫৭, অত্র বৃত্তিকারঃ—ন বেদাপ্রামাণ্যম্, কর্ম্ম-কর্তৃ-সাধনবৈগুণ্যাৎ ফলাভাবোপপত্তেঃ। কর্ম্মণঃ ক্রিয়ায়াঃ, বৈগুণ্যং অযথা বিধিত্বাদি, কর্তুর্বৈগুণ্যং—অবিদ্বত্বাদি, সাধনস্য হবিরাদেঃ বৈগুণ্যম্ অপ্রোক্ষিতত্বাদি, যথোক্তকর্ম্মণঃ ফলাভাবে হি অনৃতত্বম্, ন চ এব মস্তীতি ভাবঃ।

ব্যাঘাতোঽপি ন ইত্যাহ—২।১।৫৮, "অভ্যুপেত্য কালভেদে দোষবচনাৎ" বাৎস্যায়নঃ—ন ব্যাঘাতো হবনে ইত্যনুবর্ত্ততে। যোঽভ্যুপগতং হবনকালং ভিনত্তি, ততোঽন্যত্র জুহোতি তত্রায়মভ্যুপগত কালভেদে উচ্যতে। তদিদং বিধিভ্রংশে নিন্দাবচনমিতি। যদুক্তং পুনরুক্তদোষো ভবেৎ, তদপি ন ইত্যাহ —"অনুবাদোপপত্তেশ্চ" ২।১।৫৯, বাৎস্যায়নঃ—পুনরুক্তদোষোঽভ্যাসে নেতি প্রকৃতম্। অনর্থকোঽভ্যাসঃ পুনরুক্তঃ। অর্থবানভ্যাসোঽনুবাদঃ। যোঽয়মভ্যাসঃ—"ত্রিরিতি" ইত্যনুবাদ উপপদ্যতে অর্থবত্বাৎ। ত্রির্বচনেন হি প্রথমোত্তময়োঃ পঞ্চদশত্বং সামিধেনীনাং ভবতি। অত্র একাদশ সামিধেনি মন্ত্রাণাং পঞ্চদশ

এই প্রকার শঙ্কার সমাধানসূত্র করিতেছেন—বেদ অপ্রামাণ্য নহে, কিন্তু কর্ম্ম, কর্তা সাধনের বৈগুণ্য হেতু ফলের উপপত্তি হয় না। এই সূত্রের বৃত্তিকার শ্রীবিশ্বনাথ বলিয়াছেন—বেদ প্রমাণ রহিত বা অপ্রামাণ্য নহে। কর্ম্ম কর্তা ও সাধনের বৈগুণ্য হেতু ফলের অভাব পরিলক্ষিত হয়, কর্ম্ম-ক্রিয়া, ক্রিয়ার বৈগুণ্য যথাযথ বিধিরহিত, কর্ত্তার বৈগুণ্য অবিদ্বত্বাদি, সাধনের বৈগুণ্য - হবি প্রভৃতির। বৈগুণ্য অর্থাৎ—যথাসময়ে ঘৃতাদি অগ্নিতে আহুতি না প্রদান করা। সুতরাং যথোক্ত বিধিসমন্বিত কার্য্যের যদি ফলাভাব হয়, অর্থাৎ যথোক্ত বেদবিহিত কার্য্য করিলেও যদি ফলোৎপত্তি না হয় তাহা হইলেই বেদ মিথ্যা হইবে, কিন্তু যথাবিহিত কার্য্য না করিলে ফললাভ হইবে না, অতএব বেদ কথনও মিথ্যা হইতে পারে না।

ব্যাঘাত দোষও বেদের মধ্যে নাই, কারণ এক কালে আহুতির সঙ্কল্প করিয়া অন্যকালে আহুতি প্রদান করিলেই ঐ আহুতি কুক্কুর ভক্ষণ করে, সুতরাং এককালে স্বীকার করিয়া কালভেদে করিলেই দোষ হয়, অন্যথা নহে। ঋষি শ্রীবাৎস্যায়ন নিজ ভাষ্যে এই প্রকার বলিয়াছেন - হবন কালে ব্যাঘাত দোষ হয় না, অর্থাৎ যে মানব যে কালে হবন করিবার সঙ্কল্প করে, সেই সঙ্কল্পকৃত হবনকাল পরিত্যাগ করিয়া অন্যকালে হবন করে সেই স্থলেই এই দোষ প্রযুক্ত হয়, যেমন - প্রাতঃকালে হবনের সঙ্কল্প করিয়া যদি সন্ধিকালে হবন করে তাহা হইলেই ঐ বিধিরহিত হবন বা আহুতি শ্যাব ও শবল নামে কুক্কুর দ্বয় ভক্ষণ করে। ইহা বিধিভ্রষ্ট নামক নিন্দাবচন।

আপনারা যে বলিয়াছেন—পুনরুক্তদোষ হইবে, তাহাও হইবে না, তাহা অনুবাদের উপপত্তি হেতু। অভ্যাসবিষয়ে পুনরুক্ত দোষ হইবে না, ইহাই সারাংশ। যাহা অনর্থক অভ্যাস তাহাকে পুনরুক্ত বলে এবং অর্থযুক্ত অভ্যাসকে অনুবাদ বলে। বেদমন্ত্রের যে অভ্যাস দেখা যায় "ত্রিরুত্তমাং" ইত্যাদি ইহা অনুবাদ বলিয়া উপপত্তি হয়, যেহেতু এই মন্ত্রটি অর্থযুক্ত, অনর্থক নহে। 'ত্রি' তিন এই বচনের দ্বারা প্রথম এবং উত্তমের পাঠ মিলিত করিয়া পঞ্চদশ সামিধেনী মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। এই স্থলে একাদশ

বারং পাঠসূচিতং, তথা প্রথম সামিধেন্যাং বারত্রয়ম্ এবং উত্তমসামিধেন্যাঞ্চ বারত্রয়ং পাঠে চ পঞ্চদশত্বং ভবতি ইতি। তস্মাৎ বেদবহির্মুখৈরুদ্ভাবিতং পূর্ব্বপক্ষং দূরোৎসারিতমিতি ভাবঃ।

অথ মহর্ষিণা কপিলেনাপি বেদস্য নিত্যত্বং স্বীক্রিয়তে—তথাহি পূর্ব্বপক্ষসূত্রম্—৫।৪৫, "ন নিত্যত্বং বেদানাং কার্য্যত্বশ্রুতেঃ" বিজ্ঞানভিক্ষুঃ—"স তপোঽতপ্যত তস্মাৎ তপস্তেপনাৎ ত্রয়ো বেদা অজায়ন্ত" ইত্যাদিশ্রুতের্ব্বেদানাং ন নিত্যত্বমিত্যর্থঃ।

তর্হি কিং পৌরুষেয়া বেদা? নেত্যাহ—"ন পৌরুষেয়ত্বং তৎ কর্ত্তুঃ পুরুষস্যাভাবাৎ" (সাং সূং ৫।৪৬) কিঞ্চ বেদস্য স্বতস্ত্বং স্বীকরোতি—৫।৫১, "নিজ শক্ত্যভিব্যক্তেঃ স্বতঃ প্রামাণ্যম্"

অথ শ্রীমদাচার্য্যচরণাঃ, সর্ব্বসম্বাদিন্যাং নন্বু—অর্ব্বাগ্ জন-সংবাদাদি দর্শনাৎ কথং তস্যানাদিত্বাদি? উচ্যতে—ব্রংসূং ১।৩।২৯ "অতএব চ নিত্যত্বম্" টীকা চ শ্রীবৈষ্ণবোল্লাসিনী—অর্ব্বাগ্ জন ইতি ইদানীন্তন জনানাং মানবানাং সংবাদ দর্শনাৎ তত্র বেদে বিদ্যমানাৎ কথং তস্য বেদস্য অনাদিত্বং নিত্যত্বমিতি। তথাহি শ্রীজৈমিনিঃ—১।১।২৮ "অনিত্যদর্শনাচ্চ" শবরভাষ্যম্—জনন-মরণবন্তশ্চ বেদার্থাঃ শ্রূয়ন্তে, "ববর

সামিধেনী মন্ত্রের পঞ্চদশ বার পাঠ করা উচিত, অতএব প্রথম সামিধেনীর তিন বার এবং উত্তম সামিধেনীর তিনবার পাঠ করিয়া পঞ্চদশ বার সামিধেনী পাঠ পূরণ করিতে হয়। সুতরাং এই মন্ত্র পুনরুক্ত দোষদুষ্ট নহে. কিন্তু যথার্থ অর্থযুক্ত। অতএব বেদবহির্ম্মুখ নাস্তিকগণ কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত পূর্ব্বপক্ষাভাস সকল সুদূরোৎসারিত হইল।

মহর্ষি কপিলও বেদের নিত্যতা স্বীকার করেন, তাঁহার বেদবিষয়ে পূর্ব্বপক্ষ সূত্র এই প্রকার—বেদ সকলের নিত্যত্ব সিদ্ধ হয় না. কারণ তাহা কার্য্য বলিয়া শ্রবণ করা যায়, শ্রীবিজ্ঞানভিক্ষু এই প্রকার ভাষ্য করিয়াছেন—তিনি তপস্যা করিলেন, তাঁহার তপস্যার ফলে বেদত্রয় জাত হইয়াছিল। ইত্যাদি শ্রুতি বলে বেদ সকলের নিত্যতা সিদ্ধ হয় না ইহাই অর্থ।

তাহা হইলে কি বেদসকল পৌরুষেয়? অর্থাৎ কোন পুরুষ বা মানব কর্ত্তৃক বিরচিত? এই প্রকার নহে, কোন পুরুষ কর্ত্তৃক বিরচিত নহে তাহাই বলিতেছেন—বেদশাস্ত্র পৌরুষেয় নহে, কারণ বেদকর্ত্তা পুরুষের অভাব হেতু। আরও মহর্ষি কপিল বেদের স্বতঃ প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন—বেদ নিজ শক্তির দ্বারা অভিব্যক্ত হওয়ায় স্বত প্রমাণ, অন্য সাপেক্ষ নহে।

অনন্তর শ্রীমদাচার্য্যপাদ সর্ব্বসম্বাদিনী গ্রন্থে বেদ শাস্ত্রের যে পর্য্যালোচনা করিয়াছেন তাহা এই প্রকার—শঙ্কা—যদি বলেন—আধুনিক জনের সংবাদ ও নাম আদি শ্রবণ হেতু বেদ কি প্রকারে অনাদি হইবে? বলিতেছেন—অতএব বেদের নিত্যতা।

এই প্রকরণের শ্রীবৈষ্ণবোল্লাসিনী টীকা—অর্ব্বাগ্ জন ইদানীন্তন মানবগণের সংবাদ দর্শন, সেই বেদশাস্ত্রে বিদ্যমান হেতু কি প্রকারে বেদশাস্ত্র অনাদি বা নিত্য হইবে? এই বিষয়ে জৈমিনি বলিয়াছেন—'অনিত্যদর্শন হেতু' শ্রীশবরস্বামী—জন্ম মৃত্যু যুক্ত বেদের অর্থ শ্রবণ করা যায় যেমন—প্রাবাহণি ববর

প্রাবাহণিরকাময়ত” “কুসুরুবিন্দ ঔদ্দালকিরকাময়ত” ইত্যেবমাদয়ঃ। উদ্দালকস্যাপত্যং গম্যত ঔদ্দালকিঃ। যদ্যেবং প্রাগৌদ্দালকিজন্মনো নায়ং গ্রন্থো ভূতপূর্ব্বঃ। এবমপ্যনিত্যতা।

পুনঃ—“অনিত্যসংযোগান্মন্ত্রানর্থক্যম্” মী০ সূ০—১।২।৩১, শবরঃ—অনিত্যসংযোগঃ খল্বপি ভবেন্মন্ত্রেষ্বভিধানার্থেষু। যথা—“কিং তে কৃণ্বন্তি কীকটেষু গাবঃ” (ঋ০ ৩।৩।৩১) ইতি কীকটা নাম জনপদা, নৈচাশাখং নাম নগরম্, প্রমগন্দো রাজেতি। যদ্যভিধানার্থাঃ, প্রাক্ প্রমগন্দাৎ নায়ং মন্ত্রোঽনভূত পূর্ব্ব ইতি গম্যতে। ইতি শঙ্কাবীজম্।

ইতি নিত্যত্বশঙ্কায়াম্ উত্তরয়ন্তি—উচ্যত ইতি। অতএব চ নিত্যত্বম্” ইত্যত্র সূত্রে শাঙ্করভাষ্য প্রমাণিতায়াং শ্রুতৌ শ্রুয়তে—ঋ০ ১০।৭১।৩, “যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্ তামন্ববিন্দন্ ঋষিষু প্রবিষ্টান্” স্মৃতৌ চ—মহা০ শা০—২১০।১৯. “যুগান্তেঽন্তর্হিতান্ বেদান্ সেতিহাসান্ মহর্ষয়ঃ। লেভিরে তপসা পূর্ব্বমনুজ্ঞাতাঃ স্বয়ম্ভুবা॥ তস্মান্নিত্যসিদ্ধস্যৈব বেদশব্দস্য তত্র তত্র প্রবেশ এব, ন তু তৎ কর্ত্তৃকতা।

(৮পৃ০) ননু বেদেঽপি “গ্রাবণঃ প্লবন্তে” “মৃদব্রবীৎ” “আপোঽব্রুবন্” ইত্যাদি দর্শনাদনাপ্তমিব প্রতীয়তে? উচ্যতে—কর্ম্মবিশেষাঙ্গীভূতানাং গ্রাব্ণাং বীর্য্যবর্দ্ধনায় স্তুতিরিয়ম্। সা চ শ্রীরাম-কল্পিত-

---

কামনা করিয়াছিলেন। ঔদ্দালকি কুসুরুবিন্দ কামনা করিয়াছিলেন” ইত্যাদি বাক্য দেখা যায়। এই স্থলে উদ্দালকের অপত্য বা পুত্র ঔদ্দালকি, যদি এই প্রকার স্বীকার করা যায় তাহা হইলে ঔদ্দালকির জন্মের পূর্ব্বে এই বেদ গ্রন্থ ছিল না। অতএব বেদ অনিত্য।

পুনরায়—“অনিত্য সংযোগ হেতু বেদের মন্ত্রসকল অনর্থক। শ্রীশবর স্বামীর ব্যাখ্যা—অনিত্য বাক্য সংযোগ হেতু বেদ মিথ্যা, যেমন—কিং তে” ইত্যাদি। এই স্থলে কীকট নামে জনপদ, নৈচাশাখ নামে নগর, প্রমগন্দ নামক রাজা। যদি অভিধানার্থ হয়, প্রমগন্দ রাজার পুর্ব্বে এই মন্ত্র বর্ত্তমান ছিল না, এই প্রকার শঙ্কাবীজ।

সমাধান—এই প্রকার বেদের নিত্যত্ব বিষয়ে আশঙ্কা উপস্থিত হইলে উত্তর প্রদান করিতেছেন —উচ্যতে ইত্যাদি।, অতএব বেদশাস্ত্র নিত্য” এই সূত্রের শ্রীশঙ্করাচার্য্য পাদের ভাষ্যে প্রমাণিত শ্রুতি এই প্রকার শ্রবণ করা যায়—ঋগ্‌বেদে বর্ণিত আছে—যজ্ঞের দ্বারা বেদবাক্যসকল যথাস্থানে উপস্থিত হইলে ঋষিগণ তাঁহাদিগকে প্রাপ্ত হইলেন বেদবাক্যসকল ঋষিগণের হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন। স্মৃতিশাস্ত্রে অর্থাৎ শ্রীমহাভারতে এই প্রকার বর্ণিত আছে—যুগান্তকালে অন্তর্হিত বেদসকল এবং ইতিহাসাদি মহর্ষিগণ স্বায়ম্ভুব ব্রহ্মা কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া তপস্যার দ্বারা লাভ করিয়াছিলেন। অতএব নিত্যসিদ্ধ বেদশব্দের সেই সেই ঋষিগণের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সুতরাং ঐ ঋষিগণের বেদ কর্ত্তৃত্ব যুক্তিসঙ্গত নহে।

শঙ্কা—যদি বলেন—বেদেও “প্রস্তর জলে ভাসিতেছে” “মৃত্তিকা বলিতেছে” “জল বলিয়াছিল” ইত্যাদি বাক্য বর্ত্তমান হেতু বেদ অনাপ্তের সমান প্রতীতি হইতেছে।

এই আশঙ্কার উত্তরে বক্তব্য এই যে—কর্ম্ম বিশেষে অঙ্গীভূত প্রস্তরগণের মহিমা বৃদ্ধির নিমিত্ত

স্যাদেতৎ, বেদশব্দস্মৃতাকৃত্যনুস্মৃতা দেবাদি বিগ্রহ সৃষ্টির্যা বিধাতুঃ শ্রাব্যতে সা কিল

সেতুবন্ধাদৌ প্রসিদ্ধত্বেন যথাবদেবেতি ন দোষঃ। তথা 'মৃদব্রবীৎ, আপোঽব্রুবন্' ইত্যাদৌ তত্তদভিমানি দেবতৈব ব্যপদিশ্যত ইতি জ্ঞেয়ম্। তদেবং সর্ব্বত্রৈবাপ্ত এব বেদঃ। কিন্তু সর্ব্বজ্ঞেশ্বর বচনত্বেন অসর্ব্বজ্ঞ-জীবৈর্দুরূহত্বাৎ তৎ প্রভাবলব্ধ বিশেষবদ্ভিরেব সর্ব্বত্র তদনুভবে শক্যতে, ন তু তার্কিকৈঃ" ইতি। তস্মাৎ সুষ্ঠূক্তং বেদস্য নিত্যত্বম্।

শ্রীঅষ্টমে চ—১৪।৪, চতুর্যুগান্তে কালেন গ্রস্তান্ শ্রুতিগণান্ তথা। তপসা ঋষয়োঽপশ্যন্ যতো ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥ তথাহি নিরুক্তিকারাঃ—"বেদয়তি ধর্ম্মং ইতি ব্রহ্ম চ বেদঃ" পৌরাণিকাঃ—"ব্রহ্মমুখ-নির্গত-ধর্ম্মজ্ঞাপক শাস্ত্রং বেদঃ" নৈয়ায়িকাঃ—"মীন শরীরাবচ্ছেদেন ভগবদ্ বাক্যং বেদঃ" বৈদান্তিকাস্তু—"ধর্ম্ম ব্রহ্ম প্রতিপাদকমপৌরুষেয়বাক্যং বেদঃ" ॥ ২৯ ॥

অথ পুনঃ বেদস্য নিত্যত্বে শঙ্কামুত্থাপয়ন্তি—স্যাদেতদিতি। বেদ শব্দে যা আকৃতয়ঃ সন্তি তান্যেব স্মরণং কৃত্বা প্রজাপতিঃ দেবাদি বিগ্রহাণাং সৃষ্টিস্তু নৈমিত্তিক প্রলয়ান্তে করোতি।

এই প্রকার স্তুতি করা হইয়াছে। এই স্তুতি বা প্রশংসা শ্রীরামচন্দ্র নির্ম্মিত সেতুবন্ধন প্রভৃতি স্থলে প্রসিদ্ধ আছে, সুতরাং ঐ কর্ম্ম শাস্ত্র প্রসিদ্ধ হেতু প্রস্তর জলে ভাসে ইহা দোষের নহে।

এই প্রকার "মৃত্তিকা বলিয়াছে" "জল বলিয়াছিল" ইত্যাদি স্থলে মৃত্তিকা ও জলের অভিমানী দেবতাকে উপদেশ করিতেছেন, কিন্তু অচেতন মৃত্তিকাদি নহে, এই রূপ জানিতে হইবে। সুতরাং বেদ কোন প্রকারেই অনাপ্ত নহে, সর্ব্বত্রই আপ্ত এবং স্বতঃ প্রমাণ স্বরূপ।

আরও—বেদ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের বচন হওয়া হেতু অসর্ব্বজ্ঞ জীব কর্ত্তৃক তাহা কোন প্রকারে জ্ঞাত হইবে না, সুতরাং শ্রীভগবানের কৃপায় লব্ধ প্রভাব বিশেষ জীব কর্ত্তৃক সর্ব্বত্র তাহা অনুভব হইয়া থাকে। কিন্তু হীন বুদ্ধি তার্কিকগণ অনুভব করিতে পারে না। অতএব বেদের নিত্যত্ব যুক্তি সঙ্গতই হয়।

এই বিষয়ে শ্রীঅষ্টমে বর্ণিত আছে—চতুর্যুগান্ত সময়ে কালকর্ত্তৃক গ্রস্ত শ্রুতিগণকে ঋষিগণ তপস্যার দ্বারা পূর্ব্বের ন্যায় অবলোকন করিলেন, যাহা হইতে সনাতন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয়। বেদ যে কি তাহা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অভিমত এই প্রকার—নিরুক্তকারগণ বলিয়াছেন—যাহা হইতে ধর্ম্ম ও ব্রহ্মকে জানা যায় তাহা বেদ। পৌরাণিকগণ বলেন—ব্রহ্মমুখনির্গত ধর্ম্মজ্ঞাপক শাস্ত্র বিশেষ বেদ। নৈয়ায়িক-গণ বলেন—মীনশরীরাবচ্ছেদে শ্রীভগবানের বাক্যই বেদশাস্ত্র। বৈদান্তিকগণ বলেন—ধর্ম্ম এবং ব্রহ্ম প্রতিপাদক অপৌরুষেয় বাক্য বেদশাস্ত্র। এই প্রকার বেদ বিষয়ে বিচার সমাপ্ত হইল ॥ ২৯ ॥

অথ পুনরায় বেদের নিত্যত্ব বিষয়ে শঙ্কা উত্থাপন করিতেছেন—স্যাদেতৎ ইত্যাদি। বেদ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের বাক্য তাহা না হয় আমরা স্বীকার করিলাম, কিন্তু বেদশব্দ কথিত আকৃতি সকলকে স্মরণ

নৈমিত্তিকপ্রলয়ান্তে স্যাৎ, প্রাকৃতিক প্রলয়ে তু প্রাকৃতিকাদ্দিতরস্য সর্ব্বস্য বিনাশোক্তে স্তস্য তাদৃশী সৃষ্টিঃ কথং স্যাৎ ? কথং বা বেদস্য নিত্যত্বমিতি চেত্তত্রাহ—

তথাহি শ্রীভাগবতে—১২।৪।৩, "তদন্তে প্রলয়স্তাবান্ ব্রাহ্মী রাত্রিরুদাহৃতা। ত্রয়ো লোকা ইমে তত্র কল্পান্তে প্রলয়ায় হি ॥ এষো নৈমিত্তিকঃ প্রোক্তঃ প্রলয়ঃ। কুতঃ তত্র সর্বাভাবঃ ? তত্রাহুঃ—প্রাকৃতিক প্রলয়ে তু ইতি। তদিতরস্য—তমঃ শক্তি বিশিষ্টাৎ পরমেশ্বরাৎ ইতরস্য বেদ- তদ্ বাচি আকৃত্যাদেস্তদনুসারি-নিখিল প্রপঞ্চস্য প্রলয়াভিধানাৎ কথং তাদৃশী এব সৃষ্টিঃ স্যাৎ, যেন সৃষ্টেঃ সদাতনত্বম্। সৃষ্টেরনিত্যত্বে কথং বা তৎ প্রতিপাদকস্য বেদশব্দস্য, তদ্বাচকস্য তদাকৃত্যাদেশ্চ নিত্যত্বং সিদ্ধেৎ ?

প্রাকৃতিক প্রলয়ং—তথাহি—সুবালশ্রুতৌ—২।৪ "স দগ্ধা সর্ব্বাণি ভূতানি" শ্রীভাগবতে চ—১২।৪।৬, "এষ প্রাকৃতিকো রাজন্ প্রলয়ো যত্র লীয়তে। আণ্ডকোশস্তু সঙ্ঘাতো বিঘাত উপসাদিতে ॥ ইত্যারভ্য—১২।৪।২০ ন যত্র বাচো ন মনো ন সত্ত্বং তমো রজো বা মহদাদয়োঽমী। ন প্রাণবুদ্ধীন্দ্রিয় দৈবতা বা ন সন্নিবেশঃ খলু লোককল্পঃ ॥ শ্রীদশমে চ ৩।২৫, নষ্টে লোকে দ্বিপরার্দ্ধাবসানে মহাভূতেষ্বাদি

করিয়া বিধাতার যে দেবতাদির বিগ্রহ সৃষ্টি, তাহা নৈমিত্তিক প্রলয়ান্তে হইবে, প্রাকৃতিক প্রলয়কালে কিন্তু প্রকৃতি প্রভৃতি শক্তি বিশিষ্ট শ্রীভগবান ইতর বা ভিন্ন সকল বস্তু বিনাশ হয় এই প্রকার শ্রুত হওয়ায় ব্রহ্মার পূর্ব্বের সমান সৃষ্টি কি প্রকারে সম্ভব হইবে ? এবং বেদই বা কি রূপে নিত্য হইবে ? অর্থাৎ বেদশব্দে যে সকল আকৃতির কথা আছে সেই সকল স্মরণ করিয়া প্রজাপতি ব্রহ্মা দেবাদি বিগ্রহের সৃষ্টি নৈমিত্তিক প্রলয়ান্তে করেন।

এই বিষয়ে শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে—তাহার পর যে প্রলয় হয় তাহাকে ব্রাহ্মী রাত্রি বলে, এই সময় এই তিন লোক প্রলয় জলে নিমগ্ন হয়, ইহাকেই নৈমিত্তিক প্রলয় বলে। কোন প্রলয়ে কিরূপে সকল বস্তুর অভাব হয় তাহা বলিতেছেন—প্রাকৃতিক ইত্যাদি। তদিতর—অর্থাৎ তমঃ শক্তিবিশিষ্ট শ্রীপরমেশ্বর হইতে ইতর অন্য সকল বস্তুর বেদ, বেদ প্রতিপাদিত আকৃত্যাদি, বেদানুসারি নির্ম্মিত নিখিল প্রপঞ্চের প্রলয় হয়, এই বর্ণনা করা হেতু কি প্রকারে পূর্ব্বের সমানই সৃষ্টি হইবে ? যাহার দ্বারা সৃষ্টির সনাতনত্ব সিদ্ধ হইবে, সুতরাং সৃষ্টি যদি অনিত্য হয়, তাহা হইলে কি প্রকারে সৃষ্টির প্রতিপাদক বেদশব্দের এবং শব্দের বাচক ইন্দ্রাদি তথা ইন্দ্রাদি দেবতার আকৃতি প্রভৃতির নিত্যতা সিদ্ধ হয় ?

প্রাকৃতিক প্রলয় সুবালোপনিষদে এইরূপ নিরূপণ করিয়াছেন—সে সকল ভূতকে দগ্ধ করে। শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে—হে রাজন্ ! প্রলয়ের কারণ উপস্থিত হইলে পাঞ্চভৌতিক ব্রহ্মাণ্ড সকল স্ব স্ব কারণে লয় হইয়া যায়, ইহাই প্রাকৃতিক প্রলয়। শ্রীশুকদেব এই প্রকার বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিয়া বলিলেন—হে রাজন্ ! এই প্রাকৃতিক প্রলয়ের সময়—প্রকৃতিতে স্থূল অথবা সূক্ষ্ম রূপে বাণী মন সত্ত্বগুণ রজোগুণ তমোগুণ মহত্তত্ত্ব আদি বিকার প্রাণ বুদ্ধি ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবতা প্রভৃতি কিছুই

ওঁ ॥ সমান নামরূপত্বাচ্চাবৃত্তাবপ্যবিরোধো দর্শনাৎ স্মৃতেশ্চ ॥ ওঁ ॥ ১।৩।৭।৩০।

ভূতং গতেষু। ব্যক্তেঽব্যক্তং কালবেগেন যাতে ভবানেক শিষ্যতে শেষ সংজ্ঞঃ॥ বেদস্তুতৌ চ—১০।৮৭। ২৪, "ক ইহ নু বেদ বতাবর-জন্মলয়োঽগ্রসরং, যত উদগাদৃষির্যমনু দেবগণা উভয়ে। তর্হি ন সন্ন চাসদুভয়ং ন চ কালজবং কিমপি ন তত্র শাস্ত্রমবকৃষ্য শয়ীত যদা॥ তস্মাৎ প্রাকৃতপ্রলয়ে বেদস্যাপি অবিদ্যমানত্বাৎ সুতরামেব বেদস্যানিত্যত্বমিতি ভাবঃ। ন চ আকৃতয়ঃ তদা স্যুরিতি বাচ্যম্। তৎ সত্ত্বে শেষসংজ্ঞা সিদ্ধেরিতি।

ইত্যেবং বেদস্য নিত্যত্বে আক্ষিপ্তে সমাধানসূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—সমানেতি। সমান নামরূপত্বাৎ—পূর্ব্বকল্পীয় দেব-মানব-গবাদীনাং সমান নাম রূপাদি অস্মিন্ কল্পেঽপি দর্শনাৎ আবৃত্তৌ

থাকে না, সৃষ্টির সময় যে সব লোক কল্পনা এবং দেবলোকাদির অবস্থান ইত্যাদি কিছুই থাকে না।

শ্রীদশমে মাতা দেবকী বলিলেন—হে দেব! যে সময় ব্রহ্মার দ্বিপরার্দ্ধকাল পরমায়ু সমাপ্ত হইয়া যায়, পঞ্চমহাভূত অহঙ্কারে, অহঙ্কার মহত্তত্ত্বে এবং মহত্তত্ত্ব প্রকৃতিতে লীন হয়, সেই কালে আপনিই এক মাত্র অবশেষ থাকেন, সুতরাং আপনার একনাম শেষ। শ্রীশ্রুতিগণও এইরূপ প্রতিপাদন করিয়াছেন—হে ভগবন্! আপনি অনাদি এবং অনন্ত, যাহাদের জন্ম ও মরণ সামান্য কাল কর্ত্তৃক সীমিত তাহারা আপনাকে কি প্রকারে জানিতে পারিবে? স্বয়ং প্রজাপতি ব্রহ্মা, নিবৃত্তিপরায়ণ সনকাদি মুনিগণ, প্রবৃত্তি পরায়ণ মরীচি আদি প্রজাপতিগণ আপনা হইতে বহু পশ্চাৎ উৎপন্ন হইয়াছেন, যে কালে আপনি সকল বস্তু আকর্ষণ করিয়া শয়ন করেন সেই সময় এমন কোন সাধন থাকে না যাহার দ্বারা সকলের সহিত শয়ন কারী আপনাকে জীব জানিতে পারে। কারণ সেই সময় আকাশাদি স্থূল পদার্থ থাকে না এবং মহদাদি সূক্ষ্ম পদার্থও থাকে না, তথা এই স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় মিলিত শরীর এবং শরীরনিমিত্ত ক্ষণ নিমেষাদি কালের অঙ্গ প্রভৃতিও থাকে না, সেই সময় কোন পদার্থই থাকে না, এমন কি—শাস্ত্রসকলও আপনি আকর্ষণ করিয়া শয়ন করেন, সুতরাং প্রাকৃতিক প্রলয়কালে বেদাদি শাস্ত্রও শ্রীভগবানে প্রবেশ করিয়া যায়। অতএব প্রাকৃত প্রলয়ে বেদও অবস্থান করে না সুতরাং বেদ অনিত্যই হইবে।

যদি বলেন—সেই কালে আকৃতি সকল ছিল অতএব বেদ নিত্য আপনারা ইহা বলিতে পারেন না, কারণ যদি আকৃতির সত্ত্বা সেই কালে স্বীকার করা হয় তাহা হইলে প্রলয়কালে শ্রীভগবানের শেষনাম সিদ্ধ হয় না, অতএব বেদ অনিত্য।

এই প্রকার বেদ শাস্ত্রের নিত্যত্ব বিষয়ে নাস্তিকগণ আক্ষেপ প্রকাশ করিলে ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ সমাধানসূত্রের অবতারণা করিতেছেন—সমান ইত্যাদি। সমান নামরূপ হওয়া হেতু, পূর্ব্বাপর আবৃত্তির

শঙ্কাচ্ছেদায় 'চ' শব্দঃ। আবৃত্তৌ মহাপ্রলয়াৎ পরস্যামাদিসৃষ্টাবপি বেদশব্দেন ন বিরোধঃ। কুতঃ? সমানেতি। পূর্ব্বোক্ততুল্যনামরূপসংস্থানত্বাদিত্যর্থঃ। মহাপ্রলয়ে বেদাস্তদ্বাচ্যাস্তত্তদাকৃতয়শ্চ নিত্যাঃ পদার্থাঃ সশক্তিকে শ্রীহরৌ একীভাবমাপন্নাস্তিষ্ঠন্তি। অথ তস্মিন্ সিসৃক্ষৌ সতি ততোঽভিব্যজ্যন্তে। তৈর্বেদশব্দৈস্তত্তদাকৃতি পর্য্যালোচন পূর্ব্বিকা

কল্পান্তসৃষ্টৌ অবিরোধো বিরোধাভাবো জ্ঞেয়ঃ। প্রাকৃতিক প্রলয়েঽপি আকৃতিনাং আত্যন্তিকবিনাশো নাস্তীতি ভাবঃ। কুতঃ? দর্শনাৎ, স্মৃতেশ্চ।

তথা চ—দৈনন্দিন সৃষ্টৌ প্রবোধে পূর্ব্বপ্রবোধ-সমসৃষ্টিঃ স্মর্য্যতে। অতএব শব্দার্থ সম্বন্ধ নিত্যতায়াঃ ন কশ্চিদ্ বিরোধ ইতি ভাবঃ।

শঙ্কাচ্ছেদায়েতি—বেদপ্রতিপাদিতে শব্দে শঙ্কা কর্ত্তুমনুচিতমেব শ্রীভগবৎস্বরূপত্বাৎ। একীভাবেতি—শ্রীভাগবতে ১।১০।২১, "স বৈ কিলায়ং পুরুষঃ পুরাতনো য এক আসীদবিশেষ আত্মনি। অগ্রে গুণেভ্যো জগদাত্মনীশ্বরে নিমীলিতাত্মন্নিশি সুপ্তশক্তিষু॥ শ্রীদশমে—৮৭।১২, স্বসৃষ্টমিদমাপীয় শয়ানং সহ

অবিরোধ হেতু দর্শনহেতু এবং স্মৃতি শাস্ত্রের প্রমাণ হেতুও বেদ শাস্ত্র নিত্য। অর্থাৎ—সমান নামরূপ অর্থাৎ পূর্ব্বকল্পীয় দেব মানব গবাদি সকলের সমান নাম রূপাদি এই কল্পেও দর্শন হেতু আবৃত্তি বিষয়ে কল্পান্তকালের সৃষ্টিবিষয়ে অবিরোধ অর্থাৎ কোন প্রকার বিরোধ নাই। প্রাকৃতিক প্রলয়েও আকৃতি সকলের আত্যন্তিক বিনাশ হয় না ইহাই ভাবার্থ।

কেন? দর্শন অর্থাৎ শ্রুতি ও স্মৃতি প্রমাণ বিদ্যমান হেতু। অর্থাৎ—দৈনন্দিন সৃষ্টিবিষয়ে প্রবোধে পূর্ব্বপ্রবোধ সমান সৃষ্টি হয় এই প্রকার শাস্ত্রপ্রমাণ আছে। অতএব শব্দার্থ সম্বন্ধ নিত্য হেতু কোন প্রকার বিরোধ নাই ইহাই ভাবার্থ।

সূত্রে যে 'চ' শব্দ আছে তাহা শঙ্কা উচ্ছেদের নিমিত্ত জানিতে হইবে। শঙ্কাচ্ছেদ—অর্থাৎ বেদ প্রতিপাদিত শব্দে কোনরূপ আশঙ্কা করা উচিত নহে, কারণ বেদ শ্রীভগবানের স্বরূপ। আবৃত্তিতে অর্থাৎ মহাপ্রলয় হওয়ার পর যে আদি সৃষ্টি হইয়াছে সেই কালেও বেদ শব্দে কোন প্রকার বিরোধ হয় না। বেদ শব্দে কেন কোন প্রকার বিরোধ হইবে না? তাহা বলিতেছেন—সমান ইত্যাদি। পূর্ব্বসৃষ্টিকালে যে প্রকার নাম রূপ সংস্থান ছিল পরসৃষ্টিকালেও তাহার তুল্য নাম রূপ ও সংস্থান রচনা হইয়াছে ইহাই অর্থ।

আপনারা যে মহাপ্রলয়ে সকল পদার্থের নাশের কথা বলিতেছেন, তাহার অর্থ এইরূপ—মহাপ্রলয়ে নিত্য ও সত্য বেদসকল ও বেদের প্রতিপাদিত দেবতাগণের বাচ্যাদি শব্দ এবং সেই সেই আকৃতি সকল নিত্য পদার্থ সর্ব্বশক্তিমান শ্রীহরিতে একীভাব প্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করে। একীভাব সম্বন্ধে শ্রীভাগবতে এই প্রকার বর্ণিত আছে—শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া কুরুরমণীগণ কহিলেন—হে সখি! ইনি সেই

তত্তদ্ব্যক্তি সৃষ্টিঃ শ্রীহরেশ্চতুর্ম্মুখস্য চ স্যাৎ। ঘটাদি শব্দৈঃ পূর্ব্বঘটাদ্যাকৃতিবিমর্শিনঃ কুলালস্য পূর্ব্বসদৃশী ঘটাদি সৃষ্টির্যথেতি উত্তরসৃষ্টানাং পূর্ব্বসৃষ্টৈস্তৌল্যম্। এবঞ্চ নৈমিত্তিক প্রলয়ান্তবৎ মহাপ্রলয়ান্তেঽপি তাদৃক্ সৃষ্টির্ভবেদেবেতি। ইদং কুতোঽবগতম্? তত্রাহ দর্শনেতি। দর্শনং তাবৎ (ঐ০ ১।১।১) "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ স ঐক্ষত লোকান্ নু সৃজা" ইতি।

শক্তিভিঃ। তদন্তে বোধয়াঞ্চক্রুস্তল্লিঙ্গৈঃ শ্রুতয়ঃ পরম্॥ শক্তয়স্তদাকৃতয়শ্চ, তাভিঃ সাহিত্যোক্তিস্তদা তাসাং স্থিতিমাহ। অতঃ শ্রুতয়শ্চ তদা সন্তীতি স্ফুটমিতি। তস্মাৎ "শাস্ত্রমবকৃষ্য" ইত্যুক্তং ন তু দগ্ধা ইতি। অতো বেদাস্তত্তদাকৃতয়শ্চ নিত্যাঃ।

দর্শনন্তাবদিতি—অত্র শ্রীভগবতঃ পর্য্যালোচন পূর্ব্বকং সৃষ্টিং প্রমাণয়তি শ্রুতিঃ—আত্মেতি। অগ্রে পঞ্চপ্রপঞ্চসৃষ্টেরগ্রে,ইদমস্য পরিদৃশ্যমানস্য ব্রহ্মাণ্ডস্য বা, আত্মা—মুক্তৈরুপাস্যঃ সর্ব্বব্যাপকঃ সর্ব্বেশ্বরঃ

সনাতন পরম পুরুষ, যিনি প্রলয়কালেও নিজ অদ্বিতীয় নির্ব্বিশেষ স্বরূপে অবস্থান করেন, যে সময় এই অদ্বিতীয় পুরুষ অবস্থান করেন সেই সময় সৃষ্টির কারণভূত গুণত্রয় ছিল না জগদাত্মা শ্রীভগবানে জীব সকলও লীন হইয়া যায়, এবং মহত্তত্ত্বাদি সকল শক্তি স্ব স্ব কারণে বিলীন হইয়া যায়, সেই কালে ইনি একাকী অবস্থান করেন। পুনঃ শ্রীদশমে বলিয়াছেন—পরাৎপর পরব্রহ্ম শ্রীভগবান নিজ সৃষ্ট জগৎকে লীন করিয়া স্বশক্তিগণের সহিত শয়ন করিলে, প্রলয়কালের অন্তে শ্রুতিগণ তাঁহার প্রতিপাদক বাক্যের দ্বারা তাঁহাকে প্রবোধিত করেন। এই স্থানে শক্তিসকল এবং আকৃতিসকল, তাহাদের সহিত' এই প্রকার উক্তির দ্বারা মহাপ্রলয়কালেও ঐ সকলের অবস্থান প্রতিপাদন করিতেছেন। অতএব মহাপ্রলয়েও শ্রুতিগণ ছিলেন ইহা স্পষ্ট বোধ হইতেছে। সুতরাং "শাস্ত্রসকলকে আকর্ষণ করিয়া" এই প্রকার বলিয়াছেন, কিন্তু সকলকে দগ্ধ করিয়া বলেন নাই। অতএব বেদ এবং তৎকথিত আকৃতিসকল নিত্য।

অনন্তর শ্রীভগবানের সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হইলে তাঁহা হইতে পুনঃ অভিব্যক্তি হয়। সুতরাং সেই বেদশব্দের দ্বারা সেই সেই আকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া সেই সেই ব্যক্তি সৃষ্টি হয়, এই সৃষ্টি শ্রীহরির ইচ্ছায় হয়, এবং তাঁহার প্রেরণায় চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার চেষ্টায় হয়।

এই বিষয়ে এই প্রকার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিতেছেন—যেমন ঘটাদি শব্দের দ্বারা পূর্ব্বকালীন ঘটাদির আকৃতি বিচারশীল কুলালের (কুম্ভকারের) পূর্ব্বরচিত ঘটের সমানই সৃষ্টি হয় এবং পরকালের রচিত ঘট যেমন পূর্ব্বসৃষ্ট ঘটেরই সমান হয়, এই প্রকার নৈমিত্তিক প্রলয়ের পর পূর্ব্বের সমান সৃষ্টি হয় এবং মহাপ্রলয়ের অন্তে পূর্ব্বসৃষ্টির ন্যায় সৃষ্টি হইয়া থাকে।

যদি বলেন—এই প্রকার কি প্রমাণ হইতে অবগত হইলেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—দর্শনের দ্বারা। দর্শন অর্থাৎ শ্রুতিপ্রমাণ প্রদর্শিত করিতেছেন—আত্মা ইত্যাদি। এই স্থলে শ্রীভগবানের

"যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ তম্" (শ্বে॰ ৬।১৮, গো॰তা॰ পূ॰ ২৬) ইতি। "সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বকমল্পয়ৎ" (ঋক্ সং ১০।১৯০।৩) ইত্যাদি।

অচিন্ত্যশক্তিমান্ শ্রীগোবিন্দদেব এক এব আসীৎ, অত্র এব কারেণ অন্যসাপেক্ষতা নিরসনম্। "বা" শব্দেন পক্ষান্তরমপি নিরস্তম্। স শ্রীগোবিন্দদেবঃ ঐক্ষত, ইক্ষণং পর্য্যালোচনং, সঃ পর্য্যালোচয়ামাস।

কিং লোকান্ দেবমনুষ্যাদীন্, সৃজা রচয়ামি, নু বিচারে স সর্ব্বজ্ঞ-সর্ব্বেশ্বর-সর্ব্বকারণ-সর্ব্বকর্ত্তা-সর্ব্বাচিন্ত্য শক্তিমান্ শ্রীগোবিন্দদেবঃ পূর্ব্বসৃষ্ট দেব-মনুষ্যাদীনামাকৃতয়ঃ কর্ম্ম-ধর্ম্মাদয়শ্চ স্বাভিন্নস্বরূপবেদং পর্য্যালোচনং কৃত্বা সর্ব্বং রচয়ামাস।

ননু বেদস্য সৃষ্টিঃ শ্রূয়তে। শ্রীভাগবতে—৩।১২।৩৭, "ঋগ্ যজুঃ সামাথর্ব্বাখ্যান্ বেদান্ পূর্ব্বদিভির্ম্মুখৈঃ। শাস্ত্রমিজ্যাং স্তুতিস্তোমং প্রায়শ্চিত্তং ব্যধাৎ ক্রমাৎ॥" ইতি চেৎ তত্রাহ—য ইতি। যঃ সর্ব্বারাধ্যঃ শ্রীগোবিন্দদেবঃ পূর্ব্বং সৃষ্টাদৌ ব্রহ্মাণং বিদধাতি স্বনাভিপদ্মে উৎপাদয়ামাস ইতি প্রকরণার্থঃ। কিঞ্চ যঃ তমুৎপাদ্য ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাখ্যান্ বেদান্ তস্মৈ ব্রহ্মণে প্রহিণোতি অধ্যাপয়ামাস। "তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং

পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক সৃষ্টি বিষায় শ্রুতি প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন, আত্মাই একমাত্র সকলের অগ্রে ছিলেন, তিনি ঈক্ষণ করিলেন, লোক সকলকে সৃষ্টি করিব" অর্থাৎ—অগ্রে পঞ্চ প্রপঞ্চ সৃষ্টির অগ্রে, এই পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির অগ্রে আত্মা—মুক্তগণের উপাস্য সর্ব্বব্যাপক সর্ব্বেশ্বর অচিন্ত্য শক্তিমান শ্রীশ্রীগোবিন্দ দেব একাকী মাত্র ছিলেন, শ্রুতি মন্ত্রে যে 'এব' কার আছে তাহা দ্বারা অন্য সাপেক্ষতা নিরসন করিতেছেন এবং মন্ত্রে যে 'বা' শব্দ আছে তাহা পক্ষান্তর নিবারণের জন্য বুঝিতে হইবে। সেই সর্ব্বশক্তিমান শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব ঈক্ষণ পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন? লোক—দেবতা মনুষ্য প্রভৃতি কে? 'নু' শব্দের অর্থ বিচার করা। অর্থাৎ—সেই সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বকারণ, সর্ব্বকর্ত্তা, সর্ব্বাচিন্ত্যশক্তিমান শ্রীশ্রীগোবিন্দ দেব পূর্ব্বকল্পে সৃষ্ট দেব মনুষ্যাদির আকৃতি, ধর্ম্ম, কর্ম্মাদি নিজ অভিন্ন স্বরূপ বেদকে পর্য্যালোচনা করিয়া সকল সৃষ্টি রচনা করিয়াছিলেন।

শঙ্কা—যদি বলেন চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা বেদ সৃষ্টি করিয়াছেন এই প্রকার শ্রবণ করা যায়, শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—হে বিদুর! সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা নিজ পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর এই মুখ চতুষ্টয়ে ক্রমপূর্ব্বক ঋগ্‌বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ এবং অথর্ব্ববেদ এই বেদচতুষ্টয় রচনা করিলেন, তথা এই প্রকারই মুখ চতুষ্টয়ে শাস্ত্র, ইজ্যা, স্তুতিস্তোম এবং প্রায়শ্চিত্ত এই সকলও রচনা করেন। সুতরাং বেদ ব্রহ্মা সৃষ্টি বা রচনা করিয়াছেন।

সমাধান—আপনারা এই প্রকার বলিতে পারেন না, কারণ এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—য ইত্যাদি। যিনি সৃষ্টির প্রথমে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাকে উৎপন্ন করিয়া বেদসকল অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন তাঁহাকে

স্মৃতিশ্চ (শ্রীবি°পু° ১।১২।৬৫) "ন্যগ্রোধঃ সুমহানল্পে যথাবীজে ব্যবস্থিতঃ। সংযমে বিশ্বমখিলং বীজভূতে তথা ত্বয়ি॥ ইতি। "নারায়ণঃ পরো বেদস্তস্মাজ্জাতশ্চতুর্মুখঃ" ইতি বারাহে। "তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদি কবয়ে" (শ্রীভা° ১।১।১) ইতি চৈবমাদ্যা।

মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে" ইতি মন্ত্রশেষঃ।

পূর্ব্বসৃষ্ট এব ধাতা সৃজতীতি ঋঙ্‌মন্ত্রমুদাহরন্তি—ধাতা সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা যথা পূর্ব্বং পূর্ব্ব পূর্ব্বকল্পানুসারং 'সূর্য্যা চন্দ্রমসৌ' উপলক্ষণমেতৎ সর্ব্বমিদং প্রপঞ্চজাতং রচয়ামাস ইত্যর্থঃ।

ইত্যেবং শ্রুতিপ্রমাণং দর্শয়িত্বা, স্মৃতিপ্রমাণমুদাহরন্তি—স্মৃতিশ্চেতি। অথ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে শ্রীধ্রুবঃ—হে ভগবন্‌! সুমহান্ ন্যগ্রোধঃ বটবৃক্ষঃ যথা অল্পে অতিক্ষুদ্রে বীজে ব্যবস্থিতঃ তিষ্ঠতি, তথা অখিলং বিশ্বং সংযমে মহাপ্রলয়কালে ত্বয়ি বীজভূতে সর্ব্বকারণ-কারণ-স্বরূপে তিষ্ঠতীতি, প্রলয়কালেঽপি তত্র বেদস্য বিদ্যমানত্বমিতি ভাবঃ।

কিঞ্চ ব্রহ্মণোঽপি জন্মশ্রূয়তে—নারায়ণঃ পরো বেদঃ, শ্রীনারায়ণস্তু বেদস্বরূপ ইত্যর্থঃ। তস্মাৎ শ্রীনারায়ণাৎ চতুর্মুখো ব্রহ্মা জাতঃ—উৎপন্ন ইত্যর্থঃ। অতঃ চতুর্মুখস্য জাতত্ব শ্রবণাৎ নিত্যসিদ্ধস্য বেদস্য

সেই আত্মবুদ্ধি প্রকাশক দেবের আমি মুমুক্ষু শরণ গ্রহণ করিতেছি। অর্থাৎ যিনি সর্ব্বারাধ্য শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব পূর্ব্বে সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মাকে বিদধাতি—নিজ নাভিকমলে উৎপাদন করিয়াছিলেন, প্রকরণের দ্বারা এই অর্থই বোধ হয়। আরও শ্রীশ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে উৎপন্ন করিয়া ঋগ্, যজুঃ সাম ও অথর্ব্ববেদ তাঁহাকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন।

পূর্ব্বকল্পের সৃষ্টবস্তু ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন এই বিষয়ে ঋগ্‌বেদের মন্ত্র উদ্ধৃত করিতেছেন—সূর্য্য ইত্যাদি। ধাতা সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা যথাপূর্ব্ব—পূর্ব্ব পূর্ব কল্পানুসারে সূর্য্য চন্দ্রাদির কল্পনা বা সৃষ্টি করেন। সূর্য্য চন্দ্র ইত্যাদি উপলক্ষন মাত্র পরিদৃশ্যমান সকল বস্তুই রচনা করেন ইহাই অর্থ।

এই প্রকার শ্রুতি শাস্ত্রের প্রমাণ প্রদর্শিত করাইয়া স্মৃতিবাক্যের প্রমাণ উদাহরণ প্রদান করিতেছেন—স্মৃতি ইত্যাদি দ্বারা। হে দেব! সুমহান বটবৃক্ষ যেমন অতি অল্প বীজে অবস্থান করে, সেই প্রকার অখিল বিশ্ব মহাপ্রলয় কালে আপনি বীজস্বরূপ আপনাতে অবস্থান করে। অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে শ্রীভগবানকে শ্রীধ্রুব বলিলেন—হে ভগবন্‌! সুমহান ন্যগ্রোধ বটবৃক্ষ যেমন অল্পে অতি ক্ষুদ্র বীজে অবস্থান করে, সেই প্রকার অখিল বিশ্ব সংযমে মহাপ্রলয় কালে আপনাতে—অর্থাৎ বীজস্বরূপ বা সর্ব্বকারণ কারণ যে আপনি আপনাতে বীজরূপে অবস্থান করে, সুতরাং মহাপ্রলয়কালেও বেদসকল বিদ্যমান ছিল। আরও সৃষ্টিকর্ত্তা চতুর্মুখ ব্রহ্মারও জন্ম শ্রবণ করা যায়, শ্রীবরাহপুরাণে বর্ণিত আছে—শ্রীনারায়ণই বেদস্বরূপ ইহাই অর্থ।

অতএব শ্রীনারায়ণ হইতে চতুর্মুখ ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছিলেন। অতএব চতুর্মুখ ব্রহ্মার জন্ম

অয়মত্র নিষ্কর্ষঃ—সর্ব্বেশ্বরো ভগবান্ মহাপ্রলয়ান্তে যথাপূর্ব্বং বিশ্বং বিচিন্তয়ন্ "বহু-স্যাম্" ইতি সঙ্কল্প্য সূক্ষ্মাত্মনা স্বস্মিন্ বিলীনং ভোক্তৃভোগ্যসমুদায়ং বিভজ্য মহদাদি ব্রহ্ম পর্য্যন্ত-মণ্ডং পূর্ব্ববন্নির্ম্মায় বেদাংশ্চ পূর্ব্বানুপূর্ব্বিকানাবির্ভাব্য মনসৈব তান্ ব্রহ্মাণমধ্যাপ্য চ পূর্ব্ববৎ দেবাদিরূপবিশ্বসৃষ্টৌ তং বিনিযুঙ্ক্তে, স্বয়ঞ্চ তদন্তর্নিয়মনবতিষ্ঠতে। সোঽপি তদনুগ্রহলব্ধ-সার্ব্বজ্ঞ্যবীর্য্যো বেদৈস্তত্তদাকৃতীর্বিমৃশ্য পূর্ব্বদেবাদিতুল্যাংস্তান্ সৃজতীতি। তদেবমিন্দ্রাদি শব্দাত্মনো বেদস্য ইন্দ্রাদ্যর্থাকৃতেশ্চ সদাতনত্বাৎ তয়োঃ সম্বন্ধেঽপি তথাত্বং সিদ্ধমিতি শব্দেঽপি

উৎপত্তির্ন সম্ভবেদিতি ভাবঃ। অত্র সর্ব্বপ্রমাণ চক্রবর্ত্তি শিরোমণি—শ্রীমদ্ভাগবতমন্ত্র প্রমাণেন ব্রহ্মণো বেদাধ্যয়নং প্রতিপাদয়ন্তি—তেন ইতি।

টীকা চ শ্রীস্বামিচরণানাম্ -তর্হি কিং ব্রহ্মা ধ্যেয়ঃ। "হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ" ইতি শ্রুতেঃ। নেত্যাহ—তেন ইতি, আদি কবয়ে ব্রহ্মণেঽপি ব্রহ্ম বেদং যস্তেনে প্রকাশিতবান্। যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ। তং হ দেবমাত্মবুদ্ধি-প্রকাশম্ মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে" ইতি শ্রুতেঃ।

ননু ব্রহ্মণোঽন্যতো বেদাধ্যয়নমপ্রসিদ্ধং, সত্যং তত্তু হৃদা মনসৈব তেনে বিস্তৃতবান্। ইতি। এবং পূর্ব্বসৃষ্টমেব সৃজতীতি ব্রহ্মা স্বয়মেবাহ—শ্রীভাগবতে—২।৫।১১, যেন স্বরোচিষা বিশ্বং রোচিতং

হইয়াছে, এই প্রকার শ্রবণ করা হেতু নিত্যসিদ্ধ বেদের উৎপত্তি কোন প্রকারে সম্ভব হইবে না ইহাই ভাবার্থ। ব্রহ্মার জন্মের পূর্ব্বে যে বেদ ছিল বা ব্রহ্মা শ্রীভগবান হইতে বেদ লাভ করিয়াছিলেন তাহা সর্ব্বপ্রমাণ চক্রবর্ত্তি শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতমন্ত্র প্রমাণের দ্বারা ব্রহ্মার বেদাধ্যয়ন প্রতিপাদন করিতেছেন —তেনে ইত্যাদি। যিনি আদি কবিকে হৃদয়ের দ্বারা বেদ বিস্তার করিয়াছিলেন।

এই অংশের শ্রীস্বামিপাদের টীকা এই প্রকার—এই মঙ্গলাচরণ শ্লোকে ধ্যানের কথা কহিয়াছেন, তাহা বলিতেছেন—তাহা হইলে কি ব্রহ্মার ধ্যান করিব, কারণ 'হিরণ্যগর্ভ উৎপন্ন ভূতসকলের অগ্রে এক মাত্র পতি বা পালক ছিলেন। এই শ্রুতি প্রমাণের দ্বারা ব্রহ্মার সকলেয় পতিত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। না, ব্রহ্মার ধ্যান করিবে না যে হেতু—তেনে ইত্যাদি। যিনি আদি কবি ব্রহ্মাকেও ব্রহ্ম—বেদশাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন। এই বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ এই প্রকার—যিনি সৃষ্টির প্রথমে ব্রহ্মাকে উৎপন্ন করিয়া তাঁহাকে বেদ অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন সেই আত্মবুদ্ধি প্রকাশ দেবের মুক্তির ইচ্ছা করিয়া শরণ গ্রহণ করিতেছি।

যদি বলেন—ব্রহ্মা কোন অন্য ব্যক্তি হইতে বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন এই বিষয়ে কোন প্রসিদ্ধি বা প্রমাণ নাই, উত্তরে বলিতেছেন—প্রসিদ্ধি বা প্রমাণ নাই সত্য, কিন্তু শ্রীভগবান বেদশাস্ত্র ব্রহ্মার হৃদয়ে হৃদা মনের দ্বারাই বিস্তার করিয়াছেন, ইতি। সুতরাং ব্রহ্মা বেদশাস্ত্র শ্রীভগবানের নিকট হইতে

ন কোঽপি বিরোধঃ। তথা চ দেবাদীনাং সামর্থ্যাদি সদ্ভাবাত্তেষামপি ব্রহ্মোপাসনাধিকারঃ সিদ্ধঃ। দেবাদ্যধিকারেঽপি নাঙ্গুষ্ঠমাত্রশ্রুতির্বিরুদ্ধা। তদঙ্গুষ্ঠ প্রমিতত্বেন তৎ প্রসিদ্ধেঃ ॥৩০॥

রোচয়াম্যহম্। যথার্কোঽগ্নির্যথা সোমো যথর্ক্ষগ্রহ-তারকাঃ॥ শ্রীগীতাসু—২।১২, ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ। ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃ পরম্॥

তস্মাৎ মহাপ্রলয়ান্তে শ্রীভগবান্ নিত্যসিদ্ধঃ স্ব স্বরূপভূতং বেদমালোচ্য ব্রহ্মাদীন্ দেবান্ সৃজতি ইতি প্রতিপাদয়ন্তি—অয়মত্র নিষ্কর্ষ ইতি। এবমুপসংহরন্তি—তথাচেতি।

বেদকর্ত্তা যথানিত্যং তথা বেদাস্তথা দেবাঃ। তস্মাদ্ বেদোক্ত গোবিন্দ ইহামুত্রগতির্মম ॥ ৩০ ॥

॥ ইতি দেবতাধিকরণং সপ্তমং সমাপ্তম্ ॥ ৭ ॥

প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি রচনা করেন নাই। এই প্রকার পূর্ব্বসৃষ্ট বস্তুই সৃষ্টি করেন, তাহা ব্রহ্মা স্বয়ং বর্ণনা করিয়াছেন—যেমন সূর্য্য, অগ্নি চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র এবং তারা যাঁহার প্রকাশের দ্বারা প্রকাশযুক্ত হইয়া জগতে প্রকাশ বিস্তার করে, সেই প্রকার আমিও সেই শ্রীভগবানের চিন্ময় প্রকাশের দ্বারা প্রকাশিত হইয়া এই জগৎকে রচনা করি। শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে—শ্রীভগবান বলিলেন হে অর্জ্জুন! আমি, তুমি এবং সকল রাজাগণ পূর্ব্বে কখনও ছিল না, তাহা নহে এবং এই দেহের ভবিষ্যতে বা মৃত্যুর পর আমরা কেহ থাকিব না, তাহাও নহে, আমরা সকলে এই দেহোৎপত্তির পূর্ব্বেও ছিলাম এবং এই দেহের বিনাশের পরও ভবিষ্যতে থাকিব। সুতরাং শ্রীভগবান বেদশাস্ত্র দেবাদির আকৃতি জীব ইত্যাদি সকলই নিত্য।

অতএব মহাপ্রলয়ের অন্তে শ্রীভগবান নিত্যসিদ্ধ নিজ স্বরূপভূত বেদশাস্ত্র সমালোচনা করিয়া ব্রহ্মা ইন্দ্র চন্দ্রাদি সৃষ্টি করেন তাহা শ্রীমদ্‌ভাষ্যকার প্রভুপাদ প্রতিপাদন করিতেছেন—অয়মত্র ইত্যাদি। এই অধিকরণের সার নিষ্কর্ষ এই প্রকার—সর্ব্বেশ্বর স্বয়ং ভগবান শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব মহাপ্রলয়ের অন্তে যে প্রকার পূর্ব্বে বিশ্ব ছিল সেই প্রকার চিন্তা করিয়া "আমি বহু হইব" এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া সূক্ষ্মরূপে নিজের মধ্যে বিলীন ভোক্তা জীব, ভোগ্য-রূপাদি, বিভাজন করিয়া মহদাদি হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মা পর্য্যন্ত ব্রহ্মা ব্রহ্মাণ্ড পূর্ব্বের সমান নির্ম্মাণ করিয়া পূর্ব্বানুপূর্ব্বীক্রমে অর্থাৎ অতীত সৃষ্টির সময় বেদের মধ্যে যে প্রকার স্বর বর্ণাদি ক্রম ছিল অবিকল সেই প্রকার বেদশাস্ত্র সকলকে আবির্ভূত করিয়া মনের দ্বারা সেই বেদসকলকে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাকে অধ্যয়ন করাইয়া, পূর্ব্বসৃষ্টির সমান দেব মানবাদি রূপ বিশ্বসৃষ্টি কার্য্যে ব্রহ্মাকে নিয়োগ করেন, এবং নিজে ব্রহ্মার অন্তর্য্যামী স্বরূপে অবস্থান করতঃ তাঁহাকে নিয়মন করিয়া অবস্থান করেন।

ব্রহ্মাও শ্রীভগবানের অনুগ্রহে সর্ব্বজ্ঞতা এবং সৃষ্টিশক্তি লাভ করিয়া শ্রীভগবৎ প্রদত্ত বেদের দ্বারা সেই সেই দেবতাগণের আকৃতি সকল বিচার করিয়া পূর্ব্ব সৃষ্টির দেবাদির তুল্য বর্ত্তমান সৃষ্টিতে দেবগণকে সৃষ্টি করেন। এই প্রকার স্বীকার করিলে ইন্দ্রাদি শব্দাত্মক যে বেদশাস্ত্র, তাঁহার এবং ইন্দ্রাদি

৮ ॥ ভাবাধিকরণম্ ॥

অথ যাসু বিদ্যাসু দেবা এবোপাস্যাস্তাসু তেষামধিকারঃ স্যান্নবেতি বিচার্য্যতে।

---

৮ ॥ ভাবাধিকরণম্ ॥

অথ বিগ্রহাদিবত্ত্বাৎ ইন্দ্রাদিদেবানাং ব্রহ্মবিদ্যায়াং যথা অধিকারমস্তি তথা মধুবিদ্যায়াং—ছান্দোগ্যোপনিষদুক্ত মধুবিদ্যায়াং দেবানাম্ অধিকারোঽস্তি ন বা ইতি জিজ্ঞাসায়াং ভাবাধিকরণমারম্ভঃ, ইতি অধিকরণসঙ্গতিঃ।

অথ ভাবাধিকরণস্য আদৌ তাবৎ সংশয়বাক্যমবতারয়ন্তি—অথেতি।

সংশয়ঃ—অত্র তাবদাদৌ সংশয়বাক্যমিতি—নন্বু ভবতু মনুষ্যবদ্ দেবাদীনাং ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিকারঃ,

---

শব্দের অর্থ ও ইন্দ্রাদির আকৃতি এই সকলের সদাতনত্ব বা নিত্যত্ব হেতু শব্দের এবং আকৃতির সম্বন্ধও নিত্য ইহা সিদ্ধ হইল, এই প্রকার শব্দ বা বেদও নিত্য সুতরাং কোন প্রকার বিরোধ ঘটিবে না।

এই প্রকার এই দেবতাধিকরণের নিগমন করিতেছেন—তথা চ ইত্যাদি। অতএব দেবতাগণের সামর্থ্য বৈরাগ্য এবং অর্থিত্বাদি সম্ভব হেতু বিগ্রহযুক্ত বা সশরীরী হওয়ার কারণ দেবতাগণেরও পরব্রহ্ম উপাসনায় অধিকার সিদ্ধ হইল। শঙ্কা—যদি বলেন—মানব হৃদয়ে স্মরণ করিবার নিমিত্ত শ্রীভগবানের অঙ্গুষ্ঠমাত্র পরিমাণ স্বীকার করিলাম, কিন্তু যখন দেবতাগণ শ্রীভগবানকে আরাধনা করেন তখন কি প্রকারে অঙ্গুষ্ঠমাত্র পরিমাণ অঙ্গীকার করা যাইবে? সমাধান—আপনাদের এই আশঙ্কার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে—পরব্রহ্মের উপাসনায় দেবতাগণের অধিকার হইলেও শ্রীভগবানের অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ মাত্রের কোন বিরোধ হইবে না। কারণ দেবতাগণের যে হৃদয় তাহা তাহাদের অঙ্গুষ্ঠমাত্র প্রমিত হইলে কোন অসুবিধা হইবে না এবং অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পরিমিত শ্রীভগবান তাহাও শ্রুতি প্রসিদ্ধও আছে।

বেদকর্ত্তা শ্রীভগবান যে প্রকার নিত্য শ্রীভগবৎস্বরূপ বেদশাস্ত্রও সেইরূপ নিত্য এবং সেই প্রকার দেবতাগণের আকৃতি সকলও নিত্য, অতএব বেদশাস্ত্র প্রদর্শিত বা প্রতিপাদিত শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবই আমার ইহলোকে ও পরলোকে পরম গতি ॥ ৩০ ॥

এই প্রকার দেবতাধিকরণ সপ্তম সমাপ্ত হইল ॥ ৭ ॥

৮ ॥ ভাবাধিকরণ –

অতঃপর ভাবাধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন। অর্থাৎ—দেবতাগণের বিগ্রহাদি বিদ্যমান হেতু ইন্দ্রাদি দেবগণের ব্রহ্মবিদ্যায় যে প্রকার অধিকার আছে, সেই প্রকার মধুবিদ্যা অর্থাৎ ছান্দোগ্যোপনিষৎ কথিত মধুবিদ্যায় দেবতাগণের অধিকার আছে? অথবা নাই? এই প্রকার জিজ্ঞাসায় ভাবাধিকরণ আরম্ভ করিতেছেন, এইরূপ অধিকরণ সঙ্গতি প্রদর্শিত হইল।

ছান্দোগ্যে—(৩।১।১)"অসৌ বা আদিত্যো দেবমধু তস্য দ্যৌরেব তিরশ্চিনং বংশঃ" ইত্যাদিনা সূর্য্যস্য দেবমধুত্বং প্রতিপাদ্যতে, রশ্মীনাং ছিদ্রত্বং চ তত্র বসুরুদ্রাদিত্যমরুৎসাধ্যাঃ

কিন্তু বহ্ব্য বিদ্যাঃ সন্তি যাসু দেবা এবোপাস্যাঃ। অথ যাসু বিদ্যাসু ইন্দ্রাদিদেবা এব উপাস্যাঃ তাসু এব বিদ্যাসু দেবানামধিকারমস্তি? নাস্তি বা। ইতি সন্দেহবাক্যম্।

বিষয়ঃ—ননু এতাদৃশং কুত্র উপলভ্যতে? যত্র দেবা এব দেবানামুপাস্যা ইত্যপেক্ষায়ামাহুঃ—ছান্দোগ্য ইতি। অসৌ বা ইতি—আদিত্যো দেবানাং বসু প্রভৃতীনাং মধু মধুতুল্যঃ দেবানাং মোদনান্মধ্বিবমধ্বসাবাদিত্য ইতি। কথং মধুত্বমিত্যপেক্ষায়ামাহ—তস্য আদিত্যস্য মধুনো দ্যুলোক এব আধারভূতঃ তির্য্যক্ প্রসারিত-বংশঃ, বংশ ইতি আদিত্যাখ্যমধুনোঽন্তরীক্ষেঽবস্থানাৎ, স দেবমধ্বাধারো যুপঃ। তত্র রোহিতং শুক্লং কৃষ্ণং পরকৃষ্ণং গোপ্যঞ্চেতি পঞ্চ রোহিতাদীন্যমৃতানি।

তথাহি—যানি চ সোমাজ্যপয়ঃ প্রভৃতীনি অগ্নৌ হূয়ন্তে, তানি আদিত্যরশ্মিভিরগ্নি সম্বলিতৈরুৎ-

---

সংশয়—অতঃপর ভাবাধিকরণের আদিতে সংশয়বাক্যের অবতারণা করিতেছেন—অথ ইত্যাদি। যে সকল বিদ্যাতে দেবতাগণই উপাস্য সেই বিদ্যায় দেবতাগণের অধিকার আছে? অথবা নাই? ইহা বিচার করিতেছেন। অর্থাৎ সন্দেহ বাক্যটি এই প্রকার—আপনাদের যুক্তি অনুসারে মানবের সমান দেবতাগণেরও ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার হউক, তাহা স্বীকার করিলাম, কিন্তু উপনিষদে অনেক বিদ্যা আছে, যে বিদ্যাসকলে দেবতাগণই উপাস্য। অতএব যে বিদ্যায় ইন্দ্রাদি দেবতাগণই উপাস্য সেই বিদ্যায় দেবতাগণের অধিকার আছে? অথবা নাই? ইহাই সন্দেহবাক্য।

বিষয়—অনন্তর ভাবাধিকরণের বিষয়বাক্য নিরূপণ করিতেছেন—ছান্দোগ্য ইত্যাদি। যদি বলেন—এই প্রকার বাক্য কোন স্থানে উপলব্ধ হয়, যে স্থানে দেবতাগণই দেবতাগণের উপাস্য, এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—ছান্দোগ্য ইত্যাদি। ছান্দোগ্যোপনিষদে বর্ণিত আছে—এই আদিত্য দেবমধু, তাহার দ্যৌ-ই তিরশ্চিন বক্ররূপে বংশ, ইত্যাদির দ্বারা সূর্য্যের দেবমধুত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন, সূর্য্যের যে রশ্মিসকল আছে তাহা ছিদ্র, তন্মধ্যে বসু, রুদ্র, আদিত্য, মরুৎ এবং সাধ্য এই পঞ্চ প্রকার দেবগণ নিজ নিজ মুখ্যরূপ মুখের দ্বারা অমৃত দেখিয়াই তৃপ্ত হয় এই প্রকার বলিয়াছেন। সূর্য্যের মধুত্ব, অর্থাৎ সূর্য্য যে মধু তাহা ঋগ্‌বেদাদি কথিত কর্ম্মনিষ্পাদ্য রশ্মিদ্বারা প্রাপ্তরসের আশ্রয়রূপে উপদেশ করিতেছেন। এই প্রকার অন্যত্র অন্যদেবের উপাসনা গ্রহণ করিতে হইবে। অর্থাৎ—এই আদিত্য দেবগণের বসু প্রভৃতি দেবতাদিগের মধুতুল্য, অর্থাৎ দেবগণের মোদন হেতু মধুর সমান মধু এই আদিত্য, আদিত্য কি প্রকারে মধু হইলেন? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন—সেই আদিত্যরূপ মধুর দ্যুলোকই আধারভূত তির্যকে (বক্র) ভাবে প্রসারিত বংশ, বংশ অর্থাৎ আদিত্য নামক মধুর অন্তরীক্ষে অবস্থান হেতু সে দেবমধুর আধার স্বরূপ যুপ। তন্মধ্যে রোহিত, শুক্ল, কৃষ্ণ, পরকৃষ্ণ, গোপ্য এই পাঁচটি অমৃত।

পঞ্চদেবগণাঃ স্বমুখ্যেন মুখেনামৃতং দৃষ্ট্বৈব তৃপ্যন্তীত্যাদি চোচ্যতে। সূর্য্যস্য মধুত্বঞ্চ ঋগাদিপ্রোক্ত কর্ম্মনিষ্পাদ্যস্য রশ্মিদ্বারা প্রাপ্তস্য রসস্যাশ্রয়তয়া ব্যপদিশ্যন্তে। এবমন্যত্রাপ্যন্যদেবোপাসনা

পন্ন পাকান্যমৃতীভাবমাপন্নানিআদিত্যমণ্ডলং নীয়ন্তে ঋঙ্‌মন্ত্রমধুপৈরিতি। যথা ভ্রমরাঃ পুষ্পেভ্য আহৃত্য মকরন্দং স্বস্থানমানয়তি, তথা ঋঙ্‌মন্ত্রমধুভ্রমরাঃ প্রয়োগসমবেতার্থ-স্মরণাদিভিঃ, ঋগ্‌বেদবিহিতেভ্যঃ কর্ম্ম-কুসুমেভ্য আহৃত্য তন্নিষ্পন্ন মকরন্দম্ আদিত্যমণ্ডলং, অস্য আদিত্যস্য লোহিতাভিঃ প্রাচীভীরশ্মিনাড়ীভি-রানয়ন্তি তদমৃতং বসব উপজীবন্তি। অথাস্যাদিত্যমধুনো দক্ষিণাভীরশ্মিনাড়ীভিঃ শুক্লাভির্যজুর্ব্বেদবিহিত কর্ম্মকুসুমেভ্য আহৃত্য অগ্নৌ হুতং সোমাদি অমৃতভাবমাপন্নং যজুর্ম্মন্ত্রভ্রমরা আদিত্যমণ্ডলং আনয়ন্তি, তদমৃতং রুদ্রা উপজীবন্তি। অথাস্যাদিত্যস্য মধুনঃ প্রতীচীভীরশ্মিনাড়ীভিঃ কৃষ্ণাভিঃ সামবেদবিহিত-কর্ম্মকুসুমেভ্য আহৃত্যাগ্নৌ হুতং সোমাদি অমৃতভাবমাপন্নং সামমন্ত্রস্তোত্র ভ্রমরা আদিত্যমণ্ডলমানয়ন্তি, তদমৃতমাদিত্যা উপজীবন্তি। অথাস্য উদীচীভিঃ পরকৃষ্ণাভীরশ্মিনাড়ীভিরথর্ব্ববেদবিহিতেভ্যঃ কর্ম্মকুসুমেভ্য আহৃত্যাগ্নৌ হুতং সোমাদি পূর্ব্ববদমৃত ভাবমাপন্নমথর্ব্বাঙ্গিরসমন্ত্র ভ্রমরাঃ, তথা অশ্বমেধ-বাচঃ স্তোমকর্ম্ম কুসুমাদিতিহাস-পুরাণমন্ত্র ভ্রমরা আদিত্যমণ্ডলমানয়ন্তি। তদমৃতং মরুত উপজীবন্তি। অথাস্যাদিত্যমধুনো যা উর্দ্ধা রশ্মি-

---

বিষয়টি এই প্রকার—যে সকল সোম আজ্য ও পয়ঃ প্রভৃতি অগ্নিতে আহুতি প্রদান করা হয়, সেই সকল আদিত্য রশ্মি কর্ত্তৃক অগ্নি সম্বলিত হইয়া যে পাক উৎপন্ন হয় তাহাতে অমৃতী ভাবাপন্ন ঋঙ্‌মন্ত্র-রূপ মধুকর দ্বারা আদিত্যমণ্ডলে আনীত হয়। যে প্রকার ভ্রমরগণ পুষ্প হইতে মকরন্দ আহরণ করিয়া নিজ স্থানে আনয়ন করে, সেই প্রকার ঋঙ্‌মন্ত্র মধুভ্রমর সকল প্রয়োগ সমবেতার্থ স্মরণাদির দ্বারা ঋগ্‌-বেদ বিহিত কর্ম্মকুসুম হইতে আহরণ করিয়া তন্নিষ্পন্ন মকরন্দ আদিত্যমণ্ডলে এই আদিত্যের লোহিতবর্ণ প্রাচী রশ্মি নাড়ীর দ্বার আনয়ন করে, সেই অমৃতে বসুগণ জীবনধারণ করেন।

অনন্তর এই আদিত্য মধুর দক্ষিণ রশ্মি নাড়ী শুক্লাদ্বারা যজুর্ব্বেদবিহিত কর্ম্মকুসুম হইতে আহরণ করিয়া অগ্নিতে আহুত সোমাদি অমৃতভাবাপন্ন যজুর্ব্বেদের মন্ত্ররূপ ভ্রমরগণ আদিত্যমণ্ডলে আনয়ন করেন, সেই অমৃতের দ্বারা রুদ্রগণ জীবনধারণ করেন।

অনন্তর আদিত্যমধুর প্রতীচী (পশ্চিম) নাড়ী রশ্মি কৃষ্ণা দ্বারা সামবেদবিহিত কর্ম্মকুসুম হইতে আহৃত অগ্নিতে আহুত সোমাদি অমৃত ভাব প্রাপ্ত হয়, তাহাকে সামমন্ত্রস্তোত্ররূপ ভ্রমর সকল আদিত্য-মণ্ডলে আনয়ন করেন। সেই অমৃতের দ্বারা আদিত্যগণ জীবনধারণ করেন।

অতঃপর আদিত্য মধুর উদীচী (উত্তর) পরকৃষ্ণা নাড়ী রশ্মি দ্বারা অথর্ব্ববেদবিহিত কর্ম্মকুসুম হইতে আহরণ করিয়া অগ্নিতে হুত সোমাদি পূর্ব্বের ন্যায় অমৃতভাব প্রাপ্ত হয়, অনন্তর তাহাকে অথর্ব্বা-ঙ্গিরসমন্ত্র ভ্রমরগণ এবং অশ্বমেধ বাচ স্তোম কর্ম্মকুসুম হইতে ইতিহাস পুরাণ রূপ ভ্রমরগণ আদিত্যমণ্ডল আনয়ন করেন। সেই অমৃতের দ্বারা মরুদ্‌গণ জীবনধারণ করেন।

চ গ্রাহ্যা। তত্র তাবৎ পরমতমাহ—

ওঁ ॥ মধ্বাদিষ্বসম্ভবাদনধিকারং জৈমিনিঃ ॥ ওঁ ॥ ১।৩।৮।৩১

নাড্যো গোপ্যাঃ তাভিরুপাসনভ্রমরাঃ প্রণবকুসুমাদাহৃত্য আদিত্যমণ্ডলমানয়ন্তি, তদমৃতং সাধ্যা উপজীবন্তি। তানি চ রোহিতাদীন্যমৃতানি যশঃ-তেজো-বীর্য্য-সর্ব্বেন্দ্রিয়-অন্নরূপেণ নিষ্পন্নানি আদিত্যমধুসম্বন্ধীনি প্রাগাদিষু দিক্ষু ক্রমেণ—স্থিতানাং বস্বাদীনামুপজীব্যানি, ইত্যেবং ভাবয়তাং বস্বাদি প্রাপ্তিফলম্। তথা চ—বস্বাদীনাং সমানানাং মধ্যে একো ভূত্বা যেষু যো মুখ্যস্তদ্রূপেণ মুখেন-বক্ত্রেণ যশ আদ্যমৃতং প্রত্যক্ষানুমানাদিভিঃ করণৈঃ উপলভ্য তৃপ্যতীতি প্রকরণার্থঃ। তস্মাৎ তদেবং প্রতিপাদয়ন্তি শ্রীমদ্ভাষ্যকার চরণাঃ—ইত্যাদিনা ইতি। ইতি বিষয়বাক্যম্।

পূর্ব্বপক্ষঃ—ইতি ছান্দোগ্যোক্ত বিষয়বাক্যে পূর্ব্বপক্ষমবতারয়ন্তি—তত্র তাবদিতি মহর্ষি জৈমিনের্মতমাহঃ—পরমতেতি। মধ্বাদি—অস্তু ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিকার দেবাদিনাম্ কিন্তু ছান্দোগ্যোক্ত মধুবিদ্যায়াং তেষামধিকারো নাস্তি কুতঃ? অসম্ভবাৎ, তস্যাং বিদ্যায়াং বস্বাদীনামেব উপাস্যত্বাৎ, বস্বাদিভাব-প্রাপ্তেশ্চ তৎ ফলত্বাৎ বস্ প্রভৃতীনাং বস্বাদিভাবপ্রাপ্ত্যসম্ভবাৎ, বস্বাদিভাবপ্রাপ্তৌ চ কর্ম্ম-কর্ত্তৃবিরোধাৎ দেবানাং

অনন্তর আদিত্য মধুর যে উর্দ্ধ স্থিত রশ্মি নাড়ী গোপ্য তাহার দ্বারা উপাসনা ভ্রমরগণ প্রণব-কুসুম হইতে আহরণ করিয়া আদিত্যমণ্ডলে আনয়ন করেন। তাহার দ্বারা সাধ্যগণ জীবনধারণ করেন।

এই প্রকার সেই রোহিতাদি অমৃতসকল, যশ, তেজ, বীর্য্য, সর্ব্বেন্দ্রিয়, অন্নরূপে নিষ্পন্ন আদিত্য মধুসম্বন্ধ পূর্ব্বাদি দিক্ সকলে ক্রমপূর্ব্বক অবস্থানকারী বসু আদি সকলের জীবনধারণের বস্তু। যিনি এই প্রকার ভাবনা অথবা আরাধনা করেন তাঁহার বসুত্বাদি ফল লাভ হয়, অর্থাৎ তিনি বসু হয়েন। সারাংশ এই যে—সেই সাধক বসু প্রভৃতি সমান দেবতাগণের মধ্যে এক দেবতা হইয়া নিজেদের যিনি মুখ্য সেই মুখ্যরূপ মুখের দ্বারা যশ আদি অমৃত প্রত্যক্ষ অনুমান প্রভৃতি করণের দ্বারা উপলব্ধ হইয়া পরিতৃপ্ত হয়, ইহাই প্রকরণার্থ। এই প্রকরণের অর্থ-ই শ্রীমদ্ভাষ্যকার প্রভুপাদ প্রতিপাদন করিয়াছেন—'ইত্যাদিনা' এই ভাবে। এই প্রকার বিষয়বাক্য প্রদর্শিত হইল।

পূর্ব্বপক্ষ—এই প্রকার ছান্দোগ্যোপনিষদের বিষয়বাক্যে পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিতেছেন—তত্র ইত্যাদি। তন্মধ্যে পরমত অর্থাৎ—মহর্ষি জৈমিনির মত বর্ণনা করিতেছেন—মধু আদি। মহর্ষি জৈমিনি বলেন—দেবতাগণের মধুবিদ্যায় অধিকার নাই, কারণ—অসম্ভব হেতু। অর্থাৎ—দেবতাগণের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার হউক, কিন্তু ছান্দোগ্যোপনিষৎ বর্ণিত মধুবিদ্যায় দেবতাগণের অধিকার নাই, কেন? অসম্ভব হেতু। কারণ—সেই মধুবিদ্যায় বসু প্রভৃতি দেবতাগণেরই উপাসনায় বসু প্রভৃতির ভাব প্রাপ্ত করাই ফল, অতএব বসু প্রভৃতি দেবতাগণের বসু ভাব লাভ করা বিরোধ হইবে। বসুগণের বসুভাব

জৈমিনির্দেবানাং মধ্বাদিষু বিদ্যাস্বনধিকারং মন্যতে। কুতঃ? অসম্ভবাৎ। ন হি স্বয়মুপাস্যঃ সন্নুপাসকো ভবিতুমর্হতি। একস্মিন্নুভয়াসম্ভবাৎ। বসুত্বাদি প্রাপ্তের্মধুবিদ্যাফলস্য সিদ্ধত্বেনার্থিত্বাসম্ভবাচ্চ ॥ ৩১ ॥

ওঁ ॥ জ্যোতিষি ভাবাচ্চ ॥ ওঁ ॥ ১।৩।৮।৩২।

"তদ্দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ" (বৃ° ৪।৪।১৬) ইত্যাদি শ্রুতের্জ্যোতিষি পরস্মিন্ ব্রহ্মণি তেষামুপাসকত্বয়া ভাবাচ্চ ন তাস্বধিকারঃ। ব্রহ্মোপাসনস্য দেবমনুষ্যসাধারণ্যেঽপি-বিশিষ্য দেবানাং তৎ কথনং তেষামিতরোপাসননিবৃত্তিং দ্যোতয়তি ॥ ৩২ ॥

মধুবিদ্যায়ামধিকারো নাস্তীতি পূর্ব্বমীমাংসাকৃজ্জৈমিনের্ম্মতমিদমিতি সূত্রার্থঃ। অথ জৈমিনির্দেবানামিতি ভাষ্যভাগস্তু স্পষ্টম্ স্বতঃ প্রকটার্থঞ্চ ॥ ৩১ ॥

অথ জৈমিনিমতদার্ঢ্যায় সূত্রান্তরমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—জ্যোতিষীতি। জ্যোতিষি—সর্ব্বপ্রকাশকে পরব্রহ্মণি শ্রীভগবতি দেবানাং মনুষ্যানাং উপাসনে হ্যবিশেষেণ অধিকারে সম্ভবত্যপি দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ পরং ব্রহ্ম উপাসতে ইতি 'ভাবাৎ'প্রমাণভাবাৎ বস্বাদিদেবানাং মধুবিদ্যাদিষু অধিকারো ন সম্ভবতীত্যর্থঃ। তথা চ-সর্ব্বপ্রকাশক ভক্তবাৎসল্যাদি গুণগণালঙ্কৃত শ্রীগোবিন্দদেবং এব ইন্দ্র সূর্য্যাদয়ো

প্রাপ্তিতে কর্ম্ম এবং কর্ত্তা বিরোধ হইবে, সুতরাং দেবতাগণের মধুবিদ্যায় অধিকার নাই, এই প্রকার পূর্ব্বমীমাংসাকার মহর্ষি জৈমিনির অভিমত, ইহাই সূত্রের অর্থ।

অনন্তর মহর্ষি জৈমিনি ইত্যাদি ভাষ্যভাগ স্পষ্টতঃ বোধগম্য। মহর্ষি দেবতাগণের মধুবিদ্যায় অনধিকার বোধ করেন। কারণ অসম্ভব হেতু, এই জগতে কেহ স্বয়ং উপাস্য হইয়া উপাসক হইতে পারে না, যে হেতু একজনই উভয়বিধ হইতে পারে না। আরও বিশেষকথা—মধুবিদ্যার ফল বসুত্বাদি প্রাপ্তি, কিন্তু সেই ফল বসুগণের বসুত্ব প্রাপ্তির নিমিত্ত কামনা হইতে পারে না এবং অসম্ভব হয়। অতএব দেবতাগণের মধুবিদ্যায় অধিকার নাই ॥ ৩১ ॥

অনন্তর মহর্ষি জৈমিনির সিদ্ধান্ত দৃঢ় করিবার নিমিত্ত ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ অন্যসূত্রের অবতারণা করিতেছেন—জ্যোতিষি ইত্যাদি। জ্যোতিঃস্বরূপ শ্রীভগবানের উপাসক হওয়ার সদ্ভাব হেতু। অর্থাৎ জ্যোতিষি সর্ব্বপ্রকাশক পরব্রহ্ম শ্রীভগবানের উপাসনায় দেবতা এবং মানবগণের নির্ব্বিশেষে অধিকার থাকিলেও দেবতাগণ কিন্তু সূর্য্য-চন্দ্র জ্যোতিষ্কগণেরও জ্যোতিঃ পরব্রহ্মের উপাসনা করেন, এই প্রকার 'ভাবাৎ' প্রমাণের সদ্ভাব হেতু বসু প্রভৃতি দেবতাগণের মধুবিদ্যাতে অধিকার সম্ভব হইবে না ইহাই অর্থ।

'দেবতাগণ সেই প্রসিদ্ধ জ্যোতিঃকে উপাসনা করেন।' ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণ দ্বারা জ্যোতিঃ স্বরূপ পরব্রহ্মের উপাসক হওয়া হেতু দেবতাগণের মধুবিদ্যায় অধিকার নাই। দেবতা এবং মানবের

এবং প্রাপ্তে ব্রবীতি—

ওঁ ॥ ভাবন্তু বাদরায়ণোঽস্তি হি ॥ ওঁ ॥ ১।৩।৮।৩৩।

'তু' শঙ্কাচ্ছেদার্থঃ। তাস্বপি মধ্বাদিষূপাসনাসু ভাবং দেবাধিকারস্য ভগবান্ বাদরায়ণো মন্যতে। 'হি' যস্মাদাদিত্যবস্বাদীনামপি সতাং স্বাবস্থব্রহ্মোপাসনয়া স্বভাবাপ্তিপূর্ব্বক ব্রহ্মলিপ্সাসম্ভবোঽস্তি। কার্য্যকারণোভয়াবস্থ ব্রহ্মোপাসনস্যাত্রাবগমাৎ। ইদানীমাদিত্যবস্বাদয়ঃ

দেবা উপাসন্তে, ন তু দেবতান্তরং তস্মাৎ দেবানাং দেবতান্তরোপাসনা অসম্ভবাৎ মধুবিদ্যায়াং সুতরাং এব তেষামনধিকারত্বমিতি ভাবার্থঃ। ইতি পূর্ব্বপক্ষবাক্যম্ ॥ ৩২ ॥

সিদ্ধান্ত—ইত্যেবং মধুবিদ্যায়াং শ্রীজৈমিনিনা পূর্ব্বপক্ষে সমুদ্ভাবিতে সিদ্ধান্তমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ সূত্রকারঃ—ভাবমিতি। তু—শব্দঃ পূর্ব্বপক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি। বসুপ্রভৃতীনামপি মধুবিদ্যাদিষু 'ভাবম্' অধিকার সদ্ভাবং ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণো মন্যতে। হি যস্মাৎ বস্বাদীনামপি 'অস্তি' অধিকার ইতি। স্বান্তরবস্থিতস্য পরব্রহ্মণ উপাস্যত্বং বস্বাদীনাং সম্ভবঃ। কুতঃ? পুনরপিকল্পান্তরে বসুত্বাদি প্রাপ্তিফল সম্ভবশ্চ। ভাষ্যন্তু প্রকটার্থম্: প্রজাপতিরিতি—পুষ্করাদৌ ব্রহ্মা যজ্ঞঞ্চকার ইন্দ্রস্য তু শতক্রতুঃ নাম

পরব্রহ্মোপাসনার অধিকার থাকিলেও, দেবতাগণের বিশেষভাবে পরব্রহ্মের উপাসনা বর্ণন করা হেতু তাহাদের অন্য উপাসনা অর্থাৎ পরব্রহ্ম ভিন্ন অন্যের উপাসনা নিবৃত্তই বোধ করাইতেছে, দেবতাগণ পরব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কাহারও উপাসনা করেন নাই ইহাই অর্থ।

সারাংশ এই যে—সর্ব্বপ্রকাশক ভক্তবাৎসল্যাদিগুণগণালঙ্কৃত শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবকেই ইন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি দেবতাগণ উপাসনা করেন, কিন্তু অন্য দেবতার উপাসনা করেন না, অতএব দেবগণের দেবতান্তর উপাসনা অসম্ভব হেতু মধুবিদ্যাতেও তাঁহাদের অবশ্যই অধিকার থাকিবে না ইহাই ভাবার্থ। এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ বাক্য ॥ ৩২ ॥

সিদ্ধান্ত—এই প্রকার মধুবিদ্যায় মহর্ষি শ্রীজৈমিনি কর্ত্তৃক পূর্ব্বপক্ষ সমুদ্ভাবিত হইলে - সূত্রকার ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্তের অবতারণা করিতেছেন—ভাব ইত্যাদি। ভগবান শ্রীবাদরায়ণ দেবতাগণের মধুবিদ্যায় অধিকার স্বীকার করেন কারণ প্রমাণ আছে। অর্থাৎ সূত্রে যে 'তু' শব্দ আছে তাহা আশঙ্কা অথবা পূর্ব্বপক্ষ ব্যাবর্ত্তিত করিতেছে, এই বিষয়ে আশঙ্কা করা কর্ত্তব্য নহে। বসু প্রভৃতি দেবতাগণেরও মধুবিদ্যাতে "ভাবং" অধিকারের সদ্ভাব ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ মনে করেন। 'হি' যে হেতু বসু প্রভৃতিরও তাহাতে "অস্তি" অধিকার আছে। নিজ হৃদয়কমলে অবস্থানকারী পরব্রহ্মের উপাসনা করা বসু প্রভৃতি দেবতাগণের সম্ভব। কারণ?—পুনরায় কল্পান্তরে বসুত্বাদি প্রাপ্তিফল সম্ভব হেতু। ভাষ্যের অর্থ প্রকট বা সহজবোধ্য। তু শব্দ শঙ্কা নিবারণের নিমিত্ত। সেই মধুবিদ্যা প্রভৃতি উপাসনাতেও

সন্তঃ স্বাবস্থব্রহ্মোপাসীনাঃ কল্পান্তরেঽপ্যাদিত্যাদয়ো ভূত্বাদিত্যাদ্যন্তর্য্যামিকারণভূতং ব্রহ্মোপাস্য মুক্তাঃ সন্তস্তদ্ গমিষ্যন্তীতি ভাবঃ। ন চাদিত্যাদি শব্দানাং ব্রহ্মপর্য্যায়ত্বে মানাভাবঃ "য এতামেবং ব্রহ্মোপনিষদং বেদ" (ছা০ ৩।১১।৩) ইত্যুপসংহারস্য মানত্বাৎ। ন চ বিদ্যাফলস্য বসুত্বাদি প্রাপ্তেঃ সিদ্ধত্বাদর্থিত্বাসম্ভবঃ, লোকে পুত্রিণামেব সতাং জন্মান্তরে পুত্রলিপ্সা দর্শনাৎ। এবঞ্চ ব্রহ্মণ এবোপাস্যত্বাৎ "তদ্দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ" (বৃ০ ৪।৪।১৬) ইত্যপি সুপপন্নম্। "প্রজাপতিরকাময়ত প্রজায়েয়েতি স এতদগ্নিহোত্রং মিথুনমপশ্যৎ" "তদুদিতে সূর্য্যোঽজুহোৎ"

প্রসিদ্ধমেব। চন্দ্রস্যাপি যজ্ঞকরণং শ্রীভাগবতে—৯।৪।৪ "সোঽযজদ্ রাজসূয়েন বিজিত্য ভুবনত্রয়ম্" অধিকারিণঃ—ইতি, এতে দেবাঃ খলু সনিষ্ঠা ভক্তা, ন তু পরিনিষ্ঠাঃ নিরপেক্ষা বা। তস্মাৎ সনিষ্ঠভক্তত্বহেতুর্দেবা রাজসূয়-অশ্বমেধাদি যজ্ঞেষু সাক্ষাদ্ ভগবদারাধনং হিত্বা শ্রীভগবদ্ বিভূতীনামারাধনং কুর্ব্বন্তি। অথ

দেবতাগণের অধিকারের সদ্ভাব আছে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ মনে করেন। যে হেতু আদিত্য বসু আদি সৎদেবতাগণের নিজ অন্তর্য্যামী ব্রহ্মের উপাসনার দ্বারা পুনরায় স্বভ ব বসুত্ব প্রাপ্তি পূর্ব্বক পরব্রহ্ম লাভ কামনার সম্ভব আছে। যে হেতু কার্য্যব্রহ্ম এবং কারণ ব্রহ্ম এই উভয়বিধ ব্রহ্মের উপাসনা এই স্থলে অবগত হওয়া যায়। বর্ত্তমান কালে আদিত্য বসু প্রভৃতি হইয়া নিজ অন্তর্য্যামী পরব্রহ্মের উপাসনা করতঃ কল্পান্তরেও আদিত্য বসু প্রভৃতি হইয়া আদিত্যাদির অন্তর্য্যামী পরমকারণ স্বরূপ পরব্রহ্মের উপাসনা করিয়া মুক্ত হইয়া শ্রীভগবানের নিকটে গমন করেন ইহাই ভাবার্থ।

যদি বলেন—আদিত্যাদি শব্দের ব্রহ্ম পর্য্যায়ত্বে অর্থাৎ আদিত্য শব্দের দ্বারা ব্রহ্মকে বোধ করায় বা ব্রহ্ম পর্য্যায় আদিত্যাদি শব্দ এই প্রকার কোন প্রমাণ নাই;

এতদুত্তরে বলিতেছেন—"যিনি এই উপনিষদ্ প্রতিপাদিত ব্রহ্মকে জানেন" এই উপসংহার বাক্যের প্রমাণ হেতু। অর্থাৎ মধুবিদ্যার উপসংহারে এই বিদ্যাকে বা এই উপনিষৎকে ব্রহ্মপ্রতিপাদক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, সুতরাং আদিত্যাদি শব্দের দ্বারা পরব্রহ্মকেই প্রতিপাদন করিয়াছেন। যদি বলেন—মধুবিদ্যার ফল বসুত্বাদি লাভ, সুতরাং মধু উপাসনার দ্বারা যাঁহারা বসু হইয়াছেন তাঁহাদের আবার বসু হইবার কামনা থাকা অসম্ভব। আপনারা এই কথা বলিতে পারেন না, কারণ এই জগতে যাহারা পুত্রবান তাহাদেরই জন্মান্তরে পুত্রলাভের কামনা দেখা যায়, যাহারা অপুত্রক তাহাদের পুত্রসুখের অনুভবের অভাব হেতু কামনা হওয়া প্রায়ই অসম্ভব। এই ভাবে পরব্রহ্মই সর্ব্বোপাস্য হওয়া হেতু 'দেবতাগণ জ্যোতিঃরও প্রকাশক পরম জ্যোতিঃকে উপাসনা করেন" এই মন্ত্রও উপপন্ন বা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে। কারণ পরমজ্যোতির্ম্ময় শ্রীভগবানকে লাভ করিবার কামনা হওয়া দেবগণের স্বাভাবিক। দেবতাগণ যে কর্ম্ম করেন তাহা শ্রুতি শাস্ত্র প্রসিদ্ধ যেমন—প্রজাপতি ব্রহ্মা কামনা করিলেন আমি পুত্রাদিরূপে জন্মলাভ করিব, তিনি এই অগ্নিহোত্ররূপ মিথুন অর্থাৎ স্ত্রী ও পুরুষকে দর্শন করিয়াছিলেন। 'তিনি উদিত হইলে

ইতি। "দেবা বৈ সত্রমাসত" ইত্যাদি শ্রুত্যন্তরসিদ্ধঃ কর্ম্মাধিকারশ্চ তেষাং ন বিরুদ্ধ্যতে। লোকসংগ্রহার্থয়া ভগবদাজ্ঞয়া তৎ করণাৎ। নন্বু মধুবিদ্যাদিশালিনামনেককল্পপর্য্যন্তং বিলম্বং সহিষ্ণূনাং কথং মুমুক্ষুত্বং, ব্রহ্মলোকান্তসুখবৈতৃষ্ণ্যে তত্ত্বাৎ, সত্যং, তদ্বোধকশাস্ত্রাদদৃষ্টবৈচিত্র্যস্য নিয়ামকত্বাচ্চ, তাদৃশাঃ কেচিদধিকারিণঃ সম্ভবন্তীতি স্বীকার্য্যম্। ইদমধিকরণং পূর্বার্থে কৈমুত্যদ্যোতনায় ॥ ৩৩ ॥

কদাচিৎ শ্রীভগবদ্ভক্তসঙ্গপ্রভাবেন শ্রীনারদাদীনাং কৃপয়া, প্রজাপতেরুপদেশেন চ স্বর্গাদিসুখস্য ক্ষয়িষ্ণুত্বমনুভূয়, নিত্য নিরতিশয়সুখস্বরূপ পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবমুপাসন্তে দেবা ইতি অধিকরণার্থঃ। কৈমুত্যমিতি—দেবাঃ খলু ক্ষয়িষ্ণুফলপ্রদযজ্ঞাদিকং কুর্ব্বন্তি, কিং বক্তব্যং শ্রীভগবদারাধনাম্, তাম্ তু অত্যাদরেণ কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ।

সূর্য্য হবন করিলেন। 'দেবতাগণ যজ্ঞ করিয়াছিলেন' ইত্যাদি অন্য শ্রুতিসিদ্ধ কর্ম্মাদির অধিকারও দেবতাগণের পক্ষে কোন প্রকার বিরোধ হয় নাই।

অর্থাৎ—প্রজাপতি ব্রহ্মা পুষ্করাদি ক্ষেত্রে যজ্ঞ করিয়াছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্রের শতক্রতু অর্থাৎ একশত অশ্বমেধ যাগকর্ত্তা নাম প্রসিদ্ধ আছে। চন্দ্রও যজ্ঞ করিয়াছিলেন, শ্রীভাগবতে প্রসিদ্ধি আছে—চন্দ্র ত্রিভুবন বিজয় করিয়া রাজসূয় যাগের দ্বারা যজ্ঞ করেন। দেবতাগণ যে কর্ম্ম করেন তাহা লোকসংগ্রহের নিমিত্ত, অর্থাৎ আমাদের কর্ম্ম আচরণ দেখিয়া যাহাতে মানবগণও কর্ম্ম করে তজ্জন্য দেবগণ কর্ম্ম করেন। অথবা শ্রীভগবানের আদেশ দ্বারা প্রেরিত হইয়া দেবতাগণ যাগাদি করেন।

শঙ্কা—যদি বলেন—মধুবিদ্যা উপাসনা করিয়া যাঁহারা আদিত্যত্বাদি লাভ করিয়াছেন সেই মধুবিদ্যাশালী দেবগণের অনেক কল্প পর্য্যন্ত বিলম্ব সহ্য করিতে হয়, অর্থাৎ—যাঁহারা বসুত্বাদি প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহাদিগকে নিজ অধিকার পর্য্যন্ত সেই স্থানে অপেক্ষা করিতে হয়, সুতরাং তাঁহাদের কি প্রকারে মুক্তির ইচ্ছা হওয়া সম্ভব হইবে? এবং এই মুক্তির ইচ্ছাও তখনই হইবে, যখন ব্রহ্মলোকের সুখ পর্য্যন্ত ভোগে বিতৃষ্ণা হইবে সুতরাং বিষয়ে বিতৃষ্ণা না হইলে হৃদয়ে মুক্তির ইচ্ছা জাগ্রত হয় না, অতএব তাহা দেবতা বা বসুগণের কি প্রকারে উদয় হইবে?

সমাধান—এই আশঙ্কার উত্তর এই—আপনারা যাহা বলিতেছেন তাহা সত্য, কিন্তু মুক্তিসুখের বা শ্রীভগবৎসেবা সুখের মহিমা বোধক শাস্ত্র হইতে তাহা শ্রবণ করিয়া, অথবা কোন মধুবিদ্যাবিৎ বিচিত্র অদৃষ্টের নিয়মনে ব্রহ্মোপাসনায় অধিকারী হয়েন, ইহা স্বীকার করিতে হইলে। দেবতাগণ যে প্রকার অধিকারী তাহা বলিতেছেন—এই দেবতাগণ সনিষ্ঠ ভক্ত, পরিনিষ্ঠ বা নিরপেক্ষ ভক্ত নহেন। সুতরাং দেবতাগণ সনিষ্ঠ ভক্ত হওয়া হেতু রাজসূয় অশ্বমেধাদি যাগে সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের আরাধনা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানের বিভূতিগণের আরাধনা করেন।

৯ ॥ অপশূদ্রাধিকরণম্ ॥

মনুষ্যাণাং দেবাদীনাঞ্চ সামর্থ্যাদিযোগাদ্ ব্রহ্মোপাসনায়ামধিকারঃ প্রোক্তঃ। স চ

সঙ্গতিঃ—তস্মাৎ দেবানাং ব্রহ্মারাধনা নিত্য শ্রীভগবৎস্বরূপ বেদ তদনুগত শাস্ত্রপ্রতিপাদিতত্বাৎ তেষাং বিগ্রহাদিরবশ্যস্বীকার্য্য ইতি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ, তদনুগতানাং শ্রীগৌড়ীয়বেদান্তবিদামনুভবঃ ॥৩৩

॥ ইতি ভাবাধিকরণমষ্টমং সমাপ্তম্ ॥ ৮ ॥

৯ ॥ অপশূদ্রাধিকরণম্ ॥

অথ পূর্ব্বাধিকরণে সামর্থ্যাদি-যোগান্ মনুষ্যানাং বিগ্রহবত্ত্বাদ্দেবাদীনাঞ্চ পরব্রহ্মোপাসনায়ামধিকারো বিদ্যতে। অত্র 'মনুষ্যাণাং' ইতি সামান্য গ্রহণাৎ সর্ব্বেষাং মানবানামস্তি ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিকার ইতি, তথাত্বে শূদ্রাদীনামপি ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিকারোঽস্ত ইতি বিচিকিৎসায়ামপশূদ্রাধিকরণারম্ভ ইতি অধিকরণ সঙ্গতিঃ।

অনন্তর কদাচিৎ শ্রীভগবানের ভক্তসঙ্গ প্রভাবের দ্বারা, অর্থাৎ শ্রীনারদাদির কৃপায় প্রজাপতি ব্রহ্মার উপদেশে স্বর্গাদি সুখের ক্ষয়িষ্ণুতা অনুভব করিয়া নিত্য নিরতিশয় সুখ স্বরূপ পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দ দেবকে দেবতাগণ উপাসনা করেন, ইহাই এই অধিকরণের অর্থ।

এই ভাবাধিকরণ পূর্ব্ব অধিকরণের কৈমুত্য দ্যোতনের নিমিত্ত, অর্থাৎ দেবতাগণ যখন ক্ষয়িষ্ণু ফল প্রদানকারি যাগাদি অনুষ্ঠান করেন, তখন তাঁহারা শ্রীভগবানের আরাধনা করিবেন তাহা কি বলিতে হইবে। দেবতাগণ নিত্যসুখ লাভের আশায় শ্রীভগবানের উপাসনা অতি আদর পূর্ব্বক করিয়া থাকেন ইহাই অর্থ।

সঙ্গতি—অনন্তর এই অধিকরণের সঙ্গতি নিরূপণ করিতেছেন—তস্মাদিত্যাদি। অতএব ইন্দ্রাদি দেবগণের পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের আরাধনা, নিত্য শ্রীভগবৎ স্বরূপ বেদ এবং বেদানুগত শাস্ত্রসকল কর্ত্তৃক প্রতিপাদন করা হেতু দেবতাগণের শরীর অধিকার সামর্থ্য অর্থিত্বাদি অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে এই প্রকার ভগবান শ্রীবাদরায়ণ এবং তাঁহার অনুগত শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বেদান্তবিদ্বৎগণের অনুভব ॥ ৩৩ ॥

এই প্রকার ভাবাধিকরণ অষ্টম সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

৯ ॥ অপশূদ্রাধিকরণ—

অনন্তর অপশূদ্রাধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন। পূর্ব্বের অধিকরণে সামর্থ্যাদি যোগ হেতু মানবগণের এবং বিগ্রহাদির সদ্‌ভাববশতঃ দেবতাগণের পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের উপাসনায় অধিকার বিদ্যমান আছে। এই স্থলে "মনুষ্যগণের" এই মানব সামান্য গ্রহণ করা হেতু সকল মনুষ্যগণেরই ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে ইহাই বুঝায়। যদি তাহাই স্বীকার করা যায় তাহা হইলে শূদ্রাদিরও ব্রহ্মবিদ্যায়

বেদান্তপাঠাদৃত্তে ন সম্ভবতি "ঔপনিষদং পুরুষম্" (বৃ° ৩।৯।২৬) ইত্যাদি শ্রুতেরিতি স্থিতম্। তৎ প্রসঙ্গাদিদমারভ্যতে, ছান্দোগ্যে (৪।১।১) "জানশ্রুতির্হ পৌত্রায়ণঃ" ইত্যাদিরাখ্যায়িকা

অথ মানবানাং ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিকারঃ, "হৃদ্যপেক্ষয়াতু মনুষ্যাধিকারত্বাৎ" (১।৩।৬।২৫) ইত্যনেন প্রতিপাদ্য—দেবতাধিকরণে দেবানাং বিগ্রহবত্ত্বাৎ সামর্থ্যাদিযোগাচ্চ তেষামপ্যধিকারো অস্তীতি প্রতিপাদিতম্। অতঃ পূর্ব্বাধিকরণস্মরণার্থং তদেবোট্টঙ্কয়ন্তি—মনুষ্যাণামিতি। স চ অধিকারঃ, বেদান্তঃ—উপনিষদ্ বাক্যাবলী শ্রীগুরুমুখাধ্যয়নাদ্ ঋতে বিনা পরব্রহ্মোপাসনে অধিকারো ন সম্ভবতীতি। তস্মাৎ শ্রীভগবতঃ শাস্ত্রৈক প্রমাণগম্যত্বং প্রতিপাদয়ন্তি শ্রুতিঃ—ঔপনিষদ ইতি। উপনিষৎস্থ এব বিজ্ঞেয়ো নান্যপ্রমাণৈরিতি। শ্রীভগবত উপনিষৎপ্রমাণগম্যত্বাৎ শ্রুতিকথিত ব্রহ্মবিদ্যয়া এব তদারাধনং যুক্তং, তথৈবারাধনেন তং প্রাপ্যতে নান্যৈরিতি সিদ্ধান্তঃ। তৎ প্রসঙ্গাদিতি—উপনিষৎ প্রতিপাদ্য পরমপুরুষারাধনা প্রসঙ্গেন ইদং বিচার্য্যতে সর্ব্বৈরেব মানবৈরয়ং আরাধয়িতুং প্রাপ্তুঞ্চ শক্যতে ন বা ইতি, আমুখম্।

অধিকার হউক, এই প্রকার বিচিকিৎসায় অপশূদ্রাধিকরণ আরম্ভ করিতেছেন। এই প্রকার অধিকরণ সঙ্গতি।

অতঃপর মানবগণের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার "হৃদয়ের প্রমাণ যে প্রকার সেই ভাবেই শ্রীভগবান হয়েন এবং অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত শ্রীভগবানের উপাসনা মানবকে অধিকার করিয়াই শাস্ত্র বর্ণনা করিয়াছেন" এই সূত্রে প্রতিপাদন করিয়াছেন এবং দেবতাধিকরণে দেবতাগণের শরীর থাকা হেতু ও সামর্থ্যাদি যোগ বশতঃ তাঁহাদেরও ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে, তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। অতএব পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধিকরণ স্মরণের নিমিত্ত তাহাই উট্টঙ্কিত করিতেছেন—মনুষ্যগণের ইত্যাদি। মানবগণের এবং দেবতাগণের সামর্থ্যাদি যোগ বশতঃ ব্রহ্মোপাসনায় অধিকার আছে, তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। সেই অধিকার বেদান্তপাঠ বিনা সম্ভব হয় না, অর্থাৎ—বেদান্ত উপনিষদ্ বাক্যাবলী শ্রীগুরুমুখ হইতে অধ্যয়ন না করিয়া পরব্রহ্মোপাসনায় অধিকার সম্ভব হয় না।

অতএব শ্রীভগবানের একমাত্র শাস্ত্রৈক প্রমাণগম্যত্ব শ্রুতি প্রতিপাদন করিতেছেন—ঔপনিষদ ইত্যাদি। উপনিষৎ প্রতিপাদিত পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিতেছি" ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা এই সিদ্ধান্তই স্থির হইতেছে। শ্রীভগবানকে উপনিষদেই জানা যায়, অন্য প্রমাণের দ্বারা নহে। শ্রীভগবান উপনিষৎ মাত্র প্রমাণগম্যত্ব হেতু শ্রুতি কথিত ব্রহ্মবিদ্যার দ্বারাই তাঁহার আরাধনা করা যুক্তিযুক্ত, ঐ ব্রহ্মবিদ্যার দ্বারা আরাধনা করিলেই তাঁহাকে পাওয়া যায়, অন্য কোন উপায়ের দ্বারা পাওয়া যায় না। ইহাই সিদ্ধান্ত। এই প্রসঙ্গে এই প্রকার আরম্ভ করিতেছেন—অর্থাৎ উপনিষৎ প্রতিপাদ্য পরমপুরুষের আরাধনা প্রসঙ্গে এই প্রকার বিচার করিতেছেন—ঔপনিষৎ পুরুষকে সকল মানবে আরাধনা করিতে এবং লাভ করিতে পারিবে কি না? এই অধিকরণের ইহা আমুখ।

শ্রূয়তে। তত্র হংসোক্তি শ্রবণানন্তরং সযুগ্বানোরৈক্কস্য সন্নিধিগতেন জানশ্রুতিনা গোনিষ্ক রথান্ দর্শয়িত্বা দেবতাং পৃষ্টো রৈক্ক আহ "হারেত্বা শূদ্র তবৈব সহ গোভিরস্তু" (ছা০৪।২।৩)

বিষয়ঃ—অথ অপশূদ্রাধিকরণস্য বিষয়বাক্যমবতারয়ন্তি—ছান্দোগ্য ইতি। অত্রাখ্যায়িকয়া বিষয়বাক্যং স্পষ্টয়ন্তি – জান শ্রুতিরিতি।

আসীৎ পুরা গোদাবরী তীরে প্রতিষ্ঠানপুরং নাম নগরম্। তত্র কিল জানশ্রুতি র্নাম রাজা অবাৎসীৎ। জনশ্রুতস্যাপত্যম্। স চ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক গো-ভূ-হিরণ্য-অন্নাদীনাং ভুরিদাতা আসীৎ, সর্ব্বে মম অন্নং ভক্ষয়ন্তি" ইতি মানয়ামাস চ। তস্য তাদৃশৈগুণৈঃ পরিতুষ্টা দেবর্ষয়ো ধৃতহংসরূপা গ্রীষ্মে প্রাসাদোপরি শয়ানস্য জানশ্রুতেরুপরি আজগ্মুঃ। তস্মিন্ কালে তেষাং প্রাসাদোপরি পততাং হংসানাং একঃ পৃষ্ঠতঃ পতন্ অগ্রতঃ পতন্তং হংসং অভ্যুবাদ—উক্তবান্। ভো ভো ভল্লাক্ষ! অস্য জানশ্রুতের্দ্যুলোকব্যাপি তেজো ন পশ্যসি কিম্? তত্তেজস্ত্বাং ধক্ষ্যতি, অতস্তং বিলঙ্ঘ্য মা গচ্ছ ইতি পশ্চাদাগতস্য হংসস্য বাক্যং শ্রুত্বা পূর্ব্ববর্ত্তি হংসং প্রত্যুবাচ –"কম্বর এনমেতৎ সন্তং সযুগ্বানমিব রৈক্কমাত্থ" ইতি।

অস্যার্থঃ—অরে! কং বরং, কামু পদস্যাক্ষে পার্থকং, কথমিত্যর্থঃ। বরো—বরাকঃ জানশ্রুতিঃ, রৈক্কোনামা কশ্চিৎ তত্ত্ববিদ্ বরেণ্যো ব্রহ্মচারী। সযুগবানম্—সহ যুগ্বনা গন্ত্র্যা বর্ত্ততে ইতি সযুগ্বা, যোজয়তি

বিষয়—অনন্তর এই অপশূদ্রাধিকরণের বিষয়বাক্যের অবতারণা করিতেছেন—ছান্দোগ্য ইত্যাদি। ছান্দোগ্যোপনিষদে বর্ণিত আছে—পুত্রায়ণ গোত্র জানশ্রুতি নামে একজন প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। ইত্যাদি আখ্যায়িকা শ্রবণ করা যায়।

এই আখ্যায়িকার দ্বারা বিষয়বাক্যটি স্পষ্ট করিতেছেন—জানশ্রুতি ইত্যাদি। আখ্যায়িকাটি এই প্রকার—পুরাকালে গোদাবরী নদীর তীরে প্রতিষ্ঠানপুর নামে একটি নগর ছিল। তথায় রাজা জনশ্রুতের নন্দন জানশ্রুতি নামক রাজা রাজ্য করিতেন। তিনি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক গো, ভূমি, হিরণ্য, অন্ন ইত্যাদির ভুরিদাতা ছিলেন এবং তিনি মনে করিতেন "সকলেই আমার অন্ন ভক্ষণ করিতেছে" ইহা নিশ্চয় করিয়াছিলেন। রাজা জানশ্রুতির এতাদৃশ গুণরাজীর দ্বারা পরিতুষ্ট হইয়া দেবর্ষিগণ হংসরূপ ধারণ করিয়া গ্রীষ্মকালে রাজা প্রাসাদের উপরে শয়ন করিয়াছিলেন তাঁহারা জানশ্রুতির উপরে আকাশে আগমন করিলেন। সেইকালে প্রাসাদের ঊর্দ্ধাকাশে গমনকারী হংসগণের মধ্যে যিনি পশ্চাতে গমন করিতেছিলেন তিনি অগ্রে গমনকারী একটি হংসকে বলিলেন—ওহে ভল্লাক্ষ! এই রাজা জানশ্রুতির আকাশব্যাপী তেজঃ আপনি কি দেখিতেছেন না? তাঁহার তেজ আপনাকে দগ্ধ করিবে অতএব আপনি রাজাকে লঙ্ঘন করিয়া গমন করিবেন না। এই প্রকার পশ্চাৎ গমনকারিহংসের বাক্য শ্রবণ করিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী হংস তাঁহাকে বলিলেন—ওহে? এই বরাকের কি গুণ আছে যে শকটারূঢ় রৈক্কের সমান বলিতেছেন?

এই বাক্যের অর্থ– অরে! কং-বরম্" এই কমু পদের অর্থ আক্ষেপ করা, কি প্রকারে? এই

দেশান্তরং গময়তি সযুগ্বানং সারূঢ়মিতি, যুগ্বা শকটঃ তেন সহ স্থিতমিত্যর্থঃ। তথা চ— অরে হংস! এনং নিকৃষ্টং বরাকং প্রাণিমাত্রং জানশ্রুতিং সযুগ্‌বানং ব্রহ্মতেজোযুক্তং ভগবন্তং রৈক্কমিব আথ ব্রবীষি।

কথং তস্য এতাদৃশমাহাত্ম্যং তত্রাহ—"এনং সর্ব্বং তদভিসমেতি যৎ কিঞ্চ প্রজাঃ সাধু কুর্ব্বন্তি" (৪।১।৪) যৎকিঞ্চ লোকে সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সাধু শোভনং ধর্ম্মজাতং কুর্ব্বন্তি তৎ সর্ব্বং রৈক্কস্য ধর্ম্মেঽন্তর্ভবতি তস্য ধর্ম্মস্য যৎ ফলং তস্মিন্ ফলে সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং ধর্ম্মফলং অন্তর্ভবতীত্যর্থঃ। তস্মাৎ কথমপি রৈক্ক সদৃশং জানশ্রুতি র্ন ভবেদিতি। অজ্ঞতয়া নিজ নিন্দাং শ্রুত্বা উত্তপ্তঃ সন্ পরমবিজ্ঞং রৈক্কমাসাদ্য অয়ং কৃতার্থো ভবিতা ইতি দয়ালূনাং হংসানামভিপ্রায়ঃ।

অথ স নৃপো জানশ্রুতির্হংসবাক্যাৎ স্বস্যাপকর্ষং ব্রহ্মজ্ঞরৈক্কস্য চ উৎকর্ষং শ্রুত্বা প্রতপ্ত হৃদয় রাত্রিং কথঞ্চিদ্ ব্যতীয়ায়। ততো রাত্র্যন্তসূচকং বন্দিস্তুতি-মঙ্গল-তূর্য্য-নির্ঘোষমাকর্ণ্য পর্য্যঙ্কস্থ এব ত্বরয়া সুতমাহূয় আদিদেশ—রে সুত! বিবিক্তেষু গিরিগুহাদিষু রৈক্কাভিধং সযুগ্‌বানং অন্বিষ্য মাং সম্যগাখ্যাহি" ইতি। স ক্ষত্তা গ্রাম নগরাদিষু তথৈবান্বিষ্যন্ ন লেভে, প্রত্যেয়ায় চ, দৃষ্টা তং অকৃতকার্য্যং ক্ষত্তারমুবাচ

পদের অর্থ। বরঃ—বরাক ক্ষুদ্র রাজা জানশ্রুতি। রৈক্ক –রৈক্ক নামে কোন একজন তত্ত্ববিদ্‌বরেণ্য ব্রহ্মচারী। সযুগ্বানম্—গমনকর্ত্তার সহিত যিনি বর্ত্তমান আছেন, অর্থাৎ যোজনা করেন – দেশান্তরে গমন করায় যে সে সযুগ্বান আরূঢ়, যুগ্বা শব্দে শকটকে বুঝায় ব্রহ্মজ্ঞানী রৈক শকটে আরোহণ করিয়া দেশ-দেশান্তরে পরিভ্রমণ করিতেন।

সারাংশ এই প্রকার—অরে হংস! এই নিকৃষ্ট বরাক প্রাণীমাত্র জানশ্রুতিকে শকটারূঢ় ব্রহ্ম-তেজ যুক্ত ভগবান্ রৈক্কের সমান বলিতেছ? মহর্ষি রৈক্কের এতাদৃশ মহিমা কি প্রকারে সম্ভব হইবে? তাহা বলিতেছেন—এই রৈক্কের মধ্যে সকল ধর্ম্ম প্রবেশ করে বা বর্ত্তমান আছে প্রজাগণ যাহা সাধুকর্ম্ম আচরণ করেন" অর্থাৎ ইহলোকে প্রজাগণ যে সকল সাধু সুন্দর ফল প্রদানকারী ধর্ম্মসকল আচরণ করেন তৎ সমুদায় মহর্ষি রৈক্কের ধর্ম্মের অন্তর্ভূক্ত হয় এবং রৈক্ক আচরিত ধর্ম্মের যাহা ফল সেই ফলে সমস্ত প্রাণি-গণের আচরিত ধর্ম্মের ফল অন্তর্ভূ'ত হয় ইহাই অর্থ। অতএব কোন প্রকারেই রৈক্কের সমান জানশ্রুতি হইতে পারিবে না।

অজ্ঞরূপে নিজের নিন্দা শ্রবণ করিয়া দুঃখিত হৃদয়ে পরম বিজ্ঞ মহর্ষি রৈক্কের নিকটে গমন করতঃ রাজা জানশ্রুতি কৃতার্থ হইবে' ইহাই পরমদয়ালু হংসগণের হৃদয়ের অভিপ্রায়।

অনন্তররাজা জানশ্রুতি আকাশমার্গে গমনকারি হংসগণের বাক্যদ্বারা নিজের অপকর্ষ এবং ব্রহ্মজ্ঞানী মহর্ষি রৈক্কের উৎকর্ষ শ্রবণ করিয়া প্রতপ্ত হৃদয়ে কোন প্রকারে রাত্রি ব্যতীত করিলেন। অনন্তর রাত্রির অন্তসূচক বন্দিজনের স্তুতিপাঠ, মঙ্গলশব্দ, তূরী আদির নির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া পর্য্যঙ্কে উপবেশন করতঃ অতি সত্বর সারথিকে আহ্বান করিয়া আদেশ করিলেন—রে সুত! গিরিগুহাদি একান্ত প্রদেশে শকটারোহী রৈক্ক নামক ঋষিকে অন্বেষণ করিয়া আমাকে পূর্ণরূপে তাহার সংবাদ প্রদান কর। রাজার

ইতি। তং শূদ্রশব্দেন সম্বোধ্য, পুনরপ্যাহৃত গো নিষ্ক রথ কন্যোপহারং তং "আজহারেমাঃ

রাজা—অরে! ব্রাহ্মণস্য ব্রহ্মবিদ একান্তে অরণ্যে নদীপুলিনাদৌ বিবিক্তিদেশে অন্বেষণং ভবতি, তস্মাৎ গ্রাম নগরাদিং পরিত্যজ্য তাদৃশে স্থানে তং মার্গনং কুরু" পুনঃ স ক্ষত্তা তথৈবান্বিষ্যন্ ক্বচিদতি বিবিক্তে শকটাধস্তান্নিবিষ্টং পামানং কণ্ডুয়ন্তং কঞ্চিৎ মানবং বীক্ষ্য জিজ্ঞাসিতবান্—হে ভগবন্! সযুগ্বা রৈক্বঃ ত্বমসি কিম্? তদ্বাক্যং শ্রুত্বাহ রৈক্বঃ—অরে! অহমেবাস্মি রৈক্বঃ' এবং নিশ্চিত্য স ক্ষত্তা প্রাবীণ্যাদ্ রৈক্বস্য গার্হস্থ্যেচ্ছাং জ্ঞাত্বা সত্বরমাগত্য জানশ্রুতিং বিজ্ঞাপয়ামাস।

নৃপশ্চ তমুপশ্রুত্য গো-নিষ্ক-রথান্ গৃহীত্বা রৈক্বমাসাদ্য তান্ নিবেদ্য প্রার্থয়ামাস—ভো ভগবন্! ইমানি গবাং ষট্শতানি তুভ্যং ময়া আনীতানি, ইদং রত্নহারং অশ্বতরী রথশ্চ এতদ্ধনং দক্ষিণারূপেণাঙ্গীকৃত্য মাং শাধি, ষাং দেবতাং ত্বং উপাস্সে ইতি। তমেবমুক্তবন্তং জানশ্রুতিং প্রতি রৈক্বঃ প্রত্যুবাচ—হারে ত্বা শূদ্র! তবৈব সহ গোভিরস্তু ইতি। রে শূদ্র! হারেণ যুক্তো, মুক্তদামলগ্ন সরথঃ গোভিঃ সহ সর্ব্বাণি ধনানি তবৈব তিষ্ঠতু, নৈতাবতা মদিচ্ছাসিদ্ধিরিতি ভাবঃ। ইতি জানশ্রুতিং 'শূদ্র' শব্দেন সম্বোধ্য তুষ্ণীং

আদেশে সারথি গ্রাম নগরাদিতে শকটারূঢ় রৈক্বকে অন্বেষণ করিয়া পাইলেন না, না পাইয়া ফিরিয়া আসিলেন। সারথিকে অকৃতকার্য্য দেখিয়া রাজা বলিলেন—ওরে! ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণের অরণ্যে নদী পুলিনাদি একান্তপ্রদেশে অন্বেষণ করিতে হয়, অতএব গ্রাম নগরাদি পরিত্যাগ করিয়া সেই প্রকার একান্ত স্থানে রৈক্বকে অন্বেষণ কর, পুনরায় সেই ক্ষত্তা রাজার আদেশানুসারে অন্বেষণ করিয়া কোথাও অতিশয় একান্ত স্থানে শকটের নীচে নিবিষ্টহৃদয়ে পামা (চুলকানি) কাণ্ডুয়ন রত কোন এক মানবকে অবলোকন করতঃ জিজ্ঞাসা করিলেন—হে ভগবন। আপনি কি সযুগ্বা রৈক্ব হয়েন? তাহার বাক্য শ্রবণ করিয়া রৈক্ব বলিলেন—অরে! আমিই রৈক্ব হই।

এই ভাবে সেই ক্ষত্তা তাঁহাকে রৈক্ব বলিয়া নিশ্চয় করতঃ এবং নিজ প্রবীণতার কারণ মহর্ষি রৈক্বের গার্হস্থ্য ধর্ম্ম আচরণ করিবার ইচ্ছা জানিয়া সত্বর রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া রাজা জানশ্রুতিকে বিজ্ঞাপিত করিলেন। রাজা জানশ্রুতিও তাহা জানিয়া গো সুবর্ণহার ও রথ গ্রহণ করতঃ রৈক্বের নিকটে গমন করিয়া ঐ সকল নিবেদন করিয়া প্রার্থনা করিলেন—হে ভগবন! আপনার নিমিত্ত এই ছয়শত গাভী আনিয়াছি, এই রত্নহার, এই অশ্বতরী, এই রথ এবং এই রথস্থ ধন দক্ষিণারূপে গ্রহণ করিয়া আমাকে উপদেশ করুন, অর্থাৎ আপনি যে দেবতার উপাসনা করেন সেই উপাসনা আমাকে প্রদান করুন। শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদ এই প্রসঙ্গের সংক্ষেপ বর্ণনা করিতেছেন—আকাশগামী হংসের বাক্য শ্রবণ করিবার পর শকটারোহী রৈক্বের নিকটে গমন করিয়া রাজা গাভী, হার, রথাদি প্রদান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া তাঁহার উপাস্য দেবতা বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে, মহর্ষি রৈক্ব রাজাকে বলিলেন—অরে শূদ্র- হার ও গাভীর সহিত সকল ধন তোমারই থাকুক" অর্থাৎ রৈক্ব বলিলেন—অরে শূদ্র! হারযুক্ত

শূদ্র! অনেনৈব মুখেনালাপয়িষ্যথা" (ছা০ ৪।২।৫) ইত্যুক্ত্বা সম্বর্গবিদ্যামুপদিষ্টবানিতি বর্ণ্যতে। ইহ ভবতি সংশয়ঃ বেদবিদ্যায়াং শূদ্রোঽধিক্রিয়তে? ন বেতি?

বভূব রৈক্কঃ। "তস্থ হ" ইতি তদনন্তরং রৈক্কস্য ইচ্ছামবগম্য পুনরেব গবাং সহস্রং-নিষ্কং-অশ্বতরী-রথং দুহিতরং সমাদায় পুনরগচ্ছৎ। সমাগত্য চ প্রার্থয়ামাস—হে ভগবন্! এতান্ গৃহীত্বা ইমাং মম কন্যকাং স্বীয়ভার্য্যারূপেণ স্বীকৃত্য মাং শাধি" ইতি। এবং জায়ার্থমানীতায়াঃ তস্যা রাজ্ঞো দুহিতুর্ম্মুখং দ্বারং বিদ্যায়া দানে তীর্থং জানন্ উবাচ—আজহারেতি। হে শূদ্র! ইমা গো-নিষ্ক-রথ-অশ্বতরী-কন্যাঃ ত্বমাজহার-আনীতবানসি, কিন্তু অনেনৈব কন্যোপহাররূপেণ মুখেন দ্বারেণ মামালপয়িষ্যথা ভাণয়িষ্যসীত্যর্থঃ। বিদ্যাগ্রহণে কন্যা এব একা দক্ষিণা ইতি প্রকরণার্থঃ। সম্বর্গবিদ্যেতি—"বায়ুর্ব্বাব সম্বর্গঃ" ইত্যেবমুপদিষ্টবানিতি, বিষয়বাক্যম্।

সংশয়ঃ—অথ ছান্দোগ্যোপনিষদুক্তসম্বর্গবিদ্যায়াং রৈক্ক জানশ্রুতিসংবাদে ভবতি সংশয়ঃ। বেদবিদ্যায়ামিতি সংশয়বাক্যম্।

মুক্তাদামবিভূষিত রথ ও গাভী এই সকল ধন সম্পদ তোমারই থাকুক, কারণ এই সকলের দ্বারা আমার মনোবাসনা সিদ্ধ হইবে না, ইহাই ভাবার্থ।

এই প্রকার জানশ্রুতিকে "শূদ্র" শব্দের দ্বারা সম্বোধন করিয়া রৈক্ক মৌনভাব অবলম্বন করিলেন। তদনন্তর রাজা জানশ্রুতি মহর্ষিরৈক্কের ইচ্ছা অবগত হইয়া পুনরায় একহাজার গাভী, রত্নহার, অশ্বতরী রথ এবং নিজের কন্যা সঙ্গে করিয়া পুনরায় রৈক্কের নিকটে আগমন করিলেন। রাজা রৈক্কের নিকটে আসিয়া প্রার্থনা করিলেন—হে ভগবন্! এই সকল গ্রহণ করিয়া এবং এই আমার কন্যাকে স্বীয় ভার্য্যারূপে স্বীকার করিয়া আমাকে উপদেশ করুন।

রাজাকে শূদ্র বলিয়া সম্বোধন করিয়া, জানশ্রুতি পুনরায় গো নিষ্ক রথ ও কন্যা উপহার প্রদান করিলে তাহাকে বলিলেন—হে শূদ্র! এই মুখের দ্বারা তুমি আলাপ করিতেছ? এই প্রকার বলিয়া সম্বর্গ বিদ্যা উপদেশ করিয়াছিলেন, ইহা বর্ণিত আছে। অর্থাৎ—এই প্রকার পত্নীর নিমিত্ত সমানীত সেই রাজদুহিতার মুখ অবলোকন করিয়া এবং তাহাকে দ্বার বা বিদ্যাদান বিষয়ে তীর্থ জানিয়া রৈক্ক বলিলেন—হে শূদ্র! এই গাভী সকল, রত্নহার, রথ, অশ্বতরী ও নিজ কন্যাকে আনয়ন করিয়াছ, কিন্তু ইহার দ্বারাই অর্থাৎ কন্যা উপহাররূপ মুখের দ্বারা আমার সহিত আলাপ করিতেছ? বা কন্যা প্রদান করিয়া আমাকে বিদ্যাদান করিতে বলিতেছ। সুতরাং বিদ্যাগ্রহণে কন্যাই একমাত্র দক্ষিণা ইহাই এই প্রকরণের অর্থ। সম্বর্গ বিদ্যা বায়ুই সম্বর্গ" ইত্যাদি। রৈক্ক জানশ্রুতিকে এই প্রকার উপদেশ করিয়াছিলেন। এই প্রকার বিষয়বাক্য প্রদর্শিত হইল।

সংশয়—অনন্তর ছান্দোগ্যোপনিষদুক্ত সম্বর্গবিদ্যাতে রৈক্ক জানশ্রুতিসংবাদে সংশয় উৎপন্ন

তত্র মনুষ্যাধিকারোক্তিরবিশেষাৎ সামর্থ্যদিসত্ত্বাৎ "শূদ্র" ইতি শ্রৌতলিঙ্গাৎ পুরাণাদিষু বিদুরাদীনাং ব্রহ্মবিত্ত্বদর্শনাচ্চ সোঽধিক্রিয়েত ইতি প্রাপ্তে—

ওঁ ॥ শুগস্য তদনাদরশ্রবণাত্তদাদ্রবণাৎ সূচ্যতে হি ॥ ওঁ ॥ ১।৩।৯।৩৪

পূর্ব্বপক্ষঃ—ইত্যেবং সংশয়ে সমুৎপন্নে পূর্ব্বপক্ষমাহুঃ—তত্রেতি। তত্র পূর্ব্বত্র প্রমিতাধিকরণে মনুষ্যাধিকারত্বাৎ" "শাস্ত্রমবিশেষেণ প্রবৃত্তমপি মনুষ্যানধিকরোতি" (১।৩।৬।২৫) ইতি বর্ণনাৎ, সোঽধিক্রিয়তে—বেদান্তাদি অধ্যয়নে অধিকারী বিধীয়তে ইত্যর্থঃ। তস্মাদস্তি বেদবিদ্যায়াং শূদ্রস্যাপ্যধিকারঃ ইতি পূর্ব্বপক্ষম্।

সিদ্ধান্তঃ—ইত্যেবং পূর্ব্বপক্ষে সমুদ্ভাবিতে সিদ্ধান্তসূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—শুগস্যেতি। অথ বেদবিদ্যায়াং শূদ্রস্যাধিকার শঙ্কাং নিবারয়তি, হি যস্মাৎ তদনাদর শ্রবণাৎ তস্য ঋষেঃ রৈক্বস্য সাবজ্ঞবাক্য শ্রবণাৎ, অস্য জানশ্রুতেঃ শুক্ শোক উৎপন্নঃ। স শোকঃ তদাদ্রবণাৎ জানশ্রুতেঃ রৈক্বস্য সমীপে শোকেনাভিগমনাৎ 'সূচ্যতে' শূদ্রশব্দেনেতি। অতঃ স শূদ্রশব্দো ন জাতিবাচকঃ কিন্তু সাবজ্ঞসম্বোধনমমিতি।

হইতেছে—ইহ ইত্যাদি। এই স্থলে সন্দেহ এই প্রকার—বেদবিদ্যায় শূদ্রের অধিকার আছে? অথবা নাই?

পূর্ব্বপক্ষ—এই প্রকার সন্দেহ সমুৎপন্ন হইলে পূর্ব্বপক্ষ প্রতিপাদন করিতেছেন—তত্র ইত্যাদি। পূর্ব্বে মনুষ্যমাত্রেরই অধিকার আছে, কারণ সকলের সামর্থ্যাদি বর্ত্তমান আছে, এবং শূদ্র এই প্রকার শ্রৌত প্রমাণ হেতু, তথা বিদুর ধর্ম্মব্যাধ প্রভৃতির ব্রহ্মবিত্ত দর্শন হেতু শূদ্রেরও বেদবিদ্যায় অধিকার আছে। অর্থাৎ—পূর্ব্বত্র প্রমিতাধিকরণে "মনুষ্যমাত্রেরই অধিকার" "শাস্ত্র জীবমাত্রের উপকারের নিমিত্ত অবিশেষে প্রবৃত্ত হইলেও মানবগণকে অধিকার করিয়াই উপদেশ করেন। ইত্যাদি বর্ণনা করা হইয়াছে। অধিক্রিয়তে—অর্থাৎ বেদান্তাদি শাস্ত্র অধ্যয়নে অধিকারী বিধান করে। সুতরাং বেদবিদ্যায় শূদ্রেরও অধিকার আছে, ইহাই পূর্ব্বপক্ষ।

সিদ্ধান্ত—এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষের সমুদ্ভাবনা করিলে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত সূত্রের অবতারণা করিতেছেন—শুগস্য ইত্যাদি। এই ঋষির অনাদর বাক্য শ্রবণ হেতু, রাজার সমীপে শোকে গমন হেতু শোকের সূচনা করিতেছেন। অর্থাৎ—অনন্তর বেদবিদ্যায় শূদ্রের অধিকার বিষয়ে যে আশঙ্কা তাহা নিবারণ করিতেছেন, 'হি' যে হেতু অনাদর শ্রবণ, সেই ঋষি রৈক্বের অবজ্ঞার সহিত বাক্য শ্রবণ করার কারণ, এই রাজা জানশ্রুতির শোক উৎপন্ন হয়, রাজা শোকের সহিত তদাদ্রবণ—জানশ্রুতির রৈক্বের সমীপে শোকাভিভূত হইয়া আগমন করা হেতু 'শূদ্র' শব্দের দ্বারা রাজার শোকের সূচনা করিতেছেন,

নেত্যনুবর্ত্ততে। তস্যাং শূদ্রো নাধিক্রিয়তে, কুতঃ? হি যস্মাদস্য পৌত্রায়ণস্য জানশ্রুতেরব্রহ্মজ্ঞস্য "কংবর এনমেতৎ সন্তং সযুগ্বানমিব রৈক্কমাত্থ" (ছা• ৪।১।৩) ইতি হংসোক্তানাদরবাক্যশ্রবণাত্তদা ব্রহ্মজ্ঞং রৈক্কং প্রত্যাদ্রবণাৎ শুক্ সঞ্জাতেতি সূচ্যতেঽস্যামাখ্যায়িকায়াং, তথা চ শোকযোগাদেবাশূদ্রেঽপি তস্মিন্ "শূদ্র" ইতি সম্বোধনং স্বসার্ব্বজ্ঞ্যবিজ্ঞাপনায়ৈব, ন তু চতুর্থবর্ণত্বাদিতি ॥ ৩৪ ॥

তস্যাং বেদবিদ্যায়াং শূদ্রঃ চতুর্থবর্ণঃ, নাধিক্রিয়তে, শাস্ত্রৈঃ শূদ্রস্য বেদবিদ্যায়াম্ অধিকারো ন বিধিয়তে। তস্য শূদ্রস্যাধিকারাভাবং প্রতিপাদয়ন্তি—কুত ইতি। পৌত্রায়ণস্য—পুত্রায়ণ গোত্রস্য, জানশ্রুতেঃ—জনশ্রুতেরপত্যস্য, অব্রহ্মজ্ঞস্য শ্রীগুরুমুখীয় ব্রহ্মজ্ঞান রহিতস্য, কমিতি—অরে! নিকৃষ্টোঽয়ং রাজা জানশ্রুতিঃ, বরঃ বরাকঃ তং কং এনং সন্তং কেন মাহাত্ম্যেন যুক্তং যৎ সযুগ্‌বানমিব পরমব্রহ্মজ্ঞ মহর্ষি রৈক্কমিব আত্থ কথয়সি। অতঃ তস্মিন্ ছান্দোগ্যোপনিষদি, জানশ্রুতৌ বা "শূদ্র" ইতি যৎ সম্বোধনং কৃতং তত্তু স্বস্য সার্ব্বজ্ঞ্যতা বিজ্ঞাপনায় এব, পরং ব্রহ্মজ্ঞাঃ খলু সর্ব্বে সর্ব্বজ্ঞা ভবন্তীতি মন্ত্রার্থঃ।

অত্র শূদ্রসম্বোধনেন তস্য ন চতুর্থবর্ণত্বং, শোচতীতি শূদ্রঃ "শুচের্দশ্চ" (উণাদি সূত্রম্) ইতি র-

---

অতএব সেই শূদ্র শব্দ জাতি শূদ্র শব্দ বাচক নহে, কিন্তু অবজ্ঞার সহিত সম্বোধন বাচক।

পূর্ব্ব সূত্র হইতে "ন" কারের অনুবর্ত্তন করিতে হইবে, অর্থাৎ বেদবিদ্যায় শূদ্রের অধিকার নাই। সেই বেদবিদ্যায় শূদ্রের অধিকার নাই। অর্থাৎ বেদবিদ্যায় চতুর্থবর্ণ শূদ্রের অধিকার নাই, কারণ শাস্ত্র সকল শূদ্রের বেদবিদ্যায় অধিকারের বিধান করেন নাই। সেই শূদ্রের বেদবিদ্যায় অধিকারের অভাব প্রতিপাদন করিতেছেন—কুত ইত্যাদি। কেন? অর্থাৎ জানশ্রুতিকে শূদ্র বলিয়া পরে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করায় শূদ্রেরও ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার বোধ করাইতেছে। সুতরাং শূদ্রেরও ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে। এই যুক্তি খণ্ডন করিতেছেন—শূদ্রের বেদবিদ্যায় অধিকার নাই কেন তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন—যে হেতু এই অব্রহ্মজ্ঞ পৌত্রায়ণ জানশ্রুতির "এই বরাক জানশ্রুতিকে তুমি কি প্রকারে সযুগ্বান রৈক্কের সমান বলিতেছ, অর্থাৎ—পুত্রায়ণ গোত্র জনশ্রুতির পুত্র জানশ্রুতি যিনি অব্রহ্মজ্ঞ—শ্রীগুরুমুখীয় ব্রহ্মজ্ঞান রহিত তাঁহার, মন্ত্রার্থ—অরে! অত্যন্ত নিকৃষ্ট এই রাজা জানশ্রুতি বরাক, সে কোন মাহাত্ম্যের দ্বারা যুক্ত, যে হেতু সযুগ্বানের ন্যায়, অর্থাৎ পরম ব্রহ্মজ্ঞ মহর্ষি রৈক্কের সমান বলিতেছ।

এই প্রকার হংসগণ কথিত অনাদর বাক্য শ্রবণ হেতু, শ্রবণ করিয়া সেই কালে ব্রহ্মজ্ঞ রৈক্কের নিকট প্রত্যাগমন হেতু শুক্ শোক সঞ্জাত হয়, এই আখ্যায়িকায় এই প্রকার সূচনা করিতেছেন।

সারাংশ এই যে—শোক সংযোগ থাকার কারণ অশূদ্রকেও 'শূদ্র' এই প্রকার সম্বোধন করা মহর্ষি রৈক্কের নিজ সর্ব্বজ্ঞগুণ জানাইবার নিমিত্তই জানিতে হইবে। কিন্তু রাজাকে চতুর্থবর্ণ মনে করিয়া তিনি শূদ্র সম্বোধন করেন নাই।

এবং শূদ্রত্বেলিঙ্গে নিরস্তে কোঽয়মিতি জিজ্ঞাসায়াং ক্ষত্রিয়ত্বং বক্তুং সূত্রয়তি—

ওঁ ॥ ক্ষত্রিয়ত্বাবগতেশ্চোত্তরত্র চৈত্ররথেণ লিঙ্গাৎ

॥ ওঁ ॥ ১।৩।৯।৩৫।

প্রত্যয়ে ধাতোশ্চ দীর্ঘে চকারস্য দ-কারে শূদ্রঃ” ইতি পদং সিদ্ধ্যতি। অতঃ শোচিতৃত্বমেবাস্য জানশ্রুতেঃ শূদ্রশব্দপ্রয়োগেন সূচ্যতে, ন তু জাতিযোগঃ ॥ ৩৪ ॥

অথ শূদ্র ! ইতি সম্বোধন পদেন জানশ্রুতেঃ শোকসম্বন্ধাৎ জাতিশূদ্রত্বলিঙ্গে নিরস্তে, ভবতি বিচিকিৎসা কোঽয়মিতি ? কিং দাতৃত্বাদিগুণযোগাৎ ক্ষত্রিয়ঃ ? অথবা—সর্ব্বজ্ঞস্য-রৈক্বস্য “শূদ্র !” ইতি সম্বোধনেন জাতি শূদ্র ইতি ?

ইতি শঙ্কাবীজমপাকরণায়, তস্য ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদনায় চ সূত্রয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—ক্ষত্রিয়েতি। ক্ষত্রিয়ত্বাবগতেশ্চ—তস্য জানশ্রুতেঃ ক্ষত্রিয়ত্বাবগমাৎ ন চতুর্থবর্ণাভিপ্রায়েণ শূদ্র! ইতি সম্বোধনং, কুতঃ ? উত্তরত্র সম্বর্গবিদ্যোপসংহারে চৈত্ররথেন অভিপ্রতারিনামকেন ক্ষত্রিয়েণ লিঙ্গাৎ জ্ঞাপকাৎ জানশ্রুতেঃ ক্ষত্রিয়ত্বাবগমাদিত্যর্থঃ। শ্রীভাষ্যেণ তু সূত্রমিদং সূত্রদ্বয়রূপেণ পঠ্যতে।

অর্থাৎ—অতএব সেই ছান্দোগ্যোপনিষদে অথবা জানশ্রুতিতে যে শূদ্র এই প্রকার সম্বোধন করিয়াছেন তাহা কিন্তু নিজ (রৈক্বের) সার্ব্বজ্ঞ্যতা বিজ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত, কারণ যাঁহারা পরব্রহ্মজ্ঞ তাঁহারা সকলে সর্ব্বজ্ঞ হয়েন ইহাই মন্ত্রের অর্থ। এই স্থলে শূদ্র সম্বোধনের দ্বারা তাহার অর্থাৎ জানশ্রুতির চতুর্থবর্ণের নিমিত্ত নহে, কিন্তু তিনি শোক করিয়াছিলেন অতএব তাঁহাকে শূদ্র বলিয়াছেন। শূদ্র—ঊণাদি সূত্রের দ্বারা সিদ্ধ এই প্রকার—শুচের দ হইবে” এই প্রকার ‘র’ প্রত্যয় হইলে শুচ্ ধাতুর দীর্ঘ ‘চ’ কারের ‘দ’ কার হইলে পরে শূদ্র পদ সিদ্ধ হয়। অতএব শূদ্র শব্দ প্রয়োগের দ্বারা রাজা জানশ্রুতির শোককারিত্ব সূচনা করিতেছেন কিন্তু চতুর্থ বর্ণযোগ বা জাতিযোগে রাজাকে শূদ্র সম্বোধন করা হয় না। ইহাই ভাষ্যের অর্থ ॥ ৩৪ ॥

এই প্রকার জানশ্রুতির শূদ্রত্ব জ্ঞাপক চিহ্ন নিরস্ত হইলে “কে এই রাজা ? এই জিজ্ঞাসা হইলে তাঁহার ক্ষত্রিয়ত্ব বলিবার নিমিত্ত সূত্র করিতেছেন। অর্থাৎ—ছান্দোগ্যোপনিষদে ‘শূদ্র’ এই সম্বোধন পদের দ্বারা জানশ্রুতির শোক সম্বন্ধহেতু জাতিশূদ্রলিঙ্গের নিরস্ত হইলে জানিবার ইচ্ছা হয়, এই জানশ্রুতি কে ? এই জানশ্রুতি কি দাতৃত্বাদি গুণ থাকা হেতু ক্ষত্রিয় ? অথবা সর্ব্বজ্ঞ রৈক্বের ‘শূদ্র’ এইরূপ সম্বোধনের দ্বারা জাতিশূদ্র ?

এই আশঙ্কাবীজ অপনোদনের নিমিত্ত এবং জানশ্রুতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সূত্র করিতেছেন—ক্ষত্রিয় ইত্যাদি। জানশ্রুতির ক্ষত্রিয়ত্ব অবগত হেতু, উত্তরে

অস্য জানশ্রুতেঃ ক্ষত্রিয়ত্বমবগম্যতে "শ্রদ্ধাদেয়ো বহুদায়ী" (ছা০ ৪।১।১) ইত্যনেক দানাদি সমধিগতজনপদাধিপত্যাৎ।

"ক্ষত্তারমুবাচ" (ছা০ ৪।১।৬) ইতি ক্ষত্তুঃ প্রেষণাৎ, রৈক্কায় গো নিষ্করথকন্যাদি দানাচ্চ, নহ্যেতানি ক্ষত্রিয়াদন্যস্য সম্ভবন্তি। রাজধর্ম্মত্বাদুপক্রমাখ্যায়িকায়াং ক্ষত্রিয়ত্বমবগতম্। অথোপসংহারাখ্যায়িকায়াং তদবগম্যতে ইত্যাহ—"উত্তরত্র" এতৎ সম্বর্গবিদ্যাবাক্যশেষে সঙ্কীর্ত্তিতেন "চৈত্ররথেন" অভিপ্রতারিসংজ্ঞেন ক্ষত্রিয়ত্বং বিজ্ঞায়তে। বাক্যশেষস্তথাহ—'অথ শৌনকঞ্চ কাপেয়মভিপ্রতারিণঞ্চ কাক্ষসেনিং পরিবিষ্যমাণৌ ব্রহ্মচারী বিভিক্ষে" (ছা০ ৪।৩।৫)

অথ দাতাশিরোমণেঃ জানশ্রুতেঃ ক্ষত্রিয়ত্বং প্রতিপাদয়ন্তি—অস্যেতি। বাক্যশেষস্তথেতি—শৌনকমিতি-শুনকস্যাপত্যং শৌনকম্, কপিগোত্রং কাপেয়ং, পুরোহিতম্। অভিপ্রতারিণং যজমানম্, কক্ষসেনস্যাপত্যং কাক্ষসেনিম্। তথা চ—কাপেয়ং শৌনকং পুরোহিতম্। কাক্ষসেনিম্ অভিপ্রতারিণং যজমানম্। তৌ ভোক্তুমুপবিষ্টৌ পাচকেন পরিবিষ্যমানৌ কশ্চিদ্ ব্রহ্মচারী বিভিক্ষে অন্নং যাচিতবানিত্যর্থঃ। পুনঃ—ব্রহ্মচারিন্! নেদমুপাস্মহে" ইতি কাপেয়াভি প্রতারিণোর্ভিক্ষমানস্য ব্রহ্মচারিণশ্চ সম্বর্গ-

---

উপসংহারে চৈত্ররথ লিঙ্গ দ্বারা বোধ করায়। অর্থাৎ—ক্ষত্রিয়ত্বাবগতি - সেই জানশ্রুতির জাতিক্ষত্রিয়ত্ব অবগত হেতু চতুর্থবর্ণ বা জাতিশূদ্র অভিপ্রায়ে রৈক ঋষি তাঁহাকে শূদ্র বলিয়া সম্বোধন করেন নাই। কারণ—উত্তর প্রকরণে- সম্বর্গবিদ্যার উপসংহারে চৈত্ররথ অর্থাৎ অভিপ্রতারি নামক ক্ষত্রিয়ের দ্বারা জ্ঞাপক হেতু জানশ্রুতির ক্ষত্রিয়ত্বই অবগত হওয়া যায়। শ্রীভাষ্যে শ্রীরামানুজাচার্য্যপাদ এই সূত্রটি দুইটি সূত্র করিয়া পাঠ করেন।

অনন্তর দাতাশিরোমণি জানশ্রুতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন অস্য ইত্যাদি। এই রাজা জানশ্রুতির ক্ষত্রিয়ত্ব অবগত হওয়া যায়। যে হেতু "তিনি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক বহুদাতা, বহু অন্নদাতা" ইত্যাদি অনেক দানাদি সমধিগত হওয়ায় এবং প্রতিষ্ঠানপুর নামক জনপদের অধিপতি হওয়ায় এবং "ক্ষত্তাকে বলিলেন" এই ভাবে রৈক্ককে অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত সারথিকে প্রেরণ করা হেতু, মহর্ষি রৈক্ককে গাভী রত্নহার রথ অশ্বতরী এবং নিজ কন্যা প্রদান করা হেতু তিনি ক্ষত্রিয়। কারণ ক্ষত্রিয় বিনা এই প্রকার দানাদি অন্য জাতির কোন প্রকারে সম্ভব হইবে না। সুতরাং জানশ্রুতিতে রাজধর্ম্ম বিদ্যমান হেতু এই আখ্যায়িকার উপক্রমে তাঁহাকে ক্ষত্রিয় বলিয়াই অবগত হওয়া যায়।

অনন্তর এই আখ্যায়িকার উপসংহারেও তাহা অবগত হওয়া যায় তাহাই বলিতেছেন—উত্তরত্র ইত্যাদি। এই সম্বর্গবিদ্যা বাক্যশেষে সঙ্কীর্ত্তিত হইয়াছে যে "চৈত্ররথ" শব্দ তাহার দ্বারা, ও অভিপ্রতারী যজ্ঞমান সংজ্ঞার দ্বারা রাজা জানশ্রুতির ক্ষত্রিয়তা জানা যায়। বাক্যশেষে অর্থাৎ এই সম্বর্গবিদ্যার শেষেও এই প্রকার বর্ণিত আছে—কাপেয় শৌনক, কাক্ষসেনি অভিপ্রতারিকে ভোজনাবসরে পাচক পরিবেশন

ইত্যাদি। নন্বভিপ্রতারিণশ্চৈত্ররথত্বং ক্ষত্রিয়ত্বঞ্চ নাস্মিন্ প্রকরণে প্রতীয়ত ইতি চেত্তত্রাহ—লিঙ্গাদিতি। "অথ শৌনকম্" ইত্যাদিনা সাহচর্য্যাল্লিঙ্গাদভিপ্রতারিণঃ কাপেয়ঃ সম্বন্ধঃ প্রতীতঃ। অন্যত্র "চৈতেন বৈ চিত্ররথং কাপেয়া অযাজয়ন্" (তাণ্ড্য ব্রাহ্মণ০ ২০।১২।৫) ইতি কাপেয়সম্বন্ধিনশ্চৈত্ররথত্বং শ্রূয়তে। "তস্মাচ্চৈত্ররথির্নামক্ষত্রপতিরজায়তে" ইতি চৈত্ররথস্য ক্ষত্রিয়ত্বঞ্চেতি তদেবং তস্য তৎ সিদ্ধম্। তথা চ সম্বর্গবিদ্যোপাসকৌ কাপেয়প্রতারিণৌ

বিদ্যা সম্বন্ধিত্বং প্রতীয়তে, তেষু অভিপ্রতারী ক্ষত্রিয়ঃ, ইতরৌ ব্রাহ্মণৌ। অতোঽস্যাং বেদবিদ্যায়াং ব্রাহ্মণস্য, ইতরেষু বর্ণেষু ক্ষত্রিয়স্য বৈশ্যস্য চ অন্বয়ো দৃশ্যতে, ন শূদ্রস্য।

তস্মাদ্ বেদবিদ্যায়ামন্বিতত্বাদ্ রৈক্বাদ্ ব্রাহ্মণাদ্ অন্যস্য তু জানশ্রুতেরপি ক্ষত্রিয়ত্বমেব যুক্তং, ন চতুর্থবর্ণত্বমিতি। অথ বাক্যশেষোক্ত প্রকরণে অভিপ্রতারিণঃ ক্ষত্রিয়ত্বং শঙ্ক্যতে—নন্বিতি। অন্যত্রেতি। এতেন দ্বিরাত্রেণ কর্ম্মণা চৈত্ররথং অভিপ্রতারিণং কাপেয়াঃ কপিগোত্রীয়া ব্রাহ্মণা অযাজয়ন্নিতি-যাজয়ামাসুরিত্যর্থঃ। অথ চৈত্ররথস্য ক্ষত্রিয়ত্বং স্মৃতিপ্রমাণেন দ্রঢ়য়ন্তি—তস্মাদিতি।

করিতেছিলেন তখন ব্রহ্মচারী আসিয়া ভিক্ষা চাহিলেন" ইত্যাদি। অর্থাৎ বাক্যশেষ ইত্যাদি—শৌনক শুনকের অপত্য, কপিগোত্র কাপেয়, ইনি পুরোহিত, অভিপ্রতারী যজমান কক্ষসেনের অপত্য কাক্ষসেনী, এই উভয়ের মধ্যে কাপেয় শৌনক পুরোহিত, কাক্ষসেনী অভিপ্রতারী যজমান। তাঁহারা দুইজন যখন ভোজন করিতে বসিয়াছিলেন এবং পাচক পরিবেশন করিতেছিলেন সেই কালে কোন এক ব্রহ্মচারী আসিয়া অন্ন যাচনা করিলেন। পুনরায় 'হে ব্রহ্মচারিন্! ইহা আমরা উপাসনা করি না' এই প্রকার কাপেয় অভিপ্রতারীও ভিক্ষাকারী ব্রহ্মচারী সকলের সম্বর্গবিদ্যার সম্বন্ধ প্রতীতি হইতেছে, তন্মধ্যে অভিপ্রতারী ক্ষত্রিয় এবং অন্য দুই ব্যক্তি শৌনক এবং ব্রহ্মচারী। অতএব এই ব্রহ্মবিদ্যায় ব্রাহ্মণের, অন্য বর্ণের মধ্যে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের অধিকার দেখা যায়, কিন্তু চতুর্থবর্ণ শূদ্রের বেদবিদ্যায় অধিকার নাই। সুতরাং বেদবিদ্যায় সংযুক্ত হওয়া হেতু ব্রাহ্মণ রৈক হইতে অন্য জানশ্রুতির ক্ষত্রিয় হওয়াই যুক্তিযুক্ত বোধ হইতেছে।

শঙ্কা—অনন্তর বাক্যশেষোক্ত প্রকরণে অভিপ্রতারীর ক্ষত্রিয়ত্ব বিষয়ে আশঙ্কা করিতেছেন — নন্ব ইত্যাদি। এই রৈক জানশ্রুতি প্রকরণে অভিপ্রতারীর চৈত্ররথত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতীতি হইতেছে না।

সমাধান—আপনাদের এই প্রকার শঙ্কার কারণে বলিতেছেন—লিঙ্গ হইতে। "অথ শৌনকম্" ইত্যাদি সাহচর্য্য লিঙ্গ হেতু অভিপ্রতারির কাপেয় সম্বন্ধ প্রতীতি হইতেছে, সুতরাং কাপেয় ব্রাহ্মণগণের সহিত অভিপ্রতারী ক্ষত্রিয়ের সম্বন্ধ প্রতীতি হইতেছে। এই বিষয়ে তাণ্ড্যব্রাহ্মণের মন্ত্র প্রমাণিত করিতেছেন—অন্যত্র ইত্যাদি। "এই দ্বিরাত্র কর্ম্ম দ্বারা চৈত্ররথ অভিপ্রতারীকে কাপেয়া-কপিগোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ যাগ করাইয়াছিলেন" এই মন্ত্রে কপিগোত্রীয় কাপেয় ব্রাহ্মণগণের সহিত সম্বন্ধ থাকা হেতু অভিপ্রতারির চৈত্ররথত্ব শ্রবণ করা যায়।

বা ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়ৌ নির্দ্দিষ্টৌ, অতস্তস্যামেব বিদ্যায়াং গুরুশিষ্যভাবেনান্বিতৌ রৈক্কজানশ্রুতী চ তথা স্যাতামিতি তস্য ক্ষত্রিয়ত্বম্। ততশ্চ বেদে শূদ্রো নাধিকারীত্যর্থো যুক্ত্যা সাধিতঃ ॥ ৩৫ ॥

তদেবং শ্রুত্যাদ্যনুগ্রহেণ দর্শয়তি—

ওঁ ॥ *সংস্কারপরামর্শাত্তদভাবাভিলাপাচ্চ* ॥ ওঁ ॥ ১।৩।৯।৩৬।

শ্রুত্যন্তরে "অষ্টবর্ষং ব্রাহ্মণমুপনয়ীত তমধ্যাপয়েদেকাদশে ক্ষত্রিয়ং দ্বাদশে বৈশ্যম্"

সঙ্গতিঃ—এবমেতৎ প্রকরণস্য সঙ্গতি প্রকারমাহুঃ—তথাচেতি ॥ ৩৫ ॥

অথ যুক্তিদ্বারেণ শূদ্রস্য বেদবিদ্যায়ামধিকারং নিরস্য অধুনা শ্রুত্যাদি শাস্ত্রপ্রমাণেন তস্যাং শূদ্রস্যানধিকারং প্রতিপাদয়ন্তি—তদেবমিতি। অথ বেদবিদ্যায়াং শূদ্রানধিকারত্বং প্রতিপাদয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—সংস্কারেতি। সংস্কারস্য—বেদবিদ্যাগ্রহণে উপনয়নসংস্কারস্য সর্ব্বত্র পরামর্শাৎ আবশ্যকত্বেন কথনাৎ, তদভাবাভিলাপাচ্চ—শূদ্রস্য উপনয়নসংস্কারাদ্যভাব কথনাৎ নাস্তি তস্য বেদবিদ্যায়ামধিকার ইতি সূত্রার্থঃ।

অথ শূদ্রস্য সংস্কারাভাবং প্রতিপাদয়ন্তি—অষ্টবর্ষমিতি। ত্রৈবর্ণিকবাহ্যস্য—শূদ্রস্য সংস্কারস্য

অনন্তর চৈত্ররথের ক্ষত্রিয়ত্ব স্মৃতিপ্রমাণের দ্বারা দৃঢ় করিতেছেন—তস্মাদিতি। তাহা হইতে চৈত্ররথি নামে ক্ষত্রিয় রাজা জাত হইয়াছিলেন। অতএব অভিপ্রতারী চৈত্ররথের ক্ষত্রিয়ত্ব সিদ্ধ হইল।

সঙ্গতি—এই প্রকার এই প্রকরণের সঙ্গতি প্রকার নিরূপণ করিতেছেন—তথা চ ইত্যাদি। এই ভাবে সম্বর্গবিদ্যার উপাসকদ্বয় কাপেয় এবং প্রতারী, অথবা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় নির্দ্দেশিত হইয়াছে। অতএব এই সম্বর্গবিদ্যায় গুরুশিষ্য ভাবযুক্ত রৈক্ক ব্রাহ্মণ ও জানশ্রুতি ক্ষত্রিয় হইবেন অতএব রাজা জানশ্রুতির ক্ষত্রিয়ত্ব সিদ্ধ হইল। সুতরাং বেদশাস্ত্রে শূদ্রের অধিকার নাই, এই অর্থ যুক্তির দ্বারা সিদ্ধ করা হইল ॥ ৩৫

এই প্রকার যুক্তির দ্বারা শূদ্রের বেদবিদ্যায় অধিকার নিরাস করিয়া, অধুনা শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র প্রমাণের দ্বারা বেদবিদ্যায় শূদ্রগণের অধিকার নাই তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন—তদেব ইত্যাদি। এই প্রকার শ্রুতি প্রভৃতি শাস্ত্রপ্রমানের দ্বারা শূদ্রের বেদবিদ্যায় অনধিকার প্রদর্শিত হইতেছে।

অনন্তর বেদবিদ্যায় শূদ্রের অনধিকার, ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ প্রতিপাদন করিতেছেন—সংস্কার ইত্যাদি। বিদ্যাগ্রহণে সংস্কার পরামর্শ হেতু এবং শূদ্রের তাহার অভাব কথন হেতু তাহাদের বেদবিদ্যায় অধিকার নাই। অর্থাৎ—সংস্কারের বেদবিদ্যা গ্রহণে উপনয়নসংস্কারের সর্ব্বত্র পরামর্শ অত্যাবশ্যকরূপে কথন হেতু এবং তদভাবাভিলাপ—শূদ্রের উপনয়নসংস্কারাদির অভাব নিরূপণ হেতু, শূদ্রের বেদবিদ্যায় অধিকার নাই, এই প্রকারই সূত্রের অর্থ।

অতঃপর শ্রুত্যন্তরের প্রমাণ দ্বারা শূদ্রের উপনয়নাদি সংস্কারের অভাব প্রতিপাদন করিতেছেন

(মাধ্ব ভা০ খিলশ্রুতিঃ) ইত্যধ্যাপনায় সংস্কারবিমর্শনাৎ তত্র ব্রাহ্মণানামেবাধিকারঃ। "নাগ্নি র্ন যজ্ঞো ন ক্রিয়া ন সংস্কারো ন ব্রতানি শূদ্রস্য" (মাধ্ব ভা০ পৈঙ্গিশ্রুতিঃ) ইতি সংস্কারাভাব-কথনাচ্চ শূদ্রস্য নাধিকারঃ। ত্রৈবর্ণিক বাহ্যস্য সংস্কারাবিধানাৎ সংস্কারসাপেক্ষে বেদপাঠে তস্য ন সঃ ॥ ৩৬ ॥

অবিধানাৎ তস্য শূদ্রস্য বেদবিদ্যায়াং নাস্তি অধিকার ইতি। সংস্কারসাপেক্ষমিতি— তত্রাহি – মনু-২।৩৬, গর্ভাষ্টমেঽব্দে কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণস্যোপনায়নম্। গর্ভাদেকাদশে রাজ্ঞো গর্ভাত্তু দ্বাদশে বিশঃ॥ নির্ণয়সিন্ধৌ— ৩য় পরিচ্ছেদে—১৯২, পৃ০ গর্ভাষ্টমেঽষ্টমে বাব্দে পঞ্চমে সপ্তমেঽপি বা। দ্বিজত্বং প্রাপ্নুয়াৎ বিপ্রো বর্ষে ত্বেকাদশে নৃপঃ॥ ইতি আশ্বলায়নঃ। তথাহি গর্গঃ—বিপ্রং বসন্তে ক্ষিতিপং নিদাঘে বৈশ্যং ঘনান্তে ব্রতিনং বিদধ্যাৎ। মাঘাদি শুক্রান্তিক পঞ্চমাসাঃ সাধারণা বা সকল দ্বিজানাম্॥ অথ শূদ্রাণাং বেদাধিকার নিষেধঃ—ত্রয়ো বর্ণা মহাভাগ! যজ্ঞসামান্যভাগিনঃ। শূদ্রা বেদ পবিত্রেভ্যো ব্রাহ্মণৈস্তু বহিস্কৃতাঃ ইতি

— অষ্টবর্ষ ইত্যাদি। ব্রাহ্মণ বালকের অষ্টবর্ষ বয়সে উপনয়নসংস্কার করিবে এবং বেদ অধ্যয়ন করাইবে, একাদশ বৎসর বয়সে ক্ষত্রিয় বালকের উপনয়নসংস্কার করতঃ বেদ অধ্যয়ন করাইবে এবং দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রমে বৈশ্য বালকের উপনয়নসংস্কার করিবে" এই প্রকার বেদাধ্যয়নের নিমিত্ত উপনয়নসংস্কারের আবশ্যকতা হেতু, বেদবিদ্যায় ব্রাহ্মণগণেরই অধিকার আছে।

এই বিষয়ে শ্রীমাধ্বভাষ্যধৃত পৈঙ্গীশ্রুতি প্রমাণিত করিতেছেন—শূদ্রের গার্হপত্যাদি অগ্নি নাই, যাগযজ্ঞে অধিকার নাই, গর্ভাধানাদিক্রিয়া নাই এবং উপনয়নাদি সংস্কার নাই, তথা চান্দ্রায়ণাদিব্রতেও অধিকার নাই। সুতরাং সকল প্রকার সংস্কারের অভাব কথন হেতু শূদ্রের বেদবিদ্যায় অধিকার নাই, সার কথা এই যে—ত্রৈবর্ণিক বাহ্য শূদ্রের সংস্কারের বিধান না থাকায়, সংস্কার সাপেক্ষে বেদপাঠে বা বিদ্যায় শূদ্রের অধিকার নাই। ত্রৈবর্ণিক বাহ্যের—অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই বর্ণত্রয়ের বহিঃস্থিত শূদ্রের উপনয়নাদি সংস্কারের বিধান না থাকার জন্য শূদ্রের বেদবিদ্যায় অধিকার নাই।

সংস্কার সাপেক্ষ বিষয়ে শ্রীমনু বলিয়াছেন - গর্ভ হইতে গণনা করিয়া অষ্টম বৎসরে ব্রাহ্মণ-বালকের উপনয়ন করিবে, ক্ষত্রিয় বালকের গর্ভ হইতে একাদশ বৎসরে উপনয়ন করিবে এবং বৈশ্যবালকের গর্ভ হইতে গণনা করিয়া দ্বাদশ বৎসরে উপনয়ন করিবে। নির্ণয়সিন্ধুর তৃতীয় পরিচ্ছেদে বর্ণিত আছে— গর্ভ হইতে গণনা করিয়া অষ্টম বৎসরে অথবা পঞ্চম বৎসরে কিম্বা সপ্তম বৎসরে বিপ্র দ্বিজত্ব প্রাপ্ত করিবে, ক্ষত্রিয় বালক কিন্তু একাদশ বৎসরে দ্বিজ হইবে। ইহা আশ্বলায়ন বলিয়াছেন। এই বিষয়ে শ্রীগর্গ বলিয়াছেন – বসন্তকালে বিপ্রবালককে, গ্রীষ্মকালে ক্ষত্রিয় বালককে, শরৎকালে বৈশ্য বালককে ব্রতী করিবে, অথবা মাঘ মাস হইতে আরম্ভ করিয়া আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত পাঁচমাস সকল দ্বিজাতিগণের উপনয়নের কাল।

অনন্তর শূদ্রগণের বেদবিদ্যায় অধিকারের নিষেধ –হে মহাভাগ! বর্ণত্রয়ই সকল প্রকার যজ্ঞ

সংস্কারাভাবং দ্রঢ়য়তি—

ওঁ ॥ তদভাবনির্দ্ধারণে চ প্রবৃত্তেঃ ॥ ওঁ । ১।৩।৯।৩৭।

ছান্দোগ্যে এব (৪।৪।৪) "নাহমেতদ্বেদ ভো যদ্ গোত্রোঽহমস্মি" ইতি সত্যবচসা

বারাহে—সংসারচক্রনামাধ্যায়ঃ। ন শূদ্রায় মতিং দদ্যাৎ কৃশরং পায়সং দধি ॥ কৌর্মে-উপরি—১৫ অং তস্মাৎ শূদ্রস্য বেদবিদ্যায়ামধিকারো নাস্তীতি ভাষ্যার্থঃ ॥ ৩৬ ॥

অথ উপনয়নাদি সংস্কারাভাবাৎ তস্য শূদ্রস্য বেদবিদ্যায়ামধিকারো নাস্তীতি সর্ব্বাদৌ তস্য শ্রুতি-প্রমাণেন সংস্কারাভাবং দ্রঢ়য়ন্তি। অথ সংস্কারাভাবে সূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—তদভাবেতি। শুশ্রূষোর্জ্জাবালস্য শূদ্রত্বাভাবে নিশ্চয়ে সতি গুরোর্গৌতমস্য ব্রহ্মবিদ্যোপদেশে প্রবৃত্তেশ্চ তস্মাৎ ন জাতি-শূদ্রস্য ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিকারোঽস্তীতি ভাবঃ।

অথ শূদ্রস্য সংস্কারাভাবং প্রমাণয়ন্তি—ছান্দোগ্যেতি। অত্রেয়মাখ্যায়িকা ছান্দোগ্যোপনিষদি চতুর্থোঽধ্যায়ে চতুর্থঃ খণ্ডে লভ্যতে। সত্যকামো নাম জবালা তনয়ো ব্রহ্মচর্য্যপালন কামো মাতরং

করিবার অধিকারী, কিন্তু পবিত্র বৈদিককর্ম্ম হইতে শূদ্র সকল ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক বহিষ্কৃত হইয়াছে। এই শ্রীবরাহপুরাণে সংসারচক্র নামে অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। শ্রীকূর্ম্মপুরাণে বর্ণনা করিয়াছেন—শূদ্রকে বেদ-বিষয় বুদ্ধি, তিলমিশ্রিত অন্ন-কৃশর, পায়স এবং দধি প্রদান করিবে না। অতএব শূদ্রের বেদবিদ্যায় অধিকার নাই, ইহাই ভাষ্যার্থ ॥ ৩৬ ॥

অনন্তর উপনয়নাদি সংস্কারের অভাব হেতু সেই শূদ্রের বেদবিদ্যায় অধিকার নাই, অতএব সর্ব্ব-প্রথম শ্রুতিপ্রমাণের দ্বারা শূদ্রের সংস্কারের অভাব দৃঢ় করিতেছেন।

ভগবান শ্রীবাদরায়ন শূদ্রের সংস্কারের অভাববিষয়ে সূত্রের অবতারণা করিতেছেন—তদভাব ইত্যাদি। শূদ্রত্বের অভাব নির্দ্ধারণ করিলে পরে উপদেশে প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায়। অর্থাৎ সেবক জাবালের শূদ্রত্বের অভাব নিশ্চয় করিলে পরে গুরুদেব শ্রীগৌতমের ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশে প্রবৃত্তি দেখা যায়, অতএব জাতিশূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার নাই ইহাই ভাবার্থ।

অতঃপর শূদ্রের সংস্কারাভাব প্রমানিত করিতেছেন—ছান্দোগ্য ইত্যাদি। হে ভগবন্! আমি কোন গোত্রীয় তাহা জানি না, এই সত্যবাক্যের দ্বারা জাবাল সত্যকামের শূদ্রত্বের অভাব নির্দ্ধারণ করিলে পরে "এই প্রকার সত্যকথা অব্রাহ্মণ বলিতে পারিবে না, হে সৌম্য সমিধ আহরণ কর তোমাকে যজ্ঞোপবীত প্রদান করিয়া সংস্কার করিব, কারণ তুমি সত্য হইতে বিচলিত হও নাই" এই প্রকার গুরুদেব শ্রীগৌতমের তাহার সংস্কারে প্রবৃত্তি দেখা যায়।

অর্থাৎ এই বিষয়ে একটি আখ্যায়িকা ছান্দোগ্যোপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ খণ্ডে দেখা

জাবালস্য শূদ্রত্বাভাবে নির্দ্ধারিতে সতি "নৈতদব্রাহ্মণো বিবক্তুমর্হতি, সমিধং সৌম্যহরোপ ত্বা নেষ্যে ন সত্যাদগাঃ" (ছা০ ৪।৪।৫) ইতি গৌতমস্য গুরোস্তৎসংস্কারাদৌ প্রবৃত্তেশ্চ।

জিজ্ঞাসয়ামাস—হে মাতঃ! বেদবিদ্যালাভার্থং গুরুগৃহে নিবস্তুমিচ্ছামি কিং গোত্রোঽহমস্মীতি। এবং পুত্রবচনমাশ্রুত্য সা জবালা উবাচ—হে তাত! নাহমেতদ্ বেদ যদ্ গোত্রস্তমসীতি, কস্মান্ন বেৎসি? তত্রাহ—অহং ভর্ত্তৃগৃহে বহু পরিচর্য্যাজাত অতিথি—অভ্যাগতাদীন্ চরন্তী, অহং পরিচারিণী পরিচরণশীলা এব অহং, তত্র তব পিতৃগৃহে অতিথীন্ পরিচরণচিত্ততয়া তব গোত্রাদি স্মরণে মম মনো নাভবৎ, যৌবনে যুবাবস্থায়াং ত্বামলেভে, তদৈব তে পিতা পঞ্চত্বং গতঃ, ততঃ প্রভৃতিরনাথাহম্ সাহমেতন্ন বেদ যদ্ গোত্রঃ ত্বমসি। জবালা নামাহমস্মি সত্যকামো নামা ত্বমসি, তস্মাৎ শ্রীগুরৌ পৃষ্টে সতি 'সত্যকাম-জাবালঃ' ইতি ব্রুবীথাঃ। স চ জাবালসত্যকামঃ বেদাধ্যয়নায় গৌতমগোত্রীয় হরিতদ্রুমস্যাপত্যং হারিতদ্রুমস্য সমীপং গত্বা বিজ্ঞাপয়ামাস—ভো ভগবন্! ভগবতি পরমপূজনীয়ে ত্বয়ি তদাশ্রমে বেদবিদ্যালাভার্থং বৎস্যামি অতো মাং উপনয়নসংস্কারাদিনা তদ্‌যোগ্যতাং বিদধাতু ইতি। ইতি শ্রবণানন্তরং স হারিতদ্রুম গৌতমঃ সত্যকামমুবাচ—হে সৌম্য! কিং গোত্রোঽসি? বিজ্ঞাতকুল গোত্রঃ শিষ্যঃ উপনেতব্যঃ" ইতি তস্মাৎ স্বগোত্রং ব্রূহি?

ইত্যেবং পৃষ্টে সত্যকামঃ প্রাহ—ভো ভগবন্! অহমেতদ্ ন বেদ যদ্‌গোত্রোঽস্মি, কিঞ্চ

যায়—সত্যকাম নামক জবালার তনয় ব্রহ্মচর্য্য পালনের কামনা করিয়া নিজ মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে মাতঃ! বেদবিদ্যা লাভ করিবার নিমিত্ত নিবাস করিতে ইচ্ছা করিতেছি আমার গোত্র কি? এই প্রকার পুত্রের বচন শ্রবণ করিয়া মাতা জবালা বলিলেন—হে বৎস! আমি তাহা জানি না যে গোত্র তুমি হও, যদি বল কেন জান না? তদুত্তরে বলিতেছি—আমি পতিগৃহে অনেক অতিথি অভ্যাগতগণকে পরিচর্য্যা করিয়া ভ্রমণ করিতাম, আমি কেবল অতিথিগণের পরিচরণশীলা ছিলাম, সুতরাং তোমার পিতৃগৃহে অতিথিগণকে পরিচর্য্যায় চিত্ত অর্পণ করা হেতু তোমার গোত্রাদি স্মরণে আমার মনোনিবেশ ছিল না, যৌবন অবস্থায় তোমাকে লাভ করিয়াছি, সেই কালেই তোমার পিতা পঞ্চত্ব লাভ করেন, তখন হইতেই আমি অনাথা হইলাম, অতএব আমি জানি না তুমি কি গোত্রীয়। আমার নাম জবলা, তোমার নাম সত্যকাম অতএব গুরুদেব জিজ্ঞাসা করিলে বলিবে—আমি সত্যকাম জাবাল"।

সেই জাবাল সত্যকাম একদা বেদ অধ্যয়নের নিমিত্ত গৌতমগোত্রীয় হরিতদ্রুমের পুত্র হারিতদ্রুমের সমীপে গমন করিয়া বিজ্ঞাপিত করিলেন—হে ভগবন্! পরম পূজনীয়! আপনার আশ্রমে বেদবিদ্যালাভের নিমিত্ত নিবাস করিব, সুতরাং আমাকে উপনয়ন সংস্কারাদির দ্বারা বেদবিদ্যালাভের যোগ্যতা সম্পাদন করুন।

এই প্রকার শ্রবণ করিবার পর সেই হারিতদ্রুম গৌতম সত্যকামকে বলিলেন—হে সৌম্য! তোমার গোত্র কি? কারণ বিশেষভাবে কুল ও গোত্র জানিয়া শিষ্যকে উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত করিবে"

ব্রাহ্মণপদোপলক্ষিতত্রৈবর্ণিকানামেব সংস্কার প্রযোজকত্বমবগম্যতেঽতো ন শূদ্রোঽধিকারী ॥ ৩৭ ॥

ওঁ ॥ শ্রবণাধ্যয়নার্থপ্রতিষেধাৎ স্মৃতেশ্চ ॥ ওঁ ॥ ১।৩।৭।৩৮

মন্মাতরমপি অপৃচ্ছম্, সা চ মদ্ গোত্রবিষয়েঽজ্ঞতা প্রকাশয়তি, ব্রূতে চ বহ্বহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বামলেভে' ইত্যাদি, সোঽহং সত্যকামো জাবালোঽস্মি”

অথ গৌতমঃ সত্যকামমুবাচ—নৈতদিতি। ইত্যেবং সত্যবাক্যং অব্রাহ্মণো ন বিবক্তুমর্হতি। সত্যবাচো ব্রাহ্মণা নেতরে”। অতো হে সৌম্য! সমিধঃ যজ্ঞীয়কাষ্ঠমহর, ত্বং বেদবিদ্যাধ্যয়ন যোগ্যং উপনয়ন সংস্কারং করোমি”। যস্মাৎ সত্যাৎ নাগাঃ, ব্রাহ্মণজাতিধর্ম্মাৎ সত্যবচনকথনরূপাৎ নাপগতবানসি, ইত্যুক্ত্বা গৌতমঃ সত্যকামমুপনীতবানিতি। অতঃ ছান্দোগ্যোক্ত প্রকরণ বলাৎ সংস্কারাভাবে শূদ্রাণাং বেদবিদ্যায়াং সুতরামেব অধিকারো নাস্তি। অত্র ত্রৈবর্ণিকানামেব—ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশামেব গ্রহণমিতি ভাষ্যার্থঃ ॥ ৩৭ ॥

অথ স্থূণানিখনন ন্যায়েন পুনঃ শূদ্রস্য বেদবিদ্যায়ামধিকারং নিরাকরোতি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—

সুতরাং তোমার গোত্র কি বল? গৌতম এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিলে—সত্যকাম বলিলেন—হে ভগবন্! আমি জানি না যে গোত্রীয় আমি হই, কিন্তু আমার গোত্র বিষয়ে আমি মাতাকেও জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তিনি আমার গোত্র বিষয়ে কিছুই জানেন না আরও বলিলেন যৌবনকালে পতিগৃহে অনেক অতিথি পরিচর্য্যাকালে তুমি জন্মিয়াছ, তোমার পিতা পরলোকে গমন করিলেন, তোমার গোত্র জিজ্ঞাসা করি নাই আমি জবালা তুমি সত্যকাম জাবাল, সুতরাং আমি সত্যকাম জাবাল হই।

অনন্তর গৌতম সত্যকামকে কহিলেন—হে বৎস! ব্রাহ্মণ মিথ্যাবাদী নহে, এই প্রকার সত্য বাক্য অব্রাহ্মণ কখনও বলিতে পারিবে না, ব্রাহ্মণগণই সত্যবাদী, অন্য নহে, অতএব হে সৌম্য! যজ্ঞীয় কাষ্ঠ আহরণ কর তোমার বেদবিদ্যা অধ্যয়ন যোগ্য উপনয়নসংস্কার করিব। যেহেতু তুমি সত্য হইতে অপগত হও নাই, অর্থাৎ ব্রাহ্মণের যে জাতিধর্ম্ম সত্যবচন কথনরূপ ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হও নাই। এই প্রকার বলিয়া গৌতম সত্যকামকে উপনীত করিলেন।

অতএব ছান্দোগ্যোপনিষৎ বর্ণিত প্রকরণ সামর্থ্য হেতু সংস্কারের অভাববশতঃ শূদ্রগণের বেদবিদ্যায় সম্যক্ রূপে অধিকার নাই। এই ছান্দোগ্যোপনিষৎ কথিত 'ব্রাহ্মণ' পদের উপলক্ষণ করায় ত্রৈবর্ণিক—ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই বর্ণত্রয়েরই সংস্কারোপযোজকত্ব অবগত হওয়া যায়, অতএব বেদবিদ্যায় শূদ্র অধিকারী নহে, ইহাই ভাষ্যের মর্ম্মার্থ ॥ ৩৭ ॥

অনন্তর স্থূণা নিখনন ন্যায়ের দ্বারা ভগবান শ্রীবাদরায়ণ শূদ্রের বেদবিদ্যায় অধিকার নিরাকরণ

"পদ্যু হ বা এতৎ শ্মশানং যচ্ছূদ্রস্তস্মাচ্ছূদ্রসমীপেনাধ্যেতব্যম্" "তস্মাচ্ছূদ্রোবহুপশু-রযজ্ঞীয়ঃ" ইতি শূদ্রস্য বেদশ্রবণাদিপ্রতিষেধান্ন সস্তত্রাধিকারী। অনুপশৃণ্বতোঽধ্যয়ন তদর্থ-

---

শ্রবণ ইতি। শূদ্রস্য বেদশ্রবণ-বেদাধ্যয়ন-বেদার্থজ্ঞানলাভ বৈদিককর্ম্মানুষ্ঠানশ্চ প্রতিষেধাৎ প্রসজ্য প্রতি-ষেধাৎ বেদবিদ্যায়াং নাস্ত্যধিকারঃ। পুনঃ স্মৃতিবাক্যেনাপি বেদবিদ্যায়াং শূদ্রস্যাধিকারং নিষেধতি, অতোঽনধিকারী এব সঃ।

অথ স্মৃতিবাক্যপ্রমাণেন শূদ্রস্য বেদার্থশ্রবণাদি নিষেধয়ন্তি—পদ্যুহেতি। পদ্যু—পাদযুক্তং সঞ্চারণক্ষমং এতৎ এতাদৃশং যৎ শ্মশানং শবদাহস্থানং স শূদ্রো ভবতীত্যর্থঃ। তস্মাৎ শ্মশানরূপত্বাৎ শূদ্রস্য তৎসমীপে বেদাদিশাস্ত্রমধ্যয়নমপি ন কর্ত্তব্যমিতি। শ্মশানেঽধ্যয়ন নিষেধস্তু নির্ণয়সিন্ধৌ তৃতীয় পরিচ্ছেদে পূর্ব্বার্দ্ধে—২০১ পৃ০ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—শ্ব ক্রোষ্টৃ গর্দভোলুক সামবাণার্ত্ত নিঃস্বনে। অমেধ্য শব শূদ্রান্ত্য শ্মশান পতিতান্তিকে॥ শ্রীহরিনামামৃতে—৭ ৬৬৮—"অদেশকালয়োরধীতে" অদেশে নিষিদ্ধস্থানে ইত্যর্থঃ।

শ্মশানেঽধীতে শ্মাশানিকঃ। ইতি। তস্মাদিতি শূদ্রস্য সংস্কারাভাবং নিরূপয়ন্তি—বহুপশুঃ পশুতুল্যঃ, অযজ্ঞীয়ো যজ্ঞেঽযোগ্যমিত্যর্থঃ। ন স তত্রাধিকারী কিমপি সংস্কারস্যাভাবাৎ অধিকারিত্বাভাবঃ।

করিতেছেন—শ্রবণ ইত্যাদি। বেদ শ্রবণ, বেদ অধ্যয়ন, বেদার্থ জ্ঞানলাভের প্রতিষেধ হেতু এবং স্মৃতি-শাস্ত্রেও নিষেধ থাকা হেতু শূদ্রের বেদবিদ্যায় অধিকার নাই। অর্থাৎ—জাতিশূদ্রের বেদ শ্রবণ, বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন, বেদের অর্থ জ্ঞানলাভ করা, বৈদিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা বিশেষভাবে নিষেধ থাকা হেতু শূদ্রের বেদবিদ্যায় অধিকার নাই, পুনরায় স্মৃতিশাস্ত্রের বাক্যের দ্বারাও বেদবিদ্যায় শূদ্রের অধিকার নিষেধ করি-য়াছেন, সুতরাং বেদবিদ্যায় শূদ্র অনধিকারীই।

অতঃপর শ্রুতিবাক্য প্রমাণের দ্বারা শূদ্রের বেদার্থ শ্রবণাদি নিষেধ করিতেছেন—পদ্যু ইত্যাদি। পাদযুক্ত সঞ্চরণশীল এতাদৃশ যে শ্মশান শবদাহ করিবার স্থান তাহা শূদ্র হয়, অতএব শূদ্র শ্মশানসদৃশ হওয়ার কারণ তাহার সমীপে বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়নাদিও করা কর্ত্তব্য নহে। শ্মশানে অধ্যয়ন করিতে নিষেধ বিষয়ে নির্ণয়সিন্ধুর তৃতীয় পরিচ্ছেদ মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—কুক্কুর, শৃগাল, গর্দভ, উলুক এই সকলের নিকটে, সাম যে স্থানে গান হয় বংশ ও আর্ত্ত চীৎকার করিলে, অমেধ্য—সূতিকাদি, শব, শূদ্র, অন্ত্যজ, শ্মশান এবং পতিতের নিকটে বেদ অধ্যয়ন করা নিষেধ। শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণে বর্ণিত আছে—অদেশ ও অকালে অধ্যয়ন বিষয়ে কেশব ঠ প্রত্যয় হয়, অদেশে অর্থাৎ নিষিদ্ধস্থানে ইহাই অর্থ, যেমন যে শ্মশানে অধ্যয়ন করে শ্মাশানিক।

অতএব শূদ্রের সংস্কারের অভাব নিরূপণ করিতেছেন—সুতরাং শূদ্র বহুপশু—পশুতুল্য, অযজ্ঞীয়—যজ্ঞে অযোগ্য ইহাই অর্থ। এই প্রকার শূদ্রের বেদশ্রবণাদি বিশেষভাবে নিষেধ থাকা হেতু সে অধিকারী নহে। অর্থাৎ শূদ্রের কোন প্রকার সংস্কারের অভাব হেতু অধিকারেরও অভাব বর্ত্তমান

জ্ঞান তদনুষ্ঠানানি ন সম্ভবন্তীত্যন্তত্যান্যপি নিষিদ্ধানি। "নাগ্নির্নযজ্ঞঃ শূদ্রস্য তথৈবাধ্যয়নং কুতঃ। কেবলৈব তু শুশ্রূষা ত্রিবর্ণানাং বিধীয়তে॥ বেদাক্ষরবিচারেণ শূদ্রঃ পততি তৎক্ষণাৎ॥" ইত্যাদি স্মৃতেশ্চ। তথা চ বিদুরাদীনাং তু সিদ্ধপ্রজ্ঞত্বান্ন কিঞ্চিচ্চোদ্যম্। শূদ্রাদীনাং মোক্ষস্তু

নন্বু মাভূৎ সংস্কারাভাবাৎ বেদাধ্যয়নে শূদ্রস্যাধিকারঃ, কিন্তু সামর্থ্যাদিসদ্ভাবাৎ বৈদিককর্ম্মণি বিদ্যতে এব ইতি চেত্তত্রাহুঃ—অন্নপ ইতি। অথ স্মৃতেশ্চেতি—বিশদয়ন্তি—নাগ্নিরিতি। নন্বু বেদবিদ্যায়াং উপনয়নাদিসংস্কার-সাপেক্ষত্বে বিদুরাদীনাং কথং ব্রহ্মজ্ঞত্বমিতি চেৎ তত্রাহুঃ—তথেতি। কিঞ্চ বিদুরস্য সংস্কার-বেদাধ্যয়নাদি মহাভারতে দরিদৃশ্যতে—আদিপর্ব্বণি—১০৮।১৮-২০, সংস্কারৈঃ সংস্কৃতাস্তে তু ব্রতাধ্যয়ন সংযুতাঃ। শ্রম ব্যায়াম কুশলাঃ সমপদ্যন্ত যৌবনম্॥ ধনুর্ব্বেদেঽশ্বপৃষ্ঠে চ গদাযুদ্ধেঽসি চর্ম্মণি। তথৈব গজশিক্ষায়াং নীতিশাস্ত্রেষু পারগাঃ॥ ইতিহাস-পুরাণেষু নানা শিক্ষাসু বোধিতাঃ। বেদবেদাঙ্গ তত্ত্বজ্ঞাঃ সর্ব্বত্র কৃত নিশ্চয়াঃ॥

আছে। শঙ্কা—যদি বলেন—কোন প্রকার সংস্কারের অভাববশতঃ শূদ্রের বেদ অধ্যয়নে অধিকার না হউক, কিন্তু শূদ্রের সামর্থ্যাদির সদ্ভাব হেতু বৈদিক কর্ম্মে অধিকার বিদ্যমান আছে তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

সমাধান—আপনাদের এই আশঙ্কার উত্তরে সমাধান করিতেছেন—'অন্নপ' ইত্যাদি। যাহাদের বেদ শ্রবণ করিবারই অধিকার নাই তাহাদের বেদ অধ্যয়ন, বেদার্থজ্ঞান, বেদনিরূপিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান ইত্যাদি আচরণ করা সম্ভব নহে, সুতরাং শূদ্রের তাহাও নিষিদ্ধ বলিয়া জানিতে হইবে। সূত্রে যে 'স্মৃতিশ্চ' শব্দ আছে তাহা বিস্তার করিতেছেন—শূদ্রের অগ্নিস্থাপন, যজ্ঞ এবং বেদাধ্যয়নাদি নাই, কেবল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই ত্রিবর্ণের শুশ্রূষা করার বিধান আছে, বেদাক্ষর বিচার অধ্যয়নাদি করিলে শূদ্র তৎক্ষণাৎ স্বধর্ম্ম হইতে পতিত হয়, ইত্যাদি স্মৃতি শাস্ত্রে দেখা যায়।

শঙ্কা—দদি বলেন—বেদবিদ্যায় যদি উপনয়নাদি সংস্কারের অপেক্ষা থাকে তাহা হইলে বিদুরাদি কি প্রকারে ব্রহ্মজ্ঞ হইয়াছেন?

সমাধান—এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—তথা চ ইত্যাদি। বিদুর প্রভৃতি সিদ্ধ প্রজ্ঞ সুতরাং তাঁহাদের বিষয়ে কোন প্রকার আশঙ্কা করা উচিত নহে। এই বিষয়ে বিদুরের উপনয়ন সংস্কার বেদ অধ্যয়নাদি মহাভারতে দেখা যায়—উপনয়নাদি সংস্কারের দ্বারা সংস্কৃত হইয়া তাঁহারা ব্রত ও বেদ অধ্যয়ন সংযুক্ত হইয়া, শ্রম এবং ব্যায়ামকুশল হইয়া যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহারা ধনুর্ব্বেদে, অশ্বারোহণে, গদাযুদ্ধে, অসি চর্ম্মযুদ্ধে গজযুদ্ধাদি এবং নীতিশাস্ত্রে পারঙ্গত হইলেন, তাঁহাদের ইতিহাস পুরাণ নানা প্রকার শিক্ষাশাস্ত্রে বোধ হইল, তাঁহারা বেদ ও বেদাঙ্গের তত্ত্বজ্ঞ হইলেন এবং নিজ কর্ত্তব্য বিষয়ে সর্ব্বত্র দৃঢ় নিশ্চয় হইলেন। সুতরাং মহাভারতে বিদুরের বেদাধ্যয়ন ও সংস্কার স্পষ্ট উল্লেখ আছে।

পুরাণাদিশ্রবণজজ্ঞানাৎ সম্ভবিষ্যতি। ফলে তু তারতম্যং ভাবি ॥ ৩৮ ॥

নন্নু তথাত্বে শূদ্রস্য কথং মোক্ষঃ স্যাৎ, তত্রাহ—শূদ্রাদীনাং মোক্ষস্তু ইতি। যত্তু উত্তম স্ত্রীণাং তু ন শূদ্রবৎ" ইতি বদন্তি, তং প্রত্যাহ—যদ্যপি প্রদানকর্ম্মৈব তাসাং সংস্কারঃ তথাপি ন বেদবিদ্যায়ামধিকারঃ। এবমাহ মনুঃ—২।৬৬-৬৭, অমন্ত্রিকা তু কার্য্যেয়ং স্ত্রীণামাবৃদশেষতঃ। সংস্কারার্থং শরীরস্য যথাকালং যথাক্রমম্॥ বৈবাহিকো বিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারো বৈদিকঃ স্মৃতঃ। পতিসেবা গুরৌবাসো গৃহার্থেঽগ্নি পরিক্রিয়া॥ পতিসেবা এব গুরুকুলবাসঃ বেদাধ্যয়নরূপঃ" ইতি কুল্লুকভট্টপাদাঃ। তাসাং সংস্কারত্বেঽপি বেদাধ্যয়নাভাবাৎ গুরুকুলে বাসাভাবাচ্চ ন বৈদিককর্ম্মণ্যধিকারঃ।

নির্ণয়সিন্ধৌ এবমাশঙ্ক্য সমাদধন্তি শ্রীকমলাকর ভট্টপাদাঃ—৩।২০০ পৃ০ যত্তু—হারিতঃ—দ্বিবিধাঃ স্ত্রিয়ঃ, ব্রহ্মবাদিন্যঃ,সদ্যোবধ্বেশ্চ তত্র ব্রহ্মবাদিনীনামুপনয়নমগ্নীন্ধনং বেদাধ্যয়নং স্বগৃহে চ ভৈক্ষ্যচর্য্যা৷ ইতি৷ সদ্যোবধূনাম্ উপনয়নং কৃত্বা বিবাহঃ কার্য্য৷' ইতি তদ্ যুগান্তরবিষয়ম্। তথাহি যমঃ—পুরাকল্পেষু নারীণাং মৌঞ্জীবন্ধনমিষ্যতে। অধ্যাপনঞ্চ বেদানাং সাবিত্রী বাচনং তথা॥ অতঃ সুষ্ঠুক্তং শ্রীবাদরায়ণেন

শঙ্কা—যদি বলেন—শূদ্রের বেদবিদ্যায় অধিকার না থাকিলে কি প্রকারে মোক্ষ হইবে?

তদুত্তরে বলিতেছেন—শূদ্রাদির মোক্ষ কিন্তু পুরাণাদি শ্রবণজনিত জ্ঞান হইতে সম্ভব হইবে। এই স্থলে কেহ —শ্রীমধ্বাচার্য্যপাদ বলেন—উত্তম স্ত্রীগণের বেদাধ্যয়নের অধিকার আছে, তাহারা শূদ্রের সমান নহে" ইত্যাদি। তাঁহার এই বক্তব্যের উত্তরে বলিতেছেন—যদ্যপি বিবাহকালে বরকে সম্প্রদান কর্ম্মই স্ত্রীগণের সংস্কার, তথাপি বেদবিদ্যায় তাহাদের অধিকার নাই, শ্রীমনু বলিয়াছেন—স্ত্রীগণের শরীর সংস্কারের জন্য জাতকর্ম্মাদি ক্রিয়া (উপনয়ন ব্যতীত) সকল বিনা মন্ত্রে করিবে তাহা যথাকালে যথাক্রমে করিবে। বিবাহ সংস্কারই স্ত্রীগণের বৈদিক সংস্কার, পতিসেবাই গুরুগৃহে বাস, স্বামীর গৃহকর্ম্মই অগ্নি পরিচর্য্যা। এই প্রসঙ্গে টীকাকার শ্রীকুল্লুক ভট্টপাদ বলিয়াছেন—নারীগণের পতিসেবাই গুরুকুলে বাস বা বেদ অধ্যয়নরূপ। সুতরাং স্ত্রীগণের সংস্কার তাহা মন্ত্রবিহীন, অতএব বেদাধয়েনের অভাব বশতঃ এবং গুরুকুলে বাসের অভাব হেতু তাহাদের বৈদিক কর্ম্মাদিতে অধিকার নাই।

নির্ণয়সিন্ধুতে শ্রীকমলাকর ভট্টপাদ এই প্রকার আশঙ্কা করিয়া সমাধান করিতেছেন – শঙ্কা—শ্রীহারিত বলিয়াছেন—স্ত্রী দুই প্রকার ব্রহ্মবাদিনী এবং সদ্যবধূ, তন্মধ্যে ব্রহ্মবাদিনীগণের উপনয়ন, অগ্নি ইন্ধন বেদাধ্যয়ন, নিজ গৃহে ভিক্ষা করা ইত্যাদি। এবং সদ্যবধূগণের উপনয়ন করিয়া বিবাহকার্য্য সমাধান করিতে হইবে"।

সমাধান—এই শঙ্কার সমাধান করিতেছেন—নারীগণের এই বিধান যুগান্তর বিষয় বলিয়া জানিতে হইবে। এই বিষয়ে শ্রীযম বলিয়াছেন—পূর্ব্বকল্পে নারীগণের মৌঞ্জীবন্ধন—উপনয়ন সংস্কার, বেদ অধ্যয়ন এবং সাবিত্রী উপদেশ ইত্যাদি করা হইত কিন্তু বর্ত্তমান কল্পে তাহার বিধান নাই। অতএব

—ভা০ ১।৪।২৫, স্ত্রী-শূদ্র-দ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতি গোচরা। কিঞ্চ স্বধর্ম্মত্যাগে সর্ব্বেষাং নরকপাতং প্রতিবিধত্তে শ্রীমদ্‌ভাগবতম্—৫।২৬।১৫ যস্ত্বিহ বৈ নিজবেদপথাদনাপদ্যপগতঃ পাষণ্ডং চোপগতঃ তমসিপত্রবনং প্রবেশ্য কশয়া প্রহরন্তি" শ্রীগীতাসু চ—৩।৩৫, শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ। স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥

টীকা চ—যস্য বর্ণস্যাশ্রমস্য চ যো ধর্ম্মঃ বেদেন বিহিতঃ স এব বিগুণঃ কিঞ্চিদঙ্গ বিকলোঽপি স্বনুষ্ঠিতাৎ সর্ব্বাঙ্গোপসংহারেণ আচরিতাদপি পরধর্ম্মাৎ শ্রেয়ান্, যথা ব্রাহ্মণস্যাহিংসাদিঃ স্বধর্ম্মঃ, ক্ষত্রিয়স্য চ যুদ্ধাদিঃ। তস্মাৎ শূদ্রস্য বেদবিদ্যায়াং নাস্ত্যধিকার ইতি।

কিং বহুনা সর্ব্বৈরপি ভাষ্যকারৈঃ শূদ্রাধিকারং নিরাকৃতম্—তথাহি—মীমাংসাদর্শনে—৬।১।২৫, অপশূদ্রাধিকরণম্—তত্র পূর্ব্বপক্ষঃ—"চাতুর্ব্বর্ণ্যমবিশেষাৎ" অগ্নিহোত্রাদিষু চতুর্ণাং বর্ণানামধিকারঃ, উত অপশূদ্রাণাং ত্রয়াণাং? কিং তাবৎ প্রাপ্তম্? চাতুর্ব্বর্ণ্যমধিকৃত্য "যজেত জুহুয়াদ্" ইত্যাদি শব্দমুচ্চরতি বেদঃ। ন হি কশ্চিদ্ বিশেষ উপাদীয়তে, তস্মাৎ—শূদ্রো ন নিবর্ত্ততে।

ইত্যেবং পূর্ব্বপক্ষে জাতে সিদ্ধান্তঃ—"নির্দ্দেশাদ্ বা ত্রয়াণাং স্যাদগ্ন্যাধেয়ে হ্যসম্বন্ধঃ ক্রতুষু

শ্রীভগবান বাদরায়ণ যাহা বলিয়াছেন তাহা যুক্তিযুক্ত, তিনি বলিয়াছেন—স্ত্রী শূদ্র ও দ্বিজ বন্ধুগণের বেদ শ্রবণে অধিকার নাই। আরও বিশেষ এই যে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিলে সকলের নরকপাতের বিধান শ্রীমদ্‌ভাগবত বলিয়াছেন—এই জগতে যে মানব কোন প্রকার আপদ না আসিলেও নিজ বৈদিক মার্গকে পরিত্যাগ করিয়া পাষণ্ডতার আশ্রয় করে, যমদূতগণ তাহাকে অসিপত্রবনে প্রবেশ করাইয়া কশাঘাত করেন। শ্রীগীতায় বলিয়াছেন সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত পরের ধর্ম্ম হইতে, দোষযুক্ত নিজধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ, নিজের ধর্ম্মে অবস্থান করিয়া প্রাণত্যাগ করাও শ্রেয়, কিন্তু পরের ধর্ম্ম অত্যন্ত ভয়াবহ।

টীকা—যে বর্ণের যে আশ্রমের যে ধর্ম্ম বেদকর্ত্তৃক বিহিত হইয়াছে সেই ধর্ম্ম যদি বিগুণ অর্থাৎ কিঞ্চিৎ অঙ্গ বিকল হইলেও সুষ্ঠুভাবে সর্ব্বাঙ্গযুক্ত করিয়া আচরণ করা পরধর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ, যেমন ব্রাহ্মণের অহিংসাদি স্বধর্ম্ম, ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধাদি স্বধর্ম্ম। অতএব শূদ্রের বেদবিদ্যায় অধিকার নাই।

অধিক কি সকল ভাষ্যকারগণ বেদবিদ্যায় শূদ্রের অধিকার নিরাকরণ করিয়াছেন। এই বিষয়ে মীমাংসাদর্শনে মহর্ষি জৈমিনি বলিয়াছেন—অপশূদ্রাধিকরণে তন্মধ্যে পূর্ব্বপক্ষ—চারিবর্ণেরই অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মে অধিকার আছে, কারণ কোন প্রকার বিশেষ বর্ণনা না থাকায়। অগ্নিহোত্রাদি কার্য্যে চারিবর্ণেরই অধিকার আছে, অথবা শূদ্রকে পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণাদি বর্ণ ত্রয়ের অধিকার আছে? এই বিষয়ে কি নির্ণয় হইল? চাতুর্ব্বর্ণ্যের মানবকে অধিকার করিয়া "যজন করিবে, হবন করিবে" ইত্যাদি শব্দ বেদ উচ্চারণ করিয়াছেন, কিন্তু কোন প্রকার বিশেষ উপলব্ধি হয় না, অতএব শূদ্রকে নিবারণ করা হয় না, সুতরাং বেদে শূদ্রেরও অধিকার আছে।

এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ উপস্থিত হইলে সিদ্ধান্ত করিতেছেন—বর্ণত্রয়ের নির্দ্দেশ হেতু শূদ্রের

ব্রাহ্মণশ্রুতিরিত্যাত্রেয়ঃ" বা শব্দঃ পক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি, ত্রয়াণাং বর্ণানামধিকারো ভবেৎ, কুতঃ ? অগ্ন্যাধেয়ে নির্দ্দেশাৎ, অগ্ন্যাধেয়ে ত্রয়াণাং নির্দ্দেশো ভবতি, "বসন্তে ব্রাহ্মণোঽগ্নীনাদধীত গ্রীষ্মে রাজন্যঃ শরদি বৈশ্যঃ" ইতি। শূদ্রস্যাধানে শ্রুতির্নাস্তি ইতি অনগ্নিঃ শূদ্রঃ, অসমর্থোঽগ্নিহোত্রাদি নিবর্ত্তয়িতুম্। "সংস্কারস্য তদর্থত্বাদ্ বিদ্যায়াং পুরুষশ্রুতিঃ" (৬।১।৩৫) বিদ্যায়ামেব এষা পুরুষশ্রুতিঃ, উপনয়নস্য সংস্কারস্য তদর্থত্বাৎ, বিদ্যার্থমুপাধ্যায়স্য সমীপমানীয়তে। তদর্থসম্বন্ধাদ্ উপনয়নমাচার্য্যকরণ প্রযুক্তম্, বেদাধ্যাপনেন চ আচার্য্যো ভবতি। তস্মাদ্ বেদাধ্যয়নে ব্রাহ্মণাদয়ঃ শ্রুতাঃ "শূদ্রস্য ন শ্রুতং বেদাধ্যয়নম্" (ইতি শবরস্বামী)।

অথাদ্বৈতবাদগুরবস্তু অস্য সূত্রস্য ব্যাখ্যায়াং—ইতশ্চ ন শূদ্রস্যাধিকারঃ, যদস্য স্মৃতেঃ শ্রবণাধ্যয়নার্থ প্রতিষেধো ভবতি। বেদশ্রবণ প্রতিষেধো বেদাধ্যয়ন প্রতিষেধঃ তদর্থজ্ঞানানুষ্ঠানয়োশ্চ প্রতিষেধঃ শূদ্রস্য স্মর্য্যতে।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদাচার্য্যাস্তু—শূদ্রস্য বেদশ্রবণ-তদধ্যয়ন-তদর্থানুষ্ঠানানি প্রতিষেধন্তি। শ্রীরামানন্দাচার্য্যাস্তু—তস্মান্নধিকারঃ শূদ্রস্য ব্রহ্মবিদ্যায়ামিতি সিদ্ধম্। দ্বৈতবাদগুরবস্তু—শ্রবণে ত্রপু-জতুভ্যাং শ্রোত্র পরিপূরণম্, অধ্যয়নে জিহ্বাচ্ছেদঃ, অর্থাবধারণে হৃদয়বিদারণমিতি প্রতিষেধাৎ। দ্বৈতাদ্বৈতবাদাচা-

---

অগ্ন্যাধানে অসম্বন্ধ, যজ্ঞসকলে ব্রাহ্মণ শ্রুতি বিদ্যমান আছে ইহা আত্রেয় বলিয়াছেন। শ্রীশবর স্বামী বা শব্দ পক্ষকে ব্যাবর্ত্তিত করিতেছেন, বেদবিদ্যায় বর্ণত্রয়েরই অধিকার হইবে, কেন ? অগ্নি আধানে নির্দ্দেশ হেতু, অগ্নি আধানে বর্ণত্রয়েরই অধিকার নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

এই বিষয়ে শ্রুতি এই যে—বসন্তকালে ব্রাহ্মণ অগ্ন্যাধান করিবে, গ্রীষ্মকালে ক্ষত্রিয় ও শরৎকালে বৈশ্য অগ্ন্যাধান করিবে" এই স্থলে শূদ্রের অগ্ন্যাধানে শ্রুতিপ্রমাণ নাই, সুতরাং শূদ্র অগ্নিরহিত হওয়ার নিমিত্ত অগ্নিহোত্রাদি কার্য্য সম্পাদন করিতে অসমর্থ হয়। পুনঃ—সংস্কারের তদর্থ হেতু বিদ্যাবিষয়ে পুরুষশ্রুতি শ্রবণ করা যায়। ভাষ্য—বিদ্যা বিষয়েই ইহা পুরুষ শ্রুতি আছে উপনয়ন সংস্কারের তদর্থ অর্থাৎ বিদ্যালাভের নিমিত্ত উপাধ্যায়ে আনয়ন করে, বিদ্যার্থ সম্বন্ধ হেতু উপনয়ন ও আচার্য্যকরণ বিষয় প্রযুক্ত হয়, তথা বেদ অধ্যয়ন করাইলে আচার্য্য হয়। অতএব বেদাধ্যয়নে ব্রাহ্মণাদিরই অধিকার শ্রবণ করা যায়। কিন্তু শূদ্রের বেদাধ্যয়ন শ্রবণ করা যায় না, সুতরাং শূদ্রের বেদে অধিকার নাই।

অনন্তর অদ্বৈতবাদগুরু শ্রীশঙ্করাচার্য্যপাদ এই সূত্রের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—ইহা হইতেও বেদবিদ্যায় শূদ্রের অধিকার নাই, যে হেতু এই স্মৃতিপ্রমাণের দ্বারা শ্রবণ অধ্যয়ন অর্থজ্ঞান নিষেধ করা হইয়াছে। বেদ শ্রবণ করা নিষেধ বেদ অধ্যয়ন করা নিষেধ, বেদের অর্থজ্ঞান, বৈদিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান প্রভৃতি আচরণ শূদ্রের নিষেধ করা হইয়াছে, ইহা স্মৃতিশাস্ত্রে বর্ণিত আছে।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদাচার্য্য শ্রীরামানুজস্বামী বলিয়াছেন—শূদ্রের বেদশ্রবণ বেদ অধ্যয়ন, বেদের অর্থচিন্তন, বেদোক্তকর্ম্মের অনুষ্ঠান প্রভৃতি সকল নিষিদ্ধ আছে। আনন্দ ভাষ্যকার শ্রীরামানন্দাচার্য্য বলেন—অতএব শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার নাই ইহা সিদ্ধ হইল।

ধ্যাস্তাবৎ—যস্য সমীপে অধ্যয়নমপি ন কর্ত্তব্যম্, তস্য বেদশ্রবণং তদধ্যয়নং তদর্থজ্ঞানং তদুক্তধর্ম্মানুষ্ঠানঞ্চ সুতরাং নিষিদ্ধমস্তীত্যর্থঃ। (বে০ কৌ০)। শুদ্ধাদ্বৈতবাদগুরবস্তু—দূরেহ্যধিকার চিন্তা, বেদস্য শ্রবণমধ্যয়নমর্থজ্ঞানং অয়মপি তস্য প্রতিসিদ্ধম্। ইতি। তস্মাৎ সর্ব্ববাদিসম্মতত্বাৎ শূদ্রস্য বেদবিদ্যায়ামধিকারো নাস্ত্যেব ইতি সর্ব্বতন্ত্র স্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত ইত্যর্থঃ।

"ফলে তু তারতম্যং ভাবি" ইত্যস্যায়মাশয়ঃ—দ্বিজাতীনাং দশবিধসংস্কারেণ সংস্কৃতত্বাৎ, শূদ্রস্য তু সর্ব্বথা সংস্কারাভাবাৎ পুরাণাদি শ্রবণজনিত জ্ঞানেন তেষাং মোক্ষো ভবতীতি। তথাহি দশবিধঃ সংস্কারাঃ—যথা - বিবাহঃ, গর্ভাধানম্, পুংসবনম্, সীমন্তোন্নয়নম্, জাতকর্ম্ম, নামকরণম্, অন্নপ্রাসনম্ চূড়াকরণম্, উপনয়নম্, সমাবর্ত্তনম্। বিবাহঃ—মনুঃ—৩।৪ "উদ্বহেত দ্বিজো ভার্য্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাম্"। গর্ভাধানম্—নির্ণয়সিন্ধৌ ৩।১৭২ পৃ০ ষোড়শর্তু নিশি স্ত্রীণাং তস্মিন্ যুগ্মাসু সংবিশেৎ" ইতি যাজ্ঞবল্ক্যঃ। পুংসবনং নির্ণয়সিন্ধৌ—৩। জাতুকর্ণ্যঃ-দ্বিতীয়ে বা তৃতীয়ে বা মাসি পুংসবনং ভবেৎ " সীমন্তোন্নয়নম্—

দ্বৈতাবাদগুরু শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদ বলিয়াছেন—শূদ্র বেদশ্রবণ করিলে ত্রপু ও জতুর দ্বারা শ্রবণ পরিপূর্ণ করিবে, অধ্যয়ন করিলে জিহ্বাছেদন করিবে, অর্থ অবধারণ করিলে হৃদয় বিদারণ করিবে, ইত্যাদি প্রতিষেধ বিদ্যমান হেতু শূদ্রের বেদবিদ্যায় অধিকার নাই। দ্বৈতাদ্বৈতবাদ গুরু শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যপাদ বলেন—যাহার সমীপে অধ্যয়নও করা কর্ত্তব্য নহে, তাহার বেদশ্রবণ, বেদঅধ্যয়ন, বেদের অর্থজ্ঞান, বেদোক্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান ইত্যাদি সুষ্ঠুরূপে নিষিদ্ধই হইয়াছে।

শুদ্ধাদ্বৈতবাদগুরু শ্রীবল্লভাচার্য্যপাদ বলিয়াছেন—শূদ্রের বেদবিদ্যায় অধিকার আছে' এই প্রকার চিন্তা করাও দূরে থাকুক, বেদের শ্রবণ অধ্যয়ণ অর্থজ্ঞান ইত্যাদি সকলও নিষেধ করা আছে। অতএব সর্ব্ববাদী সম্মত হওয়া হেতু শূদ্রের বেদবিদ্যায় অধিকার নাই-ই, ইহাই সর্ব্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত ইহাই অর্থ হইল।

শূদ্রগণের পুরাণাদি শ্রবণজনিত জ্ঞানের দ্বারা মোক্ষ হইলেও ফলে বা শ্রীভগবৎ প্রাপ্তি বিষয়ে তারতম্য হইবে। "ফলে তারতম্য হয়" এই বাক্যাংশের এই প্রকার আশয় - দ্বিজাতিগণ দশবিধ সংস্কারের দ্বারা সংস্কৃত হওয়ার জন্য, তাহাদের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে। কিন্তু শূদ্রগণের সংস্কারের সর্ব্বথা অভাববশতঃ পুরাণাদি শ্রবণ জাত জ্ঞানের দ্বারা তাহাদের মোক্ষলাভ হয়। দশবিধসংস্কার এই প্রকার—১। বিবাহ, ২। গর্ভাধান, ৩। পুংসবন, ৪। সীমন্তোন্নয়ন, ৫। জাতকর্ম্ম, ৬। নামকরণ, ৭। অন্নপ্রাসন, ৮। চূড়াকরণ, ৯। উপনয়ন, ১০। সমাবর্ত্তন।

তন্মধ্যে বিবাহ বিষয়ে শ্রীমনু বলিয়াছেন—দ্বিজগণ সবর্ণা সুলক্ষণযুক্তা কন্যাকে বিবাহ করিবে। গর্ভাধান—শ্রীযাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন - ষোড়শ রাত্রি পর্য্যন্ত স্ত্রীগণের ঋতুকাল অবস্থান করে, পুত্রার্থী ব্যক্তি যুগ্মদিবসে স্ত্রীগমন করিবে। পুংসবন—নির্ণয়সিন্ধুতে বর্ণিত আছে—জাতুকর্ণ্য ঋষি বলিয়াছেন—নারীর দুইমাস অথবা তিন মাস গর্ভ হইলে পুংসবন সংস্কার করিবে। সীমন্তোন্নয়ন—নির্ণয়সিন্ধুতে কার্ষ্ণাজিনি

তত্রৈব—গর্ভলম্ভনমারভ্য যাবন্ন প্রসবস্তদা। সীমন্তোন্নয়নং কুর্য্যাচ্ছঙ্খস্য বচনং যথা॥ ইতি কার্ষ্ণাজিনিঃ। জাতকর্ম্ম—মনুঃ—২।২৯, প্রাঙ্ নাভিবর্দ্ধনাৎ পুংসো জাতকর্ম্ম বিধীয়তে। মন্ত্রবৎ প্রাশনঞ্চাস্য হিরণ্য-মধু-সর্পিষাম্॥ নামকরণম্—মনুঃ—২।৩০, নামধেয়ং দশম্যাস্তু দ্বাদশ্যাং বাস্য কারয়েৎ"। অন্নপ্রাপনম্—মনুঃ ২।৩৪ ষষ্ঠেহন্নপ্রাসনং মাসি যদ্বেষ্টং মঙ্গলং কুলে। চূড়াকরণম্—মনুঃ—২।৩৫, চূড়া কর্ম্ম দ্বিজাতীনাং সর্ব্বেষামেব ধর্ম্মতঃ। প্রথমেহব্দে তৃতীয়ে বা কর্ত্তব্যং শ্রুতিচোদনাৎ॥" উপনয়নম্ - মনুঃ ২।৩৬, গর্ভাষ্টমেহব্দে কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণস্যোপনয়নম্। গর্ভাদেকাদশে রাজ্ঞো গর্ভাত্তু দ্বাদশে বিশঃ॥ সমাবর্ত্তনম্—বেদাধ্যয়নানন্তরং গার্হস্থ্যাধিকার প্রযোজকং—কর্ম্ম, "সাঙ্গবেদাধ্যয়নানন্তরং ত্বমিদানীং গৃহস্থো ভব" ইতি গার্হস্থ্যায় প্রাপ্তানুমতির্ব্বা।

এবং দশবিধসংস্কারস্তাবৎ দ্বিজানামেব ন তু শূদ্রস্য ইতি, শূদ্রস্য উপনয়নাদিসংস্কারাভাবং প্রতিপাদয়তি মনুঃ—১০।১২৬, ন শূদ্রে পাতকং কিঞ্চিন্ন চ সংস্কারমর্হতি॥ পাতকমিতি—লশুনাদি অভক্ষ্য-ভক্ষণে ইতি। গৌতমঃ—১০।৯ চতুর্থো বর্ণ একজাতি র্ন চ সংস্কার মর্হতি" মনুঃ ৪।৮০, "ন চাস্যোপদিশেৎ ধর্ম্মং ন চাস্য ব্রতমদিশেৎ"।

বাক্য-গর্ভলাভ হইতে আরম্ভ করিয়া যতদিন পর্য্যন্ত প্রসব না হয় তাহার মধ্যেই সীমন্তোন্নয়ন সংস্কার করিবে, ঋষি শঙ্খ এই কথা বলিয়াছেন। জাতকর্ম্ম, শ্রীমনু বলিয়াছেন—সন্তান প্রসব হইবার পর নাভিছেদনের পূর্ব্বে তাহার জাতকর্ম্ম মন্ত্রের দ্বারা সম্পন্ন করিবে এবং স্বর্ণ স্পর্শ করাইবে, মধু ও সর্পি ভক্ষণ করাইবে। নামকরণ—শ্রীমনু বলিয়াছেন—দশ মাসের পরে বালকের নামকরণ সংস্কার করিবে। অন্নপ্রাশন—শ্রীমনু বলিয়াছেন—জাতকের ছয়মাস কালে অন্নপ্রাশন সংস্কার করিবে, অথবা কুলপ্রথা অনুসারে যে মাসে মঙ্গল হয় সেই মাসেই অন্নপ্রাপন সংস্কার করিবে। চূড়াকরণ—শ্রীমনু বলিয়াছেন—দ্বিজাতি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সকলের চূড়াকরণ সংস্কার বালকের প্রথম বৎসরে শ্রুতি অনুমোদিত ধর্ম্মপূর্ব্বক করা কর্ত্তব্য। উপনয়ন—শ্রীমনু বলিয়াছেন গর্ভ হইতে অষ্টম বৎসরে ব্রাহ্মণ বালকের উপনয়ন সংস্কার করিবে, ক্ষত্রিয়ের একাদশ বৎসরে এবং বৈশ্যের দ্বাদশ বৎসরে উপনয়ন সংস্কার করিবে। সমাবর্ত্তন—গুরুগৃহে বেদ অধ্যয়নের পরে গার্হস্থ্যাধিকার প্রযোজক সংস্কার বিশেষ অথবা—হে বৎস! তোমার বেদাদি সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করা সমাপ্ত হইয়াছে, তুমি ইদানীং গৃহস্থ হও" শ্রীগুরুদেব হইতে এই প্রকার অনুমতি লাভ।

এই প্রকার দশবিধ সংস্কার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই দ্বিজাতি গণেরই আছে বা হয়, কিন্তু শূদ্রের নাই, সুতরাং শূদ্রের বেদাধ্যয়নে অধিকার নাই।

শূদ্রের উপনয়নাদি সংস্কারের অভাব শ্রীমনু প্রতিপাদন করিতেছেন—লশুনাদি অভক্ষ্যভক্ষণে শূদ্রের কোন প্রকার পাতক হয় না এবং তাহারা কোনরূপ সংস্কারের যোগ্যও নহে। শ্রীগৌতম বলিয়াছেন

নন্বু তথাপ্যে—শ্রীভাগবতে ৩।৩৩।৬, "শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে" কল্পতে যোগ্যো ভবতি, যোগ্যত্বমত্র যাগাধিকারিত্ব স্বরূপমেব, তস্মাৎ যাগাদৌ নাস্তি দ্বিজানামেবাধিকারঃ কল্পনা, সর্ব্বেষামেব মানবানাং শ্রীভগবন্নামগ্রহণেন যোগ্যতা স্মরণাৎ ইতি চেৎ, তত্রাহ– শ্রীপরমাচার্য্যপাদাঃ– দুর্জ্জাতিরেব সবনাযোগ্যত্বে কারণং মতম্। 'দুর্জ্জাত্যারম্ভকং পাপং যৎ স্যাৎ প্রারব্ধমেব তৎ ॥ শ্বাদোঽপি—ইতি শ্রীস্বামিপাদাঃ—শ্বানমত্তীতি শ্বাদঃ শ্বপচঃ সোঽপি সবনায় সোমযাগায় কল্পতে যোগ্যো ভবতি, অনেন পূজ্যত্বং লক্ষ্যতে" ইতি টীকা। অত্র সমাধানং শ্রীমদাচার্য্যপাদানাম্–অনয়োষ্টীকা–যন্নামেতি–শ্বাদত্বমত্র শ্বভক্ষক-জাতি বিশেষত্বমেব, শ্বানমত্তীতি নিরুক্তৌ বর্ত্তমান প্রয়োগাৎ। ক্রব্যাদবত্তচ্ছীলত্ব প্রাপ্তেঃ। কাদাচিৎক—শ্ব-ভক্ষণ-প্রায়শ্চিত্ত-বিবক্ষায়াং তু অতীতপ্রয়োগঃ ক্রিয়তে। "রূঢ়ি র্যোগমপহরতি" ইতি ন্যায়েন চ তদ্ বিরুদ্ধ্যতে। অতএব 'শ্বপচ' ইতি তৈঃ স্বামিচরণৈর্ব্যাখ্যাৎং, ততশ্চাস্য ভগবন্নাম শ্রবণাদ্যেকতরাৎ সদ্য এব

—শূদ্র চতুর্থবর্ণ, এক জাতি তাহারা সংস্কারের যোগ্য নহে। শ্রীমনু বলিয়াছেন –শূদ্রকে ধর্ম্ম এবং ব্রত উপদেশ করিবে না।

শঙ্কা—যদি বলেন –যদি শূদ্রের বেদবিদ্যায় অধিকার নাই তাহা হইলে শ্রীভাগবতে "শ্বপচও সদ্য সবন যাগের যোগ্য হয়" কি কারণে বলিয়াছেন? অর্থাৎ কল্পতে যোগ্য হয়, এই স্থলে যোগ্যতা বলিতে যাগ অধিকারীর স্বরূপই বোধ হইতেছে, অতএব যাগাদিতে দ্বিজাতিগণেরই অধিকার আছে এই প্রকার কল্পনা নাই, কিন্তু সকল মানবগণেরই শ্রীভগবানের নাম গ্রহণের দ্বারা যাগাদি কার্য্যে যোগ্যতা লাভ হয় ইহাই বলিতেছেন।

সমাধান—আপনাদের এই আশঙ্কার উত্তরে শ্রীমৎ পরমাচার্য্যপাদ বলিতেছেন—শূদ্র শ্রীভগবানের নাম গ্রহণ করিলেও দুর্জ্জাতি অর্থাৎ শূদ্রত্বাদি জাতিই সবন যাগের অযোগ্যতার কারণ, ইহাই সকল শাস্ত্রের অভিমত। দুর্জ্জাতির আরম্ভকারী যে পাপ তাহাকে প্রারব্ধ বলা হয়। শ্রীশ্রীধর স্বামিপাদ এই শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন—যে শ্বন্ কুক্কুর ভক্ষণ করিতেছে সে শ্বাদ বা শ্বপচ, সেই শ্বপচও সবনায় সোমযাগের যোগ্য হয়, এতদ্দ্বারা শ্বপচের সোমযাগকারীর সমান পূজ্যত্ব লক্ষিত হয়।

এই বিষয়ে শ্রীমদাচার্য্যপাদ এই প্রকার সমাধান করিয়াছেন—এই শ্লোকদ্বয়ের টীকা, যাঁহার নাম ইত্যাদি, শ্বাদ শব্দে এই স্থানে কুক্কুর ভক্ষক জাতি বিশেষকে বুঝায়, যে হেতু 'শ্বানম্ অত্তি' কুক্কুর ভক্ষণ করিতেছে, এই নিরুক্তিতে বর্ত্তমান প্রয়োগ হেতু এখনও যে কুক্কুর ভক্ষণ করিতেছে। অর্থাৎ ক্রব্যাদ বৎ বা মাংসভক্ষণকারী পশুর সমান তাহার কুক্কুর ভক্ষণ করা স্বভাবই বুঝা যায়। যদি কোন সময় কুক্কুর মাংস ভক্ষণ করিত তাহা প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা শোধন করিবার চেষ্টা করিত, সুতরাং এই অবস্থায় অতীত প্রয়োগ করিতেন, যেমন 'যে শ্বান ভক্ষণ করিয়াছিলেন' এইরূপ প্রয়োগ করিতেন। "রূঢ়ি প্রয়োগ যৌগিক প্রয়োগকে বাধিত করে" এই ন্যায় দ্বারা অতীত শব্দ প্রয়োগ বা স্বীকার করিলে বিরোধ হইবে। এই কারণে 'শ্বপচ' শব্দের অর্থ শ্রীশ্রীধরস্বামিচরণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

সবন যোগ্যতায়াঃ প্রতিকুল দুর্জ্জাতিত্ব প্রারম্ভক-প্রারব্ধ পাপনাশ-পূর্ব্বক সবন যোগ্য জাতিত্ব জনক পুণ্যলাভঃ প্রতিপদ্যতে।

তস্মাদ্দুর্জ্জাতিরেবেত্যত্র সবনাযোগ্যত্বে কারণমিতি তদ্‌যোগ্যত্তা-প্রতিকূল-পাপময়ীত্যর্থঃ। ন তু তদ্‌যোগ্যত্বাভাবমাত্রময়ীতি। ব্রাহ্মণানাং শৌক্রে জন্মনি দুর্জ্জাতিত্বাভাবেঽপি সবনযোগ্যত্বায় পুণ্যবিশেষময় সাবিত্র জন্মসাপেক্ষত্বাৎ। ততশ্চ সবনযোগ্যত্ব প্রতিকূল দুর্জ্জাত্যারম্ভকং প্রারব্ধমপি গতমেব, কিন্তু—শিষ্টাচারাভাবাৎ সাবিত্রং জন্ম নাস্তীতি, ব্রাহ্মণকুমারাণাং সবনযোগ্যত্বাবচ্ছেদক-পুণ্যবিশেষময় সাবিত্র জন্মাপেক্ষাবদ্ অস্য জন্মান্তরাপেক্ষা বর্ত্তত ইতি ভাবঃ।

অতঃ প্রমাণ বাক্যেপি "সবনায় কল্পতে" সম্ভাবিতো ভবতি, ন তু তদৈবাধিকারী স্যাদিত্যভিপ্রেতম্। তদেবং দুর্জ্জাত্যারম্ভকস্য পাপস্য সদ্যোনাশে বচনাদবগতে দুঃখারম্ভকস্যাপি নাশস্তু ভক্ত্যাবৃত্ত্যা সম্ভাবিত ইতি। (১।১।২১-২২ ভং রং সিং)। অতঃ শূদ্রস্য সর্ব্বথাপি সংস্কারাভাবাৎ ন বেদবিদ্যায়ামধিকার ইতি।

ননু—শ্রীহরিভক্তিবিলাসে—১।৭ অনু° যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্য রসবিধানতঃ। তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥ নৃণাং সর্ব্বেষামেব দ্বিজত্বং বিপ্রতা" ইতি টীকা। ইত্যস্য কা গতিরিতি

এই প্রকরণের সারাংশ এইরূপ—শ্রীভগবানের নাম শ্রবণ কীর্ত্তনাদি যে কোন একটির দ্বারা তৎক্ষণাৎ সবন যোগ্যতার প্রতিকূল দুর্জ্জাতিত্বের প্রারম্ভকারী প্রারব্ধপাপ নাশ পুর্ব্বক সবনযোগ্য জাতিত্বের জনক পুণ্য লাভ হয় ইহা প্রতিপাদন করিতেছেন। অতএব দুর্জ্জাতিই সোমযাগের অযোগ্যত্বের কারণ ইত্যাদি। সবনযোগ্যতার প্রতিকূল পাপময়ী দুর্জ্জাতি, কিন্তু সবনযাগের যোগ্যতার অভাব মাত্র ময়ী নহে। সুতরাং ব্রাহ্মণের শুক্রে, জন্মে ব্রাহ্মণ বালকের দুর্জ্জাতিত্বের অভাব থাকিলেও সবনযাগের যোগ্যত্বের নিমিত্ত পুণ্য বিশেষময় সাবিত্র জন্মের যে প্রকার অপেক্ষা বিদ্যমান থাকে, সেই প্রকার—শ্রীভগবানের নামগ্রহণকর্ত্তা শ্বপচের সবনযাগের যোগ্যতার প্রতিকূল দুর্জ্জাতির আরম্ভকারী পাপ গত হইয়াছে- কিন্তু শিষ্টাচার অভাব হেতু তাহার সাবিত্র জন্ম হয় নাই। অতএব ব্রাহ্মণকুমারগণের সবনযাগ যোগ্যতাবচ্ছেদক পুণ্য বিশেষময় সাবিত্র জন্মাপেক্ষার সমান এই শ্বপচেরও জন্মান্তরের অপেক্ষা বর্ত্তমান আছে ইহাই ভাবার্থ।

সুতরাং প্রমাণবাক্যেও 'সবনায় কল্পতে' সম্ভাবিত হয়, কিন্তু তৎকালেই অধিকারী হয় না, ইহাই অভিপ্রেত, অর্থাৎ শ্রীভগবন্নামগ্রহণকারী শ্বপচ জন্মান্তরে সবনযাগের অধিকারী হইবে এই প্রকার সম্ভাবনা করা যায়। এই প্রকার শ্বপচের শ্রীভগবানের নাম গ্রহণের দ্বারা দুর্জ্জাতিত্বের আরম্ভকারী পাপের সদ্য নাশ হয় ইহা প্রমাণ বচন হইতে অবগত হওয়াও দুঃখারম্ভক পাপের নাশ কিন্তু শ্রীভক্তি আবৃত্তির দ্বারাই সম্ভব হইবে। অতএব শূদ্রের সর্ব্বথা সংস্কারের অভাব হেতু বেদবিদ্যায় অধিকার নাই।

শঙ্কা—যদি বলেন—শ্রীহরিভক্তিবিলাসে বর্ণিত আছে—কাংস্য যেমন বিশেষ রস বিধানের দ্বারা

চেৎ। তদা এবং সমাধেয়ম্—শ্রীবিষ্ণুমন্ত্রদীক্ষাগ্রহণেন দ্বিজানাং ত্রিজত্বমুপজায়তে, শূদ্রাদীনান্তু দ্বিজতায়ামপি ন বেদবিদ্যায়ামধিকারঃ পূর্ব্ব-পূর্ব্বসংস্কারাভাবাৎ, কিন্তু তেষাং শূদ্রত্বোৎপাদপাপস্য নাশো ভবতি। তদাহুঃ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যচরণা—শূদ্রস্যেতিহাস পুরাণশ্রবণানুজ্ঞানং পাপক্ষয়াদি ফলার্থং নোপাসনার্থম্। কিঞ্চ শ্রীহরিভক্তিবিলাসে সর্ব্বত্র ব্রাহ্মণস্য এব দীক্ষাদানেঽধিকার নির্ণয়ঃ, ব্রাহ্মণাভাবে তাদৃশগুণসম্পন্নৌ ক্ষত্রিয়-বৈশ্যৌ গুরূ ভবিষ্যতঃ ন তু শূদ্রঃ, তত্র চ অনুলোমদান-বিধানম্। ন তু বিলোমমিত্যর্থঃ—তথাহি—১। "অবদাতান্বয়ঃ শুদ্ধঃ" (৩২) "ব্রাহ্মণোত্তমঃ" (৩৪) ব্রাহ্মণঃ সর্ব্বকালজ্ঞঃ (৩৬) কিঞ্চ—বিদ্যমানে তু যঃ কুর্য্যাৎ যত্র তত্র বিপর্য্যয়ম্। তস্যেহামুত্র নাশঃ স্যাত্তস্মাচ্ছাস্ত্রোক্তমাচরেৎ॥ ক্ষত্র-বিট্-শূদ্রজাতীয়ঃ প্রাতিলোম্যং ন দীক্ষয়েৎ॥ (৩৮)।

নন্বু তথাত্বে ভবৎ পূর্ব্বাচার্য্যাণাং বিষয়ে কিং সমাধানম্?

সুবর্ণতা লাভ করে, সেই প্রকার দীক্ষাবিধানের দ্বারা মানবের দ্বিজতা প্রাপ্ত হয়, শ্রীটীকাকার বলিয়াছেন—সকল নরগণের দ্বিজত্ব অর্থাৎ বিপ্রতা" অর্থাৎ দীক্ষামন্ত্রগ্রহণের দ্বারা মানবমাত্রেরই ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয়" ইত্যাদি সিদ্ধান্তের কি গতি হইবে?

সমাধান—আপনাদের যদি এই বিষয়ে আশঙ্কা হয় তাহা হইলে এই প্রকার সমাধান করিতে হইবে—শ্রীবিষ্ণুমন্ত্রদীক্ষা গ্রহণের দ্বারা দ্বিজাতিগণের ত্রিজত্ব উৎপন্ন হয়, কিন্তু শূদ্রগণের দীক্ষা গ্রহণের দ্বারা দ্বিজতালাভ হইলেও বেদবিদ্যায় অধিকার লাভ হয় না, কারণ জাতকর্ম্মাদি পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্কারের অভাব হেতু, কিন্তু দীক্ষা গ্রহণের দ্বারা তাহাদের শূদ্রত্বোৎপাদক যে পাপ তাহার নাশ হয়।

এই বিষয়ে শ্রীমদ্ রামানুজাচার্য্যপাদ বলিয়াছেন—শূদ্রের যে ইতিহাস ও পুরাণ শ্রবণের অনুজ্ঞা আছে তাহা পাপক্ষয়াদি ফলের নিমিত্ত বুঝিতে হইবে, কিন্তু উপাসনার নিমিত্ত নহে। আরও বিশেষ কথা এই যে—শ্রীহরিভক্তিবিলাসে সর্ব্বত্রই ব্রাহ্মণেরই দীক্ষাদানে অধিকার নির্ণয় করিয়াছেন, যোগ্য ব্রাহ্মণের অভাবে তাদৃশ গুণসম্পন্ন ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য গুরু হইবেন, কিন্তু শূদ্র গুরু হইবেন না। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে অনুলোম দীক্ষাদানের বিধান আছে, কিন্তু বিলোম দীক্ষাদানের বিধান নাই ইহাই অর্থ।

এই প্রমাণ যেমন—অবদাত-শুক্ল বা ব্রাহ্মণবংশজাত ও শুদ্ধাচার যুক্ত। 'উত্তম ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠগুরু, ব্রাহ্মণ সর্ব্বকালজ্ঞই গুরুশ্রেষ্ঠ" আরও—উত্তমগুণযুক্ত সৎপাত্র ব্রাহ্মণ বিদ্যমান থাকিতে যে ব্যক্তি যথা তথা দীক্ষাদি গ্রহণ বিপরীত কার্য্য করেন, তাঁহার ইহলোকে ও পরলোকে সকল প্রকার অর্থের হানি হইবে, অতএব শাস্ত্র অনুশাসন অনুসারে আচরণ করা কর্ত্তব্য। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জাতীয় প্রতিলোম অর্থাৎ নিজে হীনবর্ণ হইয়া উত্তমবর্ণকে দীক্ষা প্রদান করিবে না। সুতরাং শ্রীহরিভক্তিবিলাসের সিদ্ধান্তে কোন প্রকার আশঙ্কা হইতেই পারে না।

শঙ্কা—যদি বলেন—যদি এই প্রকারই সিদ্ধান্ত সঙ্গত হয় তাহা হইলে আপনাদের পূর্ব্বাচার্য্য বিষয়ে সমাধান কি?

তত্র সমাধানন্তু—তেষাং নিত্যভগবৎ পরিকররূপত্বাৎ, তেষাং জনকাদীনাং তথাত্বেঽপি শিষ্টত্ব পরিগণনাৎ। অতস্তেষু তাদৃশশঙ্কাপি ন করণীয়া। কিঞ্চ তেষামাচার্য্যপাদানাং ব্রাহ্মণোত্তমানাং ভাগবতানাং সবিধে শাস্ত্রাধ্যয়নাদি শ্রবণাৎ ন কাচিচ্ছঙ্কা ইতি।

কিং বহুনা সৃষ্টিকৃদ্ ব্রহ্মণোঽপি তথা বিধানাৎ তথাহি সর্ব্বপ্রমাণ শ্রেষ্ঠে ব্রহ্মসংহিতায়াম্—এবং সর্ব্বাত্মসম্বন্ধং নাভ্যাং পদ্মং হরেরভূৎ। তত্র ব্রহ্মা ভবদ্ভূয়শ্চতুর্ব্বেদী চতুর্ম্মুখঃ॥ ৫।২২, স জাতো ভগবচ্ছক্ত্যা তৎ কালং কিল চোদিতঃ। সিসৃক্ষায়াং মতিং চক্রে পূর্ব্বসংস্কার সংস্কৃতাম্। দদর্শ কেবলং ধ্বান্তং নান্যৎ কিমপি সর্ব্বতঃ॥ উবাচ পরতস্তস্মৈ তস্য দিব্যা সরস্বতী। কাম-কৃষ্ণায়-গোবিন্দ-ঙে-গোপীজন ইত্যপি। বল্লভায়-প্রিয়া বহ্নেরয়ং তে দাস্যতি প্রিয়ম্॥

সমাধান—আমাদের পূর্ব্বাচার্য্য বিষয়ে এই প্রকার সমাধান করিতে হইবে, তাঁহারা শ্রীভগবানের নিত্য পরিকর, তথা তাঁহাদের পিতামাতা প্রভৃতি যদিও শূদ্রকুলোৎপন্ন তথাপি তাঁহাদিগকে শিষ্ট মধ্যে পরিগণনা করা হইয়াছে। অতএব তাঁহাদের বিষয়ে কোন প্রকার ঐ রূপ আশঙ্কা করাও উচিত নহে। বিশেষ কথা এই যে অস্মৎ পূর্ব্বাচার্য্যগণের পরমভাগবত ব্রাহ্মণোত্তমবৃন্দের নিকটে শাস্ত্র অধ্যয়নাদি শ্রবণ করা যায় সুতরাং কোন আশঙ্কাই হইতে পারে না।

তাঁহাদের বিষয়ে শ্রীরসিকমঙ্গলের পূর্ব্ববিভাগে দ্বিতীয় লহরী—২০-২৫ পয়ার—

গোপকুলে শ্রীকৃষ্ণমণ্ডল মহাশয়। গৌড়ছাড়ি উৎকলেতে করিল আলয়॥
দণ্ডেশ্বর বলি গ্রাম অতি পুণ্য স্থান। সেই গ্রামে মহাশয় করিল নিধান॥
বিবাহাদি সর্ব্বভোগ নানা উপহার। কিছুদিন এইরূপে করিল বিহার॥
দুরিকা বলিয়া তাঁর পত্নী পতিব্রতা। শান্ত-দান্ত-ক্ষমাশীলা সেই জগন্মাতা॥
পতি পত্নী দোঁহে তাঁরা ব্রহ্মণ্য বিদিত। সর্ব্বধর্ম্ম পরায়ণ অতি শুদ্ধ চিত্ত॥
তাঁহার উদরে জন্ম শ্যামানন্দ রায়। কতদিন রহিলেন আপন আলয়॥

পুনরায় তিনি শ্রীধাম বৃন্দাবনে আসিয়া ভারদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণকুলালঙ্কার শ্রীমদাচার্য্যদেব শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুপাদের নিকটে বেদ বেদান্ত বেদাঙ্গাদি সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, বিশেষ জ্ঞানেচ্ছু তাঁহার চরিত্র অনুশীলন করুন।

বহু কথা বলিবার প্রয়োজন নাই, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মারও সেই প্রকার বিধান দেখা যায়, এই বিষয়ে সর্ব্বপ্রমাণ শ্রেষ্ঠ শ্রীব্রহ্মসংহিতায় এইরূপ বর্ণিত আছে—এই প্রকার শ্রীহরির নাভিতে সর্ব্বাত্মসম্বন্ধ পদ্ম হইল, সেই পদ্মে চতুর্ম্মুখে চতুর্ব্বেদ ধারণ করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা হইলেন, ব্রহ্মা জাত হইয়া শ্রীভগবানের শক্তির দ্বারা কাল প্রেরিত হইয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব সৃষ্টির সংস্কার করা বস্তু সকল সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু সেইকালে তিনি কেবল অন্ধকার ভিন্ন আর কিছুই দেখিলেন না। লোকপিতা ব্রহ্মার ঐ অবস্থা দর্শন করিয়া আকাশমার্গে দিব্যা দেববাণীর প্রকাশ হইল, সেই আকাশবাণী ব্রহ্মাকে অষ্টাদশাক্ষর

ইতি অষ্টদশদাক্ষরমন্ত্রলাভানন্তরং গোলোকনিবাসিনং স্বস্বরূপশক্তিরূপা-ব্রজবিলাসিনীগণ পরিবেষ্টিতং বংশীবিভূষিত-ললিতত্রিভঙ্গং শ্রীগোবিন্দদেবমুপাসিতম্। তদনন্তরং—৫।২৭, অথ বেণুনিনাদস্য ত্রয়ী মূর্ত্তিমতী গতিঃ। স্ফুরন্তী প্রবিবেশাশু মুখাব্জানি স্বয়ম্ভুবঃ॥ গায়ত্রীং গায়তস্তস্মাদধিগত্য সরোজজঃ। সংস্কৃতশ্চাদি গুরুণা দ্বিজতামগমত্ততঃ॥ ইতি ব্রহ্মগায়ত্রীমন্ত্র প্রাপ্ত্যনন্তরমেব ব্রহ্মণো দ্বিজতা লাভঃ, ন তু অষ্টদশাক্ষরমন্ত্র প্রাপ্ত্যনন্তরমিতি!

ননু ইতিহাস-পুরাণয়োরপি বেদত্বে তথাহি—বৃ০ ২।৪।১০, "অরে! অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদ্ ঋগ্ বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণম্" ইতি কথং শূদ্রস্যাধিকার ইতি চেৎ—তত্রাহ—শ্রীমদাচার্য্যচরণাঃ তত্ত্বসন্দর্ভে—বিশিষ্টৈকার্থ-প্রতিপাদক-পদকদম্বস্য অপৌরুষেয়ত্বাদ-ভেদেঽপি স্বরক্রম ভেদাদ্ ভেদনির্দ্দেশোঽপ্যুপপদ্যতে" অত্র টীকা চ শ্রীরাধামোহনী—ক্রমভেদঃ—উপক্রমোপ-সংহার-বিশেষ নিয়মিত আনুপূর্ব্বী বিশেষঃ। ঋগাদ্যাখ্যানুপূর্ব্বীবিশেষবত্বং বেদপদ প্রবৃত্তিনিমিত্তম্, স্বর

শ্রীগোপালমন্ত্র উপদেশ করতঃ বলিলেন—এই মন্ত্র স্মরণ করিয়া তপস্যা কর তোমার মনোকামনা পূর্ণ হইবে"। এই প্রকার ব্রহ্মা অষ্টদশাক্ষর শ্রীগোপালমন্ত্র লাভ করিয়া শ্রীগোলোকনিবাসি, স্বস্বরূপশক্তিরূপ শ্রীব্রজবিলাসিনীগণ পরিবেষ্টিত, বংশীবিভূষিত, ললিতত্রিভঙ্গ শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবকে উপাসনা করিলেন।

তাহার পরে বর্ণিত আছে—অনন্তর বেণুধ্বনির দ্বারা প্রকটিত বেদমাতা গায়ত্রী পরিপাটিরূপে স্ফুর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়া স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার অষ্টকর্ণ দ্বারা চতুর্ম্মুখে শীঘ্র প্রবেশ করিলেন। তদনন্তর কমলযোনি ব্রহ্মা আদিগুরু শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে গায়ত্রীমন্ত্র লাভকরতঃ সংস্কৃত হইয়া দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে ব্রহ্মগায়ত্রী লাভের পরেই ব্রহ্মার দ্বিজতা লাভ হইয়াছিল, কিন্তু অষ্টদশাক্ষর শ্রীগোপালমন্ত্র প্রাপ্তির পরে হয় নাই।

শঙ্কা—যদি বলেন—ইতিহাস ও পুরাণও বেদ, এই বিষয়ে বৃহদারণ্যকোপনিষদে বর্ণিত আছে—অরে মৈত্রেয়ি! এই মহাবিভূতি সম্পন্ন শ্রীভগবানের নিশ্বাসস্বরূপ এই ঋগ্ বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্বাঙ্গিরস, ইতিহাস ও পুরাণ" ইত্যাদি। সুতরাং বেদাত্মক পুরাণাদিতে শূদ্রের কি প্রকারে অধিকার হইবে?

সমাধান—এই বিষয়ে শ্রীমৎ আচার্য্যদেব প্রভুপাদ শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভে এই প্রকার সমাধান করিয়াছেন—বেদ ও পুরাণ এই উভয়ের মধ্যে বস্তুবৈশিষ্ট একার্থ প্রতিপাদক পদসকলের অপৌরুষেয় হওয়ার নিমিত্ত অভেদ হইলেও বেদ ও পুরাণের স্বরক্রম ভেদ হেতু ভেদ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অর্থাৎ বেদশাস্ত্রে যে প্রকার স্বরাদির ভেদ নির্দ্দেশ আছে, সেই প্রকার পুরাণশাস্ত্রে স্বরাদিভেদ নাই, এই অংশে বেদ হইতে পুরাণের ভেদ, তথা অপৌরুষেয়াংশে অভেদ। এই অংশের শ্রীরাধামোহন গোস্বামিপাদের টীকা—ক্রম-ভেদ অর্থাৎ উপক্রম উপসংহার বিশেষের দ্বারা নিয়মিত আনুপূর্ব্বী বিশেষ। যেমন—ঋগ্ বেদাদি আখ্যা আনুপূর্ব্বী বিশেষ। যেমন—ঋগ্ বেদাদি আখ্যা আনুপূর্ব্বী বিশেষবান্, কারণ তাহাতে বেদপদের প্রবৃত্তি নিমিত্ত বিদ্যমান আছে। ঐ বেদশাস্ত্র স্বরবিশেষ অধ্যয়ন বিধিবিষয়তাবচ্ছেদক যুক্ত। অথবা—শূদ্রের

বিশেষণাধ্যয়ন বিধিবিষয়তাবচ্ছেদকম্, শূদ্রস্যাধ্যায়ন-শ্রবণাদি নিষেধবিষয়তাবচ্ছেদকঞ্চ, পুরাণাদ্যানুপূর্ব্বী-মত্ত্বং চ শূদ্রাধ্যয়ন নিষেধ বিষয়তাবচ্ছেদকম্।

যত্তু, শ্রীভাগবতে—১২।১২।৬৪, বিপ্রোঽধীত্যাপ্নুয়াৎ প্রজ্ঞাং রাজন্যোদধিমেখলাম্। বৈশ্যো নিধিপতিত্বঞ্চ শূদ্রঃ শুদ্ধ্যতি পাতকাৎ॥ ইতি দ্বাদশস্কন্ধ বচনাৎ শূদ্রমাত্রস্যাধিকারঃ" ইতি বদন্তি তন্ন, "শ্রোতব্যমিহ শূদ্রেণ" ইতি বচনবিরোধাৎ। "সুগতিমাপ্নুয়াৎ শ্রবণাচ্চ শূদ্রযোনিঃ" ইতি হরিবংশবচনাৎ। "শূদ্রোঽধীত্য" ইত্যস্য চান্তর্ভূতণিজন্ত ক্রিয়য়া "পাঠয়িত্বা" ইত্যর্থঃ। তথা চ মাধ্বভাষ্যধৃত-ব্যোমসংহিতা বাক্যম্—"অন্ত্যজা অপি যে ভক্তা নাম জ্ঞানাধিকারিণঃ। স্ত্রী-শূদ্র-দ্বিজবন্ধূনাং তন্ত্র জ্ঞানেঽধিকারিতা॥ তন্ত্রপদং বেদাতিরিক্ত শাস্ত্রপরম্। এবং চ স্ত্রী শূদ্রাদীনাং তন্ত্রোক্ত মন্ত্র-পূজাদিনা লব্ধ ভগবদ্ভাবাঃ সংসারং তরন্তীতি। এবমেবাহ শ্রীভাগবতে—১১।৫।৩১, "নানা তন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃণু" টীকা চ শ্রী-স্বামিপাদানাম্—নানাতন্ত্রবিধানেনেতি কলৌ তন্ত্রমার্গস্য প্রাধান্যং দর্শয়তি।

অতএবোক্তং শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণে—৬।৮৯, "লৌকিক ব্যবহারেষু যথেষ্টং চেষ্টতাং জনঃ।

অধ্যয়ন-শ্রবণাদি নিষেধ বিষয়তাবচ্ছেদক তাহাতে আছে। আরও পুরাণাদি আনুপূর্ব্বীমান্ যেহেতু শূদ্রের অধ্যয়ন নিষেধবিষয়তাবচ্ছেদক বর্ত্তমান আছে।

শঙ্কা—যদি বলেন—শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে—এই শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ বিপ্র অধ্যয়ন করিয়া নির্ম্মল প্রজ্ঞা লাভ করেন, ক্ষত্রিয় অধ্যয়ন করতঃ সাগরমেখলা পৃথিবীর রাজ্য লাভ করেন, বৈশ্য নিধিপতি হয়েন এবং শূদ্র অধ্যয়ন করিয়া পাতক হইতে শুদ্ধিলাভ করেন, এই দ্বাদশস্কন্ধ বচনানুসারে শ্রী-ভাগবত অধ্যয়নে শূদ্রমাত্রেরই অধিকার আছে।

সমাধান—আপনারা এই কথা বলিতে পারেন না, কারণ—"শূদ্রকর্ত্তৃক এই পুরাণ শ্রবণ করা উচিত" এই বাক্যের সহিত আপনাদের বাক্যের বিরোধ হইতেছে। শ্রীহরিবংশে বর্ণিত আছে—শূদ্রগণ শ্রবণের দ্বারাই উত্তমগতি লাভ করিবে। শ্রীভাগবতে যে "শূদ্রোঽধীত্য" শব্দ আছে তাহার অর্থ নিজন্ত-ক্রিয়া, অর্থাৎ নিজন্তক্রিয়ার দ্বারা "পাঠ করাইয়া শ্রবণ করিবে" ইহাই অর্থ।

অতএব শূদ্রগণের বিষয়ে শ্রীমাধ্বভাষ্য ধৃত ব্যোম সংহিতার এই প্রকার অনুশাসন আছে—শ্রী-ভগবানের নাম জ্ঞানে অধিকারী যে সকল অন্ত্যজ, স্ত্রী, শূদ্র, দ্বিজ বন্ধু তাহাদের তন্ত্রজ্ঞানে অধিকার আছে। তন্ত্র পদ বেদাতিরিক্ত শাস্ত্রপরক, অর্থাৎ তন্ত্র বেদশাস্ত্র নহে সুতরাং তন্ত্রে শূদ্রের অধিকার আছে। এই প্রকার স্ত্রী শূদ্রাদি তন্ত্রোক্ত মন্ত্রপূজাদির দ্বারা শ্রীভগবদ্ভাব লাভ করিয়া সংসার হইতে মুক্ত হয়। ইতি শ্রীরাধামোহনী।

তন্ত্র বিষয়ে শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে—নানা প্রকার তন্ত্রবিধানের দ্বারা কলিযুগেও শ্রীভগবানের আরাধনা করে তাহা শ্রবণ কর"। শ্রীধরস্বামিপাদের টীকা এইরূপ—নানাপ্রকার তন্ত্রবিধানের দ্বারা অর্থাৎ কলিযুগে তন্ত্রমার্গের প্রাধান্যতা প্রদর্শিত করিতেছেন।

বৈদিকেষু তু মার্গেষু বিশেষোক্তিঃ প্রবর্ত্ততাম্ ॥ টীকা চ—বৈদিকমার্গেষু ঐচ্ছিকব্যবস্থা নোচিতা। কিঞ্চ শ্রীমৎপরমাচার্য্যপাদানাং শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ—ব্রহ্মযামলবাক্যম্—১।২।১০১, শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি—পঞ্চরাত্র বিধিং বিনা। ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে ॥ কারিকা চ—১।২।১০২, ভক্তিরৈকান্তিকী বেয়মবিচারাৎ প্রতীয়তে। বস্তুতস্তু তথা নৈব যদশাস্ত্রীয়তেক্ষ্যতে ॥ টীকা চ শ্রীমদাচার্য্যপাদানাম্—আশাস্ত্রীয়তা শাস্ত্রাবজ্ঞাময়তা তত্রেক্ষ্যতে, শাস্ত্রমত্র বেদস্তদঙ্গাদি। "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" ১।১।৩।৩, ইতি ন্যায়াৎ। শ্রীগীতায় চ—১৬।২৩, যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ। ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥ ভাষ্যঞ্চ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যপাদানাম্—শাস্ত্রং বেদাঃ, বিধিরনুশাসনম্, বেদাখ্যমদনুশাসনমুৎসৃজ্য যঃ কামকারতো বর্ত্ততে, স্বচ্ছন্দানুগুণমার্গেণ বর্ত্ততে, ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি, ন কামোঽপি আমুষ্মিকীং সিদ্ধিমবাপ্নোতি। ন পরাং গতিং—কুতঃ পরাং গতিং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। ইতি।

অতএব শ্রীহরিনামামৃতব্যাকরণে বর্ণিত আছে—মানব লৌকিকব্যবহারে যথেষ্ট আচরণ করুক কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু বৈদিক মার্গে বিশেষ ভাবে সাবধান হইয়া প্রবর্ত্তিত হইতে হইবে। টীকাকার বলিয়াছেন—বৈদিক মার্গে ঐচ্ছিকব্যবস্থা করা উচিত নহে।

আরও শ্রীমৎ পরমাচার্য্য প্রভুপাদের শ্রীভক্তিরামৃতসিন্ধুতে ব্রহ্মযামল বাক্য এইরূপ—বৈষ্ণব নিজ নিজ অধিকারে প্রাপ্ত শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও পঞ্চরাত্র প্রভৃতির বিধিকে নাস্তিকতা বুদ্ধিতে না স্বীকার করিয়া যদি কেহ একান্ত ভাবেও শ্রীহরিভক্তির অনুষ্ঠান করে তথাপি তাহাতে উৎপাতই লাভ হয়। এই স্থলে কারিকা—যদি বলেন—শ্রুত্যাদির বিধির অভাবে কিরূপে একান্তী হওয়া যায়? এবং একান্তী হইলেই বা উৎপাত হইবে কেন?

এই বাক্যের উত্তর এই প্রকার—বৌদ্ধাদির নাস্তিকতাময়ী শ্রীবুদ্ধদেবে ও শ্রীদত্তাত্রেয় প্রভৃতিতে ঐকান্তিকী ভক্তির ন্যায় যাহা প্রতীতি হয়, তাহা কিন্তু ভক্তি নহে, ঐ ভক্তি অবিচার প্রসূতই জানিতে হইবে। কারণ—ঐ ভক্তিতে বেদবেদাঙ্গাদি শাস্ত্রের প্রতি অবজ্ঞাময় বিশেষ বুদ্ধিই দেখা যায়। অতএব ঐ ভক্তি অশাস্ত্রীয় বলিয়া তাহা অনুষ্ঠানকারী মানবের কুমার্গগমনেই অবশ্যম্ভাবী। এই কারিকার টীকা শ্রীমদাচার্য্য প্রভুপাদের-অশাস্ত্রীয়তা অর্থাৎ শাস্ত্রের অবজ্ঞাময়তা তাহাদের দেখা যায়, শাস্ত্র বলিতে বেদ ও বেদাঙ্গাদি গ্রহণ করিতে হইবে, "শাস্ত্রই যাঁহার জ্ঞানের কারণ" এই ন্যায়ের দ্বারা তাহাই বুঝায়।

শ্রীগীতায় বলিয়াছেন—যে মানব শাস্ত্রের বিধি পরিত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছাচারী হইয়া থাকে সে মানব সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না, তাহার সুখ ও উত্তমগতিও লাভ হয় না। এই শ্লোকের শ্রীমদ্ রামানুজাচার্য্যপাদের ভাষ্য এই প্রকার—শাস্ত্র-বেদ, বিধি-অনুশাসন, শ্রীভগবান কহিলেন—হে অর্জ্জুন! বেদরূপ আমার অনুশাসনকে উৎসর্জন-পরিত্যাগ করিয়া যে কাম কারত নিজ স্বেচ্ছানুসারমার্গে অবস্থান করে, সে সিদ্ধিলাভ করে না, অর্থাৎ কামও লাভ করে না, পরলোকের সিদ্ধিও লাভ করে না। সে সুখও—ইহলোকের কোন সুখও প্রাপ্ত করিতে পারে না এবং পরাগতিও পায় না, যাহার সামান্য ইহলৌকিক ও

১০ ॥ কম্পনাধিকরণম্ ॥

এবং প্রাসঙ্গিকং সমাপ্য প্রকৃতং সমন্বয়ং চিন্তয়ন্তি, কঠবল্যাং পঠ্যতে "যদিদং

তস্মাৎ ফলতারতম্যন্তু—নারায়ণতন্ত্রে—সামান্য দর্শনাল্লোকা মুক্তির্যোগ্যাত্মদর্শনাৎ" যোগাত্মদর্শনাদিতি—বিধিবদধীত বেদবেদাঙ্গাদি শাস্ত্রযাথাত্ম্যজ্ঞানাৎ। অয়মাশয়ঃ—যথা শ্রীকৃষ্ণস্য রূপান্তরেণ নিহতানাং দৈত্যানাং ন মোক্ষঃ কিন্তু প্রাকৃতসুখসমৃদ্ধিরুত্তরোত্তরজন্মনি ভবেৎ, শ্রীকৃষ্ণনিহতানামেব মোক্ষো ভবতি। তথা শূদ্রাদীনামপি তান্ত্রিকদীক্ষয়া শ্রীভগবদারাধনেন দুর্জ্জাত্যারম্ভকং প্রারব্ধং বিনাশে চ জন্মান্তরে লব্ধদ্বিজ জন্মঃ পুন বেদাদি বিধিবদধীত-তত্ত্বজ্ঞো ভূত্বা শ্রীভগবল্লাভে চ মোক্ষ্যতীতি ভাষ্যকারাণামাশয়ঃ ॥ ৩৮ ॥

॥ ইতি অপশূদ্রাধিকরণং নবমং সমাপ্তম্ ॥ ৯ ॥

১০ ॥ কম্পনাধিকরণম্ ॥

অথ পূর্ব্বত্র প্রমিতাধিকরণে (১।৩।৬।২৪) কঠোপনিষদি বিষয়বাক্যে **শ্রীভগবতোঽঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বমুক্তা তদেব পুনঃ তস্য সর্ব্বশাসকত্বং** প্রতিপাদয়িতুং **কম্পনাধিকরণমারম্ভ ইতি অধিকরণসঙ্গতিঃ।**

পারলৌকিক সুখই লাভ হয় না, তাহার পরাগতি বা মুক্তি কি প্রকারে হইবে। ইতি।

সুতরাং শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদ যে বলিয়াছেন 'ফলে তারতম্য হইবে' এই বিষয়ে নারায়ণতন্ত্রে বর্ণিত আছে—শ্রীভগবানকে সাধারণ ভাবে দর্শন করিলে স্বর্গাদিলোক প্রাপ্তি হয়, যোগ্যদর্শনের দ্বারা মুক্তি হয়। যোগ্যাত্ম দর্শন অর্থাৎ বিধিবদধীত বেদবেদাঙ্গ বেদান্তাদি শাস্ত্রযাথাত্ম্য জ্ঞানের দ্বারা শ্রীভগবানকে দর্শন বা অনুভব করিলেই মুক্তি হয়।

এই অধিকরণের আশয় এই যে—যেমন শ্রীকৃষ্ণের রূপান্তরে অর্থাৎ শ্রীনৃসিংহ, শ্রীরামচন্দ্র ইত্যাদি রূপের দ্বারা নিহত দৈত্যগণের মুক্তি হয় না, কিন্তু উত্তরোত্তর জন্মে প্রাকৃত সুখ সমৃদ্ধির বৃদ্ধি হয়, শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে নিহত দৈত্যগণেরই মুক্তি হয়। সেইরূপ শূদ্রাদিরও তান্ত্রিক দীক্ষার দ্বারা শ্রীভগবদারাধনার দ্বারা দুর্জ্জাত্যারম্ভক প্রারব্ধের বিনাশ হইলে জন্মান্তরে দ্বিজ জন্ম লাভ করিয়া পুনরায় বেদাদি শাস্ত্র বিধিবৎ অধ্যয়ন করিয়া শ্রীভগবানের তত্ত্বজ্ঞ হইয়া শ্রীভগবল্লাভ করতঃ মুক্ত হয়, ইহাই শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদের অভিপ্রায় ॥ ৩৮ ॥

এই প্রকার অপশূদ্রাধিকরণ নবম সম্পূর্ণ ॥ ৯ ॥

১০ ॥ কম্পনাধিকরণ—

অনন্তর কম্পনাধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন। পূর্ব্বে প্রমিতাধিকরণে কঠোপনিষদের বিষয়বাক্যে শ্রীভগবানের অঙ্গুষ্ঠমাত্র পরিমাণ বলিয়া, পুনরায় শ্রীভগবানের সর্ব্বশাসকত্ব প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত কম্পনাধিকরণ আরম্ভ করিতেছেন, এই প্রকার অধিকরণ সঙ্গতি প্রদর্শিত হইল।

কিঞ্চিৎ জগৎ সর্ব্বং প্রাণএজতি নিঃসৃতম্। মহদ্ ভয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি" ২।৩।২ ইতি। কিমত্র বজ্রং অশনিঃ? ব্রহ্ম বেতি সংশয়ে ভয়হেতুতয়া কম্পকারিত্বাত্তজ-

এবং প্রাসঙ্গিকমিতি—পরব্রহ্মোপাসনে দেবানামধিকারোঽস্তীতি ন বা, কিঞ্চ শূদ্রাণাং ব্রহ্ম-বিদ্যায়ামধিকারোঽস্তি ন বা ইতি অধিকার বিচারং সমাপ্য, প্রকৃতম্ অধ্যায়গতং সমন্বয়ং চিন্তয়ন্তি—বিচার-য়ন্তি ইতি।

বিষয়ঃ—অথ কম্পনাধিকরণস্য বিষয়বাক্যং পঠন্তি-কঠেতি। যস্মিন্ সর্ব্বং তিষ্ঠতি, যদ্ বিজ্ঞা-নাৎ মানবা মুচ্যন্তে কিং তদ্‌বস্তু ইত্যপেক্ষায়ামাহ—যদিদং কিঞ্চ ইদং সর্ব্বং পরিদৃশ্যমানং জগৎ প্রাণে প্রাণ-শব্দবাচ্যে পরব্রহ্মণি স্থিতং সৎ এজতি, কম্পতে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসাদিকং গৃহ্ণাতীতি, তস্মাদেব নিসৃতং জগৎ তস্য শাসনানুসারেণ চেষ্টাং করোতি প্রতিপাদয়ন্নাহ—মহদ্‌ভয়ম্। জগজ্জন্মাদিকারণং পরব্রহ্ম এব মহদ্‌ভয়ম্ কুতঃ? বজ্রমুদ্যতম্, বর্জয়তি নিয়ময়তি জনান্" ইতি বজ্রং ব্রহ্ম, উদ্যতং প্রকাশশালী তথা চ জগৎস্রষ্টারং সর্ব্বনিয়ামকং সর্ব্বব্যাপকং সর্ব্বপ্রাণরক্ষকং বজ্রশব্দবাচ্যং পরব্রহ্ম যে সাধকাঃ বিদুঃ জানন্তি তে অমৃতাঃ ভবন্তি ইতি মোক্ষ ভাজ ইত্যর্থঃ। ইতি বিষয়বাক্যম্।

সংশয়ঃ—অথ কঠোপনিষদি বজ্রমন্ত্রে সংশয়মবতারয়ন্তি—কিমিতি। কিমত্র সর্ব্বভয়ঙ্কর প্রাণ-

---

এই প্রাসঙ্গিক সমাপন করিয়া প্রকৃত বিষয়ের সমন্বয় চিন্তা করিতেছেন। অর্থাৎ—প্রাসঙ্গিক পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের উপাসনায় ইন্দ্রাদি দেবগণের অধিকার আছে, অথবা নাই। আরও শূদ্রগণের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে, অথবা নাই, ইত্যাদি অধিকার বিচার সমাপ্ত করিয়া, প্রকৃত-অধ্যায়গত শ্রুতি সমন্বয় বিচার করিতেছেন।

বিষয়—অতঃপর কম্পনাধিকরণের বিষয় বাক্য পাঠ করিতেছেন—কঠ ইত্যাদি। কঠোপনিষদে বর্ণিত আছে—এই জগতে যাহা কিছু বর্ত্তমান আছে তাহা প্রাণের দ্বারাই চেষ্টাদি করে, কারণ বজ্র মহান ভয় উদ্যত করিয়া আছে, তাঁহাকে যাহারা জানে তাহারা অমৃত হয়। অর্থাৎ—যাঁহাতে সকল অবস্থান করে, যাঁহাকে জানিলে মানব মুক্তিলাভ করে সেই বস্তু কি? এই অপেক্ষায় বলিতেছে—এই পরিদৃশ্যমান সকল জগৎ প্রাণে-প্রাণশব্দবাচ্যে পরব্রহ্মে অবস্থান করিয়া কম্পিত অর্থাৎ—নিঃশ্বাস প্রশ্বাস প্রভৃতি গ্রহণ করে, তাঁহা হইতেই নিঃসৃত জগৎ তাঁহার শাসনানুসারে চেষ্টাদি করে, ইহা প্রতিপাদন করিয়া বলিতেছেন মহদ্‌ভয়ম্। জগজ্জন্মাদি কারণ পরব্রহ্মই মহদ্‌ভয়। কারণ তিনি উদ্যত বজ্র সদৃশ, যিনি মানব সকলকে বর্জ্জন—নিয়মন করেন তিনি বজ্র অর্থাৎ পরব্রহ্ম, উদ্যত—প্রকাশশালী। এই ভাবে যিনি জগৎ সৃষ্টিকর্ত্তা সর্ব্বনিয়ামক, সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বপ্রাণরক্ষক প্রকাশবান্, বজ্রশব্দবাচ্য পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব, তাঁহাকে যে সাধকগণ জানেন তাঁহারা অমৃত-মুক্তির যোগ্য হয়েন ইহাই অর্থ। এই প্রকার বিষয়বাক্য নিরূপিত হইল।

সংশয়—অতঃপর কঠোপনিষদে বজ্র মন্ত্রে সংশয়ের অবতারণা করিতেছেন কি ইত্যাদি। এই

জ্ঞানেন মোক্ষস্য বাচনিকত্বাদশনির্বজ্রশব্দাদবগম্যতে, প্রাণত্বঞ্চাস্য রক্ষকত্বাৎ। ন চ প্রকরণাদ্ ব্রহ্মার্থতা শক্যা কর্ত্তুম্ "উদ্যতং বজ্রম্" ইতি শ্রুত্যা তস্য বাধাদিত্যেবং প্রাপ্তে—

ঘাতক শস্ত্রবিশেষঃ অশনিরেব বজ্রশব্দবাচ্যঃ। অথবা সর্ব্বাভয়প্রদায়ক-প্রাণরক্ষক-সর্ব্বনিয়ামকঃ পরমেশ্বরঃ শ্রীগোবিন্দদেবো বজ্রশব্দবাচ্যঃ ইতি। ইতি সংশয়বাক্যম্।

পূর্ব্বপক্ষঃ—অত্র কঠোপনিষদুক্ত বজ্রশব্দোবাচ্যঃ প্রসিদ্ধ অশনিরেব, ন তু অন্যঃ। বজ্রস্য ভয়হেতুতা প্রসিদ্ধা, কিঞ্চ তস্য ভয়ঙ্কর গর্জনেন সর্ব্বেষাং মানবানাং হৃৎকম্পো জায়তে তেন তস্য কম্পনত্বং প্রসিদ্ধমিতি, তজ্‌জ্ঞানেন—সর্ব্বভয়হেতু-সর্ব্বহৃৎকম্পকারিজ্ঞানেন তস্মাৎ ভয়াৎ কম্পাচ্চ মোক্ষো ভবতীতি বজ্রশব্দাদশনিরবগম্যতে।

ননু তথাত্বে প্রাণশব্দস্য কা গতিরিতি চেত্তত্রাহ—প্রাণত্বঞ্চাস্য রক্ষকত্বাৎ, ভয়ঙ্কর গর্জনং কৃত্বা যস্যোপরি স পততি তস্য প্রাণান্ হরতি, কিন্তু কৃপয়া যস্যোপরি ন পততি তস্য প্রাণন্ রক্ষতীতি প্রাণরক্ষকত্বাৎ স্ফুটং তস্য প্রাণত্বমিত্যর্থঃ।

ন চেদং বাক্যং অন্যার্থং কর্ত্তুং শক্যম্ ইতি প্রতিপাদয়ন্তি - ন চেতি। শ্রুত্যা ইতি—মীমাংসা

স্থলে বজ্র শব্দে কি অশনি? সর্ব্বপ্রাণ ঘাতক সর্ব্বভয়ঙ্কর শস্ত্রবিশেষ অশনিই বজ্রশব্দবাচ্য? অথবা—সকলের অভয় প্রদানকারী, প্রাণ রক্ষক, সর্ব্বনিয়ামক, পরমেশ্বর শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব বজ্রশব্দের দ্বারা বোধ হইতেছে? ইহাই সন্দেহবাক্য।

পূর্ব্বপক্ষ—এই প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হইলে বাদিগণ পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিতেছেন—ভয়হেতুর কারণ হওয়ায়, কম্পকারিত্ব বিধায়, তাহার জ্ঞানে মোক্ষবর্ণন করা হেতু বজ্রশব্দ হইতে অশনিকেই বোধ করায়। অর্থাৎ —এই কঠোপনিষৎ কথিত বজ্রশব্দ প্রসিদ্ধ অস্ত্রবিশেষ অশনিই, অন্য নহে। বজ্র যে ভয়ের কারণ তাহা প্রসিদ্ধ, আরও তাহার ভয়ঙ্কর গর্জ্জনের দ্বারা সকল মানবগণের হৃৎকম্প জাত হয়, অতএব বজ্রের কম্পনত্বগুণ প্রসিদ্ধই আছে। তাহার জ্ঞানের দ্বারা, অর্থাৎ বজ্র যে সকলের ভয় হেতু, সকলের হৃদয়ে কম্পন উৎপন্ন করে" এই প্রকার জ্ঞান হইলে মানবের সেই ভয় ও হৃৎকম্প হইতে মুক্তিলাভ হয়, সুতরাং বজ্র শব্দের দ্বারা অশনিকেই বুঝায়।

যদি বলেন—বজ্র শব্দে যদি অশনিকেই বুঝায় তাহা হইলে প্রাণশব্দের কি গতি হইবে?

তদুত্তরে বলিতেছেন—অশনিকে প্রাণ বলার উদ্দেশ্য সে রক্ষক। কারণ—ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিয়া যাহার উপরে এই অশনি পতিত হয় তাহার প্রাণ হরণ করে, কিন্তু কৃপা করিয়া যাহার উপরে পতিত না হয় তাহার প্রাণ রক্ষা করে, সুতরাং প্রাণরক্ষাকারী হওয়া হেতু স্পষ্ট ভাবেই তাহার প্রাণত্ব প্রতিপাদন করা হইতেছে ইহাই অর্থ।

এই বাক্যের কোন অন্য প্রকার অর্থ করিতে পারিবেন না তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন—ন চ

ওঁ ॥ কম্পনাৎ ॥ ওঁ ॥ ১।৩।১০।৩৯

বজ্রাদি সহিতস্য কৃৎস্নস্য জগতঃ কম্পকত্বাদ্বজ্রমত্র ব্রহ্মৈব। "চক্রং চঙ্ক্রমণাদেষ বর্জনাদ্বজ্রমুচ্যতে। খণ্ডনাৎ খড়্গ এবৈষ হেতি নামা হরিঃ স্বয়ম্"। অয়ং ভাবঃ – প্রাণশক্তি-

---

দর্শনে—৩।৩।১৪, "শ্রুতি-লিঙ্গ-বাক্য-প্রকরণ-সমাখ্যানাম্ সমবায়ে পারদৌবল্যমর্থ বিপ্রকর্ষাৎ" ইতি। ইতি ন্যায়েন প্রকরণাৎ শ্রুতের্বলীয়স্ত্বাৎ, আত্মাপ্রকরণাৎ অশনিপ্রতিপাদকঃ "উদ্যতং বজ্রং" ইতি শ্রুতেঃ প্রাধান্যম্ ইতি। তস্মাৎ বজ্রশব্দেন প্রসিদ্ধঃ অশনিরেব। ন তু আত্মা ইতি পূর্ব্বপক্ষম্।

সিদ্ধান্তঃ—ইত্যেবং পূর্ব্বপক্ষে সমুদ্ভাবিতে সিদ্ধান্ত পক্ষমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—কম্পনাদিতি। শ্রীভক্তহৃদয়-পরিভাবিত-অঙ্গুষ্ঠপরিমিত-পরব্রহ্ম এব বজ্রশব্দবাচ্যঃ, কুতঃ? কম্পনাৎ, এতস্যৈব বজ্রশব্দবাচ্যস্য পরব্রহ্মণো ভয়াৎ অগ্নি-বরুণ-বায়ু-সূর্য্য-ইন্দ্র প্রভৃতি নিখিল জগতঃ পরিস্পন্দন শ্রবণাৎ সর্ব্বে তস্যৈব আদেশানুসারেণ স্বে স্ব অধিকারে তিষ্ঠন্তি ইতি ভাবঃ।

অথ পরব্রহ্মণঃ সর্ব্বকম্পকবজ্রশব্দবাচ্যত্বং ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ বাক্যেন প্রমাণয়ন্তি—চক্রমিতি। এষ শ্রীহরিঃ স্বয়ং চংক্রমণাৎ সর্বত্রগমনাৎ 'চক্রঃ' নামা, বর্জনাৎ নিয়মনাৎ সর্ব্বেষাং স্বে স্ব অধিকারে স্থাপনাৎ

ইত্যাদি। এই অশনি শব্দে প্রকরণের দ্বারা ব্রহ্ম প্রতিপাদক অর্থ করিতে পারিবেন না, কারণ "উদ্যত বজ্র" এই শ্রুতির দ্বারা প্রকরণের বাধা করিতেছে। শ্রুতির দ্বারা—অর্থাৎ মীমাংসাদর্শনে বর্ণিত আছে—শ্রুতি, লিঙ্গ-ক্ষমতা, বাক্য, প্রকরণ সমাখ্যার সমবায় হইলে পর পরের দুর্ব্বলতা বুঝিতে হইবে, কারণ অর্থের বিপ্রকর্ষ হেতু। এই ন্যায়ের দ্বারা প্রকরণ হইতে শ্রুতি প্রমাণই বলবান। সুতরাং আত্মা প্রকরণ হইতে, অশনি প্রতিপাদক "উদ্যত বজ্র" এই শ্রুতিই প্রধান। অতএব বজ্রশব্দের দ্বারা প্রসিদ্ধ অস্ত্র অশনিই বুঝিতে হইবে, কিন্তু আত্মা নহে। ইহাই পূর্ব্বপক্ষ বাক্য।

সিদ্ধান্ত—বাদিগণ কর্ত্তক এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষের সমুদ্ভাবনা করিলে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত পক্ষের অবতারণা করিতেছেন—কম্পন ইত্যাদি। কম্পন হেতু পরব্রহ্মই বজ্রশব্দ বাচ্য। অর্থাৎ শ্রীভক্তহৃদয় পরিভাবিত অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত পরব্রহ্মই বজ্রশব্দবাচ্য। কারণ কম্পন হেতু। অর্থাৎ বজ্র শব্দ বাচ্য পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের ভয়ে অগ্নি, বরুণ, বায়ু, সূর্য্য, ইন্দ্র প্রভৃতি নিখিল জগৎবাসির ও জগতের পরিস্পন্দন শ্রবণ করা যায়, সকল ব্রহ্মাণ্ড তাঁহারই আদেশানুসারে নিজ নিজ অধিকারে অবস্থান করে। বজ্রাদি সহিত সমগ্র জগতের কম্পনকর্ত্তা হওয়ার জন্য এই স্থলে বজ্র শব্দে ব্রহ্মকেই বুঝায়।

অনন্তর পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের সর্ব্ব কম্পক বজ্র শব্দ বাচ্যতা শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের বাক্যের দ্বারা প্রমাণিত করিতেছেন—চক্র ইত্যাদি। শ্রীহরি স্বয়ং চঙ্ক্রমণ হেতু চক্র নামে, বর্জ্জন হেতু বজ্র নামে, খণ্ডন হেতু খড়্গ নামে এবং হেতি নামে কথিত হয়েন। অর্থাৎ এই স্বয়ং শ্রীহরি চঙ্ক্রমণ

তত্বং ভয়হেতুত্বঞ্চ পরমাত্মনঃ শ্রুতি প্রসিদ্ধম্। ততশ্চাত্র বজ্র শব্দিতস্য কীর্ত্ত্যমানং সদস্য পরমাত্মত্বং গময়তীতি ॥ ৩৯ ॥

"বজ্রঃ" নামা, খণ্ডনাৎ অসুরাণাং আসুরিকভাব বিনাশাৎ, তদ্ বধেন তৎ প্রতিপাদনাৎ অসৌ "খড়্গঃ"নামা হননাৎ সভক্ত বিদ্বেষিগণ হননাৎ হেতিঃ নামা, হেতিঃ শস্ত্রবিশেষঃ।

অথ এতৎ প্রকরণস্য যাথার্থ্যং নিরূপয়ন্তি—অয়ং ভাব ইতি। প্রাণশব্দিতত্বং—প্রাণস্য প্রাণঃ" বৃ০ ৪।৪।১৮ "সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি প্রাণমেবাভিসংবিশন্তি, প্রাণমভ্যুজ্জিহতে" (ছাং ১।১১।৫) "অতএব প্রাণঃ" (ব্রংসূং ১।১।৯।২৩) ইতি শ্রীভগবতঃ প্রাণশব্দবাচ্যত্বম্, ভয়হেতুত্বম্—কাঠকে—২।৩।৩, "ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপ ত সূর্য্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥ শ্রীভাগবতে—৩।২৯।৪০ "যদ্ ভয়াদ্ ব তি বাতোঽয়ং সূর্য্যস্তপতি যদ্ ভয়াৎ। যদ্ভয়াদ্ বর্ষতে দেবো ভগণো ভাতি যদ্ ভয়াৎ॥

তস্মাদ্ সর্ব্বভয়হেতুত্বঞ্চাস্য পরমাত্মনঃ শ্রুতি প্রসিদ্ধমিতি। অনেন হেতুদ্বয়েন পরমেশস্য এব প্রতিপাদনাৎ তৎ তৎ—প্রাণশব্দং ভয়হেতুশব্দঞ্চ। অস্য বজ্র শব্দস্য। তস্মাৎ স্বভক্তপালকত্ব, দুর্জ্জনবিনাশকত্বাদি গুণালঙ্কার বিভূষণ চক্র-বজ্র-খড়্গাদি শব্দবাচ্যঃ শ্রীহরিরেব ইতি ভাষ্যার্থঃ॥ ৩৯ ॥

সর্ব্বত্র গমন করার কারণ চক্র নামে বিখ্যাত। বর্জ্জন—নিয়মন. স্বেতর সকল বস্তুকে নিজ নিজ অধিকারে নিয়মন স্থাপন করা হেতু শ্রীশ্রীকৃষ্ণের নাম বজ্র। খণ্ডন হেতু—অসুরগণের আসুরিকভাব বিনাশ করা হেতু. অর্থাৎ অসুরগণকে বধ করিয়া তাহাদের ঐ ভাব বিনাশ করার কারণ তিনি খড়্গ নামে অভিহিত হয়েন। হনন—নিজভক্ত বিদ্বেষী পাষণ্ডগণকে হনন করা হেতু তিনি হেতি। হেতি মারণাস্ত্রবিশেষ।

অনন্তর এই প্রকরণের যথার্থ সারাংশ নিরূপণ করিতেছেন—অয়ং ভাব ইত্যাদি। ভাবার্থ এই যে—প্রাণশব্দের দ্বারা ও ভয়হেতুর দ্বারা পরব্রহ্মেরই শ্রুতি শাস্ত্রে বজ্রাদি নাম প্রসিদ্ধি আছে। শ্রীভগবানের প্রাণশব্দিতত্ব—এই বিষয়ে বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই প্রকার বর্ণিত আছে—"এই পরব্রহ্ম প্রাণেরও প্রাণ" পুনঃ—এই ভূতসকল প্রাণের মধ্যেই প্রবেশ করে, প্রাণ হইতেই জাত হয়" ব্রহ্মসূত্রে বর্ণিত আছে—অতএব তিনি প্রাণ" এই প্রকার শ্রীভগবানের প্রাণশব্দবাচ্যত্বনিরূপণ করা হইল। শ্রীভগবানের ভয়হেতুত্ব বর্ণনা করিতেছেন - কঠোপনিষদে বলিয়াছেন—এই পরব্রহ্মের ভয়ে অগ্নি তাপ প্রদান করে, সূর্য্য ভয়ে তাপ দান করে. এই পরব্রহ্মের ভয়ে ইন্দ্র পবন ও পঞ্চম মৃত্যু বিচরণ করেন।

শ্রীভাগবতে বর্ণনা করিয়াছেন—যাঁহার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়, যাঁহার ভয়ে সূর্য্য তাপ প্রদান করেন, যাঁহার ভয়ে ভীত হইয়া দেবতাগণ বৃষ্টি করে, গ্রহগণ আলোক প্রদান করে।

সুতরাং শ্রীভগবান সকলের ভয় হেতু। অতএব সকলের ভয় হেতুত্ব শ্রীপরমেশ্বরের শ্রুতিশাস্ত্র প্রসিদ্ধ। এই স্থলে প্রাণশব্দ ভয়হেতু শব্দ এবং বজ্র শব্দাদির দ্বারা কীর্ত্তিত যে বস্তু তাহা পরমাত্মা বোধ হইতেছে? এই ভাবে দুইটি হেতুর দ্বারা শ্রীপরমেশ্বরকেই প্রতিপাদন করা হইয়াছে। অতএব স্বভক্ত

ওঁ ॥ জ্যোতির্দর্শনাৎ ॥ ওঁ ॥ ১।৩।১০।৪০।

"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং" (কঠ০ ২।২।১৫) ইত্যাদিকমিতঃ প্রাক্ শ্রুতম্।

অথ সঙ্গতিমুখেন অধিকরণমুপসংহরন্ সূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ— জ্যোতিরিতি। ইতঃ প্রাক্ কঠোপনিষদি যং সর্ব্বপ্রকাশকং জ্যোতিঃ স্বরূপং বর্ণিতমস্তি তৎ ব্রহ্ম এব, কুতঃ ? দর্শনাৎ, তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং প্রকাশ দর্শনাদিতি।

অথ পরব্রহ্মণঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য সর্ব্বপ্রকাশকত্বং প্রতিপাদয়তি শ্রুতিঃ—ন ইতি। অনন্তকোটি সূর্য্য-চন্দ্রাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডল প্রকাশকঃ সর্ব্বাতিশয় দীপ্তিমান পরম করুণাময় দিব্যবিগ্রহঃ শ্রীগোবিন্দদেবো যত্র বিরাজতে তত্র অখিলজগৎপ্রকাশকঃ সূর্য্যো ন ভাতি, তং স্বতঃ প্রকাশকং পরব্রহ্ম ন প্রকাশয়তীত্যর্থঃ। তথা চন্দ্রশ্চ তারকাশ্চ তং ন প্রকাশয়তি। চন্দ্রশ্চ তারকাশ্চ সমহারে-চন্দ্রতারকম্। তথা চ —ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥ ইতি তু কৃৎস্না শ্রুতিঃ। ইতঃ প্রাগিতি—বজ্রশ্রুতেঃ প্রাক্। কিঞ্চ—ভয়াদিতি। অস্য সর্ব্বনিয়ামকস্য পরব্রহ্মণঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য ভয়াৎ প্রশাসনে অগ্নিঃ সর্ব্বভক্ষ হুতাসনঃ তপতি, তাপং

পালন, দুর্জ্জন বিনাশাদিগুণগণালঙ্কার বিভূষণ চক্র বজ খড়্গাদি শব্দবাচ্য সর্ব্বপাপ হরণকর্ত্তা শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবই, বজ্র অশনি নহে ॥ ৩৯ ॥

অনন্তর সঙ্গতিমুখের দ্বারা অধিকরণ উপসংহার করিবার ইচ্ছায় সূত্রের অবতারণা করিতেছেন ভগবান শ্রীবাদরায়ণ—জ্যোতিঃ ইত্যাদি। "পরব্রহ্মই জ্যোতিঃ, তাহা শাস্ত্রে দেখা যায়। অর্থাৎ—ইহার পূর্ব্বে কঠোপনিষদে যে সর্ব্বপ্রকাশক জ্যোতিঃস্বরূপ বস্তু বর্ণনা করিয়াছেন তাহা পরব্রহ্মই হয়েন, কারণ দর্শন হেতু, তাঁহার প্রকাশেই সকল প্রকাশিত হয় এইরূপ বর্ণনা দেখা যায়।

অনন্তর পরব্রহ্ম শ্রী শ্রীগোবিন্দদেবের সর্ব্বপ্রকাশকত্ব শ্রুতি প্রতিপাদন করিতেছেন—ন ইত্যাদি। সেই স্থানে সূর্য্য চন্দ্র তারকা প্রতিভাত হয় না। অর্থাৎ অনন্তকোটি সূর্য্য চন্দ্রাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডল প্রকাশক সর্ব্বাতিশয় দীপ্তিমান পরম করুণাময় দিব্য শ্রীবিগ্রহ শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব যে স্থানে বিরাজিত আছেন সেই স্থানে অখিল জগৎ প্রকাশক সূর্য্য পরব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে পারে না এবং চন্দ্র ও তারকা তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। এই প্রকার—পরব্রহ্মের নিত্যধামে সূর্য্য চন্দ্র তারকা ও বিদ্যুৎ প্রকাশিত হয় না, সুতরাং এই অগ্নি কি প্রকারে প্রকাশিত হইবে। তাঁহার জ্যোতিঃতেই সকল জ্যোতিষ্ক পদার্থ প্রতিভাত হয়, তাঁহার প্রকাশেই সকল প্রকাশিত হয়। ইহা পূর্ণ শ্রুতিমন্ত্র।

এই প্রকার এই বজ্র শ্রুতিমন্ত্রের পূর্ব্বে বর্ণন করিয়াছেন। আরও "এই পরব্রহ্মের ভয়ে অগ্নি তাপ প্রদান করে" ইত্যাদি বজ্রমন্ত্রের পরে বর্ণনা করিয়াছেন। অর্থাৎ—এই সর্ব্বনিয়ামক পরব্রহ্ম শ্রী-

"ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি" (কঠং ২।৩।৩) ইত্যাদিকং পরত্র। তত্রোভয়ত্রাপি ব্রহ্মৈকান্তস্য জ্যোতিষস্তেজসো দর্শনাদন্তরালেঽপি ব্রহ্মৈব বজ্র শব্দাদবধারণীয়ম্ ॥ ৪০ ॥

দহত্যা দহতীত্যর্থঃ। তথা চ—বৃহদারণ্যকে—৩.৮।৯ "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ" শ্রীগীতাসু—১৫।৬, "ন তদ্ ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ। অপিতু শ্রীভগবদ্দত্ত প্রকাশেনৈব তে সূর্য্যাদয়ঃ প্রকাশয়ন্তি ইত্যাহ শ্রীগীতা—১৫।১২, "যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্। যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্॥ পরত্র ইতি। বজ্র শ্রুতেঃ পরত্র। উভয়ত্রাপি সর্ব্বপ্রকাশক—সর্ব্বভয়দ ইতি উভয়ত্র পরব্রহ্মণো ধর্ম্মবর্ণনাৎ তন্মধ্যগত বজ্রবাক্যোঽপি পরব্রহ্ম প্রতিপাদক এব। তথা চ—"ন তত্রেতি" বাক্যে পূর্ব্বত্র পরব্রহ্ম প্রতিপাদ্য, তদেব চ পরত্র 'ভয়াদিতি' বাক্যোঽপি প্রতিপাদিতম্, তস্মাৎ তন্মধ্যগত বজ্রবাক্যোঽপি পরব্রহ্ম প্রতিপাদকো ভবিতুমর্হতি ইতি অধিকরণার্থঃ। অত্র জ্যোতিঃ শ্রীভগবতঃ পারমৈশ্বর্য্যং বোধ্যমিতি ॥ ৪০ ॥

॥ ইতি কম্পনাধিকরণং দশমং সমাপ্তম্ ॥ ১০ ॥

শ্রীগোবিন্দদেবের ভয়ে প্রশাসনে অগ্নি সর্ব্বভক্ষণকারী হুতাশন তাপ প্রদান করে, অর্থাৎ তাপ প্রদানপূর্বক দহন করে। এই বিষয়ে বৃহদারণ্যকোপনিষদে বর্ণিত আছে—যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন হে গার্গি! এই অক্ষরের প্রশাসনে সূর্য্য ও চন্দ্র গগনমণ্ডলে অবস্থান করিতেছেন। শ্রীগীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন—হে অর্জ্জুন! সেই পরমবস্তুকে সূর্য্য চন্দ্র ও অগ্নি প্রকাশিত করিতে পারে না। কিন্তু শ্রীভগবানের প্রদত্ত প্রকাশের দ্বারাই সূর্য্যাদি গ্রহগণ প্রকাশিত হয় তাহা শ্রীগীতা প্রতিপাদন করিতেছেন—আদিত্য গত যে তেজ যাহা জগৎকে উদ্ভাসিত করে, যাহা চন্দ্রমাতে, যাহা অগ্নিতে তেজ বিদ্যমান আছে তাহা আমারই তেজ বলিয়া জানিবে।

পরে অর্থাৎ বজ্রশ্রুতির পরে। অতএব উভয়ত্র অর্থাৎ সর্ব্ব প্রকাশক ও সর্ব্ব ভয় প্রদায়ক এই উভয়স্থলে ব্রহ্মৈকান্ত ধর্ম্ম জ্যোতির দর্শন হেতু তাহার মধ্যস্থিত পরব্রহ্মই 'বজ্র শব্দের দ্বারা অবধারণা করিতে হইবে। অর্থাৎ—উভয়—সর্ব্বপ্রকাশক এবং সর্ব্বভয়দাতা এই উভয় স্থানেই পরব্রহ্মের ধর্ম্ম বর্ণনা করা হেতু তন্মধ্যগত বজ্র বাক্যও পরব্রহ্ম প্রতিপাদকই হইবে।

সারাংশ এই যে—"ন তত্র" ইত্যাদি বাক্যে পূর্ব্বে পরব্রহ্মকে প্রতিপাদন করিয়া, তাঁহাকেই পরে "ভয়াদস্য" ইত্যাদি বাক্যেও প্রতিপাদন করিয়াছেন। সুতরাং তাহার মধ্যগত "যদিদং কিঞ্চিৎ" ইত্যাদি বজ্রবাক্যও পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব প্রতিপাদক হওয়ার যোগ্য হয়, ইহাই এই অধিকরণে অর্থ। এই স্থলে জ্যোতিঃ শব্দে শ্রীভগবানের পারমৈশ্বর্য্যকে বুঝিতে হইবে॥ ৪০ ॥

এই প্রকার দশম কম্পনাধিকরণ সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

১১ ॥ অর্থান্তরত্বাধিকরণম্ ॥

"আকাশো হ বৈ নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা তে যদন্তরা তদ্ব্রহ্ম তদমৃতং স আত্মা" (৮।১৪।১) ইতি শ্রুতং ছান্দোগ্যে। তত্রাকাশশব্দেন সংসারবন্ধাদ্বিনির্ম্মুক্তো জীবাত্মা উচ্যতে ? পরমাত্মা বা ? ইতি সন্দেহে "অশ্ব ইব রোমাণি বিধুয় পাপম্" (ছা° ৮।১৩।১) ইত্যাদিনা

---

১১ ॥ অর্থান্তরত্বাধিকরণম্ ॥

অথ পূর্ব্বত্র আকাশাদিশব্দৈঃ পরব্রহ্ম প্রতিপাদিতং তদেব পুনঃ স্থূণানিখনন ন্যায়েন আকাশশব্দ বাচ্যত্বং পরব্রহ্মণঃ প্রতিপাদয়িতুমধিকরণারম্ভ ইতি অধিকরণসঙ্গতিঃ।

বিষয়ঃ—অথার্থান্তরত্বাধিকরণস্য বিষয়বাক্যমবতারয়ন্তি—আকাশ ইতি। হ বৈ নিশ্চয়ে, আকাশঃ সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্ম এব নাম-রূপয়োঃ, নাম—দেব-মানবাদি নাম, রূপ—তেষামাকৃতয়ঃ, তয়োঃ নির্ব্বহিতা, নির্ব্বাহকঃ, ধারক ইতি। তে যদন্তরা তাভ্যাং যদস্পৃষ্টং, সাধারণ নাম রূপাভ্যাং রহিতং যদ্ বস্তু ভবতি তদ্ ব্রহ্ম, সর্ব্বব্যাপকঃ, তদমৃতং মুক্তোপসৃপ্যং, স আত্মা সর্ব্বারাধ্যঃ" ইতি। ইহ ছান্দোগ্যোপনিষদি অষ্টমোঽধ্যায়ে চতুর্দ্দশঃ খণ্ডে দরিদৃশ্যতে। ইতি বিষয়বাক্যম্।

সংশয়ঃ—অথ ছান্দোগ্যোপনিষদুক্ত বিষয়বাক্যে ভবতি সংশয়ঃ—তত্রেতি।

---

১১ ॥ অর্থান্তরত্বাধিকরণ—

অনন্তর অর্থান্তরত্বাধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন। পূর্ব্বে আকাশাদি শব্দের দ্বারা পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবকেই প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাঁহাকেই পুনরায় স্থূণানিখনন ন্যায়ের দ্বারা আকাশশব্দ বাচ্যত্ব পরব্রহ্মের প্রতিপাদন করিতে আরম্ভ করিতেছেন, ইহাই অধিকরণ সঙ্গতি।

বিষয়—অতঃপর অর্থান্তরত্বাধিকরণের বিষয়বাক্যের অবতারণা করিতেছেন—আকাশ ইত্যাদি। আকাশই নাম ও রূপের নির্ব্বাহকর্ত্তা, এই নাম ও রূপের যাহা অন্তর তাহাই ব্রহ্ম তাহাই অমৃত তিনিই আত্মা। অর্থাৎ 'হ' কার এবং 'বৈ' শব্দ নিশ্চয়ার্থে আকাশ সর্ব্বব্যাপক পরব্রহ্মই নাম—দেবমানবাদির নাম সকলের, রূপ—দেবমানবাদির আকৃতি, এই উভয়ের নির্ব্বাহিতা—নির্ব্বাহ বা ধারণকর্ত্তা। তাহাদের যাহা অন্তর অর্থাৎ তাহাদের দ্বারা অস্পৃষ্ট সাধারণ নাম ও রূপ রহিত যে বস্তু তাহাই ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপক তাহাই অমৃত—মুক্তপুরুষগণের প্রাপ্য, তিনিই আত্মা—সর্ব্বারাধ্য। এই প্রকার ছান্দোগ্যোপনিষদের অষ্টম অধ্যায়ে চতুর্দ্দশ খণ্ডে দেখা যায়। ইহাই বিষয়বাক্য।

সংশয়—অনন্তর ছান্দোগ্যোপনিষৎ কথিত বিষয়বাক্যে সন্দেহ উৎপন্ন হইতেছে—তত্র ইত্যাদি। এই আকাশ শব্দের দ্বারা সংসারবন্ধন হইতে বিমুক্ত জীবাত্মা বুঝাইতেছে ? অথবা সর্ব্বব্যাপক শ্রীপরমেশ্বর ? এই প্রকার সন্দেহ বাক্য।

পূর্ব্বং মুক্তস্য প্রকৃতত্বাৎ "তে যদন্তরা" (ছা০ ৮।১৪।১) ইতি নামরূপবিমুক্তত্বাভিধানাত্তস্যাপি ভুতপূর্ব্বগত্যা তন্নির্বোঢ়ৃত্বসম্ভবাৎ, অসঙ্কুচিত প্রকাশকস্যাপি তত্রোপপত্তেশ্চ বিমুক্তাত্মেহ প্রতি-

---

পূর্ব্বপক্ষঃ—ইত্যেবং সংশয়ে সমুদ্ভাবিতে পূর্ব্বপক্ষমবতারয়ন্তি—অশ্ব ইতি। অশ্বো যথা স্বানি লোমানি কম্পনেন বিধূয়, শ্রমং ধূলি পাংস্বাদি চ রোমেভ্যোঽপনীয় নির্ম্মলো ভবতি, তথা জীবন্মুক্তোঽপি স্বারাধ্য-ব্রহ্মোপাসনেন প্রারব্ধাপ্রারব্ধাদি পাপং বিধূয় পূর্ণচন্দ্র ইব স্বচ্ছঃ—নির্ম্মলো বা ভবতি, ইত্যাদিনা বাক্যেন পূর্ব্বং মুক্তপুরুষস্য প্রকৃতত্বাৎ বর্ণনাৎ অত্র ছান্দোগ্যবাক্যোক্ত সর্ব্বনির্ব্বাহক আকাশশব্দেনাপি তদেবোচ্যতে, কিঞ্চ তথাত্বে তস্য মুক্তজীবস্যাপি রূপ নাম্নোরস্পৃষ্টত্বঞ্চ স্বাভাবিকমেব। তত্তু "তে যদন্তরা" ইতি, তে নাম-রূপে যস্মাৎ মুক্তাৎ পৃথগিতি।

নন্নু মুক্তস্য কথং সর্ব্বনির্বোঢ়ৃত্বমিতি চেত্তত্রাহ—তস্যাপি। তস্যাপি মুক্তস্যাপি ভূতপূর্ব্বগত্যা আবির্ভূত গুণাষ্টকেন নামরূপয়োর্নির্ব্বাহকত্বমপি সম্ভবেৎ।

নন্নু তথাত্বেঽপি কথমাকাশশব্দস্য তত্র সঙ্গতিস্তত্রাহুঃ—অসঙ্কুচিত ইতি। কাশৃ—দীপ্তৌ ইতি ধাতোরাকাশশব্দস্যাপি তত্র মুক্তাত্মনি প্রকাশশালিতা গুণেন সম্বদ্ধ্যতে। তস্মাৎ "আকাশঃ" শব্দেন

পূর্ব্বপক্ষ—এই প্রকার সংশয় সমুদ্ভাবিত হইলে পুর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিতেছেন—অশ্ব ইত্যাদি। অশ্বের ন্যায় রোমসকল বিধূনিত করিয়া, অর্থাৎ অশ্ব যে প্রকার নিজলোম সকলকে কম্পনের দ্বারা বিধূনিত করিয়া পরিশ্রম, ধূলি পাংসু প্রভৃতি রোম হইতে অপনীত—দূর করিয়া নির্ম্মল হয়, সেই প্রকার জীবন্মুক্তও নিজের আরাধ্য ব্রহ্মের উপাসনার দ্বারা প্রারব্ধ অপ্রারব্ধ পাপ সকল বিধূনিত করিয়া পূর্ণচন্দ্রের সমান স্বচ্ছ বা নির্ম্মল হয়।

ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা পূর্ব্বে মুক্তজীবেরই বর্ণনা করিতে প্রারম্ভ করিয়া, এই ছান্দোগ্য কথিত সর্ব্বনির্ব্বাহক আকাশ শব্দের দ্বারাও মুক্ত পুরুষকেই নিরূপণ করিতেছেন। "তে যদন্তরা" অর্থাৎ সেই মুক্তপুরুষকে নাম ও রূপ হইতে বিমুক্ত বলিয়া নিরূপণ হেতু, অর্থাৎ—এই প্রকারে সেই মুক্তজীবের রূপ এবং নামের দ্বারা স্পর্শশূন্যতাও স্বাভাবিকই। তাহাতে—নাম ও রূপের পৃথক্, অর্থাৎ মুক্ত জীব হইতে নাম রূপ পৃথক্ থাকে, তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

যদি বলেন মুক্তপুরুষ কি প্রকারে সকল বস্তু ধারণ বা বহন করিতে পারে? উত্তর এই যে—সেই মুক্তজীবেরও ভূতপূর্ব্ব গতির দ্বারা অর্থাৎ সাধনাবির্ভাবিত গুণাষ্টকের দ্বারা তাহা নির্ব্বাহ - নাম ও রূপের নির্ব্বাহ করিতে পারিবে এবং তাহা সম্ভব হয়।

যদি বলেন তাহা হইলে মুক্তপুরুষে আকাশশব্দের কি প্রকারে সঙ্গতি হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—অসঙ্কুচিত ইত্যাদি। অসঙ্কুচিত শব্দেরও মুক্তাত্মায় উপপত্তি হওয়া হেতু বিমুক্ত আত্মাকেই এইস্থলে প্রতিপাদন করিতেছে। অর্থাৎ কাশৃ ধাতুর অর্থ দীপ্তি, এই ধাতু হইতে নিষ্পন্ন আকাশশব্দও

পাদ্যতে "তদ্‌ব্রহ্ম তদমৃতম্" (ছা০ ৮।১৪।১) ইতি তদবস্থা বিমৃষ্টেতি প্রাপ্তে—

ওঁ ॥ আকাশোঽর্থান্তরত্বাদি ব্যপদেশাৎ ॥ ওঁ ॥ ১।৩।১১।৪১।

ইহাকাশঃ পরমাত্মা এব ন মুক্তজীবঃ। কুতঃ? অর্থান্তরেতি। অয়মর্থঃ, নামরূপ-

---

মুক্তাত্মাচাত্র বোধ্যম্, তথাত্বে চ তত্র 'ব্রহ্মাত্মা' শব্দৌ চ তদবস্থা মুক্তাবস্থা বিমৃষ্টেতি। নন্বস্তু দহরবিদ্যা বাক্যশেষত্বরূপেণ কথনাদত্রাকাশশব্দোঽপি দহরাকাশশব্দবাচ্যঃ পরমাত্মৈব ইতি চেদত্রোচ্যতে-অত্র দহরাকাশবিদ্যায়াং প্রজাপতিবাক্যব্যবধানাৎ নাত্র পরমাত্মাকাশশব্দবাচ্যো ভবিতুমর্হতি। কিঞ্চ প্রজাপতিবাক্যোঽপি (৮।১২।৩) 'এষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায়' ইতি মুক্তস্য মহিমা বর্ণনাৎ। তস্মাৎ যথোক্তমোব সাধু ইতি পূর্ব্বপক্ষবাকম্।

সিদ্ধান্তঃ—অথেত্যেবং পূর্ব্বপক্ষে সমুপস্থিতে সিদ্ধান্তমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ আকাশেতি। ছান্দোগ্য শ্রুতৌ যদাকাশেতি বর্ণিতং তৎ খলু পরব্রহ্মৈব, ন তু মুক্তাত্মা।

কুতঃ? অর্থান্তরত্বাদি ব্যপদেশাৎ। 'নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা' ইত্যত্র বদ্ধমুক্তোভয়াবস্থাৎ জীবাদর্থান্তরত্বাদেঃ পৃথক্ পদার্থত্বাদের্ব্যপদেশাদভিধানাদাকাশশব্দবাচ্যঃ পরমাত্মৈব, ন তু মুক্তাত্মেতি। ভাষ্যন্তু

মুক্তাত্মাতে প্রকাশশালী গুণের দ্বারা সম্বন্ধযুক্ত হয়। অতএব আকাশশব্দের দ্বারা মুক্তাত্মাকেই বুঝিতে হইবে। এই ভাবে মুক্তপুরুষে ব্রহ্ম এবং আত্মা এই শব্দদ্বয় জীবের মুক্ত অবস্থাকেই ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন।

শঙ্কা—যদি বলেন—এই বাক্যটি দহরবিদ্যার শেষ বাক্যরূপে কথন হেতু এই স্থলে আকাশশব্দেও দহরাকাশ শব্দ বাচ্য পরমাত্মাই হইবে।

সমাধান—এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—এই স্থলে আমাদের বক্তব্য এই যে—সেই দহরাকাশবিদ্যায় প্রজাপতিবাক্য ব্যবধান থাকা হেতু পরমাত্মা আকাশশব্দ বাচ্য হইতে পারিবে না। কিন্তু প্রজাপতি বাক্যেও "এই সম্প্রসাদ মুক্তাত্মা এই শরীর হইতে সমুত্থিত হইয়া" ইত্যাদি মুক্তেরই মহিমা বর্ণন করিয়াছেন। অতএব এই আকাশশব্দে মুক্তপুরুষকে গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত। এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ বাক্য প্রদর্শিত হইল।

সিদ্ধান্ত—অনন্তর এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ সমুপস্থাপিত করিলে ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্তের অবতারণা করিতেছেন—আকাশ ইত্যাদি। আকাশশব্দে পরব্রহ্মকেই গ্রহণ করিতে হইবে, অর্থান্তরত্বাদি ব্যপদেশ হেতু। 'নাম ও রূপের নির্ব্বাহক' এইস্থলে বদ্ধ এবং মুক্ত এই উভয়াবস্থাপন্ন জীব হইতে অর্থান্তরত্ব পৃথক্ পদার্থত্ব রূপে বর্ণন করায় নিমিত্ত আকাশশব্দবাচ্য পরমাত্মাই হইবেন, মুক্তাত্মা নহে।

এই স্থলে ভাষ্যের অর্থ সহজ। ছান্দোগ্যোপনিষদে আকাশশব্দে পরমাত্মাই প্রতিপাদন

নির্ব্বোঢ়ৃত্বং কিল মুক্তাবস্থাজ্জীবাদন্যমাকাশং সাধয়তি। বদ্ধাবস্থং তৎ খলু কর্ম্মবশাৎ নামরূপে ভজতঃ। স্বয়ং তু তন্নির্ব্বোঢ়ৃত্বে ন শক্তঃ। মুক্তাবস্থস্য তু তস্য তত্র "জগদ্ব্যাপার বর্জ্জ্যম্" (ব্র০ সূ০ ৪।৪।১০।১৭) ইতি বক্ষ্যমাণাৎ। পরমাত্মনস্তু জগন্নির্ম্মিতিষু ক্ষমস্য শ্রুত্যৈব তদুক্তম্।

"অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি" (ছা০ ৬।৩।২) ইত্যাদিনা, তস্মাৎ

প্রকটার্থম্। 'অনেনেতি তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানু প্রাবিশৎ' (তৈ০ ২।৬।২) ইতি শ্রুত্যা ব্রহ্মাণ্ডান্ রচয়িত্বা তন্নিয়ামকরূপেণাহং প্রবিশামি, তদনন্তরং জীবাত্মানং প্রবিশয়ামি, অথান্তরমনেন মমাংশভূতেন সেবকরূপেণ জীবেন সহ প্রবিশ্য নামরূপে দেবমানবাদি নামরূপে ব্যাকরবাণীত্যাদিনা প্রমাণবচনেন শ্রীভগবত এব জগন্নির্ম্মাণ সামর্থ্য শ্রবণাৎ। তস্মাৎ পরমাত্মৈবেহাকাশাদিশব্দেন বোধ্যঃ। যত্তু 'জীবো হি নাম দেবতায়া আভাসমাত্রম্' (উ০ ভা০ শঙ্করঃ) ইতি বদন্তি তৎ খলু কপোলকল্পনামাত্রত্বাৎ, তথাত্বে সাধ্যসাধন ব্রহ্মজিজ্ঞাসাদি দত্তিতিলাঞ্জলিঃ স্যাৎ। অথাকাশশব্দস্য মুক্তাত্মশঙ্কাং নিরাকুর্ব্বন্তি যত্বিতি। পূর্ব্বং 'অশ্ব ইব রোমাণি বিধূয়পাপম্' ইত্যারভ্যস্ততঃ 'আকাশো হ বৈ' ইতি কথনান্মুক্ত এবাকাশশব্দ বাচ্য ইতি যে বদন্তি তন্নযুক্তমিত্যাহুঃ ব্রহ্মেতি। মুক্তাত্মানো বর্ণনানন্তরং 'ব্রহ্মলোকমভিসম্ভবামি' ইতি পরব্রহ্মলোক বর্ণনানন্তরং 'আকাশো হ বৈ' নিরূপিতং তস্মান্নাত্র মুক্তাত্মাগ্রহিতুং শক্য ইতি। নন্বাকাশশব্দেন কথং পরব্রহ্ম বোধ্যতে ?

করিয়াছেন, মুক্তজীবকে নহে। কারণ অর্থান্তর ইত্যাদি। এই সূত্রের নিষ্কর্ষার্থ এই প্রকার— নাম ও রূপের নির্ব্বাহ বা ধারক মুক্ত দশা প্রাপ্ত জীব হইতে অন্য আকাশ ইহা সিদ্ধ করিতেছেন, বদ্ধদশা প্রাপ্ত জীব নিজ কর্ম্মবশে নাম ও রূপ ভজন করে অর্থাৎ তাহা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং বদ্ধ জীব নাম এবং রূপের নির্ব্বাহক হইতে পারে না। মুক্তদশা প্রাপ্ত জীবের 'জগৎ সৃষ্টি ব্যাপার বর্জ্জন করিয়া' ইত্যাদির দ্বারা তাহারও ঐ কার্য্য নিষেধ করা হইয়াছে। সর্ব্বশক্তিমান পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের জগৎ নির্ম্মাণ প্রভৃতি কার্য্যের ক্ষমতা শ্রুতিশাস্ত্রই নিরূপণ করিয়াছেন, 'এই জীবাত্মার সহিত প্রবেশ করিয়া নাম ও রূপের বিস্তার করিব' ইত্যাদির দ্বারা। অতএব আকাশশব্দে পরমাত্মাকেই এই স্থলে বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ—"অনেন" ইত্যাদি অর্থ এই প্রকার "শ্রীভগবান ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন" ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণ দ্বারা তিনি ব্রহ্মাণ্ড সকল রচনা করিয়া চিন্তা করিলেন—আমি সৃষ্টি করিয়া তাহার নিয়ামকরূপে তাহাতে প্রবেশ করিব, তদনন্তর জীবাত্মাকে প্রবেশ করাইব, অতঃপর এই আমার অংশভূত সেবকরূপ জীবের সহিত ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করিয়া দেবমানবাদি নাম ও রূপের বিস্তার করিব" ইত্যাদি প্রমাণ বাক্যের দ্বারা শ্রীভগবানেরই ব্রহ্মাণ্ড নির্ম্মাণ করার সামর্থ্য শ্রবণ করা যায়। সুতরাং পরমাত্মাই এই স্থলে বোধ হইতেছে।

পরমাত্মৈব ইহ বোধ্যঃ। আদিপদাৎ নিরুপাধিক বৃহত্ত্বাদিরূপং ব্রহ্মত্বাদি। যত্তু, পূর্ব্বং মুক্তঃ প্রকৃত ইত্যুক্তং তন্ন, „ব্রহ্মলোকম্” (ছাঃ ৮।১৩।১) ইতি পরমাত্মনঃ প্রকৃতত্বাদাকাশ শব্দশ্চ ব্যাপকত্বাদসঙ্গত্বাচ্চ পরমাত্মনি প্রযুক্তঃ প্রসিদ্ধশ্চ তত্রৈবেতি ॥ ৪১ ॥

স্যাদেতৎ, মুক্তাদপি জীবাদর্থান্তরং ব্রহ্মেতি নোপযুক্তং ক্ষোদাক্ষমত্বাৎ। তথাহি বৃহদারণ্যকে (৪।৩।৭) "কতমাত্মেতি যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদ্যন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ স

উচ তে তত্রাকাশশব্দো ব্যাপকত্বাদসঙ্গত্বাচ্চ পরব্রহ্মণি শ্রীগোবিন্দদেবে প্রযুক্তঃ। ন চাত্র বদ্ধাত্মনি মুক্তাত্মনি বাকাশশব্দঃ প্রযুজ্যতে, অতঃ প্রসিদ্ধশ্চাত্রাকাশশব্দঃ, তত্রৈব পরব্রহ্মণি শ্রীগোবিন্দদেবে মুক্ত প্রগ্রহ ন্যায়েন সর্ব্বদা বর্ত্ততে ইতি ॥ ৪১ ॥

অথ প্রসঙ্গপ্রাপ্তং জীবব্রহ্মণোর্ভেদং নিরূপয়ন্তি স্যাদিতি। আকাশশব্দেন যৎ পরব্রহ্মোক্তং তৎ স্যাদেব, তদ্বয়ং স্বীকুর্ম্মঃ। কিন্তু যৎ 'নামরূপনির্ব্বোঢ়ৃত্বং কিল মুক্তাবস্থাজ্জীবাদন্যমাকাশং সাধয়তি' তদ-

---

যাঁহারা এই জীবকে দেবতার আভাস মাত্র বলিয়া আনন্দলাভ করেন, তাহা কিন্তু কপোলকল্পনা মাত্র, কারণ জীবকে আভাসমাত্র স্বীকার করিলে সাধ্য সাধন এবং ব্রহ্মজিজ্ঞাসা আদিতে তিলাঞ্জলি প্রদান করিতে হয়।

অনন্তর আকাশ শব্দের মুক্তাত্মা আশঙ্কা নিরাকরণ করিতেছেন—যত্তু ইত্যাদি। যাঁহারা বলেন পূর্ব্বে মুক্তপুরুষ বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, অর্থাৎ—পূর্ব্বে 'অশ্ব যে প্রকার নিজ রোম সকলকে বিধূনিত করিয়া পরিষ্কার করে, মুক্তাত্মাও সেই প্রকার পাপ সকলকে বিধূনিত করেন, এই প্রকার বর্ণনা করা হইয়াছে, সুতরাং মুক্ত পুরুষই আকাশ শব্দ বাচ্য এই প্রকার বলেন, তাহা যুক্তিযুক্ত নহে।

তাহা বলিতেছেন—ব্রহ্ম ইত্যাদি। ব্রহ্মলোক এই প্রকার পরমাত্মাকে বর্ণন করিতে আরম্ভ করা হেতু আকাশশব্দও ব্যাপক,। এবং অসঙ্গতা গুণের দ্বারা শ্রীপরমেশ্বরে প্রযুক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ—মুক্তাত্মার বর্ণনা করিয়া 'ব্রহ্মলোকে অভিসম্ভবিত হইব' অর্থাৎ ব্রহ্মলোকে গমন করিব। এইরূপে ব্রহ্মলোক বর্ণনা করিয়া 'আকাশ' এই প্রকার নিরূপণ করিয়াছেন, অতএব আকাশ শব্দে মুক্তপুরুষকে গ্রহণ করিতে পারিবেন না। যদি বলেন—আকাশ শব্দে কি প্রকারে পর ব্রহ্মের বোধ হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—এই আকাশ শব্দ ব্যাপকত্ব ও অসঙ্গত্ব গুণ হেতু পরমাত্মা শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবেই প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু বদ্ধাত্মা কিম্বা মুক্তাত্মাতে আকাশ শব্দ প্রয়োগ হয় নাই। অতএব এই প্রসিদ্ধ আকাশশব্দ পরব্রহ্ম শ্রীশ্রী গোবিন্দদেবে মুক্ত প্রগ্রহ ন্যায়ে সর্ব্বদাই অবস্থান করে॥ ৪১ ॥

শঙ্কা—অনন্তর প্রসঙ্গ প্রাপ্ত জীব এবং পরব্রহ্মের ভেদ নিরূপণ করিতেছেন—স্যাদেতৎ ইত্যাদি। তাহাই হউক, অর্থাৎ আকাশ শব্দের দ্বারা যে পরব্রহ্ম কথিত হইয়াছে তাহা আমরা স্বীকার করিলাম।

সমানঃ সন্নুভৌ লোকাবনুসঞ্চরতি" ইত্যাদিনা বদ্ধাবস্থং জীবমুপক্রম্য "স বা অয়মাত্মা ব্রহ্ম-বিজ্ঞানময়ঃ" (বৃ° ৪।৪।৫) ইত্যাদিনা তস্যৈব ব্রহ্মত্বং পরামৃশ্যতে। পরত্রাপি "অথাকাময়মানঃ" (বৃ° ৪।৪।৬) ইত্যাদিনা মুক্তাবস্থেতি বিমৃশ্য "ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি" (বৃ° ৪।৪।৬) ইতি তস্য তথাত্বং নিশ্চীয়তে। তথান্তেঽপি "অভয়ং হি বৈ ব্রহ্ম ভবতি য এবং বেদ" (বৃ° ৪।৪।২৫)

বিচারিতাভিধানম্। কিঞ্চ তত্ত্বমস্যাদিশোধনাহং ব্রহ্মাস্মীত্যাদ্যনুভবেন যন্মুক্ত স্বরূপমাবির্ভবতি তস্মান্মুক্তা-দপি জীবাদর্থান্তরং ভিন্নং পরব্রহ্ম ইতি নোপযুক্তং ক্ষোদাক্ষমত্বাদ্ বিচারাযোগ্যত্বাৎ। জীব ব্রহ্মণোরভেদে প্রমাণং দর্শয়তি অথ বিদেহরাজ জনকো যাজ্ঞবল্ক্যস্য সমীপং গত্বা পৃষ্টবান্ কিং জ্যোতিরয়ং পুরুষঃ? যাজ্ঞ-বল্ক্যঃ আদিত্য চন্দ্রমাগ্নিবাগাদিক্রমেণাত্মৈবায়ং জ্যোতিরিত্যুবাচ। তথা শ্রুত্বা জনকঃ পপ্রচ্ছ কতম আত্মা? উত্তরয়তি যাজ্ঞবল্ক্যঃ যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ, বিজ্ঞানপূর্ণকর্ত্তৃত্বাদিযুক্ত শ্রীভগবদংশভূতো জীবঃ, প্রাণেম্বিন্দ্রিয়েষু হৃদ্যন্তশ্চ হৃদয়াভ্যন্তরে চ বর্ত্তমানঃ সন্ জ্যোতিঃ প্রাণবুদ্ধ্যাদীনাং প্রকাশকঃ। কিঞ্চ সর্ব্বাষাং বুদ্ধ্যাদীনাং প্রবৃত্তিহেতুশ্চ পুরুষঃ স আত্মেতি বোদ্ধব্যমিতি।

কিন্তু আপনারা যে বলিয়াছেন—'নাম ও রূপের ধারক মুক্তাবস্থাপন্ন জীব হইতে আকাশ শব্দ বাচ্য পর-ব্রহ্মকে পৃথক্ সিদ্ধ করিতেছে' তাহা আপনাদের অবিচারিতাভিধান, আপনারা বিচার করিয়া বলেন নাই। মুক্তজীব হইতে অর্থান্তর বা পৃথক্ ব্রহ্ম নহে, কারণ তাহা ক্ষোদাক্ষম। অর্থাৎ তত্ত্বমসির শোধন পূর্ব্বক 'অহং ব্রহ্মাস্মি' 'আমিই ব্রহ্ম হই' ইত্যাদি অনুভবের দ্বারা জীব যে মুক্তস্বরূপ হয় সেই মুক্তজীব হইতে অর্থান্তর—ভিন্ন পরব্রহ্ম তাহা উপযুক্ত নহে, কারণ ক্ষোদাক্ষম হেতু অর্থাৎ বিচার করার যোগ্য বাক্য না হওয়ার কারণ।

জীব এবং ব্রহ্মের অভেদ বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ প্রদর্শিত করিতেছেন—তথাহি ইত্যাদি। এই বিষয়ে বৃহদারণ্যকোপনিষদে বর্ণিত আছে—কে আত্মা? যে এই বিজ্ঞানময় প্রাণ ও হৃদয়ের মধ্যে জ্যোতিপুরুষ সে সমান উভয়লোক বিচরণ করে' ইত্যাদির দ্বারা বদ্ধাবস্থাপন্ন জীব বর্ণনার উপক্রম করিয়া অর্থাৎ—বিদেহরাজ জনক মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের সমীপে গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন— এই জ্যোতিপুরুষ কে? এই প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য আদিত্য, চন্দ্রমা, অগ্নি, বাগাদি ক্রমে এই আত্মাই জ্যোতি, বলিয়া বর্ণনা করিলেন। এইরূপ শ্রবণ করতঃ বিদেহ রাজ জিজ্ঞাসা করিলেন—ইহাদের মধ্যে আত্মা কে? যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন—যে বিজ্ঞানময়, অর্থাৎ বিজ্ঞান পূর্ণ, কর্ত্তৃত্বাদি ধর্ম্মযুক্ত শ্রীভগবদংশ ভূত জীব, প্রাণ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে ও হৃদয়ের অভ্যন্তরে বর্ত্তমান থাকিয়া যে জ্যোতিস্বরূপ অর্থাৎ প্রাণ ও বুদ্ধ্যাদির প্রকা-শক আরও যে বুদ্ধি আদি সকলের প্রবৃত্তির হেতু পুরুষ সেই আত্মা, ইহাই জানিবে। এবং সেই বিজ্ঞানময় আত্মা সমান শরীরের মধ্যস্থলে অবস্থান করতঃ উভয় লোকে দেবলোক ও মর্ত্ত্যলোক অথবা স্বপ্নলোক এবং সুষুপ্তি লোক পরিভ্রমণ করে, অর্থাৎ জীব দেব-মনুষ্যাদি শরীর লাভ করে।

ইতি ফলোক্তিশ্চ। তদেবং সতি যঃ ক্বচিৎ জীবব্রহ্মণোর্ভেদব্যপদেশঃ স খলু ঘটাকাশ

অপি চ সোঽয়ং বিজ্ঞানময়াত্মা সমানঃ সন্ শরীরমধ্যস্থঃ সন্ উভৌ লোকৌ দেবলোকমর্ত্তলোকৌ স্বপ্নসুষুপ্তিলোকৌ বানুসঞ্চরতি পরিভ্রমতি, দেবমনুষ্যাদি শরীরং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ অত্র প্রমাণেন দেবমানবাদি দেহ প্রাপক জীবমুক্তমিতি বদ্ধ জীবাবস্থমুপক্রম্য তদ্বর্ণনারম্ভং কৃত্বা পুনঃ পঠতি স বেতি। স বা পূর্ব্বং যৎ পৃষ্টং 'কতম আত্মেতি' স এবায়ং পূর্ব্বোক্তঃ বিজ্ঞানময় বদ্ধজীবাত্মা ব্রহ্মৈব সর্ব্বব্যাপকাষ্টগুণাদি যুক্তস্তস্মাদ্ জীবো ব্রহ্মণো নাতিরীচ্যতে। ইত্যাদিনা প্রমাণেন তস্য জীবস্য এবাশনাদ্যপৃষ্টং ব্রহ্মত্বং পরামৃশ্যতে প্রতিপাদ্যতে ইত্যেবং বদ্ধজীবস্য ব্রহ্মত্বং প্রতিপাদ্য মুক্তস্যাপি ব্রহ্মত্বং প্রতিপাদয়ন্তি—পরেতি। অকাময়মানেতি 'অহং ব্রহ্মাস্মীতি' ভাবনাতিরিক্ত কামনা শূন্যঃ মুক্ত ইতি। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রকার কামনারহিতস্য পরমমুক্তস্য বাগাদয়োনোৎক্রামন্তি দেহাদূর্দ্ধং ন গচ্ছন্তি কিন্তু ইহৈব ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি, নিবৃত্ত সমস্তদ্বৈত ভাবনাসর্ব্বব্যাপকো ব্রহ্ম ভবতীতি ভাবঃ। ইত্যেবং প্রকারেণ তস্য মুক্তস্য তথাত্বং ব্রহ্মত্বং নিশ্চীয়তে। তথৈতৎ প্রকরণস্যান্তেঽপি জীবস্য ব্রহ্মত্বং প্রতিপাদ্যতে—অভয়মিতি। য এবং যথোক্তং সর্ব্ববিধ ভেদশূন্যমমৃতমভয়ং ব্রহ্মবেদ জানাতি সোঽপি তাদৃশং ব্রহ্ম ভবতীতি এতৎ প্রকরণজ্ঞান ফলমিতি। তস্মা-

---

এই স্থলে এই প্রমাণের দ্বারা দেব মানবাদি দেহ প্রাপক জীবকে বর্ণনা করিলেন।

এই ভাবে বদ্ধজীবের অবস্থা বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিয়া, বলিলেন—সেই এই আত্মা ব্রহ্ম বিজ্ঞানময়" ইত্যাদি প্রমাণের দ্বারা বদ্ধজীবেরই ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন। অর্থাৎ জীবের বদ্ধাবস্থা বর্ণনা করিয়া পুনঃ যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—সেই ইত্যাদি। সেই অর্থাৎ পূর্ব্বে যাহা 'কে আত্মা' ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন সেই এই পূর্ব্বোক্ত বিজ্ঞানময় বদ্ধজীবাত্মা ব্রহ্মাই, অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক সর্ব্বজ্ঞ প্রভৃতি অষ্টগুণাদিযুক্ত, অতএব জীব ব্রহ্ম হইতে কোন পৃথক্ বস্তু নহে। ইত্যাদি প্রমাণের দ্বারা সেই বদ্ধজীবেরই ক্ষুধাদি রহিত ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন।

এই প্রকার বদ্ধজীবের ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন করিয়া মুক্তজীবেরও ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন—পরত্র ইত্যাদি। বৃহদারণ্যকোপনিষদের ঐ প্রকরণের পরে "অথ কামনা রহিত" ইত্যাদির দ্বারা মুক্তজীবেরও ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন করিয়া "ব্রহ্ম হইয়াই ব্রহ্ম লাভ করে" এই প্রকার মুক্তের ব্রহ্মত্ব নিশ্চয় করিয়াছেন। এবং অন্তেও "যে এই প্রকার জানে সে অভয় ব্রহ্ম হয়" এই প্রকার ফলোক্তিও দেখা যায়। অর্থাৎ—কামনা রহিত—'আমিই ব্রহ্ম হই' এই ভাবনার অতিরিক্ত কামনা শূন্য, মুক্ত ইহাই অর্থ। অতএব সর্ব্বপ্রকার কামনারহিত পরম মুক্তের বাগাদি উৎক্রমণ করে না, দেহ হইতে উর্দ্ধে গমন করে না, কিন্তু এই স্থানেই ব্রহ্ম হইয়া ব্রহ্মলাভ করে। অর্থাৎ—নিবৃত্ত সমস্ত দ্বৈত ভাবন হইয়া ব্রহ্ম হয় ইহাই ভাবার্থ। এই প্রকারে সেই মুক্তের ব্রহ্মত্ব নিশ্চয় করা হইয়াছে।

অনন্তর এই প্রকরণের অন্তেও জীবের ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন— অভয় ইত্যাদি। যিনি

মহাকাশবদুপাধিকৃতঃ স্মাত্তদ্বিগমে পরিচ্ছিন্নস্য জীবস্য মহত্বং, ঘটনাশে ঘটাকাশস্যেব। বিশ্ব-

---

জ্জীবো নাম নাস্তি কশ্চিৎ পারমার্থিক পদার্থঃ কিন্তু সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মেতি।

নন্থ জীবব্রহ্মণোরভেদে—দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভি চাকশীতি॥ (শ্বে° ৪।৬) পুনঃ—নিত্যোনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্॥ (৬।১৩) যদাপশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্। তদা বিদ্বান্ পুণ্য পাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥ (মু° ৩।১।৩) 'অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্। যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্॥ (শ্রী ভা° ১।৭।৪) ইত্যাদি ভেদ প্রতি-পাদকবাক্যানাং কা গতিরিতি চেত্তত্রাহুঃ তদেবমিতি। ঘটাকাশস্যেবেতি—শ্রীভাগবতে (১২।৫।৫) ঘটে ভিন্নে যথাকাশ আকাশঃ স্যাদ্ যথা পুরা। এবং দেহে মৃতে জীবো ব্রহ্ম সম্পদ্যতে পুনঃ॥ টীকা চ শ্রী-স্বামিপাদানাম্—যস্মাদ্দেহোপাধিকোঽয়মাত্মনো জন্মাদি সংসারভ্রমঃ, তস্মাদুপাধিনিবৃত্তৌ মুচ্যত ইতি

এই প্রকার যথাযথ সর্ব্ববিধ ভেদশূন্য অমৃত অভয় ব্রহ্মকে জানেন তিনিও তাদৃশ হয়েন, এই প্রকরণের জ্ঞানের ফল। অতএব জীব নামে কোন পারমার্থিক পদার্থ নাই, কিন্তু সকল বস্তুই ব্রহ্ম।

শঙ্কা—যদি বলেন—জীব ও ব্রহ্মের অভেদ স্বীকার করিলে, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বর্ণিত আছে—একটি বৃক্ষে সমান ধর্ম্মযুক্ত মিত্রতা ভাবাপন্ন দুইটি পক্ষী বাস করে, তন্মধ্যে একটি পক্ষী সুস্বাদু ফল ভক্ষণ করে এবং অন্য একটি পক্ষী কোন প্রকার ভোজন না করিয়াই দেদীপ্যমান আছেন। পুনরায়—যিনি নিত্যেরও নিত্য চেতনগণেরও চেতন, এবং এক হইয়াও সকলের কামনা পূর্ণ করেন। মুণ্ডকে বর্ণিত আছে - সাধন দ্বারা সিদ্ধ সাধক যখন রুক্মবর্ণ, সর্ব্বকর্ত্তা, ঈশ্বর, ব্রহ্মযোনি পরমপুরুষকে দর্শন করে তখন সেই বিদ্বান সাধক পুণ্য ও পাপ হইতে মুক্ত ও নিরঞ্জন হইয়া পরম সাম্য লাভ করেন।

শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে—শ্রীব্যাসদেব পূর্ণপুরুষ, অপাশ্রয়া মায়াশক্তি এবং এই মায়ার দ্বারা বিমোহিত জীবকে দর্শন করিয়াছিলেন। ইত্যাদি জীব এবং ব্রহ্মের ভেদ প্রতিপাদক বাক্যগণের কি গতি হইবে?

সমাধান—আপনাদের এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—তদেব ইত্যাদি। এই প্রকার জীব ও ব্রহ্মের অভেদ সিদ্ধ হইলে যে কয়েকটি বা কোন স্থানে জীব ও ব্রহ্মের ভেদ প্রতিপাদক বাক্যের উপদেশ শ্রবণ করা যায়, তাহা ঘটাকাশ ও মহাকাশের ন্যায় উপাধি কৃত বুঝিতে হইবে। অতএব উপাধি নাশ হইলে জীব মহান বা ব্রহ্ম হয়, যে প্রকার ঘট নাশ হইলে ঘটাকাশ মহাকাশে মিলিত হয়, সেই প্রকার জীবের উপাধি নাশ হইলে ব্রহ্ম হয়। অর্থাৎ—ঘটাকাশের ন্যায়—এই বিষয়ে শ্রীভাগবতের চরমোপদেশে শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিতকে বলিলেন—হে রাজন্! ঘট নষ্ট হইলে যেমন ঘটাকাশ পূর্ব্বের ন্যায়

কৃত্বাদি চ তস্যৈবেশ্বরত্বাত্তস্মান্নার্থান্তরং মুক্তজীবাদ্ ব্রহ্মেত্যাক্ষিপ্তে পঠতি।

ওঁ ॥ সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোর্ভেদেন ॥ ওঁ ॥ ১।৩।১১।৪২।

সদৃষ্টান্তমাহ ঘট ইতি। যথা পুরা ঘটোপাধেঃ পূর্ব্বমিব পুনর্ঘটে ভিন্নে তদন্তর্ব্বর্ত্ত্যাকাশ আকাশ এব স্যাৎ এবং দেহে মৃতে তত্ত্ব জ্ঞানেন লীনে সতি" তস্মাজ্জীবো ব্রহ্মৈব নাপরম্। নন্থ তথাত্বে বিশ্ব কর্ত্তৃত্বাদিকং কথং সঙ্গচ্ছতে? তত্রাহ—বিশ্বকর্ত্তৃত্বাদি চ তস্যৈব ব্রহ্মণ এবেশ্বরত্বাৎ, তথা চ বেদান্তসারে (৩৮) 'ইয়মজ্ঞান সমষ্টিরুৎকৃষ্টোপাধিতয়া বিশুদ্ধ সত্ত্ব প্রধানা, এতৎ সমষ্ট্যজ্ঞানোপহিতং চৈতন্যং সর্ব্বজ্ঞত্ব সর্ব্বেশ্বরত্ব সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বাদি গুণকমব্যক্তমন্তর্য্যামী জগৎকারণমীশ্বর ইতি চ ব্যপদিশ্যতে, সকলাজ্ঞানাবভাসকত্বাৎ "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ" (মু° ১।১।১৯) ইতি শ্রুতেঃ। অতো ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তু সদ্ভাবে প্রমাণাভাবান্মুক্ত জীবাদ্ ব্রহ্ম নার্থান্তরং নভিন্নমিতি পূর্ব্বপক্ষ বাক্যম্।

সিদ্ধান্তঃ—ইত্যেবং পূর্ব্বপক্ষে সমুদ্ভাবিতে সিদ্ধান্তসূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—সুষুপ্তীতি। যত্তুক্তং জীবাদর্থান্তরং ব্রহ্মনেতি তন্নোপযুক্তম্. কুতঃ? তয়োর্জীবেশ্বরয়োঃ সুষুপ্তি উৎক্রান্ত্যো-

---

আকাশই হয়, সেই প্রকার জীবের দেহ মৃত্যুগ্রস্ত হইলে পুনরায় ব্রহ্ম হয়। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীশ্রীধর স্বামী বলিয়াছেন—যে হেতু এই আত্মার জন্ম মরণাদি দেহ উপাধিকৃত, স্বাভাবিক নহে, অতএব উপাধির নিবৃত্তি হইলেই জীব মুক্ত হয়। তাহাই সদৃষ্টান্ত বলিতেছেন—ঘট ইত্যাদি। আকাশ যেমন ঘটোপাধির পূর্ব্বে আকাশ ছিল, এবং ঘট নষ্ট হইলে ঘটান্তবর্ত্তী আকাশ আকাশই হয়, এবং এই প্রকার দেহ মৃত হইলে অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা উপাধি লীন হইলে জীব ব্রহ্ম হয়। সুতরাং জীব ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছু নহে।

এই প্রকার বিশ্বকর্তৃত্বও সেই ব্রহ্মের ঈশ্বরত্ব ভাব হওয়া হেতু সম্ভব হয়, অতএব মুক্ত জীব হইতে ব্রহ্ম ভিন্ন নহে। অর্থাৎ যদি বলেন—জীব যদি ব্রহ্মই হইল তাহা হইলে ব্রহ্মের বিশ্বকর্তৃত্বাদি ব্যাপার কি প্রকারে সঙ্গতি হইবে?

তদুত্তরে বলিতেছেন—বিশ্বকর্তৃত্বাদি ধর্ম্ম ঈশ্বর হওয়া হেতু ব্রহ্মেরই কার্য্য। এই বিষয়ে বেদান্তসারে বর্ণিত আছে—এই অজ্ঞান সমষ্টি উৎকৃষ্ট উপাধি হওয়া হেতু বিশুদ্ধ সত্ত্ব প্রধান, এই সমষ্টি অজ্ঞানের দ্বারা উপহিত চৈতন্য সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বেশ্বরত্ব, সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব প্রভৃতি গুণযুক্ত অব্যক্ত অন্তর্য্যামী জগৎকারণ ঈশ্বর বলিয়া অভিহিত হয়, সকল অজ্ঞানের অবভাসক হওয়া হেতু তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ বলিয়া শ্রুতিতে অভিহিত হয়েন। অতএব ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তুর সদ্ভাবে প্রমাণের অভাব হেতু, মুক্তজীব হইতে ব্রহ্ম অর্থান্তর নহে, অর্থাৎ ভিন্ন নহে। এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ বাক্য প্রদর্শিত হইল।

সিদ্ধান্ত—এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষের সমুদ্ভাবনা করিলে ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্তসূত্রের

"ব্যপদেশাৎ" (১।৩।১১।৪১) ইত্যনুবর্ত্ততে। তস্মিন্ বাক্যসন্দর্ভে মুক্তজীবো ব্রহ্মৈবেতি ন সম্ভবতি। কুতঃ? সুষুপ্তাবুৎক্রান্তৌ চ জীবাদ্ ভেদেন ব্রহ্মণো ব্যপদেশাৎ। সুষুপ্তৌ তাবৎ "প্রাজ্ঞেনাত্মনা সংপরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্" (বৃ° ৪।৩।২১) ইতি। উৎক্রান্তৌ চ "প্রাজ্ঞেনাত্মনান্বারূঢ় উৎসর্জন্ যাতি" (বৃ° ৪।৩।৩৫) ইতি। উৎসর্জন্

র্ভেদেন ব্যপদেশাদিত্যর্থঃ। জীবস্য সুষুপ্তিরুৎক্রান্তির্বর্ত্ততে, নেশ্বরস্য, অতএব জীবাদ্ ভিন্নঃ পরমেশ্বর ইতি সূত্রার্থঃ।

অথ সুষুপ্তিদশায়াং শ্রীপরমেশ্বরাদ্ ভিন্নো জীব ইতি প্রতিপাদয়ন্তি—প্রাজ্ঞেনেতি। যথা কামুকঃ প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সংপরিষ্বক্তো গাঢ়ালিঙ্গিতঃ সন্ বাহ্যং ঘটাদিকং আন্তরং সুখদুঃখাদিকং ন জানাতি, তথায়ং পুরুষো জীবাত্মা সুষুপ্তি দশায়াং প্রাজ্ঞেন সর্ব্বজ্ঞেনেশ্বরেণ সম্পরিষ্বক্তঃ সমাশ্লিষ্টো ন বাহ্যং ঘটাদিকং বেদ জানাতি, ন বান্তরং সুখদুঃখাদিকমপি জানাতি, জীবঃ সুষুপ্তিকালে বাহ্যাভ্যন্তর জ্ঞানশূন্যো ভবতি। পরমেশ্বরস্তু সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণ প্রযুক্তত্বাৎ কদাপি জ্ঞানরহিতো ন ভবতীতি পরমেশ্বরাদ্ ভিন্নো জীবঃ। অথোৎক্রান্তিদশায়ামপি তয়োঃ পৃথক্ত্বং প্রতিপাদয়তি শ্রুতিঃ প্রাজ্ঞেনেতি।

উৎক্রান্তিদশায়াং মানব শরীরত্যাগকালেঽন্তর্য্যামিনাধিষ্ঠিতঃ সন্

অবতারণা করিতেছেন—সুষুপ্তি ইত্যাদি। সুষুপ্তি এবং উৎক্রান্তি এই উভয়ের ভেদ হেতু বদ্ধ জীব ও মুক্ত জীব ব্রহ্ম নহে। অর্থাৎ—আপনারা যে বলেন 'জীব হইতে ব্রহ্ম ভিন্ন নহে' তাহা উপযুক্ত নহে, কারণ—জীব এবং ঈশ্বরের সুষুপ্তি এবং উৎক্রান্তি ভেদ ব্যপদিষ্ট হইয়াছে। জীবের সুষুপ্তি এবং উৎক্রান্তি বিদ্যমান আছে, কিন্তু সর্ব্বব্যাপক ঈশ্বরের তাহা নাই। অতএব জীব হইতে ভিন্ন শ্রীপরমেশ্বর ইহাই সূত্রার্থ।

পূর্ব্ব সূত্র হইতে 'ব্যপদেশাৎ' এই শব্দটি অনুবর্ত্তন করিতে হইবে। পূর্ব্বে যে বাক্যসকল বলা হইয়াছে, অর্থাৎ —'কতম আত্মা' 'স বা অয়মাত্মা' 'ব্রহ্মৈব সন্' ইত্যাদি বাক্য সন্দর্ভে মুক্তজীব ব্রহ্মই হয়, এই প্রকার সম্ভব হয় না, কারণ—সুষুপ্তি ও উৎক্রান্তিই জীব হইতে ভেদের দ্বারা ব্রহ্মের উপদেশ করা হইয়াছে।

সুষুপ্তি দশায় জীব হইতে ব্রহ্মের ভেদ প্রতিপাদন করিতেছেন—প্রাজ্ঞ আত্মা কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া কোন প্রকার অন্তর ও বাহ্য জানে না, ইত্যাদি। অর্থাৎ—সুষুপ্তি দশায় শ্রীপরমেশ্বর হইতে জীব যে ভিন্ন তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন—প্রাজ্ঞ ইত্যাদি। যে প্রকার কামুক পুরুষ প্রিয় স্ত্রী কর্ত্তৃক গাঢ় আলিঙ্গিত হইয়া বাহ্য ঘটাদি, আন্তর সুখ দুঃখাদি কিছুই জানে না, সেই প্রকার এই পুরুষ জীবাত্মা সুষুপ্তিদশায় প্রাজ্ঞ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর কর্ত্তৃক সমাশ্লিষ্ট হইয়া বাহ্য ঘটাদি জানে না, আন্তর সুখ দুঃখাদি জানে না। জীব সুষুপ্তি কালে বাহ্য অভ্যন্তর জ্ঞান শূন্য হয়। কিন্তু শ্রীপরমেশ্বর সর্ব্বজ্ঞত্বগুণ প্রযুক্ত হেতু কদাপি জ্ঞানশূন্য হয়েন না, সুতরাং শ্রীপরমেশ্বর হইতে জীব ভিন্ন হয়।

হিক্ক শব্দ কুর্ব্বন্। ন চ স্বপত উৎক্রামতো বা কিঞ্চিজ্‌জ্ঞস্য তদৈব প্রাজ্ঞেন স্বেনৈব পরিষঙ্গান্বারোহৌ সম্ভবেতাম্। ন চ জীবান্তরেণ, তস্যাপি সার্ব্বজ্ঞ্যাভাবাৎ ॥ ৪২ ॥

ননু নৈতাবতাভীষ্ট সিদ্ধিরৌপাধিক ভেদাভ্যুপগমাদিতি চেত্তত্রাহ –

জীব উৎসর্জন্ হিক্কশব্দং কুর্ব্বন্ যাতি লোকান্তরং গচ্ছতীতি এবং জীবস্যেশাদ্ ভেদং প্রতিপাদয়ন্তি—ন চেতি। কিঞ্চিজ্‌জ্ঞস্য স্বল্পজ্ঞস্য জীবস্য স্বপত উৎক্রামতো বা তস্য স্বেনৈব প্রাজ্ঞেন স্ববুদ্ধ্যা পরিষঙ্গ আরোহাবরোহৌ ভবেতাম্। ননু মুক্তাত্মা বদ্ধজীবস্য সঞ্চালকো ভবতু ? ইতি চেত্তত্রাহু—ন চেতি। ন চ জীবান্তরেণ মুক্তজীবেন বদ্ধজীবস্য গমনাগমনং সম্ভাব্যতে, তস্যাপি মুক্তজীবস্যাপি সার্ব্বজ্ঞ্যাদ্যভাবাৎ, সাধনাবির্ভাবিতেন গুণাষ্টকেন যুক্তেনাপি ন, মুক্তজীবস্য সার্ব্বজ্ঞ্যত্ব জগৎ কর্তৃত্বাদি ধর্ম্মাভাবাৎ। তস্মাদ্ বদ্ধমুক্তাভ্যাং জীবাভ্যাং সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বকর্ত্তৃ শ্রীভগবান্ পৃথগিতি ভাষ্যার্থঃ ॥ ৪২ ॥

ননু "তুষ্যতু দুর্জনঃ" ইতি ন্যায়েন বয়মপি ভেদং স্বীকুর্ম্মঃ, তদস্মাকং স্বীকৃতং ভেদং ন পারমার্থিকং

উৎক্রান্তি দশায় জীব ঈশ্বর হইতে পৃথক্ জীব প্রাজ্ঞ আত্মা কর্তৃক অন্বারূঢ় হইয়া উৎসর্জন্ করিয়া গমন করে। অর্থাৎ উৎক্রান্তি দশাতেও জীব এবং শ্রীভগবান্ যে পৃথক্ তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন—প্রাজ্ঞ ইত্যাদি। জীব উৎক্রান্তি দশায় মানব শরীর ত্যাগকালে অন্তর্য্যামী কর্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া, উৎসর্জ্জন হিক্কা শব্দ করিয়া লোকান্তরে গমন করে। এই প্রকারে জীবের ঈশ্বর হইতে উৎক্রান্তি দশায় ভেদ প্রতিপাদিত হইল। শ্রুতি মন্ত্রে যে 'উৎসর্জন' শব্দ আছে তাহার অর্থ হিক্কা শব্দ করিয়া। যদি বলেন—জীব স্বীয় বুদ্ধির সহিত গমন করে ও শয়ন করে, তদুত্তরে বলিতেছেন—শয়নকারী ও উৎক্রমণকারী অল্পজ্ঞ জীবের শয়ন বা গমনকালে স্ববুদ্ধিকে আলিঙ্গন করিয়া গমনাদি করা সম্ভব নহে। অর্থাৎ—এই প্রকার জীবের ঈশ্বর হইতে ভেদ প্রতিপাদন করিতেছেন—ন চ ইত্যাদি। স্বল্পজ্ঞ জীবের শয়নকালে অথবা গমনকালে তাহার নিজ বুদ্ধির সহিত আলিঙ্গিত হইয়া আরোহ অবরোহ করা সম্ভব নহে।

যদি বলেন মুক্তাত্মা বদ্ধ জীবের সঞ্চালন করে। তদুত্তরে বলিতেছেন – ন চ ইত্যাদি। যদি বলেন জীবান্তরের দ্বারা গমনাগমন করে, তাহাও সম্ভব নহে, কারণ মুক্ত জীবেরও সার্ব্বজ্ঞ্যাদি ধর্ম্মের নিতান্ত অভাব আছে। অর্থাৎ—যদি বলেন মুক্ত জীব কর্তৃক পরিচালিত হইয়া বদ্ধজীবের গমনাগমন সম্ভব হইবে, তদুত্তরে বলিতেছেন—তাহা সম্ভব হইবে না, কারণ সেই মুক্ত জীবের সর্ব্বজ্ঞত্ব ধর্ম্ম নাই, অর্থাৎ সাধনাবির্ভাবিত গুণাষ্টকের দ্বারা যুক্ত হইলেও মুক্তজীবের সার্ব্বজ্ঞ্যত্ব জগৎ কর্তৃত্বাদি ধর্ম্মের অভাব বিদ্যমান আছে। সুতরাং বদ্ধ ও মুক্ত জীব হইতে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বকর্ত্তা ভগবান্ শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব পৃথক্, ইহাই এই সূত্র ও ভাষ্যের অর্থ ॥ ৪২ ॥

শঙ্কা—যদি বলেন—"দুর্জন তুষ্ট হউক" এই ন্যায় দ্বারা আমরাও ভেদ স্বীকার করি, কিন্তু

ওঁ ॥ পত্যাদি শব্দেভ্যঃ ॥ ওঁ ॥ ১।৩।১১।৪৩।

তত্রৈবোত্তরত্র পত্যাদয়ঃ শব্দাঃ পঠ্যন্তে। "স বা অয়মাত্মা" (বৃ০ ৪।৪।৫) ইত্যারভ্য "সর্ব্বস্যবশী সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ" (বৃ০ ৪।৪।২২) "সর্ব্বমিদং প্রশাস্তি যদিদং কিঞ্চ" "স ন সাধুনা কর্ম্মণা ভূয়ান্ন এবাসাধুনা কনীয়ান্ এষ সর্ব্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল

কিন্তু ঘটাকাশবদৌপাধিকমেব, তস্মাদ্ ভবতাং 'সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোর্ভেদেন' ইতি সূত্রেণ নাভীষ্ট সিদ্ধিরিত্যাশঙ্কয়ন্তি—নন্বিতি। ভবতাং যদভীষ্টং মোক্ষেঽপি জীব ব্রহ্মণোর্ভেদং তৎ স্বোৎপ্রেক্ষামাত্রত্বম্, কিন্তু তদ্ ভেদং বয়ন্ত ঔপাধিকং স্বীকর্ম্মঃ, ন তু পারমার্থিকমিতি, ঘটাকাশ মহাকাশ বদিত্যর্থঃ। ইত্যেবং শঙ্কায়াং সমুদ্ভাবিতায়াং সিদ্ধান্তসূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—পত্যাদীতি। সর্ব্বস্যাধিপতিঃ সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ, ইত্যাদৌ শ্রূয়মাণেভ্যঃ পত্যাদি শব্দেভ্যোঽপি বদ্ধমুক্তজীবাতিরিক্তঃ সর্ব্বসেব্যঃ, সর্ব্বারাধ্যঃ শ্রীভগবানস্তীতি সিদ্ধম্। তত্র এবেতি বৃহদারণ্যকোপনিষদি যত্র যস্মিন্ প্রকরণে "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" ইত্যাদি পঠিতা, তত্রৈব প্রকরণে পত্যাদয়ঃ শব্দা অপি পঠ্যন্তে। 'স বায়মাত্মা বিজ্ঞানময়ঃ' ইত্যারভ্য—সর্ব্বস্যবশী ব্রহ্মরুদ্রাদের্ব্বশয়িতা, সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বেষাং স্বেতরজীব প্রকৃতি কালকর্ম্মাদীনাং যদ্বা ব্রহ্মরুদ্রমহেন্দ্রাদীনামীশানঃ নিয়ামকঃ। সর্ব্বস্যাধিপতিঃ সর্ব্বেষামংশী, তথাহি শ্রীভাগবতে ১।৩।২৮, এতে চাংশ

আমাদের স্বীকার করা যে ভেদ তাহা পারমার্থিক নহে, কিন্তু ঘটাকাশের সমান ঔপাধিক মাত্র, সুতরাং আপনাদের পূর্ব্বসূত্র বা "সুষুপ্তি ও উৎক্রান্তি ভেদের দ্বারা" যে জীব এবং ব্রহ্মের ভেদ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহার দ্বারাও অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না, এই প্রকার আশঙ্কার উদ্ভাবন করিতেছেন—ননু ইত্যাদি। আমাদের বক্তব্য এই যে পূর্ব্বসূত্রে ভেদ স্বীকার করিলেও আপনাদের অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে না কারণ আমরা ঔপাধিক ভেদ স্বীকার করি। অর্থাৎ আপনাদের যে অভীষ্ট মোক্ষ অবস্থায় জীব ও ব্রহ্মের যে ভেদ তাহা উৎপ্রেক্ষা মাত্র স্বীকার করি, কিন্তু ঐ ভেদ পারমার্থিক নহে। ঐ ভেদ ঘটাকাশ মহাকাশের ন্যায় বুঝিতে হইবে

সমাধান—এই প্রকার আশঙ্কার সমুদ্ভাবনা করিলে ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্তসূত্রের অবতারণা করিতেছেন—পতি ইত্যাদি। পতি প্রভৃতি শব্দের দ্বারাও জীব ও ব্রহ্মের ভেদ প্রতিপাদন করিয়াছেন। অর্থাৎ—সকলের অধিপতি, সকলের কারক, সকলের নিয়ামক ইত্যাদি শ্রূয়মাণ পত্যাদি শব্দ হইতেও বদ্ধজীব এবং মুক্তজীব হইতে অতিরিক্ত সর্ব্বসেব্য, সর্ব্বারাধ্য স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব আছেন ইহা সিদ্ধ হইল। সেই স্থানেই উত্তরে অর্থাৎ পরে পতি আদি শব্দ পাঠ করিয়াছেন। "সেই এই আত্মা" এই প্রকার বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিয়া—"সকলের বশীকারক, সকলের ঈশান, সকলের অধিপতি" তিনি সাধু কর্ম্মের দ্বারা বর্দ্ধিত হয়েন না এবং অসাধু কর্ম্মের দ্বারা কনিষ্ঠ হয়েন না, ইনি

এষ সেতুর্বিধারণ এষাং লোকানামসম্ভেদায়" (বৃ০ ৪।৪।২২) ইত্যাদিনা। এভ্যো মুক্তজীবাদন্যদ্ ব্রহ্মেতি বিজ্ঞায়তে। ন হি সর্ব্বাধিপত্যং সর্ব্বপ্রশাসনাদিকং বা মুক্তজীবস্য শক্যং বক্তুং "জগদ্ব্যাপারবর্জ্জম্" (ব্র০ সূত্র ৪।৪।১০।১৭) ইতি প্রতিষেধাৎ। "অন্তঃ প্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাম্" (তৈ০ আ০ ৩।১১।১০) ইতি তৈত্তিরীয়কে ব্রহ্মণ এব তচ্ছ্রবণাৎ। ন চৌপাধিকত্বং ভেদস্য

কলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্। সেতি স সর্ব্বেশ্বরঃ সাধুনা কর্ম্মণা যথা শাস্ত্র বিহিতেন কর্ম্মণা ভূয়ান্ ন ভবতি, পূর্ব্বাবস্থাতঃ কেনচিদ্ধর্ম্মেণ ন বর্দ্ধতে, অপি চাসাধুনা কর্ম্মণা শাস্ত্রনিষিদ্ধেন কর্ম্মণা ন কনীয়ান্ ভবতি, পূর্ব্বাবস্থাতো ন কেনচিদ্ধর্ম্মেণ কনিষ্ঠো ভবতীত্যর্থঃ। তথাহি শ্রীগীতাসু ৪।১৪, ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা। ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভির্ন স বদ্ধ্যতে ॥ এষ সর্ব্বেশ্বরঃ সর্ব্বেষাং ব্রহ্মেন্দ্রাদিলোকপালানামীশ্বরঃ, কিঞ্চ এষ সর্ব্বারাধ্যঃ শ্রীভগবান্ ভূতাধিপতির্ব্রহ্মাদিস্তম্ব পর্য্যন্তানাং সর্ব্বেষাং ভূতানাং পতিঃ পালকঃ, ভূপালঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং পালকঃ, তস্মাদেব স শ্রীভগবান্ সেতুঃ সংসারার্ণব পারকর্ত্তা, বিধারণঃ ধারণকর্ত্তা, কিঞ্চ এষাং লোকানাং সত্যাদি লোকানাং যদ্বা ব্রাহ্মণাদিবর্ণানামসম্ভেদায় বর্ণাশ্রমাদি ব্যবস্থায়াঃ বিধারয়িতা, তস্মাৎ সর্ব্বেষাং পালকত্বাত্তেভ্যো মুক্তজীবেভ্যোঽন্যঃ শ্রীভগবানিতি।

ভূতাধিপতি, ইনি সর্ব্বেশ্বর, ইনি ভূতপাল, ইনি সেতু এই সকল লোকের পরলোকে পারের নিমিত্ত। ইত্যাদির দ্বারা মুক্ত জীব হইতে ব্রহ্ম অন্য জানা যায়। অর্থাৎ —সেই স্থানে বৃহদারণ্যক উপনিষদে যে স্থানে যে প্রকরণে 'এই আত্মা ব্রহ্ম' ইত্যাদি পাঠ করা হইয়াছে, সেই প্রকরণেই পতি প্রভৃতি শব্দ সকলও পাঠ করিয়াছেন। 'সেই এই আত্মা ব্রহ্ম বিজ্ঞানময়' এই প্রকার বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিয়া বলিতেছেন—সকলের বশীকারক—ব্রহ্মা রুদ্রাদির বশয়িতা। সকলের ঈশান— স্বেতর জীব, প্রকৃতি, কাল, কর্ম্ম প্রভৃতির অথবা ব্রহ্মা, রুদ্র মহেন্দ্রাদি সকলের নিয়ামক। সকলের অধিপতি সকলের অংশী।

এই বিষয়ে শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে —এই সকলে পরম পুরুষ শ্রীশ্রীকৃষ্ণের অংশ ও কলা, শ্রীশ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্। শ্রীভগবান পরিদৃশ্যমান সকল বস্তুকে শাসন করেন। সেই সর্ব্বেশ্বর শ্রীশ্রীকৃষ্ণ সাধুকর্ম্ম অর্থাৎ যথা শাস্ত্র বিহিত কর্ম্মের দ্বারা পূর্ব্ব অবস্থা হইতে কোন ধর্ম্মেই বর্দ্ধিত হয়েন না। আরও তিনি অসাধুকর্ম্ম অর্থাৎ শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম্মের দ্বারা কনীয়ান্—পূর্ব্ব অবস্থা হইতে কোন ধর্ম্মেই কনিষ্ঠ হয়েন না। এই বিষয়ে শ্রীগীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—হে পার্থ! কর্ম্মসকল আমাকে লিপ্ত করিতে পারে না, এবং আমার কর্ম্মের ফলেও স্পৃহা নাই, এই প্রকার যে মানব আমাকে জানে সে কর্ম্ম সকলের দ্বারা বদ্ধ হয় না। আরও ইনি সর্ব্বেশ্বর—ব্রহ্মা ইন্দ্রাদি লোকপালগণেরও ঈশ্বর। ভূতাধিপতি— এই সর্ব্বারাধ্য শ্রীভগবান্ ভূতাধিপতি—ইনি ব্রহ্মাদি স্তম্ভ পর্য্যন্ত সকল ভূতগণের পতি—পালক। অতএব

তস্য মুক্তাবপি শ্রবণাৎ। অংশাধিকরণে (২।৩।১৮।৪২) তু তথাত্বং পরিহরিষ্যামঃ। "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" (বৃং ২।৫।১৯) ইত্যত্র জীবস্য তদুক্তিস্তদ্‌গুণাংশ যোগাৎ "ব্রহ্মৈব সন্" (বৃং ৪।৪।৬) ইত্যত্র তু আবির্ভাবিতগুণাষ্টকেন ব্রহ্মসদৃশঃ সন্নিত্যর্থঃ। "পরমং সাম্যমুপৈতি (মুং ৩।১।৩) ইত্যাদি শ্রবণাৎ ব্রহ্মভাবোত্তর ভাবিত্বাচ্চ ব্রহ্মাপ্যয়স্য ইতি পূর্ব্বমভাষি। তদেবং বদ্ধমুক্তো-

---

অথ মুক্তজীবস্য ভগবদ্ধর্ম্মান্ নিষেধয়ন্তি – নহীতি। কিং বহুনা পরব্রহ্মণ এব প্রশাস্তৃত্বমাহ শ্রুতিঃ—অন্তরিতি। সর্ব্বেষাং জীবাদীনামন্তঃ হৃদি প্রবিষ্টঃ শাস্তা ভবতি। তথাহি শ্রীগীতাসু ১৮।৬১, ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন! তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥ নন্বৌপাধিক ভেদস্যাংশাধিকরণে চেন্নিরাকরিষ্যতে, তথাত্বে 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' ইত্যস্য কা গতিস্তত্রাহুঃ—ইত্যত্রেতি। জীবস্য ব্রহ্মোক্তিস্তদ্‌গুণাংশ যোগাদ্ স্বগুণাংশযোগাদেবমাহুঃ শ্রীমৎপরমাচার্য্যচরণাঃ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ ২।১।৩০, জীবেষ্বেতে বসন্তোঽপি বিন্দু বিন্দুতয়া ক্বচিৎ। টীকা চ শ্রীমদাচার্য্যপাদানাং ক্বচিদিতি, ভগবদনু-

---

তিনি সেতু সংসারার্ণব পারকর্ত্তা এবং বিধারক—ধারণকর্ত্তা- অর্থাৎ এই সত্যাদি লোক সকলের ধারক। অথবা—ব্রাহ্মণাদি বর্ণ সকলের বর্ণাশ্রমাদি ব্যবস্থার বিধান কর্ত্তা। সুতরাং সকলের পালনকর্ত্তা হেতু মুক্তজীব হইতে শ্রীভগবান অন্য।

অতএব সর্ব্বাধিপতিত্ব, সর্ব্ব প্রশাসনকর্ত্তৃত্ব মুক্তজীবের আছে, তাহা বলিতে পারেন না। "জগৎসৃষ্ট্যাদি কার্য্য মুক্তজীবের বর্জ্জন করিয়াছেন।" ইত্যাদির দ্বারা নিষেধ করা হইয়াছে। "তিনি সকলের অন্তরে প্রবেশ করিয়া শাসন করেন" ইত্যাদি তৈত্তিরীয়ক ব্রাহ্মণে পরব্রহ্মেরই সর্ব্বশাসনকারিতা গুণ শ্রবণ করা যায়। অর্থাৎ মুক্তজীবের শ্রীভগবানের নিত্য ধর্ম্ম সকল নিষেধ করিতেছেন—ন হি ইত্যাদি। বিশেষ কথা কি—পরব্রহ্মই সকলের শাসনকর্ত্তা শ্রুতি তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন - অন্তরে প্রবেশ ইত্যাদি। জীবাদি সকলের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া শাসন করেন। এই বিষয়ে শ্রীগীতায় বলিয়াছেন—হে অর্জ্জুন! ঈশ্বর সকল প্রাণীর হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া অবস্থান করেন এবং সকলকে যন্ত্র চালিতের ন্যায় নিজ মায়ার দ্বারা পরিচালিত করেন। যদি বলেন – জীব ও ব্রহ্মের ভেদ তাহা ঔপাধিক মাত্র, পারমার্থিক নহে, তদুত্তরে বলিতেছেন—ঐ ভেদ মুক্ত অবস্থাতেও শ্রবণ করা যায়, জীব ও ব্রহ্মের যে ঔপাধিক ভেদ স্বীকার করেন, তাহা "অংশাধিকরণে" পরিহার বা খণ্ডন করিব।

যদি বলেন—ঔপাধিক ভেদের অংশাধিকরণে যদি নিরাকরণ বা খণ্ডন করেন তাহা হইলে "এই আত্মা ব্রহ্ম" এই বাক্যের কি গতি হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—ইত্যত্র ইত্যাদি এই আত্মা ব্রহ্ম এই স্থলে জীবের ব্রহ্মোক্তি তাঁহার অংশ যোগ হেতু বলা হইয়াছে। অর্থাৎ—জীবকে যে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে তাহা পরব্রহ্মের গুণের সামান্য অংশযোগ থাকা হেতু। এই বিষয়ে শ্রীমৎ পরমাচার্য্য প্রভুপাদ শ্রীভক্তি-

ভয়াবস্থাজ্জীবাদ্ ব্রহ্মণো ভেদসিদ্ধৌ নামরূপনির্বোঢ়াকাশো ন মুক্তজীবঃ কিন্তু পরমাত্মৈবেতি সিদ্ধম্। "নেতরোঽনুপপত্তেঃ" (ব্রং সূং ১।১।৬।১৬) "ভেদব্যপদেশাচ্চ" (ব্রং সূং ১।৩।১৫) ইত্যত্র যৎ শঙ্কা নিদানং তদিহৈবোক্তমিতি পুনরুক্তির্মুক্তিকালিক ভেদাভ্যাসাৎ ন দোষ ইত্যপরে ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্‌বেদান্তদর্শনে শ্রীশ্রীগোবিন্দভাষ্যে প্রথমাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥ ১৩ ॥

গৃহীতেষ্বিত্যেব মুখ্যতয়াঙ্গীকৃতমিতি। নন্ন তথাপি 'ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি' ইত্যস্য কোঽর্থঃ ? অস্য মন্ত্রস্যায়মেবার্থঃ সাধনাবির্ভাবিতেতি। পরমং সাম্যমিতি পূর্ব্বং 'ভেদব্যপদেশাৎ' ইত্যত্রাভাষি।

সঙ্গতি—অথৈতৎ প্রকরণস্য সঙ্গতিরাহুঃ—তদেবমিতি। অথৈতদধিকরণস্য পুনরুক্তিদোষমাশঙ্কয়ন্তি—নন্ন জীবব্রহ্মণোর্ভেদস্তু পূর্ব্বত্রানন্দময়াধিকরণে উক্ত সূত্রদ্বয়ে দর্শিতঃ, পুনস্তয়োর্ভেদোক্তিঃ পৌনরুক্তদোষাপত্তেরিতি চেত্তত্রাহুঃ—তত্র সূত্রদ্বয়ে যচ্ছঙ্কানিদানং তদিহাপ্যুক্তমিতি যৎ পুনরুক্তি শঙ্কা তদনুচিত-

---

রসামৃতসিন্ধুতে বলিয়াছেন—এই যে সকল শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের গুণরাজি বলা হইল তন্মধ্যে জীবের মধ্যেও বিন্দু বিন্দু রূপে অবস্থান করিতে দেখা যায়। এই শ্লোকের শ্রীমদাচার্য্য প্রভুপাদের টীকা এই প্রকার— জীবে যে শ্রীভগবানের বিন্দু বিন্দু গুণ অবস্থান করে তাহা শ্রীভগবানের অনুগৃহীত জীবেই মুখ্যরূপে গ্রহণ করিতে হইবে, ইহাই অঙ্গীকার করিয়াছেন। যদি বলেন—তথাপি "ব্রহ্ম হইয়াই ব্রহ্মলাভ করে" এই শ্রুতিমন্ত্রের কি গতি হইবে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—"ব্রহ্ম হইয়াই" এই স্থলে এই মন্ত্রের ইহাই অর্থ— সাধনাবির্ভাবিত গুণাষ্টকের দ্বারা ব্রহ্ম সদৃশ হইয়া তাঁহাকে লাভ ইহাই অর্থ।

সুতরাং—সাধক পরম সাম্য লাভ করে" ইত্যাদি সিদ্ধান্ত শ্রবণ হেতু ব্রহ্মলাভের পরে পরব্রহ্মের সাম্যতা লাভ করে সেই কারণে জীবকে ব্রহ্মসদৃশ বলা হইয়াছে। পরব্রহ্মলাভের পরে জীব যে ব্রহ্ম সদৃশ হয় তাহা পূর্ব্বে "ভেদব্যপদেশ হেতু" এই সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

সঙ্গতি—অনন্তর এই প্রকরণ বা অধিকরণের সঙ্গতি প্রকার নিরূপণ করিতেছেন—তদেব ইত্যাদি। তাহা হইলে এই প্রকার বদ্ধ এবং মুক্ত এই উভয় দশা প্রাপ্ত জীব হইতে ব্রহ্মের ভেদ সিদ্ধ হইলে, নাম এবং রূপের নির্ব্বাহক বা ধারক যে আকাশ তাহা মুক্তজীব হইতে পারে না, কিন্তু পরমাত্মা শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবই ইহাই সিদ্ধ হইল।

পূর্ব্বে "মন্ত্রবর্ণের দ্বারা নিরূপণ করা পরব্রহ্ম জীব নহে" "এবং মান্ত্রবার্ণিক রস ব্রহ্ম ও জীবের ভেদ কথন হেতু" এই সূত্রদ্বয়ে যে ব্রহ্ম ও জীবের অভেদ বিষয়ে আশঙ্কা করা হইয়াছে, তাহা এই স্থলে করা হইলে যে পুনরুক্তি দোষের আশঙ্কা করা হইয়াছে তাহা দোষের নহে, কারণ এই ভেদের মুক্তিকালেও

মেব। অত্র পুনস্তয়োর্ভেদ নিরূপণং মুক্তিকালিকো মুক্তদশায়ামপি ভেদস্য নিত্যত্বকথনাদতস্তস্য জীব ব্রহ্মণোর্ভেদস্যাভ্যাসঃ অভ্যাসবিষয়ত্বান্নদোষ ইতি ভাবঃ।

সর্ব্বধারক সর্ব্বকৃৎ সর্ব্বোপাস্য সদা প্রভুঃ। দেবানামপি মুক্তানামারাধ্যঃ শ্যামসুন্দরঃ॥ ৪৩॥

॥ ইত্যর্থান্তরত্বাধিকরণমেকাদশং সমাপ্তম্॥ ১১॥

ইতি শ্রীমদ্‌বেদান্তদর্শনে শ্রীশ্রীগোবিন্দভাষ্যে বিস্পষ্টব্রহ্মলিঙ্গশ্রুতিসমন্বয়াখ্যস্য প্রথমাধ্যায়স্য তৃতীয়পাদস্য "শ্রীশ্রীরসিকানন্দভাষ্যম্" সমাপ্তম্॥ ১।৩॥

অভ্যাস করা হেতু কোন প্রকার দোষাবহ নহে এইরূপ অন্য বৈদান্তিকগণ বলেন। অর্থাৎ—বাদিগণ এই প্রকরণের পুনরুক্তি দোষের আশঙ্কা করিতেছেন— আপনারা যে জীব ও ব্রহ্মের ভেদ নিরূপণ করিতেছেন তাহা আনন্দময়াধিকরণে উক্ত সূত্রদ্বয়ে বর্ণন করিয়াছেন, এই স্থলে তাহাদের ভেদ নিরূপণ করা হেতু পুনরুক্তি দোষাপত্তি হয়।

এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—আনন্দময়াধিকরণের সূত্রদ্বয়ে যে শঙ্কা করা হইয়াছে তাহা এই স্থানেও করা হইয়াছে, এই প্রকার যে পুনরুক্তি দোষের আশঙ্কা, তাহা অনুচিত কারণ এই স্থলে জীব ও ব্রহ্মের যে ভেদ নিরূপণ করা হইয়াছে তাহা মুক্ত অবস্থায়। মুক্ত অবস্থায়ও ভেদের নিত্যতা হেতু, জীব ও ব্রহ্মের ভেদ সর্ব্বদাই বর্ত্তমান। অতএব এই স্থলে জীব ও ব্রহ্মভেদের অভ্যাস করিয়াছেন, সুতরাং অভ্যাস বাক্য হওয়ার জন্য কোন প্রকার দেষের নহে ইহাই অর্থ।

যিনি সর্ব্বধারক সর্ব্বকর্ত্তা সর্ব্বোপাস্য এবং সর্ব্বদা সর্ব্ব লোকের প্রভু তথা দেবতা ও মুক্তগণেরও পরম আরাধ্য তিনি শ্রীশ্যামসুন্দরদেব॥ ৪৩॥

॥ এই প্রকার অর্থান্তরত্ব অধিকরণ নামক একাদশ অধিকরণ সমাপ্ত হইল॥ ১১॥

ইতি শ্রীমদ্বেদান্তদর্শনে শ্রীশ্রীগোবিন্দভাষ্যে বিস্পষ্টব্রহ্মলিঙ্গশ্রুতি সমন্বয়ে প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয় পাদের "শ্রীশ্রীরাধাচরণচন্দ্রিকা" বঙ্গানুবাদ সমাপ্তা॥ ১।৩॥

প্রথমাধ্যায়স্য চতুর্থঃ পাদঃ

তমো সাংখ্যঘনোদ্দীর্ণং বিদীর্ণং যস্য গোগণৈঃ।
তং সম্বিদ্ভূষণং কৃষ্ণপূষণং সমুপাস্মহে॥

॥ প্রথমাধ্যায়স্য চতুর্থঃ পাদঃ ॥

যস্য কৃপালবেনাপি জড়োঽপি চেতনায়তে। তং সর্ব্বজ্ঞং জগন্নাথং শ্রীগৌরাঙ্গং ভজে সদা॥
জগজ্জন্মাদিহেতুতা প্রধানে নাত্র সংশয়ঃ। ইত্যাগ্রহস্তু সাংখ্যানাং গলগ্রহৈব কেবলম্॥

অথ প্রথমাধ্যায়স্য চতুর্থ পাদস্য ব্যাখ্যানমারভ্য মঙ্গলমাচরয়ন্তি—তম ইতি। কিঞ্চ যানি প্রধানপুরুষাবভাসকানি কানি চিদ্বাক্যানি সন্তি তানি পরব্রহ্মণি সঙ্গময়িতুমিদমারভ্যন্তে যস্য শ্রীকৃষ্ণ পুষ্ণঃ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাসঃ স এব সূর্যাঃ সর্ব্বপ্রকাশকঃ। কীদৃশং তমিত্যপেক্ষায়ামাহুঃ—যস্য শ্রীবাদরায়ণস্য গোগণৈঃ বাগ্‌বৃন্দৈঃ কিরণসমূহৈর্ব্বা সাংখ্য ঘনোদীর্ণং কাপিলৈব ঘনো মেঘস্তেনোদীর্ণং বিস্তৃতং কল্পিতং বা যত্তমঃ গাঢ়ান্ধকারং বিদীর্ণং বিনষ্টমভূত্তং সম্বিদ্ ভূষণং জ্ঞানবিভূষণং কৃষ্ণপূষণং শ্রীবাদরায়ণসূর্য্যং বয়ং সমুপাস্মহে ভজামহে। সূর্য্যো যথা স্বকিরণসমূহৈর্ঘনান্ধকারং বিনাশ্য ঘটপটাদি পদার্থসমূহান্ প্রকাশয়তি,

---

॥ প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ পাদ ॥

যাঁহার কৃপার একলব মাত্রেই জড়ও চেতনের ন্যায় আচরণ করে, সেই সর্ব্বজ্ঞ জগৎ প্রভু শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবকে সদা ভজনা করি। জগৎ জন্মাদির শ্রেষ্ঠ কারণ প্রধান, এই বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ নাই, সাংখ্যবাদিগণের এই প্রকার আগ্রহ কেবল গলগ্রহই বুঝিতে হইবে।

অনন্তর শ্রীমদ্‌ভাষ্যকার প্রভুপাদ প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থপাদের ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়া মঙ্গলাচরণ করিতেছেন— তমঃ ইত্যাদি।

সাংখ্য মেঘ কর্ত্তৃক বিস্তৃত গাঢ় অন্ধকার, যাঁহার কিরণের দ্বারা বিদীর্ণ হইয়াছিল সেই জ্ঞান বিভূষণ কৃষ্ণ—শ্রীবাদরায়ণ সূর্য্যকে আমরা উপাসনা করি।

অর্থাৎ—সাংখ্য শাস্ত্রে যে সকল প্রধান ও পুরুষের কর্ত্তৃত্বাদি অবভাসক কতকগুলি বাক্য আছে তাহা পরব্রহ্মে সমন্বয় করিবার নিমিত্ত এই প্রকরণ আরম্ভ করিতেছেন—যে শ্রীকৃষ্ণপুষার—শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসই সূর্য্যসদৃশ সর্ব্ব প্রকাশক। এই শ্রীবাদরায়ণ সূর্য্য কি প্রকার? এই অপেক্ষায়বলিতেছেন—যে শ্রীবাদরায়ণ সূর্য্যের গোগণে বাক্যসমূহের দ্বারা সাংখ্য ঘনোদীর্ণ শ্রীকপিলই মেঘ তাঁহা কর্ত্তৃক উদীর্ণ বিস্তৃত, অথবা কল্পিত যে তমঃ গাঢ় অন্ধকার বিদীর্ণ—বিনষ্ট হইয়াছিল সেই বিজ্ঞান বিভূষণ কৃষ্ণ

১ ॥ আনুমানিকাধিকরণম্ ॥

মুক্ত্যুপায়তয়া জিজ্ঞাস্যত্বং বিশ্বজন্মাদিবীজত্বং জড়াজ্জীবাচ্চ বিলক্ষণমচিন্ত্যানন্তশক্তি সার্ব্বজ্ঞ্যাদি কল্যাণগুণময়ং নিরস্তহেয়ং নিরঙ্কুশৈশ্বর্য্যং পরং ব্রহ্ম পরামৃষ্টং প্রাক্।

তথা শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ সূর্য্যোঽপি স্ববাক্য ব্রহ্মসূত্ররূপৈঃ সদ্‌যুক্তি কিরণৈরন্ধকারসদৃশান্ সাংখ্যাদি সিদ্ধান্তান্ বিনষ্টং কৃত্বা পদার্থসমূহান্ ঈশ্বর জীব প্রকৃতি কালকর্ম্মাদীন্ প্রকাশয়তীত্যর্থঃ।

১ ॥ আনুমানিকাধিকরণম্ ॥

অথ পূর্ব্বস্মিন্ পাদে দ্যুভ্বাদ্যধিকরণে সর্ব্বাধারত্বং শ্রীভগবত এব প্রতিপাদিতম্, এবমিহাপি চতুর্থপাদে আনুমানিকাধিকরণে প্রধান কারণ বাদাদি নিরাকৃত্য তস্যৈব সর্ব্বকারণত্বং প্রতিপাদ্যন্তে ইতি পাদসঙ্গতিঃ। অথাষ্টাবিংশতিসূত্রকমষ্টাধিকরণযুক্তং চতুর্থপাদং ব্যাখ্যাতুমুক্তার্থানুবাদ পূর্ব্বকমবতারয়ন্তি— মুক্ত্যুপায়েতি, স্পষ্টম্। পূর্ব্বত্র পরব্রহ্মৈব জগতঃ কারণং ন প্রধানমিতি তদযুক্তং প্রধানাদেরপি কারণত্বেনোপলব্ধের্ন চ কারণদ্বয়ং বৈয়র্থ্যাৎ কল্প্যং ব্যবস্থিতেরিত্যাক্ষেপ সঙ্গতিঃ। অন্ধতরন্যায় প্রসিদ্ধ জীবোক্তি

পুনঃ—শ্রীবাদরায়ণ রূপ সূর্য্যকে আমরা উপাসনা করি। অর্থাৎ—সূর্য্য যেমন নিজ কিরণসমূহের দ্বারা গাঢ় অন্ধকার বিনাশ করিয়া ঘটপটাদি পদার্থ সমূহকে প্রকাশ করে, সেই প্রকার শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নরূপ সূর্য্যও নিজ বাক্যরূপ যে ব্রহ্মসূত্র, সেই ব্রহ্মসূত্ররূপ সদ্‌যুক্তি কিরণসমূহের দ্বারা অন্ধকার সদৃশ সাংখ্যাদি সিদ্ধান্ত সকলকে বিনষ্ট করিয়া পদার্থ সমূহ অর্থাৎ ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম্ম সকলকে প্রকাশ করেন ইহাই অর্থ।

১ ॥ আনুমানিকাধিকরণ—

অতঃপর আনুমানিকাধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন। পূর্ব্বে তৃতীয় পাদে দ্যুভ্বাদ্যধিকরণে সর্ব্বাধার শ্রীভগবান তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। এই প্রকার এই চতুর্থ পাদে আনুমানিক অধিকরণে প্রধান কারণবাদ নিরাকরণ করিয়া শ্রীভগবানেরই সর্ব্বকারণতা প্রতিপাদন করিতেছেন, ইহাই পাদসঙ্গতি।

অনন্তর অষ্টাবিংশতি সূত্রাত্মক অষ্টাধিকরণ যুক্ত চতুর্থ পাদ ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিয়া চতুর্থ পাদের অর্থ সকল অনুবাদ পূর্ব্বক ব্যাখ্যার অবতারণা করিতেছেন—মুক্ত্যুপায় ইত্যাদি। পূর্ব্বে পরব্রহ্মই জগৎ জন্মাদির কারণ, প্রধান নহে, এই বাক্য যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ প্রধানকেও জগতের কারণতা রূপে উপলব্ধি হয়। দুইটি কারণের ব্যবস্থা কল্পনা করা ব্যর্থ প্রয়াস সুতরাং প্রধানই জগৎ কারণ। এই বাক্যটি আক্ষেপ সঙ্গতি।

ইদানীং তু কাসুচিচ্ছাখাসু দৃশ্যমানানাং কপিলতন্ত্র সিদ্ধ প্রধান পুমর্থকশব্দান্বিতানাং বাক্যানাং সমন্বয়স্তত্রৈব চিন্ত্যতে।

কঠবল্ল্যামিদমামনন্তি ১।৩।১০-১১ "ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাহ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ। মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥ মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ। পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥" ইতি তত্রাব্যক্ত শব্দেন স্মার্ত্তং প্রধানং বাচ্যং? শরীরং

ভঙ্গেনাপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মোক্তি পরবদপ্রসিদ্ধ প্রধানোক্তি পরমেব কাঠকবাক্যং স্যাদিতি দৃষ্টান্ত সঙ্গতিঃ।

বিষয়—অথ প্রথমাধ্যায়স্য চতুর্থপাদস্যানুমানিকাধিকরণস্য বিষয়বাক্যমবতারয়ন্তি শ্রীভাষ্যকারাচার্য্যচরণাঃ—কঠেতি। ইন্দ্রিয়াশ্চক্ষুরাদয়স্তেভ্য ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাঃ শ্রেষ্ঠাঃ অর্থাঃ শব্দাদয়ো বিষয়াঃ, হি নিশ্চয়ে। তথা চ শব্দাদয়োবিষয়াঃ কর্ণাদয় ইন্দ্রিয়েভ্যঃ শ্রেষ্ঠাস্তেষামাকর্ষকত্বেন প্রধানভূতা ইত্যর্থঃ। অতএবেন্দ্রিয়ানি গ্রহাঃ শব্দাদয়স্ত্বতিগ্রহাঃ শ্রূয়ন্তে, তথাহি বৃহদারণ্যকে ৩।২।১ 'অথ হৈনং জারৎকারব আর্ত্ত

অতঃপর দৃষ্টান্ত সঙ্গতি নিরূপণ করিতেছেন—অন্যতর ন্যায় প্রসিদ্ধ জীব প্রতিপাদক বাক্য ভঙ্গের দ্বারা অপ্রসিদ্ধ বাক্যগুলি যেমন পরব্রহ্ম প্রতিপাদক পর হইয়াছে, সেই প্রকার ঐ বাক্যগুলি অপ্রসিদ্ধ প্রধান প্রতিপাদক পরই কঠোপনিষদের বাক্যগুলি হইবে।

মুক্তির উপায়রূপে জিজ্ঞাস্য বিশ্বজন্মাদির বীজস্বরূপ, জড় প্রধানাদি ও জীব হইতে বিলক্ষণ অচিন্ত্য অনন্ত শক্তিমান্ সার্ব্বজ্ঞাদিকল্যাণগুণময় নিরস্ত প্রাকৃতসম্বন্ধগন্ধ নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য্যশালী পরমব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব তাহা পূর্ব্বে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। ইদানীং কিন্তু বেদের কোন কোন শাখায় দৃশ্যমান কপিলতন্ত্র সিদ্ধ প্রধান পুরুষার্থ শব্দান্বিত বাক্যসকলের পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবে সমন্বয়ের নিমিত্ত বিচার আরম্ভ করিতেছেন।

বিষয়—অনন্তর প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থপাদের আনুমানিকাধিকরণের শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদ বিষয়বাক্যের অবতারণা করিতেছেন—কঠবল্লী ইত্যাদি। কঠবল্লী উপনিষদে এই প্রকার বর্ণিত আছে—ইন্দ্রিয় হইতে অর্থ সকল শ্রেষ্ঠ অর্থ হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি হইতে মহান আত্মা শ্রেষ্ঠ, মহান আত্মা হইতে অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ, অব্যক্ত হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ, এই পুরুষ হইতে আর কিছু শ্রেষ্ঠ নাই, তিনিই কাষ্ঠা ও তিনিই পরমগতি ইত্যাদি। অর্থাৎ—ইন্দ্রিয় চক্ষু কর্ণাদি এই ইন্দ্রিয় সকল হইতে শ্রেষ্ঠ হইল অর্থ, অর্থাৎ—শব্দাদি বিষয় ইন্দ্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠ, মন্ত্রে যে হি'শব্দটি আছে তাহা নিশ্চয় অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে। সারাংশ এই যে—শব্দাদি বিষয় চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠ, কারণ ইন্দ্রিয়গণের আকর্ষক হওয়া হেতু বিষয় সকল প্রধান, ইহাই অর্থ।

অতএব ইন্দ্রিয়গণকে গ্রহ এবং শব্দাদি বিষয়কে অতিগ্রহ বলিয়াছেন তাহা শ্রবণ করা যায়।

ভাগঃ পপ্রচ্ছ যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ কতিগ্রহাঃ কত্যতিগ্রহা ইতি, অষ্টৌ গ্রহা অষ্টাবতি গ্রহা ইতি। প্রাণো-গ্রহঃ অপানেনাতিগ্রহেণ গন্ধান্ জিঘ্রতি বাগ্ গ্রহঃ নাম্নাতিগ্রহেণ নামান্যভিবদতি, জিহ্বাগ্রহঃ রসেনাতি-গ্রহেণ রসান্ বিজানাতি, চক্ষুর্গ্রহঃ রূপেণাতিগ্রহেণ রূপাণি পশ্যতি, শ্রোত্রং গ্রহঃ শব্দেনাতিগ্রহেণ শব্দান্ শৃণোতি, মনোগ্রহঃ কামেনাতিগ্রহেণ কামান্ কাময়তে, হস্তৌ গ্রহঃ কর্ম্মণাতিগ্রহেণ কর্ম্ম করোতি, ত্বগ্ গ্রহঃ স্পর্শেণাতিগ্রহেণ স্পর্শান্ বেদয়তে ইতি। গৃহ্ণাতি নিবধ্নন্তি বিষয়াসক্তং পশুমিবেতি পুর্ব্বেষাং গ্রহত্বং তদাকর্ষকত্বাত্তুত্তরেষাম্ভতিগ্রহত্বমিতি জ্ঞেয়ম্। তস্মাদিন্দ্রিয়েভ্যোঽর্থাঃ শ্রেষ্ঠা ইতি। ইন্দ্রিয়ার্থব্যবহারস্য মনো মূলত্বাদর্থেভ্যো মনঃ প্রধানম্। মনসস্তু পরা বুদ্ধিঃ বুদ্ধিস্তু নিশ্চিত্য বিষয়ান্ ভুঙ্‌ক্তে ইতি সংশয়া-ত্মকান্মনসো নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিঃ পরা শ্রেষ্ঠেত্যর্থঃ। বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ, নিশ্চয়াত্মিকা ভোগোপকরণাদ্ বুদ্ধের্ম্মহানাত্মা পরঃ শ্রেষ্ঠঃ, কীদৃশো মহানিত্যাহ দেহেন্দ্রিয়ান্তঃকরণানাং স্বামী, পরিচালক ইত্যর্থঃ। মহতঃ পরমব্যক্তং মহত আত্মনো জীবাদব্যক্তং সূক্ষ্মশরীরং শ্রেষ্ঠং, তেন সূক্ষ্মশরীরেণৈব জীবস্য নানা যোনিষু সমাকর্ষণাৎ তস্মাৎ সূক্ষ্মশরীরং প্রধানমিত্যর্থঃ। সূক্ষ্মশরীরন্তু সপ্তদশাবয়ববিশিষ্টম্ তচ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চকং

এই বিষয়ে বৃহদারণ্যকোপনিষদে বর্ণনা আছে—অনন্তর 'জারৎকারব আর্ত্তভাগ যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে ঋষে! কতগুলি গ্রহ আছে? এবং কতগুলি অতিগ্রহ আছে? শ্রীযাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—আটটি গ্রহ আছে এবং আটটিই অতিগ্রহ আছে, তাহা এই প্রকার—প্রাণ একটি গ্রহ, সে অপানরূপ অতিগ্রহের দ্বারা গন্ধসকলের আঘ্রাণ গ্রহণ করে। বাক্য একটি গ্রহ, সে নাম অতিগ্রহের দ্বারা নাম সকল বর্ণনা করিয়া থাকে। জিহ্বা একটি গ্রহ, সে রসনারূপ অতিগ্রহের দ্বারা রস সকল জানে। চক্ষু একটি গ্রহ, সে রূপ অতিগ্রহের দ্বারা রূপ সকল দর্শন করে। শ্রোত্র একটি গ্রহ, সে শব্দরূপ অতি-গ্রহের দ্বারা শব্দসকল শ্রবণ করে। মন একটি গ্রহ, সে কামরূপ অতিগ্রহের দ্বারা কাম সকল কামনা করে। হস্তদ্বয় একটি গ্রহ, সে কর্ম্মরূপ অতিগ্রহের দ্বারা কর্ম্ম করে। ত্বক্ একটি গ্রহ, সে স্পর্শরূপ অতি-গ্রহের দ্বারা স্পর্শসকল জানে। এই প্রকার গ্রহণ করে, নিবদ্ধ করে, অর্থাৎ বিষয়াসক্ত পশুর ন্যায় বন্ধন যে করে তাহা বিষয়, অতএব প্রাণাদির গ্রহত্ব এবং এই গ্রহগণকে আকর্ষণ করা হেতু অপানাদির অতি-গ্রহত্ব জানিতে হইবে। অতএব ইন্দ্রিয়গণ হইতে অর্থ সকল শ্রেষ্ঠ ইহাই অর্থ।

ইন্দ্রিয়সকল যে অর্থ ব্যবহার করে তাহার মূল মন হওয়ার জন্য অর্থ সকল হইতে মন প্রধান। এই মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, কারণ বুদ্ধি নিশ্চয় করিয়া বিষয় সকলকে ভোগ করে, সুতরাং সংশয়াত্মক মন হইতে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি পরা বা শ্রেষ্ঠা, এই বুদ্ধি হইতে মহান্ আত্মা শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মিকা ভোগো-পকরণ স্বরূপা বুদ্ধি হইতে মহান্ আত্মা পর বা শ্রেষ্ঠ। এই মহান কি প্রকার? তাহা বলিতেছেন—দেহ ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণাদি সকলের স্বামী, পরিচালক। মহান হইতে অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ মহান আত্মা জীব হইতে অব্যক্ত সূক্ষ্মশরীর শ্রেষ্ঠ। কারণ সেই সূক্ষ্মশরীরের দ্বারাই নানা যোনিতে সমাকর্ষণ করা হেতু জীব হইতে সূক্ষ্মশরীর প্রধান ইহাই অর্থ।

বা ইতি সন্দেহে। মহদব্যক্ত পুরুষাণাং পরাপর ভাবেন স্মৃতি প্রসিদ্ধানাং শ্রুতৌ যথাবৎ প্রত্যভিজ্ঞানাৎ স্মার্ত্তং স্বতন্ত্রং প্রধানমিহ বাচ্যমিতি প্রাপ্তে—

কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চকং বায়ু পঞ্চকং বুদ্ধিমনসী চ। তস্মাৎ সূক্ষ্মশরীরাদব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ শ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ। দেহেন্দ্রিয়াদিসর্ব্বনিয়ন্তৃত্বাৎ সর্ব্বপ্রবর্ত্তকত্বাচ্চ তস্মাদব্যক্তাদপি পুরুষঃ প্রধানমিত্যর্থঃ।

নন্বু পুরুষাদপি কিঞ্চিৎ প্রধানমস্তীতিচেন্নেত্যাহ—পুরুষাৎ শ্রীগোবিন্দদেবাৎ কিঞ্চিৎ কিমপি বস্তু পরং প্রধানং ন নাস্তীত্যর্থঃ তস্মাৎ সর্ব্বেষামিন্দ্রিয়াদীনাং সা কাষ্ঠা নিষ্ঠা স এবাবধিরিত্যর্থঃ। অতএব চ গন্তৄনাং গতিমতাং সাধকানাং পরা প্রকৃষ্টাগতিঃ, পরমপ্রাপ্য এব স ইতি। তথাহি শ্রীগীতাসু ৮।১৮, মামুপেত্য তু কৌন্তেয়! পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে। ইদমেবাহ শ্রীভগবান্—ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ। মনসস্তু পরাবুদ্ধি র্যো বুদ্ধেঃ পরতাস্তু সঃ॥ ইতি বিষয়বাক্যম্।

সংশয়ঃ—অথ কঠোপনিষদুক্তমন্ত্রে সন্দেহমবতারয়ন্তি—তত্রেতি। তত্র কাঠকবাক্যে 'অব্যক্ত' শব্দেন স্মার্ত্তং কপিলতন্ত্রোক্তং প্রধানং বাচ্যম্? স্থূল সূক্ষ্মকারণং সর্ব্বোৎপাদকং প্রধানং গ্রাহ্যম্? অথবাব্যক্তশব্দেন শরীরং বাচ্যমিতি সন্দেহবাক্যম্

এই সূক্ষ্মশরীর সপ্তদশ অবয়ব বিশিষ্ট, তাহা এই প্রকার—জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটি, কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচটি, বায়ু পাঁচটি এবং বুদ্ধি ও মন। অতএব সূক্ষ্মশরীর—অব্যক্ত হইতে পুরুষ পর পরম শ্রেষ্ঠ ইহাই অর্থ। দেহ ইন্দ্রিয়াদি সকলের নিয়ামক ও সকলের প্রবর্ত্তক অব্যক্ত হইতেও পুরুষ প্রধান। যদি বলেন—এই পুরুষ হইতেও কোন বস্তু শ্রেষ্ঠ আছে কি? তদুত্তরে বলিতেছেন—না, এই পরম পুরুষ শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব হইতে কোনও বস্তু কিঞ্চিৎ ও পর শ্রেষ্ঠ নাই। সুতরাং সকল ইন্দ্রিয়গণের এই পুরুষই কাষ্ঠা বা নিষ্ঠা, অর্থাৎ তিনিই অবধি। অতএব গমনকারি সাধকগণের পরা প্রকৃষ্টা গতি, অর্থাৎ শ্রীগোলোকে গমনকারি সাধকগণের শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবই পরম প্রাপ্য ইহাই অর্থ।

এই বিষয়ে শ্রীগীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন—হে কৌন্তেয়! আমাকে লাভ করিলে সাধকের আর পুনর্জ্জন্ম থাকে না। উপনিষৎ মন্ত্রের সাদৃশ্যও শ্রীগীতায় বর্ত্তমান আছে তাহা প্রদর্শিত করিতেছেন—যেমন ইন্দ্রিয়সকল শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয় হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি হইতে তিনি পরম শ্রেষ্ঠ। এই প্রকার কঠোপনিষদের মন্ত্র বিষয়বাক্যরূপে প্রদর্শিত হইল।

সংশয়—অনন্তর কঠোপনিষৎ কথিত মন্ত্রে সন্দেহের অবতারণা করিতেছেন—তত্র ইত্যাদি। এই অব্যক্ত শব্দের দ্বারা কি স্মার্ত্ত প্রধান বর্ণনা করিতেছেন, অথবা এই শরীর বর্ণনা করিতেছেন। অর্থাৎ—কঠোপনিষৎ কথিত বাক্যে 'অব্যক্ত' শব্দের দ্বারা স্মার্ত্ত—কপিলতন্ত্র বর্ণিত প্রধান অর্থাৎ—স্থূল ও সূক্ষ্মের পরম কারণ সকল বস্তুর উৎপাদনকারী প্রধান গ্রহণ করিতে হইবে? অথবা—অব্যক্ত শব্দের

ওঁ ॥ আনুমানিকমপ্যেকেষামিতি চেন্ন শরীররূপকবিন্যস্তগৃহীতের্দর্শয়তি চ ॥ ওঁ ॥ ১।৪।১।১

পূর্ব্বপক্ষঃ—ইত্যেবং দ্বিকোটিকে সংশয়বাক্যে সমুপস্থিতে পূর্ব্বপক্ষং রচয়ন্তি—মহদিতি। পরাপরভাবেনেতি যথোত্তর শ্রেষ্ঠত্বেন বোদ্ধব্যম্‌ মহতোঽ ব্যক্তং শ্রেষ্ঠং তস্মাদপি পুরুষমিত্যর্থঃ, অতঃ কপিল স্মৃতি প্রসিদ্ধানাং তত্ত্বানাং কাঠকশ্রুতৌ যথাবৎ প্রত্যভিজ্ঞানাৎ বর্ণনাৎ স্মার্ত্তং প্রধানমিহাব্যক্ত শব্দ বাচ্যমিতি পূর্ব্বপক্ষবাক্যম্।

সিদ্ধান্তঃ—ইত্যেবং পূর্ব্বপক্ষে প্রাপ্তে সিদ্ধান্তসূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—আনুমানিকমিতি। একেষাং শাখিনাং কঠানাং যদ্বাক্যং তদানুমানিকং সাংখ্য পরিকল্পিতং প্রধানং জগৎকারণত্বেনাম্নায়তে ইতি চেন্ন তস্য বাক্যস্য শরীররূপকবিন্যস্ত গৃহীতেঃ। পূর্ব্বত্র রথিরথাদিরূপক ভাবেন বিন্যস্তেষ্বাত্মাদিষু মধ্যে রথত্বেন রূপিতস্য তস্য শরীরস্যৈবাত্রাব্যক্ত শব্দেন গ্রহণাদিত্যর্থঃ। দর্শয়তি চ ইদমেবার্থ

দ্বারা চক্ষু কর্ণ, করচরণাদি যুক্ত শরীরকে বলিতেছেন। অর্থাৎ এই অব্যক্ত, প্রধান? অথবা শরীর? ইহাই সন্দেহবাক্য।

পূর্ব্বপক্ষ—এই প্রকার দ্বিকোটিক সংশয়বাক্যের সমুপস্থিত হইলে পূর্ব্বপক্ষের রচনা করিতেছেন—মহৎ ইত্যাদি। মহৎ, অব্যক্ত ও পুরুষের মধ্যে পরাপর ভাবের দ্বারা স্মৃতি প্রসিদ্ধ পদার্থ সকলের শ্রুতিতে যথাযথভাবে প্রত্যভিজ্ঞা হেতু স্মৃতি প্রতিপাদিত স্বতন্ত্র প্রধানকেই এই স্থানে বর্ণনা করিতেছেন। অর্থাৎ—মহৎ, অব্যক্ত ও পুরুষ ইহাদের পরাপর ভাব—যথোত্তর শ্রেষ্ঠরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। যেমন মহান হইতে অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ, অব্যক্ত হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ ইহাই অর্থ। অতএব কপিলস্মৃতি বর্ণিত প্রসিদ্ধ তত্ত্বসকলের কঠোপনিষদে যথাযথ ভাবে প্রত্যভিজ্ঞা বর্ণনা করা হেতু এই স্থলে স্মার্ত্ত প্রধানই অব্যক্ত শব্দ বাচ্য। এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ প্রদর্শিত হইল।

সিদ্ধান্ত—এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্তসূত্রের অবতারণা করিতেছেন—আনুমানিক ইত্যাদি। এক শাখা—কাঠক শাখায় যে বাক্য আছে তাহা আনুমানিক প্রধান, ইহা বলিতে পারেন না, ঐ বাক্য শরীর রূপক বিন্যস্ত গ্রহণ করা হেতু প্রধান নহে এবং তাহা প্রদর্শিত করিতেছেন। অর্থাৎ—কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয় কাঠকশাখার কঠোপনিষৎ শাখাধ্যায়ী ব্রাহ্মণগণের যে বাক্য তাহা আনুমানিক অর্থাৎ সাংখ্যশাস্ত্র পরিকল্পিত প্রধানকে জগৎকারণ রূপে শ্রুতিতে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা বলিতে পারেন না, কারণ—সেই বাক্যের শরীর রূপক বিন্যাসপূর্ব্বক গ্রহণ করা হইয়াছে। পূর্ব্বে রথী রথাদিরূপক ভাবের দ্বারা বিন্যস্ত আত্মাদির মধ্যে রথ রূপে রূপিত সেই শরীরেরই এই স্থলে অব্যক্ত শব্দের দ্বারা গ্রহণ করা হেতু অব্যক্ত প্রধান নহে, ইহাই অর্থ।

একেষাং কঠানামানুমানিকং স্মার্ত্তং প্রধানমপি বাচ্যং দৃশ্যতে, "ন ব্যক্তমব্যক্তম্" ইতি ব্যুৎপত্ত্যা তদুক্তেরিতি চেন্ন। কুতঃ ? শরীরেত্যাদেঃ। শরীরমেবাত্র রথরূপক বিন্যস্তমব্যক্ত-শব্দেন গৃহ্যতে। দর্শয়তি চৈতৎ প্রাক্তনো গ্রন্থ আত্মশরীরাদীনাং রথাদিরূপককৢপ্তিম্। এতদুক্তং ভবতি পূর্ব্বত্র (কঠ ১।৩।৩-৪) আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব চ। বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥ ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্॥

মিন্দ্রিয়াদীনাং বশীকরণার্থং পরত্বস্যোক্তত্বান্নাত্রানুমানিকস্য প্রধানস্য গ্রহণমিতি সূত্রার্থঃ। অথ সূত্রানু-সারেণ শঙ্কামবতারয়ন্তি কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় একেষাং কঠোপনিষচ্ছাখায়াং স্মার্ত্তং কপিলরচিতস্মৃতিশাস্ত্রোক্তং যৎ প্রধানং তত্তত্র দৃশ্যতে, অতঃ কপিলং মতং নাবৈদিকমিতিভাবঃ। তথাব্যক্তশব্দস্য ব্যুৎপত্তিগতেনার্থে-নাপি সাংখ্যোক্তং প্রধানমেব প্রতিপাদয়ন্তি—ন ব্যক্তমব্যক্তমিতি।

অত্র নঞ্ বিচারঃ—নঞ্ দ্বিবিধঃ পর্য্যুদাস প্রসজ্যপ্রতিষেধশ্চ। প্রধানত্বং বিধের্যত্র প্রতিষেধেঽপ্রধানতা। পর্য্যুদাসঃ স বিজ্ঞেয়ো যত্রোত্তরপদেন নঞ্॥ অপ্রাধান্যং বিধের্যত্র প্রতিষেধে প্রধানতা। প্রসজ্যপ্রতিষেধোঽসৌ ক্রিয়য়া সহ যত্র নঞ্॥ কিঞ্চ নঞর্থাস্তু ষড়্বিধা ভবন্তি—তৎ সাদৃশ্যমভাবশ্চ তদন্যত্বং তদল্পতা। অপ্রাশস্ত্যং বিরোধশ্চ নঞার্থাঃ ষট্ প্রকীর্ত্তিতা॥ অত্র নঞঃ পূর্ব্বপদে স্থিতত্বাৎ পর্য্যুদাস এব জ্ঞেয়ঃ, অতো ব্যক্তস্য স্থূলস্যাভাবত্বহেতুরব্যক্তমিতি। তস্মাৎ কঠোপনিষদি অব্যক্ত শব্দেন

দর্শয়তি—অর্থ ৎ এই অর্থ-ই ইন্দ্রিয়গণের বশীকরণের নিমিত্ত পরত্বের কথন হেতু এই স্থানে আনুমানিক প্রধানের গ্রহণ করা উচিত নহে. ইহাই এই সূত্রের অর্থ।

অনন্তর সূত্রানুসারে আশঙ্কার অবতারণা করিতেছেন- কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয় এক কাঠকগণের শাখায় আনুমানিক স্মার্ত্ত প্রধানকেও বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা দেখা যায়। কারণ—"যাহা ব্যক্ত নহে তাহা অব্যক্ত" এই প্রকার ব্যুৎপত্তির দ্বারা তাহা নিরূপণ করা হইয়াছে। শঙ্কা—কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় এক কঠোপনিষৎ শাখায় স্মার্ত্ত -শ্রীকপিল বিরচিত স্মৃতিশাস্ত্র নিরূপিত যে প্রধান তাহা কঠোপনিষদে দেখা যায়, সুতরাং শ্রীকপিল প্রদর্শিত মত অবৈদিক নহে ইহাই ভাবার্থ।

অনন্তর অব্যক্ত শব্দের ব্যুৎপত্তি গত অর্থের দ্বারাও সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত অব্যক্ত প্রতিপাদন করিতেছেন—যাহা নহে ব্যক্ত তাহা অব্যক্ত। এই স্থলে নঞের বিচার করিতেছেন। এই নঞ্ দুই প্রকার, এক পর্য্যুদাস অপর প্রসজ্য প্রতিষেধ। যে স্থলে বিধির প্রধানতা, প্রতিষেধ বিষয়ে অপ্রধানতা সেই স্থানে যে নঞ্, তাহাকে পর্য্যুদাস বলে, এই পর্য্যুদাস নঞ্ পদের উত্তরে অবস্থান করে। যে স্থলে বিধির অপ্রধানতা, প্রতিষেধে প্রধানতা তাহাকে প্রসজ্য প্রতিষেধ নঞ বলে এই প্রসজ্য প্রতিষেধ নঞ্ ক্রিয়ার সহিত অবস্থান করে। আরও এই নঞের অর্থ ছয় প্রকার—যেমন—তাহার সমান, অভাব, তাহার অন্য,

ইত্যাদিনা। "সোঽধ্বনঃ পরমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্" ইত্যন্তেন গ্রন্থেন। শ্রীবিষ্ণুপদ-প্রেপ্সুমুপাসকং রথিত্বেন তচ্ছরীরাদিকং রথাদিত্বেন রূপ য়ত্বা যস্তৈতে রথাদয়ো বশে ভবন্তি

সাংখ্যোক্তপ্রধানমেব নতু সূক্ষ্ম শরীরমিতি। ইত্যেবং সাংখ্যানামাশঙ্কায়ামবতারিতে সিদ্ধান্তয়ন্তি শ্রীমদ্ভাষ্যকারাচার্য্যচরণাঃ—ইতীতি। কুতস্তদব্যক্ত শব্দেন প্রধানং ন ভবতীতি শরীরেত্যাদেঃ।

অথৈতৎ প্রকরণস্য সারার্থমাহুঃ—এতদিতি। ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা' ইতি মন্ত্রস্য পূর্ব্বত্র শরীরস্য-রথত্বেন রূপিতং তদাহ—আত্মানং জীবাত্মানং রথিনং বিদ্ধি, অত্র ভোক্তৃত্বেন প্রাধান্যাজ্জীবস্য রথীত্বং ভোগ সাধন শরীরস্য স্বামীত্বমিতি। শরীরং রথং জানীহি, শরীরস্য রথবদ্ ভোগসাধনত্বাদ্রথত্বম্। বুদ্ধিং তু সারথিং নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তিং বুদ্ধিং সারথিং রথপরিচালকং বিদ্ধি, বিবেকাবিবেকবৃত্তিভ্যাং শরীরদ্বারা সুখ

তাহার অল্পতা, অপ্রশস্ত, বিরোধ, নঞের এই ছয় প্রকার অর্থ পরিকীর্ত্তিত হইল। এই স্থানে অব্যক্ত শব্দে নঞের পূর্ব্বপদে অবস্থান করা হেতু পর্য্যুদাস নঞ্, বুঝিতে হইবে, অতএব ব্যক্ত স্থূলের অভাবত্ব নিবন্ধন অব্যক্ত, যাহা নহে ব্যক্ত অব্যক্ত। সুতরাং কঠোপনিষদে অব্যক্ত শব্দের দ্বারা সাংখ্যশাস্ত্র নিরূপিত প্রধানকেই গ্রহণ করিতে হইবে, কিন্তু সূক্ষ্মশরীর নহে।

সমাধান—এই সাংখ্যবাদিগণ আশঙ্কার অবতারণা করিলে শ্রীমৎ ভাষ্যকারাচার্য্যপাদ সিদ্ধান্ত করিতেছেন—ইতি চেৎ ন ইত্যাদি। আপনারা এই প্রকার আশঙ্কা করিবেন না, কারণ—শরীর ইত্যাদি। অর্থাৎ—কেন সেই অব্যক্ত শব্দের দ্বারা প্রধানকে গ্রহণ করা হইবে না? তদুত্তরে বলিতে-ছেন—শরীরকে এই স্থলে রথ রূপক বিন্যস্ত করিয়া অব্যক্ত শব্দের দ্বারা তাহাকেই গ্রহণ করিতেছেন। ইহা পূর্ব্বে বর্ণিত গ্রন্থে আত্মা শরীরাদির রথাদি রূপক বর্ণনা প্রদর্শিত করিয়াছেন। অনন্তর এই প্রক-রণের সারার্থ বর্ণনা করিতেছেন—এতদিতি ইত্যাদি। এই স্থলে ইহাই বলিবার বিষয় হইতেছে যে—কঠোপনিষদে যে স্থানে 'ইন্দ্রিয় হইতে' ইত্যাদি বর্ণিত আছে তাহার পূর্ব্বে এই প্রকার বর্ণনা করিয়াছেন—আত্মাকে রথী বলিয়া জানিবে, শরীরকে রথ জানিবে, বুদ্ধি সারথি, মন প্রগ্রহ, ইন্দ্রিয়সকল হয় বা ঘোটক এবং বিষয় সকল মার্গ বা পথ। ইত্যাদি বর্ণনা করিয়া সে এই পথের পরপারে শ্রীবিষ্ণুর পরমপদ বা স্থান প্রাপ্ত করে। ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা সমাপ্ত করিয়াছেন।

অর্থাৎ—কঠোপনিষদে যে 'ইন্দ্রিয় হইতে পর' মন্ত্র আছে তাহা পূর্ব্বে মানবশরীরের রথ রূপে রূপিতত্ব নিরূপিত হইয়াছে তাহা বলিতেছেন—আত্মা জীবাত্মাকে রথী বলিয়া জানিবে, কারণ জীবাত্মার ভোক্তৃত্ব ধর্ম্ম প্রধান হেতু তাহার রথীত্ব সিদ্ধ, অর্থাৎ ভোগ সাধন শরীররূপ রথের স্বামী। শরীর—মানব শরীরকে রথ জানিবে। মানবশরীরের রথবৎ ভোগ সাধন রূপ হওয়া হেতু তাহা রথ। বুদ্ধি—সারথি, অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি যে বুদ্ধি তাহাকে রথ পরিচালক সারথি বলিয়া জানিবে। বিবেক ও অবিবেক

সোঽধ্বনঃ পারং তৎপদমাপ্নোতি ইত্যুক্তাথ রথাদিরূপিতানাং তেষাং শরীরাদীনাং বশী-কার্য্যতায়াং গৌণ্য প্রাধান্যমুচ্যতে—'ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থাঃ" (কঠ০ ১ ৩।১০) ইত্যাদিনা। তত্র যানীন্দ্রিয়াণি রথরূপকেঽশ্বাদিভাবেন প্রকৃতানি তান্যেবেহ বাক্যেঽপি গৃহ্যন্তে, প্রায়ঃ শব্দ-

---

দুঃখয়োর্ভোক্তুর্নয়নাৎ বুদ্ধেঃ সারথিত্বম্। অপিচ মনঃ প্রগ্রহমেব চ, প্রগ্রহং অশ্বসংযমনকারকরজ্জুবিশেষং, সঙ্কল্পবিকল্পাত্মকং মনঃ ইন্দ্রিয়হয়ানাংনিয়ামকম্। ইন্দ্রিয়াণি চক্ষুরাদীনি হয়ানশ্বানাহুঃ, তেম্বিন্দ্রিয়েষু অশ্বত্বেন কল্পিতেষু বিষয়ান্ গোচরানশ্বসঞ্চারপ্রদেশান্, তেষু রূপাদিবিষয়েষু সঞ্চারাৎ ইন্দ্রিয়াণামশ্বত্বমিতি। তস্মান্মনসা হয়রশ্মিস্থানীয়েন বিবেকিনা বিষয়েভ্য ইন্দ্রিয়াণি নিবর্ত্ত্যন্তে। তেনাবিবেকিনা বিষয়েষু তানীন্দ্রিয়ানি প্রবর্ত্ত্যন্তে। অত ইন্দ্রিয়াণি সংযতানি সন্মার্গং প্রাপয়ন্তি, অসংযতানি তু কুমার্গং প্রাপয়ন্তীতি তেষামিন্দ্রিয়াণাং হয়ত্বমিতি। অশ্বো মার্গমালক্ষ্য চলতীন্দ্রিয়াণি তু বিষয়মুপলভ্য চলন্তীতি তেষাং শব্দাদীনাং গোচরত্বং মার্গত্বমিত্যর্থঃ। তস্মাৎ যস্যেন্দ্রিয়াণি সংযতানি স শ্রীভগবৎ চরণারবিন্দং প্রাপ্নোতীতি প্রতিপাদয়তি সোঽধ্বনেতি ঈদৃশো যঃ প্রমাতা স চেৎ সৎপ্রসঙ্গী স্যাত্তদাধ্বনঃ সংসারমার্গস্য পারং গত্বা বিষ্ণোঃ সর্ব্বব্যাপনশীলস্য শ্রীগোবিন্দদেবস্য পরং পদং সর্ব্বশ্রেষ্ঠস্থানং শ্রীগোলোকবৃন্দাবনং প্রাপ্নোতীতার্থঃ। তথাচ শ্রীবিষ্ণুরিতি শব্দতৌল্যাদিতাস্তেন। ননু 'ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থাঃ" ইত্যত্র শরীরাগ্রহণাৎ

বৃত্তি ও শরীর দ্বারা ভোক্তা জীবের সুখ ও দুঃখ আনয়ন করা হেতু বুদ্ধি সারথি হয়। আরও মন প্রগ্রহ, অশ্ব সংযমকারী রজ্জুকে প্রগ্রহ বলা হয়, সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক মন ইন্দ্রিয় ঘোটকের নিয়ামক। চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় সকল হয় বা অশ্ব। এই ইন্দ্রিয় সকলকে অশ্বরূপে কল্পনা করিলে বিষয় সকল গোচর মার্গ, অর্থাৎ অশ্ব সঞ্চরণকারী প্রদেশ। সেই রূপাদি বিষয়ে সঞ্চার বিচরণ করা হেতু ইন্দ্রিয়গণের অশ্বত্ব সিদ্ধ হইল। সুতরাং হয়রশ্মি স্থানীয় মনের দ্বারা বিবেকী কর্ত্তৃক বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় সকলকে নিবর্ত্তিত করে এবং মনের দ্বারা অবিবেকী কর্ত্তৃক বিষয়ের মধ্যে ইন্দ্রিয় সকলকে প্রবর্ত্তিত করে। অতএব যাহার ইন্দ্রিয় সকল সংযত থাকে তাহাকে সৎপথে পরিচালিত করে। তথা যাহার ইন্দ্রিয়সকল অসংযত তাহাকে কুমার্গ প্রাপ্ত করায়, সুতরাং ইন্দ্রিয়গণের অশ্বত্ব সিদ্ধ হইল।

অশ্ব যে প্রকার মার্গ লক্ষ্য করিয়া চলে, ইন্দ্রিয় সকলও সেই প্রকার বিষয়সকলকে লাভ করিয়া পরিচালিত হয়, সুতরাং সেই শব্দাদি বিষয়ের গোচর বা মার্গত্ব সিদ্ধ হয়। অতএব যাহার ইন্দ্রিয় সকল সংযমিত আছে সে শ্রীভগবৎ চরণারবিন্দ প্রাপ্ত করে তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন—সে অধ্বের ইত্যাদি। এই প্রকার সংযতেন্দ্রিয় যে প্রমাতা সাধক সে যদি সৎ প্রসঙ্গী হয় তাহা হইলে অধ্ব সংসারমার্গের পার গমন করিয়া বিষ্ণু সর্ব্বব্যাপনশীল শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের পরমপদ—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান শ্রীগোলোক বৃন্দাবন প্রাপ্ত করে ইহাই অর্থ।

তৌল্যাৎ। যত্তু, শরীরমবশিষ্টং তৎখল্বব্যক্তশব্দেন পরিশেষাৎ প্রকরণাচ্চেতি। ন চ স্মার্ত্ত-তত্ত্ব প্রত্যভিজ্ঞাত্রাঽস্তি, তন্মতবিরোধাৎ ॥ ১ ॥

কথং পূর্ব্বপ্রকরণস্য তৌল্যমিত্যপেক্ষায়ামাহুঃ—যত্ত্বিতি। পূর্ব্ব প্রকরণস্য শরীরশব্দঃ পরপ্রকরণেঽব্যক্ত শব্দেন বোদ্ধব্যম্। পরিশেষাদিতি—প্রসক্তপ্রতিষেধেনান্যত্রাপ্রসঙ্গাৎ যদবশিষ্যতে স পরিশেষঃ তস্মাৎ কারণাদিত্যর্থঃ। অথ সাংখ্যসিদ্ধান্তেন সহ কঠোপনিষদুক্ত প্রকরস্য বৈসাদৃশ্যং প্রতিপাদয়ন্তি নচেতি। তন্মতবিরোধাদিতি সাংখ্যানাং সিদ্ধান্তবিরোধাদিত্যর্থঃ। তথাচ—ইন্দ্রিয়েভ্যোঽর্থানাং পরত্বং তদ্ধেতুত্বাদিতি, অর্থেভ্যো মনসঃ পরত্বং তদ্ধেতুত্বাদিতি চ সাংখ্যা ন মন্যন্তে। কিঞ্চ মহানাত্মা বুদ্ধেঃ পর ইত্যত্রাপি মহতো মহান্ পরঃ, ইতি বাচ্যমেতচ্চ তে ন স্বীকুর্ব্বন্তি, বুদ্ধিশব্দেন মহত্তত্ত্বস্য স্বীকারাৎ, আত্মা শব্দেন মহতো-

---

এই মন্ত্র সকলের অর্থ শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদ স্বয়ং করিতেছেন—শ্রীবিষ্ণু ইত্যাদি। শ্রীবিষ্ণুচরণারবিন্দ প্রাপ্ত করিবার ইচ্ছুক ব্যক্তিকে রথিস্বরূপ, সেই সাধকের শরীরকে রথাদি রূপে রূপিত করিয়া যাহারই রথাদি স্ববশে অবস্থান করে সেই সংসারমার্গের পার গমন করিয়া শ্রীভগবানের স্থান বৈকুণ্ঠাদি লাভ করে। এই প্রকার বর্ণন করিয়া রথাদি রূপকে রূপিত শরীর মন ইন্দ্রিয়াদির বশীকরণ বিষয়ে গৌণ ও প্রধান বর্ণনা করিতেছেন—"ইন্দ্রিয় হইতে অর্থ শ্রেষ্ঠ" ইত্যাদির দ্বারা। পূর্ব্ব প্রকরণে যে সকল ইন্দ্রিয়াদিকে রথ অশ্বাদিভাবের দ্বারা বর্ণন করিয়াছেন, সেই সকলই এই পরের প্রকরণের বাক্যেও গ্রহণ করিয়াছেন। কারণ উভয় প্রকরণের শব্দ সকল তুল্য হওয়া হেতু।

যদি বলেন—'ইন্দ্রিয় হইতে অর্থ শ্রেষ্ঠ' এই স্থানে শরীর গ্রহণ করা হয় নাই, কিন্তু পূর্ব্ব প্রকরণে করিয়াছেন, এই অবস্থায় কি প্রকারে এই প্রকরণ পূর্ব্বপ্রকরণের তুল্য হইবে? এই প্রকার আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—যত্তু ইত্যাদি। যদি বলেন—শরীর গ্রহণ করা হইল না সুতরাং তাহা অবশিষ্ট থাকিল। তদুত্তরে বলিতেছেন—তাহা কিন্তু অব্যক্ত শব্দের দ্বারাই জানিতে হইবে, পরিশেষ ও প্রকরণ হেতু। অর্থাৎ পূর্ব্বপ্রকরণের শরীর শব্দকে এই প্রকরণের অব্যক্ত শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে। পরিশেষ অর্থাৎ—প্রসক্ত প্রতিষেধের দ্বারা অন্যত্র অপ্রসঙ্গ হেতু যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাকে পরিশেষ বলে, সেই কারণেও অব্যক্ত শব্দে শরীরকেই বুঝায়। অনন্তর সাংখ্য সিদ্ধান্তের সহিত কঠোপনিষৎ বর্ণিত প্রকরণের বৈসাদৃশ্য প্রতিপাদন করিতেছেন—ন চ ইত্যাদি। স্মার্ত্ত তত্ত্বের প্রত্যভিজ্ঞা এই স্থলে নাই, কারণ—সাংখ্যমতের বিরোধ হেতু। অর্থাৎ—তন্মত বিরোধ সাংখ্যবাদিগণের সিদ্ধান্ত বিরোধ হওয়া হেতু সাংখ্য স্মৃতি ও কঠোপনিষদের বিরোধ বিদ্যমান আছে ইহাই অর্থ।

সাংখ্যমতের কি প্রকার বিরোধ হইবে তাহা প্রদর্শিত করিতেছেন—ইন্দ্রিয় হইতে অর্থ সকলের শ্রেষ্ঠত্ব, তাহাদের আকর্ষণ করা হেতু, অর্থ হইতে মনের শ্রেষ্ঠতা কারণ ইন্দ্রিয়গণ যে অর্থ ব্যবহার করে

নন্বু শরীরস্য ব্যক্তত্বাদব্যক্ত শব্দবাচ্যতা কথমিত্যাশঙ্ক্যাহ—

ওঁ ॥ সূক্ষ্মন্তু তদর্হত্বাৎ ॥ ওঁ ॥ ১।৪।১।২।

বিশেষণঞ্চ সাংখ্যমতমিতি সর্ব্বমেতৎ তৎসিদ্ধান্তেন সহাস্মাকং সিদ্ধান্তমসঙ্গতমিতি। তস্মাৎ পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবারাধকানাং বৈদিকানাং শ্রীবাদরায়ণমতমেব গ্রহণমুচিতমিতি রাদ্ধান্তঃ ॥১॥

নন্বব্যক্ত শব্দেন প্রধানমেবোচ্যতে, তথাহি মাৎস্যে ৩।১৫, কেচিৎপ্রধানমিত্যাহুরব্যক্তমপরে জগুঃ। এতদেব প্রজাসৃষ্টিং করোতি বিকরোতি চ॥ প্রধানস্য সর্ব্বেষাং পদার্থানাং কারণং, শরীরঞ্চ চতুর্ব্বিংশতত্ত্বাত্মকং তস্মাৎ কথং প্রধানস্য শরীরত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহুঃ—নন্বিতি। ইতি শঙ্কায়াং সমাধানমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—সূক্ষ্মমিতি। সূক্ষ্মমব্যক্তং ভূতসূক্ষ্মমেব, তৎ শরীরাবস্থং সদিহাব্যক্ত শব্দেনোচ্যতে। কস্মাৎ? তদর্হত্বাৎ, তস্য ভূতসূক্ষ্মস্য পুরুষোপকার সাধন শরীররূপেণ ক্ষমত্বাদিতি। ইহ কঠোপনিষদ্-বাক্যে। অথ সূক্ষ্মস্যাব্যক্ত শব্দযোগ্যতামারণ্যকশ্রুতি বাক্যং প্রমাণয়তি তদ্ধেদমিতি। ইদং বিচিত্র-

---

তাহার মূল হেতু, শ্রুতি মন্ত্রে এই প্রকার বর্ণিত আছে, কিন্তু সাংখ্যবাদিগণ তাহা স্বীকার করেন না। আরও—"মহান্ আত্মা বুদ্ধি হইতে শ্রেষ্ঠ" এই স্থানেও "মহান হইতে মহান শ্রেষ্ঠ" এইরূপ বলিতে হইবে, ইহা সাংখ্যবাদিগণ স্বীকার করেন না, কারণ তাঁহারা বুদ্ধি শব্দের অর্থ মহত্তত্ত্ব স্বীকার করেন এবং আত্মা শব্দ মহতের বিশেষণ বলিয়া থাকেন, সুতরাং এই সকল তাঁহাদের সিদ্ধান্তের সহিত আমাদের সিদ্ধান্তের অসঙ্গত হইতেছে। অতএব পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের আরাধক বৈদান্তিকগণের শ্রীবাদরায়ণের মতই গ্রহণ করা উচিত ইহাই সিদ্ধান্ত ॥ ১ ॥

শঙ্কা—অব্যক্ত শব্দের দ্বারা প্রধানকেই বলিতেছেন, কারণ শ্রীমৎস্যপুরাণে বর্ণিত আছে—কেহ ইহাকে প্রধান বলে এবং কেহ কেহ অব্যক্ত বলে, এই প্রধান বা অব্যক্তই প্রজা সৃষ্টি করে ও প্রলয় করে। সুতরাং কি প্রকারে অব্যক্তকে শরীর বলা হইবে। প্রধান কিন্তু সকল পদার্থের কারণ, শরীর কিন্তু চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বাত্মক, অতএব কি প্রকারে প্রধানের শরীরতা সিদ্ধ হইবে? এই প্রকার আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—নন্বু ইত্যাদি।

যদি বলেন—মানবশরীর ব্যক্ত অর্থাৎ সর্ব্বজন ব্যবহার যোগ্য, সুতরাং কি প্রকারে তাহা অব্যক্ত শব্দবাচ্যতা হয়?

সমাধান—ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ এই আশঙ্কার সমাধানের অবতারণা করিতেছেন—সূক্ষ্ম ইত্যাদি। সূক্ষ্ম অব্যক্তই, কারণ তাহা শরীররূপে হওয়ার যোগ্য হেতু। অর্থাৎ—সূক্ষ্ম অব্যক্ত ভূত সূক্ষ্মই, তাহা শরীরাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া এই স্থানে অব্যক্ত শব্দের দ্বারা বলিতেছেন। যে হেতু তাহার যোগ্য হওয়া হেতু, অর্থাৎ—সেই ভূত সূক্ষ্মের পুরুষের উপকার করার সাধন শরীর রূপে পরিণত হওয়ার

শঙ্কানিরাসায় 'তু' শব্দঃ। কারণাত্মনা সূক্ষ্মশরীরমিহ বিবক্ষ্যেত। কুতঃ? তদর্হত্বাৎ। তস্য সূক্ষ্মশরীরস্যাব্যক্তশব্দযোগ্যত্বাৎ। "তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ" (বৃ° ১।৪।৭) ইতি শ্রুতিরপীদং স্থূলাবস্থং জগৎ প্রাগ্ বীজশক্ত্যবস্থং তদ্‌যোগ্যং দর্শয়তি ॥ ২ ॥

ভোগোপকরণ যুক্তং জগৎ তর্হি সৃষ্টেঃ প্রাগব্যাকৃতং সূক্ষ্মরূপমাসীত্তস্মাদব্যক্ত শব্দেন সূক্ষ্মশরীরং গ্রাহ্যমিতি। নন্বব্যক্তশব্দাপরপর্য্যায় প্রধানমিতি, তচ্চ সর্ব্বেষাং বিকারপদার্থনাং পরমকারণং তত্তস্য কথং সূক্ষ্মশরীরত্বম্? তথাহিসাংখ্যসূত্রে ২।১০, "মহদাদিক্রমেণ পঞ্চভূতানাম্" তচ্চ প্রকৃতিশব্দেনোচ্যতে, তথাহি সাংখ্যসূত্রে ৬।৩২, "প্রকৃতেরাদ্যোপাদানতান্যেষাং কার্য্যত্বশ্রুতেঃ" টীকা চ শ্রীভিক্ষূণাং—মহদাদীনাং কার্য্যত্বশ্রবণাত্তেষাং মূলকারণতয়া প্রকৃতিঃ সিদ্ধ্যতীত্যর্থঃ তস্মাৎসর্ব্বকারণপ্রকৃতিরেবাত্রাব্যক্তমিতি চেত্তদা সমাধেয়ম্—বিকারেঽপি প্রকৃতিশব্দো দৃশ্যতে, তথাচ ঋক্ সংহিতায়াম্—৯।৪৬।৪, "গোভিঃ শ্রীণিত মৎসরম্" অত্র গোভিরিতি তদ্‌বিকারৈঃ পায়োভির্মৎসরং সোমং মিশ্রয়েদিতি, তথাচ—যথাত্র বিকারশব্দদুগ্ধস্থলে তৎ কারণং গৌর্গৃহীতম্, এবমত্রাপি স্থূল শরীরস্য কারণং সূক্ষ্ম শরীরমব্যক্ত শব্দেন বোদ্ধব্যমিতিভাবঃ ॥২॥

যোগ্যতা হেতু। সূত্রের মধ্যে যে 'তু' শব্দ আছে তাহা শঙ্কা নিরাসের নিমিত্ত বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ এই প্রকার শঙ্কা করা অনুচিত। এই কঠোপনিষৎ বাক্যে কারণরূপে সূক্ষ্মশরীর বলিতেছেন। কারণ তাহার অর্হ—যোগ্য হেতু, সেই সূক্ষ্মশরীরে অব্যক্ত শব্দ প্রয়োগ হইবার যোগ্য হেতু।

অনন্তর সূক্ষ্মশব্দের অব্যক্ত শব্দ যোগ্যতা বৃহদারণ্যক শ্রুতি বাক্য প্রমাণিত করিতেছেন—"এই জগৎ সেই কালে অব্যাকৃত ছিল" অর্থাৎ—এই বিচিত্র ভোগোপকরণ যুক্ত পরিদৃশ্যমান জগৎ 'তর্হি' সৃষ্টির পূর্ব্বে অব্যাকৃত সূক্ষ্মরূপ ছিল, অতএব অব্যক্ত শব্দের দ্বারা সূক্ষ্ম শরীর গ্রহণ করাই উচিত।

শঙ্কা—যদি বলেন—অব্যক্ত শব্দের অপর পর্য্যায় বা নাম প্রধান, তাহা সকল বিকার পদার্থের পরম কারণ, সুতরাং সেই অব্যক্ত কি প্রকারে সূক্ষ্মশরীর হইবে? এই বিষয়ে সাংখ্যসূত্রে বর্ণিত আছে—অব্যক্ত হইতে মহদাদি ক্রমে পঞ্চভূতের সৃষ্টি হয়, এই অব্যক্তকে প্রকৃতি শব্দের দ্বারা অভিহিত করা হয়, এবং এই প্রকৃতিই সকলের মূল কারণ। এই বিষয়ে সাংখ্যসূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন—প্রকৃতি সকলের আদি উপাদান, কারণ মহদাদি কার্য্য হওয়া হেতু, এই সূত্রের শ্রীবিজ্ঞান ভিক্ষুপাদের টীকা এই রূপ—মহদাদির কার্য্যতা শ্রবণ হেতু তাহাদের মূল কারণ রূপে প্রকৃতি সিদ্ধ হইতেছে ইহাই অর্থ। অতএব সর্ব্বকারণ স্বরূপা প্রকৃতি এই স্থলে অব্যক্ত শব্দবাচ্য।

সমাধান—আপনারা যদি এই প্রকার আশঙ্কা করেন তাহার এই প্রকার সমাধান করিতে হইবে—বিকারেও প্রকৃতি শব্দ দেখা যায়। ঋগ্ বেদ সংহিতায় বর্ণিত আছে—"মৎসর গাভীর দ্বারা শ্রীণীত—মিশ্রিত" অর্থাৎ গোভিঃ—গাভীর বিকার দুগ্ধের দ্বারা মৎসর—সোম শ্রীণীত—মিশ্রিত করিবে।

নন্বু সূক্ষ্মং চেৎ কারণং স্বীকৃতং প্রবিষ্টং তৎ সাংখ্যকুক্ষৌ প্রধানস্য তত্রৈবং নিরূপণাদিত্যাশঙ্কায়ামাহ—

ওঁ ॥ তদধীনত্বাদর্থবৎ ॥ ওঁ ॥ ১।৪।১।৩।

পরমকারণব্রহ্মাধীনত্বাদর্থবৎ প্রধানং স্বকার্য্যোৎপাদন ফলবদিত্যর্থঃ। তদীক্ষণেনৈব প্রধানং প্রবর্ত্ততে ন তু স্বতঃ জাড্যাৎ। শ্রুতিশ্চ শ্বেতাশ্বতরাণাং (৪।১০) "মায়ান্তু প্রকৃতিং

অথ হর্ষোৎফুল্লবিলোচনাঃ সাংখ্যা উচ্চৈর্বিহস্য বেদান্তিনঃ স্বসিদ্ধান্তান্তর্গতং মত্বা শঙ্কামবতারয়ন্তি-নন্বিতি। তত্রৈবমিতি, তত্র সাংখ্যশাস্ত্রে প্রধানস্য জগৎকারণত্বনিরূপণাৎ, তস্মাদ্ ভবন্তোঽস্মাকমেবানুগতা ইত্যর্থঃ। ইত্যেবং সাংখ্যানাং হর্ষং বিলোক্য তেষাং শঙ্কায়াঃ সমাধানমাচরতি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—তদধীনত্বাদিতি ॥ তত্তস্য পরব্রহ্মণঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্যাধীনত্বাৎ প্রধানমর্থবৎ মহদাদি উৎপাদনে সমর্থো ভবতীতি। অথ শ্রীভগবদনুগ্রহেনৈব লব্ধসামর্থ্যং প্রধানং সৃষ্টিকার্য্যে প্রবর্ত্তত ইতি প্রতিপাদয়ন্তি-পরমেতি। তদীক্ষণং শ্রীভগবদীক্ষণদ্বারেণলব্ধসামর্থ্যং সৎসৃষ্ট্যোদৌ প্রধানং প্রবর্ত্ততে,নতু স্বতঃ,জাড্যাচ্চেতনরাহিত্যাদিতি।

সারাংশ এই—যে প্রকার এই স্থানে বিকার শব্দ দুগ্ধ স্থলে দুগ্ধের কারণ গাভীকে গ্রহণ করা হইয়াছে, এই প্রকার এই স্থলেও স্থূল শরীরের কারণ সূক্ষ্ম শরীরকে অব্যক্ত শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে ইহাই ভাবার্থ ॥ ২ ॥

অনন্তর হর্ষোৎফুল্ল বিলোচনে সাংখ্যগণ উচ্চৈঃস্বরে অট্টহাস্য করিয়া বৈদান্তিকগণকে নিজ সিদ্ধান্তের অন্তর্গত মনে করিয়া আশঙ্কার অবতারণা করিতেছেন—নন্বু ইত্যাদি। আপনারা যদি সূক্ষ্মকেই কারণ স্বীকার করেন, তাহা হইলে সাংখ্য কুক্ষিতেই প্রবেশ করিলেন, কারণ—প্রধানকে এই প্রকারই নিরূপণ করা হেতু। অর্থাৎ—সেই সাংখ্যশাস্ত্রে এই প্রকার প্রধানের জগৎ কারণতা নিরূপণ হেতু, এবং আপনারাও অব্যক্তকে কারণ স্বীকার করিতেছেন সুতরাং আপনারাও আমাদেরই অনুগত।

এই প্রকার সাংখ্যবাদিগণের হর্ষ অবলোকন করিয়া, ভগবান শ্রীবাদরায়ণ তাঁহাদের আশঙ্কার সমাধান করিতেছেন—তাঁহার অধীন ইত্যাদি। তাঁহার অধীন হওয়া হেতু প্রধান অর্থবৎ হয়। অর্থাৎ—সেই শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের অধীন হওয়া হেতু প্রধান 'অর্থবৎ' মহদাদি উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়। অতঃপর শ্রীভগবানের অনুগ্রহেই সামর্থ্য লাভ করিয়া প্রধান সৃষ্টিকার্য্যে প্রবর্ত্তিত হয়, ইহা শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদ প্রতিপাদন করিতেছেন—পরম ইত্যাদি। পরম কারণ পরব্রহ্মের অধীন হওয়া হেতু অর্থবৎ—অর্থাৎ—প্রধান মহদাদি স্বকার্য্য সকল উৎপাদন করিতে বলবান—সামর্থশালী হয় ইহাই অর্থ।

তাঁহার ঈক্ষণের দ্বারা প্রধান কার্য্যে প্রবর্ত্তিত হয়, কিন্তু স্বয়ং প্রবর্ত্তিত হয় না, যে হেতু সে জড়

বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্" "অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ" (৪।৯) "য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তি-যোগাদ্ বর্ণাননেকান্নিহিতার্থো দধাতি" (৪।১) ইত্যাদ্যা। স্মৃতিশ্চ—(শ্রীভা° ১১।১০।২২)

অথ শ্বেতাশ্বতরশ্রুতি প্রমাণেন প্রকৃতেঃ শ্রীভগবদধীনত্বং প্রতিপাদয়ন্তি—মায়ামিতি। তু শব্দোঽবধারণে শ্রীভগবদীক্ষণাবাপ্তশক্তিং মায়াং শ্রীগোবিন্দদেবস্য বহিরঙ্গশক্তিরূপাং প্রকৃতিং মহদাদিজড়পদার্থানামুৎপত্তিকারণং বিদ্যাৎ, ননু প্রকৃতিরেব মহদাদিরূপেণ স্বতঃ পরিণমতে, তৎ কথং তদীক্ষণাবাপ্তশক্তিকাত্বং তস্যাঃ? তত্রাহ—মায়িনমিতি। মহেশ্বরং শ্রীগোবিন্দদেবং মায়িনং মায়ানিয়ন্তারং বিদ্যাদিতিভাবঃ। অস্মাদিতি, মায়ী মায়া নিয়ামকঃ শ্রীকৃষ্ণ অস্মাৎ প্রধানাৎ স্ববীক্ষণপ্রাপ্তশক্তিরূপায়াঃ প্রকৃতেঃ, এতদ্ বিচিত্রভোগসামগ্রীপরিপূর্ণং বিশ্বং সৃজতে, জীবভোগ্যরূপেণ ব্যাক্রিয়তে। য ইতি, যঃ সর্ব্ব কর্ত্তা সর্ব্বকারণ একঃ শ্রীগোবিন্দদেবঃ স্বয়মবর্ণঃ ব্রাহ্মণাদিবর্ণরহিতঃ সন্ননেকান্ বর্ণান্ ব্রাহ্মণাদীন্ দধাতি সৃজতি, অপিচ নিহিতার্থঃ—ইদমেবং করিষ্যামীতি যথাযথং বিচার্য্য দেবমনুষ্যপশ্বাদীন্ সৃজতীত্যর্থঃ। অতঃ শ্রীকৃষ্ণ এব

পদার্থ। অর্থাৎ তদীক্ষণ—শ্রীভগবদীক্ষণ দ্বারা সৃষ্টি কার্য্যের সামর্থ্য প্রাপ্ত হইয়া সৃষ্ট্যাদি কার্য্যে প্রধান প্রবর্ত্তিত হয়, নিজে কিন্তু হয় না। কারণ—সে জড়—চেতন রহিত হওয়ার জন্য। এই বিষয়ে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের মন্ত্র সকল প্রমাণিত করিতেছেন—প্রকৃতিকে মায়া বলিয়া জানিবে, এবং মহেশ্বরকে মায়ী বা মায়ার নিয়ামক বলিয়া জানিবে। "এই মায়ার দ্বারা মায়ী শ্রীভগবান এই বিশ্বকে সৃষ্টি করেন।" "যিনি এক বর্ণরহিত হইয়া বহু প্রকার শক্তিযোগ হেতু অনেক বর্ণকে যথাযথ সৃষ্টি করেন। অর্থাৎ—শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি প্রমাণের দ্বারা প্রকৃতির শ্রীভগবানের অধীনতা প্রতিপাদন করিতেছেন—মায়া ইত্যাদি। শ্রুতি মন্ত্রে যে 'তু' শব্দ আছে তাহা অবধারণের নিমিত্ত। শ্রীভগবানের দৃষ্টির দ্বারা শক্তিলাভ করিয়া মায়া অর্থাৎ শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের বহিরঙ্গ শক্তিরূপা প্রকৃতিকে মহদাদি জড় পদার্থ সকলের উৎপন্নকারিণী জানিবে।

শঙ্কা—যদি বলেন—প্রকৃতিই মহদাদি রূপে স্বভাবতই পরিণাম প্রাপ্ত হয়, সুতরাং কি প্রকারে প্রকৃতির শ্রীভগবানের ঈক্ষণ দ্বারা শক্তিলাভ হয়?

সমাধান—তদুত্তরে বলিতেছেন—মায়ী ইত্যাদি। মহেশ্বর শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবকে মায়ী—মায়ার নিয়ন্তা বলিরা জানিবে। সুতরাং শ্রীশ্রীগোবিন্দদেরের অধীনে থাকিয়া তাঁহার ইচ্ছানুসারে মায়া সৃষ্টি করে। অস্মাৎ—অর্থাৎ—মায়ী মায়া নিয়ামক শ্রীশ্রীকৃষ্ণ এই প্রধান অর্থাৎ নিজ দৃষ্টি দ্বারা প্রাপ্ত শক্তি বহিরঙ্গশক্তিরূপা প্রকৃতি হইতে এই বিচিত্র ভোগ সামগ্রী পরিপূর্ণ জগৎ সৃষ্টি করেন। জীবের ভোগ রূপে বিস্তৃত করেন। য ইত্যাদি—যিনি সর্ব্বকর্ত্তা সর্ব্বকারণ শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব স্বয়ং অবর্ণ—ব্রাহ্মণাদি বর্ণ রহিত হইয়াও অনেক বর্ণ ব্রাহ্মণাদি দধাতি—সৃষ্টি করেন, আরও—নিহিতার্থ—"ইহাকে এই প্রকার

'স এব ভূয়ো নিজবীর্য্যচোদিতাং স্বজীবমায়াং প্রকৃতিং সিসৃক্ষতিম্। অনামরূপাত্মনি রূপনামনী বিধিৎসমানোঽনুসসার শাস্ত্রকৃৎ"॥ "প্রধানং পুরুষঞ্চাপি প্রবিশ্যাত্মেচ্ছয়া হরিঃ।

স্বশক্ত্যর্পণদ্বারেণ মায়য়া সৃজতীতি। অথ সর্ব্বপ্রমাণচক্রবর্ত্তি চূড়ামণি শ্রীমদ্ভাগবত প্রমাণেন দ্রঢ়য়ন্তি—স্মৃতীতি। স শাস্ত্রকর্ত্তা পুনঃ স্ব সামর্থ্যযুক্তাং স্বজীবমায়াং প্রকৃতিমনামরূপাত্মনি রূপনামনী সিসৃক্ষতিং বিধিৎসমানোঽনুসসার। যঃ সৃষ্টেরগ্রেঽবিশেষাত্মাসীৎ, স এবায়ং দ্বারকাজিগমিষুঃ শ্রীকৃষ্ণঃ, স সর্ব্বেশ্বরঃ শ্রীকৃষ্ণঃ প্রকৃতিমনুসসার তাং ক্ষোভয়িতুং প্রবিবেশ ইত্যর্থঃ ভূয়ঃ পুনঃ সৃষ্টিপ্রবাহস্যানাদিত্বাৎ,কীদৃশীমিত্যাহ নিজেতি। নিজবীর্য্যেণ স্বরূপশক্তিবলেন চোদিতাং বশীকৃত্য মহদাদিকার্য্যে নিয়োজিতামিতি। স্বজীবমায়ামিতি স্বশক্তিভূতানাং জীবানাং মায়াং মোহিকাং বশীকারিণীম্, কিমর্থনুসসার? তত্রাহ—অনামরূপে, সংজ্ঞামূর্ত্তিরহিতে আত্মনি জীবে রূপনামনী দেবমানবাদিমূর্ত্তি তত্তৎসংজ্ঞে বিধিৎসমাশ্চিকীর্ষুঃ, জীবানাং ভোগাপবর্গার্থং তেষাং স্থূলসূক্ষ্মোপাধিং সিসৃক্ষন্নিত্যর্থঃ। শাস্ত্রকৃদিতি—প্রকৃত্যনুসরণস্য পূর্ব্বমেব

রচনা করিব" এই প্রকার যথাযথ বিচার করিয়া দেব মনুষ্য পশু আদিকে সৃষ্টি করেন ইহাই অর্থ। অতএব শ্রীশ্রীকৃষ্ণই নিজশক্তি অর্পণ দ্বারা মায়া কর্ত্তৃক সৃষ্টি করাইয়া থাকেন।

এই বিষয়ে সর্ব্বপ্রমাণ চক্রবর্ত্তিচূড়ামণি—শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ প্রমাণের দ্বারা দৃঢ় করিতেছেন স্মৃতি ইত্যাদি। স্মৃতি শ্রীভাগবতে। দ্বারকা গমনেচ্ছু শ্রীশ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করতঃ কুরু পুররমণীগণ পরস্পর নিজ সখীকে কহিলেন—হে সখি! সেই ইনি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, যিনি বেদাদি শাস্ত্র কর্ত্তা জীবের নাম ও রূপ সৃষ্টির ইচ্ছাকারিণী নিজ সামর্থে উদ্‌বুদ্ধা স্ব জীবমায়া প্রকৃতিকে অনুসরণ করিলেন। অর্থাৎ—সেই শাস্ত্রকর্ত্তাই পুনঃ নিজ শক্তি বশীভূতা স্বজীবমায়া যে নাম ও রূপ রহিত জীবে নামরূপ সৃষ্টিকারিণী প্রকৃতিকে বিধান করিবার ইচ্ছায় অনুসরণ করেন।

যিনি সৃষ্টির অগ্রে অবিশেষ আত্মা ছিলেন সেই এই দ্বারকা গমনেচ্ছু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, সেই সর্ব্বেশ্বর শ্রীশ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতির অনুসরণ করিলেন, অর্থাৎ তাহাকে ক্ষোভিত করিবার জন্য তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ভূয়ঃ—অর্থাৎ পুনঃ, সৃষ্টি প্রবাহের অনাদিত্ব হেতু শ্রীভগবান পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করেন। সেই প্রকৃতি কি প্রকার? নিজ ইত্যাদি। নিজ বীর্য্য—স্বরূপশক্তি বলের দ্বারা চোদিত বশীভূত করিয়া মহদাদি কার্য্যে নিয়োজিতা জীবমায়া—স্ব শক্তিভূত জীবগণের মায়া মোহিকা—বশীকারিণী প্রকৃতিতে প্রবেশ করিলেন। শ্রীভগবান কি নিমিত্ত প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করিলেন? তাহা বলিতেছেন—অনাম রূপ, সংজ্ঞা—মূর্ত্তি রহিত আত্মা—জীবে নাম ও রূপের দেবমানবাদি মূর্ত্তির ও তাহাদের নামের করিবার ইচ্ছু, অর্থাৎ—জীবগণের ভোগ ও অপবর্গ বা মোক্ষের নিমিত্ত তাহাদের স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধি সৃষ্টি করিবার জন্য প্রবেশ করিয়াছেন। শাস্ত্রকৃৎ—অর্থাৎ—প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই বেদাদি শাস্ত্রের আবির্ভাবকারী,

ক্ষোভয়ামাস সংপ্রাপ্তে সর্গকালে ব্যয়াব্যয়ৌ ॥ (শ্রীবি° পু° ১।২।২৯)। "ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্। হেতুনানেন কৌন্তেয়! জগদ্বিপরিবর্ত্ততে" ॥ (শ্রীগী° ৯।১০) ইত্যাদ্যা।

বেদাদিশাস্ত্রাবির্ভাবকারী, তথাচ জীবানাং কর্ম্ম জ্ঞান ভক্তিসিদ্ধয়ে প্রাগেব তৎপ্রতিপাদকং শাস্ত্রং প্রকটিতবানিত্যর্থঃ, নিরুপাধিতৎকর্ত্তৃত্বমিতি। তস্মাৎ সর্ব্বকর্ত্তৃত্বং শ্রীভগবত এব. ন তু প্রধানস্য জাড্যাৎ। অথৈতৎ শ্রীবিষ্ণুপুরাণীয়শ্লোকেন প্রমাণয়ন্তি—প্রধানমিতি। পরব্রহ্ম পরমেশ্বরঃ সর্ব্বব্যাপকঃ শ্রীহরিঃ সর্গকালে মহাপ্রলয় সময়ে সূক্ষ্মাবস্থানাং জীবানাং ভোগকালে সংপ্রাপ্তে সতি আত্মেচ্ছয়া স্বীয়াচিন্ত্যশক্ত্যা প্রধানং ত্রিগুণসাম্যাবস্থং যদ্বা ভগবদ্বহিরঙ্গশক্তিভূতাং তথা পুরুষং জীবশক্তিং, যদ্বা শ্রীভগবতস্তটস্থশক্তেরংশভূতং, কীদৃশৌ তৌ? ব্যয়াব্যয়ৌ, প্রধানং ব্যয়ং সবিকারত্বাজ্জড়পদার্থানামুৎপাদকত্বাচ্চ। অব্যয়ং পুরুষং নির্ব্বিকারত্বাচ্চেতনত্বাচ্চ। এতয়োর্ম্মধ্যে প্রবিশ্য ক্ষোভয়ামাস, স্বস্বকার্য্যে নিযোজয়ামাস। প্রধানং মহদাদিক্রমেণ প্রপঞ্চমুৎপাদয়িতুম্, পুরুষং পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলান্ ভোক্তুমতঃ শ্রীভগবদধীনা এব সৃষ্টিঃ। অথ ভগবতঃ শ্রীপার্থসারথের্ব্বাক্যমপ্যেতদেব প্রমাণয়তি ময়েতি। হে কৌন্তেয়। ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ

সারার্থ এই—জীবগণের কর্ম্ম, জ্ঞান ও শ্রীভক্তি সিদ্ধির নিমিত্ত জীবের দেহ সৃষ্টির পূর্ব্বেই শ্রীভগবৎ প্রতিপাদক, অথবা শ্রীভক্তি প্রভৃতির প্রতিপাদক শাস্ত্র প্রকট করিয়াছেন। এই কর্ত্তৃত্ব তাহার কোন প্রকার উপাধিযুক্ত নহে, সুতরাং নিরুপাধিক। অতএব সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব শ্রীভগবানেরই, কিন্তু প্রধানের নহে, কারণ সে জড়রূপা।

অনন্তর শ্রীমদ্বিষ্ণুপুরাণীয় শ্লোকের দ্বারা প্রকৃতির শ্রীভগবদধীনতা প্রমাণিত করিতেছেন—প্রধান ইত্যাদি। শ্রীহরি সৃষ্টিকাল সংপ্রাপ্ত হইলে নিজ ইচ্ছায় প্রধান-ব্যয়ে, পুরুষ—অব্যয়ে প্রবেশ করিয়া ক্ষোভিত করিয়াছিলেন। অর্থাৎ—পরব্রহ্ম পরমেশ্বর সর্ব্বব্যাপক শ্রীহরি সর্গকালে—মহাপ্রলয় সময়ে সূক্ষ্মাবস্থাপন্ন জীবগণের ভোগকাল সংপ্রাপ্ত হইলে পরে, আত্মেচ্ছা—নিজ অচিন্ত্য শক্তির দ্বারা প্রধান—ত্রিগুণ সাম্যাবস্থা, অথবা—শ্রীভগবানের বহিরঙ্গ শক্তিভূতা প্রকৃতি, তথা পুরুষ—জীবশক্তি, অথবা—শ্রীভগবানের তটস্থা শক্তির অংশভূত জীবশক্তি। তাহারা কি প্রকার? ব্যয় এবং অব্যয়। প্রধান হইতেছে ব্যয়, যে হেতু সে বিকার যুক্ত এবং জড় পদার্থ সমূহের উৎপাদক। অব্যয় হইতেছে পুরুষ, কারণ সে নির্ব্বিকার এবং চেতন। শ্রীভগবান এই উভয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ক্ষোভিত স্ব স্ব কার্য্যে নিযোজিত করেন। প্রধানকে মহদাদি ক্রমে প্রপঞ্চ উৎপাদন করিবার নিমিত্ত, এবং পুরুষকে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল সকলকে ভোগ করিবার নিমিত্ত নিয়োগ করেন। সুতরাং এই সৃষ্টিও শ্রীভগবানের অধীন।

ভগবান শ্রীপার্থসারথির বাক্যও তাহাই প্রমাণিত করিতেছেন—ময়া ইত্যাদি। শ্রীভগবান

এবমভ্যুপগমান্নাস্মাকং সাংখ্যমতে প্রবেশঃ। স্বতন্ত্রমেব প্রধানং কারণমিতি তত্রাভ্যুপগমাৎ ॥ ৩ ॥

ইতোঽপি ন প্রধানমব্যক্ত শব্দবাচ্যমিত্যাহ—

ওঁ ॥ জ্ঞেয়ত্বাবচনাচ্চ ॥ ওঁ ॥ ১৷৪৷১৷৪।

স চরাচরং সূয়তে, অনেন হেতুনা জগদ্বিপরিবর্ত্ততে। টীকা চ শ্রীমদ্ ভাষ্যকারাণাম্—সত্যসঙ্কল্পেন প্রকৃত্যধ্যক্ষেণ ময়া সর্ব্বেশ্বরেণ জীব পূর্ব্বপূর্ব্বকর্ম্মানুগুণতয়া বীক্ষিতা প্রকৃতিঃ সচরাচরং জগৎসূয়তে জনয়তি, বিষমগুণা সতী অনেন জীবপূর্ব্বকর্ম্মানুগুণেন মদ্‌বীক্ষণেন হেতুনা তজ্জগদ্বিপরিবর্ত্ততে পুনঃ পুনরুদ্‌ভবতি। শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যচরণা অপি শ্রীভগবদীক্ষণাবাপ্ত শক্তিপ্রকৃতিং স্বীকুর্ব্বন্তি—তস্মাৎ ক্ষেত্রজ্ঞকর্ম্মানুগুণং মদীয়া প্রকৃতিঃ সত্যসঙ্কল্পেন ময়াধ্যক্ষেণেক্ষিতা সচরাচরং জগৎ সূয়তে। এবমিতি প্রকৃতেঃ শ্রীভগবদী-ক্ষণলব্ধশক্তিমহদাদিজননে সামর্থ্য স্বীকারাদস্মাকং ন সাংখ্যমতে প্রবেশঃ। সাংখ্যাস্তু স্বতন্ত্রমিতি,তত্র সাংখ্য শাস্ত্রে। তস্মান্ন প্রধানং জগৎকারণমিতি ॥৩॥

অথ সঙ্গতিক্রমেণাব্যক্তশব্দেন প্রধানার্থং নিরাকুর্ব্বন্তি—ইতোঽপীতি। কথং প্রধানমব্যক্তশব্দ-বাচ্যং ন ভবতীতি তৎ প্রতিপাদয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—জ্ঞেয়ত্বেতি। অত্র কঠোপনিষদুক্তপ্রকরণে-

---

কহিলেন—হে কৌন্তেয়! আমার অধ্যক্ষতায় প্রকৃতি সচরাচর সৃষ্টি করে, এই কারণেই জগৎ নানা রূপে পরিবর্ত্তিত হয়। শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদের টীকা—সত্যসঙ্কল্প—প্রকৃতির অধ্যক্ষ-সর্ব্বেশ্বর-আমা কর্ত্তৃক, জীব পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মানুগুণ রূপে দেখিয়া প্রকৃতি সচরাচর স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্ব প্রসব করে. বিষমগুণযুক্তা প্রকৃতি হইয়াও সৃষ্টি করে, এই জীবের পূর্ব্বকর্ম্মানুসার গুণের দ্বারা, এই আমার ঈক্ষণের হেতু এই জগৎ বিপরিবর্ত্তিত—বার বার উদ্‌ভব হয়, বা সৃষ্টি হয়। ইত্যাদি প্রমাণ সকল বিদ্যমান আছে। শ্রীমদ্-রামানুজাচার্য্যপাদও 'শ্রীভগবানের ঈক্ষণের দ্বারা প্রকৃতি শক্তি প্রাপ্ত হয়' তাহা স্বীকার করেন, তিনি বলেন—অতএব ক্ষেত্রজ্ঞ বা জীবের কর্ম্মানুগুণেই প্রকৃতি, সত্যসঙ্কল্প অধ্যক্ষ আমা কর্ত্তৃক ঈক্ষিতা হইয়া স্থাবর ও জঙ্গমের সহিত জগৎ প্রসব করে।

এই প্রকার স্বীকার করা হেতু আমাদের সাংখ্যমতে প্রবেশ করা হইল না। অর্থাৎ—প্রকৃতির শ্রীভগবানের দৃষ্টিশক্তির দ্বারা মহদাদি প্রসব করিবার সামর্থ্য স্বীকার করা হেতু আমাদের সাংখ্যমতে প্রবেশ করা সিদ্ধ হইল না। সাংখ্যশাস্ত্রে সাংখ্যবাদিগণ প্রধানকে স্বতন্ত্ররূপে জগৎ কারণ অঙ্গীকার করি-য়াছেন। কিন্তু প্রধান জগৎ কারণ নহে ॥ ৩ ॥

অনন্তর সঙ্গতি ক্রমে অব্যক্ত শব্দের দ্বারা প্রধান অর্থ গ্রহণ করা নিরাকরণ করিতেছেন—ইহা হইতেও ইত্যাদি। ইহা হইতেও প্রধান অব্যক্ত শব্দবাচ্য নহে। কেন প্রধান অব্যক্ত শব্দবাচ্য নহে

"গুণপুরুষান্যতা প্রত্যয়াৎ কৈবল্যম্" ইতি বদন্তঃ সাংখ্যাঃ প্রধানস্য জ্ঞেয়ত্বং স্মরন্তি, ক্বচন বিভূতি বিশেষ লাভায় চ, ন তত্র তদস্তি তদুপস্থাপক শব্দাভাবাৎ ॥ ৪ ॥

ও ॥ বদতীতি চেন্ন প্রাজ্ঞো হি প্রকরণাৎ ॥ ওঁ ॥ ১।৪।১।৫।

অব্যক্তস্য জ্ঞেয়ত্বমবচনান্নাত্রাব্যক্ত শব্দঃ প্রধানবাচীতি সূত্রার্থম্। প্রত্যয়াৎ—প্রকৃতি পুরুষবিবেকজ্ঞানেন কৈবল্যমিতি "ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞানাদিতি" স্মরণাৎ সাংখ্যাঃ প্রধানস্য জ্ঞেয়ত্বং বদন্তি, 'শ্রেয়ান্ ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞ-বিজ্ঞানাৎ" (সাংকা০—২) অপিচ 'পুরুষস্য বিমোক্ষার্থং প্রবর্ত্ততে তদ্বদব্যক্তম্" (সা০ কা০—৫৮) তথা নর্ত্তকীবদত্যন্তলজ্জাশীলা কুলাঙ্গনাসদৃশী বদদ্ভির্ভবদ্ভিঃ প্রকতেমু ক্তিদাত্রীত্বমপি স্বীকৃতম্। নত্বত্র কঠোপনিষদি প্রধানস্য তাদৃশত্বম্, কিন্তু তত্র তাদৃশ শব্দস্যোপস্থাপকবর্ণনাভাবাৎ কঠোপনিষদুক্তাব্যক্ত শব্দেন সূক্ষ্মশরীর গ্রহণমেব ন্যায্যমিতি ভাবঃ ॥৪॥

তাহা ভগবান শ্রীবাদরায়ণ প্রতিপাদন করিতেছেন—জ্ঞেয়ত্ব ইত্যাদি। প্রধানকে কঠোপনিষদে জ্ঞেয়ত্ব অবচন—অকথন হেতু প্রধান অব্যক্ত শব্দবাচ্য নহে। অর্থাৎ—এই কঠোপনিষৎ কথিত প্রকরণে অব্যক্তের জ্ঞেয়ত্ব, জানিবার যোগ্য বলিয়া বর্ণনা করা হয় নাই এই হেতু অব্যক্ত শব্দ প্রধানবাচী নহে, ইহাই সূত্রের অর্থ।

গুণপুরুষের অন্য প্রকৃতি এই প্রকার প্রত্যয় বা জ্ঞান হইলে জীবের কৈবল্য লাভ হয় এই প্রকার বলিয়া সাংখ্যবাদিগণ প্রধানের জ্ঞেয়তা প্রতিপাদন করেন, কোন স্থানে বিভূতি বিশেষ লাভের নিমিত্ত তাহার উপাসনা ইত্যাদি বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু এই কঠোপনিষদে তাহা নাই, বা তাহার উপস্থাপক শব্দেরও সেই স্থানে অভাব বিদ্যমান আছে। অর্থাৎ—প্রত্যয় প্রকৃতি ও পুরুষের বিবেক সম্বন্ধ জ্ঞানের দ্বারা জীবের কৈবল্য সুখ লাভ হয়, "ব্যক্ত, অব্যক্ত ও জ্ঞ বিজ্ঞানের দ্বারা" ইত্যাদি প্রমাণ হেতু সাংখ্যবাদি গণ প্রধানের জ্ঞেয়তা বর্ণন করেন।

এই বিষয়ে সাংখ্যকারিকায় বর্ণিত আছে—ব্যক্ত-মহদাদি, অব্যক্ত-প্রধান, জ্ঞ-পুরুষ বিজ্ঞান হেতু মানব সকল শ্রেয় লাভ করে। আরও বলিয়াছেন—পুরুষের বিমুক্তির নিমিত্ত অব্যক্ত প্রবর্ত্তিত হয় এবং সাংখ্যবাদিগণ বলেন—প্রকৃতি নর্ত্তকীবৎ, অত্যন্ত লজ্জাশীলা কুলাঙ্গনার সমান, পুরুষ তাহাকে দেখিলে সে পলায়ন করে, সুতরাং প্রকৃতিই পুরুষের মুক্তি প্রদান কারিণী, কিন্তু এই কঠোপনিষদে প্রধানের এই প্রকার বর্ণনা করা নাই।

বিশেষ কথা আরও কঠোপনিষদে তাদৃশ প্রকৃতি কর্ত্তৃতা প্রতিপাদক শব্দের উপস্থাপক—বর্ণনার অভাব হেতু, কঠোপনিষৎ কথিত অব্যক্ত শব্দের দ্বারা সূক্ষ্ম শরীর গ্রহণ করাই ন্যায় সঙ্গত, প্রধান নহে ॥ ৪ ॥

নন্বু জ্ঞেয়ত্বাবচনমপ্রসিদ্ধম্‌, যতঃ "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ। অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে" (কঠ০ ১।৩।১৫) ইতি পরবাক্যং 'নিচায্য' ইতি তস্য জ্ঞেয়ত্বং বদতীতি চেন্ন। কুতঃ? হি যস্মাৎ তত্র প্রাজ্ঞঃ

অথ সাংখ্যানাং শঙ্কা সমাধানপূর্ব্বকং সিদ্ধান্তসূত্রমবতারয়তি ভগবান্‌ শ্রীসূত্রকারঃ—বদতীতি। নন্বু কঠোপনিষদি প্রধানস্যাপিজ্ঞেয়ত্বং বদতীতি চেন্ন,নহি কঠোপনিষদি অব্যক্তশব্দেন প্রধানমুচ্যতে, তত্র প্রাজ্ঞঃ পরমাত্মাহি প্রকরণাৎ, তস্মিন্‌ প্রকরণে পরমেশ্বর এব বর্ণ্যতে নতু প্রধানমিতি। সূত্রমিদং মাধ্বভাষ্যে সূত্রদ্বয়রূপেণ পঠ্যতে, প্রকরণাদিতি ভিন্নসূত্রম্‌! অথ সাংখ্যানাং শঙ্কাকারণং বর্ণয়ন্তি নন্বিতি। যত্তু পূর্ব্বসূত্রে প্রধানস্য জ্ঞেয়ত্বাভাবং নিরূপিতং তদপ্রসিদ্ধং জ্ঞেয়ত্ববর্ণনাৎ। তত্র প্রধানস্য জ্ঞেয়তা শ্রুতিবাক্যেন প্রমাণয়ন্তি যত ইতি। অশব্দং বেদেতরশব্দাবাচ্যম্‌, অস্পর্শং প্রাকৃতপদার্থস্পর্শশূন্যম্‌, যদ্বা প্রাকৃতমনসা-প্রাপ্যম, অরূপং প্রাকৃত রূপরহিতং কিন্তু দিব্যালৌকিক চিন্ময়বিগ্রহযুক্তং, অব্যয়ং আত্মদানেনাপি ব্যয়-রহিতং, তথারসং প্রাকৃতরসরহিতমপিতু চিন্ময়াখিলরসামৃতসিন্ধুরিতি, নিত্যং অগন্ধবৎ প্রাকৃত গন্ধরহিতম্‌,

---

অনন্তর সাংখ্যবাদিগণের শঙ্কা সমাধান পূর্ব্বক সূত্রকার ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্তসূত্রের অবতারণা করিতেছেন—বদতি ইত্যাদি। কঠোপনিষদে প্রধানেরও জ্ঞেয়তা বলেন, এই বলা উচিত নহে, যে হেতু তাহা প্রাজ্ঞেরই প্রকরণ। অর্থাৎ—যদি বলেন—কঠোপনিষদে প্রধানেরও জ্ঞেয়তা—জানিবার যোগ্য বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তদুত্তরে বলিতেছেন—না, কঠোপনিষদে অব্যক্ত শব্দের দ্বারা প্রধানকে নিরূপণ করেন নাই। ঐ স্থলে প্রকরণ বলে পরমাত্মাকেই বর্ণনা করিষাছেন, সেই প্রকরণে পরমেশ্বরকেই বর্ণনা করিয়াছেন কিন্তু প্রধানকে নহে।

এই সূত্র শ্রীমাধ্বভাষ্যে দুইটি সূত্র করিয়া পাঠ করেন, "প্রকরণাৎ" এইটি পৃথক্‌ সূত্র। অনন্তর সাংখ্যবাদিগণের আশঙ্কার কারণ বর্ণনা করিতেছেন—নন্বু ইত্যাদি।

শঙ্কা—যদি বলেন—জ্ঞেয়ত্বাবচন অপ্রসিদ্ধ, অর্থাৎ আপনারা যে পূর্ব্বসূত্রে প্রধানের জ্ঞেয়তার অভাব নিরূপণ করিয়াছেন তাহা শ্রুতি শাস্ত্র সিদ্ধ নহে, কারণ তাহাকে জ্ঞেয় বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। প্রধানের জ্ঞেয়তা শ্রুতিবাক্যের দ্বারা প্রমাণিত করিতেছেন—যত ইত্যাদি। যে হেতু প্রধান শব্দরহিত, স্পর্শশূন্য রূপ রহিত, অব্যয়, এবং রসশূন্য, নিত্য, গন্ধরহিত, অনাদি, অনন্ত, মহৎ হইতে শ্রেষ্ঠ, ধ্রুব, তাহাকে জানিয়া মানব মৃত্যুমুখ হইতে মুক্তিলাভ করে।

যথার্থ ব্যাখ্যা—অশব্দ—বেদ ভিন্ন অন্য শব্দের অবাচ্য। অস্পর্শ—প্রাকৃত পদার্থের স্পর্শশূন্য, অথবা প্রাকৃত মনের দ্বারা অপ্রাপ্য। অরূপ—প্রাকৃত রূপরহিত, কিন্তু দিব্য অলৌকিক চিন্ময় বিগ্রহ বিশিষ্ট। অব্যয়—আত্মা পর্য্যন্ত প্রদান করিয়াও ব্যয় রহিত। তথা অরস—প্রাকৃত রস রহিত, অপিতু

পরমাত্মৈবোচ্যতে "পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ" "এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়োত্মা ন প্রকাশতে (কঠ ১।৩।১১-১২) ইতি তস্যৈব প্রকৃতত্বাৎ ॥ ৫ ॥

যদিতি যদেতাদৃশং বস্তু তদনাদি অনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং তং পরমেশ্বরং নিচায্য শ্রীগুরূপদেশাদ্ যথাযথং জ্ঞাত্বা মৃত্যুমুখাৎ সংসারদুঃখাৎ প্রমুচ্যতে মুক্তো ভবতীতি।

প্রধানপক্ষেঽপ্যেতৎ বাক্যং সঙ্গতম্—তৎ কিল শব্দাদিশূন্যং মহত্তত্ত্বাৎ পরং শ্রেষ্ঠং জ্ঞেয়ঞ্চ প্রধানমিতি সাংখ্যৈঃ স্মর্য্যতে। এতৎ কাঠকবাক্যং প্রধানস্য জ্ঞেয়ত্বং প্রতিপাদিতমিত্যাহুঃ—ইতীতি। ইতি যৎ সাংখ্যানামাগ্রহং তৎ খলু বালকোলাহলমেব তদেবাহুঃ—কুতঃ ইতি। ইহ কাঠকবাক্যে সচ্চিদানন্দৈকরসং পরমপুরুষার্থস্বরূপং নিখিলহেয় প্রত্যনীকং পরব্রহ্ম পরমেশ্বরং নিরূপ্যতে, ন তু প্রধানমিতি। হি যস্মাত্তত্র প্রাজ্ঞঃ পরমাত্মা এব বর্ণ্যতে, তথাহি পুরুষাৎ প্রকৃতিনিয়ামক সর্ব্বেশ্বর শ্রীগোবিন্দদেবান্ন কিঞ্চিৎ পরং শ্রেষ্ঠং, তথাহি শ্রীগীতাসু ৭।৭, 'মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয় !' অপি চ—৭।১০, 'বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্' সা কাষ্ঠা—অতঃ সর্ব্বপরতরত্বাৎ সঃ পরমেশ্বর এব সর্ব্বেষাং প্রধানাদীনাং

চিন্ময় অখিল রসামৃতসিন্ধু। যিনি নিত্য, অগন্ধবৎ—প্রাকৃতগন্ধরহিত। যিনি এতাদৃশ বস্তু তিনি অনাদি অনন্ত মহতেরও শ্রেষ্ঠ, ধ্রুব, সেই পরমেশ্বরকে নিচায্য শ্রীগুরুদেবের আদেশে বা উপদেশে যথাযথ জানিয়া মৃত্যুমুখ বা সংসার দুঃখ হইতে মুক্ত হয়।

প্রধান পক্ষের ব্যাখ্যাও এই প্রকার সঙ্গত হইবে, তাহা শব্দাদি শূন্য, মহত্তত্ত্ব হইতে শ্রেষ্ঠ, নিচায্য জ্ঞেয় জানিবার যোগ্য প্রধান হয়। সাংখ্যবাদিগণ এই প্রকার স্বীকার করেন। সুতরাং এই কঠোপনিষদ্ বাক্য প্রধানের জ্ঞেয়ত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহাই বলিতেছেন এই প্রকার। এই প্রকার কঠোপনিষদের পরের বাক্যে 'নিচায্য' শব্দের দ্বারা প্রধানের জ্ঞেয়তা বলিতেছেন।

সমাধান—আপনারা এই প্রকার বলিতে পারেন না, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত প্রকৃতির জ্ঞেয়তা বিষয়ে যে সাংখ্যবাদিগণের আগ্রহ তাহা কেবল বালকগণের কোলাহলের ন্যায় বৃথা বাক্য ব্যয় মাত্র। তাহাই বলিতেছেন—কুত ইত্যাদি। কারণ—এই কাঠক বাক্যে সচ্চিদানন্দৈকরস পরমপুরুষার্থস্বরূপ নিখিল হেয় প্রত্যনীক পরব্রহ্ম পরমেশ্বর শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবকে নিরূপণ করিতেছেন, কিন্তু প্রধানকে নহে। হি যে হেতু এই প্রকরণে প্রাজ্ঞ—শ্রীপরমাত্মাকেই বর্ণনা করিতেছেন। সুতরাং ঐ প্রকরণে বর্ণিত আছে—পুরুষ হইতে কেহ শ্রেষ্ঠ নহে, তিনি কাষ্ঠা ও পরমগতি। অর্থাৎ—পুরুষ প্রকৃতিনিয়ামক সর্ব্বেশ্বর শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব হইতে কোন বস্তু পর - শ্রেষ্ঠ নাই, এই বিষয়ে শ্রীগীতাবাক্য- শ্রীভগবান কহিলেন—হে ধনঞ্জয়! আমা হইতে পরতর শ্রেষ্ঠতর বস্তু অন্য কোন নাই। আরও বলিয়াছেন—হে পার্থ! আমাকে সমস্ত ভূতের সনাতন—নিত্য বীজ বলিয়া জান। সুতরাং তিনি কাষ্ঠা, অতএব সেই পরমেশ্বর

ইতোঽপি প্রধানং শব্দবাচ্যং নেত্যাহ—

ওঁ ॥ ত্রয়াণামেব চৈবমুপন্যাসঃ প্রশ্নশ্চ ॥ ওঁ ॥ ১।৪।১।৬।

কাষ্ঠা নিষ্ঠা, পরব্রহ্মণ্যেব তেষাং স্থিতিরিত্যর্থঃ। অতএব গতিঃ, গন্তৄণাং সর্ব্বেষাং গতিমতাং সাধকানাং পরা গতিঃ পরম প্রাপ্যেত্যর্থঃ। 'স তু তৎ পদমাপ্নোতি যস্মাদ্ ভূয়ো ন জায়তে' (ক° ১।৩।৮) ইতি শ্রুতেঃ। কিঞ্চৈতত্তু, পরব্রহ্ম প্রকরণং ন তু প্রধানস্যেতি প্রতিপাদয়ন্তি—এষ ইতি। এষঃ প্রধানাদি সর্ব্বনিয়ামক পরমেশ্বরঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু ব্রহ্মাদিস্তম্ভ পর্য্যান্তেষু চরাচরেষু গূঢ়োত্মা সর্ব্বান্তর্য্যামি সর্ব্বনিয়ামক-রূপেণ বর্ত্তমানোঽপ্যনাদি ভগবদ্‌বহির্ম্মুখবৃত্তিযুক্তানাং জীবানাং সমীপে ন প্রকাশতে, তৎ স্বয়মেবাহ—নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়া সমাবৃতঃ (৭।২৫) অপি চ (৭।১৫) ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ। মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥ শ্রীভাগবতে ১।৮।১৯, মায়াযবনিকাচ্ছন্নমজ্ঞা-ধোক্ষজমব্যয়ম্" তস্মাৎ অশব্দমিত্যাদি প্রকরণে পরব্রহ্মৈব নিরূপিতং তস্যৈব প্রকৃতত্বাদিতি ভাষ্যার্থঃ ॥ ৫ ॥

অথ সাংখ্যবাদং প্রকারান্তরেণ নিরাকুর্ব্বন্তি ইতোঽপীতি। অস্মাৎ কারণাদপি প্রধানমব্যক্ত শব্দবাচ্যং ন ভবতীতি তন্নিরাকরোতি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—ত্রয়াণামিতি। ত্রয়াণাং কঠোপনিষদি

শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবই প্রধানাদি সকলের কাষ্ঠা নিষ্ঠ, অর্থাৎ পরব্রহ্মেই প্রধানাদির অবস্থান হয় ইহাই অর্থ। অতএব সকল গতিমান সাধকগণের পরাগতি, পরম প্রাপ্য ইহাই অর্থ।

এই বিষয়ে কঠোপনিষদের বাক্য এই প্রকার—সাধক সেই পরব্রহ্মের গোলোকাদি পদ প্রাপ্ত করে, যাহা হইতে আর পুনরায় জন্ম হয় না। আরও ইহা পরব্রহ্মের প্রকরণ হয়, কিন্তু প্রধানের নহে, তাহা পুনঃ প্রতিপাদন করিতেছেন-এষ ইত্যাদি। এই পুরুষ সকল ভূতে গূঢ়রূপে অবস্থান করেন, প্রকাশিত হয়েন না। অর্থাৎ—এই প্রধানাদি সর্ব্বনিয়ামক পরমেশ্বর শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব সকল ভূতে ব্রহ্মাদি স্তম্ভ পর্য্যন্ত চরাচর—স্থাবর জঙ্গম ভূত সকলের মধ্যে, গূঢ়াত্মা—সর্ব্বান্তর্য্যামী, সর্ব্বনিয়ামক রূপে অবস্থান করিলেও, অনাদি কালের শ্রীভগবদ্ বহির্ম্মুখ জীবগণের সমীপে তিনি প্রকাশিত হয়েন না। তাহা তিনি স্বয়ং শ্রীগীতায় বলিয়াছেন—হে পার্থ! আমি সকলের নিকটে প্রকাশিত হই না, যোগমায়া কর্ত্তৃক সমাবৃত থাকি। তিনি আরও বলিয়াছেন—দুষ্কৃতকারী, নরাধম, মায়া কর্ত্তৃক অপহৃত জ্ঞান, অসুর ভাবাশ্রয়কারি মানবগণ আমার শরণ গ্রহণ করে না। শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে—আপনি মায়া যবনিকার দ্বারা আবৃত, আপনি অধোক্ষজ, অব্যয়, মূঢ়দৃষ্টিযুক্ত মানবগণ কর্ত্তৃক আপনি পরিলক্ষিত হয়েন না, যে প্রকার নাট্যধর নটকে কেহ দেখিতে পায় না। অতএব 'অশব্দ' ইত্যাদি প্রকরণে পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দ-দেবকেই নিরূপণ করিয়াছেন, কারণ তাঁহারই বর্ণনা করা আরম্ভ করা হইয়াছে, প্রধানের নহে, ইহাই ভাষ্যার্থ ॥ ৫ ॥

'চ' কার শঙ্কাহানায়। যদন্যাং কঠবল্ল্যাং ত্রয়াণামেব পিতৃপ্রসাদ স্বর্গাগ্নি আত্মানমেব

নচিকেতা যমসংবাদে পিতৃ প্রসাদনং স্বর্গপ্রদাগ্নিবিদ্যামাত্মবিদ্যাঞ্চেতি বিষয়ত্রয়াণামেব প্রশ্নঃ, এবং তেষামেব যমেনোত্তরং দত্তমিতি সূত্রার্থঃ। অথ কঠোপনিষদুক্তং প্রশ্নত্রয়াণামুত্তরত্রয়াণাঞ্চ বর্ণনমাহুঃ—যদন্যামিতি। অত্র কঠোপনিষদি আখ্যায়িকেয়ং বর্ত্ততে, বিশ্বজিৎ যাগফলকামো বাজস্রবাতনয়ো বাজস্রবসঃ ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞং কৃতবানিতি। তস্য নচিকেতা নাম পুত্র আসীৎ পিতা যজ্ঞান্তে দক্ষিণা কালে বৃদ্ধগাবো দদাতীতি দৃষ্ট্বা স চ চিন্তয়ামাস নিরিন্দ্রিয়াঃ পুনঃ প্রসবাসমর্থাঃ, দুগ্ধশূন্যাঃ গাঃ দানকর্ত্তানন্দহীনলোকং গচ্ছতীতি তদ্দৃষ্ট্বা নচিকেতা পিতরমপৃচ্ছৎ—কস্মৈ মাং দাস্যসীতি। এবং দ্বিতীয়ে তৃতীয়ে পৃষ্টে চ ক্রুদ্ধঃ সন্ পিতা হোবাচ—মৃত্যবে ত্বা দদামীতি শ্রুত্বা পিতুর্ব্বচনং নচিকেতা যমালয়ং জগাম, গত্বা চ তত্র দ্বারি দিবসত্রয়মতিষ্ঠৎ, তদনন্তরং সমাগত্য ধর্ম্মরাট্ তমপূজয়ৎ প্রসাদ্য চ ক্ষমাপয়ামাস ত্রিরাত্র্যবস্থান ফলস্বরূপং বরত্রয়ং

অনন্তর প্রকারান্তরে সাংখ্যবাদ নিরাকরণ করিতেছেন— ইহ হইতেও প্রধান অব্যক্ত শব্দবাচ্য নহে ইত্যাদির দ্বারা। এই কারণ হইতেও প্রধান অব্যক্ত শব্দবাচ্য নহে প্রধানের অব্যক্ত শব্দবাচ্যতা ভগবান শ্রীবাদরায়ণ নিরাকরণ করিতেছেন-ত্রয়াণাম্ ইত্যাদি। কঠোপনিষদে তিনটি বিষয়েরই প্রশ্ন ও তাহারই উত্তর উপন্যাস করা হইয়াছে। অর্থাৎ-কঠোপনিষদে নচিকেতা ধর্ম্মরাজ যম সংবাদে— পিতার প্রসন্নতা, স্বর্গপ্রদ অগ্নিবিদ্যা এবং আত্মবিদ্যা নচিকেতা এই তিনটি বিষয়ের প্রশ্ন করিয়াছেন এবং ঐ প্রশ্ন ত্রয়েরই যমরাজ উত্তর প্রদান করিয়াছেন, অন্য কোন বিষয়ের নহে, ইহাই সূত্রের অর্থ।

সূত্রে যে 'তু' শব্দ আছে তাহা শঙ্কা নাশের নিমিত্ত, অর্থাৎ এই বিষয়ে কোন প্রকার আশঙ্কা করা উচিত নহে। যে হেতু এই কঠবল্লীতে পিতার প্রসাদ, স্বর্গাগ্নি ও আত্মা এই তিনটিরই জানিবার যোগ্য বলিয়া উপন্যাস করা হইয়াছে। প্রশ্নও ঐ তিনটি বিষয়েরই দেখা যায়, অন্য কোন পদার্থের প্রশ্ন ও উত্তর দেখা যায় না। সুতরাং এই স্থলে প্রধানের বোধ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

অর্থাৎ—এই বিষয়ে কঠোপনিষদে একটি আখ্যায়িকা দেখা যায়। তাহা এই প্রকার—বিশ্বজিৎ যাগের ফল কামনা করিয়া বাজাস্রবার তনয় বাজস্রবস বহু দক্ষিণাযুক্ত একটি যজ্ঞ করিয়াছিলেন। বাজস্রবার নচিকেতা নামে একটি পুত্র ছিল, যজ্ঞান্তে দক্ষিণা প্রদান কালে পিতা বৃদ্ধ গো সকল দান করিতেছেন দেখিয়া নচিকেতা চিন্তা করিলেন—এই প্রকার পুনরায় প্রসব করিবার সমর্থ যাহাদের নাই, এবং যাহারা দুগ্ধশূন্য হইয়াছে, এই প্রকার গাভী প্রদানকারী ব্যক্তি আনন্দহীন লোকে গমন করে। কিন্তু নচিকেতা তাঁহার পিতাকে সেইরূপ গাভী দান করিতে দেখিয়া নিজ পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন— হে তাত! আমাকে কাহাকে দান করিবেন?

এই প্রকার নচিকেতা দুইবার তিনবার জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহার পিতা ক্রোধ করিয়া কহিলেন

দাতুমৈচ্ছৎ 'ত্রীন্ বরান্ বৃণীস্ব' ইতি। স চ নচিকেতা পিতৃপ্রসাদরূপং প্রথমং বরং বরয়ামাস—শান্ত সঙ্কল্পঃ সুমনা যথাস্যাদ্, বীতমন্যু র্গে তমো মাভিমৃত্যো !। তৎ প্রসৃষ্টং মাভি বদেৎ প্রতীত, এতত্ত্রয়াণাং প্রথমং বরং বৃণে॥ দ্বিতীয়েন বরেণ স্বর্গাগ্নিং বৃতবান্ 'স্বর্গেলোকে ন ভয়ং কিঞ্চনাস্তি, ন তত্র ত্বং ন জরয়া বিভেতি। উভে তীর্ত্বা অশনয়া পিপাসে, শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে॥ স ত্বমগ্নিং স্বর্গ্যমধ্যেষি মৃত্যো ! প্রব্রূহি তং শ্রদ্দধানায় মহ্যম্। স্বর্গলোকা অমৃতত্বং ভজন্তে, এতদ্দিতীয়েন বৃণে বরেণ॥ (১।১। ১২-১৩) তৃতীয়েন বরেণত্বাত্মজ্ঞানমেব চ্ছন্দয়ামাস 'যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে। এতদ্বিদ্যামনুশিষ্টস্তয়াহং বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ॥ (২০) ইতি নচিকেতসঃ প্রশ্নত্রয়ং বরত্রয়ং বা, এষাং প্রশ্নত্রয়াণামেব ধর্ম্মরাজেনোত্তরং দত্তম্। তত্রাদৌ পিতুঃ প্রসন্নতা প্রার্থ্যমানে 'তথাস্ত' ইত্যুবাচ। তথা স্বর্গপ্রদামগ্নিবিদ্যাং জিজ্ঞাস্যমানে সপরিকরাং স্বর্গপ্রাপকামগ্নিবিদ্যামুপদিশ্য তস্যাগ্নেঃ ত্বন্নাম্নৈব প্রসিদ্ধিরস্ত

"তোমাকে মৃত্যুকে দান করিতেছি"। পিতার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নচিকেতা যমালয়ে গমন করিলেন। তথায় গমন করিয়া তিন দিবস দ্বারদেশে অবস্থান করিলেন, তদনন্তর ধর্ম্মরাজ যম আসিয়া পূজা করিলেন এবং প্রসন্নতা প্রার্থনা করিয়া ক্ষমা যাচনা করিলেন। তথা তিনরাত্রি অবস্থানের জন্য তাহার ফলরূপে তিনটী বর প্রদান করিবার ইচ্ছা করিলেন, বলিলেন—হে বিপ্র! তুমি তিনটী বর গ্রহণ কর"।

সেই নচিকেতা পিতার প্রসন্নতা রূপ প্রথম বর বরণ করিলেন—হে মৃত্যো ! গৌতম বংশজ আমার পিতা উদ্দালক আমা বিষয়ে শান্ত সঙ্কল্প যুক্ত, প্রসন্ন মন ও ক্রোধরহিত হয়েন এবং আপনা কর্ত্তৃক প্রত্যর্পণ করা হইলে তিনি যেন স্নেহযুক্ত হইয়া বিশ্বাস করেন, ইহাই বরত্রয়ের মধ্যে প্রথম বর বরণ করিতেছি।

দ্বিতীয় বরে নচিকেতা স্বর্গপ্রদানকারী অগ্নির জ্ঞান বরণ করিলেন। তিনি বলিলেন—হে ধর্ম্মরাজ! স্বর্গলোকে কোন প্রকার ভয় নাই, তথায় আপনি অর্থাৎ মৃত্যু নাই, সেই স্থানে কেহ জরাকে ভয় করে না, এবং তথায় ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় উত্তীর্ণ হইয়া শোকরহিত হইয়া স্বর্গলোকে সুখ লাভ করে। হে মৃত্যো ! আপনি সেই স্বর্গলোক প্রদানকারী অগ্নিকে জানেন, সুতরাং যাহার দ্বারা স্বর্গবাসী দেবগণ অমৃতত্ব লাভ করেন, সেই অগ্নিকে আপনি আমাকে উপদেশ করুন, কারণ আমি শ্রদ্ধালু সুতরাং আমাকে উপদেশ করুন, সেই বরত্রয়ের মধ্যে ইহাই আমি দ্বিতীয় বর প্রার্থনা করিতেছি।

নচিকেতা তৃতীয় বরের দ্বারা আত্মজ্ঞানই বরণ করিলেন। তিনি বলিলেন—মনুষ্যলোকে পরলোক বিষয়ে সন্দেহ হয়, কেহ বলেন—পরলোক বলিয়া কোন বস্তু আছে, আবার কেহ কেহ বলেন—পরলোক বলিয়া কোন পদার্থই নাই, সুতরাং আপনি এই পরলোকগামী আত্মা বিষয়ে আমাকে অনুশাসন বা উপদেশ করুন। এই বরত্রয়ের মধ্যে আমার তৃতীয় বর প্রার্থনা। এই প্রকার নচিকেতার তিনটি প্রশ্ন, অথবা তিনটি বর প্রার্থনা।

ইত্যপ্যাহ "এতমগ্নিং তবৈব প্রবক্ষ্যন্তি জনা" (১।১।১৯) তৃতীয়েন বরেণ চ মোক্ষস্বরূপ প্রশ্নেন প্রাপ্যস্বরূপং প্রাপকস্বরূপমুপায়কর্ম্মানুগৃহীতোপাসনাস্বরূপঞ্চ পৃষ্টমিতি। এবং মোক্ষাদীন্ পৃষ্টে যমঃ সর্ব্বাদৌ মোক্ষস্য দেবাদীনামপি দুর্ল্লভং তথা পরম গোপনীয়ঞ্চ কথয়িত্বা নচিকেতসে দীর্ঘজীবন পুত্রপৌত্রাদীন্ বরান্ দাতুমৈচ্ছত্তানগৃহীত্বা কেবলং পরতত্ত্বমেব পৃষ্টে, যমস্তদুপদেশযোগ্যতাং পরীক্ষ্যোপদিদেশ—'তং দুর্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্। অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং, মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি॥ (১।২।১২) তদেতৎ সামান্যেন মোক্ষে উপদিষ্টে নচিকেতা প্রীতঃ সন্ 'দেবং মত্বা' ইতি প্রাপ্যতয়া নির্দ্দিষ্টস্য দেবস্য, অধ্যাত্ম যোগাধিগমেন' ইতি বেদিতব্যতয়া নির্দ্দিষ্টস্য, পুনঃ প্রাপকস্য জীবাত্মনশ্চ 'মত্বা ধীরো হর্ষশোকাবিতি নির্দ্দিষ্টস্য, পরব্রহ্মণঃ স্বরূপবিশেষপরিজ্ঞানায় পুনঃ প্রপচ্ছ — অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ।

এই প্রশ্নত্রয়েরই ধর্ম্মরাজ যম উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে নচিকেতা পিতার প্রসন্নতা প্রার্থনা করিলে যমরাজ 'তথাস্তু' তাহাই হউক বলিলেন। অনন্তর স্বর্গপ্রদানকারি—অগ্নিবিদ্যা বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে ধর্ম্মরাজ যম সপরিকর অগ্নিবিদ্যা যাহা স্বর্গলোক প্রদান করে তাহা উপদেশ করিয়া যমোপদিষ্ট অগ্নিবিদ্যা' নচিকেতা নামে প্রসিদ্ধ হউক, বলিলেন। তিনি বলিলেন—হে নচিকেতা! এই অগ্নি তোমার নামেই প্রসিদ্ধ হইবে, মানবগণ এই অগ্নিকে নচিকেতাগ্নি বলিয়া কীর্ত্তন করিবে।

নচিকেতা তৃতীয় বরে মোক্ষের স্বরূপ প্রশ্নের দ্বারা প্রাপ্য স্বরূপ, প্রাপকস্বরূপ, উপায় কর্ম্মানুগৃহীত উপাসনার স্বরূপও জিজ্ঞাসা করিলেন। নচিকেতা এই প্রকার মোক্ষাদি জিজ্ঞাসা করিলে ধর্ম্মরাজ যম সর্ব্বপ্রথম এই মোক্ষ দেবতাগণেরও দুর্ল্লভ এবং পরম গোপনীয় বস্তু বলিয়া, নচিকেতাকে দীর্ঘজীবন, পুত্র পৌত্র সুন্দরী রমণী প্রভৃতি লাভ হউক, ইত্যাদি বর প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু নচিকেতা ঐসকল গ্রহণ না করিয়া কেবল পরতত্ত্বই জিজ্ঞাসা করিলে, ধর্ম্মরাজ যম পরতত্ত্ব উপদেশের যোগ্যতাদি পরীক্ষা করিয়া উপদেশ করিলেন—হে নচিকেতা! তুমি যে বস্তু জিজ্ঞাসা করিতেছ তাহা দুর্ল্লভ দর্শন, পরম গোপনীয়, সর্ব্বব্যাপক, সকলের হৃদয়গুহায় অবস্থানকারী, পুরাণপুরুষ, সেই ক্রীড়াশীল দেবকে আধ্যাত্মিক যোগের দ্বারা জানিয়া ধীর সাধক হর্ষ শোক পরিত্যাগ করে।

এই প্রকার সামান্যরূপে মোক্ষের উপদেশ করিলে নচিকেতা পরম প্রসন্ন হইয়া "ক্রীড়াশীল দেবকে জানিয়া" এইরূপ প্রাপ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট দেবতার, পুনঃ "আধ্যাত্মিক যোগের দ্বারা" ইত্যাদি জানিবার যোগ্যরূপে নির্দ্দেশ করা পরমোপাস্যের, পুনঃ প্রাপক জীবাত্মার "ধীর সাধক তাঁহাকে জানিয়া হর্ষ শোক পরিত্যাগ করে" ইত্যাদি উপদিষ্ট, অর্থাৎ—প্রাপ্য, প্রাপক ও উপায় এই পদার্থত্রয় সামান্যরূপে উপদেশ করিলে, পরব্রহ্মের স্বরূপ বিশেষ ভাবে পরিজ্ঞানের নিমিত্ত নচিকেতা পুনঃ প্রশ্ন করিলেন—হে মৃত্যো! আপনি যে পরব্রহ্মকে ধর্ম্ম হইতে পৃথক্, অধর্ম্ম হইতে পৃথক্ এবং কার্য্য ও কারণ রূপ বিশ্ব হইতে অন্য, তথা ভূত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এই কালত্রয়ের অতীত রূপে জানেন সেই পরব্রহ্ম আমাকে উপদেশ করুন।

জ্ঞেয়ত্বেনোপন্যাসঃ। প্রশ্নশ্চ ত্রয়াণামেব তেষাং বীক্ষ্যতে। নান্যস্য কস্যচিৎ পদার্থস্য। ততো নাত্র প্রধানং বেদ্যম্ ॥ ৬ ॥

অন্যত্র ভূতাদ্ ভব্যাচ্চ যত্তৎ পশ্যসি তদ্বদ ॥ ইত্যেবং সকলেতর বিলক্ষণ স্বশক্তিমদ্ ভগবতঃ প্রাপ্ত্যুপায় স্বরূপং প্রণবং তাবদুপদিদেশ—সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি, তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি। যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি, তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমিওমিত্যেতৎ ॥ ইতি পুনরপি প্রণবং প্রশস্য, প্রথমং প্রাপকস্য সাধকস্য স্বরূপমাহ – ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ" (১।২।১৮) ইত্যাদিনা। অথ প্রাপ্যস্য পরব্রহ্মণঃ স্বরূপমাহ—অনোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্ আত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্। তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ॥ "ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ" (১।২।২০,২৫) ইত্যন্তেন। মধ্যে তু সর্ব্বসাধন শ্রেষ্ঠ শ্রীভক্তিসাধনস্য স্বরূপমাহ—নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥ (১।২।২৩), অথ শ্রীভক্ত্যারাধিতঃ শ্রীভগবান্ তেন স্ব-ভক্তেন সহ মুক্তদশায়ামপি পৃথগবস্থানং করোতীত্যাহ—ঋতং পিবন্তৌ (১।৩।১) ইতি। এবং সাধ্যসাধক

এই প্রকার সকলেতর বিলক্ষণ স্বশক্তিমান শ্রীভগবানের প্রাপ্তির উপায়স্বরূপ প্রথমে প্রণবকে উপদেশ করিতেছেন, বেদসকল নানা ছন্দে এবং নানা প্রকার মন্ত্রের দ্বারা যাঁহাকে প্রতিপাদন করেন, তপস্যা আদি সকল সাধনের যাঁহা একমাত্র চরম লক্ষ্য, যাঁহাকে লাভ করিবার ইচ্ছা করিয়া সাধকগণ নিষ্ঠাপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করেন, সেই পরমতত্ত্ব শ্রীপুরুষোত্তমের মহিমা তোমাকে সংক্ষেপে বলিতেছি, তাহা 'ওঁ' এই প্রণব হয়।

এইরূপ পুনরায় প্রণবের প্রশংসা করিয়া, প্রথমে প্রাপক সাধকের স্বরূপ বর্ণনা করিতেছেন—'সাধক আত্ম জাত হয় না, মরে না, সে নিত্য জ্ঞানী। ইত্যাদির দ্বারা সাধক জীবের স্বরূপ প্রতিপাদন করিয়াছেন।

অনন্তর প্রাপ্য পরব্রহ্মের স্বরূপ বলিতেছেন— যিনি অণু হইতেও অণুতম, মহান হইতেও মহানতম, যিনি এই মানবের হৃদয় গুহায় বিরাজ করেন সেই পরমাত্মা শ্রীভগবানের মহিমা কামনা রহিত শোকাদি শূন্য সাধক শ্রীভগবানের মহিমায় অবলোকন করে, জানিতে পারে। এই প্রকার আরম্ভ করিয়া বলিলেন—'সেই সর্ব্বাত্মা শ্রীভগবান যে প্রকার ও যে স্থানে অবস্থান করেন তাহা কে জানে? এই পর্য্যন্ত বর্ণনা করিলেন। এই পরব্রহ্ম বর্ণনার মধ্যে সর্ব্বসাধন শ্রেষ্ঠ শ্রীভক্তিসাধনের স্বরূপ বলিতেছেন—যে পরমাত্মার বিষয়ে বলিলাম সেই আত্মা প্রবচনের দ্বারা, বুদ্ধির দ্বারা, অনেক শ্রবণের দ্বারা, লাভ করা যায় না, তিনি যাহাকে বরণ করেন, তাহা কর্ত্তৃক লাভ হয়, সেই পরমাত্মা তাহার নিমিত্ত নিজ স্বরূপ বিস্তার করেন।

ওঁ ॥ মহদ্বচ্চ ॥ ওঁ ॥ ১।৪।১।৭।

সাধনমুক্ত্বা মানবশরীরস্য রথত্বমাহ—আত্মানং রথিনং বিদ্ধি 'ইত্যরভ্য' দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি (১।৩।১৪) ইত্যন্তেন কিঞ্চানেন পথা গন্তুর্বিষ্ণুপদ প্রাপ্তিমভিধায় 'অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্' ইত্যাদিনোপসংহৃত মিতি। তস্মাত্তত্র কঠোপনিষদি নচিকেতা যমসংবাদে ত্রয়াণামেবোত্তর প্রদানাৎ প্রশ্নশ্চ ত্রয়াণামেব তেষাং বীক্ষ্যতে, নান্যস্য প্রধানস্য কস্যচিৎ পদার্থস্য।

সঙ্গতিঃ—ততো নাত্র প্রকরণেঽব্যক্ত শব্দেন প্রধানং বেদ্যমিতি ভাষ্যার্থঃ ॥ ৬ ॥

অথ সাংখ্যানামসঙ্গতিং দর্শয়িতুং সূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—মহদিতি। বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ' ইত্যত্রাত্মশব্দসামান্যাধিকরণাৎ 'মহৎ' পদেন যথা সাংখ্যসম্মত মহত্তত্ত্ব পরিগ্রহো ন ভবতি, তথাত্মনঃ পরত্বেন কীর্ত্তনাদব্যক্ত পদেনাপি ন সাংখ্যোক্ত প্রধান পরিগ্রহো ভবিতু মর্হতীতি। অথাসঙ্গতিমেব

অনন্তর শ্রীভক্তির দ্বারা আরাধিত হইয়া শ্রীভগবান সেই ভক্তের সহিত মুক্ত অবস্থাতেও পৃথক ভাবে অবস্থান করেন, তাহাই প্রতিপাদন করিতেছেন—ঋতং—সত্যকে দুইজন পান করেন।" এই প্রকার সাধ্য সাধক ও সাধন উপদেশ করিয়া, মানব শরীরের রথ স্বরূপতা প্রতিপাদন করিতেছেন—'জীবাত্মাকে রথী বলিয়া জানিবে' এই প্রকার আরম্ভ করিয়া—'বিদ্বানগণ এই পথকে অতি দুর্গম বলিয়া বর্ণনা করিরাছেন' এই পর্য্যন্ত সমাপ্ত করিয়াছেন। আরও এই শ্রীভক্তিপথে গমনকারির শ্রীবিষ্ণুপদ বৈকুণ্ঠাদি লাভ হয়, তাহা নিরূপণ করিয়া "অশব্দ, স্পর্শশূন্য, রূপরহিত, অব্যয় ইত্যাদি বর্ণন করিয়া উপদেশের উপসংহার করিয়াছেন। অতএব এই কঠোপনিষদে নচিকেতা যম সংবাদে তিনটি বিষয়ের উত্তর প্রদান করা হেতু, প্রশ্নও তিনটি বিষয়েরই দেখা যায়। প্রধান বা অন্য কোন পদার্থের নাই।

সঙ্গতি—অতএব এই প্রকরণে অব্যক্ত শব্দের দ্বারা প্রধানকে বোধ করায় না, ইহাই এই ভাষ্যের অর্থ ॥ ৬ ॥

অনন্তর ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সাংখ্যবাদিগণের অসঙ্গতি প্রদর্শিত করাইবার নিমিত্ত সূত্রের অবতারণা করিতেছেন—মহৎ ইত্যাদি। "মহতের সমান" বলিলেও অসঙ্গতি হয়। অর্থাৎ বুদ্ধি হইতে মহান আত্মা শ্রেষ্ঠ" এই স্থলে আত্মা শব্দ সামান্যাধিকরণ হেতু "মহৎ" পদের দ্বারা যেমন সাংখ্যসম্মত মহত্তত্ত্ব পরিগৃহীত হয় না। সেই রূপ আত্মা হইতে শ্রেষ্ঠরূপে কীর্ত্তন করা হেতু অব্যক্ত' পদের দ্বারাও সাংখ্যশাস্ত্র পরিগৃহীত প্রধান হইতে পারিবে না।

বুদ্ধি হইতে মহান আত্মা শ্রেষ্ঠ এই স্থলে যেমন বুদ্ধি হইতে শ্রেষ্ঠ মহানের সহিত আত্মা শব্দের একার্থতা থাকিলেও মহান শব্দে মহৎকে গ্রহণ করেন না, সেই প্রকার আত্মা হইতে শ্রেষ্ঠ এই উক্তি থাকিলেও অব্যক্ত শব্দের দ্বারা প্রধানকে গ্রহণ করা হইবে না।

"বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ" (কঠ০ ১।৩।১০) ইত্যত্র যথা বুদ্ধি পরত্বোক্তেরাত্মশব্দৈকার্থ্যাচ্চ মহত্তত্ত্বং ন গৃহ্যতে, এবমাত্ম পরত্বোক্তেরব্যক্তশব্দেন প্রধানং নেত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

স্পষ্টয়ন্তি—বুদ্ধেরিতি। বুদ্ধের্মহত্তত্ত্বাৎ মহান্ পরঃ ইত্যেবমর্থং সাংখ্যা ন গৃহ্নন্তি, কিন্তু মন্ত্রে বর্ত্ততে। যতস্তে "সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ প্রকৃতের্ম্মহান্ মহতোঽহঙ্কারঃ" (সাং সূ০ ১।৬১) 'অধ্যবসায়ো বুদ্ধিঃ' (সাং সূ০ ২।১৩) টীকা চ শ্রীভিক্ষুনাম্—মহত্তত্ত্বস্য পর্য্যায়ো বুদ্ধিরিতি' স্বীকুর্ব্বন্তি। তস্মাদ্ বুদ্ধেরাত্মামহানিত্যত্র মহচ্ছব্দেন প্রকৃতেঃ প্রথমবিকারে বাচ্যে 'মহতো মহান্ পরঃ' ইত্যাত্মাশ্রয়ো নামানিষ্টং স্যাৎ। তথা চ তথাত্বমস্বীকৃত্য মহতো বিশেষণমাত্মশব্দমিতি তদপ্যনিষ্টতরমিতি। তস্মাৎ প্রকরণেঽস্মিন্ মহচ্ছব্দেন ন প্রথমবিকারো গৃহ্যত ইতি। অতঃ সাংখ্যা যথা বুত্তি পরত্ব উক্তেরাত্ম শব্দস্য একার্থত্বাচ্চ মহচ্ছব্দেন মহত্তত্ত্বং ন গৃহ্যন্তে, এবমাত্ম পরত্বোক্তেরব্যক্ত শব্দেন প্রধানং ন গ্রাহ্যমিতি। ন হ্যাত্মনঃ পরতয়া প্রধানং সাংখ্যসম্মতং, তে তথা ন স্বীকুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ। তস্মাদব্যক্তশব্দেন সূক্ষ্মশরীরমেব গ্রহণমুচিতমিতি ভাবঃ।

কাঠকাব্যক্তশব্দেন সূক্ষ্মশরীর সংগ্রহঃ। ন প্রধানমিহ সাংখ্যা ইতিবেদান্তভিণ্ডিমঃ ॥ ৭ ॥

ইত্যানুমানিকাধিকরণং প্রথমং সমাপ্তম্ ॥ ১ ॥

অতঃপর অসঙ্গতি প্রকার স্পষ্ট করিতেছেন— বুদ্ধি ইত্যাদি। বুদ্ধি অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব হইতে মহান্ শ্রেষ্ঠ" এইরূপ অর্থ সাংখ্যবাদিগণ স্বীকার করেন না, কিন্তু কঠোপনিষদের মন্ত্রে বিদ্যমান আছে। যে হেতু সাংখ্যবাদিগন—সত্ত্ব, রজঃ তথা তমঃ এই গুণত্রয়ের সাম্য অবস্থাকে প্রকৃতি,প্রকৃতি হইতে মহৎ, মহৎ হইতে অহঙ্কার হয়। "অধ্যবসায়কে বুদ্ধি বলে"। এই সূত্রের টীকায় শ্রীবিজ্ঞান ভিক্ষু বলিয়াছেন মহত্তত্ত্বের পর্য্যায় বুদ্ধি, অর্থাৎ বুদ্ধিরই নাম—মহত্তত্ত্ব, এই প্রকার স্বীকার করেন।

অতএব—বুদ্ধি হইতে আত্মা মহান" এই স্থানে মহৎ শব্দের দ্বারা প্রকৃতির প্রথম বিকার স্বীকার করিলে "মহান্ হইতে মহান্ শ্রেষ্ঠ" এই প্রকার আত্মাশ্রয় দোষ রূপ অনিষ্ট ঘটে। এবং ঐ প্রকার স্বীকার না করিয়া যদি বলেন "মহতের বিশেষণ আত্মা শব্দ" তথাপি অনিষ্টতর হয়, কারণ—আত্মা চেতন, মহৎ জড়। সুতরাং এই প্রকরণে মহৎ শব্দের দ্বারা প্রকৃতির প্রথম বিকার গ্রহণ করা হয় নাই। অতএব সাংখ্যবাদিগণ "বুদ্ধি হইতে শ্রেষ্ঠ" এই বাক্যের আত্মা শব্দের সমানার্থ হওয়া হেতু মহৎ শব্দের দ্বারা মহৎকে গ্রহণ করেন না।

এই প্রকার "আত্মা হইতে শ্রেষ্ঠ" এই বাক্যের অব্যক্ত শব্দের দ্বারা প্রধানকে গ্রহণ করা হইবে না। আত্মা হইতে শ্রেষ্ঠ রূপে প্রধানকে সাংখ্যবাদিগণ স্বীকার করেন না। সুতরাং অব্যক্ত শব্দের দ্বারা সূক্ষ্মশরীরই গ্রহণ করা উচিত ইহাই ভাবার্থ ॥ ৭ ॥

২ ।। চমসাধিকরণম্ ।।

অন্যোঽপি স্মার্ত্তসিদ্ধান্তো নিরস্যতে। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি পঠ্যতে (৪।৫) "অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং স্বরূপাঃ। অজোহ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে

---

২ ।। চমসাধিকরণম্ ।।

পূর্ব্বস্মিন্ প্রকরণে কাঠকাব্যক্ত শব্দস্য প্রধানার্থং ব্যাবর্ত্ত্য সূক্ষ্ম শরীরমভিহিতমেবমত্র চমসাধিকরণেঽজাশ্রুতিরপি শ্রীভগবচ্ছক্তিরূপেণ প্রতিপাদ্যত ইত্যধিকরণসঙ্গতিঃ। অথ সাংখ্যানাং সিদ্ধান্তান্ নিরস্তুমাদাবজামন্ত্রস্য ব্রহ্মণি সঙ্গময়িতুমারভ্যন্তে—অন্যোঽপীতি।

বিষয়ঃ—অথ চমসাধিকরণস্য বিষয়বাক্যমবতারয়ন্তি—শ্বেতেতি। অজামিতি, লোহিত শুক্ল কৃষ্ণাং সত্ত্বরজস্তমস্ত্রিগুণাত্মিকামেকামনন্যামজাং প্রকৃতিং জন্মাদিরহিতাং, যদ্বা সর্ব্বেষাং কারণস্বরূপাং, তথা চ "মূলে মূলাভাবাদমূলং মূলম্" (সাং সূ০ ১।৬৭) অনিরুদ্ধ বৃত্তিশ্চ—মূলপ্রকৃতের্মূলাভাবাৎ কারণাভাবাদ-

---

কঠোপনিষদের অব্যক্ত শব্দের দ্বারা সূক্ষ্ম শরীরকেই গ্রহণ করিয়াছেন, হে সাংখ্যবাদিগণ! তাহা প্রধান নহে, বেদান্তশাস্ত্রে তাহা ডিণ্ডিম ঘোষে প্রতিপাদন করিতেছেন।

এই প্রকার আনুমানিকাধিকরণ প্রথম সমাপ্ত হইল ॥ ১ ॥

২ ॥ চমসাধিকরণ—

অনন্তর চমসাধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন। পূর্ব্বে আনুমানিকাধিকরণে কঠবল্লীতে অব্যক্ত শব্দের প্রধান অর্থ হইতে ব্যাবর্ত্তিত করিয়া সূক্ষ্ম শরীর প্রতিপাদন করিয়াছেন, এই প্রকার এই চমসাধিকরণে অজা শ্রুতিরও শ্রীভগবৎ শক্তিরূপে প্রতিপাদন করিতেছেন, এই প্রকার অধিকরণ সঙ্গতি প্রদর্শিত হইল।

অতঃপর সাংখ্যসিদ্ধান্তবাদিগণের সিদ্ধান্ত সকল নিরসন করিবার নিমিত্ত প্রথমতঃ অজা মন্ত্রের পরব্রহ্মে সঙ্গতি করিবার জন্য আরম্ভ করিতেছেন—অন্য ইত্যাদি। অন্য স্মার্ত্ত সিদ্ধান্ত সকল নিরসন করিতেছেন।

বিষয়—অনন্তর চমসাধিকরণের বিষয়বাক্যের অবতারণা করিতেছেন- শ্বেতাশ্বতর ইত্যাদি। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে পাঠ করেন—লোহিত শুক্লকৃষ্ণবর্ণা অজা আপন সমান অনেক প্রজা সৃষ্টি করে। তন্মধ্যে একটি অজ তাহাকে ভোগ করে. অন্য একটি অজ তাহাকে পরিত্যাগ করে। সাংখ্য পক্ষে ব্যাখ্যা-অজা—লোহিত শুক্ল কৃষ্ণ, রজঃ, সত্ত্ব, তমঃ ত্রিগুণাত্মিকা একা অনন্যা, অজা—প্রকৃতি জন্মাদি রহিতা, অথবা সকল কার্য্য পদার্থের কারণরূপা, এই বিষয়ে সাংখ্যসূত্র এই প্রকার—মূলে মূলের অভাব হেতু,

জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ" ইতি। কিমত্র স্মৃতি সিদ্ধা প্রকৃতিরজা ? কিম্বা ব্রহ্মাত্মিকা বৈদিকী ? ইতি সন্দেহে অজাম্' ইত্যকার্য্যত্বস্য "বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাম্" ইতি স্বাতন্ত্র্যেণ

মূলং যৎ কারণং তন্মূলং সৈব প্রকৃতিরিতি। সা চ স্বরূপা ত্রিগুণাত্মিকাঃ বহ্বীঃ প্রজাঃ পুরুষান্ সৃজত তি ভাবঃ। অত্র সৃজমানামিত্যজায়াঃ স্বতঃ কর্তৃত্বমিত্যর্থঃ। কিঞ্চ সৃজ্যেষু প্রজাসু একো বিবেকহীনোঽজঃ পুরুষস্তামজাং জুষমানোঽনুশেতে, তামাত্মত্বেনোপগম্য তদ্গত সুখদুঃখাদ্যনুভবতীত্যর্থঃ। অন্যস্তু অজো বিবেকী এনাং ভুক্ত ভোগাং কৃতভোগবিবেকজ্ঞানাং জহাতি, ভুক্ত বিমুচ্যতে ইতি। তথা চ—বিমুক্ত মোক্ষার্থং স্বার্থং বা প্রধানস্য" (সাং সূং ২।১) এবং কারিকায়ামপি—রঙ্গস্য দর্শয়িত্বা নিবর্ত্ততে নর্ত্তকী যথা নৃত্যাৎ। পুরুষস্য তথাত্মানং প্রকাশ্য বিনিবর্ত্ততে প্রকৃতিঃ॥ (৫৯), কিঞ্চ—প্রকৃতেঃ সুকুমারতরং ন কিঞ্চিদস্তীতি মে মতির্ভবতি। যা দৃষ্টাস্মীতি পুনর্ন দর্শনমুপৈতি পুরুষস্য॥ (৬১), তস্মাৎ সাধূক্তং ভুক্তভোগামিতি। ব্যাখ্যানমিদং সাংখ্যপক্ষীয়ম্। স্বসিদ্ধান্তে তু একো জীবঃ, অন্যস্ত্বীশ ইত্যর্থো বোধ্য ইতি বিষয়বাক্যম্।

সংশয়ঃ—অথ শ্বেতাশ্বতরোক্ত বিষয়বাক্যে সংশয়বাক্যমবতারয়ন্তি—কিমত্রেতি। বৈদিকী বেদোক্তা ইতি সন্দেহবাক্যম্।

অমূল মূল। এই সূত্রর শ্রীঅনিরুদ্ধ কৃত বৃত্তি—মূল প্রকৃতির মূল কারণের অভাব হেতু মূলরহিত যে কারণ তাহাই মূল, সেই মূলই প্রকৃতি। সেই অজা বা প্রকৃতি, স্বরূপ—ত্রিগুণাত্মক অনেক প্রজা পুরুষ সৃষ্টি করে, এই স্থলে সৃজমানা অর্থাৎ অজার স্বত কর্তৃত্ব বোধ করাইতেছে।

আরও সৃষ্টি করা প্রজাগণের মধ্যে একটি বিবেকহীন অজ পুরুষ অজাকে ভোগ করিয়া থাকে, অর্থাৎ তাহাকে আত্মারূপে স্বীকার করিয়া প্রকৃতিগত সুখ দুঃখাদির অনুভব করে, অপর একটি অজ বিবেকী এই প্রকৃতিকে ভোগ করিয়া বিবেক জ্ঞান হেতু ত্যাগ করে,ভোগ করিয়া পরিত্যাগ করে। এই বিষয়ে সাংখ্যসূত্রে বর্ণিত আছে—দুঃখ সম্বন্ধ বিমুক্ত পুরুষের প্রতিবিম্ব সম্বন্ধের দ্বারা দুঃখ মোচনের নিমিত্ত প্রধানের সৃষ্টিতে প্রবৃত্তি হয়।

সাংখ্যকারিকায় বর্ণিত আছে নর্ত্তকী যে প্রকার রঙ্গমঞ্চস্থ জনসমূহকে নৃত্যকলা দর্শন করাইয়া নৃত্য হইতে নিবর্ত্তিত হয়, সেই প্রকার প্রকৃতি পুরুষকে নিজেকে প্রকাশ করিয়া বিনিবর্ত্তিত হয়। অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষের নিকটে নিজেকে প্রকাশিত করিয়া তাহা হইতে ফিরিয়া আসে। আরও বলিয়াছেন—প্রকৃতি হইতে আর কোন বস্তু সুকোমলতর আছে বলিয়া আমার মনে হয় না, কারণ যে একবার আমাকে দেখিয়াছে মনে চিন্তা করিয়া পুনরায় আর কখনও পুরুষের দর্শন পথের পথিক হয় না। অতএব সত্যই বলিয়াছেন যে বিবেকী পুরুষ তাহাকে ভোগ করিয়া পরিত্যাগ করে। এই ব্যাখ্যা সাংখ্যপক্ষীয়।

স্বষ্টেশ্চ প্রত্যয়াৎ স্মৃতি সিদ্ধেতি প্রাপ্তে—

ওঁ ॥ চমসবদবিশেষাৎ ॥ ওঁ ।। ১।৪।২।৮।

পূর্ব্বপক্ষঃ—ইত্যেবং সন্দেহবাক্যে পূর্ব্বপক্ষমবতারয়ন্তি অজামিতি, অনেন তস্যা জন্মাভাবো গম্যতে, তথা চ কারিকায়াং (৩) 'মূল প্রকৃতিরবিকৃতিঃ' ইত্যনেনাস্যা অকার্য্যত্বস্য সর্ব্বকারণত্বস্য চ প্রত্যয়াৎ, কিঞ্চ স্বাতন্ত্রেণান্যনিরপেক্ষেণ মহদাদীনাং স্রষ্টেশ্চ প্রত্যয়াত্তস্মাৎ শ্বেতাশ্বতরোক্তাজাস্মাকং সাংখ্যোক্তং প্রধানমেবেতি, ন তু বৈদিকীশ্বরশক্তিরিতি পূর্ব্বপক্ষবাক্যম্।

সিদ্ধান্ত—অথ সাংখ্যৈরিত্যেবং পূর্ব্বপক্ষে সমুদ্ভাবিতে সিদ্ধান্তয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—চমসেতি। ইহ শ্বেতাশ্বতর মন্ত্রে ন সাংখ্যসম্মতায়াঃ প্রকৃতেরিহগ্রহণং ভবিতুমর্হতি, কুতঃ? চমসবদবিশেষাৎ। যথা—'ইদং তচ্ছিরঃ' ইতি বৃহদারণ্যক মন্ত্রে শ্রূয়মানস্য চমসশব্দস্য যজ্ঞীয় পানপাত্রমাত্র প্রতীতের্নাত্র নামরূপাভ্যাং কশ্চিদ্ বিশেষেতি। এবমত্র মন্ত্রেঽপ্যবিশেষাৎ ন জায়তে ইতি অজা ইহাজাশব্দেন

বেদান্তপক্ষীয়—উভয় প্রজার মধ্যে একটি জীব অন্যটি ঈশ্বর এই প্রকার জানিবেন। ইহাই বিষয়বাক্য।

সংশয়—অনন্তর শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ বর্ণিত বাক্যে সংশয়ের অবতারণা করিতেছেন—কিমত্র ইত্যাদি। এই শ্বেতাশ্বতরের অজা কি কপিলস্মৃতি সিদ্ধা প্রকৃতিই অজা? অথবা—ব্রহ্মাত্মিকা পরব্রহ্মের শক্তিরূপা, বৈদিকী বেদ প্রতিপাদিতা পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের শক্তি কি? এই প্রকার সন্দেহবাক্য।

পূর্ব্বপক্ষ—এই প্রকার সন্দেহবাক্যে পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিতেছেন—অজা ইত্যাদি। অজা অর্থাৎ—কার্য্যতা রহিত হওয়া হেতু "অনেক প্রজা সৃজমানা" ইত্যাদি প্রমাণ দ্বারা স্বতন্ত্র রূপে প্রজা সৃষ্টি প্রত্যয় হেতু স্মৃতি সিদ্ধ প্রকৃতি হইবে। অর্থাৎ—অজা—যে জাত হয় না সে অজা, সেই অজা, এতদ্দ্বারা সেই অজার জন্মাভাব বোধ করায়। এই বিষয়ে সাংখ্যকারিকায় বর্ণিত আছে—"মূল প্রকৃতি বিকার রহিতা" ইত্যাদি প্রমাণ দ্বারা অজার অকার্য্যত্ব ও সর্ব্বকারণত্বের প্রত্যয় হেতু, আরও স্বতন্ত্ররূপে অন্যের অপেক্ষা না করিয়াই মহদাদির সৃষ্টি করে, তাহার প্রত্যয় হেতু, অতএব শ্বেতাশ্বতর উপনিষদুক্ত অজা আমাদের সাংখ্যশাস্ত্র বর্ণিত প্রধানই হইবে, কিন্তু বৈদিকী ঈশ্বর শক্তি নহে, এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষবাক্য প্রদর্শিত হইল।

সিদ্ধান্ত—সাংখ্যবাদিগণ কর্তৃক এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষের উদ্ভাবনা করিলে ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত করিতেছেন—চমস ইত্যাদি। চমস শব্দের ন্যায় কোন বিশেষের অভাব হেতু। অর্থাৎ—শ্বেতাশ্বতর মন্ত্রে সাংখ্যসম্মতা প্রকৃতির গ্রহণ করা উচিত নহে, কারণ—চমসের ন্যায় কোন বিশেষ না থাকা হেতু, যে প্রকার "ইহাই তাহার শির" ইত্যাদি বৃহদারণ্যক মন্ত্রে শ্রূয়মান চমস শব্দের যজ্ঞীয়-পানপাত্র মাত্র প্রতীতি হওয়া হেতু এই স্থলে কোন নাম ও রূপের দ্বারা বিশেষ বোধ হইতেছে না, সেই

"বদতীতি" সূত্রাৎ 'ন' (১।৪।১।৫) ইত্যনুবর্ত্ততে। নাত্র স্মৃতি সিদ্ধা সা শক্যা গ্রহীতুম্। কুতঃ ? অবিশেষাৎ "ন জায়তে" ইতি ব্যুৎপত্ত্যা অজাত্বমাত্রপ্রতীতেস্তস্যা গ্রহণে বিশেষহেত্বভাবাদিত্যর্থঃ। দৃষ্টান্তশ্চমসবদিতি। যথা বৃহদারণ্যকে (২।২।৩) 'অর্ব্বাগ বিলশ্চমস উর্দ্ধবুধ্নঃ"ইত্যস্মিন্ মন্ত্রে চম্যতেঽনেন ইতি ব্যুৎপত্ত্যা যজ্ঞীয় ভক্ষণসাধনত্বমাত্র প্রতীতের্বিশেষাবোধাৎ, নামতো রূপতশ্চ সোঽয়ং চমসবিশেষ ইতি ন শক্যতে গ্রহীতুম্। যৌগিকশব্দেষ্বর্থ

প্রকৃতিরেব বোদ্ধ্যেত ইতি নাস্তি নিয়মঃ, বিশেষকথনাভাবাদিতি সূত্রার্থঃ। বৃহদারণ্যকে—চমসস্ত্বর্ব্বাগ্ বিলাধোগভীরঃ উর্দ্ধবুধ্নউর্দ্ধোচ্চ যজ্ঞীয়দ্রব্য ভক্ষণসাধনমাত্র বস্তু প্রতীয়তে, ন কশ্চিদ্বিশেষঃ, তথাত্বমন্যত্রাপি সত্ত্বাৎ।

যৌগিকেতি—শ্রীমদলঙ্কার কৌস্তুভে ২।১০, 'আদিত্যেয়াদি শব্দা যোগিকাঃ, অদিতেরপত্যানীতি ঢক্ প্রত্যয়েন কেবলং যোগার্থ এবেতি। অতঃ কেবল যোগার্থত্বাদ্ যৌগিক শব্দেষ্বিতি। অর্থেন

প্রকার এই শ্বেতাশ্বতর মন্ত্রেও 'অবিশেষ হেতু' যাহার জন্ম হয় না সে অজা, এই স্থানে সাংখ্যস্মৃতি বর্ণিত প্রকৃতিকেই বুঝিতে হইবে তাহার কোন নিয়ম নাই, কারণ সেই স্থানে কোন প্রকার বিশেষ কথনের অভাব বিদ্যমান থাকা হেতু, ইহাই এই সূত্রের অর্থ।

পূর্ব্বের 'বদতি ইতি চেৎ ন প্রাজ্ঞো হি প্রকরণাৎ' এই সূত্র হইতে 'ন' কারের অনুবর্ত্তন করিতে হইবে। এই স্থলে কপিলস্মৃতি সিদ্ধা প্রকৃতিকে গ্রহণ করিতে সামর্থ্য হইবে না। কারণ অবিশেষ হেতু, 'যাহা জাত হয় না' এই ব্যুৎপত্তির দ্বারা অজাত্ব মাত্র প্রতীতি হেতু কপিলস্মৃতি বর্ণিত প্রকৃতির গ্রহণে বিশেষ হেতুর অভাব দেখা যায় ইহাই অর্থ।

এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—চমসবৎ ইত্যাদি। এই বিষয়ে বৃহদারণ্যকোপনিষদে বর্ণিত আছে—চমস মধ্যে গর্ত্ত ও ধারে উর্দ্ধ ইত্যাদি। "চমাতে ইহার দ্বারা" এই ব্যুৎপত্তির দ্বারা চমস শব্দে যজ্ঞীয় বস্তু ভক্ষণের সাধন মাত্র প্রতীতি হওয়া হেতু, কোন বিশেষ বোধের অভাব বশতঃ নাম এবং রূপের দ্বারা "সেই এই চমস বিশেষ" এই প্রকার গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

যৌগিক শব্দে অর্থ ও প্রকরণাদি বিনা অর্থ বিশেষের নিশ্চয় হয় না, সেই প্রকার। বৃহদারণ্যকে বর্ণনা আছে—চমস অর্ব্বাগ্ বিল অর্থাৎ অধোদেশ গভীর, উর্দ্ধ বুধ্ন—উপরে উচ্চ মধ্যে গভীর খাৎ যুক্ত ও চতুর্দ্দিকে উচ্চতাযুক্ত যজ্ঞীয় দ্রব্য ভক্ষণ করিবার সাধন বিশেষ মাত্র বস্তুকে প্রতীতি করায়, আর কোন বিশেষ বোধ হয় না, কারণ—ঐ প্রকার বস্তু অন্যত্রও বিদ্যমান আছে।

যৌগিক—অর্থাৎ শ্রীঅলঙ্কারকৌস্তুভে বর্ণিত আছে—আদিত্য আদি শব্দ যৌগিক, অদিতির অপত্য সকল এই অর্থে 'ঢক্' প্রত্যয়ের দ্বারা কেবল যোগার্থ-ই হইয়াছে। অতএব কেবল যোগার্থ হওয়ার

প্রকরণাদিকং বিনার্থবিশেষানিশ্চয়াত্তদ্বৎ। তস্মাদত্র মন্ত্রে স্মৃতিসিদ্ধা প্রকৃতি র্ন গ্রাহ্যার্থ প্রকরণাদেরপ্যভাবাৎ। নাপি স্বাতন্ত্র্যেণ সৃষ্টেঃ প্রত্যয়ঃ। "প্রজাঃ সৃজমানাম্" (শ্বে০ ৪ ৫) ইতি তন্মাত্রপ্রতীতেঃ ॥ ৮ ॥

প্রকরণেন চ বিশেষো নিশ্চিয়তে, তথা চার্থেন বিশেষশাব্দবোধঃ "হরিং ভজ ভবচ্ছিদে" ইত্যত্রানন্য সাধ্যেন মোক্ষ লক্ষণেন ফলেন হরিশব্দস্য পরব্রহ্মেত্যেবার্থঃ। তথাচামরে ৩।৩।১৭৫, যমানিলেন্দ্র চন্দ্রার্ক বিষ্ণুসিংহাংশুবাজিষু। শুকাহিকপিভেকেষু হরির্ণা কপিলে ত্রিষু॥ ইতি হরিশব্দস্য নানার্থত্বেহপি বিশেষার্থ সামর্থ্যাৎ সংসারদুঃখনিবারকঃ শ্রীগোবিন্দদেব এবার্থো নান্যঃ। এবং প্রকরণেন চ বিশেষ শাব্দবোধো ভবেদ্ যথা—দেবো জানাতি মে মনঃ ইত্যত্র বক্তৃশ্রোতৃ বুদ্ধি সন্নিধি লক্ষণেন দেবশব্দস্য ভবানেবার্থো নিশ্চিতঃ। এবমত্র শ্বেতাশ্বতর মন্ত্রে প্রকৃতি প্রতিপাদকার্থস্য প্রকরণস্য চ বিরহাদজাশব্দেন নাত্র প্রকৃতির্গ্রাহ্যা। যত্তু স্বাতন্ত্র্যেণান্য নিরপেক্ষেণ মহদাদীনাং সৃষ্টেশ্চ প্রত্যয়াদিত্যুক্তং তন্মন্দম্, তস্যাশ্চেতন রাহিত্যাৎ, সৃষ্টি যোগ্যতাভাবং প্রতিপাদয়ন্তি—নাপীতি। তন্মাত্রেতি সৃষ্টিমাত্র প্রত্যয়াদিত্যর্থঃ। তস্মাৎ সৃষ্টিমাত্র শ্রবণেন সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব ব্যাখ্যানমনুচিতমেবেতি ভাষ্যার্থঃ ॥ ৮ ॥

কারণ যৌগিক শব্দ সকলে প্রকরণাদি বিনা অর্থ বোধ হয় না। যেমন অর্থের দ্বারা বিশেষ শাব্দ বোধ এই রূপ—"ভবচ্ছেদের নিমিত্ত শ্রীহরিকে ভজনা কর" এই স্থলে অনন্য সাধ্য—মোক্ষ লক্ষণ ফলের দ্বারা হরি শব্দের পরব্রহ্ম অর্থ হয়। এই বিষয়ে অমরকোষে বর্ণিত আছে—যম, পবন, ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য্য, বিষ্ণু, সিংহ, কিরণ, ঘোটক, শুকপক্ষী, সর্প, বানর ও ভেক শব্দ সকলে হরি প্রয়োগ হয়। এইরূপ হরি শব্দের অনেক অর্থ থাকিলেও বিশেষ অর্থ সামর্থ্য হেতু সংসার দুঃখ নিবারণকারি শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবই অর্থ হয়, অন্য নহে।

এই প্রকার প্রকরণের দ্বারাও বিশেষ শাব্দ বোধ হয়, যেমন—"দেব আমার মন জানেন" এই স্থানে বক্তা, শ্রোতা, বুদ্ধি, ও সন্নিধি লক্ষণের দ্বারা দেব শব্দের অর্থ "আপনি"-হয় ইহাই নিশ্চিত অর্থ। এই প্রকার এই শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের মন্ত্রে কাপিলস্মৃতি সিদ্ধা প্রকৃতিকে গ্রহণ করা হইবে না কারণ—প্রকৃতি প্রতিপাদক অর্থের ও প্রকরণাদির অভাব হেতু, অজা শব্দের দ্বারা প্রকৃতিকে গ্রহণ করা অনুচিত।

আপনারা (সাংখ্যবাদিরা) পূর্ব্বে যে বলিয়াছিলেন—স্বতন্ত্র অন্য নিরপেক্ষতার দ্বারা মহৎ আদি প্রকৃতি সৃষ্টি করে এবং তাহা প্রতীতি হয়, এই প্রকার কথন অতীব মন্দ, কারণ প্রকৃতি চেতন রহিত হওয়ার জন্য তাহার সৃষ্টি কার্য্যে যোগ্যতার অভাব শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদ প্রতিপাদন করিতেছেন—নাপি ইত্যাদি। প্রকৃতি কর্ত্তৃক স্বতন্ত্র ভাবে প্রজা সৃষ্টি করাও প্রত্যয় হয় না, যে হেতু শ্রুতি বাক্যে 'প্রজা সৃজমানা' এইরূপ মাত্র প্রমাণ দেখা যায়। সুতরাং সৃষ্টি মাত্র প্রত্যয় হেতু প্রকৃতি স্বাধীন ভাবে

বৈদিকী ব্রহ্মশক্তিস্তু গ্রাহ্যা, বিশেষহেতুসত্ত্বাদিত্যাহ—

ওঁ ॥ জ্যোতিরুপক্রমা তু তথাহ্যধীয়ত একে ॥ ওঁ ॥ ১।৪।২।৯।

'তু' শব্দো নিশ্চয়ে জ্যোতির্ব্রহ্ম "তদ্দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ" (বৃ০ ৪।৪।১৬) ইত্যাদিশ্রুতিপ্রসিদ্ধেঃ। তদেবোপক্রমঃ কারণং যস্যাঃ সা ব্রহ্মকারণৈবেয়মজা গ্রাহ্যা,

---

নন্বজা শব্দেন কিমভিমতং ভবতাম্? তত্রাহুঃ বৈদিকীতি। অথাজায়াঃ ব্রহ্মশক্তিত্বে বিশেষ হেতুং দর্শয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ জ্যোতিরিতি। জ্যোতিঃ পরব্রহ্ম, উপক্রমঃ কারণং যস্যাঃ সা পরব্রহ্ম কারণা এবেয়মজা, কুতঃ? তথাহ্যধীয়তে একে, যস্মাদেকে শাখিনস্তথা পরব্রহ্মোৎপন্না তদধীনা বাজাধীয়তে পঠন্তীত্যর্থঃ। অথ জ্যোতিঃ শব্দস্য পরব্রহ্মত্বং প্রতিপাদ্য তস্মাদেব সর্ব্বোৎপত্তিং বর্ণয়তি শ্রুতিঃ—তদিতি। যস্য জ্ঞানেন সাধকা অমৃতা ভবন্তি, যো ভূতভব্যস্যেশ্বরঃ, তৎ স এব দেবঃ ক্রীড়াশীলঃ জ্যোতিষাং সূর্য্য-চন্দ্রাদীনাং জ্যোতিঃ প্রকাশকঃ। তথা চ সর্ব্বেষাং জ্যোতিষ্কপদার্থানাং প্রকাশকঃ পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব এব। তথাহি শ্রীগীতাসু ১৫।১২, যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ ভাসয়তেঽখিলম্। যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ

সৃষ্টি করিতে পারে না। অতএব সৃষ্টিমাত্র শ্রবণের দ্বারা তাহার সর্ব্বকর্তৃত্ব ব্যাখ্যা করা নিতান্ত অনুচিতই হইবে, এই প্রকার এই ভাষ্যের অর্থ ॥ ৮ ॥

যদি বলেন অজা শব্দের দ্বারা আপনারা কি প্রতিপাদন করিতে ইচ্ছুক? বা অজা বিষয়ে আপনাদের অভিমত কি? তদুত্তরে বলিতেছেন—অজা শব্দে বৈদিকী পরব্রহ্মের শক্তি গ্রহণ করিতে হইবে, যে হেতু অজা শব্দে ব্রহ্মশক্তি গ্রহণের বিশেষ কারণ আছে।

অনন্তর অজার ব্রহ্মশক্তিত্বে বিশেষ হেতু ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ প্রদর্শিত করিতেছেন—জ্যোতি ইত্যাদি। জ্যোতিই উপক্রম—কারণ এই অজার হয়, অথর্ব্ববেদের শাখাধ্যায়ী এই প্রকার বলেন অর্থাৎ জ্যোতি পরব্রহ্ম, উপক্রম—কারণ যাহার সে পরব্রহ্ম কারণা এই অজা, যে হেতু কারণ কি? তথাহি একটি গণ অধ্যয়ন করেন, অর্থাৎ—অথর্ব্ববেদের একটি শাখা অধ্যয়নকারি বিদ্বানগণ তথা পরব্রহ্ম হইতে উৎপন্না, অথবা তাঁহার অধীনা এই অজা ইহা পাঠ করেন। সূত্রে যে 'তু' শব্দ আছে তাহা নিশ্চয়ার্থে গ্রহণ করিতে হইবে। জ্যোতি শব্দে পরব্রহ্মই গ্রহণ করা উচিত।

অনন্তর—জ্যোতি শব্দের পরব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন করিয়া তাহা হইতেই সকলের উৎপত্তি হয় তাহা বর্ণন করিতেছেন—তৎ ইত্যাদি। যিনি দেব তিনি জ্যোতিষ্কগণেরও জ্যোতি। ইত্যাদি শ্রুতি-শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে। তাহাই অর্থাৎ পরম জ্যোতি পরব্রহ্মই উপক্রম কারণ হইয়াছে যাহার সেই, ব্রহ্মকারণাই এই অজা। অর্থাৎ যাঁহার জ্ঞানের দ্বারা সাধক অমৃত হয়, যিনি ভূত, ভবিষ্যতের ঈশ্বর, তিনিই দেব ক্রীড়াশীল, জ্যোতিষ্কগণ সূর্য্য চন্দ্র আদিরও জ্যোতি প্রকাশক।

চমসবদন্যতোঽস্যা বিশেষবোধাদিতি। তত্র যথা "ইদং তচ্ছির এষ হ্যর্ব্বাগ্ বিলশ্চমস ঊর্দ্ধ বুধ্নঃ" (বৃ০ ২।২।৩) ইতি বাক্যশেষাৎ। শিরোরূপশ্চমসবিশেষো নিশ্চিতস্তথাঽস্যামপি প্রথমেহ

তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্॥ কিঞ্চ ১৩। ৮ 'জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি' ইত্যারভ্য 'জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিঃ' ইতি। তদেবং সর্ব্বোদ্ভাসকপরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবাত্তস্যাঃ অজায়া উৎপন্নত্বাৎ সা পরব্রহ্মণঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য বহিরঙ্গা শক্তিরূপেতি।

ননু বিশেষাভাবাৎ কথমস্যাঃ শ্রীভগবতঃ শক্তিরূপাত্বমিত্যত্রাহুঃ—চমসবদিতি। অন্যতঃ প্রমাণেনাস্ত চমসশব্দস্য বিশেষো বোধো ভবেৎ, তথাস্যা অজায়া অপি শ্রীভগবচ্ছক্তিরূপেণ বিশেষবোধাদিত্যর্থঃ। তথা চ চমস শব্দস্য বিশেষং দর্শয়ন্তি—তত্রেতি। প্রতীয়মানোঽয়ং শিরশ্চমস এব, কুতঃ? হি যস্মাদেষ শিরোলক্ষণশ্চমসঃ, অর্ব্বাগ্ বিলঃ বিলং মুখাদি তস্য বুধ্না পক্ষয়া অর্ব্বাক্ বহিঃ স্থিতত্বাৎ, ঊর্দ্ধ বুধ্নঃ বুধ্নাকারস্য শিরস উপরিভাগে পরিদৃশ্যমানত্বাৎ, তস্মাৎ শির এবোক্তলক্ষণশ্চমসেতি। অতশ্চমস

সারাংশ এই যে—সকল জ্যোতিষ্ক পদার্থগণের প্রকাশক শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবই। এই বিষয়ে শ্রীগীতার প্রমাণ এইরূপ—শ্রীভগবান কহিলেন—হে পার্থ! আদিত্যগত যে তেজ, যাহা অখিল জগৎ প্রকাশ করে, এবং যাহা চন্দ্রের মধ্যে এবং যে অগ্নির মধ্যে তেজ বিদ্যমান আছে তাহা আমারই তেজ বলিয়া জানিবে। আরও—হে পার্থ! যাহা জানিবার যোগ্য বস্তু তাহা তোমাকে বলিতেছি, এই প্রকার আরম্ভ করিয়া—সেই পরম বস্তু জ্যোতিষ্কগণেরও জ্যোতিস্বরূপ, বলিয়াছেন। অতএব সর্ব্বোদ্ভাসক পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব হইতে এই অজার উৎপত্তি হওয়া হেতু সে পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের বহিরঙ্গ শক্তি স্বরূপা বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

যদি বলেন—যদি বৃহদারণ্যক বাক্যে বিশেষের অভাব বিদ্যমান আছে, তাহা হইলে চমসবৎ কি প্রকারে এই প্রকৃতির শ্রীভগবানের শক্তি বলিয়া জানিলেন?

তদুত্তরে বলিতেছেন চমসের সমান অন্য স্থানে ইহার বিশেষ অবগত হওয়া হেতু, অর্থাৎ—অন্য স্থানের প্রমাণ হেতু এই চমস শব্দের বিশেষ বোধ হয় সেই প্রকার এই অজারও শ্রীভগবানের শক্তিরূপে বিশেষ বোধ হেতু ইহাই অর্থ।

এই স্থানে চমস শব্দের বিশেষ প্রদর্শিত করিতেছেন—তত্র ইত্যাদি। বৃহদারণ্যকে—এই তাহার শির এই অর্ব্বাগ্ বিল চমস ঊর্দ্ধ বুধ্ন হয়। ইত্যাদি বাক্যশেষে বর্ণিত আছে। অর্থাৎ—এই প্রতীয়মান শিরই হয়, কারণ—যেহেতু এই মস্তক লক্ষণ চমস অর্ব্বাগ্ বিল, বিল—মুখাদি, মুখের বুধ্নের অপেক্ষায় অর্ব্বাক বহির্দ্দেশে অবস্থান হেতু, ঊর্দ্ধবুধ্ন—বুধ্নাকার মস্তকের উপরি ভাগে দেখা যায়, সুতরাং মস্তকই উক্তলক্ষণ চমস হয়।

ধ্যায়েঽজামন্ত্রান্বিতে, চতুর্থে চ শক্তেঃ প্রক্রমাৎ ব্রহ্মশক্তিরূপো বিশেষ ইতি। তত্র পূর্ব্বত্র "তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্" (শ্বে০ ১।৩) পরত্র তু "য একোঽবর্ণো

শব্দেন শির এব নান্য পদার্থেতি প্রতিপাদয়ন্তি—ইতীতি। তথেতি—অস্যাং শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি তস্যাঃ প্রকৃতেঃ শ্রীভগবচ্ছক্তিরূপাত্বং বর্ণিতং তথাজা মন্ত্রান্বিতে চতুর্থোঽধ্যায়ে চ শক্তিবর্ণন প্রসঙ্গে ব্রহ্মশক্তিরূপো বিশেষো বর্ণনাদিতি। অথ শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি প্রথমেঽধ্যায়ে শক্তিবর্ণন প্রসঙ্গেঽজায়াঃ শ্রীভগবচ্ছক্তিত্বং বর্ণয়ন্তি—তত্রেতি। তে শ্রীভগবদুপাসকাঃ, কীদৃশাঃ? ধ্যানযোগানুগতাঃ, শ্রীভক্তিযোগবিশেষেণ ভগবচ্ছরণানুগতাঃ সন্তঃ দেবং পরমোদার ক্রীড়াশীলং শ্রীকৃষ্ণং, তথা চ শ্রীগোপালপূর্ব্বতাপন্যাম্—৬১, "তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো দেবঃ" অপশ্যন্ দৃষ্টবন্তঃ, কীদৃশং দেবং? স্বগুণৈর্নিগূঢ়ামাত্মশক্তিযুক্তম্। স্বগুণৈরিতি সত্ত্বরজস্তমোগুণৈর্ব্যাপ্তম্, দেবাধীনাং প্রকৃতিমিতি। এবমেবাহ শ্রীভাগবতে ১।৭।৪, "অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্" ইত্যজায়াঃ শ্রীভগবদধীনাত্বমিতি।

অনন্তর চমস শব্দের দ্বারা মস্তকই হয় অন্য কোন পদার্থ নহে তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন—ইতি ইত্যাদি। বৃহদারণ্যকোপনিষদের চমস প্রকরণের বাক্য শেষে এই প্রকার নিরূপণ করার জন্য মস্তকরূপ চমস বিশেষ নিশ্চয় করা হইল, সেই রূপ এই শ্রুতির প্রথম অধ্যায়ে অজা মন্ত্রান্বিতে এবং চতুর্থ অধ্যায়ে শক্তির বর্ণন ক্রমে অজাকে ব্রহ্মশক্তিরূপে বিশেষ কথিত হইয়াছে। অর্থাৎ—এই শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে প্রথম অধ্যায়ে সেই প্রকৃতির শ্রীভগবানের শক্তিরূপতা বর্ণিত হইয়াছে এবং এই উপনিষদে অজা মন্ত্রান্বিত চতুর্থ অধ্যায়ে ও শক্তি বর্ণনের প্রসঙ্গে অজাকে পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের শক্তিরূপে বিশেষ ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

অনন্তর শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে প্রথম অধ্যায়ে শক্তিবর্ণন প্রসঙ্গে অজার শ্রীভগবানের শক্তিত্ব বর্ণনা করিতেছেন—তত্র ইত্যাদি। তন্মধ্যে পূর্ব্বে—সেই সাধকগণ ধ্যানযোগের অনুগত হইয়া নিজগুণে নিগূঢ়া আত্মশক্তিযুক্ত দেবকে দেখিয়াছিলেন। অর্থাৎ—সেই শ্রীভগবানের উপাসকগণ, তাঁহারা কি প্রকার তাহা বলিতেছেন—ধ্যানযোগানুগত, অর্থাৎ শ্রীভক্তিযোগ বিশেষের দ্বারা শ্রীভগবৎ শরণানুগত হইয়া দেবকে পরমোদার ক্রীড়াশীল শ্রীশ্রীকৃষ্ণকে,এই বিষয়ে শ্রীগোপালতাপনী উপনিষদে বর্ণিত আছে অতএব শ্রীকৃষ্ণই পরম দেবতা" তাঁহাকে দর্শন করেন, সেই দেব কি প্রকার? নিজ গুণের দ্বারা নিগূঢ় আত্মশক্তি যুক্ত, নিজ গুন – সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই গুণত্রয় দ্বারা পরিব্যাপ্ত দেবাধীন প্রকৃতি শক্তিযুক্ত।

এই বিষয়ে শ্রীভাগবতে বর্ণনা করিয়াছেন—শ্রীভক্তিযোগ সমাধির দ্বারা নির্ম্মল মনে শ্রীব্যাসদেব পূর্ণপুরুষ শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবকে এবং তাঁহার অপাশ্রয়া শক্তি মায়াকে দেখিয়াছিলেন। এই প্রকার অজার শ্রীভগবানের অধীন বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন।

বহুধা শক্তিযোগাৎ" (শ্বে০ ৪।১) ইতি। অথৈতস্যা গ্রহণে প্রমাণান্তরঞ্চ দর্শয়তি তথাহীতি। হি হেতৌ যস্মাদেকে শাখিনস্তথাধীয়তে "তস্মাদেতদ্ব্রহ্ম নামরূপমন্নঞ্চ জায়তে" (মু০ ১।১।৯) ইতি প্রকৃতিমীশ্বরোৎপন্নাং পঠন্তি। ব্রহ্মশব্দবাচ্যমত্র প্রধানং ত্রিগুণাবস্থং গ্রাহ্যম্ "মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম" (শ্রীগী০ ১৪।৩) ইতি স্মৃতেঃ ॥ ৭ ॥

অথ শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি অজামন্ত্রান্বিতে চতুর্থাধ্যায়েঽজায়াস্তথৈব বর্ণনমস্তীতি প্রাহুঃ—পরত্রেতি। বহুধা শক্তিযোগাদিতি শ্রীভাগবতে—৩।৩৩।৩ "আত্মেশ্বরোঽতর্ক্য সহস্রশক্তিঃ" তথাত্রেঽপি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ৬।৭।৬১ "বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা। অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥ তস্মাৎ সর্ব্বকর্ত্তুঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য বহুধা শক্তি যোগত্বং সুব্যক্তমেবেতি। অথৈতস্যা অজায়াঃ শ্রীভগবচ্ছক্তিত্বরূপে গ্রহণে প্রমাণান্তরঞ্চ দর্শয়ন্তি— তথাহীতি। শাখিনঃ আথর্ব্বণিকাঃ, তথাজায়াঃ শ্রীভগবদধীনা, তদুৎপন্নাত্বঞ্চাধীয়ন্তে। অথর্ব্ববেদীয় মুণ্ডকোপনিষদি এবং পঠ্যতে যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ ইতি পূর্ব্বার্দ্ধম্। তস্মাদিতি—তস্মাৎ সর্ব্বজ্ঞাৎ সর্ব্বশক্তিমতঃ শ্রীগোবিন্দদেবাদেতদ্ ব্রহ্মাব্যাকৃতাপরপর্য্যায়ং ত্রিগুণাত্মকং প্রধানং নাম ইন্দ্র চন্দ্রাদি, রূপ—নীলাদি অন্নঞ্চ যবাদি চ জায়তে। মমেতি শ্রীগীতাসু, টীকা চ শ্রীমদ্ ভাষ্যকারাণাম্—মহৎ সর্ব্বস্য প্রপঞ্চস্য কারণং ব্রহ্মাভিব্যক্ত সত্ত্বাদি গুণকং

অনন্তর শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে অজা মন্ত্রযুক্তে চতুর্থ অধ্যায়ে অজার সেই প্রকারই বর্ণনা আছে তাহাই বলিতেছেন—পরত্র ইত্যাদি। পরে বর্ণনা করিয়াছেন—যিনি এক কোন প্রকার বর্ণ রহিত হইয়াও অনেক শক্তি যোগ হেতু অনেক বর্ণ সৃষ্টি করেন। এই বিষয়ে শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে—শ্রীভগবান সকলের আত্মা সর্ব্বেশ্বর এক তর্কাতীত সহস্র শক্তিযুক্ত। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে এই প্রকার প্রতিপাদন করিয়াছেন—শ্রীবিষ্ণুর তিনটি প্রধান শক্তি তন্মধ্যে পরা নাম্নী স্বরূপশক্তি, অপরা নাম্নী ক্ষেত্রজ্ঞশক্তি এবং তৃতীয়া অবিদ্যাকর্ম্ম নাম্নী। অতএব সর্ব্বকর্ত্তা শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের অনেক শক্তি বিদ্যমান আছে তাহা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইতেছে, সুতরাং অজা তাঁহার একটি শক্তিবিশেষ হয়।

অনন্তর এই অজার শ্রীভগবানের শক্তিত্বরূপে গ্রহণ বিষয়ে প্রমাণান্তর প্রদর্শিত করিতেছেন—তথাহি ইত্যাদি। সূত্রে যে 'হি' শব্দ আছে তাহার অর্থ হেতু' বুঝিতে হইবে। যে হেতু বেদের এক শাখাধায়ী আথর্ব্বনিকগণ অজার শ্রীভগবানের অধীনা ও তাঁহা হইতে উৎপন্না এই প্রকার অধ্যয়ন করিয়াছেন। অথর্ব্ববেদীয় মুণ্ডকোপনিষদে এই প্রকার পাঠ করেন—তাঁহা হইতে এই ব্রহ্ম, নাম, রূপ ও অন্ন জাত হয়, 'যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ যাঁহার তপস্যাই জ্ঞানময়। প্রমাণিত মন্ত্রের ইহা পূর্ব্বার্দ্ধ।

এই প্রকার প্রকৃতিকে ঈশ্বর হইতে উৎপন্না স্বীকার করেন। অর্থাৎ—তাঁহা সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব হইতে এই ব্রহ্ম—অব্যাকৃতা পরপর্যায় ত্রিগুণাত্মক প্রধান, নাম—ইন্দ্র, চন্দ্রাদি,

নন্ু কথমস্যাঃ প্রকৃতেরজাত্বমজায়াঃ পুনঃ কথং জ্যোতিরুৎপন্নত্বমিত্যাশঙ্ক্য সমাধত্তে—

ওঁ ॥ কল্পনোপদেশাচ্চ মধ্বাদিবদবিরোধঃ ॥ ওঁ ॥ ১।৪।২।১০।

প্রধানং মম সর্ব্বেশ্বরস্যাণ্ডকোটিস্রষ্টুর্যোনির্গর্ভধারণ স্থানং ভবতীতি। তস্মাৎ শ্বেতাশ্বতরোক্তাজা শব্দেন পারমেশ্বরী শক্তিরেব বোধ্যম্, ন তু সাংখ্যানাং ত্রিগুণাত্মিকা জড়া প্রকৃতিরিতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

অথ প্রকারান্তরেণাশঙ্ক্য সমাধানমাহুঃ—নম্বিতি। নন্ু কথমস্যাঃ স্বতন্ত্রসৃষ্টিকারিণ্যাঃ প্রকৃতেরজাত্বং জন্মাদিরাহিত্যম্? পুনঃ কথং জন্মাদিরহিতায়া অজায়াঃ জ্যোতিরুৎপন্নত্বং ব্রহ্মসকাশাদুৎপন্নত্বমিতি এবং বদন্ ভবতামুন্মত্ত প্রলাপায়তে বাক্যং, তস্মাদজাশব্দেনাত্র প্রধানমেব বোধ্যমিতি। ইত্যাশঙ্কায়াঃ সমাধানমাহুঃ—সমেতি। অথাশঙ্কাসমাধানদ্বারেণাজায়াঃ ব্রহ্মশক্তিত্বং প্রতিপাদয়িতুং সূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—কল্পনেতি। কল্পনাসৃষ্টিঃ, "অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ" ইতি সৃষ্টেরুপদেশাৎ,

---

রূপ—নীল শুক্লাদি এবং অন্ন—যবাদি জাত হয়। শ্রুতি মন্ত্রে যে ব্রহ্ম শব্দ আছে তাহার দ্বারা এই স্থানে ত্রিগুণাবস্থাপন্ন প্রধানকেই গ্রহণ করিতে হইবে।

প্রধান যে ব্রহ্ম তাহা শ্রীগীতাবাক্যের দ্বারা প্রমাণিত করিতেছেন—মম ইত্যাদি। মহদ্ ব্রহ্ম আমার যোনি—জগৎ সৃষ্টির স্থান। এই শ্লোকের শ্রীমদ্ভাষ্যকার প্রভুপাদের টীকা—এই প্রকার—মহৎ সকল প্রপঞ্চের কারণ ব্রহ্ম, এই অভিব্যক্ত সত্ত্বাদি গুণযুক্ত প্রধান, আমি যে সর্ব্বেশ্বর অনন্ত কোটি সৃষ্টিকর্ত্তা, আমার যোনি গর্ভধারণ স্থান তাহাতে আমি বীজ প্রদানকারী পিতা, তাহা হইতেই সকল উৎপন্ন হয়। ইত্যাদি স্মৃতি প্রমাণ বিদ্যমান আছে।

অতএব শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ কথিত অজা শব্দের দ্বারা পারমেশ্বরী বৈদিকী শক্তিকেই বুঝিতে হইবে। কিন্তু সাংখ্যবাদিগণের ত্রিগুণাত্মিকা জড়া প্রকৃতি অজা শব্দের অর্থ নহে ॥ ৯ ॥

অনন্তর প্রকারান্তরে আশঙ্কা করিয়া সমাধান করিতেছেন—নন্ু ইত্যাদি। শঙ্কা—এই স্থলে আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করি—এই প্রকৃতি কি প্রকারে অজা হইল? যদি ইহাকে অজা বলিয়াই স্বীকার করিবেন, তাহা হইলে সে জ্যোতি হইতে উৎপন্ন হয়, এইরূপ কি করিয়া সম্ভব হয়? অর্থাৎ—এই স্বতন্ত্র সৃষ্টিকারিণী প্রকৃতি কি প্রকারে অজা হইবে? জন্মাদি বিকার শূন্য হইবে? পুনরায় যদি অজাকে জন্মাদি রাহিত বলেন তবে সে জ্যোতিরুৎপন্ন—ব্রহ্মের নিকট হইতে কি রূপে উৎপন্ন হইবে? সুতরাং এই প্রকার বাক্য আপনাদের উন্মত্ত প্রলাপের সমান মনে হয়। অতএব অজা শব্দের দ্বারা এই স্থলে প্রধানকেই বুঝিতে হইবে।

সমাধান—এই প্রকার আশঙ্কার সমাধান পূর্ব্বক অজার ব্রহ্মশক্তিত্ব প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত

চ শব্দেন শঙ্কা নিরস্যতে। তদ্দ্বয়মস্যাঃ সম্ভবতি। কুতঃ? কল্পনেতি। কল্পনং সৃষ্টিঃ "যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ" (ঋক্ সং ১১।১৯০।১) ইতি প্রয়োগাৎ। তমঃ শক্তিকাদ্ ব্রহ্মণঃ

মহাপ্রলয় সময়ে চ শ্রীভগবতি শক্তিরূপেণাবস্থানাৎ, তস্মাদেতন্নিশ্চীয়তে—অজায়াঃ সৃষ্টি কালাপেক্ষয়া জ্যোতিরুপক্রমাত্বম্ প্রলয়কালাপেক্ষয়া চাস্যাজাত্বমিতি ন কশ্চিদ্বিরোধঃ। অথ দৃষ্টান্তমাহ—মধ্বাদিতি। যথা বস্থ প্রভৃতীনাং ভোগ্যরসাশ্রয়তয়াদিত্যস্য মধুত্বং "অসৌ বা আদিত্যো দেব মধু" (ছা০ ৩।১।১) প্রতিপাদ্যতে, প্রলয়কালে চ তস্যৈব পুনঃ "অথ তত উর্দ্ধ উদেত্য নৈবোদেতা নাস্তমেতা একল এব মধ্যে স্থাতা" (ছা০ ৩।১১।১) ইত্যাদিনা স্বরূপাবস্থত্বরামধুত্বং বৈকুণ্ঠে চ শ্রীভগবতাভিন্নত্বং প্রতিপাদ্যতেঽত্র যথা নাস্তি কশ্চিদ্বিরোধঃ, তথাত্রাপি কারণাবস্থায়ামজাত্বং কার্য্যাবস্থায়াঞ্চ পরব্রহ্মোৎপন্নত্বমিতি ন কশ্চিদ্বিরোধেতি। তদ্দ্বয়ং অজাত্বং পরব্রহ্মোৎপন্নত্বমস্যাঃ ব্রহ্মশক্তেঃ সম্ভবতি। কুতস্তস্যাঃ দ্বয়ত্বং সম্ভবতি? তত্রাহুঃ—কল্পনেতি। কল্পনাশব্দেন সৃষ্টিগ্রহণন্ত ঋঙ্মন্ত্রেণ প্রতিপাদয়ন্তি—যথেতি। যথা পূর্ব্বমিতি – সৃষ্টিকর্ত্তা শ্রীভগবান্ পূর্ব্বকল্পানুরূপমেব সৃষ্টিকল্পয়ৎ চকারেত্যর্থঃ। প্রয়োগাদিতি বেদাদিশাস্ত্রেষু প্রয়োগদর্শনাৎ।

ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সূত্রের অবতারণা করিতেছেন—কল্পনা ইত্যাদি। কল্পনা উপদেশ হেতু মধুবিদ্যার সমান কোন বিরোধ নাই। অর্থাৎ—কল্পনা সৃষ্টি "এই হেতু মায়ানিয়ামক শ্রীভগবান এই বিশ্ব সৃষ্টি করেন" এই সৃষ্টির উপদেশ হেতু, মহাপ্রলয় সময়ে শ্রীভগবানে শক্তিরূপে অবস্থান হেতু, সুতরাং ইহাই নিশ্চয় হইতেছে—অজার সৃষ্টিকালের অপেক্ষায় পরম জ্যোতি শ্রীভগবান হইতে জন্ম হয় এবং প্রলয় কালের অপেক্ষা হেতু সে অজা হয়, সুতরাং উভয়বিধ কথায় কোন প্রকার বিরোধ নাই।

এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন—মধু ইত্যাদি। যে প্রকার বসু প্রভৃতির ভোগ্যরসের আশ্রয়রূপে আদিত্যের মধুত্ব সিদ্ধ হইয়াছে, যেমন– এই আদিত্যই দেবগণের মধু" ইত্যাদির দ্বারা প্রতিপাদন করিয়াছেন, এবং প্রলয়কালে আদিত্যেরই পুনঃ "অনন্তর তাহা হইতে উর্দ্ধে গমন করিয়া উদয়ও হয় না, অস্তও হয় না একাকী মধ্যস্থলে অবস্থান করে" ইত্যাদির দ্বারা স্বরূপাবস্থায় অমধুত্ব এবং বৈকুণ্ঠ লোকে শ্রীভগবানের সহিত অভিন্ন প্রতিপাদন করেন এই স্থলে যেমন কোন বিরোধ নাই, সেই প্রকার এই অজার বিষয়েও কারণাবস্থায় অজাত্ব, কার্য্যাবস্থায় পরব্রহ্ম হইতে উৎপন্নত্ব, ইহা কোন রূপেই বিরোধ হয় না।

সূত্রে যে 'চ' শব্দ আছে তাহার দ্বারা শঙ্কা নিরসন করিতেছেন। সেই দুইটি এই প্রকৃতির সম্ভব হয়। অর্থাৎ—পরব্রহ্ম শক্তিরূপা অজার অজা-জন্মাদি রহিতত্ব এবং পরব্রহ্ম হইতে উৎপন্নত্ব এই উভয়রূপত্ব সম্ভব হইতেছে। কি প্রকারে অজার উভয়রূপত্ব সম্ভব হয়? তাহা বলিতেছেন—কল্পনা ইত্যাদি। কল্পনা শব্দের অর্থ সৃষ্টি। কল্পনা শব্দে যে সৃষ্টি গ্রহণ করিতে হইবে তাহা ঋগ্‌বেদসংহিতার

প্রধানোৎপত্তি কথনাদিত্যর্থঃ। ইদমত্র তত্ত্বম্ —তমোঽভিধানাতিসূক্ষ্মানিত্যা চ পরস্য শক্তিরস্তি, "তম আসীত্তমসা গূঢ়মগ্রে প্রকেতম্" "যদা তমস্তন্ন দিবা ন রাত্রিরিতি" "গৌরনাদ্যন্তবতী" (মন্ত্রিক০ ৫) ইত্যাদি শ্রুতেঃ। সা কিল প্রলয়ে তেন সহৈক্যং গতা, ন তু তত্র বিলীনা

অথাজায়াঃ শ্রীভগবত্তুৎপন্নাত্বং তৎশক্তিত্বঞ্চ প্রতিপাদয়ন্তি—তম ইতি। অথ শ্রীভগবতঃ তমোঽভিধানাতি সূক্ষ্মা নিত্যা চ শক্তিরস্তীতি শ্রুতিপ্রমাণেন দ্রঢ়য়ন্তি—তম ইতি। তম আসীৎ—মহাপ্রলয়ে গৃহীত্বা সর্ব্ব-সূক্ষ্মতত্ত্বং শ্রীকৃষ্ণস্য তমো নামা কাপ্যতি সূক্ষ্মাশক্তিরাসীৎ, তদা তেন তমসা প্রকেতং জগৎ গূঢ়মাবৃতমাসী-দগ্রে ইতি মহাপ্রলয়াবসরে। কদ তাদৃশী শক্তিরাসীৎ? তত্রাহ যদা যস্মিন্ মহাপ্রলয়াবসরেঽন্ধকারময়-স্তমোনাসীন্ন চ দিবা ন চ রাত্রিরাসীত্তদা প্রাকৃতপ্রপঞ্চে দিবারাত্র্যাদিবিভাগো নাসীদিত্যর্থঃ। অথ মন্ত্রিক শ্রুতি প্রমাণমাহুঃ—গৌরিতি। গৌঃ শ্রীপরব্রহ্মশক্তিরনাদির্নিত্যাচেতি, অন্তবতী শ্রীভগবৎ প্রপন্নং জনং ত্যজতীতি, শ্রীগীতাসু—৭।১৪, দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামে-তাং তরন্তি তে॥

প্রমাণ দ্বারা প্রতিপাদন করিতেছেন—যথা ইত্যাদি। যথা পূর্ব্ব কল্পনা-সৃষ্টি করিলেন। অর্থাৎ—সৃষ্টি-কর্ত্তা শ্রীভগবান পূর্ব্বকল্পের সৃষ্টির অনুরূপই সৃষ্টি কল্পনা করিয়াছিলেন, সৃষ্টি করিয়াছিলেন এই প্রকার অর্থ হয়। ইত্যাদি প্রয়োগ হেতু কল্পনা শব্দের অর্থ সৃষ্টি! উপদেশ অর্থাৎ—তমঃ শক্তিযুক্ত পরব্রহ্ম হইতে প্রধানের উৎপত্তি কথন হেতু।

এই সমগ্র প্রকরণের সার তত্ত্ব এই প্রকার—তম নামে অতিশয় সূক্ষ্মা ও নিত্যা পরব্রহ্ম শ্রীশ্রী-গোবিন্দদেবের একটি শক্তি আছে। এই বিষয়ে অজার শ্রীভগবান হইতে উৎপন্ন এবং তাঁহার শক্তিরূপাত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন—তম ইত্যাদি। শ্রীভগবানের তম নামে অতি সূক্ষ্মা ও যে নিত্যাশক্তি আছে তাহা শ্রুতি প্রমাণের দ্বারা প্রতিপাদন করিতেছেন—তম আসীৎ ইত্যাদি। একমাত্র তমঃ ছিল আর কিছু ছিল না, তমের দ্বারা জগৎ অগ্রে ব্যাপ্ত ছিল। অর্থাৎ—মহাপ্রলয়ের অবসরে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের সর্ব্ব-সূক্ষ্মতত্ত্বগ্রহণকারিণী তমঃ নামে কোন এক অতি সূক্ষ্মা শক্তি আছে, সেই কালে ঐ তমের দ্বারা প্রকেত পরিদৃশ্যমান এই জগৎ গূঢ়—আবৃত ছিল, অগ্র শব্দের অর্থ মহাপ্রলয়।

কখন সেই প্রকার শক্তি ছিল? তাহা বলিতেছেন—যদা ইত্যাদি। যে কালে তমঃ ছিল না, দিবস ছিল না, রাত্রি ছিল না। অর্থাৎ—যে মহাপ্রলয়াবসরে অন্ধকারময় তমঃ ছিল না, দিবস ছিল না এবং রাত্রিও ছিল না, সেই কালে প্রাকৃত প্রপঞ্চে দিবা রাত্রি ইত্যাদির বিভাগ ছিল না ইহাই অর্থ।

অনন্তর এই বিষয়ে মন্ত্রিক শ্রুতি মন্ত্র উদাহৃত করিতেছেন—গৌ ইত্যাদি। গৌ প্রকৃতি অনাদি ও অন্তবতী। অর্থাৎ—শ্রীপরব্রহ্মশক্তি গৌ বা প্রকৃতি অনাদি নিত্যা এবং অন্তবতী—শ্রীভগবানের

তিষ্ঠতি। "পৃথিব্যপ্সু প্রলীয়তে" (সুবাল০ ২।৪) ইত্যাদি শ্রুত্যা পৃথিব্যাদীনামক্ষরান্তানাং তমসি লয় কথনাৎ তমসস্তু পরস্মিন্নৈক্য কথনাৎ - তদৈক্যং নামাপ্তি সৌক্ষ্ম্যাদ্বিভাগানর্হত্বমেব নান্যৎ। ইতরথা "তমঃ পরদেবে একী ভবতি" (সুবাল০ ২।৪) ইতি 'চ্বি' প্রত্যয়াসামঞ্জস্যাৎ।

ননু মহাপ্রলয়াবসরে সাজা কুত্র তিষ্ঠতীত্যাহুঃ—সেতি। পৃথিবীতি অত্র সম্পূর্ণা শ্রুতিঃ—পৃথিব্যপ্সু প্রলীয়তে আপস্তেজসি লীয়ন্তে তেজো বায়ৌ বিলীয়তে বায়ুরাকাশে বিলীয়তে আকাশমিন্দ্রিয়েষু ইন্দ্রিয়াণি তন্মাত্রেষু তন্মাত্রাণি ভূতাদৌ বিলীয়ন্তে ভূতাদির্মহতি বিলীয়তে মহানব্যক্তে বিলীয়তেঽব্যক্তমক্ষরে বিলীয়তেঽক্ষরং তমসি বিলীয়তে তমঃ পরে দেবে একী ভবতীতি। চ্বি প্রত্যয়াসামঞ্জস্যাদিতি—শ্রীহরিনামামৃতব্যাকরণে (৭।১১২০) "অভূত তদ্ভাবে কৃভ্বস্তিযোগে বিঃ, কৃঞি কর্ম্মণি ভ্বস্ত্যোঃ কর্ত্তরি" অনেকং একং ভবতি একী ভবতীতি। সর্ব্বথা লয়ে সতি শ্রুতিসিদ্ধান্তভঙ্গাপত্তেঃ। অথ শ্রীভগবত এব সৃষ্টি

শরণাগত সাধককে পরিত্যাগ করে। এই বিষয়ে শ্রীগীতায় শ্রীপার্থসারথি বলিয়াছেন—হে অর্জ্জুন! এই গুণময়ী দৈবী আমার মায়া দুরত্যয়া দুস্তরা, কিন্তু যাহারা আমারই একান্ত শরণ গ্রহণ করে তাহারা এই মায়ার পরপারে গমন করে। ইত্যাদি।

যদি বলেন—মহাপ্রলয়কালে এই অজা কোথায় অবস্থান করে? তদুত্তরে বলিতেছেন - সা ইত্যাদি। সেই অজা মহাপ্রলয়কালে সেই পরব্রহ্মের সহিত একতা প্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করে, কিন্তু ব্রহ্মের সহিত বিলীন হইয়া যায় না, পৃথক্ ভাবে অবস্থান করে। এই বিষয়ে সুবাল উপনিষদের প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছেন - "পৃথিবী জলে লীন হয়" এই স্থানে সম্পূর্ণ শ্রুতিবাক্যটি এই প্রকার—পৃথিবী জলে প্রলীন হয়, জল তেজে প্রলীন হয়, তেজ বায়ুতে বিলীন হয়, বায়ু আকাশে বিলীন হয়, আকাশ ইন্দ্রিয়গণে বিলীন হয়, ইন্দ্রিয়সকল তন্মাত্রে বিলীন হয়, তন্মাত্র সকল ভূতাদিতে বিলীন হয়, ভূতাদি মহতে বিলীন হয়, মহান অব্যক্তে বিলীন হয়, অব্যক্ত অক্ষরে বিলীন হয়, অক্ষর তমতে বিলীন হয়, তমঃ পরদেবতায় একী হয়।

ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা পৃথিবী হইতে আরম্ভ করিয়া অক্ষর পর্য্যন্ত তমতে লয় কথন হেতু এবং তমঃ পরব্রহ্মে ঐক্য কথন হেতু। এই ঐক্য অর্থাৎ অতিশয় সূক্ষ্ম যাহা কোন প্রকার বিভাগ করিবার অযোগ্য, অন্য নহে। অর্থাৎ যে বস্তু কোন প্রকারে বিভাগ করিতে পারা যায় না তাহাই ঐক্য পদার্থ। ঐ তমঃ যদি পুর্ণভাবে বিলীন হইত, তাহা হইলে - তমঃ পরদেবতায় একী হয়" এই স্থলের "চ্বি" প্রত্যয়ের অসামঞ্জস্য হইত। চ্বি প্রত্যয়ের অসামঞ্জস্য এই প্রকার—শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণে বর্ণনা করিয়াছেন—যে ভাব পূর্ব্বে ছিল না সেই ভাব যুক্ত হইলে কৃ, ভূ ও অস্ ধাতুর উত্তরে বি প্রত্যয় হয়, যেমন—যাহা এক ছিল না তাহা এক হইল এই অর্থে একী হয় এই শব্দ হয়। সুতরাং সর্ব্বথা লয় হইলে চ্বি

অথ সিসৃক্ষোঃ পরস্মাদ্দেবাত্তমঃশক্তিকাৎ ত্রিগুণাবস্থমব্যক্তমুৎপদ্যতে "মহানব্যক্তে লীয়তেঽব্যক্তমক্ষরেঽক্ষরং তমসি" ইতি শ্রুতেঃ (সুবাল° ২।৪)। তস্মাদব্যক্তমুৎপন্নং ত্রিগুণং দ্বিজসত্তম !" (শ্রীমহাভা° মোক্ষ° ১৮২।১১) ইত্যাদি স্মৃতেশ্চ। তেন প্রধান কল্পনোপদেশেন কারণরূপা কার্য্যরূপা) চেতি প্রকৃতির্ব্যবস্থা সিদ্ধা।

"প্রধান পুংসোরজয়োঃ কারণং কার্য্যভূতয়োঃ" (শ্রীবি°পু° ১ ৯।৩৭) ইতি স্মৃতেশ্চ।

প্রকারমাহুঃ—অথেতি। এবং ব্যতিরেকমুখেন তৎ প্রতিপাদয়ন্তি মহানিতি। মহানব্যক্তমিতি প্রলীনানাবোৎপত্তিরিতি ভাবঃ। এবং মহাভারত প্রমাণেনাপি তথৈব প্রতিপাদ্যতে—তস্মাদিতি। হে দ্বিজসত্তম! তস্মাৎ সর্ব্বশক্তি মহার্নবাচ্ছ্রীকৃষ্ণাৎ ত্রিগুণাত্মকমব্যক্তমুৎপন্নমভূত্তস্মাদপি মহদাদি ক্রমেণ সর্ব্বপ্রপঞ্চমিতি।

সঙ্গতিঃ—অথ চমসাধিকরণস্য সঙ্গতি প্রকারমাহুঃ—তেনেতি। তেন শাস্ত্র প্রমাণেন প্রধানস্য কল্পনা সৃষ্ট্যুপদেশেন কারণরূপা, তমঃ প্রধানাব্যক্তাদি শব্দবাচ্যা, কার্য্যরূপা মহদহঙ্কারাদিরূপেণ পঞ্চপ্রপঞ্চরূপা। এবমেবাহ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—হে দেবগণাঃ! পরিদৃশ্যমানয়োঃ কার্য্যভূতয়োরজয়োর্জন্মরহিতয়োঃ

প্রত্যয় ও শ্রুতি সিদ্ধান্ত ভঙ্গাপত্তি দোষ হয়।

অনন্তর শ্রীভগবানের দ্বারাই সৃষ্টি হয় তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন—অথ ইত্যাদি। এই প্রকার সৃষ্টিকরণেচ্ছু পরম দেবতা তমঃ শক্তিযুক্ত হইতে ত্রিগুণাবস্থারূপ অব্যক্ত উৎপন্ন হয়। এই প্রকার ব্যতিরেক ভাবে তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন—মহান্ ইত্যাদি। মহান্ অব্যক্তে লীন হয়, অব্যক্ত অক্ষরে লীন হয়, অক্ষর তমতে বিলীন হয়; ইহাই শ্রুতির প্রমাণ। অর্থাৎ—যাহা লীন হইয়াছিল তাহাই সৃষ্টিকালে উৎপন্ন হয়, অন্য হয় না।

এই প্রকার শ্রীমহাভারতের প্রমাণের দ্বারাও শ্রীভগবান হইতে সৃষ্টি হয় তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন—তস্মাৎ ইত্যাদি। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তাহা হইতে ত্রিগুণাত্মক অব্যক্ত উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ হে দ্বিজসত্তম! সেই সর্ব্বশক্তি মহাপারাবার শ্রীশ্রীকৃষ্ণ হইতে ত্রিগুণাত্মক অব্যক্ত সৃষ্টির প্রথমে উৎপন্ন হইয়াছিল, অব্যক্ত হইতে মহদাদি ক্রমে সকল প্রপঞ্চ বস্তু হয়।

সঙ্গতি—অতঃপর চমসাধিকরণের সঙ্গতিপ্রকার নিরূপণ করিতেছেন—তেন ইত্যাদি। এই কারণে প্রধান কল্পনা উপদেশ হেতু 'কারণরূপা' ও 'কার্য্যরূপা' দ্বিবিধা প্রকৃতি ব্যবস্থা সিদ্ধ হইল। অর্থাৎ শ্রুতি স্মৃতি আদি শাস্ত্র প্রমাণের দ্বারা প্রধানের কল্পনা—সৃষ্টি উপদেশের দ্বারা কারণরূপা—তমঃ, প্রধান, অব্যক্তাদি শব্দবাচ্য, কার্য্যরূপা—মহৎ, অহঙ্কারাদিরূপে পঞ্চপ্রপঞ্চরূপা প্রকৃতি সিদ্ধা হইল।

এই বিষয়ে শ্রীবিষ্ণুপুরাণে এই প্রকার বর্ণনা আছে—জন্মরহিত কার্য্যভুত প্রধান ও পুরুষের

সৃষ্টিকালেতূদ্‌ভূতসত্ত্বাদিগুণাবিভক্তনামরূপা প্রধানাব্যক্তাদিশব্দিতা লোহিতাদ্যাকারা জ্যোতি-রুৎপন্না ইতি। দৃষ্টান্তমাহ—মধ্বাদিবদিতি। যথাদিত্যঃ কারণাবস্থায়ামেকীভূতঃ, কার্য্যাব-স্থায়াং বস্বাদিভোগ্যমধুত্বেনোদয়াস্তময়ত্বেন চ কল্প্যমানোঽপি ন বিরুদ্ধ্যতে (ছা° ৩।১।১) তদ্বৎ ॥ ১০ ॥

প্রধানপুংসোঃ কারণং পরব্রহ্মেতি বোদ্ধব্যমিতি। যদ্যপি তয়োর্জন্মাদিকং নাস্তি তথাপি পরব্রহ্মণঃ সকা-শাৎ কার্য্যার্থং প্রথমাবির্ভাব এবোৎপন্নত্বমিতি। অথাস্য বর্ত্তুলার্থমাহুঃ—সৃষ্টিকালেতি। নন্বেকস্যাজায়া বৈদিকীশক্ত্যাঃ কথং দ্বিরূপতা? তত্রাহুঃ দৃষ্টান্তেতি। দেবমধ্বিতি ছান্দোগ্যে 'অসৌ বা আদিত্যো দেবমধু' (ছা° ৩।১।১) ইতি কার্য্যাবস্থম্। কারণাবস্থন্তু 'অথ ততঊর্দ্ধ উদেত্য নৈবোদেতা নাস্তমেতা' (ছা° ৩। ১১।১) ইতি। অতঃ সাধূক্তমবিরোধেতি।

শ্রীকৃষ্ণশক্তিরূপেয়মজা তু বৈদিকী মতা। ন সাংখ্যোক্তং প্রধানং হীত্যধিকরণ সংস্থিতিঃ ॥ ১০ ॥

ইতি চমসাধিকরণং দ্বিতীয়ং সমাপ্তম্ ॥ ২ ॥

ইনি কারণ হয়েন। অর্থাৎ—হে দেবগণ! পরিদৃশ্যমান কার্য্যভূত জন্মরহিত প্রধান ও পুরুষের কারণ বা উৎপত্তি স্থান পরব্রহ্মকেই জানিবেন।" ইত্যাদি স্মৃতির প্রমাণ বাক্য। যদিও প্রধান ও পুরুষের জন্ম হয় না তথাপি পরব্রহ্মের নিকট হইতে কার্য্যের নিমিত্ত প্রথম আবির্ভাবই উৎপন্ন বা জন্ম হয়।

অনন্তর এই বিষয়ের স্থূল অর্থ বলিতেছেন—সৃষ্টিকাল ইত্যাদি। যে শক্তি মহাপ্রলয়কালে পরব্রহ্মে বিলীন ছিল সেই শক্তি সৃষ্টিকালে উদ্‌ভূত সত্ত্বাদি গুণযুক্ত নাম ও রূপের দ্বারা বিভক্ত হইয়া, প্রধান ও অব্যক্ত আদি শব্দবাচ্য, লোহিতাদি আকার বিশিষ্ট পরম জ্যোতি হইতে উৎপন্ন হয়।

যদি বলেন—একমাত্র অজা বৈদিকী শক্তির কি প্রকারে দ্বিরূপতা সিদ্ধ হয়? তদুত্তরে বলি-তেছেন—দৃষ্টান্ত ইত্যাদি। এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—মধ্বাদিবৎ ইত্যাদি। যে প্রকার আদিত্য কারণ অবস্থায় এক হয়ে অবস্থান করে, কিন্তু কার্য্যাবস্থায় বসু প্রভৃতির ভোগ্য মধুও উদয় অস্ত রূপ কল্পনা করিলেও যেমন কোন প্রকার বিরোধ হয় না, সেই প্রকার এই স্থানেও কারণরূপে পরব্রহ্মের সূক্ষ্মা শক্তি এবং কার্য্যরূপে অব্যক্ত প্রকৃতি আদিরূপে স্বীকার করিলে কোন রূপ বিরোধ হইবে না। অর্থাৎ দেবমধু ছান্দোগ্যোপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, "এই আদিত্য দেবতাগণের মধু" ইহা কার্য্যা বস্থা। কারণাবস্থা এই প্রকার—"তাহা হইতে উর্দ্ধে গমন করিয়া উদয় ও অস্ত হয় না।" অতএব কোন বিরোধ নাই। এই অজা শ্রীশ্রীকৃষ্ণের বৈদিকী শক্তিরূপা জানিবে, কিন্তু সাংখ্য শাস্ত্র কথিত প্রধান নহে, ইহাই এই অধিকরণের সিদ্ধান্তের অবস্থিতি ॥ ১০ ॥

এই প্রকার দ্বিতীয় চমসাধিকরণ সমাপ্ত হইল ॥ ২ ॥

৩ ॥ সংখ্যোপসংগ্রহাধিকরণম্ ॥

বৃহদারণ্যকে ৪।৪।১৭) "যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনা আকাশশ্চ প্রতিষ্ঠিতঃ। তমেব মন্য আত্মানং বিদ্বান্ ব্রহ্মাহমৃতোহমৃতম্" ইতি শ্রূয়তে। কিমত্র কপিলতন্ত্রোক্তানি পঞ্চবিংশতি

---

৩ ॥ সংখ্যোপসংগ্রহাধিকরণম্ ॥

ননু মাভূদজামন্ত্রে প্রধানস্য গ্রহণং কিন্তু বৃহদারণ্যকে স্পষ্টমেবাস্মাকং পঞ্চবিংশতিতত্ত্বং নিরূপিত-মিতিচেন্নৈবং ভ্রমিতব্যম্। যথাজামন্ত্রস্য পরব্রহ্মশক্তিত্বং প্রতিপাদিতং তথাস্যাপি পঞ্চজন মন্ত্রস্য তচ্ছক্তিত্বেন প্রতিপাদয়িতুমারভ্যন্তে ইত্যধিকরণ সঙ্গতিঃ।

বিষয়ঃ—অথ সংখ্যোপসংগ্রহাধিকরণস্য বিষয়বাক্যমবতারয়ন্তি—বৃহদিতি। যস্মিন্নিতি, পরম-জ্যোতিস্বরূপ সর্ব্বেশ্বর শ্রীগোবিন্দদেবে পঞ্চপ্রাণাদয় আকাশশ্চপ্রতিষ্ঠিতঃ, যস্মাদুৎপদ্য যস্মিন্নাশ্রিত্যাব-তিষ্ঠতে, তথা চ তৈত্তিরীয়াঃ ৩।১।১ 'যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, বাজসনেয়িনশ্চ ৪।৪।২২ 'এষ ভূতাধি-পতিঃ, মুণ্ডকেঽপি ২।১।৩ 'এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী॥ শ্রীগীতাসু ১০।৮ "অহং সর্ব্বস্য প্রভবঃ" ইতি। তমেব এব নিশ্চয়ে, তমাত্মানং

---

৩ ॥ সংখ্যোপসংগ্রহাধিকরণ—

অনন্তর সংখ্যোপসংগ্রহাধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন। যদি বলেন—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের অজা মন্ত্রে প্রধানের গ্রহণ করা সম্ভব না হউক, কিন্তু বৃহদারণ্যকোপনিষদে স্পষ্টরূপেই আমাদের পঞ্চ-বিংশতি তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন।

তদুত্তরে বলিতেছেন—আপনাদের এই প্রকার ভ্রম হইতেছে। কারণ—অজা মন্ত্রের অজার যে প্রকার পরব্রহ্মের শক্তিত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে, সেই প্রকার এই পঞ্চজন মন্ত্রেরও পরব্রহ্মের শক্তিরূপে প্রতিপাদন করিতে আরম্ভ করিতেছেন, এই প্রকার অধিকরণ সঙ্গতি প্রদর্শিত হইল।

বিষয়—অতঃপর সংখ্যোপসংগ্রহাধিকরণের বিষয়বাক্যের অবতারণা করিতেছেন—বৃহদারণ্যক ইত্যাদি। বৃহদারণ্যকোপনিষদে বর্ণিত আছে—যাহাতে পাঁচ ব্যক্তি পঞ্চজন এবং আকাশ প্রতিষ্ঠিত আছে তাহাকেই আত্মা বলিয়া মনে করি, এই ব্রহ্মকে জানিলে সাধক অমৃত হয়। এইরূপ শ্রবণ করা যায়। অর্থাৎ—যে পরম জ্যোতিস্বরূপ সর্ব্বেশ্বর শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবে প্রাণাদি পঞ্চজন এবং আকাশ প্রতিষ্ঠিত আছে, অর্থাৎ—যাহা হইতে উৎপন্ন হইয়া যাহাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে, এই বিষয়ে তৈত্তিরীয় উপনিষদে বর্ণিত আছে—"যাহা হইতে এই ভূতসকল উৎপন্ন হয়" বাজসনেয়ী শ্রুতিতে বর্ণিত আছে—"ইনি সকল ভূতের অধিপতি" মুণ্ডকোপনিষদে বর্ণিত আছে—এই পরব্রহ্ম হইতে প্রাণ, মন, ইন্দ্রিয়সকল,

তত্ত্বানি জ্ঞেয়ানি ? কিংবা পঞ্চৈব কেচিদন্যে ? ইতি বীক্ষায়াং, বহুব্রীহি গর্ভ কর্ম্মধারয় বিশিষ্টাৎ পঞ্চ পঞ্চজনশব্দাৎ পঞ্চবিংশতি পদার্থ প্রতীতেঃ কপিল তন্ত্রোক্তান্যেব তানি গ্রাহ্যানি। আত্মাকাশয়োরতিরেকস্তু কথঞ্চিন্নির্ব্বর্ত্তনীয়ঃ।

বিভুবিজ্ঞানানন্দং পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবং, ব্রহ্ম বৃহদমৃতত্বাদিগুণগণালঙ্কৃতমসমোর্দ্ধরূপলাবণ্যাদিযুক্ত দিব্য মঙ্গলবিগ্রহমহং মন্যে এবং জ্ঞাত্বারাধয়ে। ঈদৃশং পরব্রহ্ম বিদ্বান্ বিজানন্নেবমুক্তো ভবতি, দ্বিরুক্তিস্তু তদ্ বিজ্ঞানেনমুক্তেরবশ্যম্ভাবাদিতি গম্যতে। অতঃ সর্ব্বস্রষ্টৃ, সর্ব্বাধার শক্রমিত্রসর্ব্বমোক্ষ প্রদায়ক শ্রীগোবিন্দ-দেবারাধনেনৈব সর্ব্বেষাং বিমুক্তিরিতি শ্রুতেরভিপ্রায়ঃ। ইতি বিষয়বাক্যম্।

সংশয়ঃ—অথ বৃহদারণ্যকবাক্যে সংশয়মবতারয়ন্তি—কিমেতি।

পূর্ব্বপক্ষঃ—ইত্যেবং সন্দেহে সমুদ্ভাবিতে সাংখ্যাঃ পূর্ব্বপক্ষমবতারয়ন্তি—বহুব্রীহীতি। পঞ্চকৃত্ব আবৃতাঃ পঞ্চেতি পঞ্চ পঞ্চাঃ। তথা চ শ্রীহরিনামামৃতব্যাকরণে ৬।১১০, "অব্যয়াদূরাধিকাসন্নাঃ সংখ্যেয়-

---

আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, জল, সমগ্র বিশ্বের ধারণ কারিণী পৃথিবী জাত হয়। শ্রীগীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন—"আমিই সকল পদার্থের উদ্ভব স্থান"।

মন্ত্রে যে "এব" কার আছে তাহার অর্থ নিশ্চয়। যাহা হইতে এই সকল উৎপন্ন হয় নিশ্চিতরূপে তাহাকেই আত্মা বলিয়া মনে করি, তিনি কি প্রকার—বিভু সর্ব্বব্যাপক বিজ্ঞানানন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম শ্রীশ্রী-গোবিন্দদেব, ব্রহ্ম পরমবৃহৎ অমৃতত্বাদি গুণগণালঙ্কৃত, অসমোর্দ্ধ রূপলাবণ্যাদিযুক্ত দিব্য মঙ্গল বিগ্রহবান আমি মনে নিশ্চয় করিয়া জানি এবং এই প্রকার জানিয়া আরাধনা করি। মানব এই প্রকার পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবকে বিশেষভাবে জানিয়াই মুক্ত হয়। শ্রুতিমন্ত্রে দ্বিরুক্তির অর্থ এই—তাঁহার জ্ঞানের দ্বারা জীবের অবশ্যই মুক্তি হইবে ইহা নিশ্চিত।

অতএব সর্ব্বসৃষ্টিকর্ত্তা, সর্ব্বাধার, শক্রমিত্র সকলের মুক্তি প্রদাতা শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের আরাধনার দ্বারাই সকলের পরম মুক্তি হয় ইহাই এই শ্রুতি মন্ত্রের অভিপ্রায়। এই প্রকার বিষয়বাক্য নিরূপিত হইল।

সংশয়—অতঃপর বৃহদারণ্যকোক্ত পঞ্চজন মন্ত্রে সংশয়ের অবতারণা করিতেছেন—কি ইত্যাদি। এই পঞ্চজন মন্ত্রে কি কপিলতন্ত্রোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব বোধ করাইতেছে ? অথবা অন্য কোন পাঁচটি পদার্থ ? ইহাই সন্দেহের বিষয়।

পূর্ব্বপক্ষ—এই প্রকার সন্দেহ সমুদ্ভাবিত হইলে সাংখ্যবাদিগণ পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিতেছেন—বহুব্রীহি ইত্যাদি। বহুব্রীহির অন্তর্গত কর্ম্মধারয় সমাস হওয়া হেতু পঞ্চ পঞ্চজন শব্দের দ্বারা পঞ্চবিংশতি পদার্থের প্রতীতি হেতু কপিল তন্ত্রোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বই এই স্থলে গ্রহণ করিতে হইবে।

জনশব্দস্তত্ত্ববাচীত্যেবং প্রাপ্তে—

বাচি সংখ্যয়া" সংখ্যেয়বাচি সংখ্যয়া সহাব্যয়াদূরাধিকাসন্নাঃ সমস্যন্তে, স চ পীতাম্বর সংজ্ঞঃ। তস্মাৎ পঞ্চ পঞ্চজন শব্দেন সংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতিতত্ত্বং বোধ্যতে। কিঞ্চ পঞ্চ পঞ্চাশ্চতে জনাশ্চেতি শ্যামরামসমাসেঽপি পঞ্চবিংশতির্লাভঃ। তথাহি সাং কারিকায়াম্-৩, 'মূল প্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত। ষোড়শকস্তু বিকারো না প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ॥ সাংখ্যসূত্রে চ—১।১৬, সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ প্রকৃতের্মহান্ মহতোঽহঙ্কারোঽহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণ্যুভয়মিন্দ্রিয়ং তন্মাত্রেভ্যঃ স্থূল ভূতানীতি পঞ্চবিংশতির্গণঃ। নন্বু তথাত্বে তন্মন্ত্রোক্তাত্মাকাশশব্দয়োঃ কা গতিরিতি চেত্তত্রাহ—আত্মেতি। পঞ্চজনাঃ, ইতি পঞ্চজনস্তত্ত্ববাচী "জনস্তত্ত্বসমূহকঃ" ইতি স্মরণাৎ। তস্মাদয়ং শ্রৌতসিদ্ধান্তিন ইতি ন কাচিদ্ বিপ্রতিপত্তিরিতি পূর্ব্বপক্ষম্।

অর্থাৎ—বহুব্রীহির তাৎপর্য্য এই প্রকার—পাঁচবার করিয়া পাঁচটিকে আবৃত্তি করিলে পঞ্চ পঞ্চ হয় অর্থাৎ পঁচিশ হয়। এই বিষয়ে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণে এই প্রকার অনুশাসন আছে—অব্যয় ইত্যাদি। সংখ্যেয় বাচি শব্দ সংখ্যার সহিত অব্যয় অদূর অধিক আসন্ন শব্দের সমাস হয়, সেই সমাসের নাম পীতাম্বর। (বহুব্রীহি)। অতএব পঞ্চ পঞ্চজন শব্দের দ্বারা সাংখ্যশাস্ত্র বর্ণিত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বই বুঝিতে হইবে। আরও—পঞ্চ পঞ্চ তাহারা জন" এইরূপ শ্যামরাম সমাসেও (কর্ম্মধারয়) পঞ্চবিংশতি তত্ত্বই লাভ হইতেছে।

এই বিষয়ে সাংখ্যকারিকায় এই প্রকার নিরূপণ করিয়াছেন—মূল প্রকৃতি বিকার রহিত,তাহার কোন প্রকার বিকারাদি নাই। মহদাদি, প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন মহৎ, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্রা—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই সাতটি পদার্থ প্রকৃতি ও বিকৃতি কার্য্য কারণ উভয়রূপ। ষোড়শটি পদার্থ কেবল বিকার—জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু এবং উপস্থ। পঞ্চ মহাভূত—পৃথিবী, জল তেজ, বায়ু ও আকাশ ও মন এই ষোড়শটি পদার্থ বিকার, পুরুষ কাহারও প্রকৃতিও নহে এবং বিকৃতিও নহে। এই প্রকার পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব বর্ণনা করিয়াছেন।

সাংখ্যসূত্রেও—এই প্রকার বর্ণিত আছে—সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি, এই প্রকৃতি হইতে মহৎ, মহান্ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পঞ্চতন্মাত্র হয় এবং উভয় ইন্দ্রিয়—জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটি ও কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচটি ও মন, তন্মাত্র হইতে স্থুল পঞ্চমহাভূত উৎপন্ন হয় এবং পুরুষ এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বই সংখ্যশাস্ত্র সিদ্ধান্ত সম্মত।

যদি বলেন—আপনারা ঐ প্রকার সিদ্ধান্ত করিলে বৃহদারণ্যকোপনিষৎ বর্ণিত মন্ত্রের আত্মা তথা আকাশ শব্দের কি গতি হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—আত্মা ইত্যাদি। যদি বলেন—আত্মা ও

ওঁ ॥ ন সংখ্যোপসংগ্রহাদপি নানাভাবাদতিরেকাচ্চ ॥ ওঁ ॥ ১।৪।৩।১১।

সিদ্ধান্তঃ—ইত্যেবং সাংখ্যানাং পূর্ব্বপক্ষে সমুদ্ভাবিতে তন্মতং নিরস্য সিদ্ধান্তসূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—নেতি। সংখ্যায়া উপসংগ্রহাৎ পঞ্চবিংশতি তত্ত্বেন সঙ্কলনাদপি নাত্র সাংখ্যোক্তানাং পঞ্চবিংশতি তত্ত্বানাং গ্রহণম্। কথং? নানা ভাবাৎ, নানা পৃথক্ গ্রহণাৎ, তেভ্যস্তত্ত্বেভ্য এতেষাং পঞ্চজন শব্দবাচ্যানাং পৃথক্ পদার্থ নির্ণয়াৎ। নানেত্যমরে—৩।৫।৩, পৃথগ্ বিনান্তরেণার্ত্তে হিরুঙ্ নানা চ বর্জ্জনে' ইতি। ন কেবলং পৃথগ্ গ্রহণাৎ সাংখ্যতত্ত্ববিরোধঃ, অপিত্বতিরেকাচ্চেতি। যস্মিন্নিতি সপ্তম্যা নির্দ্দিষ্টস্যাত্মনঃ আকাশস্য চ পঞ্চজনাতিরিক্তত্বমিত্যপরো হেতুরিতি। ন খলু সাংখ্যাঃ পঞ্চবিংশতি তত্ত্বাতিরিক্তং কিমপ্যাত্মানমাকাশং বা স্বীকুর্ব্বন্তি, তয়োরাত্মাকাশয়োস্তদন্তর্ভূ´তত্ব স্বীকারাৎ। তস্মাৎ পঞ্চজন শব্দেন নাত্র পঞ্চবিংশতি তত্ত্বমিতি সূত্রার্থঃ। দিগিতি দিক্ চ সংখ্যা চ দিক্‌সংখ্যে, সংজ্ঞায়াং গম্যমানায়াং

আকাশ ঐ মন্ত্রে অধিক বিদ্যমান আছে, তাহা কোন প্রকারে সমাধান করিতে হইবে, অর্থাৎ—আত্মা পুরুষ হইবে এবং আকাশ পঞ্চমহাভূতের অন্তর্গত স্বীকার করিতে হইবে। মন্ত্রের মধ্যে যে জন শব্দ আছে তাহা তত্ত্ববাচক, অর্থাৎ—পঞ্চজন শব্দের জন শব্দ তত্ত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন। কাপিলতন্ত্রে বর্ণিত আছে—জন তত্ত্ব সমূহের বাচক। সুতরাং আমরা শ্রুতিসিদ্ধান্তবাদী, এই বিষয়ে কোন প্রকার বিপ্রতিপত্তি নাই। অতএব পঞ্চজন মন্ত্র সাংখ্যসম্মত পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন। ইহাই পূর্ব্বপক্ষবাক্য।

সিদ্ধান্ত—এই প্রকার সাংখ্যবাদিগণ পূর্ব্বপক্ষ সমুদ্ভাবিত করিলে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত নিরসন পূর্ব্বক ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত সূত্রের অবতারণা করিতেছেন—ন ইত্যাদি। সংখ্যার উপসংগ্রহ থাকা হেতু সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব হইবে না, নানা পৃথক্ পদার্থ বর্ণনা করা হেতু এবং অতিরেক—অতিরিক্ত পদার্থ বর্ণনা করা হেতু পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব সিদ্ধ হয় না। অর্থাৎ—সংখ্যার উপসংগ্রহ পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের সঙ্কলন হেতু এই স্থানে সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত পঁচিশতত্ত্বের গ্রহণ করা উচিত নহে। কেন উচিত নহে? তাহা বলিতেছেন—নানা ভাব হেতু, নানা—পৃথক্‌গ্রহণ হেতু। সেই পঁচিশটি তত্ত্ব হইতে এই 'পঞ্চজন' শব্দবাচ্যের পৃথক্ অর্থ হয় তাহা অমরকোষে বর্ণনা করিয়াছেন—যেমন—পৃথক্, বিনা অন্তরেণ, ঋতে, হিরুক্, নানা এই সকলের অর্থ বর্জ্জন। কেবল পৃথক্ গ্রহণ হেতু সাংখ্যতত্ত্ব বিরোধ হইতেছে।

বৃহদারণ্যকোক্ত পঞ্চজন মন্ত্রে "যস্মিন্" এই সপ্তমী বিভক্তির দ্বারা নির্দ্দিষ্ট আত্মা শব্দের ও আকাশ শব্দের পঞ্চজনাতিরিক্ত হওয়ার জন্য এই মন্ত্রে সাংখ্যশাস্ত্র বর্ণিত পঁচিশটি তত্ত্ব নহে, ইহাও সাংখ্যমত

অপি শব্দঃ সম্ভাবনায়াম্। সংখ্যা গ্রহণেনাপি ন তান্যত্র প্রতিপাদয়িতুং শক্যন্তে। কুতঃ? নানেত্যাদেঃ। নানা ভূতেষু তেষ্বনুগতধর্ম্মাভাবেন পঞ্চতায়া গ্রহীতুমশক্যত্বাৎ। আত্মাকাশয়োঃ পৃথগ্ নির্দ্দেশেন সপ্তবিংশতি তত্ত্বাপত্তেশ্চ। ন হি পঞ্চদ্বয় শ্রুতিমাত্রেণ প্রমিতব্যম্। কস্তর্হি নির্ণয়ঃ? উচ্যতে। পঞ্চজনশব্দোঽয়ং সমস্তঃ, সপ্তর্ষিশব্দবৎ সংজ্ঞাবাচকঃ "দিক্ সংখ্যে সংজ্ঞায়াম্" (পাণিনি সূ° ২।১।৫১) ইতি পাণিনি স্মরণাৎ। যথা সপ্তর্ষয়ঃ সপ্তেত্যেকৈকোঽপি সপ্তর্ষিসংজ্ঞস্তথা পঞ্চজনা পঞ্চেত্যেকৈকোঽপি পঞ্চজনসংজ্ঞ ইত্যর্থঃ। ততশ্চ পঞ্চজনসংজ্ঞকাঃ পঞ্চপদার্থা ইতি সুষ্ঠু ॥ ১১ ॥

তয়োঃ সমাসো ভবতি, এবমেব শ্রীহরিনামামৃতে ৬।৪৭, দিক্সংখ্যে তদ্ধিতোত্তর পদ সমাহারেষু" উদাহরণন্তু সপ্তর্ষয়ঃ। অথৈতদধিকরণস্য সঙ্গতি প্রকারমাহুঃ ততশ্চেতি। তস্মাদ্ বৃহদারণ্যক মন্ত্রে সাংখ্যানাং পঞ্চবিংশতি তত্ত্বকল্পনা ভ্রমাত্মিকৈব, ন তু যথার্থ জ্ঞানাদিতি ॥ ১১ ॥

নিরসনের অপর একটি প্রধান হেতু। সাংখ্যবাদিগণ পঁচিশটি পদার্থের অতিরিক্ত কোন আত্মা অথবা আকাশ স্বীকার করেন না, তাঁহারা আত্মা ও আকাশকে পঁচিশতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত স্বীকার করেন। সুতরাং পঞ্চজন শব্দের দ্বারা পঁচিশতত্ত্ব নহে ইহাই সূত্রার্থ।

সূত্রে যে অপি শব্দ আছে তাহার অর্থ সম্ভাবনা। বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ মন্ত্রে সংখ্যা গ্রহণের দ্বারাও সাংখ্যতত্ত্ব স্বীকার করিবার সম্ভাবনা নাই, কারণ তাহা এই স্থানে প্রতিপাদন করিতে পারিবেন না। কেন পারিবেন না? নানা ইত্যাদি হেতু। নানা ভূতে তত্ত্ব সকলের অনুগত ধর্ম্মের অভাব বশতঃ পাঁচসংখ্যা মাত্র গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন না। অর্থাৎ কার্য্যকারণ রূপে তত্ত্বগুলি পঁচিশটি হয়, কিন্তু স্বতন্ত্র অবয়ব লইয়া পঁচিশটি পদার্থ স্থির হয় না। অপর আত্মা এবং আকাশের পৃথক গ্রহণ করা হেতু সপ্তবিংশতি তত্ত্ব হয়, তাহা কিন্তু আপনারা স্বীকার করেন না।

যদি বলেন—শ্রুতিতে পঞ্চ পঞ্চজন শব্দ কি প্রতিপাদন করিতেছে? তদুত্তরে বলিব—আপনারা দুইটি পঞ্চ শব্দ দেখিয়া ভ্রম করিবেন না, ঐ পঞ্চজন মন্ত্রে আপনাদের পঁচিশটি তত্ত্ব প্রতিপাদন করেন নাই। যদি বলেন—কি নির্ণয় করিয়াছে? তদুত্তরে বলিতেছি—এই পাঁচজন শব্দটি সমাস বদ্ধ শব্দ, সপ্তর্ষি শব্দের সমান সংজ্ঞাবাচক শব্দ।

এই বিষয়ে শ্রীপাণিনি মুনির অনুশাসন এই প্রকার—দিক্ ও সংখ্যা বাচক শব্দ সংজ্ঞা বুঝাইলে সমাস হয়। যেমন—সপ্তর্ষিগণ। শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণে বর্ণিত আছে—দিক্ ও সংখ্যাবাচক শব্দ তদ্ধিতার্থে উত্তরপদে ও সমাহার অর্থের বোধ হইলে সমাস হয়, যেমন—সপ্তর্ষি। এই স্থানে যেমন বশিষ্ঠ আদি এক এক ঋষিকেও সপ্তর্ষি বলা হয় এবং সাতজনকেও সপ্তর্ষি বলা হয়। সেই প্রকার এই মন্ত্রেও

কে তে ? ইত্যপেক্ষায়ামাহ—

ওঁ ॥ প্রাণাদয়ো বাক্যশেষাৎ ॥ ওঁ ॥ ১।৪।৩।১২।

"প্রাণস্য প্রাণমুত চক্ষুষশ্চক্ষুরুত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রমন্নস্যান্নং যে মনো বিদুঃ" (বৃ° ৪।৪।১৮) তস্মাৎ প্রাণাদয়ঃ পঞ্চ তে বোধ্যাঃ ॥ ১২ ॥

নন্থ যদি পঞ্চবিংশতিতত্ত্বং পঞ্চ পঞ্চজন শব্দেন ন বোধ্যতে তদা পঞ্চজন শব্দবাচ্যাঃ তে কে ইত্যপেক্ষায়াং তান্ প্রতিপাদয়িতুং সূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—প্রাণাদয় ইতি।

তত্র পঞ্চজন মন্ত্রে প্রাণাদয়ঃ প্রাণ-চক্ষুঃ-শ্রোত্র-অন্ন-মনোরূপাঃ পঞ্চপদার্থা এব বোধ্যন্তে, ন তু সাংখ্যোক্তাঃ প্রধানাদয়ঃ পঞ্চবিংশতি পদার্থাঃ, ইদং কুতঃ ? বাক্যশেষাদিতি।

পঞ্চজন মন্ত্রস্য শেষে প্রাণস্য প্রাণ ইতি বর্ণনাৎ। অথ বৃহদারণ্যকবাক্যেন তৎ প্রমাণয়ন্তি—প্রাণস্য ইতি।

যদ্ বিজ্ঞানেন অমৃতা ভবন্তি, যঃ খলু সর্ব্বেষামীশানঃ, জ্যোতিষামপি তেজঃ সম্পাদকঃ, যস্মিন্

পাঁচজন শব্দেও এক এক পদার্থকে বোধ করায়। সুতরাং পাঁচজন শব্দবাচ্য পাঁচপদার্থ বুঝিতে হইবে, অন্য কিছুই নহে।

অনন্তর এই অধিকরণের সঙ্গতি প্রকার বর্ণনা করিতেছেন অতএব- বৃহদারণ্যক মন্ত্রে সাংখ্যবাদিগণের পঁচিশটি তত্ত্ব কল্পনা ভ্রমাত্মিকাই, তাহা যথার্থ জ্ঞান হেতু নহে। অথবা—সাংখ্যবাদিগণ কর্ত্তৃক ভ্রমপূর্ব্বক প্রতিপাদিত পঁচিশটি তত্ত্ব নহে, ইহাই এই সূত্র ও ভাষ্যের অর্থ ॥ ১১ ॥

তাহারা পাঁচজন কে এই অপেক্ষায় বলিতেছেন—প্রাণ ইত্যাদি। যদি বলেন—যদি পঁচিশতত্ত্ব পাঁচ পাঁচজন শব্দের দ্বারা বোধ না হয়, তাহা হইলে পাঁচ পাঁচজন শব্দে কাহাকে বুঝায় ? তাহারা কে হয় ? আপনারা বলুন।

এই অপেক্ষায় ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ তাহাদিগকে প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত সূত্রের অবতারণা করিতেছেন—প্রাণাদি ইত্যাদি। ঐ পাঁচজন পাঁচপ্রাণাদি হয়, কারণ ঐ প্রকরণের বাক্যশেষে তাহাই বর্ণনা করা হেতু। অর্থাৎ বৃহদারণ্যকোপনিষদে পাঁচজনমন্ত্রে প্রাণাদি প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র অন্ন ও মনরূপ পাঁচটি পদার্থকেই বোধ করাইতেছে, কিন্তু সাংখ্যশাস্ত্রে বর্ণিত প্রধানাদি পঁচিশটি পদার্থ নহে। ইহা কি প্রকারে বুঝিলেন ? বাক্যশেষ হইতে। অর্থাৎ—পাঁচজনমন্ত্রের শেষে 'প্রাণের প্রাণ' ইত্যাদি বর্ণনা করা হেতু।

অনন্তর বৃহদারণ্যকোপনিষদের বাক্যের দ্বারা তাহা প্রমাণিত করিতেছেন—প্রাণের ইত্যাদি।

ননু এতন্মাধ্যন্দিনানাং সঙ্গচ্ছতে, ন তু কাণ্বানাং তেষামন্নপাঠাভাবাদিত্যাশঙ্ক্য সমাধত্তে—

প্রাণাদয়ঃ পঞ্চপদার্থাঃ, আকাশশ্চ প্রতিষ্ঠিতাঃ সন্তি, স এব পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবঃ প্রাণস্য প্রাণ ইতি পঞ্চপ্রাণানাং প্রাণঃ, গতি সম্পাদকঃ প্রাণন ইতি। চক্ষুরিতি দর্শনেন্দ্রিয়স্যাপি দর্শনশক্তি বিধায়কঃ, শ্রোত্রস্যেতি শ্রবণেন্দ্রিয়স্য শ্রবণশক্তি বিধানকর্ত্তা, অন্নস্য ভোজ্য পদার্থস্য অন্নং সারবত্তা প্রতিপাদকঃ। মনস সঙ্কল্পবিকল্পাত্মকেন্দ্রিয়স্য মননশক্তি বিবর্দ্ধকঃ, যে সাধকাঃ বিদুঃ জানন্তি তে মুক্তো ভবন্তীতি, ইত্যস্মাৎ বাক্যশেষাৎ পঞ্চজন মন্ত্রেণ তে প্রাণাদয়ঃ পঞ্চপদার্থা বোধ্যাঃ, ন তু পঞ্চবিংশতি তত্ত্বানি, তস্মাৎ সাংখ্যানাং তত্ত্বকল্পনা বৃথৈব বালকোলাহলবদিতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

অথ প্রকারান্তরেণ সাংখ্যাঃ সংশয়মবতারয়ন্তি—নন্বিতি। কাণ্বানাং পাঠস্তু প্রাণস্য প্রাণমুত চক্ষুষশ্চক্ষুরুতশ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো যে মনো বিদুঃ” ইতি তস্মাদসঙ্গতমেব ভবতাং সিদ্ধান্তমিতি। ইত্যেবং

তিনি প্রাণেরও প্রাণ এবং চক্ষুরও চক্ষু, তথা শ্রোত্রেরও শ্রোত্র অন্নেরও অন্ন, মনেরও মন, তাঁহাকে এই প্রকার যে জানে।

সুতরাং প্রাণাদি পাঁচটিই পাঁচজন শব্দবাচ্য অর্থাৎ—যাঁহার বিজ্ঞানের দ্বারা সাধক অমৃত হয়, যিনি সকলের ঈশ্বর, জ্যোতিষ্ক পদার্থগণেরও প্রকাশক বা তেজ সম্পাদক, যাঁহ তে প্রাণাদি পাঁচটি পদার্থ এবং আকাশ প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব প্রাণেরও প্রাণ, পাঁচ প্রাণেরও প্রাণ—গতি সম্পাদক, প্রাণ প্রদাতা, চক্ষু দর্শনেন্দ্রিয়েরও দর্শনশক্তি বিধানকর্ত্তা, শ্রোত্র অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয়ের শ্রবণশক্তির বিধানকর্ত্তা, অন্নের ভোজ্যপদার্থ সকলের অন্ন সারবত্তা প্রতিপাদক, মনের সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক ইন্দ্রিয়ের মননশক্তি বিবর্দ্ধনকারী, যে সাধকগণ জানেন তাঁহারা সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হয়েন, অতএব এই বাক্যশেষ হেতু পাঁচজনমন্ত্রের দ্বারা তাহারা প্রাণাদি পাঁচপদার্থকেই বুঝিতে হইবে, কিন্তু পঁচিশটি তত্ত্ব নহে। সুতরাং পাঁচজন মন্ত্রে সাংখ্যবাদিগণের পঁচিশতত্ত্ব কল্পনা বালকের কোলাহলের ন্যায় বৃথা বলিয়াই জানিতে হইবে ইহাই ভাষ্যার্থ ॥ ১২ ॥

অনন্তর প্রকারান্তরের দ্বারা সাংখ্যবাদিগণ সংশয়ের অবতারণা করিতেছেন—ননু ইত্যাদি। শঙ্কা—আপনারা যে মন্ত্র প্রমাণ রূপে পাঠ করিয়াছেন তাহা মাধ্যন্দিনীয় শাখার পাঠ, কিন্তু কাণ্বশাখার পাঠ নহে, তাঁহারা অন্ন পাঠ করেন না, তথায় অন্ন পাঠের অভাব বিদ্যমান আছে। অর্থাৎ—কাণ্বশাখাধ্যায়িগণ—“প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, ইত্যাদি পাঠ করেন, সুতরাং আপনারা যে পাঠ বা প্রমাণ বাক্য সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা অসঙ্গত, অতএব পাঁচজন মন্ত্রে প্রাণাদি পাঁচ গ্রহণ করা অপসিদ্ধান্ত, সুতরাং তাহা পঁচিশ তত্ত্বই হইবে।

ওঁ ॥ জ্যোতিষৈকেষামসত্যন্নে ॥ ওঁ ॥ ১।৪।৩।১৩।

একেষাং কাণ্বানাং পাঠেঽন্নেঽসত্যপি জ্যোতিষা পঞ্চসাংখ্যা সম্পদ্যতে। "যস্মিন্ পঞ্চ" (বৃ° ৪।৪।১৭) ইত্যতঃ পূর্ব্বং "তদ্দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ" (বৃ° ৪।৪।১৬) ইতি জ্যোতিষঃ পঠিতত্বাৎ। ইহোভয়েষাং জ্যোতির্ম্মন্ত্রতুল্যেঽপি সতি জ্যোতিগ্রহণাগ্রহণমপেক্ষ্য সত্বাসত্বনিবন্ধনং বোধ্যম্ ॥ ১৩ ॥

শঙ্কায়াং সমুদ্ভাবিতায়াং সিদ্ধান্তসূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—জ্যোতিষেতি। একেষাং শাখিনাং কাণ্বানাং অন্নেঽসতি 'অন্নস্যান্ন'মিত্যেবমন্নস্য পাঠাভাবে সতি জ্যোতিষা 'তদ্দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ' ইত্যুপক্রমস্থেন জ্যোতিঃ শব্দ বাচ্যেন পঞ্চসংখ্যা পূরণীয়া ইত্যর্থঃ। উভয়েষামিতি কাণ্বশাখিনাং মাধ্যন্দিন শাখিনাঞ্চ। সত্বা সত্বমিতি—কাণ্বানামন্নপাঠাভাবেঽপি জ্যোতিগ্রহণসত্বমন্ন গ্রহণমসত্বং তথাপি পঞ্চপদার্থং সিদ্ধতি। মাধ্যন্দিনানাং জ্যোতিঃ পাঠাভাবেঽপি অন্নগ্রহণসত্বং, জ্যোতিগ্রহণমসত্বমিতি তথাত্বং সিদ্ধেদিতি শ্রীসূত্রকারস্যাভিপ্রায়ঃ।

পঞ্চ পঞ্চজনা মন্ত্রে প্রাণাদি গ্রহণং স্মৃতম্। পঞ্চবিংশতিতত্ত্বং ন হ্যেবং বেদান্ত নির্ণয়ঃ ॥ ১৩ ॥

ইতি সংখ্যোপসংগ্রহাধিকরণং তৃতীয়ং সমাপ্তম্ ॥ ৩ ॥

সাংখ্যবাদিগণ কর্ত্তৃক এই প্রকার আশঙ্কার সমুদ্ভাবনা করিলে ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত সূত্রের অবতারণা করিতেছেন—জ্যোতি ইত্যাদি। কাণ্ব শাখায় অন্ন পাঠ না থাকিলেও জ্যোতিঃ পাঠের দ্বারা পাঁচসংখ্যা পূর্ণ করিয়াছেন। অর্থাৎ—এক কাণ্বশাখাধ্যায়িগণের উপনিষদে অন্ন পাঠ না থাকিলেও "অন্নের অন্ন" এই প্রকার পাঠের অভাব থাকিলেও জ্যোতিঃ পাঠের দ্বারা "সেই দেব জ্যোতিষ্ক পদার্থ গণেরও জ্যোতিঃ সম্পাদক" এই উপক্রম বাক্যস্থ জ্যোতিঃ শব্দবাচ্যের দ্বারা পাঁচসংখ্যা পূরণ করিতে হইবে ইহাই অর্থ।

এক কাণ্বগণের পাঠে 'অন্ন' না থাকিলেও জ্যোতির দ্বারা পাঁচসংখ্যা সম্পাদিত করিয়াছেন। বৃহদারণ্যকে "যাহাতে পাঁচ পাঁচজন" মন্ত্র যে স্থানে আছে তাহার পূর্ব্বে—"সেই দেব জ্যোতিরও জ্যোতিঃ" এই প্রকার জ্যোতির পাঠ করিয়াছেন, সুতরাং উভয়স্থানে পাঁচসংখ্যা সমান বিদ্যমান আছে। এই স্থলে উভয় শাখাধ্যায়িগণের জ্যোতিঃ মন্ত্র সমান থাকিলেও জ্যোতিঃ শব্দ গ্রহণ অথবা গ্রহণ না করা অপেক্ষা করিয়াই জ্যোতির সত্ব ও অসত্ব নিবন্ধন অভাব বা বিদ্যমানতা বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ—উভয় শাখা কাণ্বশাখাধ্যায়িগণের এবং মাধ্যন্দিন শাখাধ্যায়িগণের, উভয় শাখায় সত্ব, অসত্ব, অর্থাৎ কাণ্বগণের অন্ন-পাঠের অভাব থাকিলেও জ্যোতিঃ শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং জ্যোতি শব্দের বিদ্যমানতা অন্ন শব্দের

৪ ॥ কারণত্বাধিকরণম্ ॥

পুনরপি সাংখ্যঃ শঙ্কতে। বেদান্তেষু ব্রহ্মৈক কারণং বিশ্বমিতি ন শক্যতে বক্তুং তেম্বেক

---

৪ ॥ কারণত্বাধিকরণম্ ॥

ইত্যেবং প্রপঞ্চ কার্য্যগতশঙ্কানাং সমাধানে সতি বিগতত্রপাক্ষপামিব সাংখ্যাঃ পুনরবতিষ্ঠন্তে। ননু মাভূৎ পঞ্চপঞ্চজনা মন্ত্রে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বানাং গ্রহণং তত্ত্বু কার্য্যরূপম্, কারণরূপেণ তু প্রধানস্যাবশ্যমেব গ্রহণমুচিতমিতি চেন্ন, তজ্জলানিত্যাদি শ্রুতেঃ, তৈঃ পরব্রহ্মণ এব কার্য্যকারণাবস্থস্য প্রপঞ্চস্য স্থিতি প্রবৃত্যাদিকং ভবতীতি পরাৎপর পরমকারণ শ্রীগোবিন্দদেব এব সর্ব্বকারণঃ, ইতি প্রতিপাদয়িতুমধিকরণারম্ভ ইত্যধিকরণসঙ্গতিঃ।

বিষয়ঃ—অথ কারণত্বাধিকরণস্য বিষয়বাক্য সংগ্রহঃ, তৈ০ ৩।১।১, যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি" ছান্দোগ্যে—৩।১৪।১—তজ্জলানিতি শ্রীগীতাসু ৭।৭, "মত্তঃ পরতরং নান্যৎ

অবিদ্যমানতা বর্ত্তমান আছে, তথাপি পাঁচপদার্থ সিদ্ধ হয়। মাধ্যন্দিনগণের জ্যোতি পাঠের অভাব থাকিলেও অন্ন শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং অন্ন শব্দের বিদ্যমানতা, জ্যোতি শব্দ গ্রহণের অবিদ্যমানত বর্ত্তমান আছে, তথাপি পাঁচ পদার্থ-ই সিদ্ধ হয়। অতএব পাঁচজন শব্দে প্রাণাদি পাঁচকেই গ্রহণ করিতে হইবে ইহাই শ্রীসূত্রকারের অভিপ্রায়।

পাঁচ পাঁচজনা মন্ত্রে প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র, অন্ন ও মন এই পাঁচটি পদার্থকেই গ্রহণ করিতে হইবে, কিন্তু সাংখ্যশাস্ত্র পরিকল্পিত পঁচিশতত্ত্ব নহে ইহাই বেদান্তশাস্ত্রের সর্ব্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নির্ণয় ॥ ১৩ ॥

এই প্রকার তৃতীয় সংখ্যোপসংগ্রহাধিকরণ সমাপ্ত হইল। ৩ ॥

৪ ॥ কারণত্বাধিকরণ—

অনন্তর কারণত্বাধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন। এই প্রকার প্রপঞ্চ কার্য্যগত আশঙ্কা সকলের সমাধান করিলে পরে বিগত ত্রপা অন্ধকার ক্ষপার ন্যায় সাংখ্যবাদিগণ পুনঃ আশঙ্কা করিতেছেন—পঞ্চ পঞ্চজনা মন্ত্রে পঁচিশ তত্ত্বের গ্রহণ করা না হউক, কারণ তাহা কার্য্যরূপ। কিন্তু কার্য্য কারণরূপে প্রধানকে গ্রহণ করা অবশ্যই উচিত হইবে, যদি এই প্রকার বলেন—তদুত্তরে বলিতেছেন—"তজ্জলান্" ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণের দ্বারা পরব্রহ্ম হইতেই কার্য্য কারণাবস্থাপন্ন এই জগতের স্থিতি প্রবৃত্তি ইত্যাদি হয়, এই প্রকার পরাৎপর, পরব্রহ্ম, পরমকারণ শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবই সকল প্রকার কারণ ইহা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত এই অধিকরণ আরম্ভ করিতেছেন, ইহাই অধিকরণসঙ্গতি।

বিষয়—অনন্তর কারণত্বাধিকরণের বিষয়বাক্যের সংগ্রহ এই প্রকার—তৈত্তিরীয় উপনিষদে

কারণিকায়াঃ সৃষ্টেরদর্শনাৎ। একত্র "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" (তৈ ২।১।৩) ইত্যাদিনা সৃষ্টেরাত্মহেতুকা প্রদর্শ্যতে। "অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ ততো বৈ সদজায়ত তদাত্মানং স্বয়মকুরুত" তৈ ২।৭।১) ইত্যসদ্ধেতুকা চ। অন্যত্র ক্বচিদাকাশহেতুকা সৃষ্টিঃ পঠ্যতে "অস্য লোকস্য কা গতিরিত্যাকাশ ইতি হোবাচ" (ছা০ ১।৯।১) ইত্যাদিনা। ক্বচিৎ প্রাণহেতুকা

কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়ঃ! শ্রীভাগবতে ৮৬১০ "ত্বয্যগ্র আসীত্বয়ি মধ্য আসীৎ, ত্বয্যন্ত আসীদিদমাত্ম তন্ত্রে। ত্বমাদিরন্তো জগতোঽস্য মধ্যং, ঘটস্যমৃৎস্নেব পরঃ পরস্মাৎ॥ শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াঞ্চ ৫।১ "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ কারণম্॥ তস্মাৎ সর্ব্বকারণ কারণং পরব্রহ্ম শ্রী-গোবিন্দদেব এব জগৎ কারণমিতি বিষয়বাক্যম্।

সংশয়ঃ—অথৈবং পরব্রহ্ম জগৎ কারণত্বে নিশ্চিতে নিরীশ্বর বাদিনাং সাংখ্যানাং সংশয়ানুত্থাপয়ন্তি—পুনরপীতি। একত্রেতি, তৈত্তিরীয়কোপনিষদি তস্মাদিতি তস্মাৎ সত্য সার্ব্বজ্ঞ্যাদ্যলৌকিক

বর্ণিত আছে—যাঁহা হইতে এই ভূতসকল জাত হয়, জাত ভূতসকল যাহা কর্ত্তৃক জীবন ধারণ করে, প্রলয়-কালে যাহাতে প্রবেশ করে, তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করিবে, তিনি ব্রহ্ম ছান্দোগ্যোপনিষদে বর্ণিত আছে—তাঁহা হইতে জাত হয়, তাঁহা কর্ত্তৃক জীবিত থাকে, তাঁহাতে লয় প্রাপ্ত হয়, সুতরাং শান্ত ভাবে তাঁহার উপাসনা করিবে।

শ্রীগীতায় বর্ণনা করিয়াছেন—হে ধনঞ্জয়! আমা হইতে আর পরতর বস্তু কোন নাই। শ্রী-ভাগবতে শ্রীব্রহ্মা কহিলেন—হে আত্মতন্ত্র! আপনাতে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ প্রলয়ের অগ্রে ছিল, মধ্যে আপনাতেই ছিল এবং অন্তকালেও আপনাতে ছিল, সুতরাং আপনি এই জগতের আদি অন্ত ও মধ্য যে প্রকার ঘটের মৃত্তিকা, অতএব আপনি পর হইতে পরম শ্রেষ্ঠ। শ্রীব্রহ্মসংহিতায় বর্ণনা করিয়াছেন—শ্রীশ্রীকৃষ্ণ পরম ঈশ্বর, সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব অনাদি আদি এবং সর্ব্বকারণ কারণ।

অতএব সর্ব্বকারণ কারণ পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবই এই জগতে পরম কারণ। এই প্রকার বিষয়বাক্য প্রদর্শিত হইল।

সংশয় এই প্রকার পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবই জগৎকারণরূপে নির্ণীত হইলে নিরীশ্বরবাদি সাংখ্যগণের সংশয় সকল শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদ উত্থাপন করিতেছেন—পুনঃ ইত্যাদি। সাংখ্যবাদিগণ পুনরায় আশঙ্কা করিতেছেন—বেদান্তশাস্ত্রে পরব্রহ্মই একমাত্র বিশ্বের কারণ এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিবেন না। কারণ উপনিষৎ সকলে একমাত্র একটি কারণ হইতে সৃষ্টি দেখা যায় না।

উপনিষৎ সকলে যে প্রকার জগৎসৃষ্টির অনেক প্রকার কারণ নিশ্চয় করিয়াছেন তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত করিতেছেন—এক স্থানে—"সেই এই আত্মা হইতে আকাশ উদ্‌ভূত হইয়াছে" ইত্যাদি প্রমাণের

"সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি প্রাণমেবাভিসংবিশন্তি" (ছা০ ১।১১।৫) ইত্যাদিনা। ক্বচিদসদ্ধেতুকা "অসদেবেদমগ্র আসীত্তৎ সদাসীত্তৎ সমভবৎ" (ছা০ ৩।১৯।১) ইত্যাদিনা। ক্বচিত্তু

দিব্যগুণগণালঙ্কৃতানন্দময় শ্রীগোবিন্দদেবাৎ, এতস্মাদিতি কিমপি ব্যবধান রহিতাৎ পরম কারণাদাত্মনঃ পরম শ্রেষ্ঠতমাৎ শ্রীকৃষ্ণাৎ সর্ব্বাদাবাকাশঃ সম্ভূতঃ, আকাশমেব সৃষ্ট্যাদৌ রচয়ামাসেত্যাদিনা প্রমাণ বাক্যেনাত্মহেতুকা সৃষ্টিঃ প্রদর্শ্যতে। তথা তত্রৈব সপ্তমেহনুবাকে—অসদ্ হেতুকাং সৃষ্টিং প্রতিপাদয়তি—অসদ্বেতি। অত্রাসচ্ছব্দেন ব্রহ্মাতিরিক্তং কারণং গম্যতে. ততো বৈ তস্মাদসৎ শব্দাৎ সৎ কার্য্য জগদাদিং জায়তে। তদাত্মানমিতি—তদসদেব স্বয়মাত্মানং জগদাদিরূপেণাকুরুতেতি চ। অন্যত্রেতি ছান্দোগ্যে উদ্গীথবিদ্যা প্রকরণে—পঠ্যতে ইতি। ইত্যাদিনা ছান্দোগ্য প্রমাণবচনেনাকাশাজ্জগৎ সৃষ্টিং স্পষ্টয়তি। ক্বচিৎ প্রাণেতি, অথোষস্তিশ্চাক্রায়ণঃ যজন্তং রাজানমাগত সর্ব্বৈরার্ত্বিজৈরিদং পৃষ্টং যূয়ং যাং দেবতামারাধ্যতে সা কিং জ্ঞায়তে ? এবং ক্রমেণ প্রস্তোতারমপৃচ্ছৎ প্রস্তোতঃ! যা দেবতা প্রস্তাবমন্বায়ত্তা তাং চেদবিদ্বান্

দ্বারা এই সৃষ্টির হেতু আত্মাকে প্রদর্শিত করিতেছেন। অর্থাৎ—তৈত্তিরীয়কোপনিষদে বর্ণিত আছে—তস্মাৎ—তাহা হইতে—সত্য সার্ব্বজ্ঞ্যাদি অলৌকিক দিব্য গুণগণালঙ্কৃত আনন্দময় শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব হইতে, এতস্মাৎ—এই কোন প্রকার ব্যবধান শূন্য সাক্ষাৎ পরম কারণ হইতে, আত্মনঃ—পরম শ্রেষ্ঠতম শ্রীশ্রীকৃষ্ণ হইতে সর্ব্বপ্রথম আকাশ সম্ভূত হয় আকাশকেই সর্ব্বাগ্রে রচনা করেন। এই প্রমাণের দ্বারা আত্মা হইতে সৃষ্টি জ্ঞাপন করে।

অন্যত্র—অসৎ সৃষ্টির অগ্রে ছিল, তাহা হইতে সৎ উৎপন্ন হয়, সেই আত্মা স্বয়ং জগৎ করিলেন" এ স্থলে সৃষ্টির কারণ অসৎ বলিয়াছেন।

অনন্তর তৈত্তিরীয়কের সপ্তম অনুবাকে অসৎ হেতু সৃষ্টি বর্ণনা করিয়াছেন—অসৎ ইত্যাদি। এই স্থলে অসৎ শব্দের দ্বারা ব্রহ্মাতিরিক্ত কারণ বুঝাইতেছে। সেই অসৎ শব্দ হইতে সৎ-কার্য্য-জগৎ প্রভৃতি জাত হয়। তদাত্মানং—সেই অসৎই স্বয়ং আত্মাকে নিজেকে জগদাদি রূপে পরিণত করে।

অন্যত্র ছান্দোগ্যোপনিষদে কোন স্থানে উদ্গীথ বিদ্যা প্রকরণে আকাশ কারণক সৃষ্টি পাঠ করেন। এই লোকের কি গতি আকাশ' ইহা বলিলেন। ইত্যাদি ছান্দোগ্য প্রমাণের দ্বারা আকাশ হইতে জগৎ সৃষ্টি হয় ইহা স্পষ্ট করিয়াছেন।

কোন স্থানে প্রাণ হইতে সৃষ্টি বর্ণনা করিয়াছেন—এই ভূতসকল প্রাণে প্রবেশ করে প্রাণ হইতে জাত হয়। ইত্যাদি। অর্থাৎ—ছান্দোগ্যোপনিষদে আপদ্ধর্ম্ম প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে—উষস্তি চাক্রায়ণ যজনকারি রাজার নিকটে গমন করিয়া সকল ঋত্বিকগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনারা যে দেবতার আরাধনা করিতেছেন তাহাকে জানেন কি ? এই প্রকার প্রস্তোতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে প্রস্তোতা!

সদ্ধেতুকা "সদ্দেবসৌম্য ইদমগ্র আসীৎ" (ছা০ ৬।২।১) ইতি। ক্বচিৎ "তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃত-মাসীৎ তন্নামরূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়তে"(বৃ০১।৪।৭) ইত্যব্যাকৃত হেতুকা চ প্রোচ্যতে। এবমন্যত্রাপি

প্রস্তোষ্যসি মূর্দ্ধা তে বিপতিষ্যতি। ইত্যেবং পৃষ্টে প্রস্তোতা জিজ্ঞাসয়ামাস—কতমা সা দেবতেতি। চাক্রায়ণঃ সর্ব্বানীতি। পুনশ্চ ক্বচিদসদ্ধেতুকা সৃষ্টিরিতি—ছান্দোগ্যবাক্যেন প্রমাণয়ন্তি—অসদিতি। ক্বচিত্তু ছান্দোগ্যে আরুণি শ্বেতকেতু সংবাদে সদ্ধেতুকা সৃষ্টির্নিরূপিতা তৎ প্রমাণং দর্শয়ন্তি স:দবেতি। ক্বচিদিতি বৃহদারণ্যকেঽব্যাকৃতাৎ সৃষ্টিং বর্ণয়ন্তি—তদ্ধেদমিতি। এবমন্যত্রাপি বিবিধ শাস্ত্রাদৌ সা সৃষ্টির-নেকধা ইতি বিবিধৈঃ কারণৈর্ভবতীতি। শ্রীগীতাসু শ্রীকৃষ্ণ এব সর্ব্বোৎপাদকঃ প্রতিপাদয়তি—১০৮, "অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে" শ্রীব্রহ্মসংহিতায়ামপি তথা ৫।১, "অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্ব কারণকারণম্"। অন্যে কাণভুগাদয়স্তু চতুর্ব্বিধ পরমাণুভ্যো জগৎ বিসৃষ্টির্মন্যন্তে। শাক্তাঃ পুনঃ শক্তিতঃ সৃষ্টিং স্বীকুর্ব্বন্তি, তথাহি শ্রীচণ্ড্যাম্ ৪।৭, "হেতুঃ সমস্ত জগতাং ত্রিগুণাপিদোষৈ র্ন জ্ঞায়সে হরিহরাদিভিরপ্যপারা।

যে দেবতার প্রস্তাব করিতেছেন তাহাকে না জানিয়া যদি স্তব করেন তাহা হইলে আপনার মস্তক পতিত হইবে। এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিলে প্রস্তোতা চাক্রায়ণকে প্রশ্ন করিলেন—কে সেই দেবতা? চাক্রায়ণ বলিলেন—প্রাণই দেবতা প্রাণ হইতেই সৃষ্টি আদি হয়।

পুনঃ কোন বেদান্তবাক্যে অসৎ হেতুকা সৃষ্টি হয়, তাহা ছান্দোগ্যোপনিষৎ বাক্যের দ্বারা প্রমাণিত করিতেছেন—সৃষ্টির পূর্ব্বে অসৎ ছিল, তাহা হইতে সৎ হয়, সৎ হইতে সকল বস্তু হয়। আরও কোথাও ছান্দোগ্যোপনিষদে আরুণি শ্বেতকেতু সংবাদে সদ্ধেতুকা—সৎ হইতে সৃষ্টি নিরূপণ করিয়াছেন—হে সৌম্য! এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সৃষ্টির অগ্রে সৎ ছিল।

ক্বচিৎ—কোথাও বৃহদারণ্যকোপনিষদে অব্যাকৃত হইতে সৃষ্টি বর্ণনা করিয়াছেন—এই জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে অব্যাকৃত ছিল, সেই অব্যাকৃত নাম ও রূপ দ্বারা ব্যাকৃত—সৃষ্টি করিলেন। এই প্রকার অব্যাকৃত হেতু সৃষ্টি বর্ণনা করিয়াছেন। এই প্রকার অন্যত্র শাস্ত্রে অনেক প্রকার কারণ হইতে সৃষ্টি বর্ণনা করিয়াছেন। অর্থাৎ—অন্যত্র বিবিধ শাস্ত্রাদিতে সেই সৃষ্টি বিবিধ কারণ হইতে হয়, যেমন শ্রীগীতা শাস্ত্রে শ্রীশ্রীকৃষ্ণকেই সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা প্রতিপাদন করেন—শ্রীভগবান্ বলিলেন—আমি সকলের উদ্ভব স্থান, আমা হইতেই সকল প্রবর্ত্তিত হয়। শ্রীব্রহ্মসংহিতায় সেই প্রকারই প্রতিপাদন করিয়াছে—শ্রীশ্রী-কৃষ্ণই অনাদি, সকলের আদি ও সর্ব্বকারণ কারণ।

অন্য কণ ভক্ষণকারি নৈয়ায়িকগণ—পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় এই চারি প্রকার পরমাণুর দ্বারা জগতের সৃষ্টি স্বীকার করেন। শাক্তগণ শক্তি হইতে জগৎ সৃষ্টি অঙ্গীকার করেন। এই বিষয়ে শ্রীচণ্ডীতে বর্ণিত আছে—দেবগণ কহিলেন—হে দেবি! আপনি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের হেতু—মূল

সাম্যেকথা। অত্রৈবং তেষ্বেকস্ত হেত্বোরনিরূপণাদ্ ব্রহ্মৈক হেতুকং বিশ্বমিতি ন শক্যতে নিশ্চেতুম্, কিন্তু প্রধানৈক হেতুকং তন্নিশ্চেতুং শক্যতে "তদ্ধেদং তর্হি" (বৃঃ ১।৪।৭) ইত্যাদি শ্রবণাৎ। কার্য্যকারণয়োঃ সারূপ্যং ত্বস্মিন্ পক্ষে নির্ব্বাধং বীক্ষ্যতে। ইহাত্মাকাশ ব্রহ্মশব্দা

সর্ব্বাশ্রয়াখিলমিদং জগদংশভূতমব্যাকৃতা হি পরমা প্রকৃতিস্তমাদ্যা" তথেতর দার্শনিকৈরিতরেভ্যঃ কারণেভ্য এব সৃষ্টিং প্রতিপাদ্যন্তে সংশয়বাক্যম্।

পূর্ব্বপক্ষঃ—ইত্যেবং সংশয়ং নিরূপ্য পূর্ব্বপক্ষমবতারয়ন্তি প্রাধানিকাঃ—তদেবমিতি। অথ ব্রহ্মৈকহেতুকং বিশ্বমিতি নিশ্চয়াভাবাৎ প্রধানৈক হেতুকং প্রতিপাদয়ন্তি—কিন্ত্বিতি। প্রধানৈক কারণত্বে বৃহদারণ্যকবাক্যং প্রমাণয়ন্তি—তদ্ধেদমিতি। অব্যাকৃতমিতি সত্ত্বরজস্তমস্ত্রিগুণাত্মকং প্রধানং তদেব মহদাদিক্রমেণ নামরূপাভ্যাং পরিণতমভূদিত্যর্থঃ। ব্রহ্মকারণপক্ষে কার্য্যকারণয়োঃ সারূপ্যাভাবাৎ সর্ব্বথা তদসম্ভবং, কিন্তু সপক্ষেঽসম্ভবলেশগন্ধোঽপি নাস্তীতি প্রতিপাদয়ন্তি—কার্য্যেতি। অস্মিন্ পক্ষে প্রধান

কারণ, আপনি ত্রিগুণা হইয়াও রাগাদি দোষশূন্যা আপনি অপরা সুতরাং হরিহরাদির অপরিজ্ঞাতা, আপনি সর্ব্বাশ্রয়া, এই জগৎ আপনার অংশভূত, এবং আপনি অব্যাকৃতা—বিকাররহিতা, আদ্যা ও পরমা প্রকৃতি। এই প্রকার অন্যান্য দার্শনিকগণ স্বাভাব শূন্যাদি পৃথক পদার্থ হইতে সৃষ্টিকল্পনা করেন। ইহাই সংশয়বাক্য।

পূর্ব্বপক্ষ—প্রাধানিকগণ এই প্রকার সংশয় নিরূপণ করিয়া পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিতেছেন—তদেব ইত্যাদি। এই প্রকার বেদান্তবাক্যে একটি হেতু—জগৎ সৃষ্টির কারণের নিরূপণ না হওয়ার নিমিত্ত বিশ্ব উৎপত্তির একমাত্র ব্রহ্মই হেতু বা কারণ তাহা নিশ্চয় করিতে পারিবেন না। সুতরাং ব্রহ্মই একমাত্র জগতের কারণ তাহা নিশ্চয়ের অভাব হেতু, প্রধানই একমাত্র বিশ্বের হেতু, প্রধানই জগৎ কারণ তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন—কিন্তু ইত্যাদি।

অনেক প্রকার অসামঞ্জস্য হেতু ব্রহ্ম জগৎ কারণ হইতে পারিবে না, কিন্তু—এই বিশ্বসৃষ্টির প্রধান যে একমাত্র কারণ তাহা শাস্ত্রপ্রমাণের দ্বারা নিশ্চয় করা সম্ভব হইবে। প্রধানই একমাত্র জগৎ কারণ এই বিষয়ে বৃহদারণ্যকোপনিষৎ বাক্য প্রমাণিত করিতেছেন—তাহা এই ইত্যাদি।

"সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ অব্যাকৃত ছিল" অর্থাৎ—অব্যাকৃত—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ ত্রিগুণাত্মক প্রধান সেই প্রধান মহদাদি ক্রমে নাম রূপে পরিণত হয়, ইহাই শ্রুতির অর্থ। বিশ্বের ব্রহ্মকারণ পক্ষে কার্য্য ও কারণের সারূপ্য থাকে না, অতএব ব্রহ্মকারণ পক্ষ সর্ব্বথা অসম্ভব হেতু তাহা যুক্তিযুক্ত নহে। কিন্তু আমাদের পক্ষে—প্রধান কারণ পক্ষে অসম্ভব লেশের গন্ধমাত্রও নাই, তাহাই প্রতিপাদন করিতেছেন—কার্য্য-কারণ ইত্যাদি। কার্য্য মহদাদি, কারণ প্রধান, এই উভয়ের সারূপ্য প্রধান কারণ পক্ষে নির্ব্বাধ—

বিভুত্বাদসচ্ছব্দাদৌ তস্য বিকারাশ্রয়ত্বান্নিত্যত্বাৎ প্রাণশব্দশ্চ স্বোৎপন্নতত্ত্বরূপকত্বাদীক্ষাদয়োঽপি কার্য্যাভিমুখ্যত্বাভিপ্রায়েণ তত্রৈব যোজ্যাস্তস্মাৎ সাংখ্যোক্তং প্রধানমেব বিশ্বৈক হেতুর্বেদান্তে-রুচ্যতে, ইত্যেবং প্রাপ্তে—

ওঁ ॥ কারণত্বেন চাকাশাদিষু যথা ব্যপদিষ্টোক্তেঃ

॥ ওঁ ॥ ১।৪।৪।১৪।

কারণবাদে। নন্বু ভবতু কার্য্যকারণ সারূপ্যাৎ প্রধানমেব জগৎ কারণং তথাত্বে আত্মাকাশ ব্রহ্মাদি জগৎ কারণতাবাদিবাক্যানাং কা গতিরিরিতি চেত্তত্রাহুঃ—ইহেতি। অথ পূর্ব্বপক্ষকারিণাং নিগমন বাক্যন্ত তস্মাদিতি। অতঃ সাংখোাক্তং প্রধানমেব জগৎকারণং, বেদান্তে খল্বনেককারণ স্বীকারাপেক্ষয়া সাংখ্যোক্ত-মেব সাধ্বিতি পূর্ব্বপক্ষবাক্যম্।

সিদ্ধান্তঃ—অথ জগৎকারণতাবাক্যে ইত্যেবং সাংখ্যানাং পূর্ব্বপক্ষে প্রাপ্তে সিদ্ধান্তসূত্রমবতারয়তি

কোন প্রকার বাধা দেখা যায় না, সুতরাং প্রধানই জগৎ কারণ, ব্রহ্ম নহে।

যদি বলেন—কার্য্য ও কারণের সারূপ্য হেতু প্রধানই জগৎ কারণ হউক তাহা হইলে আত্মা, আকাশ ব্রহ্ম ইত্যাদি যে জগৎ কারণতাবাদী বাক্য সকল বর্ত্তমান আছে তাহাদের কি গতি হইবে ?

এই সন্দেহের উত্তরে আমরা বলিব আত্মা আকাশ ব্রহ্ম প্রভৃতি শব্দ বিভুত্ব হেতু, অসৎ শব্দা-দিতে প্রধানের বিকার সকলের আশ্রয়ত্ব হেতু, নিত্যত্ব হেতু, প্রাণ শব্দ নিজ হইতে উৎপন্ন তত্ত্বরূপক হেতু, ঈক্ষণাদি কার্য্য প্রধানের কার্য্যকারিত্ব আভিমুখ্যের অভিপ্রায় এই সকল শব্দ প্রধানেই যোজনা করিতে হইবে। অর্থাৎ—প্রধান বিভু সর্ব্বব্যাপক এই অর্থে আত্মা শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে, মহদাদি সকল বিকারের আশ্রয় হেতু প্রধানে আকাশ শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে। প্রধান নিত্য হেতু ব্রহ্মশব্দ প্রয়োগ হইয়াছে। প্রধান হইতে প্রাণাদির উৎপন্ন হয় সুতরাং প্রধানই প্রাণশব্দবাচ্য।

মহদাদি সৃষ্টিকার্য্যের আভিমুখ্য—প্রবৃত্তিই ঈক্ষণ করা। অতএব প্রধানই আত্মা আকাশ আত্মা প্রাণশব্দাদি বাচ্য।

এই প্রকার সাংখ্যসিদ্ধান্ত অবলম্বনকারি পূর্ব্বপক্ষের নিগমন বাক্য বলিতেছেন—তস্মাৎ ইত্যাদি। অতএব সাংখ্য শাস্ত্র নিরূপিত প্রধানকেই বিশ্বোৎপত্তির একমাত্র কারণ তাহা বেদান্তশাস্ত্রে বর্ণনা করিয়াছেন, ব্রহ্মকে নহে। সুতরাং সাংখ্যোক্ত প্রধানই জগতের মূলকারণ, বেদান্তশাস্ত্রে অনেক কারণ স্বীকারের অপেক্ষায় সাংখ্যের প্রক্রিয়াই সুষ্ঠুতর, অতএব প্রধানই বিশ্বের মূলকারণ। এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষবাক্য।

'চ' শব্দ শঙ্কাচ্ছেদায়। ব্রহ্মৈব বিশ্বৈকহেতুরিতি শক্যতে নিশ্চেতুম্। কুতঃ? আকাশাদিষু কারণত্বেন তথা ব্যপদিষ্টোক্তেঃ। লক্ষণসূত্রাদিষু (১।১।২।২) সার্ব্বজ্ঞ্য-সত্যসঙ্কল্পাদিগুণকত্বেন নির্ণীতং ব্রহ্ম যথা ব্যপদিষ্টমুচ্যতে। তস্যৈকস্যৈব খাদিহেতুত্বেন সর্ব্বে

ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—কারণেতি। আকাশাদিষু আকাশ পদচিহ্নিতেষু 'তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ' (তৈ০ ২।১।৩) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যেষু ব্রহ্মকারণত্ব ব্যবস্থাপনাদন্যত্রাপি শ্রুতিস্মৃতি পুরাণাদীনাং সৃষ্টি বাক্যেষু 'যথা ব্যপদিষ্টস্য' সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বকারণ স্বেতর সর্ব্বনিয়ামক সর্ব্বশক্ত্যাশ্রয় সর্ব্বকর্ত্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ত্বাদি গুণাধারতয়াস্মাভির্বৈদান্তিভির্ব্যবস্থাপিতস্যৈব পরব্রহ্মণঃ কারণত্বেন জগন্নির্ম্মাণকারণত্বে-নোক্তেঃ হেতোঃ ভবদুক্তানাং বাক্য বৃন্দানাং ব্রহ্মকারণতাপরত্বং নিশ্চয়েনাবধার্য্যত ইতি সূত্রার্থঃ। লক্ষণ সূত্রাদিষু—জন্মাদ্যস্য যতঃ" (১।১।২।২) আদিপদাৎ 'আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ' (১।১।৬।১২) 'অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপ-দেশাৎ' (১।১।৭।২০) 'আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ' (১।১।৮।২২) 'অদৃশ্যত্বাদিগুণকো ধর্ম্মোক্তেঃ' (১।২।৬।২১)

সিদ্ধান্ত—অনন্তর জগৎকারণতাবাক্যে এই প্রকার সাংখ্যগণের পূর্ব্বপক্ষ সম্প্রাপ্ত হইলে ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্তসূত্রের অবতারণা করিতেছেন—কারণ ইত্যাদি। আকাশাদি বাক্যে যথার্থভাবে যোগ্যতা বিশিষ্ট উপদিষ্ট পরব্রহ্মের কারণতা রূপে উক্ত হওয়া হেতু ব্রহ্মই জগৎকারণ, প্রধান নহে। অর্থাৎ—আকাশাদি—আকাশাদি পদচিহ্নিতে "সেই এই আত্মা হইতে আকাশ সম্ভূত হয়" ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যসকলে পরব্রহ্মকেই কারণরূপে বিশেষভাবে স্থাপন করা হেতু, অন্যত্রও শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদি সকলের সৃষ্টিবাক্য সমূহে যাঁহাকে যথার্থ সৃষ্টিকর্ত্তা রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন আমরা তাঁহারই—অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বকারণ, স্বেতর সর্ব্বনিয়ামক, সর্ব্বশক্তির আশ্রয়, সর্ব্বকর্ত্তা, সর্ব্বাশ্রয় ইত্যাদি গুণগণের আধার রূপে আমরা বৈদান্তিকগণ কর্ত্তৃক ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, সুতরাং ঐ পরব্রহ্মকে পরম কারণ রূপে স্থাপন করা হেতু, আপনারা যে প্রধান কারণরূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন ঐ বাক্যবৃন্দের ব্রহ্মকারণতা পরত্ব নিশ্চয়রূপে অবধারিত হইতেছে, সুতরাং ব্রহ্মই কারণ। প্রধান নহে ইহাই সূত্রের অর্থ।

সূত্রে যে 'চ' শব্দ আছে তাহা শঙ্কা উচ্ছেদের নিমিত্ত, অর্থাৎ পরব্রহ্মই যে জগৎকারণ এই বিষয়ে কোন প্রকার আশঙ্কা করা উচিত নহে। পরব্রহ্মই একমাত্র বিশ্বোৎপত্তির হেতু ইহা নিশ্চয় করিতে সহজে পারা যায়।

কারণ কি?—আকাশাদি বাক্যে পরব্রহ্মকেই কারণরূপে বিশেষভাবে উপদেশ করা হেতু। লক্ষণাদি সূত্র সকলে সার্ব্বজ্ঞ্য, সত্যসঙ্কল্পাদি গুণকত্বরূপে পরব্রহ্মই যথাযথভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে। অর্থাৎ—লক্ষণ সূত্রসকল এই প্রকার—'যে পরব্রহ্ম হইতে এই জগতের জন্মাদি'। আদি পদ হইতে এই সূত্র সকল গ্রহণ করিতে হইবে—শ্রুতি সকলে আনন্দময়েরই অভ্যাস হেতু" "চক্ষুর অন্তর্বর্ত্তী পরমাত্মা,

বেদান্তেষ্বভিধানাৎ। যথা "সত্যং জ্ঞানমনন্তম্" (তৈ০ ২।১।২) ইত্যাদিনা সার্ব্বজ্ঞ্যাদি গুণকতয়া নির্দ্দিষ্টং ব্রহ্ম। "তস্মাদ্বা এতস্মাদ্" (তৈ০ ২।১।৩) ইত্যাদিনা কারণত্বেন বিমৃশ্যতে। যথা চ "সদেব সৌম্যেদম্" (ছা০ ৬।২।১) ইত্যাদৌ "তদৈক্ষত বহুস্যাম্" (ছা ৬।২।৩) ইতি তদ্গুণকত্বেন নির্দ্দিষ্টং ব্রহ্ম। "তত্তেজোঽসৃজত" (ছা০ ৬।২।৩) ইতি তত্ত্বেন পরামৃশ্যতে,

---

'দ্যুভ্বাদ্যায়তনং স্বশব্দাৎ' (১।৩।১) ইত্যাদি বহুষু সূত্রেষু সার্ব্বজ্ঞ্যসত্যসঙ্কল্পাদিগুণকত্বেন নির্ণীতং পরং ব্রহ্মৈব যথাব্যপদিষ্টং সর্ব্বকারণত্বেন বিশেষরূপেণ সমাদিষ্টমুচ্যতে। ন খলু বেদান্তেষু সদসদব্যাকৃতাদি বহূনি কারণানি নিরূপিতানি, কিন্তু তস্যৈকস্যৈব পরব্রহ্মণঃ সর্ব্বকারণকারণস্য শ্রীগোবিন্দদেবস্য খাদিহেতুত্বেনেতি।

অথ সর্ব্বেষু বেদান্তেষু বেদান্তবাক্যেষু বা একস্যৈব পরব্রহ্মণঃ সর্ব্বকারণত্বং প্রতিপাদয়ন্তি—যথেতি। এতেষু শ্রুতিমন্ত্রেষু সার্ব্বজ্ঞ্যাদি গুণান্ নিরূপয়ন্তি, তদ্গুণকত্বেন সৎ সর্ব্বদাস্তিত্ব স্বরূপেণ, ঐক্ষত—প্রকৃতীক্ষয়িতৃত্বেন চ গুণেন নির্দ্দিষ্টম্। তত্ত্বেনাগ্নেরুৎপাদকত্বরূপেণ। এবমন্যত্রাপীতি—বৃহদারণ্যকে ১।৪।১ 'আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ' ইতি পুরুষবিধস্যাত্মশব্দবাচ্যস্য শ্রীগোবিন্দদেবস্য

কারণ তাঁহার ধর্ম্ম সকল উপদেশ করা হেতু" "পরব্রহ্মই আকাশ শব্দবাচ্য, যেহেতু সকল ভূতোৎপাদকত্ব সামর্থ্য তাঁহাতে বিদ্যমান আছে। "অদৃশ্যত্বাদিগুণবান পরব্রহ্মই, প্রধান নহে, কারণ ঐ ধর্ম্মসকল পরব্রহ্মেরই হয়" "দিব ও পৃথিবীর ধারক পরব্রহ্ম, স্বশব্দ হেতু। ইত্যাদি বহু ব্রহ্মসূত্রে সার্ব্বজ্ঞ্য সত্যসঙ্কল্পাদি গুণকত্ব নির্ণীত পরব্রহ্মই 'যথাব্যপদিষ্ট' সর্ব্বকারণত্ব বিশেষরূপে সমাদিষ্ট করিয়াছেন।

সেই একমাত্র পরব্রহ্মেরই আকাশাদি সকলের পরমকারণরূপে সকল বেদান্ত (উপনিষৎ) শাস্ত্রে অভিহিত করিয়াছেন। অর্থাৎ—বেদান্ত শাস্ত্র সকলে সৎ, অসৎ, অব্যাকৃত ইত্যাদি অনেক কারণ নিরূপণ করেন নাই কিন্তু তাঁহার একমাত্র পরব্রহ্ম সর্ব্বকারণ কারণ শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের আকাশাদির হেতু রূপে নিরূপণ করিয়াছেন।

অনন্তর সকল বেদান্তে, অথবা বেদান্ত বাক্যসকলে একমাত্র পরব্রহ্মেরই সর্ব্বকারণত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন—যথা ইত্যাদি। যেমন—সত্যস্বরূপ জ্ঞানময় অনন্ত গুণাবলী পূর্ণ শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব। ইত্যাদির দ্বারা সার্ব্বজ্ঞ্যাদি গুণবিশিষ্ট রূপে নির্দ্দিষ্ট ব্রহ্ম জগৎ কারণ। "সেই এই আত্মা হইতে" ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা তাঁহাকে কারণরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। এবং "হে সৌম্য! সৃষ্টির অগ্রে সতই ছিল" ইত্যাদি। আরও—তিনি ঈক্ষণ করিলেন 'আমি বহু হইব' এই প্রকার তদ্গুণকত্ব রূপে—অর্থাৎ—সৎ সর্ব্বদা অস্তিত্বস্বরূপের দ্বারা, এবং ঐক্ষত—প্রকৃতির ঈক্ষণকারী গুণের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট পরব্রহ্মই জগৎ কারণ।

এবমন্যত্রাপি দ্রষ্টব্যম্। কার্য্যকারণয়োঃ সারূপ্যং তু ব্রহ্মপক্ষে (২।১।৫।১৪) বক্ষ্যামঃ। আত্মাকাশ প্রাণসদ্ব্রহ্মশব্দা ব্যাপ্তি সন্দীপ্তি প্রাণন সত্ত্ব বৃহদ্গুণকত্বযোগান্মুখ্যাস্তথেক্ষাদয়শ্চ ॥ ১৪ ॥

সৃষ্টেরগ্রে বর্ত্তমানত্বং ততঃ সর্ব্বোৎপন্নত্বঞ্চ প্রতিপাদিতমিতি। পুনঃ 'আত্মৈবেদমগ্র আসীদেক এব সোঽকাময়ত' (১।৪।১৭) ইত্যোকস্যৈব পরব্রহ্মণঃ সৃষ্ট্যর্থং কামনা দৃশ্যতে। দ্বিতীয়াধ্যায়ে চ (২।১।২০) 'যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি এবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্বেলোকাঃ সর্ব্বেদেবাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি' ইতি পরমাত্মনঃ শ্রীগোবিন্দদেবতঃ সর্ব্বেষাং সৃষ্টি বর্ণনাৎ স এব সর্ব্বেষু বেদান্তেষু পরম কারণত্বেন নির্ণীতমিতি। শ্বেতাশ্বতরে চ (১।১) 'কিং কারণম্' ইতি প্রশ্নস্যোত্তরং—'স কারণং কারণাধিপাধিপো, ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ' (৬।৯) ইত্যত্র তস্যৈব সর্ব্বকারণত্বং প্রতিপাদিতমিতি। কার্য্যকারণয়োরিতি—আরম্ভণাধিকরণে 'তদনন্যত্বমারম্ভণ শব্দাদিভ্যঃ' ইতি সূত্রে বক্ষ্যাম, (২।১।৫।১৪)

আরও—'তিনি তেজ সৃষ্টি করিয়াছিলেন' এই স্থলে তত্ত্বেন—অর্থাৎ অগ্নির উৎপাদকত্বরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, সুতরাং ব্রহ্মই মূল কারণ।

এই প্রকার অন্যত্র উপনিষদে বা বেদান্তবাক্যে পরব্রহ্মই যে কারণ তাহার বর্ণনা আছে তাহা দ্রষ্টব্য। অর্থাৎ—অন্যত্র বেদান্তবাক্যগণে যেমন—বৃহদারণ্যকোপনিষদে—'এই সৃষ্টির অগ্রে পুরুষাকার আত্মাই ছিল' অর্থাৎ—এই পুরুষাকার আত্মা শব্দবাচ্য শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের সৃষ্টির অগ্রে বর্ত্তমানত্ব প্রতীতি হইতেছে এবং তাঁহা হইতেই সকল উৎপন্ন হয় ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন।

পুনঃ বৃহদারণ্যকেই—"সৃষ্টির অগ্রে একমাত্র আত্মাই ছিল, তিনি কামনা করিয়াছিলেন" এই প্রকার একমাত্র পরব্রহ্মেরই সৃষ্টির নিমিত্ত কামনা দেখা যায়। বৃহদারণ্যকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত আছে—যে প্রকার অগ্নি হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ সকল ব্যুচ্চরিত—উৎপন্ন হয়, এই প্রকার এই আত্মা হইতে প্রাণ সকল, লোকসকল, সকল দেবতা এবং ভূতসকল উৎপন্ন হয়।" এই প্রকার পরমাত্মা শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব হইতে সকলের সৃষ্টি বর্ণন হেতু, তিনিই সকল বেদান্তে পরম কারণ রূপে নির্ণীত হইয়াছেন।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে বর্ণিত আছে—এই সৃষ্টির কারণ বা কর্ত্তা কে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—তিনি সকলের কারণ এবং সমস্ত কারণেও অধিষ্ঠাতাগণেরও অধিপতি, এই পরব্রহ্মের কেহ জন্মদাতা ও অধিপতি বা স্বামী নাই।" এই স্থানেও সেই পরব্রহ্মেরই সর্ব্বকারণত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন।

আপনারা যে প্রধান পক্ষে কার্য্য ও কারণের সারূপ্য প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহা ব্রহ্ম পক্ষেও সঙ্গত হয়, তাহা দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথমপাদে আরম্ভণাধিকরণে "তদনন্যত্বমারম্ভণ শব্দাদিভ্যঃ" এই সূত্রে

অথাসদব্যাকৃত শব্দয়োর্গতিমাহ—

ওঁ ॥ সমাকর্ষাৎ ॥ ওঁ । ১।৪।৪।১৫।

ইতি শ্রীমদ্ভাষ্যকারাণামভিপ্রায়ঃ। নম্বাত্মাদিশব্দানাং ভবতাং পক্ষে কথং সঙ্গতিরিতি চেত্তত্রাহুঃ আকাশেতি। মুখ্যেতি—এতে শব্দাঃ খলু তদ্গুণযোগিতয়া পরব্রহ্মণি শ্রীগোবিন্দদেব এব মুখ্যবৃত্ত্যা প্রবর্ত্তন্তে, ন তু প্রধানে, তস্মাৎ সর্ব্বকৃৎ শ্রীগোবিন্দদেব এব বিশ্বৈক হেতুরিতি ॥ ১৪ ॥

নন্বু ব্রহ্মণ এব বিশ্বৈকহেতুত্বে সাংখ্যোক্তং প্রধানাপরপর্যায়াসচ্ছব্দস্যাব্যাকৃতশব্দস্য কারণত্বং সুদুর্ঘটং, তথাত্বে তয়োরসদব্যাকৃতশব্দয়োঃ কা গতিরিতি চেত্তত্রাহুঃ—অথেতি। তয়োঃ সঙ্গতি প্রকারমাহ ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—সমেতি। অথ 'সোঽকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয়' ইত্যাদি পূর্ব্বমুক্তস্য বহুভবন সঙ্কল্পপূর্ব্বকং জগৎস্রষ্টুঃ সর্ব্বজ্ঞস্য পরব্রহ্মণ এব 'অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ' ইত্যত্র 'সমাকর্ষাৎ' সম্বন্ধস্থাপনাদ্ধেতোঃ 'অসদ্ বা' ইত্যাদাবপি তস্যৈব সর্ব্বজ্ঞ পরব্রহ্মণঃ কারণত্বোক্তিঃ, নান্যেষামসদব্যাকৃত মহদাদীনাং

বর্ণনা করিবেন ইহাই শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদের অভিপ্রায়।

যদি বলেন—আত্মা, আকাশ ইত্যাদি শব্দসকলের আপনাদের ব্রহ্মপক্ষে কি প্রকারে সঙ্গতি হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—আত্ম শব্দে শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের ব্যাপ্তি—সর্ব্বব্যাপকত্বগুণের যোগ বোধ করাইতেছে, এই প্রকার আকাশ শব্দে তাঁহার সন্দীপ্তি প্রকাশশালীতা গুণের যোগ বোধ হয় এবং প্রাণ শব্দে সকল প্রাণীর প্রাণদাতা বুঝিতে হইবে। তথা সৎ শব্দে সত্ত্ব, তাঁহার বিদ্যমানতা গুণের যোগ বোধ করাইতেছে। আরও ব্রহ্ম শব্দে বৃহৎ—তিনি সর্ব্ববৃহত্তম বস্তু হয়েন" সুতরাং ঐ সকল গুণের যোগ হেতু পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বকারণ এবং এই সকল গুণের যোগ তাঁহাতেই মুখ্য রূপে প্রতীতি হয়।

এই প্রকার ঈক্ষণাদি গুণসকলও তাঁহারই গুণ, প্রধানের নহে। অর্থাৎ—আত্মা ইত্যাদি সকল শব্দ সেই সেই গুণের যোগ হেতু পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবেই মুখ্যবৃত্তির দ্বারা প্রবর্ত্তিত হয়, প্রধানে নহে। সুতরাং সর্ব্বকর্ত্তা শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবই বিশ্বের একমাত্র পরম কারণ ইহাই এই ভাষ্যের যথার্থ অর্থ ॥ ১৪ ॥

শঙ্কা—যদি বলেন—ব্রহ্মকেই যদি বিশ্বের একমাত্র হেতু বলিয়া স্বীকার করেন তাহা হইলে সাংখ্যশাস্ত্র কথিত প্রধানাপর পর্য্যায় অসৎ শব্দের ও অব্যাকৃত শব্দের কারণত্ব সুদুর্ঘট হইবে, সুতরাং ব্রহ্মকারণবাদ স্বীকার করিলে অসৎ ও অব্যাকৃত শব্দদ্বয়ের কি গতি হইবে?

সমাধান—এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—অথ ইত্যাদি।

অনন্তর ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ অসৎ ও অব্যাকৃত শব্দদ্বয়ের গতি বর্ণনা করিতেছেন—সমাকর্ষ সম্বন্ধবিশেষ স্থাপন হেতু। অর্থাৎ—তিনি কামনা করিলেন আমি অনেক হইব" ইত্যাদি পূর্ব্বকথিত

"সোঽকাময়ত" (তৈ০ ২।৬।২) ইতি পূর্ব্বসন্দর্ভে প্রকৃত্য পরমাত্মনঃ "অসদ্বা" (তৈ০ ২।৭।১) ইত্যত্র, "আদিত্যো ব্রহ্ম" (ছা০ ৩।১৯।১) ইতি পূর্ব্বনির্দ্দিষ্টস্য ব্রহ্মণঃ "অসদেবেদম্" (ছা০ ৩।১৯।১) ইত্যত্র চ সমাকর্ষাৎ তত্তচ্চ বাক্যং ব্রহ্ম পরমেব।

সৃষ্টেঃ প্রাক্ স্থূলভূত নামরূপ সম্বন্ধাভাবাৎ পরব্রহ্মণ এবাসৎপদেন নির্দ্দেশ ইতি ভাবঃ। অথাসৎ শব্দস্য পরব্রহ্মণি সম্বন্ধবিশেষং প্রতিপাদয়ন্তি—স ইতি। স আনন্দময়ঃ পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবোঽকাময়ত কামনাঞ্চকার বহুস্যামিতি, শ্রীনামার্চ্চাদিরূপেণ পৃথিব্যাং বহুভাবেনাবিভূ'য় বহির্ম্মুখান্ জীবানুদ্ধারয়িষ্যামীত্যেবং সঙ্কল্প্য ইদং সর্ব্বং চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মকং ব্রহ্মাণ্ডং অসৃজত সৃষ্টিঞ্চকারেতি। নম্বস্য জগদ্‌বিসৃষ্টেঃ পূর্ব্বং কিমাসীদিত্যপেক্ষায়ামাহুঃ—অসদ্বেতি। অসদিদং পরিদৃশ্যমানং ব্রহ্মাণ্ডমতিসূক্ষ্মরূপেণ পরব্রহ্মণ্যেব লীনমাসীৎ, ততোঽসত এব সৎ জীবব্যবহারযোগ্যমাকাশাদ্যজায়েতেতি। তস্মাদানন্দময়ং প্রকৃত্য কামনাদি বর্ণনাৎ স এব জগৎকারণমিত্যবসেয়ম্। অথ ছান্দোগ্যশ্রুতি সম্বাদেনাসচ্ছব্দস্য সম্বন্ধ বিশেষং স্থাপয়ন্তি—আদিত্যেতি। আদিত্যো ব্রহ্ম, পরাৎপর সর্ব্বেশ্বর পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব আদিত্যবৎ দিব্যপ্রকাশযুক্তঃ,

---

বহুভবন সঙ্কল্প জগৎ সৃষ্টিকর্ত্তা সর্ব্বজ্ঞ পরব্রহ্মেরই "এই বিশ্ব সৃষ্টির পূর্ব্বে অসতই ছিল" এই স্থানে সমাকর্ষ সম্বন্ধবিশেষ স্থাপন করা হেতু 'অসতই ছিল' ইত্যাদি স্থলেও সেই সর্ব্বজ্ঞ পরব্রহ্মেরই বিশ্বকারণত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন, অন্যের নহে। কারণ অসৎ, অব্যাকৃত, মহৎ আদি সকলের সৃষ্টির পূর্ব্বে স্থূলভূত নাম রূপ সম্বন্ধাদি অভাব হেতু পরব্রহ্মের 'অসৎ' পদের দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন ইহাই ভাবার্থ।

অনন্তর 'অসৎ' শব্দের পরব্রহ্মে সম্বন্ধবিশেষ প্রতিপাদন করিতেছেন—তিনি কামনা করিয়াছিলেন" অর্থাৎ—সেই আনন্দময় পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব কামনা করিয়াছিলেন অনেক হইব, শ্রীনাম ও অর্চ্চা বিগ্রহাদিরূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়া বহির্ম্মুখ জীবসকলকে উদ্ধার করিব, এই প্রকার সঙ্কল্প করিয়া তিনি এই সকল চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

এই প্রকার পূর্ব্ব সন্দর্ভে পরব্রহ্মের বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিয়া 'অসৎ ছিল' এই স্থলে এবং 'আদিত্য ব্রহ্ম' ইত্যাদি পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট ব্রহ্মেরই, 'এই সকল অসৎ ছিল' ইত্যাদি স্থলেও তাঁহারই 'সমাকর্ষণ হেতু' অসৎ এবং অব্যাকৃত শব্দ পরব্রহ্মপরই বুঝিতে হইবে।

অর্থাৎ—যদি বলেন—এই জগৎ বিসৃষ্টির পূর্ব্বে কি ছিল? এই অপেক্ষায় উত্তর প্রদান করিতেছেন—অসৎ। অর্থাৎ—এই বিরাটরূপে পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ড অতি সূক্ষ্ম অসৎ হইতেই সৎ জীবের ব্যবহার যোগ্য আকাশাদি জাত হইয়াছিল। সুতরাং আনন্দময়কে বিষয় করিয়া কামনাদির বর্ণনা করা হেতু আনন্দময় পরব্রহ্মই জগৎকারণ ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত হইল।

অনন্তর ছান্দোগ্য শ্রুতি প্রমাণের দ্বারা অসৎ শব্দের সম্বন্ধ বিশেষ পরব্রহ্মে স্থাপন করিতেছেন

প্রাক্সৃষ্টের্নামরূপাবিভাগাত্তৎ সম্বন্ধিতয়াস্তিত্বাভাবাৎ 'অসৎ' শব্দেন তত্র ব্রহ্মৈবোক্তম্। অন্যথা "সদেব সোম্য" (ছা: ৬।২।১) ইত্যাদনন্তরসম্ভাবিতাসৎকারণতা প্রযুক্তেঃ "আসীৎ" (৬।২।১) ইতি কালসম্বন্ধস্য চ বিরোধঃ। 'অসন্নেব স ভবতি' (তৈ: ২।৬।১)

তস্য দিব্যবিগ্রহস্য শ্রীকৃষ্ণস্যোপব্যাখ্যানং প্রপঞ্চরচনমহিমানমিদমিত্যাহুঃ—অসদেবেতি। অতঃ সর্ব্বত্র পূর্ব্বনির্দ্দিষ্টস্য পরব্রহ্মণ এব সমাকর্ষাৎ সম্বন্ধবিশেষ স্থাপনাত্তত্তদিতি, অসদ্‌বাক্যমব্যাকৃতবাক্যঞ্চ ব্রহ্ম পরমেব, ন তু প্রধান পরমিত্যর্থঃ।

অথাসচ্ছব্দেন সূক্ষ্মশক্তিকং পরব্রহ্ম এব নান্যেতি প্রতিপাদয়ন্তি—প্রাগিতি। এবমসৎকারণতা স্বীকারে বিরোধমাহুঃ—অন্যথেতি। কালসম্বন্ধস্যেত্যাসীদিত্যত্র 'অস্ ভুবি সত্তায়া'মিতি ধাতোরুত্তরে ভূতেশে দিপ, বিষ্ণুভক্তিস্তত্র কর্ত্তৃপ্রয়োগঃ। অত্র কশ্চিৎ কর্ত্তা প্রতীয়তে, তচ্চ কর্ত্তৃত্বং ন প্রধানে সম্ভবতি, জড়ত্বাৎ, ভবৎ সিদ্ধান্তহানেশ্চ। তস্মাদসৎ কারণতা প্রযুক্তে সতি বিরোধ এব। কিঞ্চাসদ্‌বাদিনাং নরকাদি পাতরূপমসদ্‌গতিং নিরূপয়তি শ্রুতিঃ—অসদিতি। 'অসন্নেব স ভবতি অসদ্‌ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ।

—আদিত্য ইত্যাদি। আদিত ব্রহ্ম, অর্থাৎ—পরাৎপর পরব্রহ্ম সর্ব্বেশ্বর শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব আদিত্যের সমান দিব্য প্রকাশযুক্ত, সেই দিব্যমঙ্গল বিগ্রহ শ্রীশ্রীকৃষ্ণেরই উপব্যাখ্যান—প্রপঞ্চরচনার ইহা মহিমা তাহা বলিতেছেন—অসৎ ইত্যাদি। অসৎ শব্দের দ্বারাও পরব্রহ্মেই সম্বন্ধবিশেষ স্থাপন করিতেছেন। সুতরাং সর্ব্বত্র বেদান্তবাক্যে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট পরব্রহ্মেরই 'সমাকর্ষাৎ' সম্বন্ধবিশেষ স্থাপন হেতু অসৎ বাক্য এবং অব্যাকৃত বাক্য পরব্রহ্মপরই, কিন্তু প্রধান পর নহে ইহাই অর্থ।

অতঃপর অসৎ শব্দের দ্বারা সূক্ষ্মশক্তিযুক্ত পরব্রহ্মই হয়েন, অন্য নহে, তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন—পূর্ব্ব ইত্যাদি। সৃষ্টির পূর্ব্বে নাম ও রূপের বিভাগের অভাব হেতু আপনাদের অসৎ শব্দ বাচ্য প্রধানের অস্তিত্ব অভাব বশতঃ 'অসৎ' শব্দের দ্বারা বেদান্তবাক্যে পরব্রহ্মকেই বর্ণনা করিয়াছেন। এইরূপে অসৎকারণতাবাদ স্বীকার করিলে সৃষ্টিকার্য্যে বিরোধ প্রদর্শন করিতেছেন— অন্যথা ইত্যাদি। অন্যথা যদি পরব্রহ্মকে জগৎকারণ না করেন, তাহা হইলে—'হে সৌম্য! সৃষ্টির পূর্ব্বে সতই ছিল' ইত্যাদি বর্ণনার পর সম্ভাবনা করতঃ অসৎকারণতাবাদ প্রযুক্ত হইলে 'আসীৎ' অর্থাৎ 'ছিল' এই কাল সম্বন্ধের বিরোধ হয়।

অর্থাৎ—কালসম্বন্ধের অর্থাৎ 'আসীৎ' 'ছিল' এই স্থলে—'অস্ ভুবি' ধাতুর অর্থ সত্তা বা বিদ্যমানতা, সেই অস্ ধাতুর উত্তরে ভূতেশের দিপ, বিষ্ণুভক্তি, ইহা কর্ত্তৃবাচ্যে প্রয়োগ হয়। কর্ত্তৃবাচ্যে প্রয়োগ হেতু এই স্থলে কেহ জগতের কর্ত্তা আছে বলিয়া প্রতীতি হয় এবং এই কর্ত্তৃত্ব প্রধানের সম্ভব হয় না, কারণ সে জড়, এবং যদি আপনারা জড় প্রধানে কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করেন তাহা হইলে আপনাদের

ইত্যাদিনাসদ্বাদিনো বিগীতত্বাচ্চ সূক্ষ্মশক্তিকং ব্রহ্মৈব তদর্থঃ। "তদ্ধেদং তর্হি" (বৃ ১।৪।৭) ইত্যত্রাপ্যব্যাকৃতশব্দেন তদন্তরালভূতং ব্রহ্মৈব বোধ্যতে। "স এষ ইহ প্রবিষ্টঃ" (বৃ॰ ১।৪।৭)

অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ সন্তমেনং ততো বিদুঃ' ইতি তু কৃৎস্না শ্রুতিঃ। চেদ্ যদি কোঽপি জনঃ অসৎ সাংখ্যোক্তমসচ্ছব্দবাচ্যং প্রধানং ব্রহ্ম জগৎকারণং বেদ জানাতি, সোঽসৎ অসৎপথগামিনাং গতিং প্রাপ্নোতি, নরকাদিপাতরূপং তস্যাসদ্গতিং ভবত্যেব। অপিতু যো ব্রহ্মৈব জগৎ সর্ব্বজগৎকারণং জানাতি স এব সন্তং সৌভাগ্যবন্তং বৈকুণ্ঠাদিলোকগামিনং ভবতীতি শ্রুতেরাশয়ঃ। অতঃ পরব্রহ্মৈব জগৎকারণমিতি প্রতিপাদয়ন্নাহঃ—ইত্যাদিনেতি। সদ্ব্রহ্মৈব জগৎকারণং ন ত্বসদ্ব্রহ্মেতি প্রতিপাদয়তি শ্রুতিঃ (ছা॰ ৬।২।১-২) সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং তদ্ধৈক আহুরসদেবেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং তস্মাদসতঃ সজ্জায়ত, কুতস্তু খলু সৌম্যেবং স্যাদিতি হোবাচ কথম সতঃ সজ্জায়েতেতি সত্ত্বেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্" ইতি। নন্বু ভবত্বসচ্ছব্দেন সূক্ষ্মশক্তি সমন্বিতং ব্রহ্ম জগৎকারণং, অত্রেদং পৃচ্ছ্যতে

স্বসিদ্ধান্ত হানি হইবে। অতএব অসৎকারণতা প্রযুক্ত প্রধানকে সৃষ্টিকর্ত্তা স্বীকার করিলে বিরোধ হইবে।

আরও শ্রুতি জননী অসৎবাদিগণের নরকাদিপাতরূপ অসদ্গতি নিরূপণ করিতেছেন—অসৎ ইত্যাদি। 'যে মানব অসৎ ব্রহ্ম বলিয়া জানে সে অসৎ হয়, ইত্যাদি দ্বারা অসদ্বাদির নিন্দা শ্রবণ হেতু সূক্ষ্ম শক্তিযুক্ত ব্রহ্মই অসৎ শব্দের অর্থ। অর্থাৎ—ব্রহ্মকে যে জন অসৎ বলিয়া জানে সে অসতই হয় এবং যে ব্রহ্মকে সৎ বলিয়া জানে তাহাকে সন্ত বা সাধু বলিয়া জানিবে। ইহাই সম্পূর্ণ শ্রুতিবাক্য।

যদি কোন মানব অসৎ সাংখ্যশাস্ত্র বর্ণিত অসৎশব্দবাচ্য প্রধান বা ব্রহ্ম জগতের কারণ বলিয়া জানে, সে অসৎ—অসৎপথগামিগণের গতি প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ—তাহার নরকাদিপাতরূপ অসৎগতি অবশ্যই হয়। কিন্তু যে সাধক ব্রহ্মকেই সর্ব্বজগৎকারণরূপে জানে সেই সন্ত সৌভাগ্যবন্ত অর্থাৎ—বৈকুণ্ঠাদিলোক গমনকারী হয়, ইহাই শ্রুতির যথার্থ অর্থ।

অতএব পরব্রহ্মই জগৎকারণ, এই প্রকার প্রতিপাদন করিয়া বলিতেছেন—ইত্যাদি দ্বারা। ছান্দোগ্যোপনিষৎ—সদ্ব্রহ্মকেই জগৎকারণ, কিন্তু অসৎ ব্রহ্ম নহে ইহাই প্রতিপাদন করিতেছেন—হে সৌম্য! সৃষ্টির পূর্বে সৎ ব্রহ্মই এক ও অদ্বিতীয়রূপে ছিলেন, কেহ বলেন—সৃষ্টির অগ্রে অসতই ছিল, সেই অসৎ হইতেই সৎ জাত হয়। হে সৌম্য! কি প্রকারে এইরূপ হয়? তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—কি রূপে অসৎ হইতে সৎ জাত হয়, উত্তর—হে সৌম্য! অসৎ হইতে সৎ জাত হয় না, সৃষ্টির অগ্রে সৎ রূপেই একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্মই ছিলেন।

শঙ্কা—অসৎ শব্দের দ্বারা সূক্ষ্মশক্তি সমন্বিত ব্রহ্ম জগৎ কারণ হউক, তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই, কিন্তু এই স্থলে আমরা আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি—অব্যাকৃত শব্দের কি অর্থ

ইত্যাদি পরবাক্যতঃ তস্যাকর্ষণাত্তচ্ছক্তিকং ব্রহ্মৈব স্বসঙ্কল্পবশাৎ স্বয়মেব নামরূপাভ্যাং ব্যক্রিয়ত ইতি তত্রার্থঃ। ইতরথা বেদান্ত প্রতিষ্ঠিতত্বং 'গতিসামান্যঞ্চ' (১।১।৫।১০) শ্রুতং ব্যাকুপ্যেত।

অব্যাকৃত শব্দস্য কোঽর্থো ভবতামভিমতঃ? ইত্যত্র তদর্থং নিরূপয়ন্তি—তদ্ধেদমিতি। ব্যাক্রিয়তেতি কর্ম্মকর্ত্তরি প্রয়োগঃ। তথাহি শ্রীহরিনামামৃতে ৪।২০ "ক্রিয়মানস্তু যৎ কর্ম্ম স্বয়ং সিদ্ধ প্রতীয়তে। অত্যন্ত সুকরত্বেন কর্ম্মকর্ত্তেতি তদ্বিদুঃ॥ "টীকা চ বালতোষণী – যৎ কর্ম্মকর্ত্রা ক্রিয়মানমপ্যত্যন্ত সুকরত্বেন ধর্ম্মেণ স্বয়ং সিদ্ধমাত্মনৈব নিষ্পন্নং প্রতীয়তে প্রতীতি বিষয়ী ক্রিয়তে তৎকর্ম্ম কর্ম্মকর্ত্তেতি বিদুর্বুধা ইতি শেষঃ। নন্নু ক্রিয়মানস্য স্বয়ং সিদ্ধৌ কথং প্রতীতিরিতি চেত্তত্রাহ –অত্যন্তেতি। কর্ত্তুরত্যন্তসুখ-নিষ্পাদনীয়ত্বেন সাধ্যমানত্বাত্তস্য কর্ম্মত্বেঽপি সুখনিষ্পাদনীয়ত্বেন স্বতঃ সিদ্ধৌ ক্রিয়ায়াং কর্তৃত্বমিতি, তস্মাদ্ যস্যাং ক্রিয়ায়াং যঃ কর্ত্তা আসীত্তস্যামেব যস্য কর্তৃত্বং বিবক্ষিতে স কর্ম্মকর্ত্তেতি। নন্বেবমপি ন সম্ভবতি,

---

আপনাদের অভিমত ? তাহা ব্যক্ত করা উচিত।

সমাধান—এই জিজ্ঞাসার উত্তরে অব্যাকৃত শব্দের অর্থ নিরূপণ করিতেছেন—তাহা এই ইত্যাদি। "সৃষ্টির পূর্ব্বে তাহা এই জগৎ অব্যাকৃত ছিল" এই স্থানেও অব্যাকৃত শব্দের দ্বারা তাহার অন্তরালভূত ব্রহ্মই বোধ করাইতেছে, প্রধানকে নহে। "সেই এই ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করিয়াছেন" ইত্যাদি পরের বাক্য হইতে অসৎ শব্দের আকর্ষণ হেতু অব্যাকৃত বা সূক্ষ্মশক্তিযুক্ত পরব্রহ্মই নিজ সঙ্কল্পবশে স্বয়ংই নাম রূপে ব্যাকৃত হয়েন ইহাই এই স্থলে শ্রুতির অর্থ।

এই স্থলে ব্যাক্রিয়তে শব্দের অর্থ করিতেছেন – ব্যাক্রিয়তে এই কর্ম্মকর্ত্র প্রয়োগ হইয়াছে। এই বিষয়ে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণে বর্ণনা করিয়াছেন–ক্রিয়মান কর্ম্ম অত্যন্ত সুকর রূপে স্বয়ং সিদ্ধ ভাবে প্রতীতি হয় তাহাকে কর্ম্মকর্ত্তা বলিয়া জানিবে। শ্রীহরেকৃষ্ণাচার্য্যপাদের বালতোষণী টীকা—যে কর্ম্ম কর্ত্তা কর্তৃক ক্রিয়মান হইলেও অত্যন্ত সুকরত্ব ধর্ম্মের দ্বারা স্বয়ং সিদ্ধ স্বয়ংই নিষ্পন্ন হয় এইরূপ প্রতীতির বিষয় করে, সেই কর্ম্ম বিদ্বান্‌গণ কর্ম্মকর্ত্তা বলিয়া জানেন।

যদি বলেন—ক্রিয়মান কর্ম্মের স্বয়ং সিদ্ধ বিষয়ে কি প্রকারে প্রতীতি হয় ? তদুত্তরে বলিতেছেন— অত্যন্ত ইত্যাদি। যে কর্ম্ম কর্ত্তার অত্যন্ত সুখ নিষ্পাদনীয়ত্বরূপে সাধ্যমান হওয়া হেতু তাহার কর্ম্মত্ব হইলেও সুখকর নিষ্পাদনের দ্বারা স্বত সিদ্ধ ক্রিয়াতে কর্তৃত্ব সিদ্ধ হয়। সুতরাং যে ক্রিয়াতে যে কর্ত্তা ছিল, সেই ক্রিয়াতেই যদি তাহার কর্তৃত্ব বোধ করাইবার ইচ্ছা করে সেই কর্ত্তা কর্ম্মকর্ত্তা হয়।

যদি বলেন—এই প্রকার একজন কর্ত্তার কর্ম্মকর্তৃত্ব সম্ভব হইবে না, কারণ কর্ম্মশক্তি কর্তৃশক্তির স্বভাব ভেদ হেতু ?

তদুত্তরে বলিতেছেন— এই স্থলে ভেদ হইবে না, কারণ উভয়শক্তির আধার এক ব্যক্তিই হওয়া

তস্মাদেকং ব্রহ্মৈব বিশ্বহেতুরিতি নিশ্চেয়ম্ ॥ ১৫ ॥

৫ ॥ জগদ্বাচিত্বাধিকরণম্ ॥

পুনরপি সাংখ্যং নিরস্যতি। কৌষিতকী ব্রাহ্মণে বালাকিনা বিপ্রেণ "ব্রহ্মতে ব্রবাণি"

কর্ম্মশক্তি কর্ত্তৃশক্ত্যোঃ স্বভাবভেদাৎ ? উচ্যতে শক্ত্যাধারস্যৈকত্বাৎ কর্ম্মকর্ত্তৃত্বং বিবক্ষিতমিত্যদোষেতি। অথ প্রধানং ন জগৎকারণমিতি প্রতিপাদয়ন্নাহুঃ—ইতরথেতি।

সঙ্গতিঃ—অথ কারণত্বাধিকরণস্য সঙ্গতি প্রকারং নিরূপয়ন্তি—তস্মাদিতি।

আনন্দময় এবাস্য জগতঃ কারণং ধ্রুবম্। অসদব্যাকৃতং নহি হ্যেবং বেদান্ত নির্ণয়ঃ ॥ ১৫ ॥

ইতি কারণত্বাধিকরণং চতুর্থং সম্পূর্ণম্ ॥ ৪ ॥

৫ ॥ জগদ্বাচিত্বাধিকরণম্ ॥

অথ পূর্ব্বং কারণত্বাধিকরণেঽসদব্যাকৃতশব্দয়োর্জগৎকারণত্বং নিরাকৃত্যাত্র জগদ্‌বাচিত্বাধিকরণে সাংখ্যোক্ত জীব প্রধানয়োর্জগৎকর্ত্তৃত্বং নিরাকরোতীত্যধিকরণ সঙ্গতিঃ। অথ পরাজিতোঽপি সাংখ্যা-নিস্ত্রপাঃ সন্তঃ পুনঃ শঙ্কামাচরয়ন্তি, তন্নিরাকুর্ব্বন্নাহুঃ—পুনরপীতি।

হেতু অর্থাৎ কর্ম্মশক্তি ও কর্ত্তৃশক্তি একই আধারে বিদ্যমান হেতু কর্ত্তার কর্ম্মকর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হয় তাহা বলিয়াছেন, সুতরাং কোন প্রকার দোষ হয় নাই।

অনন্তর প্রধান জগৎকারণ নহে তাহা প্রতিপাদন করিয়া বলিতেছেন—ইতরথা ইত্যাদি। ইতরথা যদি পরব্রহ্মকে জগৎকারণ স্বীকার না করেন তাহা হইলে বেদান্তশাস্ত্রে প্রতিপাদিত ব্রহ্মকারণ বাদের প্রতিষ্ঠা এবং গতিসামান্য—অর্থাৎ সকল বেদান্তবাক্যে সবিশেষ সগুণ সর্ব্বকর্ত্তা ইত্যাদি রূপে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা বিরুদ্ধ হইবে। সুতরাং পরব্রহ্মই একমাত্র জগৎকারণ।

সঙ্গতি—অনন্তর কারণত্বাধিকরণের সঙ্গতি প্রকার নিরূপণ করিতেছেন—তস্মাৎ ইত্যাদি। অতএব সর্ব্বকর্ত্তা আনন্দময় পরব্রহ্ম একমাত্র শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবই এই বিশ্বের হেতু, ইহাই নিশ্চিত সিদ্ধান্ত। আনন্দময় শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবই এই জগতের ধ্রুব নিশ্চিত কারণ, কিন্তু অসৎ বা অব্যাকৃত নহে, ইহাই বেদান্তশাস্ত্রের নির্ণয় ॥ ১৫ ॥

এই প্রকার কারণত্বাধিকরণ চতুর্থ সম্পূর্ণ হইল ॥ ৪ ॥

৫ ॥ জগদ্বাচিত্বাধিকরণ—

অনন্তর জগদ্‌বাচিত্বাধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন। পূর্ব্বে কারণত্বাধিকরণে অসৎ ও অব্যাকৃত

(৪১) ইতি প্রতিজ্ঞায় ব্রহ্মতয়াদিত্যাদিষু ষোড়শেসু পুরুষেষুক্তেষ্বজাতশত্রুর্নামরাজা তান্ নিরাকৃত্য স্বয়মাহ "যো বৈ বালাকে! এতেষাং পুরুষাণাং কর্ত্তা যস্য চৈতৎ কর্ম্ম স বেদিতব্যঃ"

বিষয়ঃ—অথ জগদ্বাচিত্বাধিকরণস্য বিষয়বাক্যমবতারয়ন্তি—কৌষীতকীতি। অত্রেয়মাখ্যায়িকা ঋগ্‌বেদীয়ে কৌষীতকী ব্রাহ্মণোপনিষদি চতুর্থেঽধ্যায়ে বর্ত্ততে—আসীৎ কিল গার্গ্যগোত্রীয়ঃ বালাকি নাম ধৃষ্টঃ ব্রাহ্মণঃ, স চ মৎস্যাদিদেশেষু পরিভ্রমণ্ কাশীমাজগাম, সমাগত্য চ কাশীনরেশমজাতশত্রুমুবাচ "ব্রহ্মতে ব্রবাণীতি' ইত্যেবমুক্ত্বাদিত্য চন্দ্রমা বিদ্যুদাদিক্রমেণ সব্যেক্ষণ পুরুষান্তং কথয়ামাস। শ্রুত্বা চ তস্য বাক্যং রাজা তমুবাচ—'মা সংবদিষ্টা' স এব ব্রহ্মেতি, এতেষাং সর্ব্বেষামাত্মা ভবতীতি। যো বৈ ইতি—হে বালাকে! য এতেষাং ষোড়শানাং ত্বদুক্তানাং ব্রহ্ম পুরুষানাং কর্ত্তা, স্রষ্টা যস্য সর্ব্বপ্রকাশকস্য সর্ব্বাধারস্য পরব্রহ্মণঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য এতৎ ত্বদুক্তমনুক্তং বা সর্ব্বং কর্ম্ম স সর্ব্বোপাস্যো বেদিতব্য ইতি।

শব্দের জগৎকারণত্ব নিরাকরণ করিয়া এই স্থলে জগদ্‌বাচিত্বাধিকরণে সাংখ্য পরিকল্পিত জীব ও প্রধানের জগৎকর্ত্তৃত্ব নিরাকরণ করিতেছেন—এই প্রকার অধিকরণ সঙ্গতি।

সাংখ্যসিদ্ধান্তানুগতগণ জগৎকারণতাবাদে পরাজিত হইয়াও নির্ল্লজ্জের ন্যায় পুনরায় আশঙ্কার অবতারণা করিয়াছেন, শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদ তাহা নিরাকরণ করিয়া বলিতেছেন—পুনরপি ইত্যাদি। ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ পুনরপি সাংখ্যসিদ্ধান্ত নিরসন করিতেছেন।

বিষয়—অনন্তর জগদ্‌বাচিত্বাধিকরণের বিষয়বাক্যের অবতারণা করিতেছেন—কৌষীতকী-ব্রাহ্মণ ইত্যাদি। কৌষীতকীব্রাহ্মণোপনিষদে বর্ণিত আছে—বালাকি বিপ্র কর্ত্তৃক "তোমাকে ব্রহ্ম বলিতেছি" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া ব্রহ্মরূপে আদিত্যাদি ষোড়শজন পুরুষকে বলিলে, রাজা অজাতশত্রু নামক কাশীরাজ সেই সকলকে নিরাকরণ করিয়া স্বয়ং বলিলেন—হে বালাকে! যিনি এই সকল পুরুষের কর্ত্তা, যাঁহার এই সকল কর্ম্ম, তাঁহাকেই জানিতে হইবে, বা জানা উচিত।

অর্থাৎ ঋগ্বেদীয় কৌষীতকীব্রাহ্মণোপনিষদে চতুর্থ অধ্যায়ে এই প্রকার এই আখ্যায়িকা আছে, গার্গ্যগোত্রীয় বালাকি নামে একজন ধৃষ্ট ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি মৎস্যাদি দেশ সকলে পরিভ্রমণ করিয়া কাশী নগরীতে আগমন করিলেন. কাশী নগরীতে আগমন করিয়া কাশী নরেশ অজাতশত্রুকে বলিলেন —আপনাকে ব্রহ্ম উপদেশ করিব। এই প্রকার বলিয়া—আদিত্য,চন্দ্রমা, বিদ্যুৎ ইত্যাদি ক্রমে সব্যেক্ষণ পুরুষ পর্য্যন্ত উপদেশ করিলেন।

রাজা অজাতশত্রু বালাকির কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন—হে ব্রাহ্মণ! আপনি বিসংবাদ করিবেন না, আপনি যে ব্রহ্মের কথা বলিতেছেন সেই ব্রহ্ম আপনার কথিত আদিত্যাদি সকল পুরুষের আত্মা হয়েন ইত্যাদি। যিনি ইত্যাদি - হে বালাকে! যিনি এই আপনার কথিত ষোড়শজন

(৪।১৮) ইতি। তত্র সন্দেহঃ, কিমত্র প্রকৃত্যধ্যক্ষস্তন্ত্রোক্তো ভোক্তা বেদ্যতয়া উপদিশ্যতে ? উত সর্ব্বেশ্বরঃ শ্রীবিষ্ণুরিতি। "যস্য চৈতৎ কর্ম্ম" (৪।১৮) ইতি কর্ম্মসম্বন্ধ বীক্ষয়া ভোক্তৃত্বা বগমাদুত্তরত্র চ"তৌ হ সুপ্তং পুরুষমাজগ্মতুঃ"(৪।১৮) ইত্যাদিনা "তদ্ যথা শ্রেষ্ঠী স্বৈর্ভুঙ্‌ক্তে" (৪।২০) ইত্যাদিনা চ ভোক্তুরেব প্রতিপাদনাৎ সোঽয়ং তন্ত্রোক্তো ভবেৎ, প্রা ণশব্দশ্চাত্র প্রাণভৃত্ত্বাদুপপদ্যতে।

অস্য জ্ঞানেনৈব স্বারাজ্যাদিকং সর্ব্বমবাপ্স্যসীতি বিষয়বাক্যম্।

সংশয়ঃ—ইতি কৌষীতকী ব্রাহ্মনোপনিষদুক্তবাক্যে বিরুদ্ধধর্ম্মদ্বয়াশ্রয়ং সংশয়ং রচয়ন্তি—কিমত্রেতি, স্পষ্টমিতি সংশয়ম্।

পূর্ব্বপক্ষঃ—ইত্যেবং সংশয়বাক্যে পূর্ব্বপক্ষমাচরয়ন্তি সাংখ্যাঃ—যস্যেতি। যস্য পুরুষস্য এতৎ প্রপঞ্চং কর্ম্মেতি। তৌ বালাক্যজাতশত্রূ। শ্রেষ্ঠীতি ধনবান্ স্বৈঃ স্বপরিজনসহিতৈর্ভুঙ্‌ক্তে, ভোজনং করোতীত্যর্থঃ, তস্মাৎ বালাক্যজাতশত্রুসংবাদে সাংখ্যশাস্ত্রোক্তং পুরুষমেব বর্ণিতমিত্যর্থঃ। তস্য চ

ব্রহ্মপুরুষের কর্ত্তা স্রষ্টা, অর্থাৎ—যে সর্ব্বসৃষ্টিকর্ত্তা, সর্ব্ব প্রকাশক, সর্ব্বাধার, পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের এই আপনা কর্ত্তৃক কথিত অথবা অকথিত সকলই কর্ম্ম হয়, সেই সর্ব্বোপাস্য বেদিতব্য জানিবার যোগ্য। এই পরব্রহ্মের জ্ঞানের দ্বারাই স্বারাজ্যাদি সকল বস্তু লাভ করিবেন। ইহাই বিষয় এই অধিকরণের বিষয়বাক্য।

সংশয়—এই প্রকার কৌষীতকী ব্রাহ্মণোপনিষদে কথিত বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয়ের আশ্রয়কারী সংশয়-বাক্য রচনা করিতেছেন—কি ? ইত্যাদি। এই স্থলে কি প্রকৃতির অধ্যক্ষ কপিলতন্ত্র কথিত ভোক্তা জীবকে জানিবার যোগ্যরূপে উপদেশ করিতেছেন ? অথবা সর্ব্বকর্ত্তা সর্ব্বব্যাপক শ্রীবিষ্ণুকে প্রতিপাদন করিতেছেন ? এই প্রকার সংশয়বাক্য প্রদর্শিত হইল।

পূর্ব্বপক্ষ—এই প্রকার সংশয়বাক্যে সাংখ্যবাদিগণ পূর্ব্বপক্ষের রচনা করিতেছেন—যস্য ইত্যাদি। যাহার এই কর্ম্ম অর্থাৎ—যে পুরুষের এই জগৎপ্রপঞ্চ কর্ম্ম। এই স্থলে কর্ম্মসম্বন্ধ অবলোকন দ্বারা ভোক্তা অবগত হওয়া যায়, অর্থাৎ কর্ম্মের কেহ কর্ত্তা অথবা ভোক্তা আছে তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

এই প্রকরণের উত্তরে অর্থাৎ পরে—"তাহারা বালাকি ও অজাতশত্রু সুপ্ত পুরুষের নিকট গমন করিলেন" ইত্যাদির দ্বারা এবং যেমন শ্রেষ্ঠী ধনবান্ ব্যক্তি স্বৈঃ নিজ পরিজনগণের সহিত ভোজন করে" ইত্যাদি প্রমাণবাক্যের দ্বারা ভোক্তারই প্রতিপাদন করা হেতু, এই ভোক্তা কাপিলতন্ত্রোক্ত পুরুষই হইবে অন্য নহে। অতএব বালাকি অজাতশত্রু সংবাদে সাংখ্যশাস্ত্র বর্ণিত পুরুষই বর্ণনা করিয়াছেন। যেহেতু

তদয়মর্থঃ—য এষাং পুরুষাণাং ভোগোপকরণ ভূতানাং কর্ত্তা কারণ ভূতস্তথা তদ্ধেতু ভূতং পুণ্যপাপলক্ষণং কর্ম্ম চ যস্য স বেদিতব্যঃ, প্রকৃতিবিবিক্ততয়া জ্ঞেয় ইতি। তস্মাৎ তন্ত্রোক্তো জীব এবাস্মিন্ প্রকরণে বেদ্যঃ প্রতিপাদ্যতে।

ততশ্চ বক্তব্যতয়োপক্রান্তং ব্রহ্ম স এব, তদন্যেশ্বরাসিদ্ধেঃ। ঈক্ষাদয়োঽপি কারণং গতাঃ তস্মিন্নেবোপপন্নাস্তদধিষ্ঠাত্রী প্রকৃতিরেব বিশ্বজনয়িত্রী, ইত্যেবং প্রাপ্তে —

ভোক্তৃত্বং শ্রীগীতাসু ১৩।২১-২২, 'পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে। পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্। ইতি তস্য ভোক্তৃত্ব প্রতিপাদনাৎ। নন্বথাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবত।' ত্যস্য কোঽর্থঃ ? উচ্যতে—প্রাণেতি। অস্য পূর্ব্বপক্ষস্য সারার্থমাহুঃ তদয়মিতি।

নন্বেবং প্রকরণে তন্ত্রোক্তজীবে নির্ণয়ে সতি 'ব্রহ্মতে ব্রবাণীতি' কথং বক্তব্যতয়া ব্রহ্মোপাক্রান্ত-মিত্যত আহুঃ ততশ্চেতি। ঈশ্বরাসিদ্ধেরিতি—সাংখ্যসূত্রং ১।৯২ "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" ৫।১২ "শ্রুতিরপি

এই পুরুষের ভোক্তৃত্ব ধর্ম্ম শ্রীগীতা শাস্ত্রে নিরূপণ করিয়াছেন—পুরুষই সুখ ও দুঃখ সকলের ভোগের কারণ" এবং পুরুষ প্রকৃতিতে অবস্থান করিয়া প্রকৃতি জাত গুণসকল ভোগ করেন" ইত্যাদির দ্বারা পুরুষেরই ভোক্তৃত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন।

শঙ্কা—যদি বলেন—"অনন্তর এই প্রাণে সকল একধা হয়" এই বাক্যের কি গতি হইবে ? বা কি অর্থ ?

সমাধান—এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—প্রাণ শব্দ ইত্যাদি। এই প্রকরণে যে প্রাণের কথা বর্ণিত আছে তাহার অর্থ এই প্রকার—প্রাণ শব্দের অর্থ প্রাণভৃৎ অর্থাৎ—প্রাণ সকলকে যে ধারণ করে। এই পূর্ব্বপক্ষের সারার্থ বলিতেছেন—তৎ ইত্যাদি। যিনি এই ভোগোপকরণভূত পুরুষগণের কর্ত্তা—কারণভূত এবং তাহার হেতুভূত পুণ্যপাপলক্ষণ যাহার কর্ম্ম তাহাকে জানিতে হইবে, অর্থাৎ প্রকৃতি বিবিক্তরূপে জানিবে। সুতরাং তন্ত্রবর্ণিত জীবই এই অজাতশত্রু বালাকি সংবাদে বা প্রকরণে জানিবার যোগ্য রূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন, ব্রহ্ম নহে।

শঙ্কা—যদি বলেন—এই বালাকি অজাতশত্রু সংবাদ প্রকরণে যদি কপিলতন্ত্র নিরূপিত জীব বা পুরুষকে নির্ণয় করিলে "আপনাকে ব্রহ্ম উপদেশ করিব" এই প্রকার বক্তব্য রূপে কেন ব্রহ্মের উপ-ক্রম করিয়াছেন ?

সমাধান—এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—ততশ্চ ইত্যাদি। অতএব অজাতশত্রু বালাকি সংবাদে বক্তব্যরূপে উপক্রম করা ব্রহ্ম সেই কপিলতন্ত্রোক্ত জীবই, জীব ভিন্ন অন্য কোন ঈশ্বরের অসিদ্ধি হেতু। ঈক্ষণ আদি কারণগত ধর্ম্ম জীবেই উপপন্ন হয়, তথা জীবাধিষ্ঠাতা প্রকৃতিই এই বিশ্ব জনয়িত্রী।

ওঁ ॥ জগদ্বাচিত্বাৎ ॥ ওঁ ॥ ১।৪।৫।১৬।

নহ্যত্র তন্ত্রোক্তঃ ক্ষুদ্রঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ প্রতিপাদ্যতে, অপিতু বেদান্তৈকবেদ্যঃ সর্ব্বেশ্বর এব। কুতঃ ? জগদিতি। 'এতৎ শব্দসহচরস্য 'কর্ম্ম' শব্দস্য চিজ্জড়াত্মক প্রপঞ্চাভিধায়িত্বাদিত্যর্থঃ। তৎ কর্ত্তৃত্বেন তস্যৈব প্রাপ্তেঃ।

প্রধানকার্য্যত্বস্য" তস্মাজ্জীবাদন্য ঈশ্বরাসিদ্ধেরীক্ষণাদয়োঽপি কারণধর্ম্মাঃ প্রকৃতিধর্ম্মাস্তস্মিন্ প্রকৃতিশবলিতে জীবে উপপদ্যতে, ন তু সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিতে ব্রহ্মণি। অতস্তদধিষ্ঠাতা পুরুষাধিষ্ঠাতা প্রকৃতিরেব বিশ্বজনয়িত্রী ন তু নির্ধর্ম্মক ব্রহ্মেতি। কারিকায়াঞ্চ -২০ "যস্মাৎ তৎ সংযোগাদচেতনং চেতনাবদিব লিঙ্গম্। গুণ কর্ত্তৃত্বে চ তথা কর্ত্তেব ভবত্যুদাসীনঃ॥ ইতি পূর্ব্বপক্ষম্।

সিদ্ধান্তঃ অথ সাংখ্যৈরিত্যেবং পূর্ব্বপক্ষে সমুদ্ভাবিতে সিদ্ধান্তসূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—জগদিতি। নাত্র তন্ত্রোক্তং জীবং প্রতিপাদ্যতে, কিন্তু শ্রীপরমেশ্বর এব, কুতঃ ? জগদ্বাচিত্বাদিতি। 'যস্য বৈতৎ কর্ম্ম' ইত্যত্র কর্ম্মশব্দস্য 'ক্রিয়তে যৎ তৎ কর্ম্ম' ইতি ব্যুৎপত্ত্যা জগদ্বাচিত্বাজ্জগৎ প্রতিপাদকত্বাৎ

অর্থাৎ—ঈশ্বর অসিদ্ধি হেতু—অর্থাৎ ঈশ্বর নামে কোন বস্তু নাই তাহা সাংখ্যসূত্রে প্রতিপাদন করিতেছেন—ঈশ্বর বিষয়ে কোন প্রকার প্রমাণ না থাকা হেতু ঈশ্বর বস্তু অসিদ্ধ হইতেছে।

" শ্রুতিপ্রমাণের দ্বারাও সৃষ্টি প্রধানেরই কার্য্য তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে।" সুতরাং জীব বা পুরুষ হইতে অন্য ঈশ্বরের অসিদ্ধ হেতু, ঈক্ষণাদি কার্য্য সকল—কারণ বা প্রকৃতির ধর্ম্ম সকল সেই প্রকৃতিশবলিত জীবে উপপত্তি হয় কিন্তু সর্ব্বধর্ম্ম বিবর্জ্জিত পুরুষে উপপত্তি হয় না, অতএব পুরুষকর্ত্তৃক অধিষ্ঠাতা প্রকৃতিই এই বিশ্বের জন্মদাত্রী, কিন্তু ধর্ম্ম হীন ব্রহ্ম নহে।

এই বিষয়ে সাংখ্যকারিকায় বর্ণিত আছে—যে হেতু প্রধান পুরুষের সংযোগবশতঃ চেতনের সমান আচরণ করে এবং উদাসীন পুরুষ গুণসকলের কর্ত্তা হওয়ার জন্য কর্ত্তার সমান পরিলক্ষিত হয়, পুরুষ বাস্তবিক কর্ত্তা নহে। অতএব অজাতশত্রু বালাকি সংবাদে জীবকেই প্রতিপাদন করিতেছেন, ব্রহ্ম বা অন্য কোন পদার্থ নিরূপণ করেন নাই। এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষবাক্য নির্দ্দিষ্ট হইল।

সিদ্ধান্ত—অনন্তর সাংখ্যগণ কর্ত্তৃক এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষের সমুদ্ভাবনা করিলে ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্তসূত্রের অবতারণা করিতেছেন—জগৎ ইত্যাদি। কৌষীতকীব্রাহ্মণোপনিষদে যে কর্ম্মের কথা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা জগৎ সৃষ্টি রূপ কর্ম্ম, সুতরাং কর্ম্মরূপ জগৎ প্রতিপাদন হেতু। অর্থাৎ—অজাতশত্রু বালাকি সংবাদে কাপিলতন্ত্রোক্ত জীবকে প্রতিপাদন করে না, কিন্তু শ্রীপরমেশ্বরকেই প্রতিপাদন করিতেছেন, যে হেতু, জগদ্বাচী হেতু, অর্থাৎ "যাহার এই সকল কর্ম্ম" এই স্থলে 'কর্ম্ম' শব্দের 'যাহা করা যায় তাহাই কর্ম্ম' এই ব্যুৎপত্তি হেতু কর্ম্মশব্দে জগৎ বাচক হেতু, অর্থাৎ জগৎ প্রতিপাদন

ইদমত্রতত্ত্বম্ 'ক্রিয়তে' ইতি ব্যুৎপত্ত্যা কর্ম্মশব্দো জগদ্বাচি। সতি চ তদ্বাচিত্বে তচ্ছব্দঃ সার্থকঃ। পুরুষমাত্র কর্ত্তৃত্ব শঙ্কা নিবৃত্ত্যর্থকত্বাৎ। ন চ তন্ত্রোক্তস্য কর্ত্তৃত্বমস্বীকারাৎ। ন চাধ্যাস্যাৎ, তদসঙ্গ শ্রুতিব্যাকোপাৎ তস্মাৎ সর্ব্বেশ্বর এব কর্ত্তা। এবঞ্চ মৃষাবাদিত্বমজাতশত্রোর্ন স্যাৎ "ব্রহ্ম তে ব্রবাণি" (কৌ· ব্রা· ৪।১৮) ইতি প্রতিজ্ঞায় ষোড়শপুরুষান্ বদতো বালাকেঃ "মৃষা বৈ কিল" (৪।১৮) ইতি বাক্যেন মৃষা ভাষিত্বমাপাদ্য স্বয়ং ব্রহ্ম বিবক্ষুঃ স

সমগ্র'মেব জগৎ যস্য কর্ম্ম'কার্য্যং সঃ পরমপুরুষঃ শ্রীগোবিন্দদেব এব বেদিতব্যতয়োপদিষ্টেত্যর্থঃ। অথৈতদ্ বাক্যস্য সারার্থং দর্শয়ন্তি —ইদমত্রেতি। পুরুষমাত্রেতি জগদ্বাচিত্বে সত্যেব কর্ম্মশব্দঃ সার্থকঃ স্যাৎ। তত্র হেতুরাদিত্যাদি ষোড়শঃ পুরুষাঃ সর্ব্বে কর্ত্তার ইতি যা শঙ্কা স তত্রৈব নিবর্ত্ততে, যদি কর্ম্মশব্দোঽন্তর্ভূতাদিত্যাদিকং জগদ্ব্রূয়াদিত্যর্থঃ, ন হি জগদন্তর্ভূতানামাদিত্যাদীনাং জগৎ কর্ত্তৃত্বং সম্ভবেদিতি ভাবঃ। ন চ সাংখ্যোক্তপুরুষস্য কর্ত্তৃত্বমস্তীত্যাহুঃ—ন চেতি। তথাহি কারিকায়াম্ —১৯, 'তস্মাচ্চ বিপর্য্যাসাৎ সিদ্ধং সাক্ষিত্বমস্য পুরুষস্য। কৈবল্যং মাধ্যস্থ্যং দ্রষ্টৃত্বমকর্ত্তৃভাবশ্চ॥ সূত্রে চ—১।১৫ 'অসঙ্গোঽয়ং পুরুষঃ' ইত্যাদিষু চ পুরুষস্য কর্ত্তৃত্বমস্বীকারাৎ। ন চাধ্যাসাদিতি, তথা চ সাংখ্যসূত্রে—২।৫ "প্রকৃতিবাস্তবে চ

করা হেতু সমগ্র জগৎ যাঁহার কার্য্য সেই পরমপুরুষ শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবকেই জানিবার যোগ্য রূপে উপদেশ করিতেছেন ইহাই অর্থ।

এই কোষীতকীব্রাহ্মণোপনিষদে কপিলতন্ত্র বর্ণিত ক্ষুদ্র জীব প্রতিপাদন করে না, কিন্তু একমাত্র বেদান্তবেদ্য সর্ব্বেশ্বর পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবকেই প্রতিপাদন করে। কেন? জগৎ বাচক হেতু। এই জগৎ শব্দের সহচর কর্ম্ম শব্দের চিৎ ও জড়াত্মক প্রপঞ্চই অর্থ এবং এই চিৎ ও জড়াত্মক প্রপঞ্চের কর্ত্তৃত্ব রূপে পরব্রহ্মকেই পাওয়া যায়, জীবকে নহে। সুতরাং অজাতশত্রু বালাকি সংবাদে পরব্রহ্মই বেদ্য।

অনন্তর এই বাক্যের সারার্থ বিস্তারিত করিতেছেন—ইদং ইত্যাদি। এই বাক্যসকলের সার তত্ত্ব এই প্রকার—'ক্রিয়তে' এই ব্যুৎপত্তির দ্বারা কর্ম্ম শব্দ জগদ্বাচী। যদি কর্ম্ম শব্দের জগৎ অর্থ স্বীকার করা হয়, তাহা হইলেই জগৎ শব্দ সার্থক হয়।

পুরুষমাত্র বা জীবের কর্ত্তৃত্ব শঙ্কা নিবৃত্তির হেতু জগৎ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। অর্থাৎ— পুরুষমাত্র অর্থাৎ—জগদ্বাচী স্বীকার করিলেই কর্ম্ম শব্দের সার্থকতা সিদ্ধ হয়। যে হেতু 'আদিত্যাদি ষোড়শ পুরুষই কর্ত্তা' এই প্রকার যে শঙ্কা, তাহা তখনই নিবর্ত্তিত হইবে যখন কর্ম্ম শব্দের অন্তর্ভূক্ত আদিত্যাদি সকলকে জগৎ বলা হয়, ইহাই অর্থ।

জগতের অন্তর্ভূক্ত যাহারা কর্ম্ম সেই আদিত্যাদি সকলের জগৎ কর্ত্তৃত্ব সম্ভব হয় না। সাংখ্যোক্ত পুরুষের কর্ত্তৃত্ব আছে, এই প্রকার বাক্যের উত্তরে বলিতেছেন—ন চ ইত্যাদি। কাপিলতন্ত্রোক্ত জীবের

চেজ্জীবং ব্রূয়াত্তর্হি তস্যাপি তৎ স্যাদিতি। তদেবং সতি এষ বাক্যার্থঃ ত্বয়া যে পুরুষা ব্রহ্মত্বেনোক্তাঃ তেষাং যঃ কর্ত্তা তে যৎ কার্য্যভূতা ভবন্তীত্যর্থঃ। তস্মাদেতাবদেব কৃৎস্নং জগৎ

পুরুষাধ্যাসসিদ্ধিঃ” তস্মাৎ সর্ব্বেশ্বরাপ্রাকৃতসকলগুণবারিধি শ্রীগোবিন্দদেব এব জগৎকর্ত্তা, ন তু জীবঃ, এবঞ্চ পরব্রহ্মণ এব জগৎকর্ত্তৃত্বে প্রতিপাদিতেঽজাতশত্রোর্ম্‌ৃষাবাদিত্বং ন স্যাদিতি।

নন্বু কথমজাতশত্রো র্মৃষাবাদিত্বমিত্যপেক্ষায়ামাহুঃ—ব্রহ্মেতি।

কর্ত্তৃত্ব নাই, কারণ সাংখ্যবাদিগণ তাহা স্বীকার করেন না। এই বিষয়ে সাংখ্যকারিকায় বলিয়াছেন—অকর্ত্তা পুরুষের প্রকৃতির ধর্ম্মের দ্বারাই বিপর্য্যয় হেতু সাক্ষিত্ব সিদ্ধ হয় এবং কৈবল্য, মাধ্যস্থ্য দ্রষ্টৃত্ব, অকর্তৃত্ব ভাবও সিদ্ধ হয়।

সাংখ্যসূত্রে বর্ণিত আছে—এই পুরুষ সর্ব্বপ্রকার সঙ্গরহিত। ইত্যাদি প্রমাণের দ্বারা সাংখ্যগণ পুরুষের কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করেন না।

যদি বলেন— পুরুষের অধ্যাস বশতঃ কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হয়। তদুত্তরে বলিতেছেন— অধ্যাসবশতঃও পুরুষের কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হয় না, কারণ তাহা হইলে অসঙ্গ শ্রুতির ব্যাকোপাপত্তি দোষ হয়। এই বিষয়ে সাংখ্যসূত্রে বর্ণিত আছে—সৃষ্টিশক্তি প্রকৃতির, ইহা বাস্তবিক সত্য ও প্রমাণ সিদ্ধ, সুতরাং পুরুষের যে কর্ত্তৃত্ব তাহা অধ্যাসপ্রযুক্ত অথবা আরোপিত। অতএব আপনারা অসঙ্গ পুরুষের অধ্যাস স্বীকার করিয়া প্রকৃতি হইতে সৃষ্টি স্বীকার করেন। কিন্তু অসঙ্গ পুরুষের কোন প্রকারে অধ্যাস সিদ্ধ হয় না।

অতএব সর্ব্বেশ্বর অপ্রাকৃত সকল গুণ বারিধি শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবই জগৎ কর্ত্তা, সাংখ্যোক্ত জীব নহে। এই প্রকার স্বীকার করিলেই অজাশত্রুর মিথ্যাবাদিত্ব হয় না। অর্থাৎ—পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবই এই জগতের কর্ত্তা এই সিদ্ধান্ত প্রতিপাদিত হইলে অজাতশত্রুর মৃষাবাদিত্ব হইবে না।

যদি বলেন কি প্রকারে অজাতশত্রু মিথ্যা কথা বলিতেছেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—ব্রহ্ম ইত্যাদি। বালাকি রাজা অজাতশত্রুর নিকটে গমন করিয়া “আপনাকে ব্রহ্ম উপদেশ করিব” এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া আদিত্যাদি ষোড়শ পুরুষকে ব্রহ্মরূপে প্রতিপাদন করিলেন, তখন আদিত্যাদি পুরুষকে ব্রহ্মবাদী বালাকিকে—রাজা বলিলেন—হে বালাকে! আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা সকল মিথ্যা, ইহার' কেহই ব্রহ্ম নহে” এই বাক্যের দ্বারা অজাতশত্রু বালাকিকে মিথ্যাবাদী প্রতিপাদনকারী বলিয়া স্বয়ং ব্রহ্ম বলিবার ইচ্ছুক তিনি যদি জীবকে প্রতিপাদন করেন, তাহা হইলে অজাতশত্রুরও মিথ্যাবাদিতা প্রতিপাদিত হইবে। সুতরাং তিনি জীব বর্ণন করেন নাই, কিন্তু ব্রহ্মকেই প্রতিপাদন করিয়াছেন।

অতএব পরব্রহ্ম জগৎ কর্ত্তা সিদ্ধ হইলে ‘যিনি’ ইত্যাদির বাক্যার্থ এই প্রকার—হে বালাকে! আপনা কর্ত্তৃক যে আদিত্য আদি পুরুষ সকলকে ব্রহ্মরূপে কথিত হইয়াছে, তাহাদের যিনি কর্ত্তা এবং

যস্য কার্য্যং ভবতি স পরমকারণভূতঃ সর্ব্বেশ্বর এব বেদ্য ইতি ॥ ১৬ ॥

নন্বত্র জীবস্য মুখ্যপ্রাণস্য চ লিঙ্গদর্শনাত্তদন্যতরো গ্রাহ্য ইতি চেত্তত্রাহ —

ওঁ ॥ *জীবমুখ্য প্রাণলিঙ্গান্নেতি চেত্তদ্ব্যাখ্যাতম্*

॥ ওঁ ॥ ১।৪।৫।১৭।

সঙ্গতি —অথৈতৎ প্রকরণস্য সঙ্গতি প্রকারমবতারয়ন্তি —তস্মাদিতি। বেদ্যেতি বেদাদি শাস্ত্র নিষ্ণাত পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবনিষ্ঠ শ্রীগুরুমুখাৎ বেদিতব্যেতি সূত্র ভাষ্যার্থঃ ॥ ১৬ ॥

অথ পুনরপি ধৃষ্টতা প্রকাশ্য সাংখ্যাঃ প্রত্যবতিষ্ঠন্তে নন্বিতি। তথা চ 'এবমেবৈষ প্রাজ্ঞ এতৈরাত্মভির্ভুঙ্‌ক্তে' (৪।২০) ইতি ভোক্তৃস্বরূপাজ্জীবলিঙ্গাৎ, 'অথাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতি' (কৌ০ ৪।১৯) ইতি মুখ্য প্রাণলিঙ্গাচ্চাত্র বালাক্যজাতশত্রু সংবাদে ভোক্তু জীবস্যাথবা মুখ্য প্রাণস্য চ লিঙ্গাৎ প্রমাণং দর্শনাত্তয়োর্জীব প্রাণয়োরেকতরোগ্রাহ্যো নাত্র পরমাত্মা গ্রহণমুচিতমিতি। ইত্যেবং শঙ্কায়াং সমুদ্‌ভাবিতায়াং তদাশঙ্কামুত্থাপ্য পরিহরতি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ —জীবেতি। অথ কৌষীতকীব্রাহ্মণোপনিষদি

তাহারা সকলে যাঁহার কার্য্য হয় ইহাই অর্থ।

সঙ্গতি—অনন্তর এই প্রকরণের সঙ্গতি প্রকার অবতারণা করিতেছেন—তস্মাৎ ইত্যাদি। অতএব এই সমগ্র জগৎ যাঁহার কার্য্য হয়, সেই পরমকারণভূত সর্ব্বেশ্বর শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবই বেদ্য বা জানিবার বস্তু। বেদ্য অর্থাৎ বেদাদি শাস্ত্র নিষ্ণাত পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব নিষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখ হইতে অবগত হওয়া উচিত, ইহাই এই সূত্র ও ভাষ্যের অর্থ ॥ ১৬ ॥

অনন্তর পুনরপি ধৃষ্টতা প্রকাশ করিয়া সাংখ্যবাদিগণ অবস্থান করিতেছেন—নন্ু ইত্যাদি।

শঙ্কা—যদি বলেন—অজাতশত্রুবালাকি সংবাদে জীবের এবং মুখ্যপ্রাণের জ্ঞাপক বাক্য দর্শন হেতু এই উভয়ের মধ্যে এক অর্থাৎ জীব অথবা মুখ্যপ্রাণই হইবে, তথা তাহাকেই গ্রহণ করিতে হইবে, কিন্তু ব্রহ্ম নহে। অর্থাৎ—"এই প্রকার এই প্রাজ্ঞ জীব এই আত্মা ইন্দ্রিয়গণের সহিত ভোগ করে" এই প্রকার ভোক্তারূপ জীব জ্ঞাপক হেতু, এবং "এই প্রাণে সকল একত্রিত হয়" ইত্যাদি মুখ্যপ্রাণ জ্ঞাপক বাক্য হেতু, এই বালাকি অজাতশত্রু সংবাদে ভোক্তা জীবের, অথবা মুখ্যপ্রাণের লিঙ্গ—প্রমাণ বা জ্ঞাপক হেতু, সেই জীব ও প্রাণের মধ্যে একটিকেই গ্রহণ করিতে হইবে। সুতরাং এই স্থলে পরমাত্মা গ্রহণ করা উচিত নয়।

সমাধান—সাংখ্যবাদিগণ কর্ত্তৃক এই প্রকার আশঙ্কা সমুদ্‌ভাবনা করিলে, তাঁহাদের সংশয় উত্থাপন করিয়া ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ তাহা পরিহার করিতেছেন—জীব ইত্যাদি। এই প্রকরণে জীব ও

ইন্দ্রপ্রতর্দ্দনাখ্যায়িকায়াং তল্লিঙ্গং নির্ণীতম্ (কৌ০ ব্রা০ ৩) তত্র কিলোপক্রমোপসংহার পর্য্যালোচনেন বাক্যস্য ব্রহ্মপরত্বে নিশ্চিতে জীবাদিলিঙ্গমপি তৎ পরত্বেন নীতম্ (১।১।১১।২৮)। ইহাপি "ব্রহ্ম তে ব্রবাণি" (৪।১৮) ইত্যুপক্রমাৎ। "সর্ব্বান্ পাপ্মনোঽপহত্য সর্ব্বেষাং ভূতানাং শ্রৈষ্ঠ্যমাধিপত্যং পর্য্যেতি য এবং বেদ" (৪।২০) ইত্যুপসংহারাচ্চ।

বালাকাজাতশত্রু সংবাদস্য বাক্যশেষে কর্ত্তৃত্বাদিবিহীনস্য ভোক্তুর্জীবস্য, তথা মুখ্যপ্রাণস্য চ লিঙ্গাৎ বোধকশব্দস্যাস্তিত্বান্নাত্র শ্রীপরমেশ্বর গ্রহণমুচিতমিতি চেৎ যদি মন্যসে তন্ন মন্তব্যম্। কুতঃ? তদ্ব্যাখ্যাতম্, এতন্মতস্যেন্দ্র প্রতর্দ্দনাধিকরণে (১।১।১১।০) নিরাকরণ প্রকারোক্তঃ কথিতেতত্যর্থঃ। ইন্দ্রেতি, কৌষীতকী ব্রাহ্মণোপনিষদীন্দ্র প্রতর্দ্দনাখ্যায়িকা বর্ত্ততে তত্তু প্রথমেঽধ্যায়ে বর্ণিতম্। অথৈতৎ প্রকরণস্যেন্দ্র প্রতর্দ্দনাধিকরণে ব্যাখ্যাতত্বাত্তৎ পরত্বেন পরব্রহ্ম পরত্বেন তদেতৎ প্রকরণং নেয়মিতি। ননু বাক্যমিদমিন্দ্র প্রতর্দ্দনাধিকরণে নির্ণয়াদত্র পুনঃ কথনং দ্বিরুক্তং, পিষ্টপেষণঞ্চ স্যাদিত্যত্রাহুঃ—ন চেতি। তত্র প্রতর্দ্দনাখ্যা-

---

মুখ্যপ্রাণের লিঙ্গ হেতু শ্রীপরমেশ্বরকে গ্রহণ করা উচিত নহে, ইহা বলিবেন না, কারণ তাহা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। অর্থাৎ—এই কৌষীতকীব্রাহ্মণোপনিষদে বালাকি অজাতশত্রু সংবাদের বাক্যশেষে কর্ত্তৃত্বাদি বিহীন জীবের, তথা মুখ্য প্রাণের লিঙ্গ – বোধকশব্দের বিদ্যমানতা হেতু, এই স্থলে শ্রীপরমেশ্বরকে গ্রহণ করা উচিত নহে, যদি আপনারা এই প্রকার মনে করেন, তাহা কিন্তু আদৌ মনে করিবেন না, কারণ? তাহা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, অর্থাৎ এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষের বা মতের "ইন্দ্র প্রতর্দ্দন" অধিকরণে কথিত হইয়াছে ইহাই অর্থ।

ইন্দ্র প্রতর্দ্দন আখ্যায়িকায় এই বিষয়টি নির্ণীত হইয়াছে ঐ স্থলে উপক্রম উপসংহারাদি ষড়্ বিধ তাৎপর্য্য লিঙ্গ পর্য্যালোচনার দ্বারা এই বাক্যের ব্রহ্মপরত্ব নিশ্চয় করিলে, জীবাদি জ্ঞাপক বাক্যও ব্রহ্মপরত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অর্থাৎ—কৌষীতকীব্রাহ্মণোপনিষদে তৃতীয় অধ্যায়ে ইন্দ্র প্রতর্দ্দনের আখ্যায়িকা বিদ্যমান আছে, ঐ আখ্যায়িকা ব্রহ্ম সূত্র বেদান্তদর্শনের প্রথম অধ্যায়ে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা "ইন্দ্র প্রতর্দ্দনাধিকরণ" এই অধিকরণে "প্রাণস্তথানুগমাৎ" এই সূত্রে আরম্ভ করিয়া "জীব মুখ্যপ্রাণ—ইত্যাদি সূত্রে নিরূপণ করিয়াছেন।

অতএব এই প্রকরণের ইন্দ্র প্রতর্দ্দনাধিকরণে ব্যাখ্যা করা হেতু এই প্রকরণও পরব্রহ্মপরই ব্যাখ্যা করিতে হইবে। সুতরাং এই স্থলেও "আপনাকে ব্রহ্ম উপদেশ করিব" এই প্রকার উপক্রমে ব্রহ্মের বিষয়ই বর্ণনা হেতু, "সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া সকল ভূতের শ্রেষ্ঠতা ও আধিপত্য লাভ করে যে এই প্রকার জানে" এইরূপে উপসংহার বাক্যে বর্ণনা করা হেতু, এই প্রকরণও পরব্রহ্ম পরত্বই ব্যাখ্যা করিতে হইবে।

তৎপরত্বেন তন্নেয়মিতি। নচেদং বাক্যং প্রতর্দ্দনাখ্যাননির্ণয়াদ্ গতার্থম্ "যস্য চৈতৎ কর্ম্ম" (কৌ° ব্রা° ৪।১৮) ইত্যস্যাপূর্ব্বত্বাৎ ॥ ১৭ ॥

ননু যদ্যপি "এতৎ" শব্দান্বিতাৎ "কর্ম্ম" শব্দাৎ ব্রহ্মণি প্রসিদ্ধাৎ "প্রাণ" শব্দাচ্চায়ং সন্দর্ভো ব্রহ্মপরঃ কর্ত্তুং শক্যস্তথাপি জীবকীর্ত্তনাদতথাভূতত্বং তস্য। ন চ প্রশ্ন ব্যাখ্যানাভ্যাং

য়িকায়াং পরব্রহ্মণ এতৎ জগন্নির্ম্মাণ কার্য্যস্যাবর্ণনাদত্র তু তন্নিরূপণাদস্য প্রকরণস্যাপূর্ব্বত্বাৎ ফলরূপত্বান্নদ্বিরুক্তং ন বা পিষ্টপেষমিতি। তস্মাৎ সর্ব্বকারণং সর্ব্বেশ্বর শ্রীগোবিন্দদেব এব বেদ্যতয়োপদিশ্যতে, ন জীবো মুখ্যপ্রাণো বেতি ভাবঃ ॥ ১৭ ॥

অথ প্রকারান্তরেণ জীবমেব প্রতিপাদয়িতুং শঙ্কামবতারয়ন্তি প্রাধানিকাঃ নন্বিতি। তথাপি জীব কীর্ত্তনাৎ 'তৌ হ সুপ্তং পুরুষমীয়তুঃ' (কৌ° ৪।১৮) ইবি প্রসুপ্তস্য জীবস্য সন্নিধি গমনাদতথা ভূতত্বং পরব্রহ্মাববোধকত্বাভাবস্তস্য বাক্যসন্দর্ভস্যেতি। প্রশ্ন ব্যাখ্যানাভ্যামত্র প্রকরণে প্রশ্নস্তাবৎ 'কৈষ এতদ্বা লোকে পুরুষোঽশয়িষ্ট কৈতদভূৎ কুত এতদগাদিতি' (৪।১৮) ব্যাখ্যানঞ্চ, 'যত্রৈষ এতদ্ বালাকে!

শঙ্কা—যদি বলেন—এই বিষয়টি ইন্দ্রপ্রতর্দ্দন অধিকরণে নির্ণয় করা হেতু, পুনঃ এই স্থানে কথন করায় দ্বিরুক্তি ও পিষ্টপেষণ মাত্র হইল কোন ফল হইল না।

সমাধান—এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—ন চ ইত্যাদি। এই বাক্য ইন্দ্রপ্রতর্দ্দন অধিকরণে নির্ণয় করার নিমিত্ত গতার্থ হইয়াছে, এই প্রকার বলিতে পারেন না, যে হেতু "যাঁহার এই জগৎ কর্ম্ম" ইত্যাদি এই বাক্যের অপূর্ব্বতা বিদ্যমান আছে। অর্থাৎ - সেই স্থানে ইন্দ্রপ্রতর্দ্দন আখ্যায়িকায় পরব্রহ্মের এই জগৎ নির্ম্মাণ কার্য্য বর্ণনা করা হয় না, কিন্তু এই জগদ্বাচিত্বাধিকরণে তাহা নিরূপণ করা হেতু এই প্রকরণের অপূর্ব্ব বা ফলরূপ হওয়া হেতু দ্বিরুক্তি অথবা পিষ্টপেষণ হয় নাই। সুতরাং সর্ব্বকারণ সর্ব্বেশ্বর শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবই বেদ্যরূপে উপদেশ করিতেছেন, জীব বা মুখ্যপ্রাণ নহে ॥ ১৭ ॥

শঙ্কা—যদি বলেন—যে "এই" শব্দ যুক্ত 'কর্ম্ম' শব্দ ব্রহ্মে প্রসিদ্ধি হেতু এবং 'প্রাণ' শব্দ বর্ত্তমান থাকার জন্য এই সন্দর্ভ ব্রহ্মপর ব্যাখ্যা করিতে পারিবেন। তথাপি এই প্রকরণে জীব' কীর্ত্তন করা হেতু অতথা ভূত - অর্থাৎ —এই প্রকরণের কোন প্রকারে ব্রহ্মপর হওয়া সম্ভব নহে। অর্থাৎ— প্রাধানিক সাংখ্যগণ এই প্রকরণে জীবকেই প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত পুনঃ আশঙ্কার অবতারণা করিতেছেন—ননু ইত্যাদি। জীব কীর্ত্তন—"তাঁহারা দুইজন প্রসুপ্ত পুরুষের নিকটে গমন করিলেন" এই প্রকার উভয়ের প্রসুপ্ত পুরুষের নিকটে গমন করা হেতু ঐ বাক্য সকলের পরব্রহ্ম ববোধকত্বের অভাব বিদ্যমান রহিয়াছে।

জীবান্যদ্ব্রহ্মাত্র শক্যং মন্তুং তত্রাপি জীবস্যৈব প্রত্যয়াৎ। স্বাপাধারাদি পৃচ্ছয়া জীব এব পৃষ্ট ইতি সুপ্তিস্থানং তু নাড্যঃ করণগ্রামশ্চ প্রাণশব্দিতে জীব এবৈকধা ভবতি, স এব চ প্রতিবুদ্ধ্যত ইতি ব্যাখ্যানে চ প্রতীয়তে, তস্মাজ্জীবপরোঽয়মিতি শঙ্কায়াং পঠতি—

ওঁ ॥ অন্যার্থন্তু জৈমিনিঃ প্রশ্নব্যাখ্যানাভ্যামপি চৈবমেকে ॥ ওঁ ॥ ১।৪।৫।১৮।

পুরুষোঽশয়িষ্ট যত্রৈতদভূদ্ যত এতদগাদ্ হিতানাম হৃদয়স্য নাড্যো হৃদয়াৎ পুরীততমভিপ্রতন্বন্তি' (কৌ॰ ৪.১৯) ইত্যেবং প্রশ্নব্যাখ্যানাভ্যামপি স্বাপজাগরদশাভ্যাং ন জীবাদন্যৎ কিমপি ব্রহ্ম প্রতিপাদয়িতুং শক্যতে, তত্রাপি জীবস্যৈব প্রত্যয়াদিতি। স্বপ্নসুষুপ্তিস্থানাভ্যাং জীব এব প্রতিপাদনান্নান্যো ভবিতুমর্হতীতি প্রতিপাদয়ন্তি—স্বাপেতি। অতঃ সর্ব্বতো ভবেন প্রকরণেঽস্মিন্ জীবমেব প্রতিপাদ্য নিগময়ন্তি তস্মাদিতি। ইত্যেবং সাংখ্যানাং শঙ্কায়াং সমুদ্ভাবিতায়াং সূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—অন্যার্থমিতি। মহর্ষি জৈমিনিস্তু পুনঃ 'তৌ হ সুপ্তং পুরুষমাজগ্মতুঃ' ইত্যত্র তজ্জীব সঙ্কীর্ত্তনং প্রশ্ন

যদি বলেন—বালাকি ও অজাতশত্রু রাজার প্রশ্ন এবং ব্যাখ্যান বা উত্তরের দ্বারা ব্রহ্ম প্রতিপাদিত হইয়াছে? আপনারা এই প্রকার বলিতে পারিবেন না, কারণ ঐ প্রশ্ন ব্যাখ্যানের দ্বারাও জীবেরই প্রত্যয় হইতেছে। যেমন—বালাকি নিদ্রার আধারাদি জিজ্ঞাসার দ্বারা জীবকেই প্রশ্ন করিলেন, এই প্রকার সুষুপ্তি স্থান নাড়ী সকল ও ইন্দ্রিয়াদি প্রাণ শব্দবাচ্যে একমাত্র জীবে একধা—একত্রিত হয় এবং সেই জীবই প্রতিবোধিত হয়, এই প্রকার অজাতশত্রুর ব্যাখ্যানের দ্বারাও প্রতীতি হইতেছে। অর্থাৎ প্রশ্ন ও ব্যাখ্যান এই প্রকার—এই প্রকরণে প্রশ্ন এইরূপ—কে এই? কোন লোকে এই পুরুষ শয়ন করিয়াছিল, কোথা হইতে হইল? এবং কোথা হইতে আসিল?

এই প্রশ্নের ব্যাখ্যান এইরূপ—হে বালাকে! যে স্থানে এই পুরুষ শয়ন করিয়াছিল, সে স্থান হইতে হইল, যে স্থান সমাগত হইল, তাহা হিতা নামে হৃদয়ের নাড়ী বিশেষ এবং তাহা হৃদয় হইতে পুরীততি পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে।

এই প্রকার প্রশ্ন ও ব্যাখ্যান দ্বারা শয়ন এবং জাগরণ দশা বর্ণন করা হেতু জীবভিন্ন অন্য কোন ব্রহ্ম প্রভৃতি প্রতিপাদন করিতে পারিবেন না। ঐ স্থানেও জীবেরই প্রতীতি হইতেছে। সুষুপ্তি ও জাগ্রত স্থানের দ্বারা জীবকেই প্রতিপাদন করা হেতু অন্য কোন বস্তু হইতে পারিবে না, তাহা প্রতিপন্ন করিতেছেন—স্বাপ ইত্যাদি দ্বারা। সুতরাং সর্ব্বতোভাবে এই প্রকরণে জীবই প্রতিপাদন করিয়া নিগমন করিতেছেন—তস্মাৎ ইত্যাদি। অতএব জীব পরই এই বাক্যসকল।

'তু' শব্দঃ শঙ্কাচ্ছেদায়। ইহ জীবসঙ্কীর্ত্তনমন্যার্থ্যং জীবান্য ব্রহ্মাবোধার্থমিতি জৈমিনির্মন্যতে। কুতঃ? প্রশ্নেতি। প্রশ্নস্তাবৎ প্রবুদ্ধপ্রাণস্য সুপ্তস্য প্রতিবোধনে প্রাণাদি-ভিন্নে জীবে বোধিতে পুনঃ "ক এষ এতদ্ বালাকে! পুরুষোঽশয়িষ্ট ক বা এতদভূৎ কুত এতদাগাৎ" (কৌ° ব্রা° ৪।১৯) ইতি জীবাদন্য ব্রহ্মবিষয়ো দৃশ্যতে। ব্যাখ্যানমপি "যদা সুপ্তঃ স্বপ্নং ন কঞ্চন পশ্যতি তথাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতি" (৪।১৯) ইত্যাদি। "এতস্মাদাত্মনঃ প্রাণা যথায়তনং বিপ্রতিষ্ঠন্তে প্রাণেভ্যো দেবা দেবেভ্যো লোকাঃ" ৪।১৯) ইতি চ জীবান্যদেব

ব্যাখ্যানাভ্যাং হেতুভ্যামন্যার্থং জীবাতিরিক্ত পরমেশ্বর সদ্ভাব প্রতিপাদনার্থমিতি মন্যতে, ন তু জীব প্রতিপাদন পরমিত্যর্থঃ। কিঞ্চ প্রশ্নব্যাখ্যানাভ্যামপি তথৈব নির্ণীতম্। প্রশ্নস্তাবৎ—ক এষ এতদ্ বালাকে! পুরুষোঽশয়িষ্ট' ইত্যাদিকং সুষুপ্তজীবাশ্রয়তয়া শ্রীপরমেশ্বর বিষয়কমেব, ব্যাখ্যানঞ্চ—প্রতি বচনমপি তথৈব প্রতিপাদিতং 'অথাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতি' ইত্যাদিকং পরব্রহ্ম বিষয়কমেব। অপি চৈকে বাজসনেয়িশাখিন এবমিদমেব বালাক্যজাতশত্রুসংবাদগতং প্রশ্ন প্রতিবচনাত্মকং বাক্যং স্পষ্টমেব পরব্রহ্ম বিষয়রূপেণাধীয়তে, তথা চ 'কৈষ তদাভূৎ? ইতি প্রশ্নম্, 'য এষোঽন্তর্হৃদয়ে আকাশস্তস্মিন্ শেতে' (বৃ° ২।১।১৭) ইত্যুত্তরঞ্চেতি।

এই প্রকার সাংখ্যবাদিগণের আশঙ্কার উদ্ভাবন হইলে ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত সূত্রের অবতারণা করিতেছেন—অন্যার্থ ইত্যাদি। পূর্ব্বমীমাংসাকার মহর্ষি জৈমিনি প্রশ্ন ও ব্যাখ্যানের দ্বারা অন্য জীবাতিরিক্ত শ্রীপরমেশ্বরের সদ্ভাব স্বীকার করেন, এবং একে বাজসনেয়িগণ এই বালাকি অজাত-শত্রু সংবাদে তাহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন। অর্থাৎ—মহর্ষি শ্রীজৈমিনি পুনঃ "তাঁহারা দুইজন প্রসুপ্ত পুরুষের নিকটে গমন করিলেন" এই স্থানে যে জীব সঙ্কীর্ত্তন করা হইয়াছে তাহা প্রশ্ন ও ব্যাখ্যান হেতুর দ্বারা অন্য অর্থ, অর্থাৎ—জীবাতিরিক্ত শ্রীপরমেশ্বরের সদ্ভাব প্রতিপাদনের নিমিত্ত মনে করেন। কারণ তিনি প্রশ্ন ও ব্যাখ্যানের দ্বারাও সেই প্রকারই নির্ণয় করিয়াছেন।

প্রশ্ন—"হে বালাকে! এই পুরুষ কোথায় শয়ন করিয়াছিল" ইত্যাদি সুষুপ্ত জীবের আশ্রয় রূপে শ্রীপরমেশ্বর বিষয়ক করিয়াছেন। এই প্রশ্নের ব্যাখ্যান এইরূপ—অর্থাৎ প্রতিবচনেও সেই প্রকারই নিরূপণ করিয়াছেন "এই প্রাণে সকল আসিয়া একত্রিত হয়" ইত্যাদি তাহার উত্তর ও পরব্রহ্ম বিষয়ক প্রদান করিয়াছেন। আরও একে—বাজসনেয়ি শাখাধ্যায়িগণ "এবং" এই বালাকি অজাতশত্রু সংবাদে প্রশ্ন প্রতিবচনাত্মক বাক্যে ও স্পষ্টরূপে পরব্রহ্ম বিষয়রূপেই পাঠ করেন। তাহা এই রূপ "এই পুরুষ কোথায় শয়ন করিয়াছিল? এই প্রকার প্রশ্ন। তাহার উত্তর—"যে এই অন্তর্হৃদয়ে আকাশ আছে তাহাতে শয়ন করে" ইহা প্রদান করিলেন।

ব্রহ্ম গময়তি। প্রাণোঽত্র পরমাত্মা তস্যৈব সুষুপ্ত্যাধারত্ব প্রসিদ্ধেঃ। তত্রৈব জীবাদীনাং লয়ো, নিষ্ক্রমশ্চ তস্মাৎ। নাড়ীনাং তু সুপ্তিস্থানগমনায় দ্বারমাত্রতা বক্ষ্যতে (৩।২।৪।৭)।

প্রশ্নেতি—অত্রেদং সারার্থং ব্রহ্মজিজ্ঞাসুং বালাকিমাদায়াজাতশত্রুঃ সুপ্তপুরুষ সন্নিধিং গত্বা 'হে সোমরাজন্।' ইতি প্রসুপ্তমাহূয়াহ্বান শব্দাশ্রবণাৎ প্রাণাদেরভোক্তৃত্বং নিরূপ্য যষ্ঠিঘাতোত্থাপনেন প্রাণাদিভিন্নে জীবে প্রতিবোধিতে পুনর্জীবভিন্নাধিকরণ ভবনাপাদান বিষয়ান্ প্রশ্নান্ স্বয়মেব চকার 'কৈষ এতদ্' ইত্যাদিনাস্য ব্যাখ্যা চ—হে বালাকে! শয়নমেতদ্ যথা স্যাত্তথা এষ পুরুষঃ ক্ব কস্মিন্নধিকরণেঽশয়িষ্ট, স্বাপঃ শয়নং কৃতবানিত্যধিকরণ প্রশ্নার্থঃ। এতদ্ ভবনমেকী ভাবো যথাস্যাত্তথা কাশ্রয়ে সুপ্তোঽভূদিতি ভবনায়তন প্রশ্নার্থঃ। শয়ন ভবনয়োরাধারত্বং পৃষ্ট্বা উত্থানাবস্থায়ামাগমনাপাদানং পৃচ্ছতি। এতদাগমনং যথাস্যাত্তথা কুতঃ কস্মাদুদ্বোধাবস্থায়ামগাদুত্থানং কৃতবানিত্যর্থঃ। এতৎ প্রশ্নোত্তরদানাসমর্থং বালাকিমবলোক্য স্বয়মেবোত্তরমাহ—যদেতি। শয়নভবনয়োরাধারোত্থানাপাদানঞ্চ প্রাণশব্দ বোধ্যঃ পরব্রহ্ম

সূত্রের মধ্যে যে 'তু' শব্দ আছে তাহা শঙ্কা উচ্ছেদের নিমিত্ত বুঝিতে হইবে। এই কৌষীতকী ব্রাহ্মণোপনিষদে বালাকি অজাতশত্রু সংবাদে যে জীব কীর্ত্তন করা হইয়াছে তাহা অন্যার্থ—জীব হইতে অন্য পরব্রহ্ম বোধের নিমিত্ত এই প্রকার মহর্ষি শ্রীজৈমিনি মনে করেন। কেন মনে করেন? প্রশ্ন ইত্যাদি। এই স্থানে প্রশ্ন এই রূপ—প্রবুদ্ধপ্রাণ সুপ্তের প্রতিবোধনে প্রাণাদি হইতে ভিন্ন জীব বোধিত হইলে পুনরায় "হে বালাকে! কোথায় এই পুরুষ শয়ন করিয়াছিল, কোথায় বা ছিল, কোন স্থান হইতে আসিল? এই প্রকার জীব হইতে অন্য ব্রহ্ম বিষয়ে প্রশ্ন দেখা যায়।

এই প্রশ্নের ব্যাখ্যানও এই প্রকার—পুরুষ যে কালে সুপ্ত হয়, কোন প্রকার স্বপ্ন দর্শন করে না তথা এই প্রাণেই সকল একত্রিত হয়" ইত্যাদি। "এই আত্মা হইতে প্রাণসকল যথাযথ স্থানে গমন করিয়া অবস্থান করে, প্রাণ হইতে দেবগণ, দেবগণ হইতে লোক সকল হয়" এই প্রকার জীব হইতে অন্যই পরব্রহ্ম বোধ হইতেছে। অর্থাৎ প্রশ্ন ইত্যাদি।

এই স্থানের সারার্থ এই প্রকার—ব্রহ্মজিজ্ঞাসু বালাকিকে সাথে লইয়া রাজা অজাতশত্রু সুপ্ত পুরুষের নিকটে গমন করিয়া হে সোমরাজন্! ইত্যাদি প্রসুপ্ত পুরুষকে আহ্বান করিলেন, কিন্তু ঐ শব্দ শ্রবণ না করা হেতু রাজা প্রাণাদির অভোক্তৃত্ব নিরূপণ করিয়া যষ্ঠি ঘাতের দ্বারা উত্থিত প্রাণাদি ভিন্ন জীব প্রতিবোধিত হইলে রাজা অজাতশত্রু পুনরায় জীবের অভিন্ন অধিকরণ, ভবন ও অপাদান আদি বিষয় সকল প্রশ্নরূপে স্বয়ং বলিলেন—"কোথায়" ইত্যাদি।

ইহার ব্যাখ্যা এই প্রকার—হে বালাকে! এই শয়ন যে ভাবে হয় সেই ভাবে এই পুরুষ কোন অধিকরণে শয়ন করিয়াছিল, স্বাপে—অর্থাৎ শয়ন করিয়াছিল ইহা অধিকরণ বিষয়ক প্রশ্নের অর্থ।

জাগরাদ্ভ্রান্তো জীবো যত্র স্বপিতি পুনরপি ভোগায় যস্মান্নিঃসরতি সোঽয়ং পরমাত্মাত্র বেদ্য ইতি। অপি চৈবমেকে বাজসনেয়িনোঽস্মিন্নেব বালাক্যজাতশত্রুসংবাদে (সূ° ২।১)

এবেত্যুত্তরার্থঃ। তথা চ ভোক্তুর্জীবস্য যত্র শয়নভবনে যতশ্চোত্থানমেকীভাব ভ্রংশরূপঃ স শ্রীপুরুষোত্তম শ্রীগোবিন্দদেবাত্র নিখিলকর্ত্তা বেদ্যতয়া ময়োপদিষ্টেতি ভাবঃ।

অত্র শ্রুতীনামর্থঃ—হে বালাকে! এষ পুরুষঃ ক কুত্র কস্মিন্ স্থানে শয়নঞ্চকার, যত্রৈষ পুরুষঃ শয়নং কৃতং কিং তদাধারং (ভূ সত্তায়াম্) শয়নাবস্থায়াং কুত্র বিদ্যমানমাসীৎ? কুত ইতি অধুনা তু জাগ্রদবস্থায়াং কুতঃ কস্মাৎ স্থানাদাগাৎ সমায়াতেতীত্যাদিনা জীবস্য শয়নস্থান পৃথগ্ বর্ণনাৎ জীবাদন্যঃ পরব্রহ্ম বিষয়ো দৃশ্যতে। যদেতি—কুত্র শয়নং কৃতমিত্যস্যোত্তরমাহ—সুষুপ্ত্যবস্থায়াং স্বপ্নবিহীন দশায়াঞ্চাস্মিন্ প্রাণে এব একধা একী ভবতীত্যর্থঃ ইত্যাদিনাপি জীবাদন্যঃ পরমাধার ব্রহ্ম প্রতিপাদ্যত ইতি ভাবঃ। কুত এতদগাদিত্যস্যোত্তরং বর্ণয়তি এতস্মাৎ সর্ব্ব লয় স্থানাদাত্মনঃ ভগবতঃ শ্রীগোবিন্দদেব

এই ভবন একীভাব যে রূপে হয় তাহা, অর্থাৎ পুরুষ কোন আশ্রয়ে সুপ্ত হইয়াছিল, ইহা ভবন ও আয়তন প্রশ্নের অর্থ। এই প্রকার শয়ন এবং ভবনের আধার জিজ্ঞাসা করিয়া উত্থান অবস্থায় আগমন রূপ অপাদান জিজ্ঞাসা করিতেছেন--এই পুরুষের আগমন যে স্থান হইতে হইবে, তাহা কোন স্থান? অর্থাৎ কোন স্থান হইতে উদ্‌বোধাবস্থায় উত্থান করিল।

এই প্রশ্ন সকলের উত্তর প্রদানে বালাকিকে অসমর্থ মনে করিয়া রাজা স্বয়ং উত্তর প্রদান করিতেছেন—যদা ইত্যাদি। এই প্রকার শয়ন ভবনের আধার, উত্থান ও অপাদান প্রাণশব্দবোধ্য পরব্রহ্ম হয়েন ইহাই উত্তর বাক্যের অর্থ।

এই সকলের সারাংশ এই প্রকার—ভোগকর্ত্তা জীবের যে স্থানে শয়ন ও ভবন হয়, যে স্থান হইতে উত্থান, অর্থাৎ একী ভাব হইতে ভ্রষ্ট হয়, সেই পুরুষোত্তম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবই এই স্থানে নিখিল জগতের কর্ত্তা এবং তাঁহাকেই জানিবার যোগ্যরূপে আমি উপদেশ করিয়াছি, ইহাই ভাবার্থ।

অতঃপর ভাষ্যের শ্রুতিমন্ত্র সকলের অর্থ বর্ণনা করিতেছেন—হে বালাকে! এই পুরুষ কোথায় কোন স্থানে শয়ন করিয়াছিল, যে স্থানে এই পুরুষ শয়ন করিয়াছিল তাহার আধার কি? অর্থাৎ শয়নাবস্থায় কোথায় বিদ্যমান ছিল? অধুনা এই জাগ্রৎ অবস্থায় কোন স্থান হইতে সমাগত হইল, ইত্যাদি প্রমাণের দ্বারা জীবের শয়ন করিবার স্থান পৃথক্ ভাবে বর্ণন করা হেতু জীব হইতে অন্য পরব্রহ্ম বিষয় শ্রুতিতে দেখা যায়।

'যদা' ইত্যাদির অর্থ—কোথায় শয়ন করিয়াছিল? এই বাক্যের উত্তর বলিতেছেন—জীব সুষুপ্তি—স্বপ্নবিহীন নিদ্রাবস্থায় এই প্রাণে একীভূত হয় ইহাই অর্থ। কোন স্থান হইতে আসিল?

বিজ্ঞানময় শব্দেন জীবমভিধায় ততো ভিন্নং ব্রহ্মামনন্তি "য এষ বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষঃ ক এষ তদাভূৎ কুত এতদাগাৎ" (বৃ° ২।১।১৬) ইতি প্রশ্নে "য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশঃ তস্মিংচ্ছেতে"

সকাশাৎ প্রাণঃ ইন্দ্রিয়াণি যথায়তনং যথাবকাশং সুষুপ্তিসুখমনুভূয় বিপ্রতিষ্ঠন্তে স্ব স্ব কার্য্যার্থং প্রবর্ত্তন্তে, তথা প্রাণেভ্যোদেবা ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃসূর্য্যাদয়ো দেবা উৎপদ্যন্তে, তেভ্যোঽপি লোকাস্তেষাং সূর্য্যাদীনাং দেবানাং স্থানানি চ ভবন্তীত্যর্থঃ। ইত্যুপাদানকারকেনাপি জীবাদন্যো ব্রহ্ম বোধয়তি শ্রুতিঃ, ন তু সাংখ্যোক্তঃ পুরুষঃ।

অথৈতৎ প্রকরণং স্বয়মেব বিশদয়ন্তি শ্রীমদ্ ভাষ্যকারপাদাঃ– প্রাণেত্যারভ্য বেদ্যেত্যন্তেনেতি। অথ সূত্রস্থ 'অপিচৈবমেকে' ইত্যস্য ব্যাখ্যানমাহুঃ - অপিতি। 'য এষঃ' ইত্যন্তর্হৃদয়ে য এষ আকাশঃ পরব্রহ্ম 'আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ' (১।১।৮।২২) ইত্যত্র তথৈব প্রতিপাদনাত্তস্মিন্ পরব্রহ্মণ্যেব শেতে নিদ্রাং

এই প্রশ্নের উত্তর বর্ণন করিতেছেন এই সর্ব্ব লয়স্থান আত্মা ভগবান্ শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের সকাশ হইতে প্রাণ ইন্দ্রিয় সকল, যথায়তন—যথা অবকাশ সুষুপ্তি সুখ অনুভব করিয়া নিজ নিজ কার্য্যের নিমিত্ত প্রবর্ত্তিত হয়, তথা প্রাণ হইতে দেবগণ, অর্থাৎ - ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা সূর্য্যাদি দেবতাগণ উৎপন্ন হয়েন, তাহা হইতে লোক সকল, অর্থাৎ—সূর্য্যাদি দেবতাগণের স্থান সকল হয় ইহাই অর্থ।

এই প্রকার অপাদান কারকের দ্বারাও জীব হইতে অন্য বোধ করাইতেছেন শ্রুতি জননী। সুতরাং সাংখ্যোক্ত পুরুষ নহে।

অনন্তর শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদ এই প্রকরণটি স্বয়ং বিশদভাবে বর্ণনা করিতেছেন—'প্রাণ' হইতে আরম্ভ করিয়া 'বেদ্য' এই পর্য্যন্ত প্রবন্ধের দ্বারা। প্রাণশব্দে এই স্থানে পরমাত্মাকে গ্রহণ করিতে হইবে, যে হেতু তিনিই সুষুপ্তির আধার বলিয়া শাস্ত্রে প্রসিদ্ধি আছে। ঐ পরমাত্মাতেই সুযুপ্তিকালে জীবাদি সকলের লয় হয় এবং তাঁহা হইতেই নিষ্ক্রমণও হয়। জীব কিন্তু নাড়ীতে শয়ন করে না, এই নাড়ীসকলের সুপ্তি স্থান গমনে নিমিত্ত কেবল দ্বার মাত্রতা হয়, তাহা তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণন করা হইবে। জাগ্রত অবস্থায় পরিশ্রান্ত জীব যে স্থানে শয়ন করে এবং পুনরায় যে স্থান হইতে স্বকর্ম্ম ফল ভোগ করিবার নিমিত্ত নিঃসরণ করে সেহ এই পরমাত্মা শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবই এই স্থানে বেদ্য জানিবার শ্রেষ্ঠ বস্তু।

অনন্তর সূত্রে যে "অপি চৈবমেকে" শব্দ আছে তাহার ব্যাখ্যা করিতেছেন—অপি ইত্যাদি। আরও একে—বাজসনেয়িগণ এই অজাতশত্রু বালাকি সংবাদে বিজ্ঞানময় শব্দের দ্বারা জীবকে নিরূপণ করিয়া, জীব হইতে ভিন্ন 'ব্রহ্ম' অঙ্গীকার করিয়াছেন। প্রমাণবাক্যটি এই প্রকার—"এই বিজ্ঞানময় পুরুষ নিদ্রার সময় কোথায় ছিল? এই সময় কোথা হইতে আগমন করিল?

(বৃ০ ২।১।১৭) ইতি ব্যাখ্যানে চ। তস্মাৎ সর্ব্বেশ্বর এবাত্র বেদ্যতয়োপদিশ্যত ইতি ॥ ১৮ ॥

৬ ॥ বাক্যান্বয়াধিকরণম্ ॥

বৃহদারণ্যকে (২।৪, ৪ ৫) যাজ্ঞবল্ক্যো মৈত্রেয়ীং স্বভার্য্যামুপদিশতি "ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যাত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি" (২।৪।৫) ইত্যুপক্রম্য

যাতীত্যর্থঃ। তস্মাদস্মিন্ বাজসনেয়িনাং (বৃ০ ২।১।০) জীব পুরুষাদর্থান্তরভূতস্য নিখিল জগৎকারণস্য পরব্রহ্মণঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য বেদিতব্যতয়াভিধানাৎ স এবোপদিশ্যত ইত্যধিকরণার্থঃ ॥ ১৮ ॥

ইতি জগদ্বাচিত্বাধিকরণং পঞ্চমং সমাপ্তম্ ॥ ৫ ॥

৬ ॥ বাক্যান্বয়াধিকরণম্ ॥

অথ জগদ্বাচিত্বাধিকরণে জগৎ কার্য্য দর্শনাৎ তৎ কর্ত্তা শ্রীভগবানেব প্রতিপাদিতম্, এবমস্মিন্ বাক্যান্বয়াধিকরণেঽপি সর্ব্বেষাং বাক্যানাং তস্মিন্নেব সমন্বয়ো ভবতীত্যধিকরণসঙ্গতিঃ।

বিষয়ঃ—অথ বাক্যান্বয়াধিকরণস্য বিষয়বাক্যমবতারয়ন্তি বৃহদারণ্যক ইতি। অত্রেয়মাখ্যায়িকা বৃহদারণ্যকোপনিষদি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য চতুর্থ ব্রাহ্মণে চতুর্থাধ্যায়স্য পঞ্চম ব্রাহ্মণে চ দরিদৃশ্যতে। তথা চাসীৎ কিল যাজ্ঞবল্ক্যো নামর্ষিঃ,তস্য দ্বে ভার্য্যে আস্তামেকদা তু স ঋষিস্তে সমাহূয় হোবাচ—অরে মৈত্রেয়ি!

এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—"যে এই হৃদয়ের অন্তরে আকাশ আছে তাহাতে শয়ন করে" অর্থাৎ—অন্তর্হৃদয়ে যে এই আকাশ বা পরব্রহ্ম "আকাশ তাহার লিঙ্গ বা জ্ঞাপক হেতু" এই সূত্রে তাহাই প্রতিপাদন করা হইয়াছে। সুতরাং আকাশ রূপ পরব্রহ্মেই জীব নিদ্রা যায় ইহাই অর্থ।

অতএব অজাতশত্রু বালাকিকে এই স্থলে শ্রীসর্ব্বেশ্বরকেই জানিবার বস্তুরূপে উপদেশ করিতেছেন। অর্থাৎ—এই বাজসনেয়িগণের বাক্যে জীব পুরুষ হইতে অর্থান্তর ভূত নিখিল জগৎকারণ পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবই জানিবার বস্তু যোগ্য বস্তুরূপে কথন হেতু, তাঁহাকেই উপদেশ করিতেছেন, জীবকে নহে। ইহাই এই অধিকরণের অর্থ ॥ ১৮ ॥

এই প্রকার জগদ্‌বাচিত্বাধিকরণ পঞ্চম সমাপ্ত হইল ॥ ৫ ॥

৬ ॥ বাক্যান্বয়াধিকরণ—

অনন্তর বাক্যান্বয়াধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন। এই প্রকার জগদ্বাচিত্বাধিকরণে জগৎরূপ কার্য্য দর্শন হেতু এই জগৎ কার্য্যের কর্ত্তা শ্রীভগবানই প্রতিপাদন করিলেন। এই ভাবে এই বাক্যান্বয়াধিকরণে সকল প্রকার বাক্যের এই পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবেই সমন্বয় হয়। ইহাই অধিকরণসঙ্গতি।

বিষয়—অতঃপর বাক্যান্বয়াধিকরণের বিষয় বাক্যের অবতারণা করিতেছেন—বৃহদারণ্যক

"ন বা অরে সর্ব্বস্ত কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবত্যাত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয্যাত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেনেদং সর্ব্বং বিদিতম্ (২।৪।৫) ইতি।

অস্মাদ্ গৃহস্থাশ্রমাদূর্দ্ধ্বং যাস্যন্নূর্দ্ধ্বং সন্ন্যাসাশ্রমং যাস্যামাতঃ ত্বামনয়া দ্বিতীয়য়া ভার্য্যয়া কাত্যায়ন্যা সহ ধনাদিভিঃ পৃথক্ করোমীত্যেবং পত্যুর্ব্বচনং শ্রুত্বা মৈত্রেয়ী জিজ্ঞাসিতবতী হে ভগবন্! সর্ব্বা পৃথিবী যদি বিত্তেন ভোগ্য পদার্থেন পূর্ণাস্যাত্তদাহং কিং পৃথিবীপূর্ণা ভোগ্য পদার্থেনামৃতা জন্মমরণাদি ধর্ম্মরহিতা স্যাং ভবিষ্যামি? যাজ্ঞবল্ক্যোবাচ—হে প্রিয়ে! পৃথিবী পূর্ণেন ভোগ্য পদার্থেন তদুপভোগেন বামৃতত্বস্যাশা নাস্তি, ভোগ্য পদার্থস্তু যথা জীবনধারণোপায়মেব তথা বিত্তপূর্ণা বসুন্ধরাপি কেবল জীবনধারণোপায়মাত্রমেব, তেন বিত্তাদিনা কথঞ্চিদপ্যমৃতলাভস্যাশালেশোঽপি ন বিদ্যতে। সাহোবাচ মৈত্রেয়ী হে প্রভো! যেন বিত্তেন পৃথিবী পূর্ণ ভোগ্যবস্তূপভোগেন বামৃতা ন স্যাং ন ভবিষ্যামি, কিমহং তেন বিত্তেন ভোগেন বা করিষ্যামি, তেন ভোগেন নাস্তি মে প্রয়োজনম্। তস্মাদমৃতলাভোপায়ং যদ্বেদ তদেব মে মহ্যং কথয়ত্বলং

ইত্যাদি। বৃহদারণ্যকোপনিষদে মহর্ষি শ্রীযাজ্ঞবল্ক্য নিজ ভার্য্যা মৈত্রেয়ীকে উপদেশ করিতেছেন—ন বা ইত্যাদি। বৃহদারণ্যকোপনিষদে এই আখ্যায়িকাটি দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে, চতুর্থ অধ্যায়ের পঞ্চম ব্রাহ্মণে দেখা যায়। তাহা এই প্রকার—শ্রীযাজ্ঞবল্ক্য নামে একজন মহর্ষি ছিলেন, তাঁহার মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়ণী নামে দুইটি ভার্য্যা ছিল। একদা ঋষিবর তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন 'হে মৈত্রেয়ি! এই গৃহস্থাশ্রম হইতে উর্দ্ধে সন্ন্যাস আশ্রমে গমন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, সুতরাং তোমাকে এই আমার দ্বিতীয় ভার্য্যা কাত্যায়ণী হইতে পৃথক্ করিব এবং আমার যাহা ধন সম্পত্তি আছে তাহাও তোমাদিগের উভয়ের মধ্যে পৃথক্ করিয়া দিতেছি।

এই প্রকার নিজ পতির বচন শ্রবণ করিয়া মৈত্রেয়ী জিজ্ঞাসা করিলেন—হে ভগবন্! এই সমগ্র পৃথিবী যদি বিত্ত—ভোগ্য পদার্থের দ্বারা পরিপূর্ণ হয় তাহা হইলে আমি কি সেই পৃথিবী পূর্ণ ভোগ্য পদার্থের দ্বারা অমৃতা—জন্ম মরণাদি ধর্ম্ম রহিতা হইতে পারিব?

শ্রীযাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—হে প্রিয়ে! পৃথিবীপূর্ণ ভোগ্য পদার্থের দ্বারা অথবা তাহার উপভোগের দ্বারাও অমৃতলাভের আশা নাই, ভোগ্যপদার্থ যেমন জীবন ধারণের উপায়, সেইরূপ বিত্তপূর্ণ বসুন্ধরাও কেবল জীবন ধারণের উপায়মাত্র, অতএব ঐ বিত্তের দ্বারা কোন প্রকারেই অমৃত লাভের আশার লেশও নাই।

শ্রীমৈত্রেয়ী বলিলেন—হে প্রভো! যে বিত্তের দ্বারা অথবা পৃথিবীপূর্ণ ভোগ্য বস্তু উপভোগের দ্বারা যদি অমৃত হইতে পারিব না, তাহা হইলে ঐ বিত্ত বা ভোগের দ্বারা কি করিব, সুতরাং আমার ঐ

তত্র সংশয়ঃ—কিমস্মিন্ বাক্যে দ্রষ্টব্যত্বেন তন্ত্রোক্তা জীবাত্মোপদিশ্যতে? কিম্বা পরমাত্মেতি। তত্রোপক্রমে পতিজায়াদি প্রীতিসংসূচনেন মধ্যে "এতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায়

বিষয় বার্ত্তয়েতি। এবং পত্ন্যা বচোশ্রুত হর্ষোৎফুল্লবিলোচনঃ। অমৃতাবাপ্তয়ে পন্থা যাজ্ঞবল্ক্যো ব্রূতে স্বয়ম্॥ সহোবাচ—ন বা অরে! ইতি। হে মৈত্রেয়ি! পত্যুঃ কামায় মৎ প্রয়োজনায় 'অহং অস্যাঃ প্রিয়ঃ স্যাং' ইত্যেবং রূপায়কামায় পতিঃ প্রিয়ো ন ভবতি, কিন্তু আত্মনঃ পরব্রহ্মণঃ কামায় স্বারাধক প্রিয় প্রতিলম্ভনরূপায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতীত্যর্থঃ। ইত্যেবং সর্ব্বং শ্রীভগবদনুকূলতয়ৈব প্রিয়তা প্রতিপাদনমুপক্রম্য কথয়তি ন বেতি। তস্মাদাত্মজ্ঞানমেব সর্ব্বশ্রেষ্ঠমিতি বিষয়বাক্যম্।

সংশয়ঃ—অথ বৃহদারণ্যকোক্ত মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণে সংশয়মবতারয়ন্তি—তত্রেতি। তন্ত্রোক্তঃ সাংখ্যসিদ্ধান্ত কথিতঃ।

ভোগের প্রয়োজন নাই। অমৃত লাভের উপায় আপনি যাহা জানেন তাহাই আমাকে কৃপা করিয়া উপদেশ করুন। বিষয় বার্ত্তায় আমার প্রয়োজন নাই।

এই প্রকার নিজ পত্নীর বচন শ্রবণ করিয়া হর্ষোৎফুল্ল বিলোচন শ্রীযাজ্ঞবল্ক্য অমৃত লাভের পন্থা স্বয়ং বলিতে আরম্ভ করিলেন—

তিনি বলিলেন—হে মৈত্রেয়ি! পতির প্রয়োজনের জন্য পতি প্রিয় হয় না, আত্মার প্রয়োজনের জন্যই পতি প্রিয় হয়। এই প্রকার বলিতে আরম্ভ করিয়া পুনঃ বলিলেন—অর্থাৎ—হে মৈত্রেয়ি! পতির কাম—আমার প্রয়োজনের নিমিত্ত আমি ইহার প্রিয় হইব' এই প্রকার কামনার নিমিত্ত পতি প্রিয় হয় না, কিন্তু আত্মা পরব্রহ্মের কামনার নিমিত্ত নিজ আরাধকের প্রিয়প্রতিলম্ভনরূপ, অর্থাৎ শ্রীভগবদারাধনার প্রয়োজনের নিমিত্ত পতি পত্নীর প্রিয় হয় ইহাই অর্থ।

এই প্রকার সকল বস্তু শ্রীভগবানের সেবার অনুকূলতার দ্বারাই প্রিয় হয় ইহা প্রতিপাদন করিতে উপক্রম করিয়া বলিতেছেন—ন বা ইত্যাদি। অরে মৈত্রেয়ি! সকলের প্রয়োজনের নিমিত্ত সকল প্রিয় হয় না, আত্মার প্রয়োজনেই সকল প্রিয় হয়, অতএব হে মৈত্রেয়ি! আত্মাই দর্শনের যোগ্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য এবং নিদিধ্যাসিতব্য এই আত্মার দর্শনের দ্বারা শ্রবণের দ্বারা মননের দ্বারা, বিজ্ঞানের দ্বারাই এই সকল বস্তু জানা যায়। অতএব আত্মজ্ঞানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইহাই অর্থ। এই প্রকার বিষয়বাক্য প্রদর্শিত হইল।

সংশয়—অনন্তর বৃহদারণ্যকোপনিষৎ কথিত মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণে সংশয়ের অবতারণা করিতেছেন—তত্র ইত্যাদি। শ্রীযাজ্ঞবল্ক্যমৈত্রেয়ী সংবাদের বাক্যে কি দ্রষ্টব্যত্ব রূপে কাপিলতন্ত্র বর্ণিত, সাংখ্যসিদ্ধান্ত

তান্যেবানুবিনশ্যতি ন প্রেত্যসংজ্ঞাঽস্তি" (বৃ০ ২।৪।১২) ইতি উৎপত্তিবিনাশযোগেন সংসারিস্বভাব প্রতীতেরুপসংহারে "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ" (বৃ০ ২।৪।১৪) ইতি বিজ্ঞাতৃত্বোক্তেশ্চ জীবোক্তঃ স্যাৎ। আত্ম বিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং তু ভোগ্যজাতস্য ভোক্ত্রর্থত্বাদৌপ-

---

পূর্ব্বপক্ষঃ—ইত্যেবং সংশয়বাক্যে পূর্ব্বপক্ষমবতারয়ন্তি—তত্রেতি। পতীতি—অরে মৈত্রেয়ি! মিত্রপুত্রি! পত্যুঃ কামায়াভিলাষায় তং পুরয়িতুং পতিঃ প্রিয়ো ভবতীতি নৈব ত্বয়া বোধ্যমপিতু আত্মনো জীবস্যৈব কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতীত্যর্থঃ।

দ্রষ্টব্যেতি—তদ্ ভোগায় পত্যাদি প্রপঞ্চঃ প্রকৃত্যা সৃষ্টঃ স এবাত্মা জীবঃ প্রকৃতেঃ প্রাকৃতাচ্চ দেহাদের্বিবিচ্য দেহাদিভ্যো বস্তুজাতেভ্যঃ পৃথগ্‌রূপেণ ত্বয়া দ্রষ্টব্যেতি। তস্মাৎ পতি জায়াদিপ্রীতিসংসূচনেন। তদনন্তরং মধ্যস্থলে ইদমাহ—এতেভ্যো ভূতেভ্যঃ—এতেভ্যো দেহরূপেণ পরিণতেভ্যঃ প্রাক্ তেভ্যো ভূতেভ্যঃ সম্যগুত্থায় দেবাদিভাবমনুভূয়েত্যর্থঃ। তান্যেবন্তু তানি বিনষ্টান্যনুলক্ষীকৃত্য বিনশ্যতি ম্রিয়তে, প্রেত স্থিতস্য তস্য জীবস্য দেবমানবাদি সংজ্ঞা নাস্তি ন ভবতীত্যর্থঃ। তথৈবোপসংহারেঽপি বিজ্ঞাতারমিতি।

কথিত জীবাত্মাকে উপদেশ করিতেছেন? কিম্বা সর্ব্বপ্রিয় পরমাত্মাকে নিরূপণ করিতেছেন? ইহাই সংশয়বাক্য।

পূর্ব্বপক্ষ—এই প্রকার সন্দেহবাক্যে পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিতেছেন—তত্র ইত্যাদি। এই মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণে উপক্রম বাক্যে পতি জায়াদি প্রীতি সংসূচনের দ্বারা। অর্থাৎ—অরে মৈত্রেয়ি! মিত্র পুত্রি! পতির কাম—অভিলাষের জন্য বা পতির কামনা পূরণের নিমিত্ত পতি প্রিয় হয় এই প্রকার তুমি মনে করিও না, কিন্তু আত্মা—জীবের কামনার নিমিত্তই পতি প্রিয় হয় ইহাই অর্থ।

দ্রষ্টব্য—অর্থাৎ যাহার ভোগের নিমিত্ত পতি আদি প্রপঞ্চ প্রকৃতি কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে সেই আত্মা জীব প্রকৃতি হইতে এবং প্রাকৃত দেহাদি হইতে বিবিচ্য অর্থাৎ—দেহাদি বস্তু সকল হইতে পৃথক্ জীবকে তুমি মনে করিবে বা দেখিবে। অতএব পতি ও জায়াদি প্রীতি বর্ণনের দ্বারা, তাহার পরে, মধ্যে উপদেশের মধ্যস্থলে এই প্রকার বলিয়াছেন—এই সকল ভূত হইতে উত্থিত হইয়া তাহাতে বিনাশ হয়, তাহার প্রেত্য গমন করিয়া কোন সংজ্ঞা থাকে না। অর্থাৎ—এই ভূত সকল অর্থাৎ এই দেহরূপে পরিণত হওয়ার পূর্ব্বে এই ভূত সকল হইতে সম্যক্ প্রকারে উত্থিত হইয়া দেব মানবাদি ভাব অনুভব করিয়া, তাহা—এই ভূত সকল এই প্রকার বিনষ্ট হয় অর্থাৎ—এই ভূত সকলের বিনাশ পরিদর্শন করিয়া নিজে মরিয়া যায়, প্রেতস্থিত সেই জীবের দেব মানবাদি সংজ্ঞা নাই, জীব দেবমানবাদি রূপ গ্রহণ করে না।

এই প্রকার উৎপত্তি বিনাশ যোগের দ্বারা তাহার সংসারী স্বভাব প্রতীতি হেতু জীব বলিয়াই প্রতীতি হইতেছে। উপসংহারে—অর্থাৎ—মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদের শেষে—অরে মৈত্রেয়ি!

চারিকং ভবেৎ। ন চ "অমৃতস্য তু নাশাস্তি বিত্তেন" (বৃ॰ ৪।৫।৩) ইত্যাদিনামৃতত্ব লাভোপায়োপদেশাৎ কথমস্য বাক্যস্য জীব পরত্বমিতি বাচ্যম্, তস্যৈব প্রকৃতিবিমুক্তস্য জ্ঞানেন তত্ত্বসম্ভবাৎ। এবমন্যান্যপি ব্রহ্মলিঙ্গানি কথঞ্চিদত্রৈব নেয়ানি। তস্মাদত্র জীবাত্মোপদিশ্যতে তদধিষ্ঠিতা প্রকৃতির্বিশ্বকারণমিতি প্রাপ্তে—

ওঁ ॥ বাক্যান্বয়াৎ ॥ ওঁ ॥ ১।৪।৬।১৯।

অত্র কর্তৃত্বাদিধর্ম্মরহিত জীবেত্যর্থঃ। ননু জীববিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং কথমুপপদ্যতে? তত্রাহুঃ—আত্মেতি। ঔপচারিকমিতি গৌণমিত্যর্থঃ। অথ প্রকৃতি জীবয়োর্যথার্থ জ্ঞানেনৈব মোক্ষঃ স্যাদিতি প্রতিপাদয়ন্নাহুঃ— ন চেতি পূর্ব্বপক্ষবাক্যম্।

সিদ্ধান্তঃ ইত্যেবং সাংখ্যাঃ পূর্ব্বপক্ষে সমুদভাবিতে সিদ্ধান্তসূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ

বিজ্ঞাতা কর্তৃত্বাদি ধর্ম্মরহিত জীবকে কে কোন হেতুর দ্বারা জানিবে? ইত্যাদি বাক্যে বিজ্ঞাতৃত্ব ধর্ম্ম বর্ণন করা হেতু এই আত্মা কাপিলতন্ত্রোক্ত জীবই হইবে, কিন্তু পরমাত্মা নহে।

যদি বলেন—জীব বিজ্ঞানের দ্বারা সর্ব্ববিজ্ঞান কি প্রকারে উপপত্তি হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—আপনারা যে আত্মবিজ্ঞানের দ্বারা সর্ব্ববিজ্ঞান হয় এই প্রকার বলিয়াছেন, তাহা কিন্তু ভোগ্য জাত বস্তুর ভোক্তার নিমিত্ত হওয়ার কারণ তাহা ঔপচারিক ভাবে সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ—জগতে যাহা কিছু ভোগ্যপদার্থ আছে তৎ সমুদায় ভোক্তা জীবের নিমিত্ত সৃষ্টি হেতু জীবের জ্ঞানে তাহার ভোগ্যবস্তু সকলের জ্ঞান হওয়া স্বাভাবিক. এই ভাবে এক বিজ্ঞানের দ্বারা সর্ব্ববিজ্ঞান হয়।

অনন্তর প্রকৃতি ও জীবের যথার্থ জ্ঞানের দ্বারা মোক্ষ হয় তাহা প্রতিপাদন করিয়া বলিতেছেন—ন চ ইত্যাদি।

শঙ্কা- যদি বলেন—"বিত্তভোগের দ্বারা অমৃতের আশা নাই" ইত্যাদির দ্বারা অমৃতলাভের উপায়ের উপদেশ হেতু, কি প্রকারে এই বাক্যের জীবপরত্ব সিদ্ধ হইবে?

সমাধান—আপনারা এই প্রকার বলিতে পারেন না. সেই প্রকৃতি বিমুক্ত জীবের জ্ঞানের দ্বারা মোক্ষ হওয়া সম্ভব হয়। এই প্রকার অন্যত্র অন্যশাস্ত্রে কথঞ্চিৎ ব্রহ্ম প্রতিপাদক বাক্য সকলও এই ভাবে জীব ও প্রকৃতি পর ব্যাখ্যা করিতে হইবে।

সুতরাং এই প্রকরণে শ্রীযাজ্ঞবল্ক্য নিজ পত্নী মৈত্রেয়ীকে জীবাত্মাই উপদেশ করিয়াছেন এবং এই জীবাধিষ্ঠাতা প্রকৃতিই বিশ্বসৃষ্টির মূল কারণ ইহাই আমাদের সিদ্ধান্ত। এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ বাক্য।

সিদ্ধান্ত—এই প্রকার সাংখ্যবাদিগণের পূর্ব্বপক্ষ সমুদ্ভাবিত হইলে ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ

অত্র পরমাত্মৈবোপদিশ্যতে ন তু তন্ত্রোক্তো জীবঃ। কুতঃ? পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনায়াং কৃৎস্নস্য বাক্যস্য তত্রৈব সম্বন্ধাৎ ॥ ১৯ ॥

তমেতং প্রতিজ্ঞাতং বাক্যান্বয়ং ত্রিমুনি সম্মত্যাপি দ্রঢ়য়তি—

ওঁ ॥ *প্রতিজ্ঞাসিদ্ধের্লিঙ্গমাশ্মরথ্যঃ* ॥ ওঁ ॥ ১।৪।৬।২০।

আত্মনো বিজ্ঞানেন সর্ব্বং বিদিতমিতি যা প্রতিজ্ঞা সা এবাস্যাত্মনঃ পরাত্ম সিদ্ধের্লিঙ্গমিত্যাশ্মরথ্যো মন্যতে। ন হ্যাত্মবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানমুপদিষ্টমন্যত্র পরমকারণ

—বাক্যেতি। বাক্যানাং পরমকারণত্ব মোক্ষদাতৃত্ব দ্রষ্টব্যত্বাদীনাং বাক্যজাতানাং অন্বয়াৎ তত্রৈব শ্রী-গোবিন্দদেব এবার্থে বৃত্তির্দৃশ্যতে, তস্মাৎ তৎ প্রিয়তাসম্পাদন প্রতিপাদনাৎ স এব বদ্ধমুমুক্ষু মুক্তানাং জীবানাং পরমদ্রষ্টব্যেতি যাজ্ঞবল্ক্যস্যাভিপ্রায়েতি, ভাষ্যন্তু সুগমমিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

অথ প্রকরণমেতৎ বিস্তারয়িতুং ত্রিমুনিমতমপি বর্ণয়ন্তি-- তমেতমিতি। অথ মুনিত্রয়াণাং মধ্যে আশ্মরথ্যস্য মুনের্ম্মতমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—প্রতিজ্ঞেতি। যৎ খল্বেক বিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং প্রতিজ্ঞা সৈব সিদ্ধের্লিঙ্গং পরব্রহ্ম সিদ্ধেৰ্জ্ঞাপকমিত্যাচার্য্যাশ্মরথ্যো মন্যতে ইতি। ব্রহ্ম 'মিতি অত্র সম্পূর্ণা

সিদ্ধান্ত সূত্রের অবতারণা করিতেছেন—বাক্য ইত্যাদি। বাক্য সকলের অন্বয় হেতু। অর্থাৎ—বাক্য পরমকারণত্ব, মোক্ষদাতৃত্ব, দ্রষ্টব্যত্ব ইত্যাদি বাক্যসকলের অন্বয়—সেই পরম কারণ শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবেই বৃত্তি দেখা যায়, অতএব তাঁহার প্রিয়তা সম্পাদন করা জীবের কর্ত্তব্য এইরূপ প্রতিপাদন করা হেতু তিনিই বদ্ধ, মুমুক্ষু ও মুক্তজীবগণের পরম দ্রষ্টব্য ইহা যাজ্ঞবল্ক্যের হৃদয়ের অভিপ্রায়।

এই স্থানে শ্রীপরমাত্মাই শ্রীযাজ্ঞবল্ক্য উপদেশ করিতেছেন, কিন্তু তন্ত্রোক্ত জীব নহে। কেন জীব নহে? এই প্রকরণের পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনায় সমগ্র বাক্যের তত্র শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবে সম্বন্ধ হেতু। অর্থাৎ মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণের সমগ্র বাক্যে শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবেই সম্বন্ধ বিশেষ স্থাপন করিয়াছেন। ইহাই অর্থ ॥ ১৯ ॥

অনন্তর এই শ্রীযাজ্ঞবল্ক্যমৈত্রেয়ী প্রকরণের বিস্তার ভাবে ব্যাখ্যা করিবার নিমিত্ত তিনজন মুনির মতও বর্ণনা করিতেছেন—তম্ ইত্যাদি। এই শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবে সকল বাক্যের সম্বন্ধ বিষয়ে যে প্রতিজ্ঞা তাহা মুনিত্রয়ের সম্মতির দ্বারাও দৃঢ় করিতেছেন।

এই প্রকার মুনিত্রয়ের মধ্যে শ্রীআশ্মরথ্য মুনির মত ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ অবতারণা করিতে-ছেন—প্রতিজ্ঞা ইত্যাদি। এক বিজ্ঞানের সর্ব্ববিজ্ঞান যে প্রতিজ্ঞা তাহা পরব্রহ্ম সিদ্ধির লিঙ্গ—জ্ঞাপক ইহা শ্রীআশ্মরথ্য আচার্য্য স্বীকার করেন। অর্থাৎ—একটি পদার্থ জানিলে সকল পদার্থের বিশেষ জ্ঞান

বিজ্ঞানাত্তৎ সম্ভবেৎ। ন চৈতদৌপচারিকং বক্তুং শক্যমাত্মবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং প্রতিজ্ঞায় "ব্রহ্ম তং পরাদাৎ" (বৃ০ ২।৪।৬) ইত্যাদিনা তস্যৈবাত্মনো ব্রহ্মক্ষত্রাদি বিশ্বাশ্রয়তায়াঃ সর্ব্ব-রূপতায়াশ্চোক্তত্বাৎ। ন হি সা সা চ পরস্মাদন্যত্র সম্ভবেৎ। ন চ "অস্য মহতো ভূতস্য

শ্রুতিঃ—ব্রহ্ম তং পরাদাদ্ যোঽন্যত্রাত্মনো ব্রহ্মবেদ, ক্ষত্রং তং পরাদাদ্ যোঽন্যত্রাত্মনঃ ক্ষত্রং বেদ, লোকাস্তং পরাদুর্যোঽন্যত্রাত্মনো লোকান্ বেদ, দেবাস্তং পরাদুর্যোঽন্যাত্রাত্মনোদেবান্ বেদ, ভূতানি তং পরাদুর্যোঽন্যাত্মনো ভূতানি বেদ, সর্ব্বং তং পরাদাদ্ যোঽন্যত্রাত্মনঃ সর্ব্বং বেদ, ইদং ব্রহ্ম ইদং ক্ষত্রমিমে লোকা ইমে দেবা ইমানি ভূতানি ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা" (বৃ০ ২।৪।৬) ইত্যাদিনেতি। ন হি সা সেতি—সর্ব্বাশ্রয়তা সর্ব্বরূপতা সর্ব্বজ্ঞতা বান্যত্র সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বেশ্বর শ্রীগোবিন্দদেবাদন্যত্র জীবাদৌ কথমপি ন সম্ভবেৎ। অথ ব্রহ্মক্ষত্রাদিভিন্নং প্রপঞ্চাদি ভিন্নং বেদাদি সর্ব্বকর্ত্তৃত্বেন চ শ্রীভগবতঃ পরমকারণত্বং প্রতিপাদয়ন্তি নচেতি।

হয়, এই প্রতিজ্ঞাই সিদ্ধির লিঙ্গ, অর্থাৎ -পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব সিদ্ধির জ্ঞাপক, এই প্রকার আচার্য্য শ্রীআশ্মরথ্য মনে করেন।

আত্মাকে বিশেষ ভাবে জানিলেই সকল বস্তু জানা যায়" এই প্রকার যে প্রতিজ্ঞা তাহা এই আত্মার পরাত্মত্ব সিদ্ধির লিঙ্গ বা জ্ঞাপক এই প্রকার শ্রীআশ্মরথ্য মনে করেন। কারণ অনাত্মা বিজ্ঞানের দ্বারা সর্ব্ববিজ্ঞান উপদেশ সিদ্ধ হয় না, পরমকারণ শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব বিজ্ঞান হইতে অন্যত্র উপদেশ করিলে তাহা কোন প্রকারে সিদ্ধ হয় না।

আপনারা যে বলিয়াছেন—ভোক্তার জ্ঞান হইলেই ভোগ্য পদার্থ সকলের জ্ঞান ঔপচারিক ভাবে হইয়া যায়" তাহা এই স্থানে ঔপচারিকও বলিতে পারিবেন না, যে হেতু এই আত্মবিজ্ঞানের দ্বারাই সর্ব্ব-বিজ্ঞান হয়, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া ব্রহ্ম হইতে যে অন্য কারণ আছে বলিয়া জানে তাহাকে পরাভূত হইতে হয়। ইত্যাদি প্রমাণের দ্বারা সেই প্রসিদ্ধ পরব্রহ্মেরই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি পরিপূর্ণ বিশ্বের আশ্রয় রূপে, এবং সকলরূপ বলিয়া কথিত হওয়া হেতু পরব্রহ্মই দ্রষ্টব্য, জীব নহে।

ব্রহ্মতম্" এই শ্রুতিমন্ত্রটি সম্পূর্ণ এইরূপ—যে মানব পরমাত্মা ভিন্ন অন্যকে ব্রহ্ম বলিয়া জানে, ব্রহ্ম তাহাকে পরা—লোকালোক পর্ব্বতের পরপারে ঘোর অন্ধকারে "অদাৎ" নিপাতিত করেন। এই প্রকার যে ক্ষত্রিয় আত্মা ভিন্ন অন্যকে ক্ষত্রিয় বলিয়া জানে, সে অন্ধকারে নিপতিত হয় যে লোক সকল আত্মা ভিন্ন অন্যকে লোক বলিয়া জানে তাহার অন্ধকারে নিবাস হয়, যে দেবগণ আত্মা ভিন্ন অন্য বস্তুকে দেবতা বলিয়া জানে তাহার অন্ধকারে গমন হয়, এইরূপ ভূত সকলকে যে আত্মা হইতে ভিন্ন জানে, এই সকলকে যে আত্মা হইতে ভিন্ন জানে, সুতরাং এই ব্রাহ্মণজাতি, এই ক্ষত্রিয়জাতি, এই লোকসকল এই দেবতাগণ, এই ভূতসকল, এবং এই দৃশ্যমান সকলবস্তু যে হেতু এই আত্মা। সুতরাং তাহা পরব্রহ্ম ভিন্ন

নিঃশ্বসিতম্" (বৃ° ২।৪।১°) ইত্যাদি দর্শিতকৃৎস্নজগৎকারণতা তদন্যস্মিন্ কর্ম্মবশ্যে শক্যা ব্যাখ্যাতুম্। ন চানাদৃত্যবিত্তাদিকং মোক্ষোপায়ং পৃচ্ছতীং মৈত্রেয়ীং স্বপত্নীং প্রতি ব্রহ্মান্যং জীবং ব্রুবন্ননাপ্তঃ। তজ্জ্ঞানেন মোক্ষাভাবাৎ "তমেব বিদিত্বা" (শ্বে° ৩।৮) ইতি ব্রহ্মজ্ঞানেনৈব মোক্ষ শ্রবণাৎ। তস্মাদয়ং পরমাত্মৈবেতি ॥ ২০ ॥

ননু জীবোঽয়মাত্মা পত্যাদি প্রিয়তা সংসূচনেন সংসারপ্রত্যয়াৎ। ন চাত্র বাক্য প্রতিজ্ঞানুপরোধার্থম্ "আত্মনস্তকামায়" (বৃ° ২।৪।৫) ইত্যত্রাত্মশব্দেন পরমাত্মানং ব্যাখ্যায়

অথৈক বিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং প্রতিপাদয়ন্নাহুঃ—ন চেতি। কিঞ্চ যাজ্ঞবল্ক্যস্য কদাপ্যনাপ্তত্বং ন সম্ভবেৎ 'ন বা অরে! অহং মোহং ব্রবীমিতি' তস্মাৎ মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণোক্তং পরব্রহ্ম এব ন তু জীবেতি ভাষ্যার্থঃ ॥ ২° ॥

অথ নির্লজ্জসাংখ্যাঃ পুনঃ শঙ্কামবতারয়ন্তি—নম্বিতি। সর্ব্বপ্রীতিবিষয় জীবাত্মা এব তৎ প্রতিপাদয়ন্তি—ন চেতি। সর্ব্বকর্ত্তৃকমিতি সর্ব্বৈরেব প্রাণিসমূহৈস্তং প্রীণয়েৎ, সর্ব্ব কর্ম্মকমিতি স চারাধকঃ

অন্যত্র সম্ভব নহে। অর্থাৎ - সেই সেই অর্থাৎ—সর্ব্বাশ্রয়তা এবং সর্ব্বরূপতা অথবা সর্ব্বজ্ঞতা, অন্যত্র—সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বেশ্বর, শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব হইতে অন্যত্র জীবাদিতে কোন প্রকারে সম্ভব হয় না।

অনন্তর ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি ভিন্ন প্রপঞ্চাদি ভিন্ন বেদাদি সর্ব্বশাস্ত্র কর্ত্তারূপেও শ্রীভগবানের পরম কারণত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন—ন চ ইত্যাদি। "এই পরমপূজ্য পরব্রহ্ম শ্রীভগবানের নিঃশ্বাস হইতে" ইত্যাদি প্রমাণের দ্বারা সমগ্র জগতের পরম কারণতা পরব্রহ্ম হইতে অন্য কর্ম্মবশ্যে জীবে ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হইবে না।

অনন্তর এক বিজ্ঞানের দ্বারা সর্ব্ববিজ্ঞান হয় সেই প্রতিজ্ঞা সত্য প্রতিপাদন করিয়া বলিতেছেন—ন চ ইত্যাদি। যিনি পৃথিবীর পূর্ণ বিত্ত ও বিষয়সুখাদিকে অনাদর করিয়া মোক্ষের উপায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন, সেই নিজ পত্নী শ্রীমৈত্রেয়ীর প্রতি মহর্ষি শ্রীযাজ্ঞবল্ক্য পরব্রহ্ম ভিন্ন অন্য জীবকে প্রতিপাদন করিয়া অনাপ্ত মিথ্যাবাদী হইবেন কেন? যেহেতু জীব জ্ঞানে কাহারও কোনদিন মোক্ষ লাভ হয় না। আরও শ্রীযাজ্ঞবল্ক্যের কদাপি মিথ্যাবাদিত্ব সম্ভব হইবে না, তিনি শ্রীমৈত্রেয়ীকে বলিলেন—অরে মৈত্রেয়ি! আমি তোমাকে মোহ—মিথ্যা বলিতেছিনা" ইত্যাদি।

জীবজ্ঞানের দ্বারা যে মোক্ষ হয় না, তাহা শ্রুতি প্রমাণিত করিতেছেন—"তাঁহাকেই জানিয়া মানব অতিমৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পায়" ইত্যাদি পরব্রহ্ম জ্ঞানের দ্বারাই মোক্ষ হয়। সুতরাং মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণ বর্ণিত আত্মা পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবই, জীব নহে, ইহাই ভাষ্যের অর্থ ॥ ২০ ॥

তত্রারাধকগতত্বং সর্ব্বকর্ত্তৃকং সর্ব্বকর্ম্মকং বা প্রীণনং বিবক্ষণীয়ম্। "যেনার্চ্চিতো হরিস্তেন তর্পিতানি জগন্ত্যপি। রজ্যন্তি জন্তবস্তত্র স্থাবরা জঙ্গমা অপি॥ (পাদ্মে) ইতি স্মৃতেরপি বাচ্যম্। তথা ভাবস্য তত্রাবীক্ষণাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—

ওঁ ॥ উৎক্রমিষ্যত এবং ভাবাদিত্যৌড়ুলোমিঃ

॥ ওঁ ॥ ১।৪।৬।২১।

সর্ব্বানেব জনান্ প্রীতিং করোতু ইতি ন বিবক্ষনীয়ং বক্তব্যবিষয়ং তত্র সঙ্গতেরভাবাৎ প্রমাণয়ন্তি যেনেতি। যেন শ্রীহরিভক্তেন শ্রীহরিরর্চ্চিত আরাধিতস্তেন জগন্ত্যপি তর্পিতান্যারাধিতানি, তত্র তস্মিন্ শ্রীহরিভক্তে স্থাবরাঃ বৃক্ষাদয়ঃ জঙ্গমাঃ গমনশীলাঃ সর্ব্বে প্রাণধারিণো রজ্যন্ত্যনুরাগং প্রকাশয়ন্তি। তথা ভাবস্য তাদৃশপ্রীণনস্য তত্র শ্রীভগবত্যদর্শনাদিত্যর্থঃ। তস্মাদত্রাত্মশব্দেন সাংখ্যোক্তঃ পুরুষ এবগ্রাহ্যো ন তু পরমাত্মেতি। ইত্যেবং শঙ্কায়াঃ সমাধানস্ত্বৌড়ুলোমিমতেন কর্ত্তুং স্বয়ং সূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ উৎক্রমিষ্যতেতি।

অনন্তর নির্লজ্জ সাংখ্যগণ পুনরায় আশঙ্কার অবতারণা করিতেছেন—নন্ু ইত্যাদি। আমাদের বক্তব্য এই যে—মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণে যে আত্মার উপদেশ করিয়াছেন তাহা জীবাত্মাই হইবে, যে হেতু তাহার পতি আদির প্রিয়তা সূচনার দ্বারা সংসার প্রত্যয় হইতেছে, অতএব তাহা পরমাত্মা নহে।

শঙ্কা—যদি বলেন—এই স্থানে বাক্যও প্রতিজ্ঞানুপরোধ হেতু 'আত্মার প্রয়োজনের নিমিত্ত" এই স্থলে আত্মা শব্দের দ্বারা পরমাত্মাকে ব্যাখ্যা করিয়া সেই আরাধকগত সর্ব্বকর্ত্তৃক ও সর্ব্বকর্ম্মক প্রীণন বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ—সকল প্রাণীসমূহ কর্ত্তৃক তাহাকে প্রীতি করিবে, সর্ব্বকর্ম্মক—সেই আরাধক সকল মানবগণকে প্রীতি করুক, এই প্রকার বক্তব্যবিষয় নহে।

এই বিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন—যেন ইত্যাদি। যিনি শ্রীহরির অর্চ্চনা করিয়াছেন, তাঁহা কর্ত্তৃক জগৎ সকল তৃপ্ত করা হইয়াছে, সেই সাধকে স্থাবর জঙ্গমও অনুরঞ্জিত হয়। এই প্রকার স্মৃতিবাক্য। অর্থাৎ—যে শ্রীহরিভক্ত কর্ত্তৃক শ্রীহরি আরাধিত হয়েন, তাঁহার দ্বারা সকল জগৎ আরাধিত হয় এবং সেই শ্রীহরিভক্তে স্থাবর বৃক্ষাদি, জঙ্গম—গমনশীল সকল প্রাণধারিগণ অনুরাগ প্রকাশ করে। সুতরাং উভয় প্রকার প্রীতি আত্মাতে দেখা যায়।

সমাধান—আপনারা এই প্রকার বলিতে পারেন না, সেই প্রকার ভাবের তথায় অদর্শন হেতু। অর্থাৎ তাদৃশ প্রীণন শ্রীভগবানে দেখা যায় না, কিন্তু জীবে বিদ্যমান আছে। অতএব এই প্রকরণে আত্মা শব্দের দ্বারা সাংখ্যশাস্ত্রে বর্ণিত পুরুষকেই গ্রহণ করিতে হইবে, কিন্তু পরমাত্মা নহে ইহাই অর্থ।

উৎক্রমিষ্যতঃ সাধনসম্পন্নস্যাপন্ন পরমাত্মপ্রাপ্তেরিত্থম্ এবং ভাবাৎ সর্ব্বপ্রিয়ত্বাদুপক্রমগতেনাত্মশব্দেন পরমাত্মৈব বোধ্য ইত্যৌড়ুলোমির্মন্যতে।

তদয়মত্র বাক্যার্থঃ—"পত্যুঃ কামায়" (বৃ° ২।৪।৫) মৎপ্রয়োজনায় অহমস্যাঃ প্রিয়ঃ স্যামিত্যেবং রূপায় পতিঃ প্রিয়ো ন ভবতি, কিন্তু আত্মনঃ পরমাত্মনঃ কামায় স্বারাধক প্রিয় প্রতিলম্ভনরূপায় এবেত্যর্থঃ। কাম ইচ্ছা, তং সফলং কর্ত্তুমিত্যর্থঃ। "ক্রিয়ার্থোপপদস্য চ কর্ম্মণি স্থানিনঃ" ইতি সূত্রাচ্চতুর্থী। ভক্ত্যারাধিতঃ খলু ভগবান্ ভক্তানাং সর্ববস্তুগতং প্রিয়ত্বং

সূত্রার্থস্তু ভাষ্যে স্পষ্টম্। অথ স্বয়মেব শ্রুতীনামর্থং বিস্তারয়ন্তি—তদয়মত্রেতি। সফলমিতি সর্ব্বং বস্তুমদ্ভক্তস্যানুকূলমস্তু মদ্ভক্তস্তু মদধিষ্ঠানধিয়া সর্ব্বস্মিন্ বস্তুন্যনুকূলোঽস্ত্বিতি শ্রীভগবতো যোঽভিলাষস্তমহং সফলং কর্ত্তুমিত্যর্থঃ। ততশ্চ পত্যাদিবস্তুনি শ্রীভগবদধিষ্ঠানত্ব সম্বন্ধং বিজ্ঞায় তদীয়ত্বধিয়া সর্ব্বং তদনুকূলয়তি, তস্মাদাত্মৈবাত্র দ্রষ্টব্যেতি, ন তু জীবঃ। ক্রিয়েতি ক্রিয়ার্থা ক্রিয়া উপপদং যস্য তস্য স্থানিনোঽপ্রযুক্তস্য তুমুন্ কর্ম্মণি চতুর্থী স্যাদিত্যর্থঃ। তথাহি শ্রীহরি° ৪।১১৮, 'তুমন্ত ক্রিয়ান্তরে গম্যে তৎ

এই প্রকার সাংখ্যগণের আশঙ্কার সমাধান শ্রীঔড়ুলোমি মতে করিবার নিমিত্ত ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ স্বয়ং সূত্রের অবতারণা করিতেছেন—উৎক্রমিষ্যতে ইত্যাদি। উৎক্রমিষ্যতঃ—সাধন সম্পন্ন শ্রীপরব্রহ্মকে সত্বর লাভ করিবার যোগ্য বিদ্বান সাধকের এই প্রকার ভাব হেতু অর্থাৎ সর্ব্বপ্রিয়তা ভাব হওয়ার নিমিত্ত উপক্রম গত আত্মা শব্দের দ্বারা প্রমাত্মাকেই বুঝিতে হইবে, এই প্রকার শ্রীঔড়ুলোমি মনে করেন।

অনন্তর শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদ মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণের শ্রুতি সকলের অর্থ স্বয়ং বিস্তার করিতেছেন—তদয়ম্ ইত্যাদি। এই স্থানে ঐ বাক্যসকলের অর্থ এই প্রকার—"পত্যুর কামায়" অর্থাৎ—"আমার প্রয়োজনের জন্য আমি এই পত্নীর প্রিয় হইব" এই প্রকার প্রয়োজনের নিমিত্ত পতি পত্নীর প্রিয় হয় না, কিন্তু আত্মা পরমাত্মার প্রীণনের নিমিত্ত, অর্থাৎ যে শ্রীভগবানের ভক্ত তাহার স্বামী এই নিমিত্ত সেই পতির প্রিয়তা সম্পাদনই পতি প্রিয় হয়, অর্থাৎ শ্রীভগবদারাধকের সকল প্রিয় হয়, অতএব এতাদৃশ ভক্তের পত্নীর পতি প্রিয় হয়। কাম শব্দের অর্থ ইচ্ছা, তাহা সফল করিবার জন্য, সফল করিবার—অর্থাৎ সকল বস্তু আমার ভক্তের অনুকূল হউক, এবং আমার ভক্ত কিন্তু আমার অধিষ্ঠান বুদ্ধিতে সকল বস্তুতেই অনুকূল হউক, এই প্রকার শ্রীভগবানের যে অভিলাষ তাহা সফল করিবার জন্য, ইহাই অর্থ।

অতএব পতি প্রভৃতি বস্তুতে শ্রীভগবদধিষ্ঠানত্ব সম্বন্ধ জানিয়া এই পতি আদি সকল শ্রীভগবানের এইরূপ বুদ্ধিতে সকলেই তাহার অনুকূল করে। সুতরাং আত্মাই এই স্থানে দ্রষ্টব্য, জীব নহে।

ক্রিয়া ইত্যাদি—ক্রিয়ার ক্রিয়া উপপদ যাহার স্থানিন প্রযুক্তের তুমুন্ প্রত্যয়ের কর্ম্মে চতুর্থী

সম্পাদয়তি। "অকিঞ্চনস্য শান্তস্য দান্তস্য সমচেতসঃ। ময়া সন্তুষ্ট মনসঃ সর্বাঃ সুখময়া দিশঃ" ॥ (শ্রীভা° ১১।১৪।১৩) ইতি স্মৃতেঃ। যদ্বা পত্যুঃ কামায় পতিং প্রিয়ং ন করোত্যপি তু পরমাত্মনঃ কামায়ৈব "প্রাণবুদ্ধিমনঃ স্বাত্মদারাপত্য ধনাদয়ঃ। যৎ সম্পর্কাৎ প্রিয়া আসং-স্ততঃ কোঽন্বপরঃ প্রিয়ঃ ॥" (শ্রীভা° ১০।২৩।২৭) ইতি স্মরণাৎ।

কর্ম্মণশ্চতুর্থী 'কৃষ্ণায় গোকুলং যাতীতি যথাত্র শ্রীকৃষ্ণদর্শনার্থং গোকুল প্রয়াণং, এবং শ্রীভগবদভিলাষ পুরণার্থং পত্যাদি বস্তু প্রিয়তাভাবনমিতি। অথ সর্ব্বকর্তৃক প্রীণনত্বং প্রতিপাদয়ন্তি—ভক্ত্যেতি। অকিঞ্চনেতি শ্রীমদেকাদশে, টীকা চ শ্রীমদাচার্য্যপাদানাং —ভগবন্তং বিনা কিঞ্চনান্যত্বুপাদেয়ত্বেন নাস্তীত্যকিঞ্চনস্য তত্র হেতুঃ ময়েতি, অকিঞ্চনত্বেনৈব হেতুনা বিশেষণ ত্রয়ম্ দান্তস্যেতি, অন্যত্র হেয়োপাদেয়ত্বরাহিত্যাৎ সমচেতসঃ, সর্ব্বত্র তস্যৈব সাক্ষাৎকারাৎ সর্ব্বেত্যুক্তং, সর্ব্বা দিশস্তদ্বর্ত্তিনোঽর্থাশ্চেত্যর্থঃ। তস্মাৎ শ্রীভগবদারাধন-মহিম্না ভক্তস্য সর্ব্বকর্তৃক প্রীণনং সুস্পষ্টমেব। অথ সর্ব্ব কর্ম্মক প্রীণনং প্রতিপাদয়ন্তি—যদ্বেতি। প্রাণ' বুদ্ধীতি শ্রীদশমে, টীকা চ শ্রীবৃহৎক্রমসন্দর্ভীয়া—যস্য মম সম্পর্কাদ্ধেতোঃ (মদধিষ্ঠানত্বলক্ষণসম্বন্ধাৎ)

হয়। এই সূত্রে 'কামায়' চতুর্থী 'হইয়াছে। এই বিষয়ে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণে বর্ণনা করিয়াছেন—তুমন্ত ক্রিয়ান্তরে গম্যমান হইলে তাহার কর্ম্মের স্থানে চতুর্থী হয়। যেমন—"কৃষ্ণায় গোকুলং যাতি" এই স্থানে যে প্রকার শ্রীশ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবার নিমিত্ত গোকুল প্রয়াণ, সে প্রকার শ্রীভগবানের অভিলাষা সফল করিবার নিমিত্ত পতি প্রভৃতি বস্তুতে প্রিয়তা ভাবনা করা।

অনন্তর সর্ব্ববস্তুগত প্রীণনত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন—ভক্ত্যা ইত্যাদি। শ্রীভক্তির দ্বারা আরাধিত হইয়া শ্রীভগবান ভক্তগণের সর্ব্ববস্তুগত প্রিয়তা সম্পাদন করিতেছেন। যিনি অকিঞ্চন, শান্তচিত্ত, বিজিতেন্দ্রিয় সমচিত্ত এবং আমাকে লাভ করিয়া যাহার মন সন্তুষ্ট, তাঁহার সকল দিকই সুখে পরিপূর্ণ।

এই অকিঞ্চন শ্লোকটি শ্রীএকাদশ স্কন্ধের শ্রীমদাচার্য্য প্রভুপাদের টীকা এই প্রকার—শ্রীমদাচার্য্য প্রভুপাদের টীকা এই প্রকার—শ্রীভগবান বিনা অন্য কোন বস্তু উপাদেয় রূপে নাই এই প্রকার অকিঞ্চনের, যে হেতু আমা কর্তৃক, অকিঞ্চনত্বের জন্যই দান্ত ইত্যাদি তিনটি বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। অন্যত্র কোন বস্তুতে হেয় ও উপাদেয় বুদ্ধি রহিত হেতু সমচিত্ত, সর্ব্বত্র শ্রীভগবানেরই সাক্ষাৎকার হেতু সকল বলিয়াছেন। সকল দিক্ এবং সেই দিগ্‌বর্ত্তি অর্থসকলও সাধকের সুখময় হয় ইহাই অর্থ।

অতএব শ্রীভগবানের আরাধনার মহিমার দ্বারা ভক্তের সর্ব্বকর্তৃক প্রীণন সুস্পষ্ট ব্যক্ত হইয়াছে।

অনন্তর সর্ব্বকর্ম্মক প্রীণন প্রতিপাদন করিতেছেন – যদ্ বা ইত্যাদি। অথবা—পতির কামনার নিমিত্ত পতি প্রিয় করে না, কিন্তু পরমাত্মার কামনার নিমিত্তই প্রিয় হয়। প্রাণ, বুদ্ধি, মন, দেহ, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ধন, প্রভৃতি যাঁহার সম্বন্ধ হেতু প্রিয় হইয়াছে, তাঁহা হইতে পরম প্রিয় কে আছে। এই

কামঃ সুখং, চতুর্থী পূর্ব্ববৎ। তথা চ যৎ সম্পর্কাৎ যৎ সঙ্কল্পাদ্ যৎ সম্বন্ধাদাপ্রিয়মপি প্রিয়ং ভবতি স শ্রীহরিরেব প্রেষ্ঠো দ্রষ্টব্য ইতি। কিঞ্চ নায়মাত্মশব্দো জীবার্থক ইতি শক্যমাগ্রহিতুং তস্য বিভৌ পরেশে মুখ্যত্বোৎপন্নত্বাৎ। ইতরথা "আত্মা বা অরে" (বৃ: ২।৪।৫)

প্রাণাদয়ঃ প্রিয়া আসন্ ভবন্তীত্যর্থঃ। মৎসেবার্থমেব প্রাণাঃ প্রিয়া ভবন্তি, এবং বুদ্ধয়ঃ, এবং মনাংসি, এবং স্বাত্মনো দেহাঃ, ইতি স্ত্রীপুংসয়োরেব দারাপত্যাদয়ঃ। পুংসাং মৎসেবার্থমমী দারা যদি ভবন্তি তদৈব প্রিয়াঃ। অতো ভবতীঃ ভর্ত্তারো নাভ্যসূয়ন্তীতি ভাবঃ। এবমপত্যানি ধনানি চ। ততো মত্তঃ কোঽপরঃ স্ত্রীণাং বা পুংসাং বা প্রিয়োঽস্তি? ন কোঽপি, প্রাণাদয়ো যেঽমী সন্তীতি বক্তব্যং তে মৎ সম্পর্কাদেবেত্যুক্তমেবেতি। অথ মৈত্রেয়ীং প্রতি যাজ্ঞবল্ক্যস্যোপদেশ তাৎপর্য্যমাহুঃ—তথাচেতি।

নহু পতি প্রিয়াদিনা সহাত্মশব্দ বর্ণনাদত্র জীব এব ভবিতুমর্হতি, তথা দ্রষ্টব্যাত্মা তু পরেশঃ' ইতি চেত্তত্রাহুঃ—কিঞ্চেতি। তস্যাত্ম শব্দস্য বিভৌ সর্ব্বব্যাপকে পরেশে সর্ব্বেশ্বরে সর্ব্বকর্ত্তরি শ্রীগোবিন্দদেবে মুখ্যঃ, শ্রীভাগবতে ১০।১৪।৫৫ "কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্" কিঞ্চ শ্রীপ্রমেয়রত্নাবল্যাম্ ১।১১

প্রকার স্মৃতি শাস্ত্রে বর্ণিত আছে।

এই শ্লোকটি শ্রীদশমের—শ্রীবৃহৎক্রমসন্দর্ভীয় টীকা এই প্রকার—যে আমার সম্পর্ক হেতু (আমার অধিষ্ঠানত্ব লক্ষণ সম্বন্ধ বশতঃ) প্রাণাদি সকল পদার্থ প্রিয় হয়, আমার সেবার নিমিত্তই প্রাণাদি প্রিয় হয়, এই প্রকার বুদ্ধ্যাদি, এই রূপ মন, এই প্রকার দেহাদি, আমার সেবার জন্যই প্রিয় হয়, এই প্রকার স্ত্রী পুরুষের দারা পতি প্রভৃতি, অর্থাৎ—পতি পত্নীর ও পত্নী পতির যে প্রিয়তা তাহা আমার সম্বন্ধেই সিদ্ধ হয়। পুরুষের আমার সেবার নিমিত্ত যদি পত্নী হয় তাহা হইলেই সে পতির প্রিয়া হয়। সুতরাং আপনারা নিজ স্বামীদিগকে অসূয়া করেন না ইহাই ভাবার্থ।

এই প্রকার পুত্র কন্যা ধনাদি সকল। সুতরাং আমা হইতে স্ত্রীগণের অথবা পুরুষগণের অন্য কে প্রিয় আছে? কেহই প্রিয় নাই, যে সকল প্রাণ প্রভৃতি আছে, যদি বল তাহারা আমার সম্বন্ধ হেতুই প্রিয় হয় তাহা বলিয়াছি। এই বাক্যটি শ্রীশ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণ পত্নীগণকে বলিয়াছেন। এই স্থানে 'কামায়' শব্দের অর্থ সুখ। পুর্ব্বের ন্যায় ক্রিয়ার্থ ইত্যাদি সুত্রে চতুর্থী হইয়াছে।

অতঃপর শ্রীমৈত্রেয়ীর প্রতি মহর্ষি শ্রীযাজ্ঞবল্ক্যের উপদেশের তাৎপর্য্য বর্ণনা করিতেছেন—তথা চ ইত্যাদি। সারার্থ এই যে যাঁহার সম্পর্ক হেতু, যাঁহার সঙ্কল্প হেতু, অথবা যাঁহার সম্বন্ধ হেতু অপ্রিয় বস্তুও প্রিয় হয় সেই সর্ব্বপ্রিয় শ্রীহরি প্রিয়তমকে দ্রষ্টব্য।

যদি বলেন—শ্রীযাজ্ঞবল্ক্য কর্ত্তৃক পতি প্রিয়াদির সহিত আত্মা শব্দ বর্ণন করা হেতু এই আত্মা জীবই হইবে এবং দ্রষ্টব্য রূপে যে আত্মার উপদেশ করিয়াছেন তিনি পরমেশ্বর হইবেন।

ইত্যনেনানন্বয়াপত্তিঃ। সত্যাং চ তস্যাং বাক্যভেদঃ। স্বীকৃতে চ তস্মিন্ পূর্ব্ববাক্যস্য ন কিঞ্চিৎ ফলং পশ্যামঃ। দ্রষ্টব্যতৌপয়িকত্তয়া তস্যোপদেশাৎ। ন চোভয়ত্রাপি জীবার্থকো-হস্তু ব্রহ্মৈকান্ত ধর্ম্মশ্রুতিব্যাকোপাৎ। যদ্যপ্যয়ং নিগুর্ণাত্মবাদী "চিতিতন্মাত্রেণ তদাত্মকত্বা-দিত্যৌড়ুলোমিঃ" (ব্র০ সু০ ৪।৪।৫।৬) তথাপ্যবিদ্যা বিনিবৃত্তয়ে তাদৃগাত্মাভিব্যক্তয়ে চ শ্রীহরিং

'বিজ্ঞানসুখরূপত্বমাত্মশব্দেন বোদ্ধ্যতে' ইতি।

অনন্বয়াপত্তিঃ—উপক্রমস্থাত্মশব্দস্য 'ন বা অরে! পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্ম-নস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি' অস্য জীবার্থকত্ব স্বীকারে, তেন সহাগ্রিম 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ' ইত্যস্য বাক্যস্যৈকবাক্যতা লক্ষণ সম্বন্ধো ন সম্ভবেৎ, তথাত্বে চ পূর্ব্বাপরয়োর্ব্বাক্যয়োরন্বয়ো ন ভবেদিতি। সত্যাঞ্চ তস্যামন্বয়াপত্তৌ বাক্যভেদঃ। উপক্রম বাক্যম্ জীব প্রতিপাদকং উপসংহার বাক্যন্তু শ্রীভগবৎ প্রতিপা-দকমিতি। কিঞ্চ তুষ্যতু দুর্জ্জনন্যায়েন পূর্ব্ববাক্যেন জীব প্রতিপাদনং পরবাক্যেন ব্রহ্ম প্রতিপাদনমিতি

আপনাদের এই সন্দেহের উত্তরে বলিতেছেন—কিঞ্চ ইত্যাদি। আরও—এই আত্মা শব্দ জীবার্থক বলিয়া আপনারা আগ্রহ করিতে পারিবেন না যে হেতু এই আত্মা শব্দ সর্ব্বব্যাপক বিভু পরমেশ্বর শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবেই মুখ্যরূপে ব্যুৎপাদিত হইয়াছে। অর্থাৎ—মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণে আত্মা শব্দের বিভু সর্ব্বব্যাপক, পরেশ সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বকর্ত্তা শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবেই মুখ্য প্রয়োগ হইয়াছে।

এই বিষয়ে শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে—হে রাজন্! এই যশোদানন্দন শ্রীশ্রীকৃষ্ণকে অখিল আত্মাগণেরও আত্মা বলিয়া জানিবেন। আরও—শ্রীপ্রমেয়রত্নাবলীতে বর্ণন করিয়াছেন—আত্মা শব্দের দ্বারা বিজ্ঞানানন্দ সুখস্বরূপ পরব্রহ্মকেই বোধ করায়। ইতরথা—"অরে মৈত্রেয়ি! আত্মাই দ্রষ্টব্য" এই বাক্যের সহিত অন্বয়ের অনুপপত্তি হয়। যদি তাহা স্বীকার করা যায় তাহা হইলে বাক্যভেদ হইবে, বাক্যভেদ স্বীকার করিলে পূর্ব্ব বাক্যের কোন প্রকার ফল দেখিতেছি না, অতএব দ্রষ্টব্যতা ঔপায়িক রূপে আত্মারই উপদেশ করা হেতু জীবাত্মা নহে, পরমাত্মাই হয়। অর্থাৎ—অনন্বয়াপত্তি—উপক্রমস্থ আত্মা শব্দের "পতির প্রয়োজনের নিমিত্ত পতি প্রিয় হয় না, আত্মার প্রয়োজনের নিমিত্তই পতি প্রিয় হয়" এই বাক্যের জীব অর্থ স্বীকার করিলে, তাহার সহিত অগ্রিম বাক্য—"আত্মাই একমাত্র দ্রষ্টব্য" এই অগ্রিম বাক্যের এক বাক্যতা লক্ষণ সম্বন্ধের সম্ভব হয় না, যদি পূর্ব্ববাক্যে জীব এবং পর বাক্যে পরব্রহ্ম স্বীকার করেন, তাহা হইলে পূর্ব্বাপর বাক্যের অন্বয় বা সঙ্গতি হইবে না।

যদি উপরোক্ত বাক্য স্বীকার অর্থাৎ পূর্ব্ববাক্যে জীব পরবাক্যে পরমেশ্বর অঙ্গীকার করেন, তাহা হইলে অন্বয়াপত্তি বা বাক্যভেদ হইবে, অর্থাৎ—উপক্রম বাক্য জীব প্রতিপাদক এবং উপসংহার বাক্য শ্রীভগবৎ প্রতিপাদক, এইরূপ বাক্যভেদ হইবে।

ভজতি "আর্ত্বিজ্যমিত্যৌড়ুলোমিস্তস্মৈ হি পরিক্রিয়তে" (ব্র° সূ° ৩।৪।১১।৪৫) ইতি বক্ষ্যমানাৎ। অতো ভক্তিরেব সর্ব্বাভীষ্ট সাধিকেতি প্রসিদ্ধম্ ॥ ২১ ॥

স্বীকৃতে চ তস্মিন্ বাক্যভেদে ফলাভাবমাহুঃ—ন কিঞ্চিদিতি। ফলাভাবমেব প্রতিপাদয়ন্তি—সাধকানাং দ্রষ্টব্যতারূপেণ ঔপায়িকতয়া যুক্তিসঙ্গতরূপেণ চ তস্য পরব্রহ্মণ এবোপদেশাৎ। নন্বু কথমনন্বয়াপত্তির্ব্বাক্যভেদঃ ফলাভাবো বা সম্ভবেৎ? পূর্ব্ববাক্যে পরবাক্যে চোভয়ত্রাপি জীবার্থকোঽস্ত, তথাত্বে তস্য প্রকরণস্য ন কিমপি দোষলেশগন্ধস্পর্শেতি চেন্ন, এবং স্বীকারেঽপি ভবতাং মহদ্দোষমাপদ্যতে, তথাত্বে ব্রহ্মৈকান্তধর্ম্মাঃ সর্ব্বজ্ঞত্ব সর্ব্বেশ্বরত্ব সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব সর্ব্বকর্তৃত্ব সর্ব্বকারণত্ব নিত্যাবির্ভূত গুণাষ্টকত্বাদয়ঃ কুত্র যোজয়িতব্যাঃ? জীবে যোজনে পরব্রহ্ম প্রতিপাদিকাশ্রুতিব্যাকোপাপত্তেঃ। যদ্যপ্যয়মৌড়ুলোমী নির্গুণাত্মবাদী 'চিতীতি' সূত্রেণ প্রতিপাদনাত্তথাপি শ্রীহরিং ভজতীতি প্রতিপাদ্যতস্তে—'আর্ত্বিঃ' ইতি সূত্রেণ। তয়োরর্থস্তু ভাষ্যে দ্রষ্টব্যঃ। চিতীতি ব্রহ্মধ্যানাদ্ বিপ্লুষ্টাবিদ্যোমুক্তশ্চিদ্ রূপে ব্রহ্মণ্যুপসম্পন্নশ্চিন্মাত্রেণাবির্ভবতীতি। আর্ত্বিজ্যমিতিস্বামিনস্তস্য নিরপেক্ষ স্বভক্তরক্ষণমার্ত্বিজ্যসদৃশং ঋত্বিক্‌কর্ম্ম তুল্যং ভবতি হি

আরও—"তুষ্যতু দুর্জ্জনঃ" অর্থাৎ দুর্জ্জন প্রসন্ন হউক এই ন্যায় অনুসারে পূর্ব্ববাক্যের দ্বারা জীব প্রতিপাদন করিয়াছেন, এবং পরবাক্যের দ্বারা ব্রহ্ম প্রতিপাদন করিয়াছেন, এই প্রকার স্বীকার করিলেও ঐ বাক্য ভেদে কোনরূপ ফল লাভ হয় না তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন—ন কিঞ্চিৎ ইত্যাদি। বাক্য ভেদ স্বীকার করিলেও কোন ফল লাভ হইবে না।

এই স্থলে ফলাভাব প্রতিপাদন করিতেছেন—সাধকগণের দ্রষ্টব্যতা রূপে এবং ঔপয়িকতয়া যুক্তি সঙ্গত রূপে সেই পরব্রহ্মেরই উপদেশ করিয়াছেন, জীব ও ব্রহ্ম উভয়কে নহে।

শঙ্কা—যদি বলেন—এই স্থানে কি প্রকারে অন্বয়ের অনুপপত্তি হইবে? এবং কি রূপে বাক্য ভেদ অথবা ফলাভাবের সম্ভব হইবে? কারণ পূর্ব্ববাক্যে ও পরবাক্যে উভয়স্থানেই আত্মা শব্দের জীব অর্থ হউক, উভয় স্থানের আত্মা শব্দের জীবার্থক স্বীকার করিলে এই প্রকরণের কোনরূপ দোষলেশের গন্ধমাত্রও স্পর্শ করে না।

সমাধান—আপনারা এই কথা বলিতে পারিবেন না। এই প্রকার স্বীকার করিলে আপনাদের মহান দোষ আসিয়া আপতিত হইবে, তাহা স্বীকারে ব্রহ্মৈকান্ত ধর্ম্ম সকল—সর্ব্বজ্ঞত্ব সর্ব্বেশ্বরত্ব, সর্ব্বনিয়ামকত্ব, সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব সর্ব্বকারণত্ব নিত্যাবিভূ'ত গু াষ্টকাদি পরব্রহ্মের নিত্য ধর্ম্মসকল কোথায় যোজনা করিবেন? জীবে ঐ সকল ধর্ম্ম যোজনা করিলে পরব্রহ্ম প্রতিপাদক শ্রুতি সকলের ব্যাকোপাপত্তি দোষ হইবে। অর্থাৎ—যে শ্রুতিগণ পরব্রহ্মের গুণসকল নিত্য বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন তাহা ব্যর্থ হইবে।

যদিও এই ঔড়ুলোমি ঋষিবর নির্গুণাত্মবাদী 'চিতি' ইত্যাদি সূত্র দ্বারা প্রতিপাদন করা হইয়াছে,

স্যাদেতৎ "স যথা সৈন্ধবখিল্য উদকে প্রাপ্ত উদকমেবানুলীয়তে ন হাস্যোদ্‌গ্রহণায়ৈব স্যাদ্ যতো যতস্তাদদীত লবণমেব এবং বা অরে ইদং মহদ্‌ভূতমনন্তমপারং বিজ্ঞানঘন এব

যতো দেহযাত্রাদিসম্পাদনায় তৈর্ভক্ত্যা স পরিক্রীয়তে ইত্যনয়োঃ সংক্ষেপার্থঃ। অথৈতজ্জীবাত্মনোর্যথার্থ জ্ঞানে শ্রীভক্তিরেব কারণং নান্যমিতি প্রতিপাদয়ন্নুপসংহরন্তি 'অতঃ' ইতি। শ্রীহরিভক্তিরেব ভক্ত ভগবৎ জগদাদীনাং যাথার্থ্য জ্ঞানং দদাতি, তস্মাৎ সৈব সর্ব্বাভীষ্ট সাধিকা। সর্ব্বোপরি ভক্তিহীনানাং ভবতাং তাদৃশং জ্ঞানং কুতঃ সম্ভবেৎ, তস্মাদলমতি প্রজল্প পল্লবিতেন কুতর্কেনেতি॥ ২১॥

অথ নির্জ্জিতা অপি পুনঃ নিস্ত্রপাঃ প্রত্যবতিষ্ঠন্তে সাংখ্যাঃ—স্যাদিতি। মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণে পূর্ব্ব পরয়োর্ব্বাক্যয়োঃ পরমেশ্বরে সঙ্গতিরস্তু, মধ্যমবাক্যস্য কথং সঙ্গতি র্ভবেদিতি। অথ মধ্যমবাক্যং দর্শয়ন্তি স যথেতি। স যথেতি মন্ত্রস্য সাংখ্যনাময়মর্থঃ সৈন্ধব খণ্ডে উদক নিক্ষিপ্তে তত্র বিলীয়মানস্য তস্য

তথাপি তিনি শ্রীহরি ভজন করেন। তাহা 'আর্ত্তিঃ' ইত্যাদি সূত্রে প্রতিপাদন করিয়াছেন। এই সূত্র দ্বয়ের অর্থ তাহার ভাষ্যে দ্রষ্টব্য।

সারার্থ—চিতি—ব্রহ্মধ্যানের দ্বারা পূর্ণ রূপে অবিদ্যা নষ্ট হইয়াছে যেই মুক্ত চিদ্ রূপে ব্রহ্মে উপসম্পন্ন হইয়া চিন্মাত্রে আবির্ভূত হয়। আর্ত্তিজ্য—স্বভক্তরক্ষক স্বামী শ্রীভগবানের নিরপেক্ষ নিজ ভক্তগণের রক্ষণ কার্য্য আর্ত্তিজ্য সদৃশ—ঋত্বিক কর্ম্মতুল্য হয়। যে হেতু দেহযাত্রাদি নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত ভক্তগণ কর্তৃক শ্রীভক্তির দ্বারা সেই শ্রীভগবান পরিক্রয় হয়েন। ইহাই উক্ত সূত্রদ্বয়ের সংক্ষেপ অর্থ।

অতএব শ্রীহরিভক্তিই জীবের সর্ব্বাভীষ্ট সাধিকা ইহা প্রসিদ্ধ আছে। অর্থাৎ—এই জীবাত্মার যথার্থ জ্ঞান বিষয়ে শ্রীহরিভক্তিই একমাত্র কারণ অন্য কেহ নহে এই প্রকার প্রতিপাদন করিয়া উপসংহার করিতেছেন অতএব ইত্যাদি। অতএব শ্রীহরিভক্তিই সর্ব্বাভীষ্ট প্রদায়িকা

শ্রীহরিভক্তিই শ্রীভক্ত, শ্রীভগবান ও জগৎ আদির যথাযথ জ্ঞান প্রদান করেন, সুতরাং তিনিই সর্ব্বাভীষ্ট সাধিকা। বিশেষতঃ সর্ব্বোপরি শ্রীহরিভক্তি বিহীন আপনারা, আপনাদের তাদৃশ জ্ঞান কি প্রকারে সম্ভব হইবে? অতএব আপনাদের সহিত অতিশয় প্রজল্প পল্লবিত কুতর্কের কোন প্রয়োজন নাই॥ ২১॥

অনন্তর নির্জ্জিত হইয়া সাংখ্যগণ পুনরায় লজ্জাহীন হইয়া শুষ্কতর্ক করিবার জন্য অবস্থান করিতেছেন—স্যাদেতৎ ইত্যাদি। তাহাই হউক আপনাদের সিদ্ধান্ত কথঞ্চিৎ মানিয়া লইলাম। অর্থাৎ—মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণে পূর্ব্ববাক্যের ও পরবাক্যের শ্রীপরমেশ্বরে সঙ্গতি হউক। কিন্তু মধ্যম বাক্যের কি প্রকারে সঙ্গতি হইবে? ইহাই সাংখ্যবাদিগণের হৃদয়ের অভিপ্রায়। এই প্রকার অসঙ্গতি মনে বিচার করিয়া বলিতেছেন—তাহাই হউক।

এতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানুবিনশ্যতি" (বৃ° ৪।৪।১৩) ইত্যেতন্মধ্যমবাক্যং কথং প্রতিসমাধেয়ম্? তন্ত্রোক্তজীবসাধনে নিপুণতরত্বাৎ, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—

ওঁ ॥ অবস্থিতেরিতি কাশকৃৎস্নঃ ॥ ওঁ ॥ ১।৪।৬।২২।

উদেকে সৈন্ধবখিলস্যৈব বিজ্ঞানঘন শব্দিতস্য জীবেতরস্য মহতো ভূতস্য পরমাত্মনোঽবস্থিতেরুপদেশাত্তন্মধ্যগতং বাক্যং পরমাত্মপরমেব। তথা চ পরাপরাত্মনোর্ভেদ প্রত্যয়াৎ

লবণস্যোদ্ গ্রহণং কর্ত্তুমশক্যং যতো যত উদক প্রদেশাৎ স আদীয়তে তত্তৎ প্রদেশং লবণমেব, ন তুদক লবণয়োঃ পার্থক্যেন প্রাপ্তিঃ। এবমিদং প্রত্যগ্ রূপং মহৎ পূজ্যমনবচ্ছিন্নং ভূতং সত্যমনন্তং নিত্যমপারং বিভুমীদৃশং বস্তু বিজ্ঞানঘনো জীবঃ প্রকৃত্যধ্যাসী সন্ দেহেন্দ্রিয় ভাবেন পরিণতেভ্যো ভূতেভ্য খাদিভ্য এব সমুত্থায় তৈঃ সংসৃষ্টঃ সন্ দেবমানবাদি সংজ্ঞয়া ব্যক্তীভূয়ঃ তান্যেব ভূতান্যনুবিনশ্যতি, অন্ন পশ্চাদ্ বিনশ্যতি তদ্ বিনাশেন বিনাশী ভবতীতি এতন্মধ্যমবাক্যং কথং কেন প্রকারেণ সমাধেয়ম্? এতৎ প্রকরণেন জীবে প্রতিপাদিতে সতি ন কাচিদাশঙ্কা তস্মাত্তন্ত্রোক্তজীব এবেত্যাহুঃ—তন্ত্রোক্তেতি। ইত্যেবং শঙ্কায়াঃ কাশকৃৎস্নীয়মতমনুসৃত্য সমাদধাতি ভগবান্ শ্রীসূত্রকারঃ—অবস্থিতেরিতি। সূত্রার্থস্তু ভাষ্যে সুস্পষ্টমেব। স

অতঃপর মধ্যমবাক্য প্রদর্শিত করিতেছেন—স যথা ইত্যাদি। যে প্রকার সৈন্ধব খণ্ড জলে নিক্ষিপ্ত করিলে জলের মধ্যে বিলীন হইয়া যায়, তাহা আর গ্রহণ করা যায় না, যে দিক্ হইতেই ঐ জল গ্রহণ করা যায় লবণই গ্রহণ করা হয়, সেই রূপ এই মহদ্ভূত অনন্ত অপার বিজ্ঞান ঘনই হয়, এই ভূত সকল তাহা হইতে সমুত্থিত হইয়া তাহাতেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়" এই মধ্যস্থলের বাক্য কিরূপে সমাধান করিবেন, কিন্তু এই মধ্যম বাক্যের দ্বারা কাপিল তন্ত্রোক্ত জীব সাধন করিলে সুনিপুণ ভাবে সঙ্গতি সিদ্ধ হয়। 'স যথা' এই মন্ত্রের সাংখ্যপক্ষে এই প্রকার অর্থ হইবে—যে প্রকার সৈন্ধব খণ্ড জলের মধ্যে নিক্ষেপ করিলে জলে বিলীয়মান লবণের গ্রহণ করা অসম্ভব, যে যে উদক প্রদেশ হইতে জল গ্রহণ করিবে সেই সেই প্রদেশ লবণই, জল ও লবণের কোন প্রকার পার্থক্য বোধ হয় না।

সেইরূপ এই প্রত্যক্ রূপ, মহৎপূজ্য, অনবচ্ছিন্ন, ভূত-সত্য, অনন্ত-অপার অর্থাৎ নিত্য ও বিভু ঈদৃশ বস্তু বিজ্ঞানঘন জীব প্রকৃতিতে অধ্যস্ত হইয়া দেহেন্দ্রিয়াদি ভাবে পরিণত ভূত-আকাশাদি হইতে সমুত্থিত হইয়া তাহাদের দ্বারা সংসৃষ্ট হইয়া দেবমানবাদি নামের দ্বারা ব্যক্ত হইয়া সেই ভূত সকলের বিনাশ হইলে দেব মানবাদি সংজ্ঞাও বিনাশ প্রাপ্ত হয়, এই প্রকার মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণের মধ্যস্থিত বাক্য কি প্রকারে সমাধান করিবেন? কিন্তু এই প্রকরণে জীব প্রতিপাদন করিলে কোন প্রকার আশঙ্কা উদ্ভব হইবে না, সুতরাং তন্ত্র বর্ণিত জীবকেই শ্রীযাজ্ঞবল্ক্য নির্ণয় করিয়াছেন, অতএব জীব স্বীকার করিলেই সুনিপুণ ভাবে সঙ্গতি হয়।

ন মহদ্‌ভূতমনন্তং বস্ত্বেব বিজ্ঞানঘনো জীব ইতি কাশকৃৎস্নো মন্যতে। অয়মত্র নিষ্কর্ষঃ— "যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্"(বৃ০ ৪।৫।৪) ইতি মোক্ষোপায়ং পৃষ্টো মুনিঃ "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" (বৃ০ ৪।৫।৬) ইত্যাদিনা পরমাত্মোপাসনং তদুপায়মুক্ত্বা "আত্মনি খল্বরে দৃষ্টে"

যথা সৈন্ধবেত্যস্য যথার্থব্যাখ্যা—সৈন্ধবখণ্ডো যথোদকে ক্ষিপ্তস্তদ্ ব্যাপ্নোতি ন চাস্যোদ্ধৃত্য গ্রহণং ভবেৎ। অরে! মৈত্রেয়ি! এবমেব বিজ্ঞানঘনে জীবে ইদং মহদ্‌ভূতমনন্তমপারং ব্রহ্ম ব্যাপ্য অস্তীত্যর্থঃ, কৃৎস্নং জীবস্বরূপং তদ্‌ব্যাপ্যং ভবতি, ন তু বহিস্তেনাবৃতমিতি। এতদভিপ্রায়েণাহ শ্রুতিঃ "অণোরণীয়ান্" (কঠ০ ১।২।২০) এবঞ্চ সর্ব্বাবচ্ছেদেন ব্যাপ্তিরপি সমর্থয়তি শ্রুতিঃ "তিলেষু তৈলং দধিনীব সর্পিঃ" (শ্বে০ ১।১৫) ইতি শ্বেতাশ্বতরাণাম্। ইত্থঞ্চ পরমোপাস্য শ্রীমদ্ গোবিন্দদেবস্য ভক্তেষু (জীবেষু) সদা সান্নিধ্যাত্তস্যোপাসনে প্রবৃত্তেরুৎসাহো যোগ্য ইতি ভাবঃ। স চ বিজ্ঞানঘনো জীবঃ, তং সর্ব্বব্যাপকং শ্রীগোবিন্দদেবং যদি নোপাস্তে তর্হি এতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানুবিনশ্যতি, তদুৎপত্তিবিনাশৌ আত্মনি মন্যমানঃ

এই প্রকার আশঙ্কার শ্রীকাশকৃৎস্ন মুনির মতানুসারে ভগবান্ সূত্রকার শ্রীবাদরায়ণ সমাধান করিতেছেন—অবস্থিতি ইত্যাদি। জলের মধ্যে সৈন্ধবখণ্ডের ন্যায় বিজ্ঞানঘন শব্দবাচ্য জীব হইতে ভিন্ন মহান ভূত পরম পূজনীয় পরমাত্মার অবস্থানের উপদেশ করা হেতু মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণের মধ্যস্থ বাক্য পরমাত্মাই প্রতিপাদন করিয়াছেন।

অতএব পরমাত্মা শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব, অপরাত্মা জীব এই উভয়ের ভেদ প্রতীতি বশতঃ মহদ্ ভূত, অনন্ত যে বস্তু তাহা বিজ্ঞানঘন জীব হইতে পারে না। এই প্রকার মহর্ষি শ্রীকাশকৃৎস্ন সিদ্ধান্ত করেন।

"স যথা সৈন্ধবখিল্য" এই মন্ত্রের স্বসিদ্ধান্তে যথার্থ ব্যাখ্যা এই প্রকার—সৈন্ধবখণ্ড যেমন জলে নিক্ষিপ্ত করিলে তাহা সম্পূর্ণ জলে ব্যাপিয়া থাকে, কিন্তু তাহাকে পৃথক্ করিয়া গ্রহণ করিতে পারেন না, হে মৈত্রেয়ি! এই প্রকার বিজ্ঞান ঘনে জীবে এই মহৎ ভূত পরম পূজ্য, সত্যস্বরূপ অনন্ত অপার লীলা বিলাসী করুণাময় পরব্রহ্ম ব্যাপিয়া বিদ্যমান আছেন ইহাই অর্থ।

সমগ্র জীবস্বরূপ পরব্রহ্ম কর্ত্তৃক ব্যাপ্য হয়, কিন্তু তিনি জীব কর্ত্তৃক আবৃত নহেন। এই অভিপ্রায়েই শ্রুতি বলিয়াছেন—শ্রীভগবান অণু হইতেও অণুতম। এই প্রকার সর্ব্বাবচ্ছেদে শ্রীভগবান্ ব্যাপিয়া আছেন শ্রুতি তাহাও সমর্থন করিয়াছেন—তিলের মধ্যে তৈল যেমন সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া আছে, দধিতে যেমন সর্পিঃ বিদ্যমান আছে" এই প্রকার পরমোপাস্য শ্রীমদ্ গোবিন্দদেবের নিজ ভক্তগণ মধ্যে সর্ব্বদা সন্নিধি হেতু তাঁহার উপাসনার উৎসাহ প্রদান করা যোগ্যই হইতেছে, সেই বিজ্ঞানঘন জীব, সেই সর্ব্বব্যাপক শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবকে যদি উপাসনা না করে তাহা হইলে এই ভূত সকল হইতে সমুত্থিত হইয়া পুনরায় তাহাতেই প্রবেশ করে, অর্থাৎ ভূত সকলের উৎপত্তি ও বিনাশ নিজেতেই—আত্মাতেই হইতেছে

(বৃং ৪।৫।৬) ইত্যাদিনা উপাস্য লক্ষণম্ "স যথা দুন্দুভেঃ" (৪।৫।৮) ইত্যাদিনা উপাসনোপকরণং করণনিয়মনঞ্চ সামান্যাদুপদিশ্য "স যথাদ্রৈধাগ্নেঃ" (৪।৫।১১) ইত্যাদিনা "স যথা

সংসরতীত্যর্থঃ। যদ্যসৌ তমুপাসতে তদা প্রেত্য শ্রীভগবল্লোকং প্রাপ্য তত্র বিরাজতস্তস্য সংজ্ঞা নাস্তি, ভূত সংসৃষ্টতয়া দেবমনুষ্যাদি ধীরাত্মনি ন ভবতীর্থঃ, স্বরূপনিষ্ঠ শ্রীভগবদ্ ভৃত্যত্বধীস্তত্র স্ফুরত্যেবেত্যর্থঃ। ন চ বিজ্ঞানঘনশব্দস্য মহদ্ বিশেষণত্বমিতি বাচ্যম্ ক্লীবত্বাভাবাৎ। তস্মাৎ শ্রীপরমেশ্বরোহয়মত্র প্রকরণ প্রতিপাদ্য অথ মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণস্য সারার্থং প্রতিপাদয়ন্তি শ্রীমদ্ ভাষ্যকারচরণাঃ—অয়মিতি। উপাস্য লক্ষণমিতি যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং স্যাৎ স পরমাত্মা ইত্যর্থাদুপাস্যলক্ষণমুক্তং ভবতি। উপাসনা চ—স যথা দুন্দুভেরিতি। যথা বাদ্যমানস্য দুন্দুভিশঙ্খাদের্ধ্বনৌ নিহিতমনা তং ধ্বনিমেব গৃহ্ণাতি নান্যমেবং শ্রীগোবিন্দদেব নিহিতমনা শ্রীগোবিন্দদেবমেব গৃহ্ণীয়াৎ ন ততোহন্যদিতি করণ সংযমস্তদুপাসনোপযোগীত্যর্থঃ।

ইহা মনে করিয়া সংসার যাতনা প্রাপ্ত হয়।

জীব যদি সেই করুণাময় শ্রীভগবানকে উপাসনা করে তাহা হইলে প্রেত্য শ্রীভগবানের নিত্য ধামে গমন করিয়া তথায় অবস্থান করে এবং তৎকালে তাহার কোন প্রকার সংজ্ঞা থাকে না, অর্থাৎ পঞ্চমহাভূত সংসৃষ্টরূপে দেব মানবাদি বুদ্ধি আত্মাতে (নিজে) থাকে না ইহাই অর্থ। কিন্তু স্ব স্বরূপনিষ্ঠ শ্রীভগবানের সেবকত্ব বুদ্ধি শ্রীবৈকুণ্ঠে সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়।

যদি বলেন—বিজ্ঞানঘন শব্দ মহৎ শব্দের বিশেষণ হয়" তাহা বলিতে পারেন না, যে হেতু বিজ্ঞানঘন শব্দ ক্লীবলিঙ্গ নহে, সুতরাং বিজ্ঞানঘন শব্দ ক্লীবলিঙ্গ না হওয়া হেতু মহৎ শব্দের বিশেষণ হইতে পারে না। অতএব এই প্রকরণের প্রতিপাদ্য শ্রীপরমেশ্বরই, জীব নহে।

অনন্তর মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণের সারাংশ শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদ প্রতিপাদন করিতেছেন—অয়ম্ ইত্যাদি। শ্রীমৈত্রেয়ী মহর্ষি শ্রীযাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হে ঋষিবর! যাহার দ্বারা আমি অমৃত হইতে পারিব না তাহা গ্রহণ করিয়া কি করিব ?"

এই প্রকার শ্রীমৈত্রেয়ী মোক্ষলাভের উপায় প্রশ্ন করিলে – মুনিবর শ্রীযাজ্ঞবল্ক্য — অরে মৈত্রেয়ি! আত্মাই একমাত্র দ্রষ্টব্য, অন্য নহে ইত্যাদির দ্বারা শ্রীপরমাত্মার উপাসনা এবং তাহার উপায়— শ্রীভগবৎ লাভের উপায় বর্ণনা করিয়া "আত্মাকে দর্শন করিলে" ইত্যাদি দ্বারা উপাস্য লক্ষণ—অর্থাৎ — যে পরম বস্তুকে বিশেষভাবে জানিলে এই সকল বস্তুকে জানা যায় তিনি পরমাত্মা এই অর্থ হইতে উপাস্য লক্ষণ উক্ত হইল। এবং "যে প্রকার দুন্দুভি" ইত্যাদি দ্বারা উপাসনার উপকরণ তথা করণ গ্রামের নিয়মন সামান্য রূপে উপদেশ করিয়া, অর্থাৎ—উপাসনা—"যেমন দুন্দুভি" অর্থাৎ যে প্রকার বাদ্যমান দুন্দুভি শঙ্খ প্রভৃতির ধ্বনিতে নিবিষ্টমন ব্যক্তি কেবলমাত্র সেই ধ্বনিই গ্রহণ করে অন্য নহে সেই প্রকার শ্রীশ্রীগোবিন্দ

সর্ব্বাসামপাম্" (৪।৫।১২) ইত্যাদিনা চ সবিস্তরং তদুভয়ং পুনরুক্ত্বাত্র মোক্ষোপায় প্রবৃত্তি প্রোৎসাহনায় "স যথা সৈন্ধব" (৪।৫।১৩) ইত্যাদিনা সদৈবোপাস্য সান্নিধ্যমুপপাদ্য "এতেভ্য এব ভূতেভ্যঃ সমুত্থায়" (৪।৫।১৩) ইত্যনুপাসকস্য দেহোৎপত্তিবিনাশানুকারিতয়া সংসরতো দেহাত্ম ভ্রান্তিং প্রদর্শ্য "ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তি" (১৩) ইত্যুপাসকস্য তু পরমং দেহবিয়োগং প্রাপ্য বিমুক্তস্য তদানীং স্বাভাবিক স্বস্থানোদয়াদ্ ভূত সংঘাতেন একীকৃত্যাত্মনি দেবমনুষ্যাদি- ধীর্নাস্তীত্যভিধায় "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি" (১৫) ইত্যাদিনা মুক্তস্যাপি তস্য পরমাত্মানমাশ্রয়- মুপদিশ্য "যেনেদং সর্ব্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াৎ" (১৫) ইতি তস্য দুর্জ্ঞেয়ত্বমাপাদ্য

স যথা আর্দ্রৈধাগ্নেঃ' পুনরুপাস্য লক্ষণম্. যথাদ্রকাষ্ঠযুক্তাদগ্নের্ধূমবিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি, এবং যস্মাৎ সর্ব্বাশ্রয়াৎ বেদাদয়ো নিঃশ্বসিতরূপা নিত্যশব্দাঃ প্রাদুর্ভবন্তি স শ্রীভগবানিতি মন্ত্রার্থঃ। সর্ব্বাসামপামিতি যথা সর্ব্বাসামপাং সমুদ্রো মুখ্যাশ্রয়ো যথা চ সর্ব্বেষাং স্পর্শাদীনাং ত্বগাদয়ো গ্রাহকাঃ, যথা শ্রীহরিরেব সর্ব্বেন্দ্রিয় ব্যাপারাশ্রয়স্তদ্ গ্রাহী চেতি তদর্থঃ। শিষ্টং বিস্ফুটার্থম্।

দেবে নিহিতমনা সাধক শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবকেই গ্রহণ করে, তাঁহা হইতে অন্য কোন বস্তু গ্রহণ করে না, এই ভাবে করণসমূহ সংযম তাঁহার উপাসনার উপযোগী হয় ইহাই অর্থ।

এই প্রকার উপদেশ করিয়া—"যে প্রকার আদ্রকাষ্ঠযুক্ত অগ্নি হইতে" ইত্যাদির দ্বারা, অর্থাৎ আদ্রকাষ্ঠ ইত্যাদি পুনরায় উপাস্য লক্ষণ বর্ণন করিতেছেন—যে প্রকার আদ্রকাষ্ঠ যুক্ত অগ্নি হইতে ধূম ও বিস্ফুলিঙ্গ সকল বিচ্ছুরিত হয়, সেই প্রকার সেই সর্ব্বাশ্রয় শ্রীভগবান হইতে বেদাদি নিঃশ্বাসরূপ নিত্য শব্দ সকল প্রাদুর্ভূত হয়, তিনিই শ্রীভগবান হয় ইহাই মন্ত্রের অর্থ। এবং "সকল জলের যেমন" ইত্যাদি, অর্থাৎ—যেমন নদী প্রভৃতির সকল জলের সমুদ্রই মুখ্য আশ্রয় এবং যে প্রকার সকল স্পর্শাদির ত্বগাদি ইন্দ্রিয় সকল গ্রহক, সেই প্রকার শ্রীহরি একমাত্র সমস্ত ইন্দ্রিয় ব্যাপারের আশ্রয় এবং তাহার গ্রহণ কর্ত্তাও হয়েন।

ইত্যাদির দ্বারা সবিস্তার উপাস্য এবং উপাসনা এই উভয় পদার্থ পুনরায় নিরূপণ করিয়া, এই স্থলে মোক্ষের উপায় ও তাহাতে প্রবৃত্তি হওয়া, এই প্রবৃত্তিতে প্রোৎসাহনের নিমিত্ত—"যে প্রকার সৈন্ধব" ইত্যাদির দ্বারা সাধক সর্ব্বদাই উপাস্যদেবের সান্নিধ্য লাভ, প্রতিপাদন করিয়া—"এই ভূত সকল হইতে সমুত্থিত হইয়া" এই প্রকার যে শ্রীভগবানের উপাসনা করে না তাহার দেহোৎপত্তি এবং বিনাশের অনু- করণরূপে সংসার পরিভ্রমণ রূপ দেহাত্ম ভ্রম প্রদর্শন করিয়া—"প্রেত্য সংজ্ঞা নাই" এতৎ দ্বারা উপাসকের কিন্তু পরম দেহ বিয়োগ প্রাপ্ত হইয়া বিমুক্ত সাধকের সেই কালে স্বাভাবিক নিজ স্বরূপের জ্ঞানোদয় হেতু পঞ্চভূত সমূহের সহিত এক করিয়া আত্মাতে দেব মনুষ্যাদি বুদ্ধি থাকে না" ইহা প্রতিপাদন করিয়া—

"বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ" (১৫) ইতি প্রক্রমোক্তাৎ তৎ প্রসাদরূপাত্তুপদেশাদ্ বিনা তং সর্ব্বজ্ঞমীশ্বরং কেনোপায়েন জানীয়াৎ, ন কেনাপীত্যেতদেবোপাসনমমৃতত্বোপায়ঃ পরমাত্মাপ্তিরেবামৃতত্বমিত্যুপসংহৃতবান্। অতঃ পরমাত্মৈবাস্মিন্ বাক্যসন্দর্ভে নিরূপ্যতে, ন তু তন্ত্রোক্তঃ পুমান্ন চ তদধিষ্ঠিতা প্রকৃতিরিতি ॥ ২২ ॥

৭ ॥ *প্রকৃত্যধিকরণম্* ॥

বৃহদারণ্যকে সাংখ্যা মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণে যে হি। আত্মানং জীবমাহুস্তে অহো তেষাং কুবুদ্ধিতা ॥
পতি পুত্র প্রিয়ত্বাদি ব্যাখ্যানাৎ পরমেশ্বরঃ। সর্ব্বেষাং প্রিয়রূপোঽসৌ যাজ্ঞবল্ক্যেন নিশ্চিতম্ ॥ ২২ ॥

ইতি বাক্যান্বয়াধিকরণং ষষ্ঠং সমাপ্তম্ ॥ ৬ ॥

৭ ॥ *প্রকৃত্যধিকরণম্* ॥

গতে নিরীশ্বরে সাংখ্যে কপিলেঽস্ত প্রবর্ত্ততে। পতঞ্জলীতি বিখ্যাতঃ সেশ্বরসাংখ্যনামধৃক্ ॥

"যে স্থানে দ্বৈতের ন্যায় হয়" ইত্যাদির দ্বারা সেই মুক্তসাধকের শ্রীপরমাত্মার আশ্রয় লাভ হয়, এই প্রকার উপদেশ করিয়া—"যিনি এই সকল পদার্থ জানেন, তাঁহাকে কেহ জানিতে পারে না" ইত্যাদির দ্বারা পরব্রহ্মকে দুর্জ্ঞেয় রূপে প্রতিপাদন করিয়া—"অরে মৈত্রেয়ি ! বিজ্ঞাতা সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরকে কোন উপায়ে কে জানিতে পারে ?

এই প্রকার প্রক্রম বাক্যে উত্তর প্রদান করা হেতু, তাঁহার প্রসাদরূপ উপদেশ বিনা, অর্থাৎ শ্রীভগবানের করুণা প্রেরিত শ্রীভক্তের উপদেশ বিনা সেই সর্ব্বজ্ঞ, ঈশ্বর শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবকে কোন উপায়ের দ্বারা জানিবে ? অর্থাৎ কোন প্রকার উপায়ের দ্বারা নহে, অতএব তাঁহার উপাসনাই অমৃত লাভের শ্রেষ্ঠ উপায় হয় এবং পরমাত্মা শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবকে লাভ করাই অমৃতত্ব লাভ, মহর্ষি শ্রীযাজ্ঞবল্ক্য নিজ ভার্য্যা শ্রীমৈত্রেয়ীকে এই প্রকার উপদেশ করিয়া প্রকরণের উপসংহার করিয়াছেন। অতএব পরমাত্মা শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবই এই বৃহদারণ্যকোক্ত মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণের বাক্যসন্দর্ভে নিরূপণ করিতেছেন, কিন্তু কাপিলতন্ত্র কথিত জীবাত্মা নহে, এবং জীবাধিষ্ঠাতা প্রকৃতিও নহে।

বৃহদারণ্যকোপনিষদের মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণে বর্ণিত আত্মাকে যে সাংখ্যগণ জীব বলিয়া আগ্রহ প্রকাশ করেন তাহা তাঁহাদের কুবুদ্ধি মাত্র। পতি, পুত্র প্রিয়ত্বাদি ব্যাখ্যান হেতু শ্রীপরমেশ্বর সকল জীবের পরম প্রিয় স্বরূপ, এই প্রকার শ্রীযাজ্ঞবল্ক্য কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে ॥ ২২ ॥

এই প্রকার বাক্যান্বয়াধিকরণ ষষ্ঠ সমাপ্ত হইল ॥ ৬ ॥

এবং নিরীশ্বরং প্রধানবাদং নিরস্য স্বেশ্বরং তমীদানীং নিরস্যন্ বিশ্বকারণতাবাদি বাক্যানি পরস্মিন্ ব্রহ্মণি প্রবর্ত্তয়তি "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" (তৈ° ২।১।৩) "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" (তৈ° ৩।১।১) "সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্" (ছা° ৬।২।১) "তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়" (ছা° ৬।২।৩) "স ঐক্ষত লোকান্ নু সৃজা" (ঐ° ১।১।১ ইত্যাদীনি বচাংসি শ্রূয়ন্তে।

অথ পূর্ব্বত্র বাক্যান্বয়াধিকরণে বেদান্তবাক্যৈঃ পরব্রহ্মৈব জগৎকারণং নিরূপ্যাত্র প্রকৃত্যধিকরণে স এব জগন্নিমিত্তোপাদানমিতি নিরূপয়ন্তীত্যধিকরণসঙ্গতিঃ।

বিষয়ঃ—অথ প্রকৃত্যাধিকরণস্য বিষয়বাক্যমবতারয়ন্তি—এবমিতি। তস্মাদিতি তৈত্তিরীয়কে, আত্মনঃ সকাশাদাকাশঃ সম্ভূতো জাতেতি বাক্যার্থঃ। যতো বেতি তৈত্তিরীয়কে. যতো যস্মাদ্ ব্রহ্মণঃ সকাশাদিমানি ভূতানি জায়ন্ত ইত্যর্থঃ। সদেবেতি ছান্দোগ্যে, হে সৌম্য! ইদং পরিদৃশ্যমানং জগদগ্রে সৃষ্টেরগ্রে সদেব সূক্ষ্মমেবাসীৎ, তত্তু নানাকার্য্যকারণাদি রহিতমেকমেব, দ্বিতীয়াদিসহায় শূন্যমিতি বাক্যার্থঃ। তদৈক্ষতেতি ছান্দোগ্যে—তৎ পরব্রহ্ম ঐক্ষত পর্য্যালোচয়ামাস বহুস্যাং মহদাদিরূপেণানেকো ভূত্বা প্রজায়েয়েতি। স ঐক্ষতেতি—ঐতরেয়োপনিষদি—স সর্ব্বকৃৎ পরব্রহ্ম ঐক্ষত জীবানাং শুভাশুভং

৭॥ প্রকৃত্যধিকরণ—

অনন্তর প্রকৃত্যধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন। নিরীশ্বর সাংখ্যবাদী মহর্ষি কপিল পলায়ন করিলে, অধুনা সেশ্বর সাংখ্য নামধারী মহর্ষি পাতঞ্জলি পূর্ব্বপক্ষ করিতে প্রবর্ত্তিত হইতেছেন।

এই প্রকার পূর্ব্বে বাক্যান্বয়াধিকরণে বেদান্ত বাক্য সকলের দ্বারা পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবই জগৎকারণ নিরূপণ করিয়া, এই প্রকৃত্যধিকরণে তিনিই এই জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ নিরূপণ করিতেছেন. এই প্রকার অধিকরণ সঙ্গতি প্রদর্শিত হইল।

বিষয়—অতঃপর প্রকৃত্যধিকরণের বিষয়বাক্যের অবতারণা করিতেছেন—এবম্ ইত্যাদি। এই প্রকার নিরীশ্বরবাদী মহর্ষি কপিল কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত প্রধানকারণ বাদ নিরসন করিয়া, সেশ্বর বাদী মহর্ষি পতঞ্জলি কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত প্রধান কারণবাদ নিরসন পূর্ব্বক বিশ্বকারণতা বাদি বাক্য সকল পরব্রহ্ম শ্রীশ্রী-গোবিন্দদেবে প্রবর্ত্তিত করিতেছেন—তস্মাৎ এই মন্ত্রটি তৈত্তিরীয়কোপনিষদের "আত্মার নিকট হইতে এই আকাশ জাত হয়" যতো বা" এই মন্ত্রটিও তৈত্তিরীয়কোপনিষদের—যে পরব্রহ্মের সকাশ হইতে এই ভূত সকল জাত হয়" ইহাই অর্থ।

সদেব" এইটি ছান্দোগ্যোপনিষদের মন্ত্র, হে সৌম্য! এই পরিদৃশ্যমান জগৎ অগ্রে—সৃষ্টির অগ্রে 'সদেব' সূক্ষ্মরূপে ছিল, তাহা কিন্তু—নানা প্রকার কার্য্যকারণাদি রহিত একমাত্র এবং দ্বিতীয়াদি

কিমেষু নিমিত্তমেব ব্রহ্ম মন্তব্যম্ ? কিম্বা নিমিত্তোপাদানরূপং তৎ ? ইতি বীক্ষায়াং পূর্ব্বপক্ষো দর্শ্যতে।

তথাহি যদ্যপি উপনিষদঃ "তস্মাদ্বা এতস্মাদ্" ইত্যাদিভির্ব্বাক্যৈর্জগৎ কারণতয়া পরব্রহ্ম আহুঃ। তথাপি তাসু নিমিত্তমাত্রতা তস্য মন্তব্যা, "তদৈক্ষত" (ছা০ ৬।২।৩) "স ঐক্ষত"

পর্য্যালোচয়ামাস, তথা কৃত্বা লোকান্ দেবমানবাদি শরীরান্ ভূতাদি লোকান্ বা সৃজা সৃষ্টিঞ্চকারেত্যর্থঃ। নু নিশ্চয়ে, স এবাস্য স্রষ্টা নত্বন্যে ইতি নিশ্চয়ঃ। শ্রুতিম্বিত্যাদীনি সৃষ্টি প্রতিপাদকানি বহূনি বচাংসি শ্রূয়ন্ত ইতি বিষয়বাক্যম্।

সংশয়ঃ—ইত্যেবং প্রকৃতাধিকরণস্য বিষয়বাক্যে সংশয়মবতারয়ন্তি—কিমিতি, স্পষ্টম্।

পূর্ব্বপক্ষঃ—অথ পূর্ব্বোক্তেষু শ্রুতিবাক্যেষু ব্রহ্ম কিং জগতঃ নিমিত্তকারণং? কিং বোপাদান কারণং ? অথবোভয়রূপমিতি সংশয়ে পূর্ব্বপক্ষমবতারয়ন্তি—তথাহীতি। তথাহীত্যস্যায়মর্থঃ—পূর্ব্বত্রৈক বিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞান শ্রবণাৎ বীক্ষাপূর্ব্বক সৃষ্টি শ্রবণাচ্চ সৃষ্টিকার্য্যে ব্রহ্ম নিমিত্তমাত্রং ভবত্বিতি। ভাষ্যন্তু

সহায় শূন্য ছিল। তদৈক্ষত" এই মন্ত্রটিও ছান্দোগ্যোপনিষদের। সেই পরব্রহ্ম ঈক্ষণ করিলেন অর্থাৎ পর্য্যালোচনা করিলেন বহু—মহদাদি রূপে অনেক হইয়া জাত বা উৎপন্ন হইব" ইত্যাদি।

স ঐক্ষত" এইটি ঐতরেয়োপনিষদের মন্ত্র, সেই সর্ব্বকর্ত্তা পরব্রহ্ম ঈক্ষণ—অর্থাৎ জীবগণের শুভ অশুভ পর্য্যালোচনা করিলেন, পর্য্যালোচনা করিয়া লোকসকল অর্থাৎ দেবমানবাদি শরীর সকল, অথবা ভূঃ ভুব ইত্যাদি লোক সকল সৃষ্টি করিলেন, ইহাই অর্থ।

'নু' শব্দের অর্থ নিশ্চয়। একমাত্র তিনিই এই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, অন্য কেহ নহে, এই প্রকার নিশ্চয়। ইত্যাদি বাক্যসকল শ্রবণ করা যায়। অর্থাৎ শ্রুতি সকলের মধ্যে এই প্রকার সৃষ্টি প্রতিপাদন কারী অনেক বাক্য শ্রবণ করা যায়। ইহাই বিষয়বাক্য।

সংশয়—এই প্রকার প্রকৃত্যধিকরণের বিষয়বাক্যে সংশয়ের অবতারণা করিতেছেন—কিম্ ইত্যাদি। উপর্য্যুক্ত জগৎকারণতা বাক্য সকলের দ্বারা ব্রহ্মকে নিমিত্তকারণ মনে করিতে হইবে কি? অথবা সৃষ্টিকার্য্যে নিমিত্ত এবং উপাদান এই উভয়বিধ কারণ ব্রহ্মকেই স্বীকার করিতে হইবে? এই প্রকার সন্দেহবাক্য।

পূর্ব্বপক্ষ—এই প্রকার পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্য সকলে ব্রহ্ম কি জগতের নিমিত্ত কারণ? কিম্বা উপাদান কারণ? অথবা নিমিত্ত এবং উপাদান এই উভয়বিধ কারণ ব্রহ্ম হয়েন?

এই প্রকার সংশয়ে পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিতেছেন—তথাহি ইত্যাদি। তথাহি শব্দের অর্থ এই প্রকার—পূর্ব্বে এক বিজ্ঞানের দ্বারা সকল বস্তুর জ্ঞান হয়" এইরূপ শ্রবণ করা হেতু,

(ঐ° ১।১।১) ইত্যাদিষু বীক্ষণ পূর্ব্বক সৃষ্টি বর্ণনাৎ তৎপূর্ব্বক স্রষ্টারঃ খলু কুলালাদয়ো ঘটাদি নিমিত্তান্যেব দৃশ্যন্তে। জগদুপাদানন্তু প্রকৃতিরেব স্যাদুপাদানোপাদেয়য়োস্তয়োঃ সাধর্ম্ম্য দর্শনাৎ। ন চ নিমিত্তমেবোপাদানমিতি শক্যং বক্তুম্, লোকে জড়স্য মৃদাদের্ঘটাদ্যুপাদনত্বং চেতনস্য তু কুলালাদের্ঘটাদিনিমিত্তত্বমিতি তয়োর্ভেদ নিয়মাৎ। তথানেকাকারসিদ্ধং চ কার্য্যং বীক্ষ্যতে, তদেবং লোকসিদ্ধং ভাবমুপেক্ষ্য তস্যৈকস্যৈব তদুভয়ত্বং বক্তুং ন তাঃ ক্ষমন্তে। অতো নির্ব্বিকারেণ ব্রহ্মণাধিষ্ঠিতা প্রকৃতিরেব বিকৃতস্য বিশ্বস্যোপাদানং ব্রহ্ম তু নিমিত্তমেব কেবলম্। ন চৈতদ্ যৌক্তিকম্ "বিকারজননীমজ্ঞামষ্টরূপামজাং ধ্রুবাম্। ধ্যায়তেঽধ্যাসিতা

স্পষ্টম্। নন্বিদং শ্রীভগবতো নিমিত্তকারণতাবাক্যং যুক্তি সামর্থ্যকল্পিতং ন প্রমাণ পদবীমারোঢুমর্হতীতি চেত্তত্রাহুঃ ন চেতি। নচেদং যুক্তিবলকল্পিতমাত্রমপিতু শ্রুতিপ্রমাণ সিদ্ধমিতি।

"পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক সৃষ্টি করেন" ইত্যাদি শ্রবণ হেতু সৃষ্টিকার্য্যে ব্রহ্ম নিমিত্ত মাত্র হউক। যদ্যপি উপনিষদ্ সকলে—"সেই এই প্রসিদ্ধ পরব্রহ্ম হইতে" ইত্যাদি বাক্য সকলের দ্বারা জগতের কারণরূপে পরব্রহ্মকে প্রতিপাদন করিয়াছেন, তথাপি ঐ উপনিষৎ বাক্যে পরব্রহ্মের নিমিত্তমাত্রতা স্বীকার করিতে হইবে। "তিনি পর্য্যালোচনা করিলেন" "তদৈক্ষত" "স ঐক্ষত" ইত্যাদি বাক্যসমূহে বীক্ষণ—পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক ব্রহ্মের সৃষ্টি কর্তৃত্ব বর্ণনা করিয়াছেন, যেমন—পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক সৃষ্টিকর্তা কুলাল ঘটাদি সৃষ্টিকার্য্যের প্রতি নিমিত্ত কারণ হয়, সুতরাং জগৎ সৃষ্টিকার্য্যে পরব্রহ্ম নিমিত্ত কারণ এবং জগতের উপাদান কারণ কিন্তু প্রকৃতিই হইবে, যে হেতু উপাদান এবং উপাদেয় উভয়ের মধ্যে সাধর্ম্ম্য দেখা যায়।

যদি বলেন—নিমিত্ত কারণই উপাদান কারণ হউক, তাহা বলিতে পারিবেন না, লৌকিক দৃষ্টান্তে উভয়ের পার্থক্য দেখা যায়। যেমন—লোকে জড় মৃত্তিকা আদি ঘটের উপাদান কারণ, এবং চেতন কুলালের ঘটাদি কার্য্যের নিমিত্ত কারণ, এই প্রকার নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ উভয়ের ভেদ বিদ্যমান দেখা যায় এবং কার্য্যও অনেক আকার সিদ্ধ দেখাযায়, অর্থাৎ—কেহ জড় প্রস্তর বা দেবমানবাদির শরীর ইত্যাদি অনেক প্রকার দেখা যায়।

এই প্রকার লোকপ্রসিদ্ধ ভাব অথবা প্রত্যক্ষ যুক্তিপূর্ণ ভাব উপেক্ষা করিয়া সেই একমাত্র ব্রহ্মেরই নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ এই উভয় রূপ বর্ণনা করিতে উপনিষৎ সকল সক্ষম হইবে না। অতএব সর্ব্বপ্রকার বিকাররহিত ব্রহ্ম কর্তৃক অধিষ্ঠাতা জড়া প্রকৃতিই এই বিকৃত বিশ্বের উপাদান, ব্রহ্ম কেবলমাত্র নিমিত্ত কারণই হয়েন।

শঙ্কা—যদি বলেন—এই শ্রীভগবানের নিমিত্ত কারণতাবাদী বাক্য সকল—কেবলমাত্র যুক্তি বলের দ্বারা কল্পিত হয় মাত্র, কিন্তু কোন প্রকার প্রমাণ পদবী আরোহণ করিতে সমর্থ হইবে না।

তেন তন্যতে প্রেরিতা পুনঃ॥ সূয়তে পুরুষার্থঞ্চ তেনৈবাধিষ্ঠিতা জগৎ। গৌরনাদ্যন্তবতী সা জনিত্রী ভূতভাবিনী॥ সিতাঽসিতা চ রক্তা চ সর্ব্বকামদুঘা বিভোঃ। পিবন্ত্যে নামবিষমামবিজ্ঞাতাঃ কুমারকাঃ॥ একস্তু পিবতে দেবঃ স্বচ্ছন্দোঽত্র বশানুগঃ। ধ্যানক্রিয়াভ্যাং

বিকারেতি মন্ত্রিকোপনিষদি। বিকারজননীং শুদ্ধাং, অজ্ঞাং জড়ামষ্টরূপাম্ "ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ। অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা" (শ্রীগী০ ৭।৪) ইত্যেবং রূপা, অজাং জন্মরহিতামতোঽধ্রুবাং নিত্যাম্, তেনেশ্বরেণাধ্যাসিতা অধিষ্ঠিতা সতী ধ্যায়তে কার্য্যানি বিস্তারয়তি। কিমর্থমিত্যাহ সূয়ত ইত্যাদি। পুরুষার্থং জীবভোগাপবর্গার্থং জগৎ সূয়ত ইত্যর্থঃ। গৌঃ সন্তানোৎপাদ-সাম্যাত্তত্তুল্যা, অনাদ্যন্তবতী নিত্যেত্যর্থঃ। জনিত্রী জন্মপ্রদানকর্ত্রী, অতো বিভোঃ শ্রীভগবতঃ সিতেতি, সত্ত্বরজস্তমোময়ী সর্ব্বকামদুঘা বিবিধ বিচিত্র সর্গসাধিকা। অবিজ্ঞাতাঃ কুমারকাঃ বিবেকখ্যাতিহীনাঃ তৎকার্য্য দেহাদিবন্ধনাস্তদ্বশা জীবা এতাং বিবিধ বিচিত্র সর্গসাধিকাং পিবন্ত্যনুভবন্তীত্যর্থঃ। এতজ্‌জ্ঞাত্বা ত্বেক এবেতি প্রতিপাদয়ন্তি—একো মুখ্যো দেবঃ ক্রীড়াপরঃ শ্রীপরমেশ্বরঃ স্বচ্ছন্দঃ স্বতন্ত্র এনাং স্বায়ত্তাং

সমাধান— আপনারা এই কথা বলিতে পারেন না। ইহা যুক্তিবল কল্পিতমাত্র নহে কিন্তু শ্রুতি প্রমাণসিদ্ধ। এই বিষয়ে মন্ত্রিকোপনিষদের বাক্য প্রমাণিত করিতেছেন—বিকার ইত্যাদি। বিকার জননী, অজ্ঞা, অষ্টরূপা, অজা, ধ্রুবা, সে ঈশ্বর কর্তৃক অধিষ্ঠিতা কার্য্য উৎপাদন করে এবং তাহা কর্তৃক প্রেরিতা কার্য্য বিস্তার করে। অর্থাৎ—বিকার জননী শুদ্ধা, অজ্ঞা জড়া অষ্টরূপা—, শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে—ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার এই প্রকৃতি অষ্টরূপা।

অজা—জন্মরহিতা, অতএব ধ্রুবা—নিত্যা, সে ঈশ্বর কর্তৃক অধিষ্ঠিতা হইয়া ধ্যায়তে—মহৎ প্রভৃতি কার্য্য সকল সৃষ্টি করে এবং তাহা কর্তৃক প্রেরিতা হইয়া তন্যতে—কার্য্যসকল বিস্তার করে। ঈশ্বর কর্তৃক অধিষ্ঠিতা হইয়া পুরুষের মুক্তির নিমিত্ত জগৎ প্রসব করে। অর্থাৎ—পুরুষার্থ—জীবগণের ভোগ ও অপবর্গের নিমিত্ত জগৎ প্রসব করে ইহাই অর্থ।

এই প্রকৃতি অনাদি অন্তবতী গৌরূপা, জন্মদাত্রী, ভূতভাবনী, বিভুর সর্ব্বকাম দোহা সিতা অসিতা ও রক্তবর্ণা হয়। অর্থাৎ—গৌ-সন্তান উৎপাদন সাম্য হেতু প্রকৃতি গাভী তুল্যা, অনাদি অন্তবতী নিত্যা, জনিত্রী জন্মপ্রদান কর্ত্রী, অতএব বিভু শ্রী ভগবানের সিতা সত্ত্ব রজঃ তমোময়ী, সর্ব্বকামদুঘা—বিবিধ বিচিত্র সৃষ্টি সাধিকা।

অবিজ্ঞাত কুমারগণ এই অবিসমাকে পান করে, অন্য এক দেব স্বচ্ছন্দ বশানুগ তাহাকে পান করে। অর্থাৎ—অজ্ঞকুমারগণ—বিবেক জ্ঞানহীন, প্রকৃতির কার্য্যে দেহাদিবন্ধন যুক্ত মায়া বশীভূত জীবগণ এই বিবিধ বিচিত্র সৃষ্টিকারিণীকে পান—সাক্ষাৎ অনুভব করে।

ভগবান্ ভুঙ্ক্তেঽসৌ প্রসভং বিভুঃ॥ সর্ব্ব সাধারণীং দোগ্ধ্রীং পীয়মানাং তু যজ্বভিঃ॥
"চতুর্বিংশতি সংখ্যাকমব্যক্তং ব্যক্তমুচ্যতে" (৩ ৭. ১৫) ইতি মন্ত্রিকোপনিষদি শ্রবণাৎ।

স্মৃতিশ্চৈবমাহ (শ্রীবিং পুঃ ১।২।৩০) "যথা সন্নিধিমাত্রেণ গন্ধঃ ক্ষোভায় জায়তে।

বশানুগং পিবতে ভুঙ্ক্তে, তৎ প্রবর্ত্তনাদিনা তামনুভবতীত্যর্থঃ। তদনুভব প্রকারমাহ—ধ্যানেতি। ধ্যানমত্র 'স ঐক্ষত লোকান্ নু সৃজা' ইত্যেবং রূপম্, ক্রিয়া কার্য্যং সৃষ্টিসঙ্কল্পঃ, ক্রিয়া তস্যাঃ পরিণতিঃ তাভ্যাং ধ্যানক্রিয়াভ্যাং প্রসভং বলাদেব ভুঙ্ক্তে স ইতি ভাবঃ। নন্বেবং প্রকৃত্যনুভবে শ্রীভগবতস্তল্লেপঃ স্যাদিতি চেত্তত্রাহ – ভগবানিতি। তদাপ্যবিলুপ্ত ষড়ৈশ্বর্য্যেতি। সর্ব্বসাধারণীং সর্ব্বেষু কুমারেষু জীবেষু সমানরূপাং সা তু যজ্বভিঃ কর্ম্মিভিঃ কর্ম্মণা তাদৃশমনুভূয়ন্ত ইতি।

পূর্ব্বপক্ষানুশারিণী ব্যাখ্যা—নিত্যা অজা প্রকৃতির্মহদাদি সর্ব্বেষাং বিকারজাতানাং জননী প্রসবকর্ত্রী, সা চ সত্ত্বাদি ত্রিগুণাত্মিকা, অবিজ্ঞাতাঃ কুমারকাঃ বিবেকহীনা জীবাস্তামনুভবন্তি, একোমুক্তস্তু তাং জহাতীতি। চতুর্বিংশতীতি—চতুর্বিংশতিসংখ্যাকং যদা একী ভবতি তদাব্যক্তং প্রধানমুচ্যতে, যদা তু ব্যক্তং প্রকাশং ভবতি, মহদাদিরূপেণেতি, তদা ব্যক্তমুচ্যত ইতি ভাবঃ। অথ শ্রীভগবতঃ সৃষ্টিকার্য্যাদৌ

প্রকৃতিকে জানিয়া এক মুখ্য, দেব-ক্রীড়াশীল শ্রীপরমেশ্বর স্বচ্ছন্দ-স্বতন্ত্র এই স্বায়ত্ত নিজ বশানুগাকে পান—অর্থাৎ – সৃষ্টিকার্য্যে প্রবর্ত্তনাদির দ্বারা অনুভব করেন ইহাই অর্থ।

শ্রীভগবান্ প্রকৃতিকে কি প্রকার অনুভব করেন তাহা বলিতেছেন—ধ্যান ইত্যাদি। সর্ব্বব্যাপক শ্রীভগবান প্রকৃতিকে ধ্যান ও ক্রিয়ার দ্বারা প্রসভ ভোগ করেন, এই সর্ব্ব সাধারণী দোগ্ধ্রী পীয়মানাকে যাজ্ঞকগণ অনুভব করেন। অর্থাৎ—শ্রীভগবান ঈক্ষণ পর্য্যালোচনার দ্বারা প্রকৃতিকে ধ্যান করেন ক্রিয়া—কার্য্য অর্থাৎ সৃষ্টি করিবার সঙ্কল্প এই সঙ্কল্পের পরিণতিই ক্রিয়া, এইরূপ ধ্যান ও ক্রিয়ার দ্বারা বলপূর্ব্বক তাহাকে অনুভব করেন।

যদি বলেন—এই প্রকার প্রকৃতিকে বলপূর্ব্বক অনুভব করিলে শ্রীভগবানের প্রকৃতি লেপ রূপ দোষ আপতিত হয়, তদুত্তরে বলিতেছেন—ভগবান্ ইত্যাদি। প্রকৃতিকে অনুভব করিয়াও শ্রীভগবান অবিলুপ্ত ষড়ৈশ্বর্য্য হইয়া অবস্থান করেন। সর্ব্বসাধারণী—বিষম স্বভাব রহিতা, অর্থাৎ সকল কুমার বা জীবগণে সমান রূপা, তাহাকে বিদ্বানগণ কর্ম্মের দ্বারা সেই প্রকার অনুভব করে।

এই বাক্য সকলের পূর্ব্বপক্ষানুশারিণী ব্যাখ্যা এই প্রকার—নিত্যা অজা প্রকৃতি মহদাদি সকল বিকার বস্তুর প্রসবকারিণী এবং সত্ত্বাদি ত্রিগুণাত্মিকা, অবিজ্ঞাত – বিবেকরহিত কুমার—জীবগণ, বিবেকহীন জীবগণ তাহাকে অনুভব করে। কিন্তু বিবেকী মুক্তগণ তাহাকে পরিত্যাগ করে।

'চতুর্বিংশতি'—চতুর্বিংশতি তত্ত্বযুক্তা প্রকৃতি ব্যক্ত ও অব্যক্ত রূপা। অর্থাৎ—এই চতুর্বিংশতি

মনসো নোপকর্তৃত্বাৎ তথাসৌ পরমেশ্বরঃ” “সন্নিধানাদ্ যথাকাশকালাভ্যাং কারণং তরোঃ। তথৈবাপরিণামেন বিশ্বস্য ভগবান্ হরিঃ॥ (২।৭।৩৭) নিমিত্তমাত্রমেবাসৌ সৃষ্টানাং সর্গকর্ম্মণি। প্রধানকারণীভূতা যতো বৈ সৃজ্য শক্তয়ঃ॥ (১।৪।৫১) ইত্যাদ্যাঃ এবং সিদ্ধৌ ক্বচিদ্ ব্রহ্মো পাদানতাভাসি বচাংসি কথঞ্চিদন্যথৈব নেয়ানি ইত্যেবং প্রাপ্তে—

নিমিত্তকারণত্বমেবেতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণীয়বাক্যং প্রমাণয়ন্তি—যথেতি। গন্ধো যথা সন্নিধিমাত্রেণ মনসঃ ক্ষোভায় জায়তে, তথাসৌ পরমেশ্বরেতি। তথা চ গন্ধো যথা নাসিকা সন্নিহিতঃ সন্ মনসঃ ক্ষোভহেতুর্ভবতি, ন তু কিঞ্চিৎ কার্য্যং করোতি, তথা কর্ত্তৃত্বাদি বিরহিতঃ পরমেশ্বরোঽপি সন্নিধিমাত্রেণ নিমিত্তমাত্রেণ জগৎ সৃজয়তি, সৃষ্টি কার্য্যে প্রধানং প্রবর্ত্তয়তি। সন্নিধানাদিতি—তরোঃ বৃক্ষস্যাকাশকালাদিঃ, আদিপদাৎ পবনতেজসোর্গ্রহণম্, যথা সন্নিধিমাত্রেণ সন্নিধানাদেবাবকাশাদি প্রদানেন তস্য হেতবো ভবন্তি, আকাশাদয়স্তরুং নোৎপাদয়ন্তি, ন চ তং বর্দ্ধয়ন্তি, কিন্তু তদ্বর্দ্ধনে নিমিত্তমাত্রমেব, তথা ভগবান্ শ্রীহরিরপি প্রকৃতি সন্নিধানেনাপরিণামেন নিমিত্তকারণেন বিশ্বস্য কর্ত্তা ভবতি, ন তু তস্য সাক্ষাৎ কর্ত্তৃত্বং কিমপ্যস্তীতি। নিমিত্তমিতি—অসৌ শ্রীভগবান্ সৃষ্টানাং সর্গকর্ম্মণি নিমিত্তমাত্রমেব, ন চাত্র তস্য সাক্ষাৎ কর্ত্তৃত্বমস্তি, অত্র

তত্ত্বাত্মিকা প্রকৃতি যে কালে একীভাবাপন্না হয়, তখন তাহাকে অব্যক্ত প্রধান বলে এবং যে কালে ব্যক্ত বা মহদাদি রূপে প্রকাশ হয় তখন তাহাকে ব্যক্ত বলা হয় ইহাই ভাবার্থ।

অনন্তর শ্রীভগবানের সৃষ্টিকার্য্যাদিতে কেবল নিমিত্ত কারণতা, তাহা শ্রীবিষ্ণুপুরাণীয় বাক্যের দ্বারা প্রমাণিত করিতেছেন—স্মৃতি ইত্যাদি। স্মৃতিশাস্ত্রেও এই প্রকার বলিয়াছেন—যে রূপ গন্ধ সন্নিধি মাত্রেই মনের ক্ষোভের কারণ হয়, কোন কর্ত্তৃত্বের দ্বারা নহে, সেই প্রকার এই শ্রীপরমেশ্বর। অর্থাৎ—গন্ধ যে প্রকার নাসিকা সন্নিহিত হইয়া মনের ক্ষোভের হেতু হয়, কিন্তু কোন কার্য্য করে না, সেইরূপ কর্ত্তৃত্বাদি রহিত শ্রীপরমেশ্বরও সন্নিধি মাত্রই—নিমিত্তমাত্রেই জগৎ সৃষ্টি করায়েন। অর্থাৎ— সৃষ্টিকার্য্যে প্রধানকে প্রবর্ত্তিত করেন।

যে প্রকার সন্নিধি মাত্রেই আকাশ কাল ইত্যাদি বৃক্ষের কারণ, সেই প্রকার পরিণাম রহিত হেতুর দ্বারা ভগবান শ্রীহরি এই বিশ্বের কারণ। অর্থাৎ—যে রূপ বৃক্ষের আকাশ কাল, আদি পদে পবন ও তেজ ইত্যাদি গ্রহণ করিতে হইবে, সন্নিধান মাত্রেই অবকাশাদি দান দ্বারা বৃক্ষবর্দ্ধনের হেতু বা কারণ হয়, আকাশাদি বৃক্ষকে উৎপাদন করে না এবং বর্দ্ধনও করে না, কিন্তু বৃক্ষের বর্দ্ধনে নিমিত্ত কারণমাত্র হয়, সেই প্রকার ভগবান শ্রীহরি প্রকৃতির সন্নিধানের দ্বারা অপরিণাম নিমিত্ত কারণের দ্বারা বিশ্বের কর্ত্তা হয়, কিন্তু শ্রীহরির সাক্ষাৎ কর্ত্তৃত্ব কোন প্রকারে সিদ্ধ হয় না।

এই শ্রীহরি সৃষ্ট সকলের সৃষ্টিবিষয়ে নিমিত্তমাত্র হয়েন, প্রধানই কারণীভূতা, যাহা হইতে সৃষ্টি

ওঁ ॥ প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞা দৃষ্টান্তানুপরোধাৎ ॥ ওঁ ॥ ১।৪।৭।২৩।

ব্রহ্মৈব জগতঃ প্রকৃতিরুপাদানম্ কুতঃ? প্রতিজ্ঞেত্যাদেঃ। শ্রৌতয়োঃ প্রতিজ্ঞা-দৃষ্টান্তয়োরনুগুণ্যাদিত্যর্থঃ। শ্বেতকেতো! যন্নু সৌম্যেদং মহামনানূচানমানী স্তব্ধোঽস্যুত

সৃষ্টি কর্ম্মণি প্রধান কারণীভূতা, প্রধানমেব শ্রেষ্ঠকারণমিতি ভাবঃ, যতো যস্মাত্তাঃ সৃষ্টিশক্তয়ঃ প্রকৃতেরেব, নান্যস্যেতি শেষঃ। শ্রীগীতাসু চ—৯।১০ "ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্" ময়াধ্যক্ষেণ নিমিত্ত মাত্রেণেতি নন্ু তথাত্বে ব্রহ্মৈবোপাদানমিতি বদতাং শ্রুতীনাং কা গতিরিতি চেত্তত্রাহুঃ—এবমিতি। তস্মাৎ প্রধানমেব জগৎকারণং ব্রহ্ম তু নিমিত্তকারণমাত্রমিতি পূর্ব্বপক্ষ বাক্যম্।

সিদ্ধান্তঃ ইত্যেবং নিরীশ্বরবাদীনাং সাংখ্যানাং পূর্ব্বপক্ষে সমুপস্থাপনে সিদ্ধান্তসূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—প্রকৃতিশ্চেতি। প্রকৃতিশ্চ জগৎকারণতায়াং পরব্রহ্ম ন কেবলং নিমিত্তকারণ মাত্রমপি তু প্রকৃতিঃ উপাদানকারণমপি স এব। কুতঃ? প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ, প্রতিজ্ঞায়াঃ দৃষ্টান্তস্য চান্যথানুপপত্তেরিত্যর্থঃ। প্রতিজ্ঞা তাবৎ 'যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি' (ছা° ৬।১।৩) ইত্যেক বিজ্ঞানেন

শক্তি হয়। অর্থাৎ—এই শ্রীভগবান সৃষ্ট সকলের সৃষ্টিবিষয়ে নিমিত্তমাত্রই কিন্তু সৃষ্টিতে তাঁহার সাক্ষাৎ কর্ত্তৃত্ব নাই এই সৃষ্টিকার্য্যে প্রধানকারণীভূতা, অর্থাৎ—প্রধানই শ্রেষ্ঠ কারণ যে হেতু সেই সৃষ্টি শক্তি প্রকৃতিরই অন্যের নহে, সুতরাং প্রধানই উপাদান কারণ।

এই বিষয়ে শ্রীগীতায় বলিয়াছেন—অধ্যক্ষরূপ আমার দ্বারা প্রকৃতি চরাচর জগৎ সৃষ্টি করে। আমা অধ্যক্ষ—অর্থাৎ নিমিত্তমাত্রেই, অর্থ হয়। যদি বলেন ব্রহ্মকেই নিমিত্ত ও উপাদান রূপে প্রতি-পাদন কারিণী শ্রুতিগণের কি গতি হইবে? এতদুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে—এবম্ ইত্যাদি। এই প্রকার প্রকৃতি জগতের উপাদান সিদ্ধি হইলে, ব্রহ্মকে উপাদান প্রতিপাদনকারী বাক্যাভাস সকল কথঞ্চিৎ অন্যথা অর্থাৎ—শ্রীভগবানের সন্নিধিমাত্রেই প্রকৃতি সৃষ্টি করে সুতরাং প্রকৃতিরই উপাদানতা, ব্রহ্মের নহে। অতএব প্রধানই জগতের উপাদান কারণ, ব্রহ্ম কিন্তু নিমিত্তমাত্র হয়। এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ বাক্য নির্ণয় করা হইল।

সিদ্ধান্ত—এই প্রকার নিরীশ্বরবাদিগণের পূর্ব্বপক্ষ স্থাপিত হইলে ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত সূত্রের অবতারণা করিতেছেন—প্রকৃতি ইত্যাদি। ব্রহ্ম কেবল নিমিত্তকারণ মাত্রই নহেন, প্রকৃতি অর্থাৎ উপাদান ও হয়েন। কারণ প্রতিজ্ঞা বাক্য এবং দৃষ্টান্তবাক্য, এই বাক্যগণের তাহা হইলে অসামঞ্জস্য হয় না। অর্থাৎ—ব্রহ্ম জগৎ কারণ বিষয়ে কেবল নিমিত্তকারণ মাত্র নহেন, কিন্তু উপাদান কারণও তিনিই হয়েন। কারণ কি? প্রতিজ্ঞা দৃষ্টান্ত অনুপরোধ হেতু, অর্থাৎ প্রতিজ্ঞার এবং দৃষ্টান্তের অন্যথা অনুপপত্তি হেতু ইহাই অর্থ।

তমাদেশমপ্রাক্ষীঃ যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্" (ছা° ৬।১।৩) ইত্যেকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানবিষয়া প্রতিজ্ঞা শ্রূয়তে ছান্দোগ্যে, সা কিলাদেশস্যোপাদানত্বে সতি সম্ভবেৎ, কার্য্যস্য তদব্যতিরেকাৎ। নিমিত্তাত্তস্যাব্যতিরেকস্তু ন, কুলালঘটয়োর্ব্যতিরেকাৎ।

সর্ব্ববিজ্ঞানবিষয়া, সা চ ব্রহ্মণোঽনুপাদানত্বে সম্ভাবনাপত্তের্নিমিত্ত বিজ্ঞানেন তৎ কার্য্যাণামবিজ্ঞেয়ত্বাৎ। দৃষ্টান্তশ্চ—'যথা সৌম্য! একেন মৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ" (ছা° ৬।১।৪) ইতি, অত্র হ্যুপাদানভূতায়া মৃদো বিজ্ঞানেন তদ্বিকারাণাং বিজ্ঞেয়ত্বং দর্শিতম্। অত্র পরব্রহ্মণো নিমিত্তকারণমাত্রত্বে তদপি বাধিতং ভবেদিতি পরব্রহ্মৈবোভয়রূপমিতি সূত্রার্থম্।

অত্রেয়মাখ্যায়িকা ছান্দোগ্যে ষষ্ঠোঽধ্যায়ে বর্ত্ততে—আসীৎ কিলারুণেয়োদ্দালকস্য তনয়ং শ্বেত-কেতু নামা, স চ পিতুরাদেশে গুরোঃ সর্ব্বান্ বেদানধীত্য মহামনানূচানমানী স্তব্ধঃ স্বগৃহমেয়ায়, তং দৃষ্ট্বা পিতা হোবাচ—হে সৌম্য! কথং মহামনানূচানমানী স্তব্ধোঽসি? তমাদেশমনুশাসনং কিং প্রাপ্তম্? যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি। তাদৃশস্য তস্য জগদেক কারণস্য তব বিজ্ঞানং

প্রতিজ্ঞা—অর্থাৎ যাঁহাকে শ্রবণ করিলে অশ্রুত বস্তুও শ্রুত হইয়া যায়" এই প্রকার এক বিজ্ঞানের দ্বারা সর্ব্ববিজ্ঞান বিষয়া, এই প্রতিজ্ঞা ব্রহ্মের উপাদানতা স্বীকার না করিলে সর্ব্ববিজ্ঞান হওয়ার যে সম্ভাবনা তাহাতে আপত্তি উপস্থিত হয়। কারণ—নিমিত্তকারণ বিজ্ঞানের দ্বারা তাহার কার্য্যের কোনরূপ জ্ঞান হয় না। অতএব এক বিজ্ঞানের দ্বারা সর্ব্ব বিজ্ঞান প্রতিজ্ঞা হেতু।

দৃষ্টান্ত—অর্থাৎ—"হে সৌম্য! যে প্রকার একটি মৃৎপিণ্ডের জ্ঞানের দ্বারা সকল মৃত্তিকা জাত মৃণ্ময় পদার্থের জ্ঞান হয়" ইত্যাদি। এই স্থানে উপাদান ভূত মৃত্তিকার বিশেষ জ্ঞানের দ্বারা মৃত্তিকার বিকার সকলের জ্ঞান প্রদর্শিত হইয়াছে। এই প্রকার দার্ষ্টান্তিক স্থলে পরব্রহ্মের নিমিত্ত কারণত্ব মাত্র স্বীকার করিলে তাহা অর্থাৎ দৃষ্টান্ত বাধা প্রাপ্ত হইবে। অতএব পরব্রহ্মই নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ উভয় রূপ হয়েন ইহাই এই সূত্রের অর্থ।

ব্রহ্মই এই জগতের প্রকৃতি—অর্থাৎ উপাদান। কি হেতু? প্রতিজ্ঞা ইত্যাদি। শ্রবণ বিষয়ের প্রতিজ্ঞা এবং দৃষ্টান্তের আনুগুণ্য হেতু ইহাই অর্থ। "হে সৌম্য! শ্বেতকেতো! তুমি যে মহামনা, পণ্ডিতাভিমানির সমান স্তব্ধ ভাবে অবস্থান করিতেছ? সেই উপদেশ শ্রীগুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছ কি? যাহার দ্বারা অশ্রুত পদার্থ শ্রুত হয়, অমত বস্তু মনে হয়, অজ্ঞাত বস্তুর জ্ঞান হয়"।

এই প্রকার ছান্দোগ্যোপনিষদে এক বিজ্ঞানের দ্বারা সর্ব্ববিজ্ঞান বিষয়া প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করা যায়। এই রূপ এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা আদেশের উপাদানত্ব স্বীকার করিলেই সম্ভব হইবে, যে হেতু কার্য্যের উপাদান কারণের অব্যতিরেক দেখা যায়। নিমিত্ত কারণের সহিত কার্য্যের

দৃষ্টান্তেঽপি "যথা সৌম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ" (ছা০ ৬।১।৪) ইত্যাদেরুপাদান বিজ্ঞানাৎ কার্য্য বিজ্ঞান বিষয়স্তত্রৈব শ্রুতঃ। স চ নিমিত্তমাত্রতাভ্যুপগমে ন সম্ভবেৎ। ন হি কুলালে বিজ্ঞাতে ঘটো বিজ্ঞায়তে। তদনুপরোধাৎ বিশ্বস্যোপাদানং চ শব্দাৎ নিমিত্তঞ্চ ব্রহ্মৈবেতি ॥ ২৩ ॥

প্রায়েণাভূন্নবেতি? কথমন্যথা তব মহান্ গর্ব্বোদয়ঃ স্যাদিতি শ্বেতকেতুঃ—কথং নু ভগবঃ স আদেশো ভবতি? পিতা—"যথা সৌম্য! একেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্" (ছা০ ৬।১।৪) অথ স আদেশো যথা ভবতি হে সৌম্য! প্রিয়দর্শন! ত্বয়া শৃণু সাবধানতয়া শ্রবণং কুরু, যথা লোকে ইহ জগতি একেন মৃৎপিণ্ডেন কুম্ভাদিকারণভূতেন বিজ্ঞাতেন সর্ব্বমন্যৎ বিকারজাতং মৃণ্ময়ং মৃদ্ বিকারজাতং ঘটশরাবাদি সর্ব্বং বিজ্ঞাতং স্যাৎ। ননু তর্হি কথময়ং ঘটঃ

অব্যতিরেক সিদ্ধ হয় না, কারণ কুলাল নিমিত্ত কারণ হইতে ঘটকার্য্যের ব্যতিরেক—পৃথকত্ব দেখা যায়।

দৃষ্টান্তস্থলেও—হে সৌম্য! যে প্রকার একমাত্র মৃৎপিণ্ড জ্ঞানের দ্বারা সকল মৃণ্ময় বস্তুর বিশেষ জ্ঞান হয়" ইত্যাদি উপাদান বিজ্ঞান হইতেই কার্য্য বিজ্ঞান ছান্দোগ্যোপনিষদেই শ্রবণ করা যায়। এই প্রকার দৃষ্টান্ত ব্রহ্মকে নিমিত্তমাত্র স্বীকার করিলে সম্ভব হয় না।

যেমন কুলালের (কুম্ভকারের) বিজ্ঞান হইলে ঘটের জ্ঞান হয় না। এই প্রকার প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তের অনুপরোধ হেতু পরব্রহ্মই বিশ্বের উপাদান, সূত্রে যে 'চ' শব্দ আছে তাহার জন্য এই জগতের নিমিত্তকারণ ব্রহ্মই অন্য কেহ নহে।

এই বিষয়ে একটি আখ্যায়িকা ছান্দোগ্যোপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ত্তমান আছে। আরুণেয় উদ্দালকের পুত্র শ্বেতকেতু নামে এক জন ব্রাহ্মণকুমার ছিলেন। তিনি নিজ পিতার আদেশে শ্রীগুরুগৃহে গমন করতঃ বেদাদি শাস্ত্রসকল অধ্যয়ন করিয়া মহামনা পণ্ডিতাভিমানী স্তব্ধ হইয়া স্বগৃহে আগমন করিলেন। তাঁহাকে ঐ প্রকার অভিমানী দেখিয়া পিতা বলিলেন—হে সৌম্য! তুমি মহামনা পণ্ডিতাভিমানী এবং অবিনীত হইয়াছ কেন? সেই আদেশ বা অনুশাসন প্রাপ্ত হইয়াছ কি? যাহার দ্বারা অশ্রুত বস্তুও শ্রুত হয়, অমত বস্তু মত—মনন করা যায়, অজান পদার্থও জানা যায়, অর্থাৎ তাদৃশ জগতের একমাত্র কারণের তোমার জ্ঞান হইয়াছে, অথবা হয় নাই? অন্যথা তোমার কি প্রকারে এইরূপ গর্ব্বোদয় হইবে? শ্বেতকেতু জিজ্ঞাসা করিলেন—হে ভগবন্! সেই আদেশ কি প্রকার হয়? পিতা কহিলেন হে সৌম্য! যে প্রকার একমাত্র মৃৎপিণ্ড জ্ঞানের দ্বারা সকল মৃণ্ময়—মৃত্তিকার বিকারের জ্ঞান হয়, ঘট শরাবাদি নাম সকল বাচা ম্ভণ মাত্র, কিন্তু ঐ সকলের মৃত্তিকাই মূলকারণ বা সত্য।

অনন্তর সেই আদেশ বা অনুশাসন যে রূপ হয়, হে প্রিয়দর্শন! তাহা সাবধান হইয়া শ্রবণ কর,

ওঁ ॥ অভিধ্যোপদেশাচ্চ ॥ ওঁ ॥ ১।৪।৭।২৪।

"চ" শব্দোঽনুক্ত সমুচ্চয়ার্থঃ। "সোঽকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয় স তপোঽতপ্যত তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজৎ, যদিদং কিঞ্চ, তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ, তদনু প্রবিশ্য

ইদং শরাবমিতি ব্যবহারম্ ? তত্রাহ—বাচেতি। বাচারম্ভণং বাগারম্ভণমের, বস্তুতস্তু এতেষাং কারণং মৃত্তিকৈব, ইতি প্রকারার্থে, যথা কারণং সত্যং তথা তৎকার্য্যমপি তি, শেষং স্পষ্টমিতি ॥ ২৩ ॥

কথং ব্রহ্মৈব জগতো নিমিত্তমুপাদানঞ্চেত্যপেক্ষায়াং সূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—অভিধ্যেতি। অভিধ্যা সৃষ্টি সঙ্কল্পঃ, জগৎ স্রষ্টুর্ব্রহ্মণ এব জগদাকারেণ বহুভবন চিন্তা উপদেশাদপি ব্রহ্মৈব জগত উপাদানং নিমিত্তঞ্চ সিদ্ধ্যতীত্যর্থঃ। অথ সঙ্কল্পপূর্ব্বক সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বং, তথা চিজ্জড়াত্মনা বহুভবনত্বঞ্চ তৈত্তিরীয়ক শ্রুতিসংবাদেন প্রতিপাদয়ন্তি—স ইতি। স সর্ব্বশক্তিমান্ চেতনাচেতন সর্ব্বকর্ত্তা জগদুভয়

যে প্রকান এই জগতে একমাত্র মৃৎপিণ্ড কুম্ভাদির কারণস্বরূপ মৃত্তিকার জ্ঞানের দ্বারা সকল বিকার জাত মৃণ্ময়, অর্থাৎ মৃত্তিকার বিকার হইতে জাত ঘট শরাব ইত্যাদি সকলের জ্ঞান হয়।

যদি বলেন—এই প্রকার হইলে 'এই ঘট ইহা শরাব, ইত্যাদি জ্ঞান কি রূপে হয় ? তদুত্তরে বলিতেছেন—বাচা ইত্যাদি। বাচারম্ভণ—বাক্যের দ্বারা আরম্ভণ বাক্য বিস্তার মাত্র এই সকল বুঝিতে হইবে। সারার্থ এই যে এই ঘটাদি সকলের মূল কারণ মৃত্তিকাই হয়, অন্য কিছু নহে। মন্ত্রের মধ্যে যে "ইতি" শব্দ আছে তাহার অর্থ 'প্রকার'। অর্থাৎ—যে প্রকার উপাদান কারণ সত্য সেই প্রকার তাহার কার্য্যও সত্য। কার্য্য ও কারণ অনন্য পদার্থ। ইহা স্পষ্ট ভাবে প্রতীতি হইতেছে ইহাই অর্থ ॥ ২৩ ॥

যদি বলেন একমাত্র ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান উভয়বিধ কারণ কি প্রকারে সঙ্গত হইবে ? এই অপেক্ষায় ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ সূত্রের অবতারণা করিতেছেন—অভিধ্যা ইত্যাদি। অভিধ্যা উপদেশ হেতু ব্রহ্মই উভয়বিধ কারণ। অর্থাৎ—অভিধ্যা সৃষ্টিসঙ্কল্প, জগৎ সৃষ্টিকর্ত্তা পরব্রহ্মেরই জগদাকারে বহুভবন বিষয়ক চিন্তা 'উপদেশ' হেতু পরব্রহ্মই এই জগতের উপাদান ও নিমিত্ত রূপ উভয়বিধ কারণ সিদ্ধ হইতেছে। সূত্রের মধ্যে যে 'চ' শব্দ আছে তাহার অর্থ অনুক্ত প্রমাণেরও সমুচ্চয় গ্রহণ করিতে হইবে।

অনন্তর সঙ্কল্প পূর্ব্বক সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব এবং চিৎ ও জড়াত্মকরূপে শ্রীভগবানের বহু ভবনত্ব তৈত্তিরীয়ক শ্রুতি সংবাদের দ্বারা প্রমাণিত করিতেছেন—তিনি কামনা করিয়াছিলেন। তিনি কামনা করিয়াছিলেন বহু হইয়া জাত হইব, বহু হইবার জন্য তিনি তপস্যা করিয়াছিলেন তপস্যা করিয়া এই সকল সৃষ্টি করিলেন,

সচ্চত্যচ্চাভবৎ" (তৈ· ২।৬।২) ইতি তৈত্তিরীয়কে পরমাত্মন এব চিজ্জড়াত্মনা বহু ভবন সঙ্কল্পোপদেশাত্তদাত্মক বহুস্রষ্টৃত্বোপদেশাচ্চ স এবোভয়রূপঃ ॥ ২৪ ॥

কারণত্মক গোবিন্দদেবোঽকাময়ত কামনাঞ্চকার, কিমিত্যাহ—বহুস্যাং অত্র প্রপঞ্চসৃষ্টিপ্রকরণাৎ মহদাদিরূপেণ বহুভবনং গম্যতে। স শ্রীভগবান্ তপোঽতপ্যত, তপঃ শব্দেনাত্র প্রাচীনজগদাকার পর্য্যালোচনরূপং জ্ঞানমভিধীয়তে, তজ্জ্ঞানং পর্য্যালোচ্য ইদং মহদাদিরূপং প্রপঞ্চং দেব মানবাদিশরীরং সংজ্ঞাঞ্চ সর্ব্বমসৃজৎ সৃষ্টিঞ্চকার। অথ সৃষ্টানাং পদার্থানাং স্থিতিবৃদ্ধি পালনার্থং তেষাং নিয়ামকরূপেনানুপ্রাবিশৎ, অন্তর্য্যামিস্বরূপেণ তেষু প্রবিশ্য স্বস্ব কার্য্যে প্রেরয়ামাস, এবং তেষু প্রবেশানন্তরং স এবাকাশাদিকমপ্যভূদিতি প্রতিপাদয়তি শ্রুতিঃ—সচ্চেতি। সচ্ছব্দেনাকাশবায়ু, ত্যচ্ছব্দেন তেজোঽপ্ পৃথিব্যঃ। এতদেবাহ শ্রীদশমে ৩।১৪."স এব স্বপ্রকৃত্যেদং সৃষ্টাগ্রে ত্রিগুণাত্মকম্। তদনু ত্বং হ্যপ্রবিষ্টঃ প্রবিষ্ট ইব ভাব্যসে"॥ তস্মাৎ পরব্রহ্ম এব সর্ব্বমিতি প্রতিপাদয়ন্তি পরমাত্মন ইতি। উভয়রূপঃ নিমিত্তোপাদানকারণদ্বয়াত্মক ইতি ॥২৪॥

এই যাহা কিছু, তাহা সৃষ্টি করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিলেন প্রবেশ করিবার পশ্চাৎ—সৎ এবং ত্যৎ হইলেন, এই প্রকার তৈত্তিরীয়কোপনিষদে শ্রীপরমাত্মারই চিৎ এবং জড়রূপে অনেক হওয়ার সঙ্কল্প উপদেশ হেতু এবং ব্রহ্মাত্মক বহু স্রষ্টৃত্ব উপদেশ হেতু পরব্রহ্মই উভয়রূপ, অর্থাৎ নিমিত্ত এবং উপাদান রূপ উভয়বিধ কারণ। অর্থাৎ—সেই সর্ব্বশক্তিমান চেতন অচেতন সর্ব্ব কর্ত্তা জগতের উভয়বিধ কারণ শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব কামনা করিয়াছিলেন।

কি প্রকার কামনা করিয়াছিলেন? তাহা বলিতেছেন—বহুস্যাং ইত্যাদি। বহু হইয়া জাত হইব অর্থাৎ এই স্থানে প্রপঞ্চ সৃষ্টি প্রকরণ হেতু মহদাদি রূপে অনেক হইবার বোধ করাইতেছে। সেই সৃষ্টিকর্ত্তা শ্রীভগবান্ তপস্যা করিলেন, এই স্থলে তপঃ শব্দের দ্বারা প্রাচীন জগতের আকার পর্য্যালোচনা রূপ জ্ঞানকে অভিহিত করিতেছেন।

তপস্যা করিয়া—অর্থাৎ সেই জ্ঞান পর্য্যালোচনা করিয়া এই মহদাদিরূপ প্রপঞ্চ তথা দেব ও মানবাদির শরীর এবং নাম এই সকল সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং সৃষ্ট পদার্থ সকলের স্থিতি, বৃদ্ধি ও পালনের নিমিত্ত তাহাদের নিয়ামকরূপে অনুপ্রবেশ করিলেন, অর্থাৎ অন্তর্য্যামী স্বরূপে তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে স্ব স্ব কার্য্যে প্রেরণ করেন।

এই তাহাদের মধ্যে প্রবেশের অনন্তর তিনিই আকাশাদিও হইয়াছেন তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন—সৎ ইত্যাদি। সৎ শব্দের দ্বারা আকাশ এবং বায়ুকে গ্রহন করিতে হইবে, তথা 'ত্যৎ' শব্দের দ্বারা তেজ জল ও পৃথিবীকে গ্রহণ করিতে হইবে।

শ্রীদশমে শ্রীবসুদেব এই প্রকার বলিয়াছেন—হে আনন্দময়! আপনি সৃষ্টির প্রথমে নিজ

ওঁ ॥ সাক্ষাচ্চোভয়াম্নানাৎ ॥ ওঁ ॥ ১।৪।৭।২৫।

অবধৃতো চ শব্দঃ "কিংস্বিদ্বনং ক উ স বৃক্ষ আসীদ্ যতো দ্যাবা পৃথিবী নিষ্টতক্ষুঃ। মনীষিণো মনসা পৃচ্ছতৈতৎ যদধ্যতিষ্ঠদ্ ভুবনানি ধারয়ন্॥ ব্রহ্ম বনং ব্রহ্ম স বৃক্ষ আসীৎ যতো দ্যাবা পৃথিবী নিষ্টতক্ষুঃ। মনীষিণো মনসা প্রব্রবীমি বো, ব্রহ্মাধ্যতিষ্ঠৎ ভুবনানি ধারয়ন্॥ (অষ্টক০ ২।৮।৭।৮) ইতি তত্রৈব সাক্ষাদুভয়রূপত্ব কথনাদেব তস্য তথাত্বম্। ইহ হি যতো বৃক্ষাদুপাদানভূতাদ্ দ্যাবা পৃথিবী শব্দোপলক্ষিতং জগদীশ্বরো নিষ্টতক্ষু নির্ম্মিতবান্। বচনব্যত্যয়শ্ছান্দসঃ। স বৃক্ষঃ কঃ? তদাধার ভূতং বনঞ্চ কিম্? ভুবনানি ধারয়ন্ স যদধ্যতিষ্ঠৎ তৎ কিম্? ইতি ইতি লোকানুসারিণি প্রশ্নেঽলৌকিক বস্তুত্বাৎ স চ তত্তচ্চ ব্রহ্মৈবেত্যুক্তমতস্তদেবোভয়রূপমিতি ॥ ২৫ ॥

অথ শ্রীভগবানেব সাক্ষাদুভয়বিধকারণমিতি প্রতিপাদয়তি ভগবান্ শ্রীসূত্রকারঃ—সাক্ষাদিতি। শ্রুতিষু সাক্ষান্ন তু পরম্পরয়া উভয়ং নিমিত্তকারণং উপাদান কারণঞ্চাম্নানাৎ কথনাৎ শ্রীগোবিন্দদেব এবোভয়বিধকারণমিত্যর্থঃ। অথোভয়বিধকারণং পরব্রহ্মণঃ শ্রুতিসম্বাদেন সমর্থয়ন্তি—কিমিতি। হে মনীষিণঃ! কিং বনং, ক উ স বৃক্ষ আসীৎ? যতো যস্মাৎ বৃক্ষাৎ দ্যাবা পৃথিবী স্বর্গমর্ত্ত্যৌ নিষ্টতক্ষুঃ নির্ম্মিতবান্, কিঞ্চ যৎ বস্তু ভুবনানি ধারয়নধিতিষ্ঠদেতং মনসা পৃচ্ছতেতি। ইত্যেবং জিজ্ঞাসিতে প্রত্যুত্তরমাহ—ব্রহ্মেতি।

মায়া শক্তি প্রকৃতির দ্বারা এই ত্রিগুণাত্মক জগৎ সৃষ্টি করেন. পুনঃ তাহার মধ্যে আপনি প্রবেশ না করিয়াও প্রবেশকারীর ন্যায় প্রতীতি হয়েন। সুতরাং পরব্রহ্মই প্রপঞ্চ অপ্রপঞ্চ সকলবস্তু তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন—পরমাত্মা ইত্যাদি। পরমাত্মা শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবই জগতের উভয়রূপ, অর্থাৎ তিনিই নিমিত্তোপাদান কারণ দ্বয়াত্মক, অন্য কেহ নহে ॥ ২৪ ॥

সূত্রকার ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ শ্রীভগবানই যে উভয়বিধ কারণ তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন—সাক্ষাৎ ইত্যাদি। সাক্ষাৎ উভয়বিধ কারণ কথন হেতু। অর্থাৎ—শ্রুতি সকলে সাক্ষাৎ, কিন্তু পরম্পরা ক্রমে নহে, উভয়বিধ কারণ, নিমিত্তকারণ ও উপাদান কারণ রূপে কথন হেতু শ্রী শ্রীগোবিন্দদেবই উভয়বিধ কারণ ইহাই অর্থ।

সূত্রে যে 'চ' শব্দ আছে তাহার অর্থ অবধারণ। অনন্তর পরব্রহ্মের উভয়বিধ কারণ শ্রুতি সংবাদের দ্বারা প্রতিপাদন করিতেছেন—কিম্ ইত্যাদি। হে মনীষিগণ! এই বন কি? কে বা বৃক্ষ ছিল? যে বৃক্ষ হইতে দ্যাবা পৃথিবী স্বর্গ এবং মর্ত্ত্য নির্ম্মিত হইল? আরও যে বস্তুসকল ভুবনকে ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছে তাহা কি? এই সকল মনে মনে প্রশ্ন করুন।

ওঁ ॥ আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ ॥ ওঁ ॥ ১।৪।৭।২৬।

ব্রহ্মৈরসর্ব'মিত্যুত্তরসারার্থঃ। বচনেতি—একবচনে বহুবচনমিতি ছান্দসঃ। বৈদিক প্রয়োগেতি। ভাষ্যস্ত প্রকটার্থম্। অতো পরব্রহ্মৈব আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্তজগতোভয়বিধোপাদান নিমিত্তরূপ কারণমিতি ভাষ্যার্থঃ ॥২৫॥

গোবিন্দ এব সর্ব্বেষামুভয়ং কারণং শ্রুতম্।
তথাপ্যবিকৃতোদেবোঽচিন্ত্যশক্তি মত্ত্বয়া ॥

নন্ু সদেব সৌম্যেদমগ্র আসী দেকমেবাদ্বিতীয়ম্ (ছা০ ৬।২ ১) 'অদৃষ্টমব্যবহার্য্যমগ্রাহ্যমলক্ষণ মচিন্ত্যমব্যপদেশ্যম্' (মাণ্ডু০৭)' সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' (তৈ০ ২।১।২) 'আনন্দো ব্রহ্ম' (তৈ০ ৩।৬।১)' এষ আত্মাপহতপাপ্মা' (ছা০ ৮।১।৫) 'নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্' (শ্বে০ ৬।১৯) 'স বা এষ

এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিলেই প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছেন—ব্রহ্ম ইত্যাদি। হে মনীষিগণ! মনে মনে বিচার করিয়া আপনাদিগকে বলিতেছি ব্রহ্মই বন, ব্রহ্মই সেই বৃক্ষ ছিলেন, যাহা হইতে দ্যাবা পৃথিবী স্বর্গ মর্ত্ত্য নির্ম্মিত হইল এবং ব্রহ্মই ভুবন সকলকে ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছেন। অর্থাৎ পরব্রহ্মই সকল বস্তু ইহাই উত্তরের সারমর্ম্ম।

এই প্রকার শ্রুতিতেই সাক্ষাৎভাবে উভয় নিমিত্তকারণ ও উপাদান কারণ উভয়রূপে নিরূপণ হেতু এই পরব্রহ্মের তথাত্বং—উভয়রূপ কারণতা। এই শ্রীশ্রুতিবাক্যদ্বয় শ্রীমদ্‌ভাষ্যকার প্রভুপাদ স্বয়ং ব্যাখ্যা করিতেছেন—এই স্থলে যে উপাদান ভূত বৃক্ষ হইতে দ্যাবা পৃথিবী শব্দের দ্বারা উপলক্ষিত সমগ্র জগৎ সর্ব্বকর্ত্তা ঈশ্বর নিষ্টতক্ষুঃ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বচন ব্যত্যয়ঃ, অর্থাৎ একবচন স্থানে বহুবচন হইয়াছে ইহা ছান্দস—বৈদিক প্রয়োগ। সেই বৃক্ষ কে? তাহার আধারস্বরূপ বন কি? ভুবন সকলকে ধারণ করিয়া যিনি অবস্থান করিতেছেন তিনি কে?

এই প্রকার লোকানুসারিণী প্রশ্ন করিলে, প্রশ্নের উত্তর অলৌকিক বস্তু হওয়া হেতু বৃক্ষ, বন ও ধারক সকল বস্তুই ব্রহ্ম, সুতরাং ব্রহ্মই উভয়রূপ হয়েন। অর্থাৎ—পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবই আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্য্যন্ত জগতের নিমিত্ত এবং উপাদানরূপ উভয় প্রকার কারণ, ইহাই ভাষ্যের অর্থ ॥ ২৫ ॥

শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবই সকল পদার্থের নিমিত্ত এবং উপাদান এই উভয়বিধ কারণ হয়েন, তাহা শ্রুতিশাস্ত্র প্রসিদ্ধ, তথাপি তিনি অচিন্ত্য শক্তিমান হওয়ার জন্য অবিকৃত ভাবে ক্রীড়া করিতেছেন।

শঙ্কা—যদি বলেন "হে সৌম্য! সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র অদ্বিতীয় সৎ ব্রহ্মই ছিল" "ব্রহ্মবস্তু অদৃষ্ট, অব্যবহার্য্য, অগ্রাহ্য, অলক্ষণ, অচিন্ত্য অব্যপদেশ্য। সত্যস্বরূপ, জ্ঞানময়, অনন্ত ব্রহ্ম। ব্রহ্ম

"সোঽকাময়ত" (তৈ০ ২।৬।২) ইতি সৃষ্টিকামত্বেন প্রকৃতঃ পরমাত্মৈব "তদাত্মানং স্বয়মকুরুত" (তৈ০ ২।৭।১) ইতি সৃষ্টেঃ কর্ত্তৃভূতঃ কর্ম্মভূতশ্চ শ্রূয়তেঽতস্তস্যৈব তদুভয়

মহানজ আত্মাজরোঽমরোঽ মৃতোঽভয়ো ব্রহ্ম' (বৃ০ ৪।৪।২৫ ইত্যাদি প্রমাণশতৈঃ স্বাভাবিকোঽনন্তকল্যাণ-গুণরত্নাকরস্য নিরস্তসমস্ত প্রাকৃতদোষগন্ধলেশস্য নিরতিশয় জ্ঞানানন্দপরিপূর্ণ দিব্যমঙ্গল বিগ্রহস্য পরমপুরুষার্থাস্পদস্য পরব্রহ্মণঃ চিজ্জড়াত্মকপ্রপঞ্চরূপেণ বহুভবন সঙ্কল্পপূর্ব্বকং মহদাদিবহুভবনং কথমুপপদ্যতে ? ইত্যেবমাশঙ্ক্য সমাধন সূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—আত্মেতি। শ্রীভগবতঃ সৃষ্টিকার্য্যাদৌ কর্ত্তৃত্বং কর্ম্মত্বঞ্চোভয়রূপং শ্রবণাৎ স এব নিমিত্ত কারণমুপাদান কারণঞ্চোভয়রূপমিতি সিদ্ধম্। কুতঃ ? আত্মকৃতেঃ, পরব্রহ্মণ এব কর্ত্তৃত্বপ্রতিপাদনাৎ, তথা পরিণামাৎ—অবিভক্ত নাম রূপাতি সূক্ষ্মকারণাবস্থং পরব্রহ্মৈব' বিভক্ত নামরূপাদি জগদ্রূপং ভবেয়ম্' ইতি সঙ্কল্প্য স্বয়মেব জগদাকারেণ পরিণমত ইতি সূত্রার্থঃ। শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যপাদাস্তু 'আত্মকৃতেঃ' 'পরিণামাৎ' ইতি সূত্রদ্বয়ং পঠন্তি।

অথ শ্রীভগবতঃ কারণদ্বয়ং প্রতিপাদয়িতুং কর্ত্তৃত্বং কর্ম্মত্বঞ্চ প্রতিপাদয়ন্তি—সেতি। তদাত্মান-

---

আনন্দময়। এই আত্মা পাপরহিত, জরা রহিত, মৃত্যু, শোক, ক্ষুধা এবং পিপাসা বর্জ্জিত। তিনি নিষ্কল নিষ্ক্রিয়, শান্ত, নিরবদ্য, নিরঞ্জন। সেই এই আত্মা মহান্, অজ, জরা বিবর্জ্জিত, অমর, অমৃত, অভয় ও সর্ব্বব্যাপক।

ইত্যাদি শত শত প্রমাণ বিদ্যমান থাকিতে, স্বাভাবিক অনন্ত কল্যাণ গুণ রত্নাকর, নিরস্ত সমস্ত প্রাকৃত দোষগন্ধলেশ নিরতিশয় জ্ঞানানন্দ পরিপূর্ণ দিব্যমঙ্গল বিগ্রহ, পরম পুরুষার্থের আশ্রয় শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের চিৎ জড়াত্মক প্রপঞ্চরূপ বহুভবন সঙ্কল্প পূর্ব্বক মহদাদি বহুভবন কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে ?

সমাধান—এই প্রকার আশঙ্কা করিয়া সূত্রকার ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সমাধান সূত্রের অবতারণা করিতেছেন—আত্ম কৃতেঃ ইত্যাদি। আত্মকৃতির জন্য পরিণাম হেতু। অর্থাৎ শ্রীভগবানের সৃষ্টিকার্য্যাদি কর্ত্তৃত্ব এবং কর্ম্মত্ব উভয়বিধ শ্রবণ করা যায়, সুতরাং তিনিই নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ উভয় রূপই সিদ্ধ হইতেছে।

কি প্রকারে সিদ্ধ হয় ? তাহা বলিতেছেন—আত্মকৃতির জন্য, পরব্রহ্মেরই কর্তৃত্ব প্রতিপাদন হেতু এবং পরিণাম হেতু, অর্থাৎ অবিভক্ত নাম রূপ অতিসূক্ষ্ম কারণাবস্থানকারী পরব্রহ্মই "বিভক্ত নাম রূপাদি জগৎ রূপে পরিণত হইব" এই প্রকার সঙ্কল্প করিয়া তিনি স্বয়ং জগদাকারে পরিণত হয়েন, সুতরাং তিনিই উভয়বিধ কারণ ইহাই সূত্রের অর্থ।

এই সূত্রটি শ্রীমৎ রামানুজাচার্য্যপাদ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দুইটি সূত্র পাঠ করেন।

রূপত্বম্। ননু কথমেকস্যৈব পূর্ব্বসিদ্ধস্য কর্ত্তৃতয়া স্থিতস্য ক্রিয়মানত্বম্ তত্রাহ—পরিণামাদিতি। কুটাস্থত্বাদ্যবিরোধি পরিণামবিশেষ সম্ভবাদবিরুদ্ধং তস্য তৎ।

ইদমত্র তত্ত্বম্ "পরাস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে" (শ্বে° ৬৮) "প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞপতিঃ"

মিতি—লোকে তু খলু কৃতিমান্ কর্ত্তা, কৃতিবিষয়ো মৃৎসুবর্ণাদিরুপাদনমিতি ব্যবস্থা। আত্মানমিতি দ্বিতীয়য়া কৃতিবিষয়ত্বং, স্বয়মিত্যনেন কৃতিমত্ত্বঞ্চ। তস্মাদুপাদানং নিমিত্তঞ্চ পরব্রহ্মৈব, কুতঃ? আত্মকৃতেঃ, আত্মসম্বন্ধিন্যাঃ কৃতেরিত্যর্থঃ। সম্বন্ধশ্চাধ বিষয়বিষয়ি ভাবঃ, আত্মা আধারাধেয়ভাবশ্চ। একমেবাদ্বিতীয়স্য স্বেতর সর্ববিলক্ষণস্য পরব্রহ্মণঃ কর্ত্তৃত্বং ভবতু নাম কর্ম্মত্বং কথং সম্ভবতীত্যাশঙ্ক্য সমাধানমাহুঃ নন্বিতি।
কুটস্থেতি নির্ব্বিকারম্। তস্যতদিতি কর্ম্মত্বমিত্যর্থঃ। অথ সূত্রস্যাস্য নিগদব্যাখ্যানং বিস্তারয়ন্তি—

অতঃপর শ্রীভগবানের কারণদ্বয় প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত কর্ত্তৃত্ব ও কর্ম্মত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন—স ইত্যাদি। "তিনি কামনা করিয়াছিলেন" এই প্রকার সৃষ্টি করিবার কামনা রূপে বর্ণনা করিতে প্রারম্ভ করিয়া শ্রীপরমাত্মাই "তিনি আত্মাকে স্বয়ং করিয়াছিলেন" এইরূপ সৃষ্টির কর্ত্তা ও কর্ম্ম তিনিই হয়েন, ইহা শ্রবণ করা যায়। সুতরাং তাহারই নিমিত্ত কারণতা এবং উপাদান কারণতা উভয়বিধই সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ তদাত্মানম্—যেমন লোকে কৃতিমান কর্ত্তা এবং কৃতির বিষয় মৃৎ সুবর্ণাদি উপাদান অর্থাৎ কৃতিমত্তা কর্ত্তাতে বিদ্যমান থাকে, এবং সে নিমিত্ত কারণ হয়, কৃতি বিষয়তা কর্ম্মেতে বিদ্যমান থাকে তাহা উপাদানকারণ হয়। এই প্রকার ব্যবস্থা দেখা যায়।

এই স্থলে "আত্মানং" এই দ্বিতীয়ান্ত পদের দ্বারা কৃতি বিষয়তা নিরূপণ করিয়াছেন। তথা "স্বয়ম্" এই পদের দ্বারা কৃতিমত্তা নিরূপণ করিয়াছেন অতএব উপাদান ও নিমিত্ত কারণ পরব্রহ্মই।

কি প্রকার? আত্মকৃতেঃ, অর্থাৎ আত্ম সম্বন্ধিনী কৃতি হইতে। এই স্থানে সম্বন্ধ—বিষয় বিষয়ী ভাবরূপ আত্মা—আধার আধেয় ভাব। যদি বলেন—একমাত্র অদ্বিতীয় স্বেতর সর্ব্ব বিলক্ষণ পরব্রহ্মের জগৎ কর্ত্তৃত্ব না হয় স্বীকার করিলাম, কিন্তু তাঁহার কর্ম্মত্ব কি প্রকারে সিদ্ধ হয়?

এই প্রকার আশঙ্কা করিয়া সমাধান করিতেছেন—ননু ইত্যাদি। যদি বলেন—পূর্ব্বসিদ্ধ এক মাত্র ব্রহ্মের যিনি কর্ত্তারূপে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহার কি প্রকারে ক্রিয়মানত্ব সিদ্ধ হইবে?

তদুত্তরে বলিতেছেন—পরিণাম হেতু। যে পরিণামে ব্রহ্মের কুটস্থত্বাদি ধর্ম্মের বিরোধ না হয়, সেই অবিরোধ পরিণাম বিশেষ সম্ভব হওয়া হেতু তাহার কর্ম্মত্ব অবিরুদ্ধ। অর্থাৎ—নির্ব্বিকার পরব্রহ্ম কোন প্রকার বিকৃত না হইয়াই তিনি জগদাদি রূপে পরিণত হয়েন, সুতরাং তিনি কর্ত্তা ও কর্ম্মও হয়েন।

অনন্তর এই সূত্রের যথার্থ ব্যাখ্যা বিস্তার করিতেছেন—এই স্থানে ইহাই যথার্থ তত্ত্ব। পরাস্য

গু র্ণেশঃ" (শ্বে° ৬।১৬) ইতি শ্রুতেস্ত্রিশক্তিব্রহ্ম। "বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথা পরা। অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে" (শ্রীবি°পু° ৬।৭।৬১) ইতি স্মৃতেশ্চ। তস্য নিমিত্তত্বমুপাদানত্বঞ্চাভিধীয়তে। তত্রাদ্যং পরাখ্যশক্তিমদ্রূপেণ। দ্বিতীয়ন্তু তদন্য

ইদম্ ইতি। পরাস্যেতি অস্য শ্রীমহেশ্বরস্য পরমদৈবতস্য শ্রীভগবতঃ পরা শক্তিরস্তি সা চ বিবিধা, তথাচ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ১।১২।৬৮ "হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিত্ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ"। যদ্যপ্যনন্ত শক্তি মহাপারাবার শ্রীভগবান্ তথাপি তস্য প্রাধান্যেন শক্তি ত্রয়ং নিরূপয়ন্তি শ্রুতয়ঃ, তৎপ্রতিপাদয়ন্তি—ত্রিশক্তীতি। পরা প্রধানক্ষেত্রজ্ঞরূপা শক্তিত্রয়ী। এবং শ্বেতাশ্বতরবাক্যেন পরা প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যানাং শক্তিত্রয়াণাং পতি-মুক্ত্বা শ্রীবিষ্ণুপুরাণীয়বাক্যেন ত্রিশক্তিকং শ্রীভগবন্তং প্রতিপাদয়ন্তি—বিষ্ণোরিতি। বিষ্ণোঃ সর্ব্বব্যাপকস্য ভগবতঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য শক্তিত্রয়ং বিদ্যতে, তত্রাদ্যা পরাশক্তিঃ প্রোক্তা, পরাখ্যস্বরূপ শক্তিরিত্যর্থঃ। অপরা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা, সা চ ক্ষেত্রজ্ঞা তটস্থাদি নাম জীবশক্তিরিতি। তৃতীয়াবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞা চ বহিরঙ্গা মায়েত্যর্থঃ। এবং শক্তি ত্রয়সমন্বিতং পরব্রহ্ম জগতঃ কারণমিতি প্রতিপাদয়ন্তি—তস্যেতি। তত্রাদ্যমিতি পরাখ্যস্বরূপশক্তি মদ্রূপেণ পরব্রহ্ম অস্য জগৎসৃষ্ট্যাদিকার্য্যস্য নিমিত্তকারণং ভবতি, অনেন তস্য স্বশক্ত্যেক-

---

অর্থাৎ—এই মহেশ্বর পরমদৈবত শ্রীভগবানের পরা শক্তি আছে এবং তাহা বিবিধ প্রকার। এই বিষয়ে শ্রীবিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে—শ্রীধ্রুব কহিলেন—হে সর্ব্বেশ্বর! সর্ব্বাশ্রয়স্বরূপ আপনাতে হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিত শক্তি সর্ব্বদা অবস্থান করে। অতএব পরাশক্তি অনেক প্রকার। যদ্যপি অনন্ত শক্তির মহাসমুদ্র শ্রীভগবান তথাপি তাহার প্রধানভাবে তিনটি শক্তি আছে, তাহা শ্রুতি নিরূপণ করিতেছেন—সকল সদ্গুণের অধীশ্বর বা আশ্রয় প্রধান মায়াশক্তির ও ক্ষেত্রজ্ঞশক্তির পতি বা নিয়ামক। ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণ হইতে শক্তি ত্রয় সমন্বিত পরব্রহ্ম বোধ হইতেছে। অর্থাৎ পরাশক্তি, প্রধানশক্তি ও ক্ষেত্রজ্ঞ রূপা শক্তিত্রয়।

এই প্রকার শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ বাক্যদ্বারা শ্রীভগবানকে পরা, প্রধান ও ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা শক্তিত্রয়ের অধিপতি নিরূপণ করিয়া, শ্রীবিষ্ণুপুরাণীয় বাক্যের দ্বারা ত্রিশক্তিক ব্রহ্ম প্রতিপাদন করিতেছেন—শ্রীবিষ্ণুর পরা শক্তি প্রথমা, ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা শক্তি অপরা দ্বিতীয়া এবং কর্ম্ম নামে তৃতীয়া অবিদ্যাশক্তি হয়। অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক ভগবান শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের সর্ব্বদা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তিনটি শক্তি বিদ্যমান আছে, তন্মধ্যে প্রথমা পরাশক্তি, পরাখ্যা স্বরূপশক্তি ইহাই অর্থ।

অপরা ক্ষেত্রজ্ঞা নাম্নী, তাহা ক্ষেত্রজ্ঞা তটস্থা নাম্নী জীব শক্তি। তৃতীয়া অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞা বহিরঙ্গা মায়া শক্তি ইহাই অর্থ।

এই প্রকার শক্তিত্রয় সমন্বিত পরব্রহ্ম এই জগতের কারণ ইহা প্রতিপাদন করিতেছেন—তস্য ইত্যাদি।

শক্তিদ্বয়দ্বারৈব "স বিশেষণে বিধিনিষেধৌ বিশেষণমুপসংক্রামতঃ" ইতি ন্যায়াৎ। "য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাৎ" (শ্বে০ ৪।১) ইত্যাদি শ্রবণাচ্চ।

সহায়রূপেণ কর্ত্তৃত্বং বোধ্যতে। দ্বিতীয়মিতি তটস্থাখ্যজীবশক্তিঃ, বহিরঙ্গা জড়া মায়াশক্তিঃ, ইতি শক্তিদ্বয়দ্বারেণ পরব্রহ্ম অস্য জগৎসৃষ্ট্যাদিকার্য্যস্যোপাদানকারণং ভবতি, অনেন তস্য স্বশক্তিত্বরূপেনৈব কর্ম্মত্বমপি দর্শিতম্। তস্মাদ্ যথার্থমাহ শ্রুতিঃ (তৈ০ ১।৭।১) 'তদাত্মানং স্বয়মকুরুত' ইতি। ননূপাদানত্ব শক্তি বিশিষ্ট পরব্রহ্মণঃ কারণত্ববিধানাৎ, কথমুপাদানশক্তি বিশিষ্ট পরব্রহ্মণঃ কারণত্ব বিধানমিতি চেত্তত্রাহঃ—সবিশেষণ ইতি। বিশিষ্টেবস্তুনি যো বিধির্নিষেধশ্চ স খলু বিশেষণ পর্য্যবসায়ীত্যর্থঃ। যথা গৌরঃ পুমানিত্যত্র গৌরত্বং পুংসো বিহিতং তৎ খলু বিশেষণ দেহ পর্য্যবসায়ী প্রতীতমিতি বিধিবিষয়ম্। নিষেধস্তু যথা ভাগবৎকৈঙ্কর্য্য প্রতিবন্ধীস্তম্ভো নিন্দ্য ইত্যর্থঃ। ইদমত্র বোদ্ধব্যম্—স্তম্ভশব্দোঽত্র সাত্ত্বিকান্তর্গত মনসোঽবস্থাবিশেষঃ, তত্র বাগা দরাহিত্যং নৈশ্চল্যং শূন্যতাদয়ঃ, তত্তু শ্রীভগবৎ সেবকানাং শ্রীভগবৎ

ইত্যাদি স্মৃতিপ্রমাণ দ্বারা তাঁহার নিমিত্তকারণ ও উপাদানকারণতা অভিহিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম নিমিত্তকারণ পরাখ্য শক্তিমান পরব্রহ্ম এই জগতের সৃষ্ট্যাদি কার্য্যের নিমিত্তকারণ হয়েন। এতদ্দ্বারা তাঁহার স্বশক্ত্যেক সহায়রূপে কর্ত্তৃত্ব বোধ করাইতেছে।

দ্বিতীয় উপাদান কারণ অন্য মায়া ও জীবশক্তিদ্বয় দ্বারাই হয়েন। অর্থাৎ—তটস্থাখ্য জীবশক্তি ও বহিরঙ্গা জড়া মায়াশক্তি এই দুইটি শক্তির দ্বারা পরব্রহ্ম এই জগৎ সৃষ্ট্যাদি কার্য্যের উপাদান কারণ হয়েন। এই সিদ্ধান্ত দ্বারা তাঁহার স্বশক্তিত্ব রূপে কর্ম্মত্ব প্রদর্শিত করিলেন। সুতরাং শ্রুতি যথার্থ বর্ণন করিয়াছেন—তিনি আত্মাকে স্বয়ং জগদাকারে পরিণত করিয়াছেন।

শঙ্কা যদি বলেন—উপাদানত্ব শক্তিবিশিষ্ট পরব্রহ্মের কারণত্ব বিধান হেতু, উপাদান শক্তি বিশিষ্ট পরব্রহ্মের কি প্রকারে কারণত্ব বিধান করা হইয়াছে ?

সমাধান—এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—সবিশেষণ ইত্যাদি। যে কালে বিশেষণ বিশিষ্ট বিশেষ্যে বিধি বা নিষেধ বাধ হইবে, তখন সেই বিধি বা নিষেধ বিশেষণের পর্য্যবশায়ী হয়, অর্থাৎ—বিশেষণ বিশিষ্ট বস্তুতে যে বিধি ও নিষেধ তাহা বিশেষণ পর্য্যবশায়ী হয় যেমন—'গৌরপুরুষ' এই স্থানে গৌরতা পুরুষের বিধান করা হইয়াছে, এই বিশেষণ দেহ পর্য্যবশায়ী বলিয়া প্রতীতি হইতেছে। এই উদাহরণটি বিধি বিষয়।

নিষেধ বিষয়টি এই প্রকার—শ্রীভগবানের কৈঙ্কর্য্য প্রতিবন্ধী স্তম্ভ নিন্দনীয়, অর্থাৎ তাঁহার কিঙ্করত্ব প্রতিবন্ধিত্ব স্তম্ভের নিষেধ করিতেছেন। এই স্থলে ইহাই বুঝিতে হইবে—স্তম্ভ শব্দ সাত্ত্বিক ভাবান্তর্গত মনের অবস্থা বিশেষ, তাহাতে বাক্‌শক্তি রহিত হয় ও নিশ্চলতা শূন্যতা প্রভৃতি হয়, তাহা

এবঞ্চ নিমিত্তং কুটস্থমুপাদানন্তু পরিণামীতি সূক্ষ্মপ্রকৃতিকং কর্তৃ, স্থূল প্রকৃতিকং কর্ম্ম

সেবা বিঘ্নিতে সতি সেবকত্বস্য প্রতিবন্ধকত্বং, তথাত্র ত্রিশক্তি সমন্বিত পরব্রহ্মণঃ কারণত্ববিধানমবিবাদম্, কিন্তু উপাদনত্ব বিশিষ্টমিতি উপাদন কারণতা জীবমায়াখ্যো শক্তিদ্বয়ে বর্ত্ততে, ব্রহ্মণস্তদ্বিশিষ্টত্বে সাক্ষাৎ কর্তৃত্বং ব্যাহন্যেত, তস্মাত্তস্য নিষেধমিতি। অথ ত্রিশক্তিসমন্বিতং পরব্রহ্মৈব নিমিত্তোপাদানকারণমিতি শ্বেতাশ্বরবাক্যেন প্রমাণয়ন্তি —য একেতি। য একঃ স্বশক্ত্যেকমাত্রসহায়ঃ সর্ব্বকর্ত্তা স্বয়মবর্ণঃ প্রাকৃতনীল পীতাদিবর্ণা ভাববান্ বহুধা শক্তি যোগাৎ পরাপরা বিদ্যাদিশক্তি যোগাদিতি। 'বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি' ইতি মন্ত্রশেষঃ। ইত্যাদি শ্রবণাৎ শক্তিত্রয়ান্বিত পরব্রহ্মৈবোভয়বিধকারণ মিতি ভাবঃ। অথ বিশেষ জিজ্ঞাসা নিবৃত্তয়ে তস্য কারণ দ্বয়ং বিস্তারয়ন্তি—এবঞ্চেতি। নিমিত্তং কূটস্থং নির্ব্বিকারং, সূক্ষ্মেতি সূক্ষ্মা অনভিব্যক্তগুণা তমঃ শব্দিতা সঙ্কুচিতজ্ঞানা জীবশব্দিতা প্রকৃতিশক্তির্যত্র বিদ্যতে এতাদৃশঃ পরাশক্তি মান্ শ্রীগোবিন্দদেবঃ কর্ত্তৃনিমিত্তকারণ মিত্যর্থঃ। স্থূলেতি স্থূলা অভিব্যক্তগুণা প্রধানাদিরূপেণ বিকশিত গুণা মায়াশব্দিতা শক্তির্যত্র স পরাপরা শক্তি সমন্বিতঃ পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবঃ কর্ম্মোপাদান কারণ

শ্রীভগবানের সেবকগণের যদি শ্রীভগবৎ সেবায় বিঘ্ন করে তবে সেবকত্বের প্রতিবন্ধক হয়, সেই প্রকার শক্তিত্রয় সমন্বিত পরব্রহ্মের কারণতা বিধানে কোন বিবাদ নাই, কিন্তু উপাদান কারণতা বিশিষ্ট অর্থাৎ উপাদান কারণতা জীব ও মায়া নামে শক্তিদ্বয়ে বিদ্যমান আছে, ব্রহ্মকে তদ্বিশিষ্ট স্বীকার করিলে তাঁহার সাক্ষাৎ কর্তৃত্ব ব্যাহত হয়, সুতরাং তাহার নিষেধ করা হইয়াছে।

অনন্তর শক্তিত্রয় সমন্বিত পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবই যে নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ তাহা শ্বেতাশ্বরোপনিষদের প্রমাণ বাক্যের দ্বারা প্রমাণিত করিতেছেন—যঃ ইত্যাদি। যিনি এক ও বর্ণ রহিত হইয়া বহু শক্তিযোগ বশতঃ অনেক বর্ণ ধারণ বা প্রকাশ করেন" অর্থাৎ—যিনি একমাত্র স্বশক্ত্যেক সহায় স্বয়ং প্রাকৃত নীল পীতাদি বর্ণরহিত হইয়াও বহুধা শক্তি পরা, অপরা ও অবিদ্যা শক্তিযোগ হেতু, নানা প্রকার বর্ণ সৃষ্টি করেন, এই প্রকার এই মন্ত্রের শেষ ভাগ হয়। ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণ হেতু শক্তি ত্রয় সমন্বিত পরব্রহ্মই উভয়বিধ কারণ ইহাই ভাবার্থ।

অতঃপর বিশেষ জিজ্ঞাসা নিবৃত্তির জন্য কারণদ্বয় বিস্তার ভাবে বর্ণনা করিতেছেন—এবম্ ইত্যাদি। এই প্রকার এই জগতের নিমিত্ত কারণ কুটস্থ নির্ব্বিকারী ব্রহ্ম, তথা উপাদান কারণ পরিণামী ব্রহ্ম। এই প্রকার সূক্ষ্ম প্রাকৃতিক পরব্রহ্ম কর্তা, অর্থাৎ—সূক্ষ্ম—যাহার গুণ অভিব্যক্ত হয় নাই, তমঃ শব্দবাচ্য সঙ্কুচিত জ্ঞানা জীব নাম্নী প্রকৃতি শক্তি যাঁহাতে বিদ্যমান আছে, এতাদৃশ স্বরূপ শক্তিমান শ্রীশ্রী গোবিন্দদেব কর্তা, অর্থাৎ নিমিত্ত কারণ। তথা স্থূল প্রকৃতিক পরব্রহ্মই কর্ম্ম, এইরূপে একমাত্র পরব্রহ্মেরই কর্তা ও কর্ম্ম উভয় প্রকার সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ—স্থূলা যাহার গুণ অভিব্যক্ত হইয়াছে, প্রধানাদি রূপে

ইত্যেকস্যৈব তদুভয়ত্বং সিদ্ধম্। মৃৎপিণ্ডাদি দৃষ্টান্ত শ্রবণাৎ "পরিণামাৎ" ইতি সূত্রাঙ্করাচ্চ।

মিত্যর্থঃ। তস্মাদেকস্যৈব শক্তিত্রয়সমন্বিতস্য সর্ব্বনিয়ামকস্য সর্ব্বেশ্বরস্য শ্রীগোবিন্দদেবস্য তদুভয়ত্বং নিমিত্ত কারণত্বমুপাদানকারণতঞ্চ সিদ্ধমিতি। শ্রীমদ্বেদান্ত স্যমন্তকে ৩।২৯" পরাখ্যশক্তিমতা ভগবতা নিমিত্তেন, প্রধানাদিশক্তিমতা চ তেনোপাদানেন সিদ্ধমিদং জগৎ পারমার্থিকমেব।

অত্রেয়ং প্রক্রিয়া (শ্রীভগ০ সন্দর্ভঃ ১৬) একমেব পরমতত্ত্বং স্বাভাবিকাচিন্ত্যশক্ত্যা সর্ব্বদৈব স্বয়ং ভগবান্ স্বরূপ তদ্রূপ বৈভব জীব প্রধানরূপেণ চতুর্দ্ধাবতিষ্ঠতে, তথাচ দৃষ্টান্তঃ সূর্য্য ইব, সূর্য্যমণ্ডলস্থ-তেজঃ, সূর্য্যমণ্ডলঃ তদ্বহির্গতরশ্মিঃ, তৎ প্রতিচ্ছবিরিবেতি। নন্বীদৃশং বিরোধাবস্থানং কথং সঙ্গচ্ছতে? অচিন্ত্যশক্তিমত্ত্বেন ক্রমঃ 'দুর্ঘটঘটকত্বং হ্যচিন্ত্যত্বম্' সা চ শক্তিঃ ত্রিধা অন্তরঙ্গা বহিরঙ্গা তটস্থাচেতি। তত্রান্তরঙ্গয়া স্বরূপশক্ত্যাখ্যয়া পূর্ণে নৈব স্বরূপেণ নিত্য ধাম্নি নিত্য বৈভবে বিরাজতে, বহিরঙ্গয়া মায়াখ্যয়া তদীয় বহিরঙ্গ বৈভব জড়াত্ম প্রধানরূপেণ বিরাজতে, তটস্থয়া রশ্মিস্থানীয় চিদেকাত্মশুদ্ধজীবরূপেণ চাবতিষ্ঠতে। এবং শ্রীভগবতোঽচিন্ত্য শক্তি প্রভাবেণ চিদ্রূপতা নির্ব্বিকরতাদিগুণ রহিতস্য মায়াপর-

---

বিকশিত গুণমায়া নাম্নী শক্তি যাঁহার, সেই পরা ও অপরা শক্তি সমন্বিত পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব কর্ম্ম, অর্থাৎ জগতের উপাদান কারণ ইহাই অর্থ।

অতএব একমাত্র শক্তিত্রয় সমন্বিত, সর্ব্বনিয়ামক, সর্ব্বেশ্বর শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের উভয়বিধ নিমিত্ত কারণতা এবং উপাদান কারণতা সিদ্ধ হয়। এই বিষয়ে শ্রীমদ্বেদান্তস্যমন্তকে বর্ণিত আছে—পরা নাম্নী শক্তিমান শ্রীভগবান নিমিত্তকারণ হয়েন এবং প্রধানাদি অপরা নাম্নী শক্তিমান শ্রীভগবান উপাদান কারণ হয়েন, অতএব এতদ্দ্বারা এই জগৎ পারমার্থিক বলিয়াই সিদ্ধ হইতেছে· মিথ্যা নহে।

জগৎ নির্ম্মাণ বিষয়ে শাস্ত্রে এইরূপ প্রক্রিয়া দেখা যায়—পরমতত্ত্ব পরব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান শ্রীশ্রী গোবিন্দদেব স্বাভাবিক স্বীয় অচিন্ত্য শক্তির দ্বারা সর্ব্বদা স্বরূপ, তদ্রূপ বৈভব, জীব ও প্রধান এই চারি ভাবে অবস্থান করেন। এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত এইরূপ—যেমন সূর্য্য। অর্থাৎ যে প্রকার সূর্য্যমণ্ডলস্থ তেজ, সূর্য্যমণ্ডল সূর্য্যের বহির্গত রশ্মি এবং তাহার প্রতিচ্ছবি। যদি বলেন—পরব্রহ্মের এই প্রকার বিরোধ ভাবে অবস্থান কি প্রকারে সঙ্গত হয়? তদুত্তরে বলিব—শ্রীভগবান অচিন্ত্য শক্তিমান, সুতরাং তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবেই তাহা সম্ভব হয়।

"যাহার দ্বারা দুর্ঘট কার্য্যও সংঘটিত হয় তাহাকে অচিন্ত্য শক্তি বলে। সেই শ্রীভগবানের অচিন্ত্য শক্তি ত্রিবিধ। তাহা অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা এবং তটস্থা। তন্মধ্যে অন্তরঙ্গ স্বরূপশক্তি নাম্নী শক্তির দ্বারা পূর্ণস্বরূপে শ্রীগোলোকাদি নিত্যধামে নিত্য বৈভবে বিরাজিত আছেন। দ্বিতীয়া—বহিরঙ্গা মায়া শক্তি নাম্নী শক্তির দ্বারা শ্রীভগবানের বহিরঙ্গ বৈভব জড়াত্ম প্রধানরূপে বিরাজ করিতেছেন। তৃতীয়া

ভ্রান্ত্যধ্যাসপর্য্যায়োঽতাত্ত্বিকান্যথা ভাবাত্মা বিবর্ত্তঃ পরিহৃতঃ। ন চ শুক্ত্যাদি বদ্ ব্রহ্মণ্যধ্যাসঃ

পর্য্যায় প্রধানস্য জড়ত্বং বিকারিত্বঞ্চেতি জ্ঞেয়মিতি। তস্মাৎ সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ তস্মিন জড়ে প্রধানে চেতন রূপাং জীবশক্তিমাহিতঃ, তেন জগন্নির্ম্মাণকার্য্যং প্রতি এতদুভয়মুপাদান কারণমিতি। তস্মাদ্ যথোক্তমেব শ্রৌতসিদ্ধান্তেতি রাদ্ধান্তঃ। অথাত্র কার্যাকারণভাবে পরব্রহ্মণি বিরোধাশঙ্কাং পরিহরন্তি—মৃদিতি। নন্থ প্রপঞ্চো ব্রহ্মণো বিবর্ত্তোঽস্তু, স চ 'অতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃতঃ' (বেদান্তসা০ ১০৯) টীকা চ সুবোধিনী বিবর্ত্ত ভাবস্ত বস্তুনঃ স্বরূপাপরিত্যাগেন স্বরূপান্তরেণ মিথ্যা প্রতীতিঃ। যথা রজ্জুঃ স্বরূপাপরিত্যাগ্যেন সর্পাকারেণ প্রতিভাসত ইতি বিবর্ত্তবাদঃ। অধ্যাসো নামাতস্মিংস্তদ্বুদ্ধিরিতি (শা০ ভা০ ১।১।১) অত্রবিবর্ত্তবাদিনো ব্রহ্মণঃ পরিণামত্বং ন স্বীকুর্ব্বন্তি, তেষাময়মাগ্রহঃ—পরিণামভাবো নাম বস্তুনো যথার্থস্বস্বরূপং পরিত্যজ্য স্বরূপান্তরাপত্তিঃ, যথা দুগ্ধমেব স্বস্বরূপং পরিত্যজ্য দধ্যাকারেণ পরিণমতে। অত্র বেদান্তে ব্রহ্মণি প্রপঞ্চ ভানস্য পরিণামভাবো নাঙ্গীক্রিয়তে, দুগ্ধাদিবৎ ব্রহ্মণো বিকারিত্ব

তটস্থা শক্তি রশ্মিস্থানীয়া, চিদেকাত্ম শুদ্ধজীবরূপে অবস্থান করিতেছেন। এই প্রকার শ্রীভগবানের অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে চিদ্রূপতা নির্ব্বিকারত্বাদি গুণরহিত মায় যাহার অপর নাম প্রধান, তাহার জড়ত্ব এবং বিকারত্ব জানিতে হইবে। অতএব সর্ব্বজ্ঞ শ্রীভগবান সেই জড় প্রধানে চেতন জীবশক্তিকে সমাহিত করেন। সুতরাং জগৎনির্ম্মাণ কার্য্যের প্রতি এই উভয়, অর্থাৎ চেতন তটস্থা জীবশক্তি, তথা জড় প্রধান বা মায়াশক্তি উপাদান কারণ। অতএব যথোক্ত শ্রীভগবানই জগৎ কার্য্যের নিমিত্ত তথা উপাদান এই উভয়বিধ কারণ হয়েন, ইহাই শ্রুতিশাস্ত্র সম্মত সিদ্ধান্ত।

এই স্থানে কার্য কারণ ভাবে পরব্রহ্মে যে বিরোধাশঙ্কা হয় তাহা পরিহার করিতেছেন—মৃৎ ইত্যাদি। মৃৎপিণ্ডাদি দৃষ্টান্ত শ্রবণ হেতু, তথা -"পরিণামাৎ" এই সূত্রাক্ষর হেতু জগৎ ভ্রম ও অধ্যাস পর্য্যায় অতাত্ত্বিক, আত্মার অন্যথা ভাব রূপ বিবর্ত্তবাদ পরিহৃত পরিত্যক্ত হইল।

বিবর্ত্তবাদ এই প্রকার—

শঙ্কা—যদি বলেন- এই জগৎ প্রপঞ্চ ব্রহ্মের বিবর্ত্ত হউক, বিবর্ত্তপ্রকার এই—বাস্তবিক বস্তু অন্য প্রকার না হইয়া যে অন্যরূপে প্রতীতি হয়, সেই অন্যরূপে প্রতীতিকেই বিবর্ত্ত বলে। এই বিবর্ত্ত শব্দের সুবোধিনী টীকায় এই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—বিবর্ত্তভাব বস্তুর স্বস্বরূপ পরিত্যাগ না করিয়াই স্বরূপান্তরে মিথ্যা প্রতীতি হওয়া। যেমন—রজ্জু নিজস্বরূপ পরিত্যাগ না করিয়াই সর্পাকারে প্রতিভাসিত হয়, ইহাই বিবর্ত্তবাদ।

অধ্যাস—অর্থাৎ—যে বস্তু যাহা নহে তাহাতে সেই বুদ্ধি করা। বিবর্ত্তবাদিগণ পরব্রহ্মের পরিণাম স্বীকার করেন না, এই বিষয়ে তাঁহাদের আগ্রহ এইরূপ —পরিণাম ভাব অর্থাৎ বস্তুর যথাযথ

সন্তরতি তদ্বস্তুস্য গম্যত্বাভাবাৎ। কিঞ্চান্যথা ভাবোঽন্যথা ভানমেব, তচ্চানাবৃত্তিমন্তরেণ সম্ভবেৎ।

প্রসঙ্গাদনিত্যত্বাদিদোষোপপত্তেঃ। বিবর্ত্তভাবাঙ্গীকারে তু নায়ং দোষঃ ব্রহ্মণি প্রপঞ্চ ভানস্যমিথ্যাত্বেন বিকারিত্বাভাবাদিতিচেন্ন, মৃৎপিণ্ডাদি দৃষ্টান্ত শ্রবণাৎ। মৃত্তিকায়াঃ ঘটশরাবাদিপরিণাম ভাবেঽপি ঘটশরাবাদৌ মৃত্তিকাত্বং ন বিরোধঃ। কিন্তু বিবর্ত্তবাদে দুগ্ধস্য দধ্যাদিভাবে দুগ্ধত্বস্য তত্রনিতরামভাবাৎ মৃৎপিণ্ডদৃষ্টান্তাত্রানুপপত্তেঃ। কিঞ্চ সূত্রেঽপি পরিণামাৎ' ইতি সাক্ষাৎ ব্রহ্মণো জগদাদিরূপেণ পরিণামশ্রব-ণান্নাত্রবিবর্ত্তবাদস্যাবসরঃ। নন্বু শুক্তিকায়াং রজততয়াবভাসো ভ্রান্তিরিব কৃৎস্নং জগৎ ব্রহ্মণি ভ্রমঃ ইতি চেদত্রৈবং পৃচ্ছামঃ—কৃৎস্নংজগৎ ব্রহ্মণি ভ্রম ইতি যদুক্তং—স ভ্রমঃ কস্য? ব্রহ্মণো জীবস্য বা? আদ্যে সর্ব্বজ্ঞতা শ্রুতিবিরোধঃ ভ্রান্তস্য বহুভবন সঙ্কল্পোঽনুপপত্তেশ্চ। দ্বিতীয়ে জীবভ্রমনির্ম্মিতং জগদিতি ব্রহ্মণো জগন্নিমিত্তোপাদান কারণত্বং বদতাং বিপ্রলাপমেব, অপিচ,—অদ্বৈত মাত্রবদতাং ভবতাং

নিজস্বরূপ পরিত্যাগ করিয়া রূপান্তর প্রাপ্তি। যে প্রকার দুগ্ধ স্বস্বরূপ পরিত্যাগ করিয়া দধিরূপে পরিণত হয়। এই স্থানে বেদান্ত শাস্ত্রে ব্রহ্মে প্রপঞ্চ প্রতীতির পরিণাম ভাব অঙ্গীকার করেন না। তাহা অঙ্গী-কার করিলে দুগ্ধাদিবৎ ব্রহ্মের বিকারিত্ব প্রসঙ্গ হেতু অনিত্যত্বাদি দোষাপ্রাপ্তি হয়। কিন্তু ব্রহ্মের বিবর্ত্ত ভাব অঙ্গীকার করিলে অনিত্যাদি দোষ হয় না, কারণ—ব্রহ্মে যে প্রপঞ্চের প্রতীতি হইতেছে তাহা মিথ্যা হওয়ার জন্য বিকারের সর্ব্বথা অভাব দেখা যায়। অতএব ব্রহ্মে বিবর্ত্তভাবই বেদান্তের সিদ্ধান্ত।

সমাধান—আপনারা এই সিদ্ধান্ত করিতে পারিবেন না, কারণ মৃৎপিণ্ডাদি দৃষ্টান্ত শ্রবণ করা যায়। যে প্রকার মৃত্তিকার ঘট শরাবাদি পরিণাম ভাব হইলেও ঘট শরাবাদিতে মৃত্তিকা ধর্ম্মের কোনরূপ বিরোধ হয় না। সেই প্রকার অচিন্ত্য শক্তিমান স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব জগদাদি রূপে পরিণত হইলেও তাহার ব্রহ্মত্ব ধর্ম্মের কোন প্রকার হানি হয় না। কিন্তু বিবর্ত্তবাদে দুগ্ধের দধ্যাদি ভাবে বিকৃত হইলে পুনঃ তাহাতে দুগ্ধত্বের নিতান্ত অভাব হেতু মৃৎপিণ্ড দৃষ্টান্ত বিবর্ত্তবাদে উপপত্তি হয় না।

আরও—সূত্রেও "পরিণামাৎ" এই শব্দের দ্বারা সাক্ষাৎ পরব্রহ্মের জগদাদি রূপে পরিণাম শ্রবণ হেতু বেদান্ত শাস্ত্রে বিবর্ত্তবাদের অবসর কিঞ্চিৎ মাত্রও নাই

যদি বলেন—শুক্তিকাতে রজতরূপে প্রতীতির ন্যায় সমগ্র জগৎ ব্রহ্মে ভ্রম হয়। যদি এইপ্রকার বলেন, তবে আপনাদিগকে এই প্রকার জিজ্ঞাসা করি? "সমগ্র জগৎ ব্রহ্মে ভ্রম হয়" আপনারা এই প্রকার বলিয়াছেন. কিন্তু এই ভ্রম কাহার? ব্রহ্মের? অথবা জীবের ভ্রম? যদি বলেন—এই ভ্রম ব্রহ্মের, তাহা হইলে সর্ব্বজ্ঞতা শ্রুতির বিরোধ হয়। ভ্রান্ত ব্রহ্মের বহুভবন সঙ্কল্পের অনুপপত্তি হয়।

দ্বিতীয়ে—অর্থাৎ জীবের ভ্রমের দ্বারা জগৎ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে, তাহা হইলে ব্রহ্মই যে এই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ, এই প্রকার আপনাদের বাক্য উন্মত্ত প্রলাপের সমান হইবে।

স্বসিদ্ধান্তে মহান্ কুঠারাঘাতঃ। তথাচ,দৃষ্টান্তস্থলে শুক্তি রজত ভ্রম ভ্রান্তেত্যাদয়ো বহবঃ পদার্থা দৃশ্যন্তে, নহি বস্তুন্যবস্ত্বারোপ ইতি, তথাত্বেঽবস্তুনঃ পদার্থান্তরত্বাপত্তেঃ। নহি কশ্চিৎ কং মানবং দৃষ্ট্বা 'বন্ধ্যাপুত্রোঽয়-মিতি ভ্রান্তো ভবতি, ন বা শতদলং পশ্যন্ 'ইদমাকাশকুসুমমিত্যাগ্রহং জনয়তীতি, তস্মাদলং ভ্রান্তানাং ভ্রমমুদ্ঘাটনেন। অথ পুন র্বিবর্ত্তবাদেঽনুপপত্তিং দর্শয়ন্তি—নচেতি। শুক্ত্যাদিবদিতি—শুক্তির্যথা রজত-ভ্রমমুৎপাদয়তি তথা ব্রহ্মণাপি জগদ্ ভ্রামোঽস্ত, তত্রাহুঃ—তদ্বৎ শুক্তিবৎ তস্য ব্রহ্মণঃ পুরোনিহিতত্বাভাবাৎ, নিকটস্থিতত্বাভাবাদিতি। তং দুর্দ্দর্শমিতি (কঠ০ ১।২।১২) শ্রুতেঃ। ননু পুরোবস্থিত এব বিষয়ে বিষ-য়ান্তরমধ্যাসিতব্যমিতি নাস্তি নিয়মঃ, অপ্রত্যক্ষেঽপি হি আকাশে বালাঃ তলমলিনাদ্যধ্যস্যন্তি, এবমবিরুদ্ধঃ প্রত্যগাত্মন্যপ্যনাত্মাধ্যাসঃ" (শং ভাঃ ১।১।১) অত্র ভামতী-নভো হি দ্রব্যং সৎরূপ স্পর্শ বিরহাৎ ন বাহ্যে-ন্দ্রিয় প্রত্যক্ষং নাপি মানসং মনসোঽসহায়স্য বাহ্যেঽপ্রবৃত্তেঃ তস্মাদপ্রত্যক্ষম্, অথচ তত্র বালা অবিবেকিন

আরও—আপনারা যে কেবলমাত্র "অদ্বৈত" বস্তু বর্ণনা করেন, এই আপনাদের নিজসিদ্ধান্তে ভয়ানক কুঠারাঘাত হইবে। তাহা এই প্রকার—"শুক্তিতে রজতের ভ্রম" এই দৃষ্টান্ত স্থলে শুক্তি, রজত, ভ্রম ও ভ্রান্ত ইত্যাদি অনেক বস্তু দেখা যায় আপনাদের কিন্তু ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোন বস্তু পারমার্থিক নাই। যদি বলেন—বস্তুতে অবস্তু আরোপের ন্যায় ব্রহ্মে জগতের আরোপ করা হয়। আপনারা এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করিলে অবস্তুর ব্রহ্ম হইতে পদার্থান্তরত্বাপত্তি হয়, অর্থাৎ অবস্তুকে ব্রহ্ম হইতে দ্বিতীয় বস্তু স্বীকার করিতে হইবে। এই জগতে কেহ কোন মানবকে দেখিয়া "এই পুরুষ বন্ধ্যার পুত্র" এই প্রকার ভ্রান্ত হয় না। অথবা কোন মানব শতদল পুষ্পকে দেখিয়া "ইহা আকাশকুসুম হয়" এইরূপ আগ্রহ প্রকাশ করে না। অর্থাৎ বুদ্ধিমান মানবের বস্তুতে অবস্তুর ভ্রম হয় না, বুদ্ধিহীনেরই হয়।

অতএব ভ্রান্তগণের ভ্রম উদ্ঘাটন করিবার আর প্রয়োজন নাই।

অনন্তর পুনরায় বিবর্ত্তবাদে অনুপপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন—ন চ ইত্যাদি। শুক্তি রজতের ন্যায় ব্রহ্মে অধ্যাস সম্ভব হয় না, কারণ শুক্তি রজতের সদৃশ ব্রহ্মের পুরঃ নিহিতত্বের অভাব বিদ্যমান আছে। অর্থাৎ—শুক্তি যে প্রকার রজত ভ্রম উৎপাদন করে, সেই প্রকার ব্রহ্মেতে জগতের ভ্রম হউক, তদুত্তরে বলিতেছেন - তদ্ বৎ অর্থাৎ শুক্তিবৎ সেই ব্রহ্মের পুরঃ নিহিতত্বের অভাব, নিকটে অবস্থানের অভাব বিদ্যমান আছে, পরব্রহ্ম শুক্তির ন্যায় নিকটে অবস্থান করেন না, অথবা প্রাকৃত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হয়েন না, তাহা শ্রুতি প্রতিপাদন করিতেছেন—তাঁহাকে অত্যন্ত দুঃখেও দর্শন করা যায় না। সুতরাং পরব্রহ্মে শুক্তি রজতের ন্যায় প্রপঞ্চের ভ্রম হইতে পারে না।

শঙ্কা—যদি বলেন - নিকটে অবস্থানকারী বিষয়ে অন্য বিষয়ের অধ্যাস হইবে এই প্রকার কোন নিয়ম নাই, অপ্রত্যক্ষ আকাশে বিবেকহীন মানবগণ তল ও মলিনাদি অধ্যাসিত করেন, এই প্রকার অপ্রত্যক্ষ প্রত্যগাত্মাতেও অনাত্মার অধ্যাস হইবে এই স্থানে ভামতী টীকা এই প্রকায়—আকাশ দ্রব্য

পরদর্শিত দর্শিনঃ কদাচিৎ পার্থিবচ্ছায়াং শ্যামতামারোপ্য, কদাচিত্তৈজসং শুক্লত্বমারোপ্য নীলোৎপলপলশ শ্যামমিতি বা রাজহংস মালা ধবলমিতি বা নির্ব্বর্ণয়ন্তি। তত্রাপি পূর্ব্বদৃষ্টস্য বা তামসস্য রূপস্য পরত্র নভসি স্মৃতিরূপোঽবভাস ইতি। এবমিতি—উক্তেন প্রকারেণ সর্ব্বাক্ষেপ পরিহারাদবিরুদ্ধঃ প্রত্যগাত্মন্য-প্যনাত্মানং বুদ্ধ্যাদীনামধ্যস ইতি! ইত্যেবং শঙ্কাং পরিহরন্তি—নচেতি। আকাশবত্তত্র ব্রহ্মণি স—অধ্যাসঃ, তদ্বদাকাশবত্তস্য ব্রহ্মণো গম্যত্বাভাবাদ্ গ্রাহ্যত্বাভাবাদাকাশস্যেন্দ্রিয়গোচরত্বং ভাষাপরিচ্ছেদ-২৬ "ক্ষিত্যাদিপঞ্চভূতানি" মুক্তাবলী—পৃথিব্যপ্‌তেজো বায্বাকাশানাং ভূতত্বং তচ্চ বহিরিন্দ্রিয় গ্রাহ্যবিশেষগুণ বত্ত্বম্। অত্র গ্রাহ্যত্বং লৌকিক প্রত্যক্ষস্বরূপযোগ্যত্বং বোধ্যমিতি তথাত্বং তস্য সিদ্ধম্। কিঞ্চ গম্যত্বং গোচরত্বমধ্যাসে প্রয়োজকং ব্রহ্মণো গোচরত্বাভাবত্তত্রাধ্যাসাসম্ভবমিতি। এবমাহ মুণ্ডকে ১।১ ৬ 'অগ্রাহ্য-মগোত্রমবর্ণমিতি। অথানবস্থ দোষেণ বিবর্ত্তবাদং পরিহরন্তি—কিঞ্চেতি। বিবর্ত্তবাদে যদ্বস্তুনোঽন্যথা

হইয়াও রূপ তথা স্পর্শ রহিত হেতু তাহা বাহ্যেন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ হয় না এবং মানস ইন্দ্রিয়েরও প্রত্যক্ষ হয় না কারণ মনের সাহায্যকারী বাহ্য ইন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তির অভাব হেতু আকাশ প্রত্যক্ষ হয় না। তথাপি সেই অপ্রত্যক্ষ আকাশে বিবেকহীন অর্থাৎ অনুমানব কর্তৃক যাহারা আকাশ দর্শন করে তাহারা কদাচিৎ পার্থিবচ্ছায়া অবলোকন করিয়া শ্যামতার আরোপ করে, কখনও তৈজস শুক্লতা আরোপণ করিয়া নীলোৎপল পলাশের ন্যায় শ্যাম অথবা রাজহংস সমূহের ন্যায় ধবলবর্ণ বর্ণনা করে, তথাপি ঐ স্থলে পূর্ব্বদৃষ্ট তৈজস বস্তু, অথবা অন্ধকারের রূপ পরত্র আকাশে স্মৃতিরূপ অবভাসিত হয়। এই প্রকার উক্ত প্রকারের দ্বারা সকল প্রকার আক্ষেপ পরিহার করা হেতু প্রত্যগাত্মাতেও অনাত্মা-বুদ্ধি প্রভৃতির অধ্যাস বা ভ্রম হয়, তাহাতে কোন প্রকার বিরোধ দেখা যায় না। অতএব পরমাত্মাতে জগৎ অধ্যাস হইয়াছে।

সমাধান—আপনাদের এইরূপ আশঙ্কার পরিহার করিতেছেন—ন চ ইত্যাদি। আকাশের সমান পরব্রহ্মে অধ্যাস সিদ্ধ হইতে পারে না, কারণ আকাশের ন্যায় সেই পরব্রহ্মের গম্যত্ব গ্রাহ্যত্ব অভাব হেতু ব্রহ্মে জগতের অধ্যাস বা ভ্রম হইতে পারে না। আকাশ ইন্দ্রিয়ের অগোচর নহে, তাহার ইন্দ্রিয় গোচরতা ভাষা পরিচ্ছেদে শ্রীবিশ্বনাথ ন্যায় পঞ্চানন প্রতিপাদন করিয়াছেন—ক্ষিত্যাদি অর্থাৎ—পৃথিবী জল, তেজ, মরুৎ ও আকাশ এই পাঁচটি ভূত বা মহাভূত।

এই কারিকার মুক্তাবলী টীকা—পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশের ভূতত্ব অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করিবার বস্তু। গ্রাহ্যতা - অর্থাৎ লৌকিক প্রত্যক্ষ হইবার স্বরূপ যোগ্যতা, তাহা আকাশাদিতে বিদ্যমান আছে। সুতরাং আকাশ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হওয়ার জন্য দৃষ্টান্ত বৈকল্য দোষ সংঘটিত হইয়াছে। আরও গম্যত্ব, অর্থাৎ গোচরতা অধ্যাসের প্রয়োজক হয়, পরব্রহ্মের গোচরত্বের অভাব বশতঃ তাহাতে অধ্যাস হওয়া নিতান্ত অসম্ভব, এই বিষয়ে শ্রুতি এই প্রকার বলিয়াছেন—অগ্রাহ্য, অগোত্র, অবর্ণ—বর্ণরহিত, চক্ষুর দ্বারা যাঁহাকে দেখা যায় না, শ্রোত্রের দ্বারা শ্রবণ করা যায় না" সুতরাং অদৃশ্য

আবৃত্তিস্তু ব্রহ্মেতরত্বাদ্ বিবর্ত্তান্তঃ পতেৎ' ইত্যনবস্থৈব। এবমপি ক্বচিত্তদ্বৃত্তির্বিরাগায়ৈবেতি

ভানং তদন্যথাভানমন্যথাজ্ঞানমেব, তচ্চান্যথা জ্ঞানমাবৃত্তিমন্তরেণাভ্যাস মন্তরেণ ন সম্ভবেৎ, অভ্যাসস্তু ব্রহ্মেতর বস্তুনি ভবতি, ব্রহ্মেতর সকলাভাবে বিবর্ত্তস্যাপি সুতরামভাব এব, স্বীকৃতে চ বিবর্ত্তে বিবর্ত্তস্য-জ্ঞানমপ্যন্যথা ভানমেব, অন্যথা ভানঞ্চ বিবর্ত্তজ্ঞানমেব, বিবর্ত্তজ্ঞানায়ান্যথাভানস্য প্রয়োজনং তদন্যথা ভানজ্ঞানায় পৃথগন্যথাভানস্য প্রয়োজনং তস্যাপি পৃথগিতীত্যেবং প্রকারেণ বিবর্ত্তসিদ্ধান্তং ভবত মন বস্থান্তর্গতমেব। ইত্যেবং বিবর্ত্তবাদে নিরাকৃতে পুনঃ শঙ্কামবতারয়ন্তি—নন্বেবং পরিণামনির্ণয়ং বৃথা প্রয়াসমেব ভবতাম্—শাস্ত্রাণ্যেব বিবর্ত্তবাদং স্থাপয়ন্তি তথাহি কাঠকে (২।১।১১)' নেহ নানাস্তিকিঞ্চন' (বৃ০ ৪।৪।১৯) এতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্' (ছা০ ৬।১০।৩) 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' (ছা০ ৩।১৪।১) শ্রীবৈষ্ণবে—১। ৪।৪০) জ্ঞানস্বরূপমখিলং জগদেতদবুদ্ধয়ঃ। অর্থস্বরূপং পশ্যন্তো ভ্রাম্যন্তে মোহসংপ্লবে॥ শ্রীভাগবতে

বস্তুতে অধ্যাস হয় না

অনন্তর অনবস্থা দোষের দ্বারা বিবর্ত্তবাদ পরিহার করিতেছেন—কিঞ্চ ইত্যাদি। আরও—অন্যথা ভাব—অন্যথা ভানই হয়, এই অন্যথা ভান আবৃত্তি বিনা সম্ভব হয় না, আবৃত্তি কিন্তু ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বস্তু হওয়ার জন্য তাহাও বিবর্ত্তের অন্তর্গত হয় এই ভাবে তাহা অনবস্থা দোষ দুষ্ট হয়। অর্থাৎ—বিবর্ত্তবাদে যে বস্তুর অন্যথা ভাব হয় তাহা অন্যথা ভান বা অন্যথা জ্ঞান হওয়া মাত্র, এই অন্যথা জ্ঞান আবৃত্তি অর্থাৎ অভ্যাস বিনা সম্ভব হয় না, এই অভ্যাস ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য বস্তুতে হয়, আপনাদের সিদ্ধান্তে ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য সকল বস্তুর অভাব স্বীকার করেন।

সুতরাং ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য সকল বস্তুর অভাব হেতু ব্রহ্মেতর বিবর্ত্তের নিতরাং অভাবই হয়, যদি আপনারা বিবর্ত্ত স্বীকার করেন তাহা হইলে বিবর্ত্তের জ্ঞানও অন্যথা ভান হইবে, পুনঃ অন্যথা ভানও বিবর্ত্তজ্ঞানই হয়, এই ভাবে বিবর্ত্ত জ্ঞানের নিমিত্ত অন্যথা ভানের প্রয়োজন, সেই অন্যথা ভান জ্ঞানের নিমিত্ত আরও অন্য অন্যথা ভানের প্রয়োজন এবং এই অন্যথা ভান জ্ঞানের নিমিত্ত পৃথক্ একটি অন্যথা ভানের প্রয়োজন হয়, এই প্রকার আপনাদের বিবর্ত্ত সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য ভাবে অনবস্থা দোষের অন্তর্গত হয়। অতএব বিবর্ত্তবাদ অনবস্থা দোষদুষ্ট।

এই প্রকার বিবর্ত্তবাদ নিরাকৃত হইলে বিবর্ত্তবাদিগণ পুনঃ আশঙ্কা করিতেছেন—ননু ইত্যাদি। যদি বলেন—এই প্রকার পরিণামবাদ নির্ণয় করা আপনাদের প্রয়াস বৃথা মাত্র, কারণ শাস্ত্র সকলই বিবর্ত্তবাদ স্থাপন করিতেছেন, যেমন কঠোপনিষদে বর্ণিত আছে—এই জগতে ব্রহ্ম ভিন্ন নানা পদার্থ নাই" ছান্দোগ্যোপনিষদে বর্ণিত আছে—"এই সকল আত্মা স্বরূপ" পুনঃ বর্ণনা করিয়াছেন—"পরিদৃশ্যমান এই সকল ব্রহ্মস্বরূপ" শ্রীবিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে—"এই অখিল জগৎ জ্ঞান বা ব্রহ্মস্বরূপ, বুদ্ধিহীনগণ ইহাকে

তত্ত্ববিদঃ। ইতরথা তন্মাত্রভূতাদীনাং নূনত্বাতিরেকো বা শ্রূয়তে, ভ্রান্তেরনিয়তরূপত্বাৎ।

১০।১৪।২২ 'তস্মাদিদং জগদশেষমসৎস্বরূপং স্বপ্নাভমস্তধিষণং পুরুদুঃখদুঃখম্। ত্বয্যেব নিত্যসুখবোধ তনাবনন্তে মায়াত উদ্যদপি যৎ সদিবাবভাতি॥ অপিচ সাক্ষাদেব রজ্জুভুজঙ্গমদৃষ্টান্তেন বিবর্ত্তবাদং স্থাপয়তি ব্রহ্মা—১০।১৪।২৫ "আত্মানমেবাত্মতয়া বিজানতং তেনৈব জাতং নিখিলং প্রপঞ্চিতম্। জ্ঞানেন ভূয়োঽপি চ তৎ প্রলীয়তে রজ্জ্বামহের্ভোগ ভবাভবৌ যথা॥ শ্রীএকাদশেঽপি শ্রীভগবান্ (.৮।৪) কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা দ্বৈতস্যাবস্তুনঃ কিয়ৎ। বাচোদিতং তদনৃতং মনসা ধ্যাতমেব চ॥ ইতি চেত্তত্রাহুঃ—এবমিতি। এবমপি কচিৎ বিবর্ত্তবাদোক্তিঃ প্রপঞ্চাসক্তিবৈরাগ্যায়েত্যর্থঃ। তথাচ বিষয়াবিষ্ট চিত্তানাং বিষ্ণ্বাবেশঃ সুদূরতঃ॥ তস্মাৎ শ্রীভগবদ্ ভজনবিঘ্নরূপত্বাৎ প্রপঞ্চস্য তাদৃশবর্ণনং যুক্তমেব। যথার্থবিবর্ত্তবাদে দোষমাহুঃ—ইতরথেতি। ইতরতা বিবর্ত্তবাদস্য যথার্থত্বে তন্মাত্র শব্দস্পর্শ রূপরসগন্ধাঃ, ভূতাদীনাং পৃথিব্যপ্তেজঃ বায়্বাকাশাদীনামিতি, যানি তন্মাত্রাণি শব্দাদীনি,ভূতানি খাদীনি প্রতিসর্গং নাধিকানি

পরমার্থ স্বরূপ জানিয়া মোহ সংপ্লবে পতিত হয়" শ্রীভাগবতে শ্রীব্রহ্মা বলিয়াছেন—"সুতরাং এই নিমিত্ত সম্পূর্ণ জগৎ স্বপ্নের সমান অসৎ স্বরূপ অসত্য অজ্ঞানরূপ এবং অত্যন্ত দুঃখে পরিপূর্ণ হয়, আপনি নিত্য সুখময়, জ্ঞানস্বরূপ এবং অনন্ত হয়েন, এই জগৎ মায়া হইতে উৎপন্ন হইয়া সত্যের সমান প্রতীতি হয় মাত্র।"

বিশেষ কি শাস্ত্রে সাক্ষাৎ ভাবেই রজ্জুভুজঙ্গ দৃষ্টান্ত দ্বারা বিবর্ত্তবাদ স্থাপন করিতেছেন—শ্রীভাগবতে শ্রীব্রহ্মা—পরমাত্মাকে যাহারা অজ্ঞান বশতঃ আত্মা বলিয়া জানে না, সেই অজ্ঞান হইতেই নাম রূপাত্মক নিখিল প্রপঞ্চ জাত হয়, কিন্তু জ্ঞান হইলেই এই জগৎ জ্ঞান বিলীন হয় যে প্রকার ভ্রমের জন্য রজ্জুতে সর্প জ্ঞান হয়, এবং জ্ঞান হইলে অথবা ভ্রমের নিবৃত্ত হইলে অজ্ঞান বা জগৎ নিবৃত্তি হইয়া যায়।

শ্রীএকাদশে শ্রীভগবান বলিয়াছেন—দ্বৈত অবস্তু এই জগতের কি মঙ্গল অথবা কি অমঙ্গল? বাক্যের দ্বারা যাহা কথিত হয় এবং মনের দ্বারা যাহা মনন করা যায় তাহা মিথ্যা বস্তু হয়। অতএব শাস্ত্র সিদ্ধান্ত দ্বারা নিশ্চিত করা বিবর্ত্তবাদই যুক্তিযুক্ত, পরিণাম বাদ নহে।

আপনাদের এই যুক্তির উত্তরে বলিতেছেন—এই প্রকার কোন স্থলে বিবর্ত্তবাদ বর্ণনা বৈরাগ্যের নিমিত্ত বুঝিতে হইবে, ইহাই তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ বলেন। অর্থাৎ—শাস্ত্রে বিবর্ত্ত বর্ননা প্রপঞ্চের আশক্তি বৈরাগ্যের নিমিত্তই জানিতে হইবে, কারণ—বিষয়াবিষ্ট চিত্ত মানবের শ্রীবিষ্ণুর বিষয়ে আবেশ অত্যন্ত দূরে অবস্থান করে। অতএব শ্রীভগবানের ভজনে বিঘ্নরূপ হওরায় এই প্রপঞ্চের এই প্রকার বিবর্ত্তভাবে বর্ণনা যুক্তিযুক্তই হয়।

অতঃপর যথার্থ বিবর্ত্তবাদে দোষ বর্ণনা করিতেছেন—ইতরথা ইত্যাদি। বিবর্ত্তবাদ বৈরাগ্যের

নিয়ত স্বভাবানাং বস্তূনাং ভাববিনিময়শ্চদৃশ্যতে। তস্মাৎ তাত্ত্বিকান্যথা ভাবাত্মনা পরিণাম এব শাস্ত্রীয়ঃ ॥ ২৬ ॥

ভবন্তি, কিঞ্চ তেজঃউষ্ণং জলং শীতং পৃথিবী অনুষ্ণশীতলেত্যেবং বস্তু স্বভাবশ্চ নিয়তানুভূয়ন্তে সর্ব্বৈঃ। বিবর্ত্তবাদে সর্ব্বমেতৎ বিপর্য্যস্তং স্যাৎ। যদি রজ্জুভুজঙ্গমাদিবৎ ভ্রমবিজৃম্ভিতং প্রপঞ্চং স্যাত্তদা প্রপঞ্চস্যানাদিত্বং বস্তুভূতত্বমেকরূপত্বঞ্চ নাসিদ্ধ্যেৎ। প্রপঞ্চস্য সাদিত্বে সৃষ্টেরকস্মাৎ স্বীকারে মুক্তানামপি পুনর্জ্জন্ম প্রসঙ্গাৎ, পূর্ব্বসৃষ্টিসাদৃশ্যানুপপত্তেশ্চেতি। অবস্তুভূতত্বে চ স্বাপ্নিকরাজ্যাদিবৎ ক্ষণে ক্ষণে প্রপঞ্চস্যাদিতি। ভ্রান্তেরিতি ভ্রমসৃষ্টবস্তূনামনিয়তরূপত্বাদিতি স্থাণৌ মানব ভ্রমঃ মরিচীকায়াং জলভ্রমেতি। বিবর্ত্তবাদ স্বীকারে নিয়তস্বভাবানাং আকাশজলাদীনাং বস্তূনাং ভববিনিময়ঃ স্বভাব ব্যত্যয়ঃ স্যাৎ, আকাশেগন্ধঃ, জলে দাহো ভবতু, ন তু তথা দৃশ্যতে। অথ সঙ্গতিপ্রকারমাহু ঃ তস্মাদিতি। তাত্ত্বিকেতি- শক্তিত্রয়-সমন্বিতস্বেতর সর্ব্ববিলক্ষণাসমোর্দ্ধমাধুর্য্যৈশ্বর্য্যাচিত স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগোবিন্দদেব এবান্যথা ভাবাত্মনা পরিণমত এব শাস্ত্রীয়েতি। শাস্ত্রঞ্চ—"তদাত্মানং স্বয়মকুরুত" (তৈ০ ২।৭।১) "পাচ্যাংশ্চসর্ব্বান্ পরিণাময়েদ্ যঃ

নিমিত্ত স্বীকার না করিয়া, যদি যথার্থ স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে তন্মাত্র এবং ভূত সকলের ন্যূনতা ও অতিরেক শ্রবণ করা যায়, কারণ ভ্রম বস্তুর অনিয়ত রূপ হওয়া হেতু। অর্থাৎ—বিবর্ত্তবাদ সত্য বলিয়া স্বীকার করিলে তন্মাত্র অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ তথা ভূত—পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ। যে তন্মাত্র -শব্দাদি, ভূত—আকাশাদির প্রতি সর্গে অধিক বা অনধিক সৃষ্টি হয় না, আরও—তেজ উষ্ণ, জল - শীতল, পৃথিবী অনুষ্ণশীত, ইহা বস্তু স্বভাব এবং সকলেই তাহা অনুভব করেন। কিন্তু বিবর্ত্তবাদে এই বস্তু স্বভাব সকল বিপর্য্যাস্ত হইবে অর্থাৎ যদি রজ্জুভুজঙ্গের সমান এই প্রপঞ্চ ভ্রম বিজৃম্ভিত হয়, তাহা হইলে প্রপঞ্চ অনাদি বস্তুস্বরূপ একরূপ ভাবে সিদ্ধ হইবে না এবং প্রপঞ্চকে যদি সাদি—আদিমান্ স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে সৃষ্টিও অকস্মাৎ স্বীকার করিতে হয়, তাহা স্বীকার করিলে মুক্তগণেরও পুনর্জ্জন্ম প্রসঙ্গ উপস্থিত হইবে এবং পূর্ব্বসৃষ্টির অনুরূপ সৃষ্টির অনুপপত্তি, অর্থাৎ পূর্ব্বকল্পের সমান সৃষ্টি হইবে না, যে হেতু তাহার কোন নিয়ত কারণ নাই। এই ভাবে অকারণ সৃষ্টি স্বীকার করিলে, অথবা প্রপঞ্চ যদি অবস্তু হয় তাহা হইলে স্বাপ্নিক রাজ্যের সমান ক্ষণে ক্ষণে প্রপঞ্চের বৈলক্ষণ পরিদর্শিত হইবে।

ভ্রান্তির অর্থাৎ ভ্রম সৃষ্ট বস্তু সকলের অনিয়ত রূপ হয়, যে প্রকার স্থাণুতে মানব ভ্রম, মরিচীকায় জল ভ্রম, বিবর্ত্তবাদ স্বীকার করিলে নিয়ত স্বভাব সম্পন্ন আকাশ জল প্রভৃতি পদার্থের স্বভাব বিপরীত হইবে, অর্থাৎ—আকাশে গন্ধ, জলে দাহ হইবে, কিন্তু সেই প্রকার দেখা যায় না। সুতরাং বিবর্ত্ত বাদে নানা প্রকার দোষ পরিলক্ষিত হওয়ায় বৈদান্তিকগণ কর্তৃক তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

অতঃপর এই প্রকরণের সঙ্গতি প্রকার প্রদর্শন করিতেছেন—তস্মাৎ ইত্যাদি। অতএব তাত্ত্বিক

ওঁ ॥ যোনিশ্চ হি গীয়তে ॥ ওঁ ॥ ১।৪।৭।২৭।

"যদ্ ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ" (মুং ১।১।৬) "কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্"

(শ্বে০ ৫।৫) "কালাদ্গুণব্যতিকরঃ পরিণামঃ স্বভাবতঃ। কর্ম্মণোজন্ম মহতঃ পুরুষাধিষ্ঠিতাদভূৎ ॥ (শ্রী-ভা০ ২।৫।২২) এবমেবাহুঃ শ্রীমদাচার্য্যচরণাঃ শ্রীপরমাত্মাসন্দর্ভানুব্যাখ্যায়াং সর্ব্বসম্বাদিন্যাম্ "তস্মাদ্ বস্তুনঃ কারণত্বাবস্থা কার্য্যত্বাবস্থা চ সত্যৈব, তত্র চাবস্থাযুগলাত্মকমপি বস্ত্বেবেতি কারণানন্যত্বং কার্য্যস্য" ইতি ॥২৬॥

ইত্যোঽপি পরব্রহ্মৈব প্রপঞ্চস্যোভয়বিধকারণমিতি প্রতিপাদয়িতুং সূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রী-বাদরায়ণ ঃ—যোনিশ্চেতি। হি যস্মাৎ পরব্রহ্মৈব জগতো যোনিরুপাদান কারণং 'চ' কারান্নিমিত্ত কারণঞ্চ শ্রুতিষু গীয়তে, অভ্যাসাত ইত্যর্থঃ। অথ স্থূণানিখননন্যায়েন পরব্রহ্মণঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য পঞ্চ প্রপঞ্চস্যোভয়বিধকারণং প্রতিপাদয়ন্তি—যদিতি। যদেবং লক্ষণং পরমেশ্বরং শ্রীগোবিন্দদেবং ধীরাঃ সারাসার

অন্যথা ভাবাত্মা পরিণামবাদই শাস্ত্রসঙ্গত কিন্তু বিবর্ত্তবাদ নহে। অর্থাৎ তাত্ত্বিক শক্তিত্রয় সমন্বিত স্বেতর সর্ব্ববিলক্ষণ অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য ঐশ্বর্য্যাদি যুক্ত স্বয়ং ভগবান শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবই অন্যথা ভাবের দ্বারা পরিণত হইয়া জগৎ রূপে অবস্থান করেন, ইহাই শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত।

এই বিষয়ে শাস্ত্রসকল এই প্রকার—"পরব্রহ্ম নিজেকে স্বয়ং জগৎরূপে পরিণত করিয়াছিলেন" "যিনি পাচ্য ভোগ্যবস্তু সকলকে পরিণত করেন" শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে—শ্রীভগবানের ইচ্ছা শক্তি দ্বারা প্রেরিত হইয়া তাঁহাতে বিলীন কাল গুণসকলকে ক্ষুভিত করে, তখন স্বভাব পরিণামী শ্রীভগবানের ক্রিয়া শক্তি হইতে মহৎ তত্ত্বের প্রাদুর্ভাব হয়।

এই বিষয়ে শ্রীমৎ আচার্য্যদেব সর্ব্বসম্বাদিনীতে বর্ণনা করিয়াছেন—অতএব বস্তুর কারণত্বাবস্থা ও কার্য্যত্বাবস্থা সত্যই, সুতরাং এই অবস্থাদ্বয়াত্মক পরব্রহ্মই বস্তু, যে হেতু কারণ হইতে কার্য্য পৃথক বস্তু নহে। সুতরাং পরিণামবাদই শাস্ত্র প্রতিপাদিত সিদ্ধান্ত। বিবর্ত্তবাদ নহে ॥ ২৬ ॥

ভগবান শ্রীবাদরায়ণ 'এই প্রকারেও পরব্রহ্মই এই প্রপঞ্চের উভয়বিধ কারণ' ইহা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত সূত্রের অবতারণা করিতেছেন—যোনি ইত্যাদি। যে হেতু পরব্রহ্মকে শাস্ত্রসকলে যোনি বলিয়া কীর্ত্তন করেন। হি—যে হেতু পরব্রহ্মই এই জগতে যোনি উপাদান কারণ, 'চ' কারের দ্বারা নিমিত্তকারণ ও শ্রুতি সকলে গান—অভ্যাস করেন ইহাই অর্থ।

অনন্তর 'স্থূণানিখনন' ন্যায়ের দ্বারা পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের পঞ্চপ্রপঞ্চের উভয়বিধ কারণ প্রতিপাদন করিতেছেন—যৎ ইত্যাদি। মুণ্ডকোপনিষদে বর্ণিত আছে—যে ভূত যোনিকে ধীর ব্যক্তিগণ

(মুং ৩।১।৩) ইত্যাদি শ্রুতৌ যোনিমিতি, 'কর্ত্তারং পুরুষম্' ইতি চ গীয়তে, হি যস্মাদতো ব্রহ্মৈবোভয়ম্। যোনিশব্দস্তূপাদানবাচী। "পৃথিবী যোনিরৌষধিবনস্পতীনাম্" ইত্যাদি প্রয়োগাৎ।

বিবেকিনো বেদান্তজ্ঞান পরিশীলকাঃ, ভূত যোনিং ভূতানাং কারণমাকাশাদীনামুৎপত্তিস্থানমিত্যর্থঃ, পরিপশ্যন্তীতি। তথাচ তৈত্তিরীয়কে (২।১।২) 'তস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ'। কর্ত্তারমিতি—কর্ত্তারমিত্যনেন নিমিত্তকারণম্; ঈশমিতি স্বেতরসর্ব্বনিয়ামকং সর্ব্বেশ্বরঞ্চ, পুরুষমিতি পরম সৌন্দর্য্যাদিবিমণ্ডিতাতিকমণীয়কররচণাদিযুক্ত দিব বিগ্রহ বিশিষ্টম্' ব্রহ্মযোনিমিতি ব্রহ্ম চ দ্ যোনিশ্চাসৌ ব্রহ্মযোনিঃ, তং ব্রহ্মযোনিম্। অত্র ব্রহ্ম শব্দেনাভিব্যক্ত সত্ত্বাদি গুণকং প্রধানং বোধ্যতে, তস্যাপি কারণমিত্যর্থঃ। অনেন বিবর্ত্ত বাদীনাং বিবর্ত্তং, সাংখ্যানাঞ্চ প্রকৃতিকারণত্বং নিরস্তং বেদিতব্যম। নচাত্র পুরুষঃ শব্দেন সাংখ্যোক্ত পুরুষং গ্রহণমুচিতমিতি বাচ্যম্, তস্য কর্ত্তৃত্বাভাবাৎ। অথৈবং শ্বেতাশ্বতরাঃ পঠন্তি (৫।৫।৬ 'যচ্চ স্বভাবং পচতি বিশ্বয়োনিঃ" "তদ্ব্রহ্মা বেদয়তে ব্রহ্মযোনিম্" "স বিশ্বকৃদ্ বিশ্ববিদাত্মযোনিঃ" (৬।১৬) ইতি। যোনিমিত্যুপাদানকারণম্, কর্ত্তারং পুরুষমিতি নিমিত্ত কারণমিতি চ শ্রুতিষু গীয়তে, হি যস্মাদতো ব্রহ্মৈব নিমি-

---

দর্শন করেন" অর্থাৎ যে এই প্রকার লক্ষণযুক্ত পরমেশ্বর শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবকে ধীর সারাসার বিবেকী বেদান্তজ্ঞান পরিশীলনকারি মানবগণ ভূতযোনি অর্থাৎ—ভূতগণের কারণ, আকাশাদি ভূত সকলের উৎপত্তি স্থান রূপে পরিদর্শন করেন।

এই বিষয়ে তৈত্তিরীয়কোপনিষদে বর্ণিত আছে- এই পরমাত্মা হইতে আকাশ সম্ভূত হয়। পুনঃ মুণ্ডকে বলিয়াছেন—তিনি কর্ত্তা, ঈশ্বর, পুরুষ ও ব্রহ্মযোনি" অর্থাৎ কর্ত্তা শব্দের দ্বারা নিমিত্তকারণ বুঝিতে হইবে। ঈশ্বর শব্দের দ্বারা স্বেতর সর্ব্বনিয়ামক, তথা সর্ব্বেশ্বর বোধ করাইতেছে। পুরুষ শব্দের দ্বারা—পরম সৌন্দর্য্য বিমণ্ডিত, অতি কমনীয় কর চরণাদিযুক্ত দিব্য বিগ্রহবিশিষ্ট বুঝাইতেছে। ব্রহ্মযোনি অর্থাৎ—ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মই যোনি—ব্রহ্মযোনি। এই স্থানে ব্রহ্ম শব্দের দ্বারা অভিব্যক্ত সত্ত্বাদি গুণক প্রধানকে বুঝাইতেছে। সেই প্রধানেরও যিনি কারণ তিনি ভূতযোনি ইহাই অর্থ।

এই প্রমাণের দ্বারা বিবর্ত্তবাদিগণের বিবর্ত্তবাদ, সাংখ্যবাদিগণের প্রকৃতিকারণবাদ নিরস্ত হইল বুঝিতে হইবে। যদি বলেন—এই স্থানে 'পুরুষ' শব্দের দ্বারা সাংখ্যশাস্ত্র প্রতিপাদিত পুরুষ গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা অনুচিত, যে হেতু সাংখ্যোক্ত পুরুষের কর্ত্তৃত্বের অভাব দেখা যায়।

এই প্রকার শ্বেতাশ্বতরগণ পাঠ করেন—বিশ্বযোনি জগৎ কর্ত্তা আকাশাদির স্বভাব তত্তৎ বস্তুতে উৎপাদন করেন" পুনঃ বেদাচার্য্য শ্রীব্রহ্মা সেই ব্রহ্মযোনি পরব্রহ্মকে জানেন" "তিনি এই বিশ্বকর্ত্তা, বিশ্ববিৎ ও আত্মযোনি" এই সকল প্রমাণ বাক্যে কর্ত্তা ও পুরুষ শব্দ নিমিত্তকারণবাচী, এই প্রকার শ্রুতি

যত্তু খলু নিমিত্তোপাদানয়োর্লোক বেদাভ্যাং ভেদ ইতি, যচ্চ লোকে কার্য্যস্যানেক সিদ্ধত্ব নিয়মাদেকস্মাদেব তস্মাত্তদ্বক্তুং ন তাঃ ক্ষমা ইত্যুক্তম্, তদনেনৈব প্রত্যুক্তম্ ॥ ২৭ ॥

ত্তোপাদানরূপোভয় কারণমিতি। অথ যোনিশব্দস্য ব্যাখ্যানমাহুঃ যোনীতি। ঔষধিবনস্পতীনাং পৃথিবী যোনিরিতি উদ্ভবস্থানমিত্যর্থঃ ইত্যাদিপ্রয়োগ দর্শনাদিত্যর্থঃ।

অথ কার্য্যকারণয়োর্ভেদ প্রতিপাদকানাং সিদ্ধান্তং নিরাকুর্ব্বন্তি যদিতি। নিমিত্তকারণমীশ্বরঃ, উপাদানকারণং পরমাণবঃ, ঈশ্বরস্তু চেতনঃ, পরমাণবশ্চেতন রহিতাঃ, ইতি কার্য্যকারণয়োর্ভেদঃ। যত্তু 'একস্য ন ক্রমঃ ক্বাপি' (ন্যাঃকুং ১।৭ টীকা চ হরিদাসী একস্য কারণস্য নিয়ম্যো ন কার্য্যাণাং ক্রমঃ ইতি পরিহরন্তি- যচ্চেতি! বহুভিঃ পরমাণুভির্মিলিত্বা জগদুৎপদ্যতে, তস্মাত্তাঃ শ্রুতয়ঃ তদ্বক্তুং একমেব পর-ব্রহ্ম নিমিত্তোপাদান কারণদ্বয়মিতি বক্তুং ন পার্য্যন্তে' ইতি পরমাণুকারণবাদীনামাগ্রহঃ, তদনেনৈব— আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ' ইতি সূত্রেণ, তদ্ ব্যাখ্যানেন চ শ্রীভগবতো নিমিত্তোপাদান কারণদ্বয় কথনেন

সকলে কীর্ত্তন করেন। যে হেতু পরব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত তথা উপাদান রূপ উভয় কারণ হয়েন।

অনন্তর শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদ স্বয়ং যোনি শব্দের ব্যাখ্যা করিতেছেন—যোনি ইত্যাদি। যোনি শব্দ উপাদান বাচী, যেমন— ঔষধি ও বনস্পতি সকলের যোনি উদ্ভব স্থান পৃথিবী, অর্থাৎ পৃথিবী হইতেই সকল প্রকার বৃক্ষাদি উৎপন্ন হয়, এই প্রকার প্রয়োগ দেখা যায়, সুতরাং যোনি শব্দে উপাদানকে বুঝায়।

অনন্তর কার্য্য ও কারণের ভেদ প্রতিপাদকগণের সিদ্ধান্ত নিরাকরণ করিতেছেন—যৎ ইত্যাদি। এই স্থলে কেহ কেহ বলেন—নিমিত্ত ও উপাদান কারণের লৌকিক তথা বৈদিক প্রমাণের দ্বারা ভেদ দেখা যায়, এবং লোকে অনেক প্রকার কারণের দ্বারা কার্য্যের সিদ্ধ হওয়ার নিয়ম হেতু একমাত্র ব্রহ্ম হইতেই জগৎ সৃষ্টি হয় তাহা শ্রুতিগণ বলিতে সমর্থ হইবেন না, এই প্রকার বলেন, তাঁহাদের এই বাক্য এই প্রকৃত্যাধিকরণের দ্বারাই নিষেধ করা হইল। অর্থাৎ—নিমিত্তকারণ পরমেশ্বর, উপাদান কারণ কিন্তু চতুর্ব্বিধ পরমাণু সকল, তন্মধ্যে পরমেশ্বর চেতন, পরমাণু সকল চেতন রহিত, এই ভাবে কার্য্য ও কারণের ভেদ সিদ্ধ হয়।

এই স্থলে —উদয়নাচার্য্যপাদ ন্যায় কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন—একমাত্র বস্তুর কোন প্রকার ক্রম হয় না এই শ্লোকের হরিদাসী টীকা এই প্রকার – একটি কারণের নিয়মিত কার্য্য সকলের সৃষ্টি ক্রম হয় না, এই বাক্য পরিহার করিতেছেন –যচ্চ ইত্যাদি। অনেক প্রকার পরমাণু সকল মিলিত হইয়া এই জগৎ উৎপন্ন হয়, সুতরাং শ্রুতিসকল একমাত্র পরমব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ বলিতে পারিবেন না, এই প্রকার পরমাণু কারণবাদিগণের আগ্রহ।

প্রত্যুক্তং নিরাকৃতং বেদিতব্যমিতি ভাষ্যার্থঃ !

অথাধিকরণেঽস্মিন্ যে বেদান্তাচার্য্যচরণাঃ জগৎকারণং যথা বর্ণয়ন্তি তথা বর্ণয়ামঃ—তত্রাদৌ শ্রী-শঙ্করাচার্য্যপাদাঃ প্রকৃতিশ্চোপাদানকারণঞ্চ ব্রহ্মাভ্যুপগন্তব্যং নিমিত্তকারণঞ্চ। শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যচরণাঃ ইতশ্চ জগতো নিমিত্তমুপাদানঞ্চ ব্রহ্মেতি। শ্রীমধ্বাচার্য্যচরণাঃ—অব্যবধানেন উৎপত্তিদ্বারত্বং প্রকৃতিত্বম্। তথাহি ব্রহ্মাণ্ডে ব্যবধানেন সূতিস্তু পুংস্ত্বং বিদ্বদ্ভিরুচ্যতে। সূতিরব্যবধানেন প্রকৃতিত্বমিতিস্থিতম্॥ উভয়াত্মক সূতিত্বাৎ বাসুদেবঃ পরঃ পুমান্। প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চেতি শব্দৈরেকোঽভিধীয়তে॥ শ্রীনিম্বার্কা-চার্য্যচরণাঃ—ব্রহ্মৈব নিমিত্তমুপাদানঞ্চ। সর্ব্ববেদৈকবেদ্যো জগদ্ভিন্নঃ শ্রীপুরুষোত্তমো ভগবান্ সর্ব্বেশ্বরঃ শ্রীকৃষ্ণ এব জগদভিন্ন নিমিত্তোপাদানত্বেন মুমুক্ষুভির্ধ্যেয়ঃ” (বে০ কৌ০) ইতি। শ্রীবল্লভাচার্য্যপাদাস্তু—নিমিত্তকারণং সমবায়িকারণঞ্চ ব্রহ্মৈবেতি। শ্রীরামানন্দাচার্য্য পাদাঃ—হি যস্মাৎ তস্মাৎ সর্ব্বভূতযোনিত্বাৎ জগদুপাদনং নিমিত্তঞ্চ ব্রহ্মৈবেতি সিদ্ধম্॥২৭॥

ইতি প্রকৃত্যধিকরণং সপ্তমং সমাপ্তম্॥৭॥

তাঁহাদের এই আগ্রহ এতৎ প্রকরণের দ্বারাই অর্থাৎ “আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ” ইত্যাদি সূত্র, তথা সূত্রব্যাখ্যান দ্বারা তথা শ্রীভগবানের নিমিত্ত উপাদান কারণদ্বয় কথনের দ্বারা নিরাকরণ হইয়াছে তাহা বুঝিতে হইবে, ইহাই ভাষ্যের অর্থ।

অনন্তর এই প্রকৃত্যধিকরণের ব্যাখ্যায় যে বেদান্তাচার্য্যগণ জগৎকারণ বিষয়ে যে প্রকার বর্ণনা করিয়াছেন তাহা নিরূপণ করিতেছেন—তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রথম শ্রীশঙ্করাচার্য্যপাদ—প্রকৃতিও অর্থাৎ উপাদান কারণও ব্রহ্মকেই স্বীকার করিতে হইবে এবং নিমিত্তকারণও ব্রহ্মই হয়েন। শ্রীমৎ রামানুজাচার্য্যচরণ—এই কারণেই এই জগতের নিমিত্ত তথা উপাদান কারণ ব্রহ্মই হয়েন। দ্বৈতবাদ গুরু শ্রীমধ্বাচার্য্যপাদ—যে অব্যবধানে উৎপত্তির দ্বারকে প্রকৃতি বলা হয়। এই বিষয়ে শ্রীব্রহ্মাণ্ডপুরাণে বর্ণিত আছে—যে ব্যবধানযুক্ত প্রসব করে বিদ্বানগণ তাহাকে পুরুষ বলেন, ব্যবধান রহিত হইয়া যে প্রসব করে তাহাকে প্রকৃতি বলা হয়।

পরম পুরুষ শ্রীবাসুদেব উভয় প্রকার প্রসবকর্ত্তা হেতু তাঁহাকে প্রকৃতি ও পুরুষ বলিয়া একমাত্র সকল শব্দের দ্বারা প্রতিপাদন করেন। শ্রীমৎ নিম্বার্কাচার্য্যচরণ - ব্রহ্মই নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ। বেদ সকলের দ্বারা একমাত্র বেদ্য জগৎ ভিন্নাভিন্ন শ্রীপুরুষোত্তম ভগবান্ সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণই জগদভিন্ন নিমিত্তো-পাদান কারণরূপে মুমুক্ষুগণ কর্ত্তৃক ধ্যানের বস্তু।

শ্রীমদ্বল্লভাচার্য্যপাদ—নিমিত্তকারণও সমবায়ি কারণ ব্রহ্মই হয়েন। শ্রীমৎ রামানন্দাচার্য্যপাদ—যেহেতু, অতএব তিনি সর্ব্বভূত যোনি হওয়া হেতু জগতের উপাদান তথা নিমিত্তকারণ ব্রহ্মই হয়েন তাহা সিদ্ধ হইল।

৮ ॥ এতেন সর্ব্বব্যাখ্যাতাধিকরণম্ ॥

অথ দর্শিতঃ সমন্বয়ো ভজ্যেত ন বেতি বিশঙ্কাং বিহন্তুমধিকরণমারভ্যতে। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদাদৌ শ্রূয়তে "ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ" (শ্বে° ১।১০) "একোরুদ্রো ন

---

৮ ॥ এতেন সর্ব্বব্যাখ্যাতাধিকরণম্ ॥

এবং বিশ্বস্যৈকং পরমকারণে সর্ব্বেশ্বরে সার্ব্বজ্ঞ্যাদ্যনন্ত কল্যাণগুণরত্নাকরে শ্রীগোবিন্দদেবে বেদানাং সমন্বয়ো দর্শিতঃ। ন চ শ্রীশিবাদেরপি বিশ্বকারণত্ব শ্রবণে তৎ কথং যুজ্যত ইতি বাচ্যম্, শ্রীভগবতো প্রকৃত্যাধিকরণে নিমিত্তোপাদানকারণ বর্ণনেনৈব সর্ব্বে হরাদয়ঃ শব্দাঃ শ্রীভগবত এব নান্যস্যেতি ব্যাখ্যানাদিত্যধিকরণ সঙ্গতিঃ।

বিষয়ঃ—অথৈতেন সর্ব্ববাখ্যাতাধিকরণস্য বিষয় বাক্যমবতায়য়ন্তি—অথেতি। এতদধিকরণস্য প্রয়োজনমাহুঃ অথেতি। অথ শ্বেতাশ্বতরোপনিষদাদৌ যৎ কারণান্তরং শ্রূয়তে তদেব বর্ণয়ন্তি—ক্ষরমিতি। ক্ষরং প্রধানং মহাদাদিরূপেণ পরিণাম শীলম্, বিনাশী চ, কিন্তু হরঃ শ্রীমহাদেবোঽমৃতং বিনাশ-

---

এই প্রকার সকল বেদান্তচার্য্যগণ ব্রহ্মকেই জগতের নিমিত্ত তথা উপাদানকারণ নিরূপণ করিয়াছেন ॥ ২৭ ॥

এই প্রকার প্রকৃত্যধিকরণ নাম সপ্তম অধিকরণ সমাপ্ত হইল ॥ ৭ ॥

৮ ॥ এতেন সর্ব্বব্যাখ্যাতাধিকরণ –

অনন্তর এতেন সর্ব্বব্যাখ্যাতাধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন। এই প্রকার বিশ্বের পরমকারণ, সর্ব্বেশ্বর, সার্ব্বজ্ঞ্যাদি অনন্তকল্যাণ গুণ রত্নাকর শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবে বেদ সকলের সমন্বয় প্রদর্শিত হইল। যদি বলেন—শ্রীশিব প্রভৃতির বিশ্বকারণতা শ্রবণ হেতু শ্রীশ্রীকৃষ্ণেরই বিশ্বকারণতা কি প্রকারে যুক্তিযুক্ত হইবে? আপনারা এই কথা বলিতে পারিবেন না, শ্রীভগবানের প্রকৃত্যধিকরণে নিমিত্তোপাদান কারণ বর্ণনার দ্বারাই সকল হরাদি শব্দ শ্রীভগবানেরই হয়, অন্যের নহে, এই ব্যাখ্যা করা হেতু অধিকরণ সঙ্গতি প্রদর্শিত হইল।

বিষয়—অতঃপর এতেন সর্ব্বব্যাখ্যাতাধিকরণের বিষয়বাক্যের অবতারণা করিতেছেন—অথ, এই অধিকরণের প্রয়োজন নিরূপণ করিতেছেন—অথ ইত্যাদি। এই ভাবে পাদ চতুষ্টয়ের দ্বারা প্রদর্শিত সর্ব্ববেদ বাক্যের শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবে সমন্বয় হইল অথবা হইল না, এই প্রকার আশঙ্কা বিনাশ করিবার নিমিত্ত এই অধিকরণ আরম্ভ করিতেছেন।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ প্রভৃতিতে যে কারণান্তর শ্রবণ করা যায় তাহা বর্ণনা করিতেছেন—'ক্ষর'

দ্বিতীয়ায় তস্থুঃ" (শ্বে° ৩।২) "যো দেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ বিশ্বাধিপো রুদ্রঃ শিবো মহর্ষিঃ" (শ্বে° ৩।৪) "যদা তমস্তন্ন দিবা ন রাত্রি র্ন সন্ন চাসৎ শিব এব কেবলঃ" "প্রধানাদিদমুৎপন্নং প্রধানমধিতিষ্ঠতি। প্রধানে লয়মভ্যেতি ন হ্যন্যৎ কারণং মতম্॥ জীবাদ্ ভবন্তি ভূতানি

রহিতম ক্ষরং পরিণামাদিরহিতঞ্চ। রুদ্র এক এব কার্য্যকারণনিয়ামকত্বেনানন্যসহায় ইত্যর্থঃ। অতো-দ্বিতীয়ায় নিমিত্তর্থে চতুর্থী কেঽপি সহায় নিমিত্তায় ন তস্থুঃ ন স্থিতবন্তস্তস্মাদেক এব রুদ্রঃ সর্ব্বকর্ত্তা সর্ব্ব-কারণঞ্চেতি। অথ পুনঃ প্রমাণান্তরেণ তদেব দ্রঢ়য়ন্তি—য ইতি। যো দেবানামিন্দ্রাদীনাং প্রভবোৎপত্তি-স্থানম্, উদ্ভবঃ ঐশ্বর্য্যস্থিত্যাদি কারণম্। তদেব বিশেষণৈ র্ব্বিশেষয়ন্তি—বিশ্বাধিপঃ সর্ব্বেষাং নিয়ামকঃ রুদ্রঃ সংহারকর্ত্তা, শিবঃ পরমমঙ্গলায়নঃ, মহর্ষিঃ—বেদাদিশাস্ত্রকর্ত্তা, তস্মাৎ শ্রীশিব এব সর্ব্বকর্ত্তা সর্ব্বে-শ্বরেতি ভাবঃ। যৎ "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্" তৎ শ্রীশিবে এব পর্য্যবস্যতীতি দর্শয়তি শ্রুতিঃ—তদা মহাপ্রলয়াবসনে ন তমোঽন্ধকারো নাসীৎ ন চ দিবা প্রকাশ আসীৎ, ন চন্দ্রনক্ষত্রাদি প্রকাশ শালিনী রাত্রিরাসীৎ, ন সৎ ব্যক্তং ন চাসদব্যক্তং, তদা কিমাসীদিত্যপেক্ষায়ামাহ শিব এব কেবলঃ শ্রীশিব-এবাসীন্নান্যৎ কিমপীত্যর্থঃ। ইত্যেবং শ্রীশিবপারম্যবাদিনাং সিদ্ধান্তং সমাপ্য প্রধানপারম্যবাদিনাং মত-মাহুঃ—প্রধানাদিতি। ইদং পরিদৃশ্যমানং জগৎ প্রধানাদুৎপন্নং সর্ব্বতত্ত্বমুখ্যাজ্জাতমিত্যর্থঃ, তস্মাদুৎপন্নঃ সন্

ইত্যাদি। "প্রধান ক্ষর, শ্রীহর অমৃত ও অক্ষর হয়েন।" অর্থাৎ—ক্ষর প্রধান মহদাদি রূপে পরিণাম-শীল এবং বিনাশী, কিন্তু শ্রীহর মহাদেব অমৃত বিনাশ রহিত, অক্ষর—পরিণামরহিত হয়েন।

পুনঃ—রুদ্র একমাত্র আছেন দ্বিতীয় নাই। অর্থাৎ—রুদ্রদেব একমাত্র কার্য্যকারণ নিয়ামক রূপে অনন্য সহায় রূপে অবস্থান করেন। অতএব দ্বিতীয়ায়, এইস্থানে নিমিত্ত অর্থে চতুর্থী হইয়াছে, তাঁহাকে কেহ সহায় নিমিত্ত থাকে না, অতএব একমাত্র শ্রীরুদ্র সর্ব্বকর্ত্তা ও সর্ব্বকারণ হয়।

অনন্তর পুনঃ—প্রমাণান্তরে তাহা দৃঢ় করিতেছেন—যিনি দেবতাগণের প্রভব তথা উদ্ভব স্থান, যিনি বিশ্বের অধিপতি, রুদ্র, শিব ও মহর্ষি। অর্থাৎ যিনি দেবতাগণের ইন্দ্রাদির প্রভব উৎপত্তি স্থান, উদ্ভব স্থিতি তথা ঐশ্বর্য্যাদির কারণ হয়, তাহা বিশেষণের দ্বারা বিশেষিত করিতেছেন—বিশ্বাধিপ সকলের নিয়ামক, রুদ্র সংহার কর্ত্তা, শিব পরমমঙ্গলালয়, মহর্ষি বেদাদি শাস্ত্রকর্ত্তা, সুতরাং শ্রীশিবই সর্ব্বকর্ত্তা সর্ব্বেশ্বর ইহাই ভাবার্থ। আরও—যে কালে অন্ধকার, দিবা, রাত্রি, সৎ, অসৎ কিছুই ছিল না, সেই কালে একমাত্র শিবই ছিলেন। অর্থাৎ—ছান্দোগ্যোপনিষদে যে "হে সৌম্য! এই জগৎ সৃষ্টির অগ্রে একমাত্র অদ্বিতীয় সৎ বস্তুই ছিল" ইত্যাদি বাক্য তাহা শ্রীশিবেই পর্য্যবসায়িত হয়, তাহা দেখাই-তেছেন—শ্রুতিবাক্য—সেই মহাপ্রলয়াবসানে তমঃ অন্ধকার ছিল না, দিবা প্রকাশ ছিল না এবং চন্দ্র নক্ষত্রাদি প্রকাশযুক্তা রাত্রি ছিল না, সৎ ব্যক্ত ছিল না, অসৎ অব্যক্ত ছিল না, সুতরাং সেই কালে কি

জীবে তিষ্ঠন্ত্যচঞ্চলাঃ। জীবে চ লয়মিচ্ছন্তি ন জীবাৎ কারণং পরম্॥" (মাংভাং ৫।১।৪।১৩) ইতি চৈবমাদি।

তত্র সংশয়ঃ—কিমেতে হরাদি শব্দাঃ শিতিকণ্ঠাদের্বাচকাঃ? উত পরব্রহ্মণ এবেতি। প্রসিদ্ধেঃ শিতিকণ্ঠাদেরেবেতি প্রাপ্তে—

তত্রৈব তিষ্ঠতীতি প্রধানমবতিষ্ঠতি। পুন র্মহাপ্রলয়াবসরে সর্ব্বং প্রধানে লয়মভ্যেতি গচ্ছতি, তস্মাৎ প্রধানাদন্যৎ কিমপি জগৎকারণং নাস্তীতি সূচিত্রম্। অথ জীব পারম্যবাদিনাং মতমাহুং—জীবেতি। ভূতান্যাকাশাদীনি জীবাদ্ ভবন্তি, তত্রৈবজন্মমরণভাজিজীবে তান্যচঞ্চলাঃ যথানিয়মানু গতাস্তিষ্ঠন্তি, কিঞ্চ প্রলয়কালে জীব এব লয়মুপগচ্ছন্তি, তস্মাৎ বিশ্বজন্ম স্থিতিলয়বিষয়ে জীবাদন্যৎ কিমপি কারণং নাস্তীতি বিষয় বাক্যম্।

সংশয় ঃ—ইত্যেবমেতেন সর্ব্বব্যাখ্যাতাধিকরণস্য বিষয়বাক্যে সন্দেহমবতারয়ন্তি—কিমিতি। এতে হররুদ্র শিবাদিশব্দাঃ কিং শিতিকণ্ঠাদেরুমাপতিশঙ্করস্য বাচকাঃ প্রতিপাদকাঃ? অথবা সর্ব্বকারণ কারণস্য সর্ব্বেশ্বরস্য পরব্রহ্মণঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য বাচকাঃ প্রতিপাদকেতি? উভয়ত্রয় প্রমাণ সদ্ভাবাৎ সংশয় ইতি সংশয় বাক্যম্।

ছিল? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন—শিব একাকী ছিল, একমাত্র মঙ্গলময় শ্রীশিবই ছিলেন, অন্য কিছু ছিল না। এই প্রকার শ্রীশিব পারম্যবাদিগণের সিদ্ধান্ত সমাপ্ত করিয়া, প্রধান পারম্যবাদিগণের সিদ্ধান্ত নিরূপণ করিতেছেন—প্রধান ইত্যাদি। এই জগৎ প্রধান হইতে উৎপন্ন হয়, প্রধানে অবস্থান করে, অন্তে প্রধানেই লয় প্রাপ্ত হয়, সুতরাং প্রধান হইতে অন্য কোন শ্রেষ্ঠ কারণ নাই। অর্থাৎ এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সর্ব্বতত্ত্ব মুখ্য প্রধান হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে উৎপন্ন হইয়া সেই প্রধানেই অবস্থান করে, পুনঃ মহাপ্রলয়কালে সকল জগৎ প্রধানেই লীন হইয়া যায়, অতএব প্রধান হইতে অন্য কোন জগৎকারণ নাই ইহাই শাস্ত্র সূচনা করিতেছেন।

অনন্তর জীব পারম্যবাদির মত বলিতেছেন—জীব ইত্যাদি। এই ভূতসকল জীব হইতে উৎপন্ন হয় এবং অচঞ্চল ভাবে জীবেই অবস্থান করে, তথা জীবেই লয় প্রাপ্ত হয়, সুতরাং জীব হইতে অন্য কোন পরম কারণ নাই। অর্থাৎ—আকাশাদি মহাভূত সকল অচঞ্চল অর্থাৎ যথা নিয়মানুসারে অবস্থান করে, আরও প্রলয়কালে সেই জীবেই লীন হইয়া যায়, অতএব এই বিশ্বের জন্ম-স্থিতি ও লয় বিষয়ে জীব হইতে অন্য কোন কারণ নাই। ইত্যাদি দেখা যায়। এই প্রকার বিষয়বাক্য প্রদর্শিত হইল।

সংশয়—এই প্রকার 'এতেন সর্ব্বব্যাখ্যাতাধিকরণের বিষয়বাক্যে সন্দেহের অবতারণা করিতেছেন—কিম্ ইত্যাদি। এই হর শিব ইত্যাদি শব্দ কি শিতিকণ্ঠের বাচক? অর্থাৎ—এই হর, রুদ্র,

ওঁ ॥ এতেন সর্ব্বে ব্যাখ্যাতা ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ওঁ ॥ ১।৪।৮।২৮।

এতেনোক্তপ্রকারক সমন্বয় চিন্তনেন সর্ব্বে হরাদয়ঃ শব্দা ব্যাখ্যাতা ব্রহ্মপরতয়া নীতাঃ

পূর্ব্বপক্ষঃ— ইত্যেবংসংশয়ানন্তরং পূর্ব্বপক্ষমাচরন্তি—প্রসিদ্ধেরিতি। এতে হররুদ্রশিবাদি-শব্দাঃ প্রসিদ্ধেঃ সর্ব্বলোক শাস্ত্র প্রসিদ্ধস্য পার্ব্বতীরমণস্য শিতিকণ্ঠস্য বাচকাঃ, নান্যস্যেতি ভাবঃ। তথৈব প্রতিপাদনাদিতি পূর্ব্বপক্ষ বাক্যম্।

সিদ্ধান্তঃ অথেত্যেবং পূর্ব্বপক্ষে সমুপস্থিতে সিদ্ধান্তমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—এতেনেতি। এতেন পাদচতুষ্টয় বর্ণিতন্যায়কলাপেন পরব্রহ্মণি সর্ব্বেষাং বেদান্তবাক্যানাং জগন্নিমিত্তোপাদান কারণস্য সমন্বয়চিন্তনেনান্যে সর্ব্বে পৃথককারণাতা প্রতিপাদকাঃ শ্রুতিবাক্যাঃ অপি ব্যাখ্যাতাঃ পরব্রহ্ম-প্রতিপাদনপরতয়া নীতাঃ। অথ সর্ব্বেসাং কারণানাং সর্ব্বেষাং শব্দানাঞ্চ পরব্রহ্মণি শ্রীগোবিন্দদেবে পর্য্য-বসানং ভবতীতি প্রতিপাদয়ন্তি—এতেনেতি। অথ তস্য পরব্রহ্মণঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য সর্ব্বনামত্বং প্রতি-পাদয়ন্তি—নামানীতি। মনুষ্যাদিশব্দানামপি শ্রীহরৌ বৃত্তিঃ শ্রূয়তে, কিমুতস্তত্র যোগভাজাং হরাদিশব্দা-

---

শিবাদি শব্দ সকল কি শিতিকণ্ঠ উমাপতি শ্রীশঙ্করের বাচক, বা প্রতিপাদক ? অথবা পরব্রহ্মের বাচক ? অর্থাৎ—সর্ব্বকারণ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বেশ্বর, পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের বাচক, প্রতিপাদক ? কারণ উভয় স্থানে প্রমাণ বিদ্যমান থাকা হেতু সন্দেহের উৎপন্ন হইতেছে ইহাই অর্থ। ইহাই সংশয়বাক্য।

পূর্ব্বপক্ষ—এই প্রকার সংশয় সমুপস্থিত হইলে পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিতেছেন—'প্রসিদ্ধ' ইত্যাদি। হরাদি শব্দ প্রসিদ্ধ শিতিকণ্ঠকেই প্রতিপাদন করিতেছেন, অর্থাৎ—এই হর, রুদ্র, শিবাদি শব্দ সকল প্রসিদ্ধ সর্ব্বলোক ও সর্ব্বশাস্ত্র প্রসিদ্ধ শ্রীপার্ব্বতীরমণ শিতিকণ্ঠের বাচক, অন্যের নহে। কারণ শাস্ত্রে সেই প্রকারই প্রতিপাদন করিয়াছেন এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষবাক্য।

সিদ্ধান্ত—এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ সমুপস্থিত হইলে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত সূত্রের অবতারণা করিতেছেন—এতেন ইত্যাদি। এতদ্দ্বারা সকল ব্যাখ্যা করা হইল" অর্থাৎ—এই পাদ চতুষ্টয় বর্ণিত ন্যায় সমূহের দ্বারা পরব্রহ্ম শ্রী শ্রীগোবিন্দদেবে বেদান্তবাক্য সকলের, এবং জগতের নিমিত্ত তথা উপাদান কার-ণের সমন্বয় প্রতিপাদনের দ্বারা অন্য সকল পৃথক্ কারণতা প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্য সকলও ব্যাখ্যা করা হইল, অর্থাৎ—পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব প্রতিপাদক রূপে ব্যাখ্যা করা হইল।

অনন্তর সকল কারণের, সকল শাস্ত্রের তথা নাম সকলের পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবেই পর্য্যবসান হয় তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন—এতেন ইত্যাদি। পূর্ব্বোক্ত প্রকার সমন্বয় চিন্তন প্রতিপাদনের দ্বারা হর রুদ্র প্রভৃতি শব্দ সকল ব্যাখ্যাত হইল অর্থাৎ পরব্রহ্ম রূপে নীত হইয়াছে, কারণ তিনি সর্ব্বনাম, অর্থাৎ বিশ্বে প্রচারিত সকল নামই তাঁহার।

তস্য সর্ব্বনামত্বাৎ। "নামানি বিশ্বানি ন সন্তি লোকে যদাবিরাসীৎ পুরুষস্য সর্ব্বম্। নামানি সর্ব্বাণি যমাবিশন্তি তং বৈ বিষ্ণুং পরমুদাহরন্তি" ইতি ভাল্লবেয় শ্রুতিঃ, বৈশম্পায়নোঽপ্যেতান্

নামিত্যভি প্রয়েণোদাহরণমিদম্, বিশ্বানিনামানি—অস্মিন্ বিশ্বে যানি নামানি সন্তি, লোকে চ মনুষ্যাণাং ব্যবহার স্থলে চ যানি সন্তি তানি সর্ব্বাণি যৎ যতঃ পুরুষাৎ শ্রীকৃষ্ণাদারীরভূত্তস্মাৎ সর্ব্বং পুরুষস্য শ্রীকৃষ্ণস্যৈব নাম, তথা মহাপ্রলয়াবসরে সর্ব্বাণি দেবমনুষ্যাদীনাং নামানি যমাবিশান্তি প্রবেশং কুর্ব্বন্তি তং বৈ পরমং বিষ্ণুং পরমেশ্বরমুদাহরন্তি বুধাঃ। অত্র কার্য্যনামান্যপি কারণনামান্যেবাভেদাদিতি। বৈশম্পায়নেতি শ্রীমহাভারতেঽনুশানপর্ব্বণি দানধর্ম্মে—১৪৯ অ০ শ্রীবিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্র-"সর্ব্বঃ শর্ব্বঃ শিবঃস্থাণুর্ভূতাদি র্নিধিরব্যয়ঃ (১৭) 'স্বয়ম্ভূশম্ভুরাদিত্যঃ পুষ্করাক্ষো মহাস্বনঃ' (১৮) 'রুদ্রো বহুশিরা বভ্রু র্বিশ্বযোনিঃ শুচিশ্রবাঃ' (২৬) 'জীবো বিনয়িতা সাক্ষী মুকুন্দোঽমিত বিক্রমঃ' (৬৮) 'অণুর্বৃহৎকৃশঃ স্থূলো গুণভৃন্নির্গুণো মহান্' (১০৩) ইত্যেতানন্যানপি শ্রীকৃষ্ণাহ্বয়ান্ সস্মার।

অনন্তর পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের সর্ব্বনামত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন—নামানি ইত্যাদি। এই বিশ্বের মধ্যে যত নাম আছে, তাহা পুরুষেরই হয় এবং তাহা হইতেই আবির্ভূত হয় অর্থাৎ কারণ নাম হইতে কার্য্য নাম ভিন্ন নহে, পুনঃ এই নাম সকল যাঁহাতে প্রবেশ করে পণ্ডিতগণ তাঁহাকে শ্রীবিষ্ণু বলিয়া বর্ণনা করেন। অর্থাৎ—মানবাদি শব্দেরও শ্রীহরিতে বৃত্তি দেখা যায়, আর যোগভাগী অর্থাৎ—যৌগিক শব্দ হরাদি সকলের তাঁহাতে বৃত্তি হইবে এই বিষয়ে আর কি বক্তব্য আছে। এই অভিপ্রায়ে এই উদাহরণ প্রদান করিতেছেন—বিশ্ব নাম, অর্থাৎ এই বিশ্বে যে নাম সকল আছে, তথা মনুষ্যলোকে মনুষ্যগণের ব্যবহার স্থলে যে সকল নাম আছে সেই সকল যে পুরুষ শ্রীশ্রীকৃষ্ণ হইতেই আবির্ভূত হয়, সুতরাং ঐসকল পরমপুরুষ শ্রীশ্রীকৃষ্ণেরই নাম এবং মহাপ্রলয়কালে সকল দেবতা ও মানবগণের নাম যাঁহাতে প্রবেশ করে, বিদ্বানগণ তাহাকে পরমেশ্বর সর্ব্বব্যাপক শ্রীবিষ্ণু বলিয়া কীর্ত্তন করেন। ইহা ভাল্লবেয় শ্রুতিবাক্য। এই স্থলে কার্য্য নাম সকল কারণ নাম সকল হইতে অভেদ হয় ইহাই ভাবার্থ।

মহর্ষি শ্রীবৈশম্পায়ন এই নাম সকল শ্রীশ্রীকৃষ্ণের নাম বলিয়া স্মরণ করিয়াছেন। অর্থাৎ—শ্রীমহাভারতে অনুশাসন পর্ব্বের দানধর্ম্ম পর্ব্বে একশত উনপঞ্চাশ অধ্যায়ে শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম স্তোত্রে বর্ণিত আছে—শ্রীকৃষ্ণ এই সকল নামে অভিহিত হয়েন—সর্ব্ব, শর্ব্ব, শিব, স্থাণু, ভূতাদি, নিধি, অব্যয়, স্বয়ম্ভু, শম্ভু, আদিত্য, পুষ্করাক্ষ, মহাস্বন, রুদ্র, বহুশিরা, বভ্রু, বিশ্বযোনি, শুচিশ্রবা, জীব, বিনয়িতা, সাক্ষী, মুকুন্দ অমিতবিক্রম, অণু, বৃহৎ, কৃশ, স্থূল, গুণভৃৎ, নির্গুণ, মহান্। ইত্যাদি এবং অন্যান্য অনেক নাম শ্রীশ্রীকৃষ্ণের বাচক বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব শ্রীনারায়ণ ইত্যাদি নাম সকল বিনা অন্যান্য সকল নাম রুদ্র ব্রহ্মাদিগকে প্রদান করিয়াছেন, ইহা অন্যত্র পুরাণে দেখা যায়।

শ্রীকৃষ্ণাহ্বয়ান্ সস্মার। শ্রীনারায়ণাদীনি নামানি বিনান্যানি রুদ্রাদিভ্যো হরির্দত্তবা-নিত্যন্যত্র স্মর্য্যতে। কিন্ত্বয়মত্র নিয়মঃ—যত্রান্য বাচকত্বেঽপ্যবিরোধস্তত্রান্যদমুখ্যত্বয়োচ্যতে।

শ্রীভগবান্ যানি নামানি অন্যেভ্যো দত্তবান্ তান্যাহুঃ—স্কন্দ পুরাণে—(সিদ্ধান্তরত্নে—১।১৩) "ঋতে নারায়ণাদীনি নামানি পুরুষোত্তমঃ। প্রাদাদন্যত্র ভগবান্ রাজেবর্ত্তে স্বকং পুরম্॥ টীকা চ—নৃপো যথা স্বাবাসং বিনা অন্যানি নগরাণি স্বামাত্যেভ্যো দদাতি তদ্বৎ।

ব্রাহ্মেচ চতুর্ম্মুখঃ শতানন্দো ব্রহ্মণঃ পদ্মভূরিতি। উগ্রো ভস্মধরো নগ্নঃ কপালীতি শিবস্য চ॥ বিশেষনামাণি দদৌ স্বকীয়ান্যপি কেশবঃ॥ ইতি, কিঞ্চ রুদ্রাদিশব্দানাং শ্রীকৃষ্ণে প্রবৃত্তৌ নিমিত্তানি দৃশ্যন্তে তথাচ ব্রহ্মাণ্ডে রুজং দ্রাবয়তে যস্মাদ্ রুদ্রঃ তস্মাজ্জনার্দ্দনঃ। ঈশানাদেব চেশানো মহাদেবো মহত্ত্বতঃ॥ পিবন্তি যে নরা নাকং মুক্তা সংসারসাগরাৎ। তদাধারো যতো বিষ্ণুঃ পিনাকীতি তত স্মৃতঃ॥ শিবঃ সুখাত্মকত্বেন সর্ব্বসংরোধনাদ্ধরঃ। কৃত্য ত্মকমিদং বিশ্বং যতো বস্তে প্রবর্ত্তয়ন্॥ কৃত্তিবাসাস্ততো দেবো বিরিঞ্চিশ্চ বিরেচনাৎ। বৃংহনাদ্ ব্রহ্মনামাসাবৈশ্বর্য্যাদিন্দ্র উচ্যতে॥ এবং নানাবিধৈঃ শব্দৈরেক এব-

---

শ্রীভগবান যে সকল নাম অন্য সকলকে প্রদান করিয়াছেন তাহা স্কন্দপুরাণে বর্ণিত আছে—পুরুযোত্তম শ্রীভগবান নারায়ণ প্রভৃতি নাম বিনা অন্য নাম সকল রাজচক্রবর্ত্তীর সমান অন্যকে প্রদান করিয়াছেন। এই শ্লোকের টীকা—রাজা যে প্রকার নিজের রাজভবন বিনা অন্যান্য নগর নিজ অমাত্য-গণকে প্রদান করেন সেই প্রকার সর্ব্বেশ্বর শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবও নিজ প্রিয় নাম বিনা অন্য নাম সকল অন্যান্য দেবতাগণকে প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ যে সকল নিজের নাম অন্য দেবতাদিগকে প্রদান করিয়াছেন তাহা শ্রীব্রহ্ম পুরাণে বর্ণনা করিয়াছেন—সনকপিতা শ্রীব্রহ্মার চতুর্ম্মুখ, শতানন্দ, পদ্মভু, ইত্যাদি॥ এবং শিবের উগ্র, ভস্মধর নগ্ন, কপালী ইত্যাদি বিশেষ নাম সকল, স্বকীয় হইলেও শ্রীকেশবদেব তাঁহাদিগকে প্রদান করিয়াছেন। আরও রুদ্রাদি শব্দের শ্রীশ্রীকৃষ্ণেই প্রবৃত্তিনিমিত্ত দেখা যায় তাহা শ্রীব্রহ্মাণ্ড পুরাণে নিরূপন করিয়াছেন শ্রীজনার্দ্দন রোগ সকলকে অথবা সংসার দুঃখকে বিদ্রাবিত করেন, অতএব তাঁহার নাম রুদ্র। তিনি সকলের ঈশান অর্থাৎ নিয়মিতা হওয়ার জন্য ঈশান; তিনি মহান্ সুতরাং মহাদেব; মানব সকল সংসার সাগর হইতে মুক্ত হইয়া নাক—পরমানন্দ অনুভব করেন শ্রীবিষ্ণু ঐ নাকের আধার সুতরাং তিনি পিনাকী।

তিনি সুখ স্বরূপ সুতরাং তাঁহার নাম শিব। সকল পদার্থকে সংরোধন করার জন্য তিনি হর। যিনি কৃত্য—চর্ম্মময় বিশ্বকে প্রকটিত করিয়া আচ্ছাদন করেন অতএব তাঁহার নাম কৃত্তিবাস। বিরেচন—মূল প্রকৃতির প্রকট করা হেতু শ্রীশ্রীকৃষ্ণ বিরিঞ্চ নামে অভিহিত হয়েন। তিনি বৃহৎ অতএব তাঁহার নাম ব্রহ্মা; তাঁহার অপরিসীম ঐশ্বর্য্য আছে সুতরাং তাঁহার নাম ইন্দ্র হয়। শ্রীত্রিবিক্রম এই ভাবে নানাবিধ

যত্র তু বিরোধস্তত্র শ্রীবিষ্ণুরেবেতি। পদাভ্যাসেঽধ্যায় সমাপ্তি দ্যোতনায় ॥ ২৮ ॥

ত্রিবিক্রমঃ। দেবেষু চ পুরাণেষু গীয়তে পুরুষোত্তমঃ ॥ (শ্রীসিং রত্নম্ ৩।১২) ননু দ্বিবিধো বাক্যো দৃশ্যতে ক্বচিৎ শ্রীবিষ্ণু পারম্য প্রতি পাদকঃ, ক্বচিচ্চ শ্রীশিবপারম্য প্রতিপাদকস্তত্র কিং করণীয়ম্? তন্নিরূপয়ন্তি কিন্ত্বিতি। যত্রবিরোবাভাবস্তত্র সাক্ষাদেব শ্রীভগবন্তং প্রতিপাদয়ন্তি বেদাঃ। শ্রীগীতসু (১৫।১৫) 'বেদৈশ্চসর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ। যদি বিরোধঃ সম্ভবেত্তত্রত্থেবং সমাধেয়ম্"কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ। ইত্যস্যা হৃদয়ং লোকে নান্যো মদ্বেদকশ্চন। মাং বিধত্তেঽভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহ্যতে ত্বহম্ ॥ (১১।২১।২১) শ্রীভাগবতপদ্যমেব সুসঙ্গতমিতি। পাদাভ্যাসেতি—অধ্যায়স্য সমাপ্তিদোতনায় সর্ব্বে দ্বিরুক্তিং কুর্ব্বন্তি, তদ, যথা বরাহসংহিতায়াম্—অবধারণার্থং সর্ব্বস্যাপ্যুক্তস্যাধ্যায়মূলতঃ। দ্বিরুক্তিং

শব্দের দ্বারা একাকী অভিহিত হয়েন, তথা দেব বেদান্ত ও পুরাণ সকলে একমাত্র পুরুষোত্তম শ্রীশ্রীগোবিন্দ দেবই গীত হয়েন।

এই বিষয়ে বিশেষ জিজ্ঞাসা থাকিলে শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদ বিরচিত শ্রীসিদ্ধান্তরত্নের তৃতীয় পাদ দ্রষ্টব্য। যদি বলেন—দুই প্রকার বাক্য শাস্ত্রে দেখা যায়, কোথাও শ্রীবিষ্ণুর পারম্যপ্রতিপাদক; আরও কোন স্থানে—শ্রীশিবের পারম্য প্রতিপাদক; সেই স্থানে কি কর্ত্তব্য? সেই স্থানে কর্ত্তব্য নিরূপণ করিতেছেন—কিন্তু ইত্যাদি। কিন্তু এইস্থানে এই প্রকার নিয়ম যে স্থালে অন্য বাচক হইলে ও কোনরূপ বিরোধ দৃষ্টিগোচর হয় না সেই স্থানে অন্যশব্দ অমুখ্য রূপে শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবকে প্রতিপাদন করেন, অর্থাৎ—শিব বিরিঞ্চি ইত্যাদি শব্দ সকল দেবতা বিশেষের প্রতিপাদক হইলেও গৌণ ভাবে শ্রীশ্রীকৃষ্ণকেই প্রতিপাদন করিতেছেন।

যে স্থানে বিরোধ দৃষ্টিগোচর হয় না সেই স্থানে শ্রীবিষ্ণুকেই প্রতিপাদন করেন। অর্থাৎ যে স্থানে কোন প্রকার বিরোধ দেখা যায় না সেই স্থানে সাক্ষাৎ ভাবেই বেদ সকল শ্রীভগবানকে প্রতিপাদন করেন। এইবিষয়ে শ্রীগীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন, বেদ সকলের দ্বারা আমিই একমাত্র বেদ্য, অর্থাৎ পার্থ সারথি শ্রীশ্রীকৃষ্ণই জানিবার যোগ্য। যদি কোন প্রকার বিরোধের সম্ভাবনা দেখা যায়, সেই স্থানে এই প্রকার সমাধান করিতে হইবে—বেদের কর্ম্মকাণ্ডদ্বারা কি বিধান প্রদান করেন, কোন বস্তুকে ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করেন; জ্ঞানকাণ্ড কোন বস্তুকে নেতি নেতি ভাবে অনুবাদ করিয়া প্রতিপাদন করেন। এই বেদ সকলের হৃদয় জগতের মধ্যে একমাত্র আমিই জানি, অন্য কেহ জানে না। বেদশাস্ত্র আমাকেই বিধান করে, প্রতি পাদন করে এবং আমাকেই নেতি নেতি ভাবে স্থাপন করেন। এই শ্রীভাগবত মন্ত্রই সকল প্রকার বিরোধ সমাধানের জন্য সুসঙ্গত; সুতরাং শাস্ত্রসকল সাক্ষাৎ বা পরম্পরা ক্রমে শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবকেই প্রতি পাদন করিয়াছেন।

পদাভ্যাস, অর্থাৎ—সূত্রে যে 'ব্যাখ্যাতাঃ' 'ব্যাখ্যাতাঃ' দুইবার উক্তি করিয়াছেন তাহা অধ্যায়

সর্ব্বে বেদাঃ পর্য্যবস্যন্তি যস্মিন্ সত্যানন্তাচিন্ত্যশক্তৌ পরেশে।
বিশ্বোৎপত্তিস্থেমভঙ্গাদি লীলে নিত্যং তস্মিন্নস্তু কৃষ্ণে মতির্নঃ ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীমদ্‌বেদান্তদর্শনে শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ বিরচিতে শ্রীশ্রীগোবিন্দভাষ্যে প্রথমাধ্যায়স্য চতুর্থঃ পাদঃ ॥ ১।৪ ॥

সম্পূর্ণোঽয়ং প্রথমাধ্যায়ঃ ॥

কুর্বতে প্রাজ্ঞা অধ্যায়ান্তে বিনির্ণয়ঃ॥ ইত্থঞ্চ শ্রীভগবদ্‌বাদরায়ণাবতারিতৈঃ পঞ্চত্রিংশদধিকৈকশততমসূত্রৈঃ (১৩৫) সপ্তত্রিংশত্তমাধিকরণৈশ্চ (৩৭) পাদচতুষ্টয়াত্মকপ্রথমাধ্যায়েন শ্রীমদ্‌গোবিন্দদেবপ্রোক্ত শ্রীশ্রী-গোবিন্দভাষ্যেণ শ্রীমদ্‌ভাষ্যকার প্রভুচরণাঃ পরাৎপর পরব্রহ্ম সর্ব্ববেদান্তবেদ্য সর্ব্বশক্তিমৎ স্বেতর-সর্ব্বনিয়ামক সর্ব্বকারণ কারণ প্রপঞ্চনিমিত্তোপাদানকারণ শিব বিরিঞ্চ্যাদিসংচিন্ত্যচরণারবিন্দ মুক্তোপসৃপ্যানন্দময়াখিলরসামৃতবরিধি ভক্তবৎসল সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যাদ্যনন্তকল্যাণগুণগণালঙ্কৃত দিব্য শ্রীবিগ্রহ শ্রীরাধা প্রাণবন্ধু বঙ্কুরাঙ্গ শ্রীমদ্ গোবিন্দদেবে সর্ব্বেষাং বেদানাং সমন্বয়ং নিরূপ্যাথ তচ্চরণে রুচিভক্তি প্রাপ্ত্যাশয়া মঙ্গলমাচরয়ন্তি—সর্ব্ব ইতি। যস্মিন্ সত্যানন্তাচিন্ত্যশক্তৌ সত্যজ্ঞানানন্তঞ্চাচিন্ত্যা চ শক্তি র্যত্র তস্মিন্ পরেশে সর্ব্বেশ্বরে বিশ্বোৎপত্তিস্থেমভঙ্গাদি লীলে বিশ্বস্যোৎপত্তি স্থেমা পালনং ভঙ্গঃ সংহারো যস্মাত্তস্মিন্ সর্ব্বেবেদাঃ সর্ব্বাণি শাস্ত্রাণি পর্য্যবস্যন্তি, সর্ব্বোপাস্যত্ব সর্ব্বাধারত্ব সর্ব্বপ্রদত্বাদিরূপেণ নিরূপয়ন্তি, তস্মিন্ ব্রহ্মাদিস্তম্ভ পর্য্যন্ত বিস্মাপকলীলে স্বপর্য্যন্ত চরাচরাকর্ষক সৌন্দর্য শীলে পরব্রহ্মণি শ্রীকৃষ্ণে নোঽস্মাকং নিত্যং সর্ব্বদা-মতিরস্তু, সর্ব্বং হিত্বা তচ্চরণারবিন্দমারাধয়ন্ত্বিতি ভাষ্যার্থঃ ॥২৮॥

ইতে তেন সর্ব্বব্যাখ্যাতাধিকরণমষ্টমং সমাপ্তম্ ॥৮॥

সমাপ্তির দ্যোতক ; অর্থাৎ প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত হইল” এই সূচনা করিবার নিমিত্ত শেষের বাক্য অভ্যাস বা দ্বিরুক্তি করিয়াছেন। অধ্যায়ের সমাপ্তি সূচনার নিমিত্ত সকলে দ্বিরুক্তি করেন ; তাহার নিয়ম বরাহ সংহিতায় বর্ণিত আছে-প্রাজ্ঞ পণ্ডিতগণ সর্ব্বসাধারণ মানবগণের অবধারণার নিমিত্ত অধ্যায়ের মুলে অর্থাৎ প্রথমে, এবং অধ্যায়ের অন্তে দ্বিরুক্তি করিবেন ইহাই শাস্ত্রের নির্ণয়।

এই প্রকার ভগবান শ্রীবাদরায়ণ কর্ত্তৃক অবতারিত একশত পঞ্চত্রিংশৎতম সূত্রের দ্বারা, এবং সপ্তত্রিংশৎতম অধিকরণের দ্বারা পাদ চতুষ্টয়াত্মক প্রথম অধ্যায়ের দ্বারা শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব কর্ত্তৃক কথিত শ্রীশ্রীগোবিন্দভাষ্যের দ্বারা শ্রীমৎ ভাষ্যকার প্রভুপাদ—পরাৎপর পরব্রহ্ম, সর্ব্ববেদান্তবেদ্য, সর্ব্বশক্তিমান, স্বেতর সর্ব্বনিয়ামক, সর্ব্বকারণ, প্রপঞ্চের নিমিত্ত উপাদান কারণ, শিব বিরিঞ্চি প্রভৃতির সংচিন্ত্যচরণারবিন্দ মুক্তগণলভ্য, আনন্দময় অখিল রসামৃতবারিধি, ভক্তবৎসল, সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যাদি অনন্তকল্যাণ গুণগণালঙ্কৃত দিব্য শ্রীবিগ্রহ শ্রীশ্রীরাধাপ্রাণবন্ধু ললিতত্রিভঙ্গ শ্রীমদ্ গোবিন্দদেবে সকল বেদবাক্যের সমন্বয় নিরূপণ করিয়া, অনন্তর তাঁহার শ্রীচরণসরোরুহে রুচিভক্তি প্রাপ্তি কামনায় মঙ্গলাচরণ করিতেছেন ; অর্থাৎ

"বেদাস্তথা স্মৃতিগিরো যমচিন্ত্যশক্তিং সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কারণমামনন্তি। তং শ্যামসুন্দরমবিক্রিয়মাত্মমূর্ত্তিং সর্ব্বেশ্বরং প্রণতিমাত্র-বশং ভজামঃ॥ বন্দে বিশ্বম্ভরং দেবং বিশ্বৈককারণং পরম্। সর্ব্বপরিকরৈঃ সহ যো গৌড়েঽবততার হ॥ কৃষ্ণদ্বৈপায়নং বন্দে বেদান্তসূত্র কারকম্। যস্যাবলোকমাত্রেণ কৃষ্ণভক্তিঃ প্রজায়তে॥ বলদেবপ্রভুং বন্দে বিদ্যাভূষণ সংজ্ঞকম্॥ অবিদ্যাতমসাচ্ছন্নান্ মানবান্ বিমুমোচ যঃ॥ ইতি শ্রীব্রহ্মসূত্রস্য গোবিন্দ ভাষ্য বিস্তৃতম্। রসিকানন্দভাষ্যন্তু পশ্যন্তু সুধিয়ো জনাঃ॥

ইতি শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রে শ্রীশ্রীগোবিন্দভাষ্যেঽস্পষ্ট ব্রহ্মলিঙ্গ শ্রুতিসমন্বয়াখ্যস্য প্রথমাধ্যায় চতুর্থপাদস্য
শ্রীমদ্ বেদান্ততীর্থস্য কৃতৌ "শ্রীশ্রীরসিকানন্দভাষ্যম্" সমাপ্তম্॥ ১।৪॥

শ্রীগোবিন্দভাষ্য অধ্যয়নকারি মানবগণের শ্রীশ্রীগোবিন্দচরণারবিন্দে রুচিভক্তি লাভ হউক,—যে সত্য-অনন্ত অচিন্ত্যশক্তিমান্ পরেশ· বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি, বিনাশলীলাকারী শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবে দেববাক্য সকল পর্য্যবসান হয়, সেই শ্রীশ্রীকৃষ্ণে আমাদের মতি হউক।

অর্থাৎ যিনি স্বত্যস্বরূপ, অনন্তলীলাপারাবার, অচিন্ত্যশক্তিমান, অথবা সত্য অনন্ত ও অচিন্ত্যশক্তি যাঁহাতে বিদ্যমান আছে; যিনি সর্ব্বেশ্বর, যিনি বিশ্বোৎপত্তিস্থেম ভঙ্গাদিলীল, অর্থাৎ বিশ্বের উৎপত্তি, স্থেম-পালন, ভঙ্গ-সংহার যাঁহা হইতে হয়, সেই পরব্রহ্মে বেদসকল শাস্ত্রসকল পর্য্যবসায়িত হয়, অর্থাৎ বেদাদিশাস্ত্র সকলে যাঁহাকে সর্ব্বোপাস্য, সর্ব্বাধার, সর্ব্বপ্রদায়করূপে নিরূপণ করিয়াছেন সেই ব্রহ্মাদি স্তম্ভ পর্য্যন্ত বিস্মাপকলীল, স্বপর্য্যন্ত চরাচর আকর্ষণকারি সৌন্দর্য্যশীল পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে আমাদের নিত্য-সর্ব্বদা মতি হউক, অর্থাৎ সকল প্রকার বিষয়াবেশ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের শ্রীচরণারবিন্দ আমাদের মতি আরাধনা করুক; ইহাই ভাষ্যার্থ॥২৮॥

এইপ্রকার এতেন সর্ব্বব্যাখ্যাতাধিকরণ অষ্টম সমাপ্ত হইল॥৮॥

বেদ তথা স্মৃতিবাক্যসকল যাঁহাকে অচিন্ত্যশক্তিমান, সৃষ্টি, স্থিতি, ও প্রলয়ের কারণ বলিয়া প্রতিপাদন করেন, সেই বিকাররহিত আত্মমূর্ত্তি সর্ব্বেশ্বর যিনি প্রণামকারি ভক্তের বশীভূত সেই শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরকে আমরা ভজনা করি। এই বিশ্বের একমাত্র পরমকারণ শ্রীশ্রীবিশ্বম্ভরদেবকে বন্দনা করি; যিনি সকল পরিকরগণের সহিত শ্রীগৌড়মণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ বেদান্তসূত্রকর্ত্তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ণ ব্যাসদেবকে বন্দনা করি; যে শ্রীমদ্ বেদান্তসূত্র অবলোকন মাত্রই শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে রুচিভক্তি জাত হয়, বা প্রকাশিত হয়। শ্রীমৎ বিদ্যাভূষণ নামক শ্রীপাদ-বলদেব প্রভুকে বন্দনা করি; যিনি অবিদ্যা গ্রহ গ্রস্ত মানব সকলকে মুক্ত করিয়াছেন। এই প্রকার শ্রীমদ্ ব্রহ্মসূত্রে শ্রীশ্রীগোবিন্দভাষ্যের ব্যাখ্যায় শ্রীশ্রীরসিকানন্দভাষ্য সৎবুদ্ধিসম্পন্ন বিদ্বানগণ অবলোকন করুন।

এই প্রকার শ্রীমদ্ ব্রহ্মসূত্রে শ্রীশ্রীগোবিন্দভাষ্যে অস্পষ্ট ব্রহ্মলিঙ্গ শ্রুতিসমন্বয়াখ্য প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ পাদের শ্রীমদ্ বেদান্ততীর্থ বিরচিত শ্রীশ্রীরসিকানন্দভাষ্যের "শ্রীশ্রীরাধাচরণচন্দ্রিকা" বঙ্গানুবাদ সমাপ্তা॥ ১।৪॥